শ্রীশ্রীস্তবাবলী

(প্রার্থনা-স্তোত্র)

পূজ্যপাদ—

শ্রীশ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামিপাদ-বিরচিত

শ্রীল বঙ্গেশ্বর বিদ্যাভূষণ-কৃত টীকা-সমন্বিত

তথা

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডাশ্রয়ী

শ্রীমৎ অনন্তদাস বাবাজী মহারাজ-কৃত মূলানুবাদ ও স্তবামৃতকণা-
নাম্নী তাৎপর্য-ব্যাখ্যা সমলঙ্কৃত।

প্রথম সংস্করণ—১০০০

শ্রীচৈতন্য-সেবাসদন ট্রাষ্ট গ্রন্থ মন্দির হইতে প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ—৫০৪

শ্রীশ্রীগৌরপূর্ণিমা।

প্রচারানুকূল্যে ভিক্ষা— ৭০

বিষয়-সূচী

বিষয়	পত্রাঙ্ক
শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকম্	১— ৩১
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-স্তবকল্পতরুঃ	৩২— ৭৭
শ্রীশ্রীমনঃশিক্ষা	৭৭—১৩৪
শ্রীশ্রীরঘুনাথদাস-গোস্বামিণঃ প্রার্থনা	১৩৪—১৪৮
শ্রীশ্রীগোবর্ধনাশ্রয়দশকম্	১৪৯—১৮৬
শ্রীশ্রীগোবর্ধনবাস-প্রার্থনাদশকম্	১৮৭—২১৭
শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকম্	২১৮—২৪৪
শ্রীশ্রীব্রজবিলাস-স্তবঃ	২৪৫—৫২৮
শ্রীশ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলিঃ	৫২৯—

:: শ্রীশ্রীগৌরবিধুর্জয়তি ::

ভূমিকা

প্রভুপাদ শ্রীল বিনোদকিশোর গোস্বামী

এম. এ. সাহিত্য-ব্যাকরণতীর্থ, পুরাণরত্ন।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাসঞ্চারের পরিণতিরূপে আমরা ত্যাগবৈরাগ্যপূত অন্তর বৈষ্ণব-ভজনের সুনির্মল আদর্শের অমৃত-পথিক **শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীজি**কে পাইয়াছি। পানিহাটি তীর্থে **শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর** সাক্ষাৎ কৃপাভিষেকে অভিস্নাত শ্রীল রঘুনাথ। পুরীধামে **শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর** কৃপাসঙ্গোৎসবে শ্রীল রঘুনাথ রূপান্তরিত হইলেন। ধনীর দুলাল রঘুনাথ পরিণত হইলেন প্রেম-ভজনাবতার শ্রেষ্ঠ সংযমী পুরুষরূপে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাস্পর্শগুণে শ্রীল রঘুনাথের চরিতাবলির ছন্দে ছন্দে সংযম-সহিষ্ণুতা দৈন্যের অপূর্ব আদর্শ প্রকটিত হইল, রঘুনাথের চিত্তকে করিল প্রেমাবিষ্ট-ভাববিমুগ্ধ-নিঃসঙ্গলিপ্সু! মহাপ্রভুর কৃপাবদান্যে রঘুর প্রাণপাত্রটি পরিপূর্ণ হইয়াছিল— স্বরূপের শিক্ষা-মাধুর্যে! সংযমের শিক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার ফলস্বরূপে প্রেম-প্রসন্নতার মূর্তি শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে প্রদান করিলেন—**গুঞ্জামালা ও গিরিধারী-সেবা**। শ্রীল রঘুনাথের ভজনধারা সর্বতোভাবে নিয়ন্ত্রিত হইল শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমের ইসারায়!

সহসা শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্তর্হিত হইলেন। বজ্রাহতের ন্যায় বিরহকাতর রঘু ব্রজধাম দর্শন করত তাঁহার প্রাণপ্রিয় শ্রীগিরিরাজে ভৃগুপাত করিয়া প্রাণত্যাগের সংকল্প লইয়া ব্রজে আসিলেন। শ্রীল রূপ-সনাতন রঘুকে আদেশ করিলেন—শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে ভজনকৌমুদীচ্ছটায় তাঁহার বিরহ-সন্তপ্ত হৃদয়কে শীতল করিবার জন্য। অন্তর্মনা রঘুনাথের সাধনা সুরু হইল শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে। আকুতি, প্রেম, উৎকণ্ঠা, লালসা, দৈন্য আর্তিপূর্ণ উজ্জ্বল হৃদয়ের অধিকারী শ্রীল রঘুনাথ। সেই হৃদয়ে শ্রীরাধামাধুরীর অনুকূল বাতাস বহিল। শ্রীরাধারাণীর কৃপানুরাগের আকাঙ্ক্ষায় আকুলিত রঘুনাথ। তাঁহার নয়নে প্রেমাশ্রু, হৃদয়ে গম্ভীরভাব, চিত্তে ব্যাকুলতা! নিবিড় উপলব্ধির সকাতর মিনতি প্রার্থনার ধারা মিলিত হইল শ্রীরাধাভাবনার কল্লোলিনীর অপূর্ব লাবণ্য-লহরীতে!! শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী ক্রন্দন করেন, আর আবিষ্ট হৃদয়ে প্রার্থনা করেন। এই ক্রন্দনের অলৌকিক দিব্যকাব্যই **স্তবাবলী**। এই কাব্য **রোদনকাব্য**। এই মহিমময় প্রার্থনার ধ্বনিঝঙ্কার আজও মরমী ভক্তের হৃদয়তন্ত্রীতে ধ্বনিত হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রত্যক্ষ-লীলাদর্শী শ্রীল রঘুনাথ স্তবাবলীর প্রথমে শ্রীচৈতন্যবিষয়ক দুইটি স্তবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ, দানবৈশিষ্ট্য, আবির্ভাবের হেতু, নৃত্যোল্লাস ও প্রেমোন্মাদনার দিব্যচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। "মনঃশিক্ষায়" আদর্শ বৈষ্ণব-জীবনের চির অভিলাষ চঞ্চলমনকে শ্রীগুরুদেবে, গোষ্ঠভূমিতে, নিজ অভীষ্টমন্ত্রে, শ্রীহরিনামে এবং ব্রজযুবদ্বন্দ্বশরণে সংলগ্ন করিবার নির্ভীক রীতির পথপ্রদর্শকরূপে তাঁহার নাম সাধু-বৈষ্ণব-সমাজে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি "প্রার্থনাস্তবে" নিজ সেবালালসার গোপন ভাণ্ডারটি উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। "শ্রীশ্রীগোবর্ধনাশ্রয়দশক" ও "শ্রীশ্রীগোবর্ধনবাস-প্রার্থনা-দশকে" শ্রীল রঘুনাথ মনের সূক্ষ্ম অনুভূতির অপ্রাকৃত সৌন্দর্যনিলয় শ্রীগোবিন্দের লীলামাধুরী ও গোবর্ধন-মহিমার অপূর্ব ভাবনার সন্দেশ উপহার প্রদান করিয়াছেন। "শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক" কুণ্ডমহিমাস্তব আমাদের ভাবনার কুটিরকে সমৃদ্ধশালী করিয়া তুলিয়াছে। দীর্ঘ ব্রজবিলাসস্তবে ব্রজবিলাসী শ্রীশ্রীরাধামাধবের, তাঁহাদের পার্ষদগণের, শ্রীধামের অপূর্ব মাহাত্ম্য প্রকাশিত। "শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলি" শ্রীল রঘুনাথের সেবালালসার মঙ্গলদীপ। ইহাতে শ্রীশ্রীরাধারাণীর সেবাভাবনায় সখী-আনুগত্যে মঞ্জরীগণের সেবা-সংপ্রবৃত্তির সীমারেখা সুস্পষ্ট হইয়াছে। বৈষ্ণবভজনাদর্শের সুনিপুণ রসকারিগর শ্রীল রঘুনাথের আর্তি, উৎকণ্ঠা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষানুভব-চমৎকৃতির দিব্যকাব্য বিলাপকুসুমাঞ্জলি। শ্রীল রঘুনাথের অশ্রুমুকুতায় গাঁথা দিব্যমণিমালা বিলাপকুসুমাঞ্জলির সংগীতরাজি। সেবাপ্রাচুর্যে সুমহান্ সংগীত-মালিকার দিব্য প্রসূনচয় আর্তি, লালসা ও অনুরাগের নানা বিচিত্র রঙে সুরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে! "প্রেমপূরাভিধস্তোত্রে" রঘুনাথের প্রেমাকাঙ্ক্ষার অপূর্ব দ্যোতনা। বিদগ্ধা নায়িকাশিরোমণি শ্রীরাধারাণীর নাগরেন্দ্র-চূড়ামণি শ্রীগোবিন্দের সেবালালসার স্বর্ণকুম্ভসদৃশ এই প্রেমপূরাভিধস্তোত্র।

"স্বনিয়মদশকে" নিয়মপালনে উৎসাহী সুদক্ষ রঘুনাথদাস গোস্বামীর প্রাণ-চেতনার উল্লাসময় অভিব্যক্তি। "শ্রীরাধিকার অষ্টোত্তর শতনাম-স্তোত্র" "শ্রীরাধিকাষ্টকম্" "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলকুসুমকেলি" "শ্রীশ্রীনবযুবদ্বন্দ্বদিদৃক্ষাষ্টকম্" প্রভৃতি স্তোত্রে শ্রীরাধারাণীর নামবৈশিষ্ট্য, প্রেমবৈশিষ্ট্য, শ্রীকৃষ্ণসেবা-বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে শ্রীল রঘুনাথের সূক্ষ্ম রসানুভূতি, বিচিত্র লালসা, সূক্ষ্ম সূক্ষ্মভাবের বৈচিত্রী, অপূর্ব দিব্য-চেতনাদীপ্ত-হৃদয়ের রসোদ্গারে সুনিয়ন্ত্রিত ভজনরীতি প্রভৃতির অপরিমেয় মাধুর্য অভিব্যক্ত। শ্রীরূপ-মঞ্জরীর ভাবনা-বিমুগ্ধ-প্রাণের স্নিগ্ধ উজ্জ্বল চিত্তের বিস্তার আমাদের চিত্তগহনে এক অভিনব বিচিত্র রসাস্বাদনের লাবণ্যমন্দিরের সন্ধান প্রদান করিয়া থাকে।

"শ্রীগোপালরাজস্তোত্র" "শ্রীমদনগোপাল-স্তোত্র" "শ্রীমুকুন্দাষ্টকম্" প্রভৃতি স্তোত্রে শ্রীল রঘুনাথের কৃষ্ণপ্রেমানুশীলনে অলৌকিক ভাবনার সুসমৃদ্ধ মাধুর্যদ্যুতিতে এবং চমৎকারিত্বে আমাদের বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার "উৎকণ্ঠাদশক" "স্বসংকল্প-প্রকাশস্তোত্র" "অভীষ্টপ্রার্থনাষ্টক" "শ্রীপ্রার্থনাশ্রয়চতুর্দশক" "গ্রন্থকর্তুঃ প্রার্থনা" "অভীষ্টসূচন" রূপ অভিলাষরাজির ভিতর আমরা রঘুনাথের সমর্পিতপ্রাণ সেবাস্নিগ্ধ অন্তরের পরিচয় পাইয়া থাকি। শ্রীল রঘুনাথের প্রার্থনা, নতি, প্রেমাকাঙ্ক্ষা, লালসা, গম্ভীর হৃদয়াবেগ, বৈষ্ণবভজনাদর্শের বিরল ও অভিনব মঞ্জরীভাব-সাধন-সরণীর সন্ধান প্রদান করিয়াছে!

আমরা পার্থিব দুঃখ-বেদনায় অভিভূত হই, প্রিয়জনের বিয়োগব্যথায় ক্রন্দন করি, আর শ্রীল রঘুনাথ হ্লাদিনী স্বরূপিণী শ্রীরাধারাণীর কৃপালাভের নিমিত্ত ব্যাকুলতায় ক্রন্দনরোলে শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরভূমিকে মুখরিত করিয়াছেন। এ ক্রন্দন আত্মার ক্রন্দন, পরমাত্মা আপ্তকাম শ্রীগোবিন্দের চরমসেবা-লালসায় শ্রীশ্রীরাধারাণীর করুণা-কুসুমের বর্ষণে চিত্তকাননকে সুসজ্জিত করিবার জন্য। জৈবলালসার ক্রন্দনের ভিতর ভোগাসক্তির সংবাদ শোকক্রন্দনে বিলাপধ্বনিতে সমগ্র পরিবেশকে বিষাদে পূর্ণ করিয়া তোলে। আর এই বিলক্ষণ ক্রন্দনের বৈশিষ্ট্য হইল, ইহা প্রাণে প্রাণে শ্রীকৃষ্ণকৃপা কুঞ্জেশ্বরী শ্রীরাধারাণীর করুণালাভের নিমিত্ত অপার্থিব লালসার লোভ জাগানো ক্রন্দনসংগীত। এই সুরধ্বনির দিব্যপরিবেশে উল্লাস, আনন্দ, অমিত প্রেমানুভূতির বিচিত্রভাব সাধকের অন্তরে অনন্ত তৃষ্ণায় সমুৎসুক চিত্তের শুভ উদ্বোধন জাগায়। বলা বাহুল্য শ্রীচৈতন্য মনোভীষ্টপূরক **শ্রীল রূপগোস্বামীর** মঞ্জরী ভাবাদর্শ শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামীর চিত্তবৃত্তির চিন্ময় প্রবৃত্তিকে অনুপ্রেরণায় সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। ভাব-পরিপুষ্টির ক্ষেত্রে শ্রীল রঘুনাথের অসামান্য অলৌকিক দিব্য রসাস্বাদনের সামর্থ্য তুলনারহিত। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাব ও মননমাধুর্য্যে রঘুনাথের সুপরিচ্ছন্ন দিব্য গন্ধোন্মাদিত হৃদয়ের সুসংস্কৃত কারুসৌন্দর্য স্তব-রাজির প্রকাশবৈশিষ্ট্যে কালজয়ী হইয়া উঠিয়াছে। শাশ্বতকালের প্রেমমন্দিরের অমলিন চিরায়ত স্বর্গীয় কুসুমরাজিই নয়, রঘুনাথের চিত্তসৌন্দর্য্যে এই স্তবাবলী আগত অনাগত বিশ্বের রসভাবগ্রাহী মানবের চিরন্তন প্রেরণার অনন্তকালের প্রেমপ্রার্থনাসংগীত নৈবেদ্য। নিকুঞ্জভাবনার সর্বাতিশায়ী প্রসন্নতার অমৃতপ্রসাদ এই স্তবাবলী। মানস-প্রার্থনা কিভাবে সেবাসৌকর্য্যে মনোবৃত্তিকে প্রত্যক্ষানুভবের আনন্দে উদ্বেল বিহ্বল করিয়া তোলে—উন্মত্ত করিয়া তোলে—তাহার বিরল আদর্শ শ্রীল রঘুনাথের এই স্তবাবলীতে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

বৈষ্ণবভাবধারা সম্প্রচারে সুনিপুণ সেকালের রামনারায়ণ-বিদ্যারত্ন, রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামী, বিভাসপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, হরিদাস দাস, প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামী প্রমুখ রঘুনাথদাস গোস্বামীজির দিব্যগ্রন্থ আস্বাদনের রসের ধারার উৎসমুখ খুলিয়া দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডস্থ ব্রজানন্দঘেরা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশাস্ত্র মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ভজননিষ্ঠ মঞ্জরী-ভাবাদর্শের সুনিপুণ ব্যাখ্যাতা বৈষ্ণবপ্রাণ সাধকবর্য্য কুঞ্জবিহারীদাস বাবাজী মহারাজের কৃপাশ্রিত পারমার্থিক বিজ্ঞান-চেতনার অন্যতম রসব্যাখ্যাতা, মঞ্জরীভাবনার রসতত্ত্বের ভাষ্যকার, একালে অদ্বিতীয় বৈষ্ণবদর্শন-প্রবক্তা, রসসমৃদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী, দুরূহ তত্ত্বামৃত পরিবেশনে নির্ভীক সহজস্বভাবে রসিকাগ্রগণ্য পণ্ডিতধুর্য্য, সাধনাভিজ্ঞ **শ্রীল অনন্তদাস বাবাজী মহারাজের** অসাধারণ লিপিকুশলতা শ্রীল রঘুনাথের মর্ম্মাবধানের জন্য শ্রীগুরুকৃপানুগত্যে সদৈন্য চেষ্টা ও সেবালালসা বর্তমানকালে রসিকসমাজে অপূর্ব বিস্ময় ও আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা ইতিপূর্বে **স্তবাবলীর এই জাতীয় বিস্তৃত রসব্যাখ্যা** অবলোকন করি নাই। রসজ্ঞ, ভজনবিজ্ঞ, বিদগ্ধ গ্রন্থকার রাধাপারম্যবাদী শ্রীল রঘুনাথের ভাবনার দিব্যসরণী অনুসরণে সার্থকতা লাভ করিয়াছেন। আমার পরমপূজ্য পিতৃদেব ও

শ্রীগুরুদেব শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশ্য অনন্তশ্রী প্রভু প্রাণকিশোর গোস্বামী মহারাজের সহিত শ্রীল কুঞ্জবিহারী দাস বাবাজী মহারাজের প্রেমসখ্যসূত্রের দৃঢ় বন্ধন ছিল। সেকালে অন্যতম রসবেত্তা শ্রীল দীনশরণদাস বাবাজী মহারাজ উভয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন। এই পরম্পরা প্রেমরসসম্বন্ধে আমরাও পরস্পরে উভয়ের খুব কাছাকাছি ভাবের সমন্বয়ে—দুর্লভ দিব্যচিন্তার মাধুকরী সংগ্রহে ঐক্যবদ্ধ। এই গ্রন্থ-ব্যাখ্যায় বিদগ্ধ গ্রন্থকার বিভিন্ন রসগ্রন্থ হইতে অনুকূল শ্লোক উদাহরণ, পদাবলী সংগ্রহ, বৈষ্ণব আকর গ্রন্থের প্রমাণ-চয়ন, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের সাদৃশ্যমূলক কথাগ্রন্থন এই বিপুলায়তন স্তবাবলীর বিস্তৃত ব্যাখ্যায় অত্যন্ত নিপুণতার সহিত অসাধারণ প্রতিভা ও বৈদগ্ধ্যরীতির অপূর্ব কুশলতার সামর্থ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বৈষ্ণবগ্রন্থের পদ্যানুবাদের পথিকৃৎ হইলেন যদুনন্দনদাসজী প্রাচীন মহাজন। এই স্তবাবলী গ্রন্থ ও অন্যান্য রসগ্রন্থের পদ্যানুবাদক একালে প্রভু প্রাণগোপাল গোস্বামী মহারাজের কৃপাশ্রিত ও প্রভু প্রাণকিশোর গোস্বামী মহারাজের কৃপাপ্রেরণায় পরিপুষ্ট বৈষ্ণবগ্রন্থসমূহ অনুবাদে উদ্দীপিত বৈষ্ণব কবি হরিপদ শীল মহোদয়ের পদ্যানুবাদ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আশাকরি "স্তবাবলী" গ্রন্থের **স্তবামৃতকণা** ব্যাখ্যামাধুরী সম্বলিত প্রতিটি খণ্ড সুধী, রসিক, ভক্ত, বিদগ্ধ, রসদার্শনিক, সামাজিক, বৈষ্ণব ও বিশ্বের আগ্রহী পাঠকমহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হইবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ৫০২তম ও ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল সনাতন গোস্বামীজির পঞ্চশত আবির্ভাব-স্মরণ-মহোৎসব-প্রাঙ্গণে এই ভেট দেশবাসী ও বিশ্বের অগণিত বৈষ্ণবমণ্ডলীর পরম উল্লাসের কারণ ঘটিবে, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। এই মহাগ্রন্থ প্রতি গৃহে গৃহে সমাদর লাভ করুক, এই প্রার্থনা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দপ্রভু-শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের চরণপ্রান্তে নিবেদন করি। গ্রন্থকার মহোদয় সুস্থ শরীরে এইভাবে গোস্বামিগণের রসগ্রন্থের সেবায় নিরত থাকিয়া আমাদের দিব্য সাহিত্যদর্শনরস-ভাবনার ভাণ্ডারকে সুসমৃদ্ধ করিতে থাকুন।

জয় নিতাই ! জয় গৌরহরি !! জয় ভক্তবৃন্দ !!!

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীবিনোদকিশোর গোস্বামী

(সভাপতি, অনঙ্গমোহন হরিসভা,
সভাপতি, হাওড়া গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্মিলনী,
সহকারী সভাপতি, চালতাবাগান গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্মিলনী.
সাধারণ সম্পাদক, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মণ্ডল,
উপদেষ্টা, শ্রীগৌরাঙ্গ-পত্রিকা।)

তাং—৯।৯।৯৫ (ইং—২৩।১।৮৯)
পুষ্যাভিষেকযাত্রা
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির
শ্রীভূমি, কলিকাতা—৪৮

নিবেদন

স্তবাবলীর বিশেষত্ব ঃ

অনাদিকাল হইতে ভগবদ্বহির্মুখ মানবকুল রোগ, শোকাদি ত্রিতাপজ্বালা এবং জন্ম, মরণাদি বিবিধ দুঃখের প্রবাহে সংসার-তটিনীতে অবিরত ভাসিয়া চলিয়াছে। ইহার একমাত্র প্রতিকার শ্রীভগবচ্চরণে একান্তভাবে প্রপন্ন হইয়া শ্রীভগবদ্-রসমাধুরী আত্মাকে আস্বাদন করানো। মায়াবদ্ধ মানবের যে চিত্ত রাশি রাশি কর্মসংস্কারজনিত দুর্বাসনা-মলে আচ্ছন্ন হইয়া নিরন্তর অবাধগতিতে বিষয়-ক্ষেত্রে প্রধাবিত হইতেছে, তাহা কিপ্রকারে নির্ধূতকষায় হইতে পারে এবং ভগবদ্দরসমাধুরী আস্বাদনে সক্ষম হইতে পারে—স্বতঃই এই প্রশ্ন মনে জাগে। শাস্ত্রবাণী ও মহাজনের অনুভূতি অবলম্বনে বুঝিতে পারা যায় যে, ক্ষুদ্রজীবশক্তির পক্ষে প্রবল অবিদ্যাশক্তিকে পরাভূত করিয়া নিজের সামর্থ্যে সাধনমার্গে এই বাসনামলদুষ্ট চিত্তকে শুদ্ধ করত ভগবন্মাধুরীর আস্বাদন অতীব দুঃসাধ্য ব্যাপার। কারণ আমাদের ইন্দ্রিয়কুল স্বেচ্ছাচারী, বিষয়রস-লোলুপ এবং অতিশয় প্রবল। ইহারা সতত চিত্তকে জড়ীয় শব্দ, স্পর্শাদি বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করিয়া থাকে এবং মনীষির মনীষা ও শাস্ত্রজ্ঞানীর শাস্ত্রজ্ঞানকে পর্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া বিষয়-প্রলুব্ধ করিয়া তোলে। সুতরাং শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত মহৎগণের কৃপা-ব্যতীত কেহই নিজ সাধনবলে বিষয়মুখী চিত্তকে সংযত করিয়া ভাগবতীয় রসমাধুরী আস্বাদনে সক্ষম হন না। ঐশীকৃপা লাভ হইলে স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়কুল ও কামাদি রিপুবর্গ যাহারা সতত আমাদের সাধন-ভজনপথে নিদারুণ বাধার সৃষ্টি করিয়া থাকে ; তাহারা চিচ্ছক্তির নিকট পরাভূত হইয়া অনায়াসেই আত্মার দাসত্ব স্বীকার করে। তখন কামাদি রিপুগণ বৈরিতা ত্যাগ করত "কাম কৃষ্ণ-আরাধনে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষী-জনে, লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।" (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)। এইভাবে সাধকের মিত্রতা করিয়া ভজনপথের সহায়ক হয় এবং হৃষীকগণ বা ইন্দ্রিয়বর্গও হৃষীকেশ শ্রীভগবানের সেবায় নিয়োজিত হইয়া সাধককে ধন্য করিয়া থাকে, কেননা "হৃষীকেন হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে" নারদপঞ্চরাত্রে ভক্তির এইরূপ লক্ষণ কথিত হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ এবং তদীয় শ্রীচরণাশ্রিত মহৎগণের কৃপালাভ করিতে হইলে তাঁহাদের শ্রীচরণে শরণাগত হইয়া সতত আর্তিপূর্ণ চিত্তে তাঁহাদের নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে হয়। সাধকের **উৎকণ্ঠাময়ী প্রার্থনা** তাঁহাদের **করুণার অর্গল** খুলিয়া দেয়। কেবল ভক্তিপথের অন্তরায় নাশ এবং ভজনের সামর্থ্যলাভের নিমিত্তই নহে, পরন্তু প্রেমলাভের পরেও ভগবৎ-সাক্ষাৎকার এবং সাক্ষাৎ সেবালাভের নিমিত্ত প্রেমিকভক্ত সতত আর্তকণ্ঠে শ্রীভগবানের চরণে ব্যাকুলতাপূর্ণ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া

থাকেন। তাই কি সাধনদশায়, কি সিদ্ধিদশায়, **আর্তিপূর্ণ প্রার্থনা** ভক্তের অভীষ্ট-লাভের পরম সহায়ক হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ সেই প্রার্থনাবাণীসমূহ যদি আবার **মহা অনুভূতি-সম্পন্ন প্রবলশক্তিশালী মহতের** বিপুল আর্তিপূর্ণ চিত্ত-নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে তাহার আবৃত্তি বা শ্রবণ, কীর্তনাদি **মন্ত্র-শক্তির ন্যায় শ্রীভগবানের** চিত্তকে বিগলিত করিয়া সাধকের প্রতি তাঁহার **কৃপাশক্তিকে** আকর্ষণ করিয়া আনে। কারণ যাঁহারা নিজহৃদয়ে বিপুল শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদন করিতেছেন, তাঁহাদের শ্রীমুখের আর্তিবাণী প্রচুর ভগবন্মাধুরী-মণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পায় এবং শ্রবণ, কীর্তনকারীর চিত্তে সেই মাধুর্য্যা-স্বাদনের নিমিত্ত তীব্র আকাঙ্খা জাগাইয়া দেয়। পরম করুণ তাদৃশ মহৎগণও স্বীয় অভীষ্টচরণে যে আর্তিপূর্ণ প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন, বিশ্বসাধকগণের কল্যাণকল্পে তাহা শ্লোকচ্ছন্দে বা গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ করিয়া রাখেন। কলি-পাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়-পার্ষদ শ্রীমৎ রঘুনাথদাস-গোস্বামিপাদের এই **স্তবাবলী** গ্রন্থের **আর্তিপূর্ণ প্রার্থনাগুলি** ইহার অন্যতম ও বহু উচ্চকোটির! যেহেতু ত্যাগ, বৈরাগ্য, প্রেম, আর্তি, উৎকণ্ঠার মূর্ত প্রতীক শ্রীপাদ রঘুনাথ অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল ব্রজমুকুটমণি শ্রীরাধাকুণ্ডতটে বসবাস করিয়া বিপুল আর্তিভরা প্রাণে রোদন করিতে করিতে তাঁহার পরমাভীষ্ট শ্রীশ্রীরাধা-গিরিধারী, তদীয় পার্ষদবৃন্দ এবং শ্রীধামের প্রতি যে ব্যাকুলতাপূর্ণ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহাই এই **স্তবাবলী** গ্রন্থে নিবদ্ধ রহিয়াছে। সুতরাং ইহার শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্তিলাভেচ্ছু সাধকগণের অভীষ্টসিদ্ধির অতি **প্রশস্ততম ভজন**।

স্তবাবলীর রসধারা ঃ

এই স্তবাবলী গ্রন্থের স্তবরাজিতে শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদের হৃদয়-গঙ্গোত্রী হইতে ব্রজ-মাধুরীর বিপুল রসোচ্ছ্বাস সুনির্মল মন্দাকিনী-ধারার ন্যায় প্রবাহিত হইয়া শ্রীশ্রীরাধামাধবরূপ রসসিন্ধুর প্রতি অবিরাম-গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে!! এই পরম পবিত্র স্তবামৃত-তরঙ্গিণীর পাবনীধারা কত শত ভাগ্যবান্ জীবকুলের সংসার-তৃষ্ণা নাশ করত অন্তরে শ্রীশ্রীরাধামাধবের প্রেমপিপাসা জাগাইয়া যে তাঁহাদের ধন্য করিয়াছে এবং অনন্তকাল ধরিয়া করিবে—তাহার ইয়ত্তা নাই।

প্রেমলাভেচ্ছু সাধক বা ভাবুক ভক্তগণের জন্য তো বটেই, কিন্তু সাহিত্যিকগণের জন্যও এই প্রকার প্রসাদ-গুম্ফিত, মাধুর্যমণ্ডিত, ভাবগম্ভীর ও কোমল-ললিত-কাব্যকলা বিশ্বসাহিত্যে যে অতীব বিরল, ইহা সাহিত্যামোদী সহৃদয় সামাজিকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। কাব্যের যে সব গুণ থাকিলে উহা কাব্যরসিকগণের হৃদয়গ্রাহী হয়, বা তাঁহাদের নিকট শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া পরিগণিত হয়, শ্রীপাদ রঘুনাথের এই স্তবাবলী গ্রন্থে তাহার প্রচুর সমাবেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শব্দমাধুর্যে, অর্থালঙ্কারে, ছন্দে, পদলালিত্যে, ভাবমাধুর্যে, অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা-বৃত্তিতে, ভাব-রসধ্বনিতে ; সর্বোপরি শ্রীপাদ

রঘুনাথের স্বতঃপ্রণোদিত **হৃদয়াবেগে** এই স্তবাবলী গ্রন্থের স্তবরাজি সমলঙ্কৃত। এই প্রকার প্রসন্নোজ্জ্বল কাব্য ব্যতীত কখনই রসের প্রচার হয় না। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদের কাব্যশ্রবণে রসিক-ভক্তশিরোমণি শ্রীল রামানন্দরায় বলিয়াছেন—"কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার। নাটক-লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার॥ প্রেমপরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন। শুনি চিত্ত-কর্ণের হয় আনন্দঘূর্ণন॥" রামরায়ের কথাশ্রবণে শ্রীমন্মহাপ্রভুও পরমানন্দিত হইয়া বলিয়াছিলেন—"মধুর প্রসন্ন ইঁহার কাব্য সালঙ্কার। ঐছে কবিত্ব বিনু নহে রসের প্রচার॥" (চৈঃ চঃ)। শ্রীল রঘুনাথের এই কাব্য-সম্বন্ধেও ইহাই জানিতে হইবে।

শ্রীপাদ রঘুনাথের এই স্তবাবলী গ্রন্থে একদিকে যেমন সাধকাবেশে বিপুল দৈন্য, আর্তি, ভজন-লালসা, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবভক্তি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে ভক্তিনিষ্ঠা, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের তীব্র দর্শনলালসা, ব্রজ-বাসনিষ্ঠা ইত্যাদির প্রার্থনা প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্রূপ মঞ্জরীস্বরূপের অব্যভিচারী অভিমানে মগ্ন শ্রীপাদের ঐকান্তিক রাধানিষ্ঠা, রহস্যময় লীলা-দর্শনকামনা, সেবাকামনা, স্ফূর্তিতে প্রাপ্ত তত্তৎ রহস্যময়-লীলারাজ্যে প্রবেশের প্রার্থনাও অভিব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং **রাগমার্গীয়** সাধকগণের পক্ষে গ্রন্থখানি কি **বাহ্য-দেহে সাধনদশার**, কি **সিদ্ধদেহে ভাবদশার** পরিপুষ্টির যে পরম **সহায়ক** হইবে, এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীপাদের এই স্তোত্রকাব্যে উল্লিখিত প্রার্থনাসমূহ এতই বিপুল ও বিশাল যে, দৃষ্টান্তের দ্বারা উপন্যস্ত করা অতীব কঠিন ব্যাপার। পাঠক পাঠিকাগণ মূলগ্রন্থেই তাহা উত্তমরূপে আস্বাদন করিবেন। আমরা কেবল তাঁহাদের গ্রন্থানুশীলনে যৎকিঞ্চিৎ কৌতূহল-বৃদ্ধির নিমিত্ত সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি।

শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ হইয়াও অনর্থ-পরাহত সাধারণ সাধকের ন্যায় **দৈন্য, আর্তি ও ভজনলালসা** প্রকাশ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

"প্রতিষ্ঠা-রজ্জুভির্বদ্ধং কামাদ্যৈর্বর্ত্মপাতিভিঃ।
ছিত্ত্বা তাঃ সংহরন্তস্তান্নঘারেঃ পান্তু মাং ভটাঃ॥
দগ্ধং বাৰ্দ্ধকবন্যবহ্নিভিরলং দুষ্টং দুরাধ্যাহিনা
বিদ্ধং মামতিপারবশ্যবিশিখৈঃ ক্রোধাদি-সিংহৈর্বৃতম্।
স্বামিন্ প্রেমসুধাদ্রবং করুণয়া দ্রাক্ পায়য় শ্রীহরে
যেনৈতানবধীর্য্য সন্ততমহং ধীরো ভবন্তং ভজে॥" (ব্রজবিলাসস্তবঃ-১-২)

"কামাদি পথদস্যু (বাটপাড়) গণ প্রতিষ্ঠারূপ রজ্জুর দ্বারা আমায় বন্ধন করিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপ বীরগণ সে রজ্জু ছিন্ন করত তাহাদের সংহার করিয়া আমায় রক্ষা করুন।

হে হরে ! আমি বার্ধক্যরূপ দাবানলে দগ্ধ হইতেছি, ভয়ানক অন্ধতারূপ সর্প আমায় দংশন করিতেছে, নিতান্ত পরাধীনতারূপ শাণিতশরে বিদ্ধ হইতেছি এবং ক্রোধাদিরূপ সিংহসমূহ আবৃত হইয়াছি। হে স্বামিন্ ! তুমি করুণা করিয়া শীঘ্র তোমার একবিন্দু প্রেমসুধারস আমায় আস্বাদন করাও, যাহাতে ঐসব উপদ্রবকে উপেক্ষা করিয়া ধীরচিত্তে নিয়ত তোমার ভজন করিতে পারি।"

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর বিরহে কাতর হইয়া লিখিয়াছেন—

"অপূর্ব্ব-প্রেমাব্ধেঃ পরিমলপয়ঃ-ফেননিবহৈঃ
সদা যো জীবাতুর্যমিহ কৃপয়াসিঞ্চদতুলম্।
ইদানীং দুর্দ্দৈবাৎ প্রতিপদবিপদ্দাব-বলিতো
নিরালম্বঃ সোহয়ং কমিহ তমৃতে যাতু শরণম্ ॥
শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠং গিরিন্দ্রোঽজগরায়তে।
ব্যাঘ্রতুণ্ডায়তে কুণ্ডং জীবাতুরহিতস্য মে ॥"

(শ্রীশ্রীপ্রার্থনামৃত-চতুর্দ্দশকম্-১০-১১)

অর্থাৎ "আমার জীবনোপায়স্বরূপ যে শ্রীরূপগোস্বামী প্রেম-পাথারের সুরভি-সলিলের ফেন-নিবহদ্বারা আমায় যথেষ্ট অভিষিক্ত করিয়াছেন, সম্প্রতি দুর্দৈববশতঃ ক্ষণে ক্ষণে বিপদ্রূপ দাবানলে সন্তপ্ত নিরাশ্রয় আমি তিনি ব্যতীত আর কাহার শরণ গ্রহণ করিব ?

শ্রীরূপগোস্বামী বিহনে এই মহাগোষ্ঠভূমি আমার নিকট শূন্য শূন্য প্রতিভাত হইতেছে। শ্রীগিরিরাজ অজগরের ন্যায় এবং শ্রীরাধাকুণ্ড ব্যাঘ্রের ন্যায় মুখবিস্তার করিয়া আমায় যেন গ্রাস করিতে আসিতেছে !!"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে ভক্তিনিষ্ঠা প্রকাশে শ্রীপাদ লিখিয়াছেন—

"মহা-সম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরোগুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥"

(শ্রীগৌরাঙ্গস্তবকল্পতরুঃ-১১)

"যিনি পতিত ও ঘৃণ্য আমাকেও মহাসম্পদ্ ও কলত্রাদির মোহ হইতে কৃপাবশতঃ উদ্ধার করিয়া অন্তরঙ্গ শ্রীস্বরূপ-গোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং স্বীয় বক্ষঃস্থলস্থিত প্রিয় গুঞ্জাহার এবং গোবর্ধনশিলাও আমায় প্রদান করিয়াছিলেন—সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমায় উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছেন !"

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ নবযুবযুগলের **দর্শনলালসায়** শ্রীপাদ রঘুনাথের প্রার্থনা—

"নিরুপম-নবগৌরী-নব্য-কন্দর্পকোটি-প্রথিত-মধুরিমোর্ম্মি-ক্ষালিত-শ্রীনখান্তম্ ।
নব-নব-রুচিরাগৈর্হৃষ্টমিষ্টৈর্মিথস্তদ্-ব্রজভুবি নবযূনোর্দ্বন্দরত্নং দিদৃক্ষে ॥"

(শ্রীশ্রীনবযুবদ্বন্দ্ব-দিদৃক্ষাষ্টকম্-৩)

অর্থাৎ "নিরুপম নবগৌরী শ্রীরাধা এবং কোটি কোটি অভিনব কন্দর্পের সুবিখ্যাত মাধুর্যতরঙ্গ-দ্বারা যাঁহার নখপ্রান্ত বিধৌত হইতেছে সেই শ্রীকৃষ্ণ, যাঁহারা পরস্পর অভিনব রুচিযুক্ত অনুরাগে সতত হৃষ্ট হইতেছেন, সেই নবযুবদ্বন্দ্ব শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি এই ব্রজভূমিতে দর্শনের বাসনা করিতেছি।"

ব্রজমুকুটমণি **শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডবাসের নিষ্ঠা** প্রকাশে শ্রীপাদ লিখিয়াছেন—

"ত্বৎকুণ্ডং তব লোলাক্ষি সপ্রিয়ায়াঃ সদাস্পদম্ ।
অত্রৈব মম সংবাস ইহৈব মম সংস্থিতিঃ ॥" (বিলাপকুসুমাঞ্জলিঃ-৯৭)

"হে চপলনয়নে শ্রীরাধে ! এই শ্রীরাধাকুণ্ড তোমার ও তোমার প্রাণবল্লভের পরম প্রিয় প্রেম-বিলাসের স্থান। অতএব তোমার এই শ্রীকুণ্ডতীরেই আমার বাস ও নিত্যস্থিতি হউক।"

অব্যভিচারী মঞ্জরীস্বরূপের অভিমানে মগ্ন শ্রীপাদ রঘুনাথ অনন্যভাবে **রাধানিষ্ঠা** প্রকাশে লিখিয়াছেন—

"তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি ন জীবামি ত্বয়া বিনা ।
ইতি বিজ্ঞায় দেবি ত্বং নয় মাং চরণান্তিকম্ ॥" (ঐ-৯৬)

"হে দেবি শ্রীরাধিকে ! আমি তোমারই, আমি তোমারই, তোমা বিহনে আমি বাঁচিয়া থাকিতে পারি না—ইহা জানিয়া তুমি আমায় তোমার শ্রীচরণপ্রান্তে লইয়া যাও।"

শ্রীশ্রীরাধামাধবের কিঙ্করীরূপে **রহস্যময় লীলাবিলাস-দর্শন**-কামনায় শ্রীপাদ রঘুনাথ মঞ্জরীস্বরূপাভিমানে স্তবাবলীর শেষে শ্রীরূপমঞ্জরীর নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন—

"নিবিড়-রতিবিলাসায়াসগাঢ়ালসাঙ্গীং, শ্রমজলকণিকাভিঃ ক্লিন্নগণ্ডাং নু রাধাম্ ।
ব্রজপতিসুতবক্ষঃ পীঠবিন্যস্ত-দেহা, মপি সখি ভবতীভিঃ সেব্যমানাং বিলোকে ॥"

(অভীষ্টসূচনম্-৫)

"হে সখি রূপমঞ্জরি ! নিবিড় রতিবিলাসজনিত শ্রমভরে যাঁহার শ্রীঅঙ্গ সাতিশয় অলস ও শিথিল, মুক্তাবলীর ন্যায় স্বেদবিন্দুতে যাঁহার গণ্ডদেশ সিক্ত, শ্রীনন্দনন্দনের মরকতমণির ন্যায় নীল বক্ষঃস্থলে যিনি দেহলতা অর্পণ করিয়াছেন, বিলাসান্তে সেই শ্রীরাধাকে আপনারা সেবা করিবেন, সেই অবসরে কি আমার দর্শন-সৌভাগ্য লাভ হইবে ?"

শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলিস্তবে শ্রীপাদ রঘুনাথের মঞ্জরীভাবাবেশে শ্রীরাধারাণীর অতি চমৎকার উৎকণ্ঠাময়ী **সেবাপ্রার্থনা** এবং শ্রীরাধিকাষ্টকে **দাস্য প্রার্থনা** দৃষ্ট হইয়া থাকে। উৎকণ্ঠাদশকে রহস্যময় **লীলারাজ্যে প্রবেশের প্রার্থনাও** অতি অপূর্ব।

গ্রন্থ সম্পাদনার উদ্দেশ্য ঃ

ব্রজমুকুটমণি শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীকুণ্ডাশ্রয়ী বৈষ্ণবগণের সেবাব্রতে নিরত থাকিয়া বেশ কয়েক-বৎসর পূর্বে এই দীন অভাজনের স্তবাবলী গ্রন্থখানি শ্রীবৈষ্ণবগণের সভায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রবণ করাইবার সৌভাগ্যলাভ হইয়াছিল। এই স্তবাবলী গ্রন্থেরই স্তববিশেষ "শ্রীশ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলিঃ" শ্রবণে বৈষ্ণববৃন্দ আকৃষ্ট হইয়া অনুরূপ ব্যাখ্যার সহিত উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশের কৃপাদেশ এই দীনের প্রতি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কৃপাদেশ সম্বল করিয়া পরিমলকণা নাম্নী বিস্তৃত তাৎপর্যব্যাখ্যাসহ শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলি গত ৪৯৯ চৈতন্যাব্দে মৎকর্তৃক সম্পাদিত ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্রমন্দির হইতে প্রকাশিত হইয়া শ্রীবৈষ্ণবগণের আনন্দ-বর্ধন করিয়াছিল।

শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদ সমগ্র স্তবাবলীর স্তবগুলিই এই শ্রীকুণ্ডতীরে বসিয়া মহা-বিরহাতিযুক্তপ্রাণে অশ্রুনীরে ভাসিতে ভাসিতে রচনা করেন। এই শ্রীগ্রন্থের প্রতিটি শ্লোকই যেন শ্রীপাদ রঘুনাথের আতি উৎকণ্ঠাপূর্ণ নয়নাশ্রুরূপ মসীতেই লিপিবদ্ধ হয়। স্তবাবলীর ন্যায় এই প্রকার একটি উচ্চস্তরের রসগ্রন্থ বহুবৎসরপূর্বে বহরমপুর হইতে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-কর্তৃক মূলশ্লোক, অনুবাদ ও শ্রীবঙ্গেশ্বর বিদ্যাভূষণের টীকা সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা বর্তমান দুষ্প্রাপ্য এবং পরে আর এই গ্রন্থের সেরূপ কোন সংস্করণও প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং স্তবাবলীর আবির্ভাবস্থলী শ্রীকুণ্ড হইতে সম্পূর্ণ গ্রন্থটি যাহাতে তাৎপর্য-ব্যাখ্যা সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হয়, শ্রীকুণ্ডেশ্বরীর ইচ্ছায় এই দীন-জনের চিত্তে অনুরূপ একটি প্রেরণা জাগে। ইত্যবসরে কলিকাতা হাওড়া নিবাসী পরমভাগবত ডাঃ শ্রীযুক্ত হরিপদ শীল মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত সম্পূর্ণ স্তবাবলী গ্রন্থের পদ্যানুবাদের পাণ্ডুলিপিসহ কিছু মুদ্রণানু-কূল্য আমায় প্রদান করেন এবং শীঘ্র এই গ্রন্থখানি সম্পাদনার নিমিত্ত উৎসাহ দেন। সবই শ্রীকুণ্ডেশ্বরীর কৃপা ও ইচ্ছা বুঝিয়া শ্রীমৎ রঘুনাথদাস-গোস্বামিপাদের শ্রীচরণ স্মরণ-পূর্বক মূলশ্লোক, মূলানুবাদ, শ্রীবঙ্গেশ্বর বিদ্যাভূষণের টীকা, "স্তবামৃতকণা" নাম্নী বিস্তৃত তাৎপর্য-ব্যাখ্যা ও শেষে ডাঃ হরিপদ শীল মহাশয়ের পদ্যানুবাদসহ দীনজন-কর্তৃক **প্রথম** হইতে কিয়দংশ পর্যন্ত এই **প্রথমখণ্ডে** সম্পাদিত হইলেন। শ্রীবৈষ্ণবগণের কৃপাশীর্বাদ বর্ষিত হইলে অবশিষ্টাংশও অনুরূপ ব্যাখ্যাসহ প্রকাশের প্রবল বাসনা রহিল।

কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ ঃ

পরমপূজ্য প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত বিনোদকিশোর গোস্বামী এম. এ. সাহিত্য, ব্যাকরণতীর্থ, পুরাণরত্ন মহোদয় এই স্তবাবলী গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমায় ধন্য করিয়াছেন। এই দীনজনের প্রতি তাঁহার স্নেহ-করুণার অন্ত নাই।

এই শ্রীগ্রন্থ প্রকাশের মূল উদ্যোক্তা ডাঃ শ্রীযুক্ত হরিপদ শীল মহাশয়, তাঁহার সুললিত পদ্যানুবাদ আমায় প্রদান করিয়াছেন, যাহা তাৎপর্যব্যাখ্যার শেষে বিন্যস্ত হইয়া গ্রন্থের আস্বাদ-মাধুরী বর্ধিত করিয়াছে। তিনি মুদ্রণানুকূল্য ৩০০০.০০ (তিন হাজার) টাকা সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার এই ঔদার্যে তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞাতাপাশে আবদ্ধ থাকিলাম।

গ্রন্থমুদ্রণের আনুকূল্য পরমভাগবত শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিশ্র মহাশয় তাঁহার ভক্তিরত্ন ট্রাষ্ট হইতে ১২৫০.০০ (সাড়ে বার শত) টাকা দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ রায় (কলিকাতা-৫) ১০০১.০০ (এক হাজার এক) টাকা, শ্রীমতী নমিতা ঘোষ (মায়া মা) (কলিকাতা-২৬) ১০০১.০০ (এক হাজার এক) টাকা, শ্রীমান্ কালিকিঙ্কর সরকার (মালদা) ১০০১.০০ (এক হাজার এক) টাকা, শ্রীমান্ সীতানাথ-দাস (শ্রীকুণ্ড) ৫০১.০০ (পাঁচশত এক) টাকা, শ্রীমান্ শচীন্দ্রনাথদাস মোহান্ত ও উষামা ৫০১.০০ (পাঁচ শত এক) টাকা ও শ্রীগোবিন্দকুণ্ড নিবাসী জনৈক বৈষ্ণব মহাত্মা ১০১.০০ (এক শত এক) টাকা দিয়াছেন। ইঁহাদের সকলের প্রতি শ্রীকুণ্ডেশ্বরী ও শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামিচরণের করুণা বর্ষিত হউক—ইহাই কামনা করি।

শ্রীমান্ হরেকৃষ্ণদাস ও শ্রীমান্ শ্যামচরণদাস প্রুফ্ সংশোধনাদি মুদ্রণালয়ের যাবতীয় কার্য সমাধান করিয়াছে, তাহাদের প্রতি শ্রীকুণ্ডেশ্বরীর কৃপাদৃষ্টি কামনা করি।

বহু সাবধানতা সত্ত্বেও মুদ্রণে সামান্য কিছু ভুল ত্রুটী থাকিয়াই গেল। কৃপাময় বৈষ্ণবগণ ও ভক্তসজ্জনবৃন্দ নিজগুণে ভুলত্রুটী মার্জনা করত গ্রন্থের রসমাধুরী আস্বাদন করিলে এ দীনের এই প্রয়াস সর্বোতভাবে সার্থক হইবে। ইত্যলম্।

দীন সম্পাদক।

যস্যাঃ কান্ততনূল্লসৎ-পরিমলেনাকৃষ্ট উচ্চৈঃ স্ফুর-
দ্গোপীবৃন্দ-মুখারবিন্দমধু তৎ প্রীত্যা ধয়ন্নপ্যদঃ।
মুঞ্চন্ বর্ত্মনি বংভ্রমীতি মদতো গোবিন্দভৃঙ্গঃ স তাং
বৃন্দারণ্য-বরেণ্য-কল্পলতিকাং রাধাং কদাহং ভজে॥

শ্রীমৎকুণ্ড তটী-কুড়ুঙ্গ ভবনে ক্রীড়াকলানাং গুরুং
তল্পে মঞ্জুল-মল্লি কোমল-দলৈঃ কৢপ্তে মুহুর্মাধবম্।
জিত্বা মানিনমক্ষসঙ্গরবিধৌ স্মিত্বা দৃগন্তোৎসবৈ-
র্যুঞ্জানাং হসিতুং সখীঃ পরমহো রাধাং কদাহং ভজে॥

প্রাণেভ্যোঽপ্যধিকপ্রিয়া মুররিপোর্যা হন্ত যস্যা অপি
স্বীয় প্রাণ-পরার্দ্ধতোঽপি দয়িতাস্তৎপাদরেণোঃ কণাঃ।
ধন্যাং তাং জগতীত্রয়ে পরিলসজ্জজ্বাল কীর্ত্তিং হরেঃ
প্রেষ্ঠাবর্গ শিরোঽগ্র-ভূষণমণিং রাধাং কদাহং ভজে॥

॥ শ্রীশ্রীগৌরবিধুর্জয়তি ॥

শ্রীশ্রীল-রঘুনাথদাসগোস্বামি-প্রভুপাদ-বিরচিতা

[১]

শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকম্

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

হরির্দৃষ্ট্বা গোষ্ঠে মুকুরগতমাত্মানমতুলং
স্বমাধুর্য্যং রাধা-প্রিয়তরসখীবাপ্তুমভিতঃ।
অহো গৌড়ে জাতঃ প্রভুরপরগৌরৈকতনুভাক্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্যতি পুনঃ ? ॥১॥

অনুবাদ। অহো! (আশ্চর্যে) যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দর্পণে প্রতিবিম্বিত স্বীয় নিরুপম শ্রীঅঙ্গ-মাধুরী দর্শনে (প্রলুব্ধ হইয়া) পরম প্রিয়তমা সখী শ্রীরাধার ন্যায় স্বীয় মাধুর্য সর্বতোভাবে আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীরাধার স্বর্ণকান্তি দ্বারা আচ্ছাদিত স্বীয় মনোহর গৌরতনু প্রকটিত করত গৌড়দেশে শ্রীনবদ্বীপ ধামে আবির্ভূত হইয়াছেন—সেই শ্রীশচীনন্দন কি পুনরায় আমার নয়ন-পথ-গোচর হইবেন ? ১ ॥

টীকা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীমন্তং গৌরচন্দ্রং প্রচুরকরুণয়া দীননিস্তারপ্রাপ্তং প্রাকট্যং গৌড়দেশে ত্রিভুবনজয়িনি শ্রীনবদ্বীপ শৈলে। শ্রীকৃষ্ণং স্বপ্রিয়ায়াঃ সরসসুরসন-ব্যগ্রতায়াঃ স্বভাবং বিভ্রাণং দীনচিত্তঃ স্মরণ-পথিকতাং নেতুমাকাঙ্ক্ষ এষঃ ॥

কবিসুরবরমধ্যে সর্ব্বশাস্ত্র-প্রবীণং স্বনুপম নিজকীর্ত্ত্যা কীর্ত্তিতং সর্ব্বদেশে। গুরুবরমহমদ্য প্রার্থয়েহজ্ঞঃ স্বকীর্ত্তেঃ প্রচুর সুঘটনার্থং শ্রীল বৃন্দাবনেন্দুম্ ॥ শব্দবিদ্যার্ণবং বন্দে ময়ি ক্ষুদ্রে কৃপাকুলম্। অহং বিদ্যাভূষণঞ্চ সদা প্রেমসমন্বিতঃ ॥ ততচ্ছাস্ত্রং যতোহধীতং তেষাং পাদযুগানি মে। বিশন্তু হৃদয়েহভীষ্টসিদ্ধয়ে প্রার্থয়েত্বিদম্ ॥ স্বেষাং নির্ম্মৎসরত্বান্মদ্বালটীকাগ্রহে রুচিঃ। ক্রিয়তাং সাধবো মূর্দ্ধ্নি বিরতোহয়ং ময়াঞ্জলিঃ ॥

যুষ্মৎ পাদরজোলম্বী কোহপি বঙ্গেশ্বরঃ কৃতী। স্তবাবল্যাস্বাদনার্থং টীকামেতাং তনোত্যসৌ ॥৫॥

অথ সংসার-পারাবারাপার পতিততারণোত্তরলস্যাত্ম-তাদৃগ্‌বিষয়-বিষবিদূষিতান্তঃকরণ কৃপামৃতবর্ষি তদন্তরিতস্য শ্রীগৌরচন্দ্রস্যাহপূর্ব্বৈশ্বর্য্য স্মরণপদবীমানয়ন্ শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী পরমোৎকণ্ঠয়াত্মনস্তদ্দর্শনমাশাস্তে। হরিরিত্যাদি। ননু গ্রন্থারম্ভে বিঘ্নবিঘাতায় সমুচিতেষ্টদেবতাং গ্রন্থকৃৎ পরামৃশতীতি শিষ্টপরম্পরাপ্রাপ্তং মঙ্গলং গ্রন্থারম্ভে কথং নাচরিতমিতি চেৎ প্রতিশ্লোকং ভগবদ্গুণ-বর্ণনময়স্য গ্রন্থস্য মঙ্গলরূপত্বাৎ কুতোহমঙ্গলং যন্মঙ্গলাচরণমত্র তদা শ্রীমদ্ভাগবতাদাবাদৌ জন্মাদ্যস্যেত্যাদি মঙ্গলাচরণমকিঞ্চিৎকরং স্যাৎ। উচ্যতে। প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তৌপয়িকত্বেনাভিধীয়মানাভিধেয়-সম্বন্ধপ্রয়োজন পদ সন্দর্ভো গ্রন্থ ইতি দিশাস্যাভিধেয়াদেব তাবৎ গ্রন্থত্বং নাস্তি। অথবা কুমারসম্ভবাদাবতিব্যাপ্তি শঙ্কয়া গ্রন্থপদেন উপলক্ষণয়া কাব্যগ্রন্থন মাত্রাদৌ মঙ্গলাচরণেহপি শ্রীমদীশ্বররূপেণ রসামৃত কৃতাকৃতা। স্তবমালানুরূপেণ জীবেন সমগৃহ্যত ইতি ন্যায়েন স্থানে স্থানে স্থিতানি স্তবানি কেনাপি তদ্‌গণান্তঃপাতিনা একত্র সংগৃহীতানি তেনাস্য গ্রন্থকর্ত্তৃত্বাভাবান্নাচরিতং মঙ্গলমিতি। অনুপাদানেহপি দ্বয়মপি সামর্থ্যাৎ ক্বচিদ্গম্যত ইতি দিশা। যো হরির্গোষ্ঠে মুকুরগতমাত্মানং দৃষ্ট্বা রাধাপ্রিয়তরসখীব স্বমাধুর্য্যমাপ্তুং গৌড়ে জাতঃ প্রকটো বভুব। স শচীসূনুর্মে নয়নশরণীং পুনঃ কিং যাস্যতীত্যন্বয়ঃ। স্বমাধুর্য্যেণ স্বস্যাপি মনোহরতীতি হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, নতু গজেন্দ্রোদ্ধারী তদবতারঃ তস্যাত্ম-মনোহরণত্বাহপ্রসিদ্ধত্বাৎ। দৃষ্ট্বা অনুভূয় গোষ্ঠে গাবস্তিষ্ঠন্ত্যস্মিন্নিতি ব্যুৎপত্ত্যা যোগরূঢ্যা ব্রজে অন্যত্রগোষ্ঠশব্দ-প্রয়োগস্তু লক্ষণয়া অতএব শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদৈর্দশমটিপ্পন্যাং গোষ্ঠে প্রসার্য্য নিজরূপমাস্থিতেত্যাদৌ পূতনামোক্ষে গোষ্ঠে লক্ষণা গোষ্ঠসমীপদেশে ইতি ব্যাখ্যাতম্। মুকুরোদর্পণঃ। তত্র গতং প্রতিবিম্বিতম্ আত্মানম্ আত্মশরীরং ন বিদ্যতে তুলা তুলনা যস্যেত্যতুলং স্বস্যাত্মনো মাধুর্য্যং রাধা চাসৌ প্রিয়তরাতিপ্রেয়সী সখী চেতি সেবাপ্তুং সদানুভবেন স্বগোচরী কর্ত্তুম্ অভিতঃ সর্ব্বতোভাবেন। স্বমাধুর্য্যং স্বস্য পুরুষশ্রেষ্ঠস্যাপি স্ত্রীভাব-করণাদাশ্চর্য্যমিত্যাহ। অহো ইতি। ননু পুরুষোত্তমস্য রাধাভাবাঙ্গীকারেণ কথং স্বভাবগোপনং ভবেদিত্যাহ। প্রভুঃ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুং সমর্থঃ। ন পরঃ অপরঃ আত্মীয়ঃ সতু শ্রীরাধাভিধাজনস্তস্য গৌরেণ গৌরকান্ত্যা একতনুং তৎ দ্বয়ৈক্যমাপ্তমিতি দিশা ভজতে ইত্যপর গৌরৈক তনুভাক্। তস্যৈবাতিশয় গৌরত্ব ব্যাখ্যায়াং পরশ্লোকে হেমাদ্রিদ্যুতিরিত্যনেন সহ বিরোধঃ স্যাৎ। শচীসূনুরিত্যত্র মাতৃনামোল্লেখনেন শ্রীপুরুষোত্তমস্থস্যাতিকাতর্য্যেণ

শ্রীনবদ্বীপে শচীদত্তান্নব্যঞ্জনস্যাপি অত্রাগত্য ভোজনাৎ পরমদয়ালুতা সুচিতা। কিমিতি প্রশ্নে। নয়ন-শরণীং লোচনপন্থানং নয়ন-বিষয়তামিতি যাবৎ যাস্যতি প্রাপ্স্যতীতি।

ননু শ্রীকৃষ্ণস্য গৌরাবতারত্বে কিং প্রমাণমিতি চেৎ শৃণুত। প্রমাণানি শ্রীভাগবতপদ্যানি। তথাচ সপ্তমে শ্রীপ্রহ্লাদস্তবে। 'ছন্নঃ কলৌ যদভব-স্ত্রিযুগোঽথ স ত্বমি'তি। তথাহি শ্রীদশমে চ গর্গবাক্যে। 'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গত' ইতি। একাদশ-স্কন্ধে চ যুগাবতারপ্রসঙ্গে শ্রীকরভাজন-বচনং যথা। 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈ-র্যজন্তি হি সুমেধসঃ।' ইতি। ব্যাখ্যাপূর্ব্বং সংবিচার্য্যতে ছন্নঃ কলাবিতি ননু কিং কলৌ মমাবতারো নাস্তি তত্রাহ ছন্ন ইতি সর্ব্বজনাপ্রতীতত্বাৎ। সত্ত্বেঽপি ছন্ন আচ্ছন্নঃ। ননু কলৌ বুদ্ধকল্ক্য-বতারয়োঃ সর্ব্বজন-প্রতীতত্বে কথং ছন্নত্বম্। উচ্যতে বুদ্ধকল্কিনোরাবেশত্বেন মহত্তমজীবত্বান্নাবতারত্বমিতি কিন্তু তত্ত্বে উপচরিতত্বমেবেতি একম্। আসন্ বর্ণা ইত্যাদি। অনুযুগং প্রতিযুগং তনূর্গৃহ্ণতোঽস্য তব বালকস্য ত্রয়োবর্ণা আসন্ বর্ণানেবাহ। শুক্ল ইত্যাদি শুক্লোঽর্থাৎ সত্যে রক্তস্ত্রেতায়াং পীতঃ কলৌ গত-কল্যভিপ্রায়েণোক্তিরিয়ম্। এতেন কলৌ পীতবর্ণোঽবতারোঽস্ত্যেবেতি লব্ধং, সতু কলি-র্বৈবস্বতমন্বন্তরী-য়াষ্টাবিংশতি চতুর্যুগীয় এবেতি মন্তব্যঃ প্রতি কলাবতারস্য কৃষ্ণবর্ণত্বেন কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণমিত্যাদিনা নির্ণয়িষ্যমাণত্বাৎ ইদানীং দ্বাপরশেষে কৃষ্ণতাং কৃষ্ণবর্ণতাং গতঃ প্রাপ্তঃ। ইতি স্বামিপাদৈরপি অতএব কৃষ্ণেত্যেকং নাম ইতি ব্যাখ্যাতম্। ননু কিমনয়াটীকারভট্যা ক্রমপ্রাপ্তাং ব্যাখ্যাং পরিহৃতবান্। তথাহি পীত ইত্যত্রাকার-বিশ্লেষেণাঽপীত ইত্যস্য দ্বাপর-সম্বন্ধে ইদানীং কলাবিতি ব্যাখ্যানেন কৃতার্থতা স্যাদিতি মৈবং দ্বাপরসন্ধ্যাংশে শ্রীকৃষ্ণাবতারত্বাৎ। তথাচ বিষ্ণুপুরাণে। অস্মাদথান্তরাৎ কল্পাৎ ত্রয়োবিংশতিমো যদা। বারাহো ভবিতা কল্পস্তস্মিন্মন্বন্তরে শুভে। বৈবস্বতাখ্যে সংপ্রাপ্তে সপ্তমে সপ্তলোক ধৃক্। দ্বাপরাখ্যং যুগং তস্মিন্নষ্টাবিংশতিমং যথা। তস্যান্তে চ মহানীলো বাসুদেবোজনার্দ্দনঃ। ভারাবতারণার্থায় ত্রিধা বিষ্ণুর্ভবিষ্যতি। দ্বৈপায়নো মুনিস্তত্রদ্রোহিণেয়োঽথ কেশব ইতি দ্বিতীয়ম্। কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণমিত্যাদি। অত্র শ্রীস্বামিপাদাঃ। কৃষ্ণতাং ব্যাবর্তয়তি ত্বিষা কান্ত্যা অকৃষ্ণম্ ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলম্। যদ্বা ত্বিষা কৃষ্ণং কৃষ্ণাবতারম্ অনেন কলৌ কৃষ্ণাবতারস্য প্রাধান্যং দর্শয়তীত্যাদি। তত্র কৃষ্ণতাম্ অর্থাৎ কৃষ্ণগতাং শুদ্ধকৃষ্ণ রূপতাং নতু বর্ণান্তরসহিতামিত্যেবার্থঃ। নতু কৃষ্ণতাপদেন ছটা রহিতামিতি ব্যাখ্যা কলৌ নিরূপয়িতব্যস্য কৃষ্ণাবতারস্য ছটা রহিতত্বেন প্রসিদ্ধাভাবাৎ শশে বিষণাভাববৎ প্রতিযোগ্যপ্রসিদ্ধদোষাপত্তেঃ ত্বিষা কৃষ্ণ-মিত্যত্রাভাববোধকেন নঞা কৃষ্ণ সামান্যাভাব প্রতীতেশ্চ। ত্বিষেত্যাদি। ত্বিষা কান্ত্যা কান্তি দ্বারা অকৃষ্ণং ন বিদ্যতে কৃষ্ণোবর্ণো যত্র তং কান্তিদ্বারা কৃষ্ণবর্ণাভাববন্তম্ অত্রায়মভিসন্ধিঃ কৃষ্ণবর্ণত্বেঽপি গৌরকান্ত্যা তদ্রূপস্যাবরণেন তৎ প্রত্যয়াভাবাৎ প্রতীতিরিতি। ননু গৌরাবতারঃ কিং বৈবস্বতমন্বন্তরীয়াষ্টাবিংশ-চতুর্যুগীয় কলৌ কিম্বা প্রতিকলাবিতি আদ্যেকস্মিন্ যুগে স ভগবান্ কিং বর্ণঃ কীদৃশ ইত্যাদি বিদেহ প্রশ্নোত্তরে কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণমিত্যত্র ত্বিষাকৃষ্ণপদস্য ব্যাখ্যানুপযুক্তা স্যাৎ প্রশ্নকর্তুঃ সর্ব্বকল্যভিপ্রায়ত্বেন

সর্ব্বকলাবেব গৌরত্বং প্রতীতেঃ অন্ত্যে কথ্যতে বর্ণ-নামভ্যাং শুক্ল ইত্যাদৌ শ্রীযুৎ গোস্বামি-কারিকায়াং কলিযুগাবতারস্য কৃষ্ণবর্ণত্বেন নিরূপণং ব্যর্থং গৌরবর্ণত্বেন নিরূপয়িতুমুপযুক্তং ভবেৎ অনাদিতঃ কলৌ গৌর-বর্ণাবতারত্বেন কৃতার্থতাং স্যাৎ। অত্রোচ্যতে। প্রশ্নকর্ত্তুরাশয়ানুসারেণৈবোত্তরং যস্মিন্ যুগে যাদৃক্ যাদৃগ-বতারঃ সর্ব্বং বক্তুং যুজ্যতে। প্রশ্নকর্ত্তা তু সর্ব্বকল্যবতার জিজ্ঞাসাভিপ্রায়ী অতস্ত্বিষাকৃষ্ণমিত্যত্র শ্লেষেণা-বতার্য্যবতারয়োঃ সূচনং তত্রাবতারিণি পক্ষে অকৃষ্ণপদেন গৌরঃ। অবতারপক্ষে ত্বিষা কৃষ্ণপদেন কৃষ্ণবর্ণ-কৃষ্ণনামাবতার ইতি অতএব স্বামিপাদাঃ যদ্বা ত্বিষা কৃষ্ণং কৃষ্ণাবতারমিতি। তত্র বাশব্দশ্চার্থঃ। ত্বিষা দেহেন কৃষ্ণং কৃষ্ণদেহমিত্যর্থঃ। যদ্বা এতৎ পক্ষে কৃষ্ণবর্ণমিতি বিশেষ্যং ননু কৃষ্ণবর্ণা বহবোঽবতারাঃ সন্তি তত্র কলৌ কমবতারং যজন্তি তত্রাহ ত্বিষা কৃষ্ণম্ এবং যুগানুরূপাভ্যাং ভগবান্ যুগবর্ত্তিভিরিত্যত্র যুগানুরূ-পাভ্যাং নামরূপাভ্যামিত্যনেন যদ্যুগে যদ্যদ্রূপং তদেব নাম ইত্যাশয়ক স্বব্যাখ্যানুসারেণ কৃষ্ণাবতার-মিতি ব্যাখ্যাতং তত্র তদ্রূপ ত্বিষা সহিত কৃষ্ণনামাবতারমিত্যর্থঃ ননু তথাপি শ্রীচৈতন্যস্য কুতোঽবতারত্ব-মিতি ন বাচ্যং ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে ইতি দিশা পরমৈশ্বর্য্যপ্রকাশদ্বারা তত্ত্বে প্রতীতেঃ সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্ত ইতি মহাভারতবচন-প্রতিপাদিতত্বাচ্চেতি সমাসঃ। বিশেষ জিজ্ঞাসা চেৎ ভাগবতামৃতে কৃষ্ণবর্ণ-মিত্যাদি শ্লোকস্য টীকা মদ্গুরুবরকৃতা দ্রষ্টব্যা। সা তু গ্রন্থ-গৌরবভিয়া ময়াত্র নোত্থাপিতা। অস্যাবতার-সূচকত্বেঽন্যোঃ প্রমাণত্বেন স্বীকৃত্য যানি স্পষ্টবচনানি লিখিতানি কলৌ ছন্নাবতারত্বেনাপ্রমাণানি কৃতানু-পেক্ষিতানীতি ॥ ১ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম প্রিয়পার্ষদ শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদ মহাপ্রভুর কৃপায় দীর্ঘকাল তাঁহার শ্রীচরণ-সান্নিধ্যে বসবাস ও ভজন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌর-করুণায় তাঁহার চিত্তে অসামান্য ভজননিষ্ঠা ও অলৌকিক বৈরাগ্যপূত আর্তিময়ী প্রেমভক্তির উদয় হইয়াছিল। শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তর্ধানের পর তিনি বিরহ-ব্যাকুল-প্রাণে দেহত্যাগের সংকল্প লইয়া ব্রজে আসিয়াছিলেন ও শ্রীরূপ-সনাতনের উপদেশে দেহত্যাগের সংকল্প ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড-তটাশ্রয় পূর্বক স্বীয় ঈশ্বরী শ্রীশ্রীরাধারাণীর দর্শনের লালসায় অহর্নিশি ব্যাকুল-প্রাণে রোদন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেমভক্তির মন্দাকিনীধারা বর্ষা-বারি-বেগ-পুষ্টা দুকূল প্লাবিনী তটিনীর ন্যায় অবিরত স্বাভীষ্ট শ্রীশ্রীরাধামাধবরূপ সাগরাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছিল। যাঁহারা তাঁহার অলৌকিক চরিতকথা আলোচনা করিবেন, তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিবেন যে এতাদৃশ উৎকন্ঠা-বিহ্বল বৈরাগী প্রেমভজনাবতার বিশ্বের ইতিহাসে অতি বিরল! তিনি বিপুল উৎকন্ঠা-বিহ্বল দশায় নিরন্তর অশ্রুধারায় স্নাত হইয়া অভীষ্টের দর্শনাভিলাষে রোদন করিতে করিতে তাঁহাদের যে স্তব করিয়াছেন তাহাই "স্তবাবলী"। এই গ্রন্থে যে সব কবিতা দৃষ্ট হয়—ভাব-মাধুর্যে, আস্বাদন-প্রাচুর্যে, রস-গাম্ভীর্যে, ভাষা-পারিপাট্যে সবগুলিই বিশ্বের সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারে অতুলনীয়!

এই শ্রীচৈতন্যাষ্টকের প্রথম শ্লোকে শ্রীপাদ বিরহ-ব্যাকুল-প্রাণে পরমার্তিভরে শ্রীগৌরাবতারের মৌলিক কারণটি উল্লেখ করিয়া পরমাভীষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন কামনা করিতেছেন। 'যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মণিদর্পণাদিতে প্রতিবিম্বিত স্বীয় নিরুপম রূপমাধুরী দর্শনে পরম প্রিয়তমা সখী শ্রীরাধার ভাবে তাহা আস্বাদন করিবার নিমিত্ত প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে লিখিয়াছেন—

"অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥" (ললিতমাধব-৮।৩২)

মনিভিত্তিতে প্রতিবিম্বিত স্বীয় অলৌকিক মাধুর্য দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ সবিস্ময়ে বলিলেন—"অননুভূতপূর্ব চমৎকার জনক এবং গরীয়ান্ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কি অনির্বচনীয় আমার মাধুর্যরাশি প্রকাশ পাইতেছে—যাহার দর্শনে আমিও লুব্ধচিত্ত হইয়া ঔৎসুক্য সহকারে শ্রীরাধার ন্যায় তাহা উপভোগ করিতে অভিলাষ করিতেছি।"

....

"স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার॥
অনন্ত অদ্ভুত পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহো নাহি পায় সীমা॥
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি॥

....

দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন-মাধুরী।
আস্বাদিতে লোভ হয় আস্বাদিতে নারি॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ-উপায়।
রাধিকা-স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায়॥" (চৈঃ চঃ-আদি ৪র্থ পরিঃ)

শ্রীরাধার ভাব কান্তি অঙ্গীকার পূর্বক স্বীয় মাধুর্যাস্বাদনের লোভই তাঁহার চিত্তে ত্রিবিধ আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করিয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল স্বরূপদামোদর ঐ ত্রিবিধ আকাঙ্ক্ষাকেই শ্রীচৈতন্যাবতারের মৌলিক কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তথাহি শ্রীস্বরূপ গোস্বামি-কড়চায়াম্—

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥"

"শ্রীরাধার প্রেম-মাহাত্ম্য কি প্রকার, ঐ প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধা আমার যে অদ্ভুত মাধুর্য আস্বাদন করেন, সেই মাধুর্যই বা কিরূপ এবং আমার মাধুর্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ পান, সেই সুখই বা কিরূপ—এই তিনটি বিষয়ে লোভবশত শ্রীরাধার ভাবাঢ্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শচীগর্ভসিন্ধুতে আবির্ভূত হইয়াছেন।" অর্থাৎ এই ত্রিবিধ সুখাস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীরাধার ভাব ও তাঁহার স্বর্ণকান্তি অঙ্গীকার করত গৌড়দেশে শ্রীনবদ্বীপধামে অপরূপ ভক্তিরসময় শ্রীগৌরবিগ্রহ প্রকটিত করিয়াছেন। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, সংহিতা ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে শ্রীগৌরাঙ্গের স্বয়ং ভগবত্তার বহুল প্রমাণ দৃষ্ট হয়। অথর্ববেদে পুরুষবোধিনী শ্রুতির ষষ্ঠ প্রপাঠকে দৃষ্ট হয়—

"সপ্তমে গৌরবর্ণবিষ্ণোরিত্যনেন স্বশক্ত্যা চৈক্যমেত্য।
প্রান্তে প্রাতরবতীর্য্য সহ স্বৈঃ স্বমনুশিক্ষয়তি ॥"

অর্থাৎ সপ্তম মন্বন্তরে বা বৈবস্বত মন্বন্তরে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় হ্লাদিনী শক্তির সারভূতা শ্রীরাধার সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হইয়া গৌররূপে কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় স্বীয় পার্ষদবৃন্দ সহ অবতীর্ণ হইয়া নিজ ভক্তগণকে হরে কৃষ্ণাদি কীর্তন শিক্ষা দিয়া থাকেন। শ্বেতাশ্বতরোপণিষদে (৩।১২)—

"মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলমিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥"

অর্থাৎ "সত্ত্বের বা শুদ্ধসত্ত্বের প্রবর্তক ইনিই মহাপ্রভু; পুরুষ অর্থাৎ নররূপী সর্বাবতার শ্রেষ্ঠ, এই সুনির্মল প্রাপ্তির ঈশান অর্থাৎ ভুক্তিমুক্তি প্রভৃতি আত্মসুখরূপ মালিন্য রহিত শুদ্ধ প্রেমভক্তির প্রদাতা ঈশ্বর, জ্যোতিঃ স্বপ্রকাশ অব্যয় অর্থাৎ অবিনাশী বা নিত্য।" মুণ্ডকোপনিষৎ (৩।১।৩) বাক্যে দেখা যায়—

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥"

ভাবার্থ—"রুক্মবর্ণ অর্থাৎ স্বর্ণবর্ণ দেহধারী, সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কর্তা, সর্বপুরুষার্থ দাতা, নরবেশে ব্রাহ্মণবংশে অবতীর্ণ মহাপুরুষের মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া মাত্রই মনুষ্য পাপ-পুণ্যময় সংসার

হইতে মুক্ত হইয়া থাকে, তাহার আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় উন্মূলিত হয় এবং সে পরমা শান্তি লাভে ধন্য হইয়া থাকে।" গোপালতাপনী শ্রুতির উত্তর বিভাগে (৬৩) শ্রীগৌরাঙ্গের ধ্যান দেখা যায়—

"হিরন্ময়ং সৌম্যতনুং স্বভক্তায়াভয়প্রদম্।
ধ্যায়েন্মনসি মাং নিত্যং বেণুশৃঙ্গধরন্তু বা॥"

স্বর্ণবর্ণ, বিপ্রতনু, নিজভক্তের অভয়প্রদ, বংশদণ্ডধারী অর্থাৎ সন্ন্যাসী ও 'মহাপ্রভু'-উপাধীযুক্ত, আমাকে মনে মনে নিত্যই ধ্যান করিবে।

বৃহন্নারদীয় পুরাণবাক্য (৫।৩৫)–

"অহমেব কলৌ বিপ্র! নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥"

শ্রীভগবান্ বলিলেন—"হে বিপ্র! আমিই কলিযুগে নিত্য প্রচ্ছন্ন বিগ্রহরূপে অর্থাৎ প্রেয়সী শ্রীরাধার ভাব কান্তি দ্বারা স্বীয় অঙ্গকে আচ্ছন্ন করিয়া ভগবদ্ভক্তরূপে লোকসকলকে সর্বদা রক্ষা করিয়া থাকি।"

উপপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

"অহমেব ক্বচিদ্ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥"

"হে ব্রহ্মন্! আমিই কোন কলিযুগে (অর্থাৎ বৈবস্বতমন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় কলিযুগে) সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া পাপহত নরগণকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইব।"

কপিলতন্ত্রে নবম পটলে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাবকান্তি যুক্ত ভক্তিরসময় গৌরবিগ্রহ, শ্রীরাধাকে স্বপ্নে দর্শন করাইয়াছিলেন—

"রাধাভাবকান্তিযুতাং মূর্তিমেকাং প্রকাশয়ন্।
স্বপ্নে তু দর্শয়ামাস রাধিকায়ৈ স্বয়ং প্রভুঃ॥"

সর্বজ্ঞ মহামুনি শ্রীবৈশম্পায়ন শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্রে স্পষ্টত, শ্রীগৌরাবতারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তঃ নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্লোকটির অতিসুন্দর ব্যাখ্যা দেখা যায়—

তপ্তহেম-সমকান্তি—প্রকাণ্ড শরীর।
....

আজানুলম্বিত ভুজ—কমললোচন।
তিলফুল জিনি নাসা–সুধাংশুবদন॥
শান্ত, দান্ত, কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠাপরায়ণ।
ভক্তবৎসল, সুশীল, সর্ব্বভূতে সম॥
চন্দনের অঙ্গদ বালা, চন্দন-ভূষণ।
নৃত্যকালে পরি করেন কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন॥" (চৈঃ চঃ আদি ৩য় পরিঃ)

উর্ধাম্নায় সংহিতায় লিখিত আছে—

"কলৌ পুরন্দরাৎ শচ্যাঃ গৌররূপো বিভুঃ স্মৃতঃ।
মহাপ্রভুরিতি খ্যাতঃ সর্ব্বলোকৈকপাবনঃ॥"

কলিযুগে জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবী হইতে শ্রীভগবান্ গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া 'মহাপ্রভু' নামে খ্যাতি লাভ করত প্রেমদানে অখিল বিশ্বকে পবিত্র করিয়াছেন সেই মহাপ্রভুকে স্মরণ করিবে। সর্ববেদান্ত সার শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় প্রেয়সীর ভাবকান্তি দ্বারা প্রচ্ছন্ন কলিযুগে স্বয়ংরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—

"ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ-
লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎ প্রতীপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥" (ভাঃ ৭।৯।৩৭)

শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় বলিলেন—'হে মহাপুরুষ! আপনি এইরূপ মনুষ্য, তির্যক, ঋষি, দেব ও মৎস্য প্রভৃতি অবতার দ্বারা লোক সকলের পালন ও বিশ্বের অহিতকারী অসুরদের বিনাশ করেন এবং যুগানুবর্তি ধর্মরক্ষা করিয়া থাকেন; কিন্তু কলিযুগে আপনি "ছন্ন" থাকা প্রযুক্ত (অন্যান্য যুগের ন্যায় প্রকাশ্যভাবে পালন ও অসুর বিনাশাদি না করিয়াও) কলিযুগানুবৃত্ত ধর্ম অর্থাৎ অভিধেয় যে শ্রীহরিনামসংকীর্তন তাহার প্রচার করিয়া থাকেন। এই জন্য আপনি "ত্রিযুগ" বলিয়া কীর্তিত অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে প্রকাশ্যভাবে এবং কলিযুগে প্রচ্ছন্নভাবে অবতীর্ণ হন।' ত্রিকালদর্শী শ্রীল গর্গমুনি শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ কালে স্পষ্টরূপেই কলিতে পীতবর্ণ অবতারের বর্ণনা করিয়াছেন—

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥" (ভাঃ ১০।৮।১৩)

শ্রীগর্গাচার্য বলিলেন—'হে নন্দ ! আপনার এই পুত্র যুগে যুগেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। প্রতিযুগেই ইঁহার পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ আছে। ইনি সত্যযুগে শুক্ল, ত্রেতায় রক্ত ও কলিযুগে পীতবর্ণ ধারণ করিয়া ইদানীং দ্বাপর যুগে কৃষ্ণবর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।' এই গর্গবাক্যে কলিযুগে পীতবর্ণ ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গের সূচনা করা হইয়াছে। নবযোগীন্দ্রের অন্যতম সর্বজ্ঞ ঋষি করভাজন মহারাজ নিমির প্রতি কলির অবতার বর্ণন-প্রসঙ্গে সুস্পষ্টভাবেই সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥"

শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামিপাদ এই শ্লোকের অতি সুন্দর মর্মার্থ প্রকাশ করিয়াছেন—

"শুন ভাই ! এই সব চৈতন্য-মহিমা। এই শ্লোকে কহে তাঁর মহিমার সীমা ॥
'কৃষ্ণ' এই দুইবর্ণ সদা যাঁর মুখে। অথবা কৃষ্ণকে তেঁহো বর্ণে নিজ সুখে ॥
কৃষ্ণবর্ণ-শব্দের অর্থ দুইত প্রমাণ। কৃষ্ণ বিনু তাঁর মুখে নাহি আইসে আন ॥
কেহো তাঁরে বোলে যদি 'কৃষ্ণবরণ'। আর বিশেষণে তার করে নিবারণ ॥
দেহকান্ত্যে হয় তেঁহো অকৃষ্ণবরণ। অকৃষ্ণবরণে কহে—পীতবরণ ॥

....

জীবের কল্মষ-তমো নাশ করিবারে। অঙ্গ-উপাঙ্গ নাম নানা অস্ত্র ধরে ॥
ভক্তির বিরোধী—কর্ম্ম-ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম। তাহার 'কল্মষ' নাম—সেই মহাতম ॥
বাহু তুলি 'হরি' বলি প্রেমদৃষ্টে চায়। করিয়া কল্মষ-নাশ প্রেমেতে ভাসায় ॥
শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন। তার পাপ ক্ষয় হয় পায় প্রেমধন ॥
অন্য অবতারে সব সৈন্য-শস্ত্র সঙ্গে। চৈতন্য-কৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ-উপাঙ্গে ॥
অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র করে স্বকার্য্য-সাধন। অঙ্গ শব্দের অর্থ আর শুন দিয়া মন ॥

....

অদ্বৈত নিত্যানন্দ চৈতন্যের দুই অঙ্গ। অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে 'উপাঙ্গ' ॥
অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিতে। সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে ॥
নিত্যানন্দগোসাঞি—সাক্ষাৎ হলধর। অদ্বৈত আচার্য্যগোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥
শ্রীবাসাদি পারিষদ-সৈন্য সঙ্গে লঞা। দুই সেনাপতি বুলে কীর্ত্তন করিয়া ॥
পাষণ্ড-দলনবানা নিত্যানন্দরায়। আচার্য্যহুঙ্কারে পাপ-পাষণ্ডী পলায় ॥
সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তারে ভজে সেই ধন্য ॥
সেইত সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার। সর্ব্বযজ্ঞ হইতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার ॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৩য় পরিঃ)

পুরীদেবস্যান্তঃপ্রণয়মধুনি স্নানমধুরো
মুহুর্গোবিন্দোদ্যদ্বিশদপরিচর্য্যার্চ্চিতপদঃ।
স্বরূপস্য প্রাণার্ব্বুদ-কমলনীরাজিতমুখঃ
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। যিনি পুরীদেব অর্থাৎ শ্রীঈশ্বরপুরী গোস্বামীর অন্তঃস্থিত প্রণয়মধুতে স্নাত হইয়া মধুর হইয়াছেন, যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম অঙ্গসেবক গোবিন্দের নিয়ত বিশদ পরিচর্যায় সমর্পিত এবং শ্রীস্বরূপ-গোস্বামীর অর্বুদ প্রাণকমলদ্বারা যাঁহার শ্রীমুখ নীরাজিত—সেই শ্রীশচীনন্দন কি পুনরায় আমার নয়নপথ-গোচর হইবেন ?

টীকা। ননু পরম ভাগবতস্ত্বং স্বাভীষ্ট ভজনমেব কুরু কিমন্যৎ প্রার্থনেনেত্যাহ। পুরীদেবেত্যাদি। শ্রীঈশ্বরপুরী গোস্বামিনোঽপ্যন্তঃকরণাকর্ষী যঃ সতু কথং বিস্মর্ত্তব্য ইতি ভাবঃ। পূর্ব্বোক্ত দিশা যঃ পুরীদেবস্য ঈশ্বরপুরীগোস্বামিনোঽন্তঃ অন্তঃকরণে যঃ প্রণয়ঃ প্রেমা স এব মধু তত্র

শ্রীপাদ বলিতেছেন—'সেই শচীনন্দন কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ? প্রশ্ন হইতে পারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির পিতৃনামেই পরিচয় হয়, শ্রীল গ্রন্থকার 'শচীনন্দন' শব্দে মাতৃনামে তাঁহার পরিচয় প্রদান করিলেন কেন ? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে—শ্রীল গোস্বামিপাদ শ্রীগৌরাঙ্গের মাতৃসম করুণা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই মাতৃনামে তাঁহার পরিচয় দিয়াছেন। বিশ্বে যত করুণাময় করুণাময়ী আছেন, মাতৃসম অবিচারে স্নেহ করুণা আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। শ্রীপাদ ভাবিতেছেন—তাঁহার মধ্যে শত অযোগ্যতা থাকিলেও যে শ্রীগৌরসুন্দর মাতৃসম স্নেহ করুণা বিতরণে তাঁহাকে সর্বতোভাবে ধন্য করিয়াছেন—সেই শচীনন্দন কি পুনরায় আমার নয়ন পথের পথিক হইবেন ? অর্থাৎ সেই করুণাময় মূরতি আর নয়নগোচর হইবে না ?

"বৃন্দাবন-কুঞ্জবনে,　　　　নিরমল দরপণে,
হেরি কৃষ্ণ আপনার রূপ।
মাধুর্য্য-আস্বাদ-ছলে,　　　　রাই অঙ্গকান্তি-জালে,
ঢাকিলেন আপন স্বরূপ ॥
ভাব অঙ্গীকার করি,　　　　গৌর কান্তি রূপ ধরি,
গৌড়দেশে শ্রীনন্দনন্দন।
সদা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে,　　　　ভক্ত সঙ্গে কুতূহলে,
দেখিব কি সে শচীনন্দন ?" ১ ॥

যৎ স্নানমবগাহনং তেন মধুরস্তদ্বিশিষ্টঃ তৎ স্নেহবানিতি যাবৎ তথাচ মেদিনী। মধুরা শতপুষ্পায়াং মিশ্রেয়া নগরীভিদোঃ। মধুকুক্কুটিকা মেদা মধূনী ষষ্টিকাসুচ। ক্লীবং বিষে পুংসি রসে তদ্বৎ স্বাদু প্রিয়েঽন্যবদিতি। ননু মানসোপচারসেবাতিদয়ালোরপি সাক্ষাৎ পরিচারকান্তঃপাতিনমকুর্ব্বতো মাং প্রতি প্রাতিকূল্যাচরণমিত্যাহ। মুহুরিত্যাদি। মুহুর্ব্বারং বারং গোবিন্দেন তন্নাম ভক্তবিশেষেণ উদ্যন্তী প্রকাশমানা যা বিষদা নির্ম্মলা পরিচর্য্যা তয়ার্চ্চিতপদঃ সেবিতপদঃ ননু শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ। ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহানিতি দিশা শ্রবণাদৌ নিযুক্তং ত্বামেবান্তরঙ্গত্বেন স্বীকৃতবানিতি সত্যম্ এতত্তু উৎকণ্ঠাবদ্ধর্কমেব নতু সিদ্ধান্তসারস্তত্ত্বে সর্ব্বশাস্ত্রবিদুষাং পরম ভাগবতানাং শ্রীস্বরূপগোস্বামি-প্রভৃতিনাং তন্নিকট-বাসানুপপত্তিঃ স্যাদিত্যাহ। স্বরূপেত্যাদি প্রাণাঅর্বাবুর্দ কমলানি তৈর্নীরাজিতং নির্ম্মঞ্ছনীকৃতং মুখং যস্য অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডান্তঃ প্রকাশবাহুল্যেন প্রাণস্যাবুর্দেন সহ সম্বন্ধঃ। নীরাজিতেতি নির্ পূর্ব্ব রাজ্‌ধাতোঃ ক্তঃ দ্রোরিত্যাদিনা রেফলোপদীর্ঘশ্চ ॥ ২ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীমন্মহাপ্রভু জগদ্গুরু হইয়াও শ্রীঈশ্বরপুরীকে গুরুরূপে বরণ করিলেন। শ্রীগুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত যে শ্রীভগবৎ-পাদপদ্ম-ভজন হয় না—জগদ্গুরু শ্রীভগবান্ স্বয়ং আচরণ করিয়া বিশ্বসাধকগণকে এই শিক্ষা দিলেন। "শিক্ষাগুরু ঈশ্বর যে করায়েন শিক্ষা। ইহা যে মানয়ে সেই জন পায় রক্ষা॥" (চৈঃ ভাঃ) শ্রীগুরুই দুষ্পার সংসারসিন্ধুতে নিপতিত জীবের ভবপারের কাণ্ডারী। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।

মন্নানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥"

এই দুস্তর ভবসিন্ধু উত্তরণেচ্ছু নিরাশ্রয় জীবের জীবন-তরণীর কর্ণধার পরম-করুণ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আশ্রয় যে গ্রহণ করে না তাহার দুর্লভ মনুষ্যজন্ম যে কেবল ব্যর্থ তাহাই নহে, পরন্তু সে আত্মঘাতীই। শ্রীভগবানের করুণাই যেন ঘনীভূত হইয়া মূর্তি পরিগ্রহ করত শ্রীগুরুরূপে জীবের কল্যাণার্থে বিশ্বে আবির্ভূত হন। গয়ায় শ্রীঈশ্বরপুরীর দর্শনে প্রভু বলিলেন—

"সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধারো আমারে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে॥
কৃষ্ণ-পাদপদ্মের অমৃতরস-পান।
আমারে করাও তুমি এই চাহি দান॥" (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীঈশ্বরপুরীও পূর্বরাত্রে স্বপ্নে প্রভুর তত্ত্ব সবই অবগত হইয়াছেন। তাঁহার অন্তঃকরণ জুড়িয়া যে প্রণয়মধু বিরাজ করিতেছিল তাহার প্রবাহে প্রভুকে স্নান করাইয়া বলিলেন—

"বলেন ঈশ্বরপুরী শুনহ পণ্ডিত।
তুমি যে ঈশ্বর-অংশ জানিলু নিশ্চিত॥

যে তোমার পাণ্ডিত্য যে চরিত্র তোমার ৷
এহো কি ঈশ্বর-অংশ বহি হয় আর ॥
যেন আজি আমি শুভ স্বপ্ন দেখিলাম ৷
সাক্ষাতে তাহার ফল এই পাইলাম ॥
সত্য কহি পণ্ডিত ! তোমার দরশনে ৷
পরানন্দ-সুখ যেন পাই অনুক্ষণে ॥
যদবধি তোমা' দেখিয়াছি নদীয়ায় ৷
তদবধি চিত্তে আর কিছু নাহি ভায় ॥
সত্য এই কহি—ইথে কিছু অন্য নাই ৷
কৃষ্ণ-দরশন-সুখ তোমা দেখি পাই ॥" (চৈঃ ভাঃ)

প্রভু শ্রীঈশ্বরপুরীর বিশেষ স্নেহ মধুতে স্নপিত হইয়া স্বয়ং মধুরতর হইয়া বিশ্বকে সেই মধুরি-মায় আপ্লাবিত করিবার অভিলাষে একদিন তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা চাহিলেন—

"আর দিনে নিভৃতে ঈশ্বরপুরী-স্থানে ৷
মন্ত্র-দীক্ষা চাহিলেন মধুর-বচনে ॥
পুরী বলে মন্ত্র বা বলিয়া কোন্ কথা ৷
প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্ব্বথা ॥
তবে তাঁর স্থানে শিক্ষাগুরু নারায়ণ ৷
করিলেন দশাক্ষর মন্ত্রের গ্রহণ ॥
তবে প্রভু প্রদক্ষিণ করিয়া পুরীরে ৷
প্রভু বলে দেহ আমি দিলাম তোমারে ॥
হেন শুভ-দৃষ্টি তুমি করহ আমারে ৷
আমি যেন ভাসি কৃষ্ণ-প্রেমের সাগরে ॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীঈশ্বরপুরী ৷
প্রভুরে দিলেন আলিঙ্গন বক্ষে ধরি ॥
দোঁহার নয়ন-জলে দোঁহার শরীর ৷
সিঞ্চিত হইল প্রেমে—কেহো নহে স্থির ॥" (ঐ)

প্রভু সাক্ষাৎ প্রেমসিন্ধুর বা প্রেমাবতার হইয়াও ঈশ্বরপুরীর স্নেহমধুতে সিক্ত হইয়া যেন বিপুল প্রেম প্রকাশপূর্বক মধুরাতিমধুর হইলেন ৷

অথবা 'পুরীদেব' অর্থে 'শ্রীজগন্নাথদেব'। নীলাচল-লীলায় জগন্নাথদেবের অন্তঃস্থিত প্রণয় মধুতে প্রভু নিরন্তর স্নাত হইতেন। প্রভুর ভাবানুসারে কখনো শ্রীজগন্নাথ মুরলী-বদন ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে তাঁহাকে দর্শন দিতেন পরক্ষণেই আবার দ্বারকানাথরূপে স্বর্ণমুকুটাদি ভূষিত কলেবরে বলদেব, সুভদ্রা সঙ্গে দর্শন হইত। এইরূপে রাধাভাবে বিভাবিত গৌরের হৃদয়সিন্ধুকে আনন্দ-বেদনার তরঙ্গাঘাতে উচ্ছ্বসিত করিতেন জগন্নাথ। কখনো বা শব্দ, স্পর্শাদির অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তিতে প্রভুর চিত্তমনে বিপুল উন্মাদনা জাগাইয়া পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ করিতেন। কভুবা স্বীয় অধরামৃতের অদ্ভুত রস পরিবেশনে রাধাভাবে বিভাবিত বিরহী গোরার প্রাণে অদ্ভুত রসমাধুরী সেচন করিতেন !! ভাবনিধি গোরা পুরী-দেবের এইসব রসচাতুরীতে মধুরাতিমধুর হইয়া কভু বা কূর্মাকৃতি, কখনো বা অস্থিসন্ধি বিয়োগ প্রভৃতি অদ্ভুত দশা প্রাপ্ত হইতেন।

শ্রীঈশ্বরপুরী অপ্রকটকালে স্বীয় অঙ্গসেবক গোবিন্দকে শ্রীচৈতন্যের সেবায় প্রেরণ করিলে প্রভু গুরুবাক্য পালনের জন্য তাঁহাকে শ্রীঅঙ্গসেবা দান করেন। গোবিন্দের পরিচর্যার তুলনা বিশ্বে নাই। প্রভুর মন বুঝিয়া মার্মিক পরিচর্যা করিতেন। সেবা দ্বিবিধ—প্রসঙ্গ ও পরিচর্যা। শ্রীভগবানের নাম, গুণাদি শ্রবণ করানো সেবাকে প্রসঙ্গরূপা এবং সাক্ষাৎ শ্রীঅঙ্গসেবাকে পরিচর্যারূপা সেবা বলা হয়। প্রসঙ্গ অপেক্ষা পরিচর্যার ফল সমধিক। শ্রীগোবিন্দের পরিচর্যা বিশদ বা নির্মল—আত্মসুখাপেক্ষাশূন্য। বেড়া কীর্তনে শ্রান্ত, ক্লান্ত প্রভুর পাদসম্বাহন জন্য শ্রীগোবিন্দ প্রভুর উপরে বহির্বাস পাতিয়া তাঁহাকে লঙ্ঘন করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। ইহাতেই তাঁহার পরিচর্যার বিশদতা বা নির্মলতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেইভাবেই তিনি কেন প্রসাদ পাইতে গেলেন না প্রভু এই প্রশ্ন করিলে—

"গোবিন্দ কহে—মনে আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক, কিবা নরকে গমন॥
সেবা লাগি কোটি অপরাধ নাহি গণি।
স্বনিমিত্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি॥ (চৈঃ চঃ অন্ত্যলীলা—১০ পরিঃ)

এইরূপ গোবিন্দের সুনির্মল প্রেমসেবায় প্রতিনিয়ত যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম সমর্চিত হইত। আবার শ্রীল স্বরূপদামোদরের অর্বুদ প্রাণকমল দ্বারা যাঁহার শ্রীমুখ নীরাজিত হইত। শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভুর পরম অন্তরঙ্গ— তাঁহার দ্বিতীয় স্বরূপ। শ্রীরঘুনাথও স্বরূপের রঘু। প্রভু স্বয়ং পুত্র ভৃত্য রূপে রঘুকে স্বরূপের করে সমর্পণ করেন। স্বরূপও প্রভুর রহস্যময় লীলাবলী রঘুনাথের নিকট ব্যক্ত করিতেন। "চৈতন্য-লীলারত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার, তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।" (চৈঃ চঃ মধ্য ২য় পরিঃ) পরম নিভৃত গম্ভীরামন্দির মধ্যে বসিয়া প্রভু ব্রজলীলা স্মরণ করিতেন, অহর্নিশি তাঁহার নয়নযুগল হইতে মুক্তাদামের ন্যায় অশ্রুমালা ঝরিয়া পড়িত। নির্জন গম্ভীরায় বিপ্রলম্ভ-রস-মূর্তি শ্রীগৌরসুন্দরের ব্রজ-রসাস্বাদনের নিভৃতসঙ্গী শ্রীস্বরূপদামোদর ও শ্রীরামানন্দ রায়।

দধানঃ কৌপীনং তদুপরি বহির্বস্ত্রমরুণং
প্রকাণ্ডো হেমাদ্রি-দ্যুতিভিরভিতঃ সেবিততনুঃ।
মুদা গায়ন্নুচ্চৈর্নিজমধুর-নামাবলিমসৌ
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। যিনি কৌপীন ও তদুপরি অরুণবর্ণ বহির্বাস পরিধান করিয়াছেন, যাঁহার আকৃতি বিশাল বা অতি দীর্ঘ, যাঁহার উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তিময় শ্রীঅঙ্গ স্বর্ণগিরির দ্যুতিদ্বারা সতত পরিসেবিত, যিনি পরমানন্দে উচ্চৈঃস্বরে স্বীয় মধুর নামাবলী গান করিতেছেন—সেই শচীনন্দন কি পুনরায় আমার নয়ন-পথগোচর হইবেন ? ৩ ॥

"উৎকট বিয়োগদুঃখ যবে বাহিরায়।
তবে যে বৈকল্য প্রভুর বর্ণন না যায় ॥
রামানন্দের কৃষ্ণকথা স্বরূপের গান।
বিরহ-বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ ॥
দিনে প্রভু নানাসঙ্গে হয় অন্যমনা ॥
রাত্রিকালে বাড়ে প্রভুর বিরহবেদনা।
তাঁর সুখহেতু সঙ্গে রহে দুই জনা।
কৃষ্ণরস শ্লোক-গীতে করেন সান্ত্বনা ॥" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ পরিঃ)

শ্রীপাদ স্বরূপ বিপ্রলম্ভরসের প্রকটমূর্তি শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীকৃষ্ণবিরহ-বেদনা প্রশমনার্থ মধুকণ্ঠে ব্রজরসের গান করিতেন এবং শ্রীল রামরায় সুধাময়ী কৃষ্ণকথায় প্রভুর চিত্তবিনোদন করিতেন। প্রভু যখন বিরহতাপিত অধীরপ্রাণে ছল ছল নেত্রে স্বরূপের বদনপানে চাহিয়া থাকিতেন তখন শ্রীস্বরূপ যেন অসংখ্য প্রাণকমলদ্বারা প্রভুর সেই বিরহতাপিত অশ্রুক্লিন্ন বদনখানা নীরাজন করিতেন। শ্রীরঘুনাথ প্রভুর সেই বিরহ-বিধুর শ্রীমুখখানি আর একবার দেখিতে চাহিতেছেন !

"ঈশ্বরপুরী গোস্বামীর, শুদ্ধভক্তি প্রেমনীর,
পূর্ণাভিষেক করিল যাঁহারে।
গোবিন্দ নামক ভক্ত, পদে যেই অনুরক্ত,
পরিচর্য্যা করিল তাঁহারে ॥
শ্রীস্বরূপ-গোস্বামীর, অসংখ্য প্রাণকমল,
যাঁর মুখ করে নির্মঞ্ছন।
ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু, নিজভক্ত শিক্ষাগুরু,
দেখিব কি শচীর নন্দন ?" ২ ॥

টীকা। অহো শ্রীচৈতন্যঃ পরমদয়ালুতয়া পরমেশ্বরোঽপি সন্ লোকসংগ্রহায় ভক্তভাবমঙ্গীচকার ইত্যাহ। দধান ইতি। কৌপীনং অন্তঃপটং তদুপরি কৌপীনস্যোপরি বহির্বস্ত্রং কটিবেষ্টনং বহির্বাস ইতি যাবৎ তদ্দধানঃ পুনঃ কিং ভূতঃ প্রকাণ্ডস্তরোর্মূলশাখা ইত্যর্থঃ। তথাচ মেদিনী। প্রকাণ্ডোনস্ত্রী বিটপে মূলশাখান্তরে তরোরিত্যাদি। হেমাদ্রেঃ সুমেরুপর্ব্বতস্য দ্যুতিভিঃ কান্তিভিঃ কর্ত্রীভিঃ সেবিত তনুঃ ব্যতিরেকালঙ্কারস্তথাচালঙ্কারকৌস্তুভে ব্যতিরেকোবিলক্ষণ উপমানাদিতি। মুদা হর্ষেণ মধুর নিজনামাবলিং-নিজনামশ্রেণীম্ ॥ ৩ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। পরম করুণ শ্রীগৌরসুন্দর লোক-নিস্তারের জন্যই স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। প্রভুর মহিমা না বুঝিয়া মায়াবাদী, কর্মনিষ্ঠ, কুতার্কিক, পাষণ্ডী, অধম পড়ুয়া ও নিন্দুক স্বভাব জনেরা প্রভুকে নিন্দা করিয়াছিল। তাহাদের নিস্তারের উপায় চিন্তা করিয়া প্রভুর করুণ চিত্ত বিগলিত হইয়াছিল এবং তাহারই পরিণতি সন্ন্যাসের সঙ্কল্প বা সন্ন্যাস গ্রহণ।

"মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ।
এই লাগি কৃপার্দ্র প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥
সন্ন্যাসী-বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার।
তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ পাইবে নিস্তার ॥" (চৈঃ চঃ আদি ৮ম পরিঃ)

প্রভুর অতি মনোহর সন্ন্যাসবেশের অতি অনবদ্য বর্ণনা শ্রীচৈতন্যভাগবতে দৃষ্ট হয়—

....

"সন্ন্যাস করিলা বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি ॥
পরিলেন অরুণ-বসন মনোহর।
তাহাতে হইলা কোটি-কন্দর্প-সুন্দর ॥
সর্ব্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক চন্দনে লেপিত।
মালায় পূর্ণিত শ্রীবিগ্রহ সুশোভিত ॥
দণ্ড কমণ্ডলু দুই শ্রীহস্তে উজ্জ্বল।
নিরবধি নিজ-প্রেম-আনন্দে বিহ্বল ॥
কোটি কোটি চন্দ্র জিনি শোভে শ্রীবদন।
প্রেমধারে পূর্ণ দুই কমল-নয়ন ॥" (চৈঃ ভাঃ)

স্বর্ণোজ্জ্বল কান্তি প্রভুর অতি প্রকাণ্ড বা বিশাল ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল দেহ। শ্রীচরণ হইতে মস্তক পর্যন্ত যিনি নিজের হাতের মাপে চারি হাত দীর্ঘ হন এবং দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া রাখিলে যাঁহার বিস্তারও নিজের হাতের মাপে চারি হাত হয়; এই পরিমাণের দেহকে 'প্রকাণ্ড শরীর' বা 'ন্যগ্রোধপরি-মণ্ডল' দেহ বলা হয়। এরূপ দেহ সাধারণ মানবের মধ্যে দৃষ্ট হয় না, ইহা মহাপুরুষের লক্ষণ।

"তপ্তহেম সমকান্তি—প্রকাণ্ড শরীর।
নবমেঘ জিনি কণ্ঠ-ধ্বনি যে গম্ভীর॥
দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাতে।
চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে॥
'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল' হয় তার নাম।
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল তনু চৈতন্য গুণধাম॥" (চৈঃ চঃ আদি ৩য় পরিঃ)

প্রভুর সেই বিশাল বিগ্রহের স্বর্ণোজ্জ্বলকান্তি যেন হেমগিরির কান্তিদ্বারা পরিসেবিত। অর্থাৎ সেই স্বর্ণকান্তির নিকট হেমগিরির উজ্জ্বল প্রভাও পরাভূত। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"যতীনামুত্তংসস্তরণীকরবিদ্যোতিবসনঃ হিরণ্যানাং লক্ষ্মীভরমভিভবন্নাঙ্গিকরুচা" (স্তবমালা) "যিনি যতিগণের শিরোভূষণ, প্রভাতকালের সূর্যকিরণের ন্যায় যাঁহার অরুণবর্ণবসন, যিনি অঙ্গকান্তি দ্বারা সুবর্ণরাশির প্রচুর শোভাকেও পরাভূত করিতেছেন।" যিনি পরমানন্দিত মনে উচ্চৈঃস্বরে স্বীয় মধুর নামাবলী গান করিতেছেন। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—"হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো" (স্তবমালা) "ষোড়শ-নামাত্মনা দ্বাত্রিংশদক্ষরেণ মন্ত্রেণোচ্চৈরুচ্চারিতেন স্ফুরিতা কৃতনৃত্যা রসনা যস্য সঃ" (টীকা-বলদেব) অর্থাৎ 'উচ্চৈঃস্বরে দ্বাত্রিংশ বর্ণাত্মক 'হরেকৃষ্ণেতি মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে যাঁহার জিহ্বা সতত নৃত্য করিতে থাকে।' কি অদ্ভুত প্রেমোন্মাদনা সেই শ্রীমুখোচ্চারিত মধুর নামে যাহা সমগ্র বিশ্বকে প্রেমবন্যায় নিমজ্জিত করে।

"শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা হরেকৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎপ্রেম্ণি বিজয়ন্তে তদাহ্বয়াঃ॥"

যিনি ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া নামগান করিতে করিতে চঞ্চলচরণে নৃত্য করিয়া চলিয়াছেন। শ্রীনয়নে গঙ্গা-যমুনার ধারা, দেহে কদম্বকেশরের ন্যায় পুলক। সে নৃত্যমাধুরী কি অপূর্ব !!

"নাচত গৌর, মনোহর অদ্ভুত; (নয়নে) রাজিত সুরধনিধার।
ত্রিজগত-লোক, ওক ভরি পাওল, ভকতি-রতন-মণিহার॥
হেমবরণ-বর, সুন্দর বিগ্রহ, সুরতরু-বর পরকাশ।
পুলক পত্র নব, প্রেম পক্ক ফল, কুসুম মন্দমৃদুহাস॥
ভাব-বিভব-ময়, রস-রূপ অনুভব, সুবলিত সুখময় অঙ্গ।
দ্বিরদ-মত্ত-গতি, অতি সুমনোহর, মুরছিত লাখ অনঙ্গ॥"

এইরূপ নামরসাস্বাদনের একটি মহৎ আদর্শ বিশ্বে প্রকটিত করিয়া প্রেমসূত্রে নামের মালা গাঁথিয়া বিশ্বজীবের কণ্ঠে পরাইয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

অনাবেদ্যাং পূর্ব্বৈরপি মুনিগণৈর্ভক্তি-নিপুণৈঃ
শ্রুতের্গূঢ়াং প্রেমোজ্জ্বল-রসফলাং ভক্তিলতিকাম্।
কৃপালুস্তাং গৌড়ে প্রভুরতিকৃপাভিঃ প্রকটয়ন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। পূর্বযুগে ভক্তিনিপুণ মুনিগণও যাহার বিষয়ে কোন জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই, শ্রুতিতেও যাহা অতি নিগূঢ়, উজ্জ্বল বা মধুর প্রেমরস যাহার ফল; এইরূপ ভক্তিকল্পলতা যিনি গৌড়দেশে সাতিশয় কৃপাভরে প্রকাশিত করিয়াছেন— সেই পরম দয়ালু শ্রীশচীনন্দন কি পুনরায় আমার নয়নপথ-গোচর হইবেন ? ৪ ॥

টীকা। ন কেবলং ভক্তবেষেণ বিচচার অপিতু পরমগূঢ়াং স্ববশীকর্ত্রীং প্রেমভক্তিমপি কৃপালুতয়া বিশ্চকার ইত্যাহ অনাবেদ্যামিত্যাদি। যস্তাং প্রসিদ্ধাং ভক্তিলতিকাং ভক্তিলতাং গৌড়ে প্রকটয়ন্ বিস্তারয়ন্ কৃপালুর্বভূবেতি শেষঃ স ইতি পরেণানুষঙ্গঃ ননু মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগমিত্যাদিনা ভক্তেঃ সুদুর্ল্লভতোক্তেঃ কথং তদ্দানং সম্ভবেদিত্যাহ অতিকৃপাভিরিতি যতঃ প্রভুঃ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুং সমর্থঃ। কিন্তুতাং ভক্তিলতিকাং শ্রুতের্গূঢ়াং বেদস্য নিগূঢ়াং তৎ প্রতিপাদ্যানাং মধ্যে অমূল্যরত্ন-

---

....

"আপনে আস্বাদে প্রেম নামসঙ্কীর্ত্তন ॥
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে।
নাম প্রেম-মালা গাঁথি পরাইল সংসারে ॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিঃ)

শ্রীপাদ এইরূপ নাম-প্রেমরসাস্বাদন পরায়ণ উজ্জ্বল স্বর্ণগৌরকান্তি সন্ন্যাস-বিগ্রহ শ্রীশচীনন্দনকে পুনরায় দেখিতে চাহিতেছেন।

"কটিতে কৌপীনধারী, বহির্বস্ত্র মনোহারী,
উজ্জ্বল অরুণবর্ণ যাঁর।
সুবিশাল হেমগিরি, সুপ্রকাশ কান্তিধারী,
নাম-গানে বহে অশ্রুধার ॥
সদা কৃষ্ণ-নামাবলী, কৃষ্ণস্মৃতি কুতূহলী,
প্রেমপূর্ণ কমল-নয়ন।
সেই গৌর দয়াময়, সদানন্দ লীলাময়,
দেখিব কি শচীর নন্দন ?" ৩ ॥

বদতিগোপনীয়ত্বেন স্থাপিতামিতি ভাবঃ। পুনঃ কিম্ভূতাং প্রেম্না সহিত উজ্জ্বলরসঃ শৃঙ্গাররস এব ফলং যস্যাঃ এবম্ভূতাম্। পুনঃ কিম্ভূতাং নিপুণৈরপি পূর্বৈর্মুনিগণৈরনাবেদ্যামসম্যগ্ জ্ঞাতাম্ ॥ ৪ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীমন্মহাপ্রভু বিশ্বমানবকে যে ভক্তিকল্পলতার সন্ধান দিয়াছেন, তাহা উন্নত-উজ্জ্বল-রসফলা, সেই উন্নত উজ্জ্বলরস ব্রজভাবের সর্বোৎকৃষ্ট শ্রীরাধাদাস্য বা মঞ্জরীভাব সাধনা। ইহাই অনর্পিতচরী, কোন যুগে কোন অবতার কর্তৃক প্রকাশিত বা অর্পিত হয় নাই। এই রহস্যময় ভক্তিকল্পলতার সন্ধান পূর্বযুগে ভক্তিনিপুণ মুনিগণেরও জ্ঞানগম্য ছিল না। তৎকালে ভক্তিবিদ্ মুনিগণ প্রায়শঃ ঐশ্বর্যজ্ঞানযুক্ত বিধিভক্তিতেই উপাসনা করিতেন। অতি বিরল কেহ কেহ যাঁহারা রাগমার্গে ব্রজভাবের উপাসক ছিলেন, তাঁহাদেরও দাস্য, সখ্যাদি ভাব পর্যন্তই জ্ঞানগম্য হয়ত ছিল। কিন্তু পরম রহস্যময় গোপীগণের আনুগত্যময়ী মধুর বা শৃঙ্গাররস জাতীয় ভক্তির সমাচার কেহই জানিতেন না। গোপী-শিরোমণি শ্রীরাধার তত্ত্ব এবং তাঁহার পরম মহান্ মাদনাখ্য প্রেমের বিষয় যে তাঁহাদের জ্ঞানবুদ্ধির সর্বথা বহির্ভূত ছিল—ইহাত বলাই বাহুল্য।

আবার মহাপ্রভুর প্রকাশিত ভক্তিকল্পলতা 'শ্রুতের্গূঢ়াং' অর্থাৎ শ্রুতিতেও অতি রহস্যময় ভাবে নিহিত ছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীউদ্ধব মহাশয় গোপিকাগণের প্রেমের মহামহিমা দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া সানন্দ-চমৎকারে তাঁহাদের শ্রীচরণরেণুকণা শিরে ধারণ করিয়া ধন্য হইবার কামনায় ব্রজে তৃণ-গুল্ম জন্ম প্রার্থনা করিতে গিয়া গোপীমাহাত্ম্য প্রকাশনে বলিয়াছেন—"যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্।" অর্থাৎ "ব্রজদেবীগণ মুকুন্দ-সেবন-লালসায় যে দুস্ত্যজ স্বজন এবং আর্যপথ উল্লঙ্ঘনকারিণী পদবীকে অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই পদবীটি মুকুন্দ প্রাপ্তির অসমোর্ধ উপায়। যে অসমোর্ধ পদবীটি শ্রুতিগণ পরমপুরুষার্থ বোধে অন্বেষণ করিয়া থাকেন মাত্র, কিন্তু লাভ করিতে পারেন না।" এই বাক্যে গোপীগণের পরকীয়ভাবে আস্বাদন-বৈচিত্রীর অসীমতা এবং অনন্যবেদ্যত্ব প্রকাশিত হইয়াছে।

বামনপুরাণে কতকগুলি গোপীর পূর্বজন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, তাহাতে দেখা যায়—তাঁহারা পূর্বজন্মে শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিলেন এবং গোপীভাবে প্রলুব্ধ হইয়া গোপিকার আনুগত্যে রাগমার্গে ভজন করিয়া গোপীরূপে ব্রজে জন্মগ্রহণ করত কান্তা ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারাও সেই পরম রহস্যময় ভাবটিকে হৃদয়-সম্পুটে গোপন করিয়া রাখিতেন—তাই উহা 'শ্রুতের্গূঢ়াম্'। ‡

প্রাক্‌চৈতন্যযুগে শ্রীজয়দেব, বিল্বমঙ্গল, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস প্রভৃতিতে সখীভাবের উপাসনা দৃষ্ট হয়, কিন্তু শ্রীরাধাদাস্য বা মঞ্জরীভাবের উপাসনা শ্রীগৌরসুন্দর এবং শ্রীচরণাশ্রিত আচার্যপাদগণেরই অভিনব অবদান। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে সাধু, গুরুর কৃপা প্রসাদে লব্ধ এই ভক্তিকল্পলতার বীজ

‡ শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতি অধ্যায়ের (১০।৮৭) শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের ব্যাখ্যায় এই বিষয়টি সুন্দররূপে অনুভূত হয়।

নিজত্বে গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্
'হরেকৃষ্ণেত্যেবং গণন-বিধিনা কীর্ত্তয়ত ভোঃ'।
ইতিপ্রায়াং শিক্ষাং জনক ইব তেভ্যঃ পরিদিশন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। যিনি বিশ্বমধ্যে এই গৌড়ীয়গণকে নিজত্বে অর্থাৎ পরমাত্মীয়রূপে অঙ্গীকার করত পিতা যেরূপ স্নেহের সন্তানকে শিক্ষা দেন, তদ্রূপ 'হে গৌড়ীয়গণ! তোমরা সংখ্যাপূর্বক 'হরেকৃষ্ণেতি নাম কীর্তন কর',—এইরূপ মধুর উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই শ্রীশচীনন্দন কি পুনরায় আমার নয়ন-পথ-গোচর হইবেন ?

শ্রবণ, কীর্তনাদি জলে সিঞ্চিত হইয়া ক্রমশঃ ভক্তিকল্পলতা সঞ্জাত ও বর্ধিত হইয়া রাধাদাস্যভাবের পরম রসময় প্রেমফল প্রসব করিয়া থাকে, তাই ইহা "প্রেমোজ্জ্বলরসফলাম্।"

প্রশ্ন হইতে পারে, মুনিগণের এবং শ্রুতিগণেরও অগোচর এত রহস্যময় ভক্তিকল্পলতাকে শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিযুগের পাপ-তাপাদি বিহত-চিত্ত দুর্গত মানবের নিকট প্রকাশ করিলেন কেন ? ইহার একমাত্র কারণ পরম স্বতন্ত্র করুণাময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতিকৃপাই। তাই বলিয়াছেন—"কৃপালুস্তাং গৌড়ে প্রভুরতিকৃপাভিঃ প্রকটয়ন্।" পরম স্বতন্ত্র এবং পরমসমর্থ শ্রীমন্মহাপ্রভু সমধিক কৃপাভরেই গৌড়দেশে ইহার প্রকাশ করিয়াছেন। সাধকের সর্বপ্রকার অযোগ্যতার নিরসনকারিণী ভগবৎকৃপা। কৃপাশক্তি ভগবানের নিখিল স্বরূপশক্তির চূড়ামণি। **কৃপাশক্তি** দ্বারা চালিত হইয়াই পরতত্ত্ববস্তু **'ভগবান্'** বলিয়া অভিহিত হন। সেই কৃপাও আবার অদেয়বস্তু অযোগ্যপাত্রে দানদ্বারাই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুতে সেই কৃপাশক্তিটি আবার বিচার-অসহিষ্ণুরূপে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি এই কলি-জীবের দুঃখে কাতর হইয়া দেয়াদেয় বিচারশূন্যচিত্তে ভুক্তিমুক্তিসুখ তুচ্ছকারী প্রেমানন্দ, তন্মধ্যেও আবার ব্রজজাতীয় প্রেমানন্দ, তন্মধ্যেও আবার গোপীজাতীয় প্রেমানন্দ—সর্বোপরি শ্রীরাধাদাসীত্বাভিমানে যে প্রেমানন্দটি লভ্য, তাহাই শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধনের সহিত মিলিত করিয়া দান করিয়াছেন। পরম করুণ শ্রীগৌরহরির পতিতপাবনী কৃপা জয়যুক্ত হউন। শ্রীপাদ পুনরায় সেই কৃপাময় শ্রীগৌরহরির শ্রীচরণ দর্শন কামনা করিতেছেন।

"মুনিমন বল্লভ, ভাবনা সুদুর্ল্লভ,
শ্রুতি-গূঢ় অমূল্যরতন।
প্রেমোজ্জ্বল ফলদাতা, প্রকাশিলা ভক্তিলতা,
দেখিব কি শচীর নন্দন ?" ৪ ॥

টীকা। তস্য পরমদয়ালুতাং প্রকাশয়িতুং নাম প্রচারকাবস্থং শ্রীচৈতন্যং দ্রষ্টুমাকাঙ্ক্ষতে নিজত্ব ইতি। যো জগতিমধ্যে গৌড়ীয়ান্ গৌড়দেশস্থান্ জনান্ ইমান্ ইতি স্মরণ-বিষয়ত্বেন প্রত্যক্ষায়মানানিব প্রতীয়মানান্ নিজত্বে পরিগৃহ্য ভো গৌড়ীয়া গণন-বিধিনা সংখ্যাপ্রকারেণ হরে কৃষ্ণেত্যেবং কীর্ত্তয়ত ইতি প্রায়াম্ এবম্বিধাং শিক্ষাং তেভ্যো জনক ইব পিতেব উপদিশন্ ভবতি স ইতি পরেণানুষঙ্গঃ। পিতা যথা পুত্র মসন্মার্গং ত্যাজয়িত্বা সন্মার্গে প্রবর্ত্তয়তি তদ্বদিতি ॥ ৫ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহে কাতর শ্রীপাদের আর্তির অন্ত নাই। দৈন্যভরে ভাবিতেছেন—নিতান্ত দীন অভাজন মাদৃশ হতভাগ্য ব্যক্তি কি তাঁহার দর্শনের যোগ্য? পরক্ষণেই গৌড়ীয়ার প্রতি প্রভুর স্বভাবিক কৃপা স্নেহের স্মৃতিতে নৈরাশ্যপূর্ণচিত্তে আশার আলোকপাত হইয়াছে! বিশ্বপতি হইলেও শ্রীগৌরসুন্দরের গৌড়ীয়ার প্রতি স্বাভাবিক প্রাণের টান! অভিমানেই বস্তু-সিদ্ধি হয়। ভাবরাজ্যে প্রেমাভিমানের স্থান সর্বোচ্চে। শ্রীগৌরসুন্দর গৌড়দেশে অবতীর্ণ,সুতরাং গৌড়ীয়গণের স্বাভাবিক অভিমান 'প্রভু আমাদের'। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" এই রীতি অনুসারে গৌড়ীয়-গণের প্রতিও নিজত্ববোধ প্রভুর স্বাভাবিক। পিতা-পুত্রের ন্যায় স্বাভাবিক মধুর সম্বন্ধ। প্রভুর নবদ্বীপ-লীলা বর্ণনায় ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"দিবস হইলে সব নগরিয়াগণ।
প্রভু দেখিবার তরে করেন গমন ॥
কেহো বা নূতন দ্রব্য, কারো হাতে কলা।
কেহো ঘৃত, কেহো দধি, কেহো দিব্য মালা ॥
লইয়া চলেন সবে প্রভু দেখিবারে।
প্রভু দেখি সর্ব্ব লোক দণ্ডবৎ করে ॥"
প্রভু বলে—"কৃষ্ণ-ভক্তি হউক সবার।
কৃষ্ণ-নাম-গুণ বহি না বলিহ আর ॥"
আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
"কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র শুনহ হরিষে ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"
প্রভু বলে "কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥
ইহা হৈতে সর্ব্ব-সিদ্ধি হইব সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল—ইথে বিধি নাহি আর ॥" (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩শ অধ্যায়)

নীলাচললীলায় গৌড়ীয়গণের প্রতি নিজত্ববোধে প্রভুর স্নেহকৃপা শ্রীপাদের সাক্ষাৎ অনুভূত। প্রতি বৎসর গৌড় হইতে বৈষ্ণবগণের আগমনে প্রভু আনন্দে ভাসিতেন, সহস্রমুখে প্রত্যেকের গুণকীর্তন করিয়া প্রভু প্রত্যেককে দৃঢ় আলিঙ্গন করিতেন। তাঁহাদের সঙ্গে মহা উন্মাদনাময় সংকীর্তনরসে বিশ্ব-জগৎ প্রেমানন্দে ভাসিয়া যাইত। প্রভুর সঙ্গে কতই আনন্দে গৌড়ীয়গণের জগন্নাথ দর্শন, রথযাত্রা ও চাতুর্মাস্য কাটিয়া যাইত। বিদায়ের প্রাক্কালে বিরহ-বেদনায় অধীর প্রভুর কৃপাবাণীতে পাষাণও দ্রবিত হইত। সব গৌড়ীয়ার প্রতি মধুর বাক্যে বলিতেন—

"প্রতি বৎসর সভে আইস আমারে দেখিতে।
আসিতে যাইতে দুঃখ পাও ভালমতে॥
তোমা-সভার দুঃখ জানি নারি নিষেধিতে।
তোমা সভার সঙ্গ-সুখলোভ বাঢ়ে চিত্তে॥
....
সন্ন্যাসী মানুষ মোর নাহি কোন ধন।
কি দিয়া তো-সভার ঋণ করিব শোধন॥
দেহ মাত্র ধন আমার কৈল সমর্পণ।
তাঁহাই বিকাই যাঁহা বেচিতে তোমার মন॥
প্রভুর বচনে সভার দ্রবীভূত মন।
অঝর-নয়নে সভে করেন রোদন॥" (চৈঃ চঃ অন্ত্য-১২)

মহাকরুণরসের আবির্ভাবে গৌড়িয়ার যাত্রা স্থগিত হইয়া যাইত, সকলের অশ্রুধারায় পিচ্ছিল হইত যাত্রা-পথ। এই ভাবে কাটিয়া যাইত পাঁচ সাত দিন। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন করিতেন—'একেই তো তোমার গুণে জগৎ বিকায়, তদুপরি এমন কৃপাবাক্য রজ্জুতে বন্ধন কর যে, তোমায় ছাড়িয়া কি কেহ অন্যত্র যাইতে সক্ষম হয়?' অতঃপর মহাপ্রভু ধৈর্য ধরিয়া সকলকে প্রবোধ দিয়া বিদায় দিতেন। কাঁদিতে কাঁদিতে ভক্তগণ চলিয়া গেলে প্রভু তাঁহাদের বিরহে অধীর হইয়া পড়িতেন।

"অদ্বৈত অবধূত কিছু কহে প্রভুর পায়।
সহজে তোমার গুণে জগত বিকায়॥
আর তাতে বান্ধ ঐছে কৃপা-বাক্য-ডোরে।
তোমা' ছাড়ি কেবা কোথা যাইবারে পারে?
তবে মহাপ্রভু সভাকারে প্রবোধিয়া।
সভারে বিদায় দিল সুস্থির হইয়া॥

পুরঃ পশ্যন্ নীলাচলপতিমুরুপ্রেম-নিবহৈঃ
ক্ষরন্নেত্রাম্ভোভিঃ স্নপিত-নিজদীর্ঘোজ্জ্বল-তনুঃ।
সদা তিষ্ঠন্ দেশে প্রণয়ি গরুড়স্তম্ভচরমে
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। যিনি সদা (জগন্নাথ দর্শনকালে) প্রণয়ী গরুড়স্তম্ভের পশ্চাৎভাগে অবস্থান করত সম্মুখে বিরাজিত নীলাচলপতি শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া মহাপ্রেমাবেশে বিগলিত নয়নাশ্রুধারায় স্বীয় দীর্ঘ-স্বর্ণোজ্জ্বল শ্রীবিগ্রহকে স্নপিত করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনরায় আমার নয়নপথ-গোচর হইবেন ? ৬ ॥

টীকা। অন্যাবস্থমপি তং স্মরন্নাহ। পুর ইত্যাদি দ্বাভ্যাং যঃ প্রণয়ি গরুড়স্তম্ভ চরমে দেশে সদা সর্ব্বকালং তিষ্ঠন্ সন্ উরুপ্রেমনিবহৈর্নীলাচলপতিং পুরোঽগ্রতঃ পশ্যন্ সন্ ক্ষরন্নেত্রাম্ভোভিঃ স্নপিত নিজদীর্ঘোজ্জ্বলতনুর্বভূব সেত্যন্বয়ঃ। তত্র নীলশ্চাসৌ অচলঃ পর্ব্বতশ্চেতি তস্য পতিং শ্রীজগন্নাথম্। উরু প্রেমেতি মহাপ্রেমসমূহৈঃ ক্ষরন্তি যানি নেত্রাম্ভাংসি নেত্রজলানি তৈঃ স্নাপিতা নিজস্য দীর্ঘা উজ্জ্বলা তনুর্যস্য প্রণয়ী চাসৌ গরুড়শ্চেতি তদ্বিশিষ্টস্য চরমে পশ্চাদ্দেশে ॥ ৬ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। গৌর-বিরহী শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে প্রেমাবেশে প্রভুর জগন্নাথ দর্শনের স্মৃতি জাগরিত হইয়াছে। হৃদয়সিন্ধু আলোড়িত। বিরহরসে স্মৃতির পীড়া সাক্ষাৎ বিরহ

....

চলিলা সব ভক্তগণ রোদন করিয়া।
মহাপ্রভু রহিলা ঘরে বিষণ্ণ হইয়া ॥" (ঐ)

এই সব প্রত্যক্ষানুভূত লীলার স্মৃতি বুকে লইয়া কুণ্ডতটে পড়িয়া শ্রীপাদ রোদন করিতেছেন। নয়নজলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে। 'কোথায় হে গৌড়ীয়ার প্রাণনাথ! একটিবার দেখা দাও! নীলাচলে গৌড়ীয়া আসিলে আর কেই বা সেইরূপ ব্যগ্র হইবে ? কোটি পিতৃস্নেহে কে তাহাদের বুকে টানিয়া লইবে ? কেই বা তাহাদের নামামৃত উপদেশ দিবে ?' প্রভুর কৃপার স্মৃতিতে শ্রীপাদ বিরহ-জ্বালায় অধীর। 'চৈতন্য বিরহ-দুঃখ সহনে না যায়।' শ্রীপাদ অসহনীয় বিরহ-বেদনায় অধীর হইয়া একবার শ্রীগৌরচরণ দর্শনের কামনা করিতেছেন—

"যেই প্রভু গৌড়ীয়ারে, স্নেহে আত্মসাৎ করে,
শিক্ষা দিয়া শ্রীনাম-সাধন।
পিতা সম নিরবধি, গণনা কীর্ত্তন বিধি,
দেখিব কি শচীর নন্দন ?" ৫ ॥

অপেক্ষাও তীব্রতর। মাথুর-বিরহ-কাতরা শ্রীরাধার বিপ্রলম্ভরস গম্ভীরা-লীলায় প্রভুর মুখ্য আস্বাদ্য। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"উদ্ধব-দর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ।
ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর সে উন্মাদ বিলাপ ॥
রাধিকার ভাবে সদা প্রভুর অভিমান।
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধা জ্ঞান ॥" (চৈঃ চঃ অন্ত্য-১৪ পরিঃ)

শ্রীরাধার বিপ্রলম্ভরসই গম্ভীরা-লীলায় প্রভুর স্থায়িভাব। এই ভাব লইয়াই নিত্য জগন্নাথ দর্শন এবং দর্শনে ভাবসিন্ধু উদ্বেলিত।

"যে কালে দেখে জগন্নাথ, শ্রীরাম সুভদ্রা সাথ,
তবে জানে—আইলাম কুরুক্ষেত্র।
সফল হৈল জীবন, দেখিলুঁ পদ্মলোচন,
জুড়াইল তনু-মন নেত্র ॥
গরুড়ের সন্নিধানে, রহি করে দরশনে,
সে আনন্দের কি কহিব বলে।
গরুড়-স্তম্ভের তলে, আছে এক নিম্ন খালে,
সে খাল ভরিল অশ্রুজলে ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২য় পরিঃ)

জগন্নাথ দর্শনে বিরহিণী শ্রীরাধার ভাবে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন পাইয়াছেন ভাবনায় প্রভুর আনন্দসিন্ধু উচ্ছলিত হইয়া উঠিত। প্রবল আনন্দাশ্রুধারা সেই প্রকাণ্ড স্বর্ণোজ্জ্বল দেহকে স্নপিত করিয়া গরুড়স্তম্ভের নিম্নে একটি গভীর খালকে পূর্ণ করিয়া দিত। এত অশ্রু কেন? ভাবসিন্ধুর বুকে কত ভাবের তরঙ্গ! দর্শনমাত্রেই আনন্দে অধীর হইয়া পড়িতেন। পরক্ষণেই আবার বিষাদের কালো মেঘ হৃদয়াকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। নয়নদ্বারে বিষাদাশ্রুর কি বিপুল বর্ষণ! কুরুক্ষেত্রে দেখা। কাঙালিনীর মত দেখিতেন। যাঁহার ধন, তিনি আস্বাদন করিতে পারিতেন না। কি ব্যথা! কাঁদিতে কাঁদিতে আপন মনে কত কথা বলিতেন—

"বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন, যমুনা-পুলিন-বন;
সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা।
সেই ব্রজে ব্রজজন, পিতা মাতা বন্ধুগণ,
বড় চিত্র কেমনে পাসারিলা?

....

তোমার যে অন্যবেশ, অন্যসঙ্গ অন্যদেশ,
ব্রজজনে কভু নাহি ভায়।
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে,
ব্রজজনের কি হবে উপায় ?" (চৈঃ চঃ)

কখনো বা স্বপ্নে রাসলীলা দর্শন করিয়া ব্রজে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছেন ভাবিয়া পরমাবেশে জগন্নাথ দর্শনে যাইতেন এবং জগন্নাথকে সাক্ষাৎ মুরলীবদন ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপেই দেখিতে পাইতেন। বলভদ্র সুভদ্রাকে দেখিতে পাইতেন না। দীর্ঘ বিরহের অবশান হইত। সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ। আনন্দাশ্রুতে বুক ভাসিয়া যাইত। অশ্রুধারায় স্নাত হইতে হইতে আপন মনে বলিতেন—

"আজু রজনী হম, ভাগে পোহায়নু,
পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা ॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল—
টুটল সবহুঁ সন্দেহা ॥" (মহাজন)

ইত্যবসরে এক উড়িয়া স্ত্রী ভীড়ে জগন্নাথের দর্শন না পাইয়া গরুড়ের উপর চড়িয়া প্রভুর স্কন্ধে পদ দিয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন। প্রভুর অঙ্গ-সেবক গোবিন্দ স্ত্রীকে নিবারণ করিলে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। উড়িয়া স্ত্রীর জগন্নাথ দর্শনোৎকণ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন প্রভু। কিন্তু তিনি নিজে যেন কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িলেন।

"পূর্বে যবে আসি কৈল জগন্নাথ দরশন।
জগন্নাথে দেখে—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
স্বপ্নের দর্শনাবেশে তদ্রূপ হৈল মন।
যাঁহা-তাঁহা দেখে সর্ব্বত্র মুরলীবদন ॥
এবে যদি স্ত্রী দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।
জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের স্বরূপ দেখিল ॥
'কুরুক্ষেত্রে দেখি কৃষ্ণ' ঐছে হৈল মন।
কাঁহাঁ কুরুক্ষেত্রে আইলাঙ কাহাঁ বৃন্দাবন ॥
প্রাপ্তরত্ন হারাইল—ঐছে ব্যগ্র হৈলা।" (চৈঃ চঃ অন্ত-১৪ পরিঃ)

মুদা দন্তৈর্দষ্ট্বা দ্যুতি-বিজিত-বন্ধূকমধরং
করং কৃত্বা বামং কটি-নিহিতমন্যং পরিলসন্।
সমুত্থাপ্য প্রেম্নাগণিত-পুলকো নৃত্য-কুতুকী
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। যিনি পরমানন্দে বন্ধুক-কুসুম-বিজয়ী অরুণাধর দন্তদ্বারা দংশন করত বাম-হস্ত ক্ষীণকটিতটে বিন্যাস করিয়া দক্ষিণহস্ত ঊর্ধে উত্তোলন ও ভঙ্গীপূর্বক সঞ্চালন করত মধুর নৃত্যবিনোদ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং প্রেমভরে শ্রীঅঙ্গে অজস্রপুলকাবলি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনরায় আমার নয়ন-পথ-গোচর হইবেন ? ৭ ॥

টীকা। যোদ্যুত্যা কান্ত্যা বিজিতং পরাভূতং বন্ধূকং পুষ্পবিশেষো যেন তমধরং দন্তৈর্দষ্ট্বা অথচ বামং করং কটিনিহিতং কটিস্থাপিতং কৃত্বা অন্যং দক্ষিণং করম্ উত্থাপ্য উচ্চীকৃত্য পরিলসন্ ভঙ্গ্যা চালয়ন্ মুদা হর্ষেণ নৃত্যকুতুকী নৃত্য কৌতুকবান্ বভুব স কিম্ভূতঃ প্রেম্না মাথুরবিরহিণ্যাঃ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-মাকলয্যাপ্তানন্দায়াঃ শ্রীরাধায়া ভাবেনাহগণিতোহসংখ্যঃ পুলকো রোমাঞ্চো যস্য ॥ ৭ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীচৈতন্য-বিরহী শ্রীপাদের বেদনাদিত চিত্ত-মনে প্রভুর এক একটি মধুময়ী লীলার স্মৃতি উদিত হইয়া উৎকট বিরহে তাঁহার প্রাণ-সঞ্চার করিতেছে। এই শ্লোকে প্রভুর সংকীর্তনে উন্মাদনাময় নৃত্য-মাধুরীর স্ফুরণ। একেত প্রভুর নৃত্য পরম মোহন, কারণ ব্রজে শ্রীরাধাদি ব্রজসুন্দরীগণসঙ্গে যে রাসনৃত্যমাধুরী আস্বাদন করিয়াছিলেন ; সেই অলৌকিক শৃঙ্গাররস-মধুর নৃত্যের বিচিত্র তাল-মানাদি প্রেমরসমণ্ডিত হইয়া অশ্রু, পুলক, কম্পাদি অদ্ভুত সাত্ত্বিক-ভাব-বিভূষণে ভূষিত শ্রীগৌর-বিগ্রহে স্বয়ংই প্রকাশিত হইত। আবার গৌড়ীয়গণের সংকীর্তনে সেই নৃত্য এক অভিনব রূপ ধারণ করিত। তাঁহাদের সম্মীলনে প্রভুর ভাবের বন্যা উচ্ছলিত হইয়া উঠিত। কতই সমাদরে স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া সকলকে মহাপ্রসাদ সেবন করাইতেন, স্বহস্তে মাল্যচন্দন পরাইতেন। সায়ং-

---

আবার বিষাদের অশ্রুধারা ছুটিত ! এইরূপ মিলন-বিরহের আলোচ্ছায়াময় আনন্দ-বেদনাশ্রুতে জগন্নাথ মন্দিরে প্রভুর সুপ্রকাণ্ড হেমগৌর বিগ্রহকে কতদিন কতবার স্নপিত হইতে দেখিয়াছেন—প্রভুর নীলাচল-লীলার নিত্য সঙ্গী রঘুনাথ। আজ বিরহদশায় সেই রূপমাধুরী আর একবার দর্শনের প্রবল বাসনা মনে জাগিয়াছে।

"গরুড়-স্তম্ভের পাশে, সদা দর্শনের আশে,
নিমেষ বিহীন দু'নয়ন।
শতধারে অশ্রুজল, সিঞ্চে অঙ্গ নিরন্তর,
দেখিব কি সে শচীনন্দন ?" ৬ ॥

কালে সকলের সঙ্গে নৃত্য-কীর্তনানন্দরস আস্বাদনের জন্য নাটুয়া গৌর শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে গমন করিতেন। জগন্নাথের সন্ধ্যারতি দর্শনের পর জগন্নাথের প্রসাদী মাল্য-চন্দনে ভূষিত হইয়া কীর্তন আরম্ভ করিতেন।

"চারিদিকে চারি সম্প্রদায় করে সঙ্কীর্ত্তন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন॥
অষ্ট মৃদঙ্গ বাজে বত্রিশ করতাল।
হরিধ্বনি করে বৈষ্ণব কহে 'ভাল ভাল'॥
কীর্ত্তনের মহা মঙ্গল ধ্বনি যে উঠিল।
চতুর্দ্দশ লোক ভরি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল॥
পুরুষোত্তমবাসী লোক আইল দেখিবারে।
কীর্ত্তন দেখি উড়িয়ালোক হৈল চমৎকারে॥
তবে প্রভু জগন্নাথের মন্দির বেড়িয়া।
প্রদক্ষিণ করি বুলে নর্ত্তন করিয়া॥
আগে পাছে গান করে চারি সম্প্রদায়।
আছাড়ের কালে ধরে নিত্যানন্দরায়॥
অশ্রু পুলক কম্প প্রস্বেদ হুঙ্কার।
প্রেমের বিকার দেখি লোক চমৎকার॥
পিচকারীর ধারা যেন অশ্রু নয়নে।
চারিদিকের লোক সব করয়ে সিনানে॥
....
মহা-নৃত্য মহাপ্রেম মহা-সঙ্কীর্ত্তন।
দেখি প্রেমানন্দে ভাসে নীলাচলের জন॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ১১শ পরিঃ)

শ্রীরথযাত্রার দিনে শ্রীজগন্নাথদেবের অগ্রে প্রভুর নৃত্যমাধুরী এক অতীব বিলক্ষণ ব্যাপার। শ্রীমন্দিরে জগন্নাথ দর্শনে প্রভুর ভাবসিন্ধুতে যে আনন্দ-বেদনার তরঙ্গ উঠিত—পূর্ব শ্লোকের ব্যাখ্যায় আমরা সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করিয়াছি। কিন্তু রথাগ্রে জগন্নাথ দর্শনে প্রভুর চিত্ত-মনে এক অবিচ্ছিন্ন আনন্দ-প্রবাহ বহিয়া যাইত। রথে শ্রীজগন্নাথ নীলাচল হইতে সুন্দরাচলে গমন করেন। দুইদিকে উপবন-শ্রেণী। শ্রীরাধার ভাবে প্রভুর মনে হয়—দ্বারকা হইতে তাঁহার প্রাণনাথকে আজ বৃন্দাবনে লইয়া চলিয়াছেন। দুর্বিসহ বিরহের হয় অবসান। অদ্ভুত আনন্দসিন্ধু হইয়া উঠে উচ্ছলিত। সেই ভাবেই প্রভুর রথাগ্রে অদ্ভুত রসোন্মাদনাময় নৃত্যমাধুরী॥

স্বরূপ প্রভুর মন বুঝিয়া মধুকণ্ঠে গান ধরেন—

"সেই ত পরাণ-নাথ পাইনু ।
যাহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেনু ॥"

প্রভু স্বীয় ভাবানুরূপ সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগরসের এই পদ শ্রবণে শ্রীজগন্নাথের বদনপানে চাহিয়া পরমানন্দে প্রেমরসে উচ্ছ্বসিত চিত্তে বন্ধুককুসুম-বিজয়ী অরুণাধর দন্তে দংশন করিয়া † বামহস্ত কটিতে বিন্যাসপূর্বক অপূর্ব ভঙ্গীতে দক্ষিণ হস্ত উর্ধে সঞ্চালন করত গীতাভিনয়ের সহিত অতি মধুর নৃত্য করেন। সেই নৃত্যমাধুর্য্য দর্শনে অন্যের কথা কি, শ্রীজগন্নাথদেব পর্যন্ত আনন্দ-বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া সেই অপূর্ব নৃত্যরস আস্বাদন করিতে করিতে মৃদু-মন্থর গতিতে সুন্দরাচলের দিকে অগ্রসর হন।

"জগন্নাথে মগ্ন প্রভুর নয়ন-হৃদয়।
শ্রীহস্তযুগে করে গীতের অভিনয় ॥
গৌর যদি আগে না যায়,—শ্যাম হয় স্থিরে।
গৌর আগে চলে,—শ্যাম চলে ধীরে ধীরে ॥
এই মত গৌর শ্যাম করে ঠেলাঠেলি।
সরথ-শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী ॥" (ঐ)

সেই মহাবলী গৌরের প্রেমোন্মাদনাময় সুমোহন নৃত্য দর্শনের বাসনায় শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্ত অধীর !

"অরুণ অধর আভা, হরে বন্ধুজীব শোভা,
দন্তে তাহা করিয়া দংশন।
কটিতে বাম মনোহর, উর্দ্ধেতে দক্ষিণ কর,
ভঙ্গি করি করয়ে চালন ॥
সংকীর্ত্তন রসামোদী, বিরহ ভাব বিনোদী,
সর্ব্ব অঙ্গে প্রেম-শিহরণ।
সর্ব্বজন-সুখদাতা, প্রেমভক্তি রস-ধাতা,
দেখিব কি শচীর নন্দন ?" ৭ ॥

† অরুণাধর দংশনের অভিপ্রায় এই যে,—"তুমি পলাইয়া যাইতে বড়ই সুনিপুণ, কিন্তু আজ তোমায় ধরিয়াছি—আর তো ছাড়িয়া দিব না" এই ভাব।

সরিত্তীরারামে বিরহ-বিধুরো গোকুলবিধো-
র্নদীমন্যাং কুর্ব্বন্নয়ন-জলধারা-বিততিভিঃ।
মুহুর্মূর্চ্ছাং গচ্ছন্ মৃতকমিববিশ্বং বিরচয়ন্,
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। যিনি নদীতীরস্থ উদ্যানে গোকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ব্যাকুল হইয়া প্রবল অশ্রু-ধারায় অপর একটি নদীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া নিকটস্থ স্বজনগণকে প্রাণহীনের ন্যায় অচেতন দশা প্রাপ্ত করাইয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনরায় আমার নয়নপথ-গোচর হইবেন ? ৮ ॥

টীকা। পুনরাগতসংজ্ঞায়াস্তস্যা ভাবেন কৃষ্ণবিরহোত্তপ্তস্য শ্রীচৈতন্যস্য দর্শনমাশাস্তে সরিদি-ত্যাদি। যঃ সরিত্তীরারামে নদীতীরস্থোপবনে গোকুলবিধোর্গোকুলচন্দ্রস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বিরহবিধুরোব্যাকুলঃ সন্ নয়নজলধারা বিততিভির্বিস্তারৈরন্যাং নদীং কুর্ব্বন্ করোতি উদাত্তালঙ্কারঃ এবং মুহর্বারং বারং মূর্চ্ছাং গচ্ছন্ প্রাপ্নুবন্ বিশ্বং তত্রস্থং সকললোকং মৃতকমিব বিরচয়ন্ অর্থাদচেতনং কুর্ব্বন্ স তথা চামরঃ। সমং সর্ব্বং বিশ্বমশেষং কৃৎস্নং সমস্ত নিখিলানি। নিঃশেষং সমগ্রং সকলং পূর্ণমখণ্ডং স্যাদনূনকে ॥ ৮ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। বিরহ-তাপিত শ্রীপাদের চিত্তে তাঁহার পরমাভীষ্ট শ্রীগৌর-সুন্দরের অপর একটি আবেশময়ী লীলার স্ফুরণ হইয়াছে। বিরহ-বিধুরা শ্রীরাধার বিপ্রলম্ভ ভাবসিন্ধুতে, উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত শ্রীগৌরসুন্দরের অলৌকিক নীলাচল-লীলার সাক্ষাৎ দ্রষ্টা শ্রীপাদ রঘুনাথ। প্রভুর নীলাচল লীলাই বিপ্রলম্ভরসের আস্বাদন-ভূমি। সুতরাং এই শ্লোকেও নীলাচল লীলাই বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্লোকের প্রারম্ভেই "সরিত্তীরারামে" অর্থাৎ নদীতীরস্থ উপবনে এইরূপ বর্ণনা আছে। সম্ভবতঃ নীলাচলে কোন নদীতীরস্থ উপবন দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বৃন্দাবনস্মৃতি উদিত হইয়াছিল এবং তিনি মাথুর-বিরহিণী শ্রীরাধার ভাবে ব্যাকুলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা কোন্ নদীতীরস্থ কোন্ উদ্যান তাহা অনুমান করা কঠিন। কারণ নীলাচলে বা সিন্ধুতটের কাছাকাছি সেইরূপ কোন নদীর স্থিতি জানা যায় না। সুতরাং এইরূপও হইতে পারে যে, জ্যোৎস্নালোকে উজলিত সিন্ধু দর্শনে প্রভুর যমুনার ভ্রান্তি এবং সিন্ধুতীরস্থ উপবনকে বৃন্দাবন ভ্রান্তি ইহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও বর্ণিত রহিয়াছে। বিরহী শ্রীপাদ রঘুনাথেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশাল বিরহের ছায়াভাস দৃষ্ট হয়। সুতরাং প্রভুর আবেশময় ভাবে তন্ময় হইয়াই শ্রীপাদ সিন্ধুতীরস্থ উপবনের লীলাকেই নদীতীরস্থ উদ্যানের লীলা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ প্রভুর উদ্যানবিহারে বিপুল ভাবোন্মাদনার ইঙ্গিত দিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

"শরৎকালের রাত্রি শরচ্চন্দ্রিকা-উজ্জ্বল।
প্রভু নিজগণ লঞা বেড়ান রাত্রি সকল ॥

উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমে কৌতুক দেখিতে।
রাসলীলার গীত-শ্লোক পড়িতে শুনিতে ॥
কভু প্রেমাবেশে করেন গান নর্ত্তন।
কভু ভাবাবেশে রাসলীলানুকরণ ॥
কভু ভাবোন্মাদে প্রভু ইতি উতি ধায়।
ভূমি পড়ি কভু মূর্চ্ছা কভু গড়ি যায় ॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য-১৮শ পরিঃ)

ভাবোন্মাদী প্রভু যখন শ্রীরাধার ভাবে কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুলিত হইয়া রোদন করেন, তখন নয়ন-যুগলে এমই অশ্রুধারা প্রবাহিত হয় যে, মনে হয় গঙ্গা, যমুনার ধারা যেন সিন্ধুতে মিলিত হইতেছে!

"দুই নেত্র ভরি অশ্রু বহয়ে অপার।
সমুদ্রে মিলিল যেন সদা গঙ্গা-যমুনা ধার ॥" (চৈঃ চঃ)

ভাবের চিত্র ভাষায় আঁকিয়া তোলা অসম্ভব। প্রেমের ভাষা কেবলি অশ্রুজল! আনন্দে অশ্রু, বিষাদে অশ্রু, সম্ভোগে অশ্রু, বিরহে অশ্রু !! প্রেমিকের একবিন্দু অশ্রুতে নিহিত থাকে ভাবের বিশাল ইঙ্গিত! প্রভুর এই নদীর মতো অশ্রুতে ভাবের কি ইঙ্গিত নিহিত থাকে, তাহা কে বলিবে? সে যেন ভাবের উত্তাল তরঙ্গময় মহাসাগর! সে সাগর অসীম, অনন্ত, দুষ্পার ও অতলস্পর্শ! মহাপ্রভুর পার্ষদ-বৃন্দ অহঃরহ সেই দুরবগাহী প্রেমের সিন্ধুতে হাবুডুবু খান। প্রভুর বিপ্রলম্ভ প্রেমসিন্ধুর অতি বিষাদময় তরঙ্গাঘাতে ভাসিতে ভাসিতে তাঁহাদের প্রাণহীনের ন্যায় অবস্থার উদয় হয়। শ্রীল রঘুনাথ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি বিপ্রলম্ভরসসিন্ধু সেই গৌরহরিকে আর একবার দেখিতে কামনা করেন।

"নদীকুলে বধূপ্রায়,　　বিরহ-বিধুরা হায়,
আর্ত্তিভরে করয়ে ক্রন্দন।
অশ্রুজল বহি যায়,　　স্বতন্ত্র নদীর প্রায়,
বার বার ভূমিতে লুণ্ঠন ॥
সকল জনার প্রাণ,　　করে মৃতক সমান,
সেই গোরা বিশ্ব-বিমোহন।
রাধাভাবে বিভাবিত,　　সদা রহে ব্যাকুলিত,
দেখিব কি শচীর নন্দন ? ৮ ॥

শচীসূনোরস্যাষ্টকমিদমভীষ্টং বিরচয়ৎ
সদা দৈন্যোদ্রেকাদতিবিশদবুদ্ধিঃ পঠতি যঃ।
প্রকামং চৈতন্যঃ প্রভুরতিকৃপাবেশবিবশঃ
পৃথু-প্রেমাম্ভোধৌ প্রথিত-রসদে মজ্জয়তি তম্ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ। যিনি শুদ্ধচিত্তে ও দৈন্যভরে স্বাভীষ্ট-সম্পাদক শ্রীশ্রীশচীনন্দনের এই অষ্টক পাঠ করিবেন, শ্রীচৈতন্যদেব কৃপাবিবশ হইয়া তাঁহাকে প্রসিদ্ধ ও অতি বিস্তীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমরস-সিন্ধুতে নিমজ্জিত করিবেন ॥ ৯ ॥

টীকা। অস্য শচীসূনোরিদমষ্টকং যো বিশদবুদ্ধিঃ নির্ম্মলবুদ্ধিঃ সন্ প্রকামং যথেষ্টং যথাস্যাত্তথা দৈন্যোদ্রেকাদতিকাতর্য্যাৎ পঠতি কিংভূতম্ অভীষ্টং স্বাভিলষিতং বিরচয়ৎ স্বাভীষ্ট-সম্পাদকমিত্যর্থঃ। তং জনং চৈতন্যপ্রভুঃ কৃপাবিবশঃ তং প্রতি কৃপায়াং ব্যাকুলঃ সন্। পৃথুপ্রেমাম্ভোধৌ পৃথুরতিশয়ঃ প্রেমা এবাম্ভোধিঃ সমুদ্রঃ তস্মিন্ নিমজ্জয়তি মগ্নং ভাবয়ত্যেবান্বয়ঃ। কিম্ভূতে প্রথিত-রসদে প্রথিতে খ্যাতেহর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে রসং তদ্বিষয়কাস্বাদং দদাতীতি তদ্রসদ ইত্যত্র পরম্পরিত রূপকেণ রসস্যামৃতরূপত্বং বোদ্ধব্যম্ ॥ ৯ ॥

॥ ইতি শ্রীচৈতন্যাষ্টক প্রথম বিবৃতি ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। এই শ্লোকে শ্রীপাদ শ্রীচৈতন্যাষ্টকের ফলশ্রুতি বর্ণনা করিতেছেন। ভক্তের স্বাভীষ্ট-সম্পাদক এই শ্রীচৈতন্যাষ্টক শুদ্ধচিত্তে অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বাসনাশূন্য হৃদয়ে কেবল প্রেম-সেবাকাঙ্ক্ষা বুকে লইয়াই শ্রবণ-কীর্তন করিতে হইবে। কারণ কৃষ্ণেতর বাসনাই জীবস্বরূপের কপটতা এবং প্রেম-সাধনার অত্যন্ত প্রতিকূল।

"ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি বাঞ্ছা মনে যদি রয়।
সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥" (চৈঃ চঃ)

আবার অভিমান শূন্য চিত্তে দৈন্যভরেই এই স্তবের শ্রবণ-কীর্তনাদি বিধেয়। দৈন্যই ভক্তি-সাধনার প্রাণবস্তু। দৈন্যহীন ভজন প্রাণহীন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে নাম-সাধনায় অতি শীঘ্র প্রেম প্রাপ্তির নিমিত্ত দৈন্যের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন—

"যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজায়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ-রামরায় ॥
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥" (চৈঃ চঃ)

সুতরাং যাঁহারা শুদ্ধচিত্তে ও দৈন্যভরে স্বাভীষ্ট-সম্পাদক এই অষ্টক পাঠ করিবেন, শ্রীচৈতন্য-দেব কৃপাবিবশ হইয়া তাঁহাদের প্রসিদ্ধ ও অতি বিস্তীর্ণ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরসসিন্ধুতে নিমজ্জিত করিবেন।

শ্রীচৈতন্যদেব অপার কারুণ্যঘন মূরতি। এমন দয়া আর কোন অবতারে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। করুণার সার্থকতা শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দানে। মহাপ্রভুর ন্যায় এমন পাত্রাপাত্র দেয়াদেয় বিচার বিমর্শশূন্য হইয়া শ্রবণ, কীর্তনাদি সাধনদ্বারাও যাহা অতি দুর্লভ সেই প্রেম আর কেহই কুত্রাপি প্রদান করেন নাই। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতিপাদ লিখিয়াছেন—

"পাত্রাপাত্রবিচারণাং ন কুরুতে ন স্বং পরং বীক্ষ্যতে
দেয়াদেয়-বিমর্শকো নহি ন বা কালপ্রতীক্ষঃ প্রভুঃ।
সদ্যো যঃ শ্রবণেক্ষণ প্রণমন-ধ্যানাদিনা দুর্ল্লভং
দত্তে ভক্তিরসং স এব ভগবান্ গৌরঃ পরং মে গতিঃ ॥" (চৈতন্য-চন্দ্রামৃতম্-৭৭)

শুদ্ধচিত্তে ও অভিমান শূন্য হৃদয়ে এই স্তোত্রের পাঠকারীকে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমরসসিন্ধুতে নিমজ্জিত করিবেন। সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুও অতি প্রসিদ্ধ ও বিস্তীর্ণ। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে প্রেমদান করিবেন তাহা ব্রজপ্রেম, সর্বোপরি রাধাদাস্য ভাবময় মঞ্জরীগণের প্রেম। প্রেমরাজ্যে জাতিতে এবং পরিমাণে সর্বোর্ধে ইহার প্রসিদ্ধি। ইহা অতি বিস্তীর্ণও, কেননা "শুদ্ধ প্রেম-সুখসিন্ধু, পাই তার এক বিন্দু, সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।" (চৈঃ চঃ) শ্রীপাদ রঘুনাথের স্তোত্রপাঠকারীর প্রতি আশীর্বাদ—

"শুদ্ধচিত্তে যেই জন, করয়ে অষ্টক পঠন,
দৈন্য যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন।
কৃপা করি গৌরহরি, রাধাদাস্য দান করি,
কৃষ্ণপ্রেমে করে নিমজ্জন ॥" ৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥ ১ ॥

[২]

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-স্তবকল্পতরুঃ

॥ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গায় নমঃ ॥

গতিং দৃষ্ট্বা যস্য প্রমদ-গজবর্য্যেঽখিল-জনা
মুখঞ্চ শ্রীচান্দ্রোপরি দধতি থুৎকারনিবহম্ ।
স্বকান্ত্যা যঃ স্বর্ণাচলমধরয়চ্ছীধু চ বচ-
স্তরঙ্গৈর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ১ ॥

অনুবাদ। নিখিলজন যাঁহার গতিভঙ্গী এবং শ্রীমুখমাধুরী সন্দর্শন করিয়া মদমত্ত গজরাজের গমনভঙ্গী ও চন্দ্রের শোভায় থুৎকার করিয়া থাকেন, যিনি স্বীয় নিরুপম স্বর্ণকান্তিদ্বারা এবং বচনামৃত-মাধুরীতে স্বর্ণাচলের শোভা এবং অমৃতের মাধুর্যকে তিরস্কৃত করেন—সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমায় আনন্দোন্মত্ত করিয়া তুলিতেছেন ॥ ১ ॥

টীকা। অথ পরমোৎকণ্ঠয়া তদ্দর্শনাকাঙ্ক্ষিণঃ স্বস্য হৃদয়ে হঠাদাবির্ভবন্তমনুভূয় গতিমিত্যাদ্যেকাদশপদ্যেন স্বানন্দং প্রকাশয়তি। অখিল জনা যস্য গতিং গমনং দৃষ্ট্বা অনুভূয় সৎ গজবর্য্যে মত্তহস্তিশ্রেষ্ঠে এবং মুখঞ্চ দৃষ্ট্বা শ্রীযুক্তশ্চন্দ্রস্তত্রপূর্ণচন্দ্র ইত্যর্থঃ থুৎকারনিবহং রসনৌষ্ঠাধরদ্বারা মুখ-ন্নির্গময্য ফেণবজ্জলরাশিং দধতি কুর্ব্বন্তি পুঞ্চন্তি ইতি বা কাকাক্ষিগোলক ন্যায়েন মুখঞ্চেত্যত্র স্থিতা-কারস্য শ্রীচন্দ্রোপরীত্যত্র্যাপি সম্বন্ধঃ অপিচ যঃ স্বকান্ত্যা আত্মচ্ছটয়া স্বর্ণাচলং সুমেরুপর্ব্বতম্ অধরয়ৎ স্ত্রীগর্ভাশয়মিবাকরোৎ স্বমাধুর্যেণ ভাবয়িত্বা যস্মাদ্যস্মাদুৎপন্নঞ্চ তত্র তত্রস্থমিবাকরোদিত্যর্থঃ। ধরা বিশ্বম্ভরায়াঞ্চ স্ত্রীগর্ভাশয়মেদসোরিতি মেদিনী। অধরয়দিতি ধরাশব্দান্নামণিঙন্তাল্লঙ্ নত্বধরশব্দপ্রয়োগস্তত্ত্বে আধরয়দিতি স্যাৎ অধরয়েদিতি ক্বচিদ্দৃশ্যতে তল্লিপিকরভ্রমঃ লিঙর্থাপ্রতীতেঃ। শীধু অমৃতং বচস্তরঙ্গৈ-র্বচসঃ প্রবাহৈঃ। স গৌরাঙ্গঃ মম হৃদয়ে উদয়ন্নাবির্ভবন্ মাং মদয়তি হর্ষয়তি চক্ষুষোরগোচরত্বাৎ গ্লপয়তীতি বেতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ। অত্র ব্যতিরেকালঙ্কারোব্যঙ্গ্যঃ ॥ ১ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীচৈতন্যাষ্টকে বিরহী রঘুনাথ তাঁহার পরমাভীষ্ট শ্রীমন্মহা-প্রভুর দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় বিপুল আর্তি ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের অপার স্নেহ-করুণা-রসাভিষিক্ত শ্রীপাদ রঘুনাথ। মহাপ্রভুর কৃপায় বিরহী রঘুর চিত্তে সহসা প্রভুর গুণ-লীলা-মাধুরীর অপূর্ব স্ফুরণ জাগিয়া তাঁহাকে আনন্দ-বিহ্বল করিয়া তুলিল! এই শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তবকল্পতরুতে তাহাই প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর যেন মদমত্ত করিরাজের ন্যায় সুঠাম গতিভঙ্গীতে শ্রীপাদের চিত্তে আসিয়া সমুদিত হইলেন। মুখচন্দ্রের অপূর্ব শোভায় হৃদয়গুহা সমালোকিত হইয়া উঠিল। সচ্চিদানন্দ ভগবৎস্বরূপ—বিশ্বের পাঞ্চভৌতিক দেহের মত নয়। প্রাকৃত রূপ দেখিতে দেখিতে বিতৃষ্ণা আসে, কিন্তু এ রূপে নিত্য নবীন আকাঙ্খা জাগায়। তখন মনে হয়— "জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।" আনন্দঘন শ্রীকৃষ্ণরূপ ভুবনস্থ অখিল প্রাণীর এমনকি নিজেরও বিস্ময়োৎপাদক। সর্বসৌন্দর্যের সার, ভূষণেরও বিভূষণ। "বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধে, পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্" (ভাগবত) সেই নিরুপম আপন ভোলানো শ্যামরূপের প্রতি অঙ্গের সঙ্গে আবার মিশিয়া গিয়াছে—মহাভাবের পুত্তলিকা ভানুদুলালীর প্রতিটি অঙ্গ। "রাই কানু দু'টি তনু যেন দুধে জলে মিলায়ে গেল।" স্বর্ণপ্রতিমার উজ্জ্বল গৌরকান্ত্যে শ্যামলের সর্বাঙ্গ ঢাকা। মহাভাবদ্বারা নিবিড়রূপে সমালিঙ্গিত শৃঙ্গাররসরাজ মূরতি। রাই কানু একাকৃতি !! শ্রীল গোবিন্দদাস গৌরাঙ্গের সুঠাম গতিভঙ্গী এবং প্রেমময় বদনশোভার বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

"লাখ বাণ কনক, কষিল কলেবর,
মোহন সুমেরু জিনিয়া সুঠান।
গদ গদ নীর, থির নাহি পাওই,
ভুবন-মোহন কিয়ে নয়ান-সন্ধান ।।
দেখ রে মাই সুন্দর শচীনন্দনা।
আজানুলম্বিত ভুজ বাহু সুবলনা ।। ধ্রু ।।
ময়মত্ত হাতী ভাতি গতি চলনা।
কিয়ে রে মালতীর মালা গোরা-অঙ্গে দোলনা ।।
শরদ-ইন্দু জিনি সুন্দর বয়না।
প্রেম আনন্দে পরিপূরিত নয়না ।।
পদ দুই চারি চলত ডগমগিয়া।
থির নাহি বান্ধে পড়ত পহুঁ ঢলিয়া ।।"

মহাজনের এই সব পদের কোন ব্যাখ্যা হয় না। প্রাণ থাকিলে কিছু অনুভব হয়। কিরূপ ভাব ও ভাষার তুলিকা দিয়া সেই প্রেমানন্দরসঘন মূরতির ছবি আঁকিতে হয়, তাহা তাঁহারাই ভালো জানেন। সাক্ষাৎ সেই গৌরাঙ্গরূপ দেখা দূরে থাক, এই সব বর্ণনা পড়িলে ও শুনিলেও যে সেই রূপের নিকট প্রাকৃত জগতের রূপে সকলেরই থুৎকার জাগিবে—ইহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীপাদ রঘুনাথ তাঁহার চিত্তে স্ফুরিত শ্রীগৌরসুন্দরের অঙ্গকান্তি ও বচনমাধুর্যে বিমোহিত হইয়া বলিলেন—'যিনি স্বীয় নিরুপম অঙ্গকান্তি ও বচনামৃত-মাধুরীতে যথাক্রমে স্বর্ণাচলের শোভা ও

অমৃতের মাধুর্যকে পরাভূত করিতেছেন। প্রাপঞ্চিক রূপের সঙ্গে সেই অপ্রপঞ্চরসমাধুরীর কোন তুলনাই হয় না। প্রাকৃত তেজস্তন্মাত্রের বিকার আলোক-কিরণে চক্ষু ঝলসায়, আর সে রূপে চক্ষু জুড়ায়। কিন্তু প্রাকৃত বিশ্বের কোন অবলম্বন ব্যতীত সেই অপ্রাকৃত রূপের ধারণাই বা কিরূপে সম্ভব? যদি প্রাকৃত বিশ্বের অমৃতাদি কোন বস্তুর অবলম্বনে গৌরের অপ্রাপঞ্চিক প্রেমস্বরূপের কিছু আভাস পাইতে হয়, তবে শ্রীলোচন-দাস যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই অনুসরণীয়।

"অমিয়া মাথিয়া কেবা, লবনি তুলিল গো,
তাহাতে গড়িল গোরা-দেহ।
জগত ছানিয়া কেবা, রস নিঙ্গাড়িল গো,
এক কৈল সুধই সুলেহ ॥
অখণ্ড পিযূষ-ধারা, কেবা আউটিল গো,
সোনার বরণে হৈল চিনি।
সে চিনি মারিয়া কেবা, ফেণি তুলিল গো,
হেন বাসি গোরা-অঙ্গখানি ॥
অনুরাগের দধি, প্রেমার সাচনা দিয়া,
কে না পাতিয়াছে আঁখি দুটি।
তাহাতে অধিক মহু, লহু লহু কথাখানি,
হাসিয়া কহয়ে গুটি গুটি ॥
বিজুরী-বাটিয়া কেবা, গা'খানি মাজিল গো,
চাঁদে মাজিল মুখখানি।
লাবণ্য বাটিয়া কেবা, চিত্র নিরমাণ কৈল,
অপরূপ রূপের বলনি ॥"

মহাজনের এইসব বর্ণনা পড়িলে বা শুনিলে কাহারো গৌরের অঙ্গকান্তি, বচনমাধুরী ইত্যাদিকে নিজের লেখনি দিয়া বর্ণনার সাহস জাগিবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। শ্রীপাদ রঘুনাথ সেই রূপের সাক্ষাৎ অনুভব প্রাপ্ত হইতেছেন। অপূর্ব-আনন্দরসে চিত্ত তাঁহার উন্মাদিত। এইরূপেই এই স্তবে আস্বাদনের পরম্পরা চলিয়াছে।

"সকল জনের মন, করিবারে আকর্ষণ,
বিধাতা কি পাতিয়াছে ফাঁদ।
একবার যেই হেরে, সে আঁখি ফিরাতে নারে,
মন-উন্মাদন গোরাচাঁদ ॥

অলঙ্কৃত্যাত্মানং নব-বিবিধ-রত্নৈরিব বল-
দ্বিবর্ণত্ব-স্তম্ভাস্ফুট-বচন-কম্পাশ্রু পুলকৈঃ।
হসন্ স্বিদ্যন্নৃত্যন্ শিতিগিরি-পতের্নির্ভরমুদে
পুরঃ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ২ ॥
রসোল্লাসৈস্তির্য্যগ্ গতিভিরভিতো বারিভিরলং
দৃশোঃ সিঞ্চঁল্লোকানরুণ-জলযন্ত্রত্বমিতয়োঃ।
মুদা দন্তৈর্দষ্ট্বা মধুরমধরং কম্প-চলিতৈ-
র্নটন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। যেন কোন নটরাজ নৃত্যকালে নব নব বিবিধ রত্নদ্বারা নিজেকে ভূষিত করিয়া নৃত্য করিয়া থাকে, তদ্রূপ যিনি বৈবর্ণ্য, স্তম্ভ, স্বেদ, স্বরভঙ্গ, কম্প, অশ্রু, পুলকাদি সাত্ত্বিকালঙ্কারে ভূষিত হইয়া পরমানন্দভরে হাস্য করিতে করিতে শ্রীজগন্নাথদেবের অগ্রে মনোহর নৃত্য করিয়াছিলেন—সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমায় আনন্দে উন্মত্ত করিতেছেন।

যিনি রসোল্লাসবশতঃ অরুণবর্ণ-নয়নযুগল হইতে নিঃসৃত জলযন্ত্র-ধারার ন্যায় অশ্রুজলে সকলকে সিঞ্চন করত পরমানন্দে কম্পিত দন্তপংক্তিদ্বারা মধুর অধর দংশন করিয়া শ্রীচরণযুগল তীর্য্যক্ গতিতে ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতে করিতে মধুর নৃত্য করিয়াছিলেন—সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমায় উন্মত্ত করিতেছেন ॥ ২-৩ ॥

টীকা। মাথুরবিরহিণ্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবাপ্ত শাতায়া ভাবেন ভাবিতান্তঃকরণ শ্রীগৌরাঙ্গাবির্ভাবানন্দং শ্লাঘয়তি অলঙ্কৃত্যেত্যাদি ॥

হেরিয়ে গৌরাঙ্গ-গতি, থুৎকৃত গজেন্দ্র-গতি,
গজ সে সামান্য মদে মাতা।
গৌরাঙ্গ-বদন হেরে, সকলঙ্ক-চন্দ্রোপরে,
ঘৃণা করে সকল জনতা ॥
গৌর-কান্তি ঝলমল, তার আগে স্বর্ণাচল,
অচল সে তারে কি গণিব।
গৌরাঙ্গ-মধুরবাণী, অমৃত-তরঙ্গ জিনি,
পিলে মন করে 'পিব পিব'।
আরে মোর সোনার গৌরাঙ্গ প্রভু।
হৃদয়ে উদিত হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥" ১ ॥

যথা কোঽপি নূতনবিবিধ-রত্নৈরাত্মানমলংকৃত্য নৃত্যতি তথা যোবলদতিশয় বিবর্ণত্ব স্তম্ভাস্ফুট-বচন কম্পাশ্রু-পুলকৈঃ পরস্পরিত রূপকেণালঙ্কাররূপৈরাত্মানমলংকৃত্য ভূষয়িত্বা শিতিগিরিপতেঃ নীলাচল-পতেঃ শ্রীজগন্নাথস্য পুরোঽগ্রে নির্ভর মুদেঽতিশয়হর্ষায় হসন্ সন্স্বিদ্যন্ ঘর্ম্মলিপ্তঃ সন্ নৃত্যন্ বভূব স ইতি। অস্ফুটবচনেত্যনেন স্বরভঙ্গঃ স্বিদ্যদিত্যনেন স্বেদঃ অন্যে স্পষ্টাঃ। শিতির্ভূর্জ্জেন শিতাশিতয়োস্ত্রিষ্বিবতি মেদিনী।

যো রসোল্লাসৈঃ সমৃদ্ধিমদাখ্য সম্ভোগরসানুভবানন্দৈস্তির্য্যগ্-গতিভিরিতস্ততশ্চরণসঞ্চারৈস্তথা মথুরায়া আগত্যানুনয়ন্তং শ্রীকৃষ্ণং মত্বা হে রসিক শিরোমণে মৎপ্রাণনাথ মামনাথামিব কৃত্বা কুতো গত আসীরীদৃঙ্ নিষ্ঠুরস্ত্বং দীনাং মাং স্বপ্নেঽপি নাস্মর ইতি কৃত্বা রুদত্যা রাধায়া ভাবাপন্নঃ সন্ দৃশো-র্বারিভি-র্জলৈ-র্লোকান্ ভুবনানি স্বিঞ্চন্ নয়নয়োঃ কিম্ভূতয়োঃ অরুণ-জলযন্ত্রত্বমিতয়োঃ অরুণঞ্চ তৎ জল-যন্ত্রঞ্চেতি তদ্রক্তবর্ণ-জলযন্ত্রং দৃতিত্ব তত্ত্বমাপ্তয়োঃ মৎপ্রাণপ্রেয়সীং ত্বাং হিত্বান্যত্র কুত্রাপি পুনর্ন যাস্যামীতি বদন্তং শ্রীকৃষ্ণং মত্বা মুদা হর্ষেণ কম্পচলিতৈর্দন্তৈর্মধুরমধরং দষ্ট্বা নটন্ নৃত্যন্ বভূব স ইত্যন্বয়ঃ ॥২-৩॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ দুইটি শ্লোকে অদ্ভুত সাত্ত্বিক বিকারাক্রান্ত শ্রীগৌরহরির শ্রীজগন্নাথের রথাগ্রে নর্তন-লীলার স্ফুরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কোন শ্রেষ্ঠ নর্তক যেন বিবিধ বেশ-ভূষায় ও মণিরত্নাদির অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া মোহন-নৃত্যে দর্শকের চিত্তমনকে বিমুগ্ধ করে, তদ্রূপ রথাগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভু অষ্টসাত্ত্বিক ভাবভূষণে বিভূষিত হইয়া প্রেমোন্মাদনাময় অদ্ভুত নৃত্যে লক্ষ লক্ষ দর্শক সহ শ্রীজগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রার নয়ন মন বিমুগ্ধ করিয়া থাকেন। সাত্ত্বিক ভাবই প্রেমিকের যথার্থ ভূষণ, আত্মার শোভা বর্ধন করিয়া থাকে।

"কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্বা ব্যবধানতঃ।
ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥
সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে যে ভাবাস্তে তু সাত্ত্বিকাঃ।" (ভঃ রঃ রিঃ ২।৩।১-২)

"শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি দাস্যাদি মুখ্যরতিদ্বারা সাক্ষাৎভাবে অথবা হাস্যাদি গৌণরতিদ্বারা কিঞ্চিদ্ব্যব-ধ্যানে আক্রান্ত চিত্তকে পণ্ডিতগণ 'সত্ত্ব' বলিয়া থাকেন। এই সত্ত্ব হইতে সমুৎপন্ন ভাবসমূহকে সাত্ত্বিক-ভাব বলা হয়।" ইহারা অষ্টবিধ—

"তে স্তম্ভ-স্বেদ-রোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ ॥" (ঐ-২।৩।১৬)

স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয় এই অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব। একই সময়ে পাঁচ, ছয়টি বা সকল সাত্ত্বিকভাবগুলি উদিত হইয়া যদি পরমোৎকর্ষ প্রাপ্তি করে, তখন তাহা উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক আখ্যা প্রাপ্ত হয়। উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবগুলিই মহাভাবে সুদ্দীপ্ত হয়, ইহাতে যাবতীয় সত্ত্বিক ভাবই চরমকোটির প্রকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যথা—

"একদা ব্যক্তিমাপন্নাঃ পঞ্চষাঃ সর্ব্ব এব বা।
আরূঢ়া পরমোৎকর্ষমুদ্দীপ্তা ইতি কীর্ত্তিতাঃ ॥
উদ্দীপ্তা এব সুদ্দীপ্তা মহাভাবে ভবন্ত্যমী।
সর্ব্ব এব পরাং কোটিং সাত্ত্বিকা যত্র বিভ্রতি ॥" (ঐ-২।৩।৭৯ ও ৮১)

প্রথমতঃ প্রভু রথাগ্রে নর্তনজন্য গৌড়ীয়গণের সাতটি কীর্তন-সম্প্রদায় বিভাগ করিয়া স্বহস্তে সকলকে মাল্য চন্দন পরাইয়া কীর্তন আরম্ভ করেন।

"জগন্নাথের আগে চারি সম্প্রদায় গায়।
দুই পাশে দুই—পাছে এক সম্প্রদায় ॥
সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দমাদল।
যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হইল পাগল ॥
শ্রীবৈষ্ণব-ঘটা মেঘে হইল বাদল।
সঙ্কীর্ত্তনামৃতসহ বর্ষে নেত্রজল ॥
ত্রিভুবন ভরি উঠে সঙ্কীর্ত্তনধ্বনি।
অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি ॥
সাত ঠাঞি বুলে প্রভু 'হরি হরি' বলি।
'জয় জয় জগন্নাথ' কহে হস্ত তুলি ॥
....
কীর্ত্তন দেখিয়া জগন্নাথ হরষিত।
কীর্ত্তন দেখেন রথ করিয়া স্থগিত ॥" (চৈঃ চঃ-মধ্য-১৩শ)

উদ্দণ্ডনৃত্যে প্রভুর ইচ্ছা হইলে প্রভু সাত সম্প্রদায়কে একত্রিত করিয়া অতি অদ্ভুত আবেশে নৃত্য করেন। কখনো আলাত-চক্রের ন্যায় অতি বেগে পরিভ্রমণ করেন। প্রভুর নৃত্যাবেশময় পদতালে ধরিত্রী টলমল করে। প্রভুর শ্রীঅঙ্গে বিবিধ সাত্ত্বিক ভাব-কুসুমের বিকাশ হয়। নৃত্য, বিলুণ্ঠন, হাস্যাদি নানাবিধ অনুভাবের প্রকাশ হয়।

"উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
চক্রভ্রমি ভ্রমে যৈছে অলাত-আকার ॥
নৃত্যে প্রভুর যাঁহা যাঁহা পড়ে পদতল।
সসাগর শৈল মহী করে টলমল ॥
স্তম্ভ স্বেদ পুলকাশ্রু কম্প বৈবর্ণ্য।
নানাভাবে বিবশতা গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য ॥

আছাড় খাইয়া পড়ি ভূমি গড়ি যায়।
সুবর্ণপর্ব্বত যেন ভূমিতে লোটায় ॥" (ঐ)

প্রভুর নানা ভাব-বিভূষণে ভূষিত অদ্ভুত নৃত্য দর্শনে লক্ষ লক্ষ দর্শকের নয়ন-মন চমৎকৃত হয়। অন্যের কথা কি শ্রীজগন্নাথ স্বয়ং অপূর্ব আনন্দে রথ স্থির করিয়া অনিমিষ-নয়নে প্রভুর মোহননৃত্য দর্শন করেন। বলদেব সুভদ্রা প্রভুর নৃত্য দর্শনে হাসিতে থাকেন। কিভাবে রথারূঢ় জগন্নাথরূপে মুগ্ধ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া নিজেরই অপর স্বরূপের নৃত্যমাধুরী আস্বাদন করিতেছেন—এই কৌতুক দর্শনেই বলভদ্র সুভদ্রার হাস্য। প্রভুর শ্রীবিগ্রহে যুগপৎ অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের পরম প্রকর্ষের উদয় হয়।

"উদ্দণ্ডনৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
অষ্ট-সাত্ত্বিক-ভাবোদয় হয় সমকাল ॥
মাংসব্রণ-সহ রোমবৃন্দ পুলকিত।
শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত ॥
একেক-দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয়।
লোকে জানে—দন্ত সব খসিয়া পড়য় ॥
সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে—তাতে রক্তোদ্গম।
'জজ গগ জজ গগ'—গদ্গদ-বচন ॥
জলযন্ত্র-ধারা যেন বহে অশ্রুজল।
আশপাশ লোক যত ভিজিল সকল ॥
দেহকান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ।
কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকাপুষ্প-সম ॥
কভু স্তম্ভ কভু প্রভু ভূমিতে পড়য়।
শুষ্ক কাষ্ঠসম হস্তপদ না চলয় ॥
কভু ভূমি পড়ে, কভু হয় শ্বাসহীন।
যাহা দেখি ভক্তগণের হয় প্রাণ ক্ষীণ ॥" (ঐ)

প্রভু যখন মন্দিরে বলদেব সুভদ্রার সঙ্গে শ্রীজগন্নাথের দর্শন করেন, তখন মাথুর বিরহিণী শ্রীরাধার ভাবে মনে হয়,—কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছেন। এত আনন্দের দিনেও দুঃখের সিন্ধু উচ্ছলিত হইয়া উঠে। দীর্ঘ বিরহের অবসানে প্রাণনাথকে পাইয়াও আস্বাদন করিতে পারেন না, কারণ নির্জন বৃন্দাবনই যে তাঁহার সঙ্গে বিহারের একমাত্র ক্ষেত্র! আজ রথারূঢ় জগন্নাথ নীলাচল হইতে সুন্দরাচলের পথে। রাধাভাবে প্রভুর মনে হয়—আজ তিনি প্রাণনাথকে বৃন্দাবনে লইয়া চলিয়াছেন। প্রভুর চিত্তে রসোল্লাস বা সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের উদয় হয়। আপন মনে তাঁহার সঙ্গে কত কথা বলেন—

"বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে ॥
এতেক সহিল অবলা ব'লে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে ॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল ॥
এ-সব দুখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি ॥
সব দুখ আজি গেল হে দূরে।
হারাণ-রতন পাইলাম কোরে ।।" (পদকল্পতরু)

আনন্দের আতিশয্যে অরুণবর্ণ নয়নযুগল হইতে পিচকারীর ধারার ন্যায় আনন্দাশ্রুধারা ছুটিতে থাকে। তীর্থযাত্রী সব প্রভুর প্রেমনীরে স্নাত হন। অদ্ভুত ভাববিকারে দন্তপংক্তি কম্পিত হয়, সেই কম্পিত দন্তপংক্তিদ্বারা অরুণাধর দংশন করিয়া মধুর নৃত্য করেন। অধর দংশনের হেতু এই যে— 'আড়ালে থাকিয়া বিরহ-বেদনা ভোগ করাইতে তুমি বড়ই সুদক্ষ। আজ পাইয়াছি আর তো ছাড়িয়া দিব না।' জগন্নাথের প্রতি এই অনুযোগেই প্রভুর অধরপুট দংশন! এই ভাবে আনন্দালস শ্রীচরণযুগল তীর্যক্‌গতিতে ইতস্ততঃ চালনা করিতে করিতে মধুর নৃত্য করিয়া থাকেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ স্ফুরণে তাঁহার পরমাভীষ্ট গৌরের সেই নাটুয়া মূরতি দর্শনে আনন্দে আত্মহারা!

"আরে মোর গৌর-নটরাজ।
শ্রীল জগন্নাথ আগে, বাড়াইয়া অনুরাগে,
নাচে পরি' ভাবরত্ন-সাজ ॥
বৈবর্ণ, স্তব্ধতা আর, গদগদ বাক্যোচ্চার,
কম্প, অশ্রু, পুলক, সঘর্ম্ম।
এই সব সাত্ত্বিকভাব, আর দুই অনুভাব,
হাস্য, নৃত্য, সব প্রেমধর্ম্ম ॥
নবরত্ন অলঙ্কার, অঙ্গে শোভে চমৎকার,
হেরি জগন্নাথ প্রমোদিত।
সে কৌতুক যে দেখিল, সেই সে রসে মাতিল,
মোর মন করে উন্মাদিত ॥

ক্বচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতি-সুতস্যোরু-বিরহাৎ
শ্লথচ্ছ্রীসন্ধিত্বাদ্দধদধিক-দৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ।
লুঠন্ ভূমৌ কাক্কা বিকল-বিকলং গদ্গদ-বচা
রুদন্, শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। কোনও একদিন কাশীমিশ্রের গৃহে ব্রজেন্দ্রনন্দনের উৎকট বিরহে অঙ্গের শোভা ও সন্ধি সকল শ্লথ বা শিথিল হওয়ায় যাঁহার হস্ত ও পদ (স্বাভাবিক অবস্থা হইতে) অধিক দীর্ঘ হইয়াছিল এবং তদবস্থায় ভূলুণ্ঠিত হইতে হইতে অত্যন্ত কাতরতার সহিত যিনি গদ্গদ কাকুবাক্যে রোদন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমায় উন্মত্ত করিতেছেন।

টীকা। আবির্ভবন্তং শ্রীকৃষ্ণমদৃষ্ট্বা পুনঃ পরমোৎকণ্ঠাবত্যাঃ শ্রীরাধিকায়াস্তাদৃগ্ ভাবকলুষিতান্তঃকরণ-স্তাদৃগবস্থং হৃদি অনুভবন্ স্তৌতি ক্বচিদিত্যাদি ষষ্ঠশ্লোকেন। ক্বচিৎ কুত্রচিৎ শ্রীমিশ্রাবাসে কাশীমিশ্রগৃহে ব্রজপতিসুতস্য নন্দনন্দনস্য অত্যন্ত বিরহাৎ বিকলাদপি বিকলং যথাস্যাত্তথা কাক্কা অতি কাতর্য্যেণ হা হরে প্রাণনাথ ত্বদ্বিচ্ছেদ গতপ্রায় প্রাণাং মাং জীবয়িত্বা পুনর্বিরহার্ণবে ক্ষিপসি কীদৃক্

আরে মোর সোনার গৌরাঙ্গ প্রভু।
হৃদয়ে উদিত হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥" ২ ॥
"রসের অবধি মোর গোরা।
রসের উল্লাসভরে, অপরূপ নৃত্য করে,
দু'নয়নে বহে প্রেমধারা ॥
অপরূপ সে মাধুরী, স্মরণ করিয়া হরি,
বারি বহে রাঙ্গা দুই নেত্রে।
বসন্ত-উৎসব-কালে, সেচন করয়ে জলে,
যেন পিচকারী জলযন্ত্রে ॥
সকম্প আনন্দাবেশে, দশনে অধর দংশে,
হেন প্রেম আছিল কোথায়।
একবার যারে হেরে, তার আঁখি মন হরে,
মোর মন সতত মাতায় ॥
আরে মোর সোনার গৌরাঙ্গ প্রভু।
হৃদয়ে উদিত হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥" ৩ ॥

প্রাণস্তবেতি প্রকারয়া বাচা রুদন্। শ্লথচ্ছ্রী সন্ধিত্বাদ্ভুজ পদোর্বাহুচরণয়োরতিদৈর্ঘ্যং দধৎ ধারয়ন্ শ্লথন্ স্বাশ্রয়ং ত্যজন্ শ্রীঃ শোভা সন্ধিশ্চ যয়োস্তত্বাদিতি প্রলয়রূপ সাত্ত্বিকভাবঃ। ভূমৌ লুঠন্ বভূব স ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৪ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ তাঁহার প্রত্যক্ষানুভূত শ্রীগৌরাঙ্গের অপর একটি অত্যাশ্চর্য গম্ভীরালীলার স্ফুরণ প্রাপ্ত হইলেন। যে রাত্রে রাসের স্বপ্ন দেখিয়া প্রভু সেই আবেশে প্রাতে জগন্নাথ দর্শনে গিয়া স্বপ্নাবেশে জগন্নাথকে মুরলীবদনরূপে দেখিলেন, গরুড়স্তম্ভের নিকট এক উড়িয়া স্ত্রী প্রভুর স্কন্ধে পদ দিয়া জগন্নাথ দেখিতেছিলেন; সেই প্রসঙ্গে প্রভু সহসা বাহ্যদশা প্রাপ্ত হওয়ায় জগন্নাথের স্বরূপ দেখিলেন এবং কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ-দর্শনের ভাবে প্রাপ্তরত্ন হারানোর ন্যায় সাতিশয় অধীর হইয়া পড়িলেন।

"প্রাপ্তরত্ন হারাইল—ঐছে ব্যগ্র হৈলা।
বিষণ্ণ হইয়া প্রভু নিজবাসা আইলা ॥
ভূমির উপর বসি নিজনখে ভূমি লেখে।
অশ্রুগঙ্গা নেত্রে বহে, কিছু নাহি দেখে ॥
'পাইলুঁ বৃন্দাবন-নাথ, পুন হারাইলুঁ।
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ, কোথা মুঞি আইলুঁ ॥'

....

রাত্রি হৈলে স্বরূপ-রামানন্দ লইয়া।
আপন মনের বার্ত্তা কহে উঘাড়িয়া ॥"

"প্রাপ্তপ্রণষ্টাচ্যুতবিত্ত আত্মা
যযৌ বিষাদোজ্ঝিতদেহগেহঃ।
গৃহীতকাপালিকধর্ম্মকো মে
বৃন্দাবনং সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ ॥" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৪ শ পরিঃ)

অর্থাৎ "আমার মন শ্রীকৃষ্ণরূপ-ধনকে প্রথমে প্রাপ্ত হইয়া পরে হারাইয়াছে, তাই বিষাদে দেহরূপ গৃহকে পরিত্যাগ করিয়া কাপালিক-ধর্ম গ্রহণপূর্বক ইন্দ্রিয়রূপ শিষ্যবৃন্দের সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছে।" শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় সুগম্ভীর কৃষ্ণ-প্রেম-ব্যাকুলতার সুদূর প্রসারীভাব পরিস্ফুট করিয়াছেন—

"প্রাপ্তরত্ন হারাইয়া, তার গুণ স্মরিয়া,
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।

রায় স্বরূপের কণ্ঠ ধরি, কহে হা হা হরি হরি,
ধৈর্য্য গেল হইল চপল ॥
শুন বান্ধব ! কৃষ্ণের মাধুরী ।

যাঁর লোভে মোর মন, ছাড়ি লোক-বেদধর্ম্ম,
যোগী হঞা হইল ভিখারী ॥

কৃষ্ণলীলামণ্ডল, শুদ্ধ শঙ্খ-কুণ্ডল,
গড়িয়াছে শুক-কারিকর ।

সেই কুণ্ডল কানে পরি, তৃষ্ণালাউথালী ধরি,
আশাঝুলি কান্ধের উপর ॥

চিন্তা-কান্থা উড়ি গায়, ধূলি-বিভূতি মলিনকায়,
'হা হা কৃষ্ণ' প্রলাপ-উত্তর ।

উদ্বেগ-দ্বাদশ হাথে, লোভের ঝুলনি মাথে,
ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর ॥

ব্যাস-শুকাদি যোগিজন, কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন,
ব্রজে তাঁর যত লীলাগণ ।

ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে, করিয়াছে বর্ণনে,
সেই তর্জ্জা পড়ে অনুক্ষণ ॥

দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি, 'মহাবাউল' নাম ধরি,
শিষ্য লঞা করিল গমন ।

মোর দেহ স্বসদন, বিষয়ভোগ মহাধন,
সব ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন ॥

বৃন্দাবনে প্রজাগণ, যত স্থাবরজঙ্গম,
বৃক্ষলতা-গৃহস্থ-আশ্রমে ।

তার ঘরে ভিক্ষাটন, ফল-মূল-পত্রাশন,
এই বৃত্তি করে শিষ্যসনে ॥

কৃষ্ণ-গুণ-রূপ-রস, গন্ধ-শব্দ-পরশ,
সে সুধা আস্বাদে গোপীগণ ।

তা সভার গ্রাসশেষে, আনে পঞ্চেন্দ্রিয়-শিষ্যে,
সে ভিক্ষায় রাখেন জীবন ॥

শূন্য-কুঞ্জমণ্ডপ-কোণে, যোগাভ্যাস কৃষ্ণধ্যানে,
তাঁহা রহে লঞা শিষ্যগণ ।
কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন, সাক্ষাৎ দেখিতে মন,
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ ॥
মন কৃষ্ণ-বিয়োগী, দুঃখে মন হৈল যোগী,
সে বিয়োগে দশদশা হয় ।
সে দশায় ব্যাকুল হঞা, মন গেলা পলাইয়া,
শূন্য মোর শরীর আলয় ॥"

এই পদের অন্তর্নিহিত রহস্য অতিশয় গূঢ় গম্ভীর তাৎপর্যপূর্ণ । প্রেমভক্তিরাজ্যের এই আধ্যাত্মিক মহাবাউল প্রভুর মন কৃষ্ণলীলারূপ শুদ্ধ শঙ্খকুণ্ডল কর্ণে গ্রহণ করেন, কৃষ্ণলাভ তৃষ্ণাই তাঁহার অলাবু-করঙ্গ, চিন্তাই তাঁহার কান্থা ; উদ্বেগই মণিবন্ধন বাঁধিবার দ্বাদশগুণ সূত্র, কৃষ্ণলাভ-লোভই মাথার ঝুলনী, ভাগবতাদি শাস্ত্রই তর্জা, দশেন্দ্রিয় শিষ্য, বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম বৃক্ষলতাদি কৃষ্ণ-প্রেমভিক্ষার গৃহাশ্রম, গোপীগণের ভুক্তাবশেষ শ্রীকৃষ্ণের শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ এই আধ্যাত্মিক মহাবাউলের ভিক্ষার দ্রব্য । শ্রীকৃষ্ণই নিরঞ্জন ও আত্মা । তাঁহার ধ্যানে দিবানিশি জাগরণই এই মহাবাউলের কার্য !

মহাপ্রভু কাঁদিতে কাঁদিতে স্বরূপ-রামানন্দের হাত ধরিয়া বলিলেন—'হা স্বরূপ রামরায় ! আমি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াও তাঁহাকে হারাইলাম । মন আমার কৃষ্ণবিরহ-ব্যাকুলতায় যোগীর ন্যায় ইন্দ্রিয়গণ সঙ্গে দেহ ছাড়িয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গেল ! দেহ শূন্য, মন নাই—ইন্দ্রিয় নাই, ওঃ ! কি যাতনা !! এই বলিয়া মহাপ্রভু ধ্যানস্তিমিত যোগীর ন্যায় নিরব ও সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন ।

প্রভুর দশা দর্শনে রামানন্দরায় প্রভুর ভাবানুরূপ শ্লোক পাঠ করিলেন । স্বরূপ মধুকণ্ঠে কৃষ্ণলীলা গান করিলেন । উভয়ে মিলিয়া বহুযত্নে প্রভুর কিছু বাহ্যজ্ঞান আনয়ন করিলেন । এইরূপে অর্ধরাত্রি কাটিয়া গেল । প্রভু কিঞ্চিৎ চেতনা লাভ করিলে স্বরূপ ও রামরায় তাঁহাকে গম্ভীরামধ্যে শয়ন করাই-লেন । রামরায় আপন ভবনে চলিয়া গেলেন । মহাপ্রভুর ভাবগতি দেখিয়া শ্রীস্বরূপ ও গোবিন্দ গম্ভীরার দ্বারের নিকট শয়ন করিলেন । সারা বিশ্ব নীরব,—সুপ্তির ক্রোড়ে । একা বিরহী প্রভুর নয়নে নিদ্রা নাই । 'হা কৃষ্ণ, হা হা কৃষ্ণ ! তুমি কোথায় !' বলিয়া তিনি রোদন করিতেছেন ! দীপশিখা মিটি মিটি জ্বলিতেছে ! স্বরূপেরও নিদ্রা হইল না, তিনি প্রভুর মুখে কৃষ্ণনাম শুনিতেছিলেন । এইভাবে রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইল । সহসা গম্ভীরা নীরব হইল । প্রভুর মুখে কৃষ্ণনামের অমৃত প্রবাহ থামিয়া গেল ! স্বরূপ প্রভুর নিমিত্ত সর্বদাই উদ্বিগ্ন ! তাই—

"প্রভুর শব্দ না পাঞা স্বরূপ কপাট কৈল দূরে ।
তিন দ্বার দেওয়া আছে প্রভু নাহি ঘরে ॥

চিন্তিত হইল সভে প্রভু না দেখিয়া।
প্রভু চাহি বুলে সভে দীয়টি জ্বালিয়া॥
সিংহদ্বারের উত্তর দিশায় আছে এক ঠাঞি।
তার মধ্যে পড়ি আছেন চৈতন্যগোসাঞি॥
দেখি স্বরূপগোসাঞি আদি আনন্দিত হৈলা।
প্রভুর দশা দেখি পুন চিন্তিত হইলা॥" (চৈঃ চঃ অন্ত্য-১৪ শ পরিঃ)

ভক্তগণ দেখিলেন—সোনার শ্রীগৌরাঙ্গ ধূলায় ধূসরিত হইয়া অচেতন অবস্থায় উত্তানভাবে ভূমিতে পড়িয়া আছেন। তাঁহার দেহসন্ধি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। স্বভাবতই দীর্ঘ হস্ত-পদাদি দীর্ঘতর হইয়াছে। সন্ধিস্থল হইতে অস্থিগুলি দূরে সরিয়া গিয়াছে। সন্ধির উপরে কেবল চর্মমাত্র রহিয়াছে। দেহে স্পন্দন নাই, নাসায় শ্বাস নাই, মুখ দিয়া লালা বহিয়া পড়িতেছে। উত্তান নয়নের তারা স্থির হইয়া আছে! প্রভুর দশা দর্শনে ভক্তগণ 'হায় হায়' করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

"প্রভু পড়ি আছে দীর্ঘ— হাত পাঁচ ছয়।
অচেতন দেহ, নাসায় শ্বাস নাহি বয়॥
একেক হস্ত-পদ—দীর্ঘ তিন তিন হাত।
অস্থিগ্রন্থি ভিন্ন, চর্ম্ম আছে মাত্র তা'ত॥
হস্ত পদ গ্রীবা কটি অস্থিসন্ধি যত।
একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত॥
চর্ম্মমাত্র উপরে সন্ধির আছে দীর্ঘ হঞা।
দুঃখিত হইলা সভে প্রভুকে দেখিয়া॥
মুখে লালা-ফেন প্রভুর উত্তান নয়ান।
দেখিতেই সব ভক্তের দেহে ছাড়ে প্রাণ॥"

প্রভুর এইরূপ দশায় একমাত্র উপায় তাঁহার কর্ণে কৃষ্ণনাম কীর্তন করা। স্বরূপ ভক্তগণসঙ্গে প্রভুর কর্ণমূলে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম গান করিতে লাগিলেন, বহুক্ষণ পরে প্রভুর দেহে স্পন্দনচিহ্ন দেখা গেল। সহসা তিনি 'হরি হরি' বলিয়া উঠিয়া বসিলেন। অস্থিসন্ধি পূর্ববৎ সংলগ্ন হইল। প্রভু চারিদিকে চাহিয়া স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'স্বরূপ, তোমরা এ কি করিতেছ, এ যে সিংহদ্বার দেখিতে পাইতেছি এখানে আমি কেন?' স্বরূপ বলিলেন—'প্রভু বাসায় চল, সেখানে সবই বলিব।' ভক্তবৃন্দ সহ প্রভু গম্ভীরায় আসিলেন। স্বরূপ সব ঘটনা প্রভুকে জানাইলে প্রভু বলিলেন—'আমি ইহার কিছুই জানি না। কেবল জানি শ্রীকৃষ্ণ আমার সম্মুখে স্ফূর্তি পাইতেছেন ও বিদ্যুতের মত ক্ষণিক দেখা দিয়া তখনি আড়াল হইতেছেন।

"স্বরূপ-গোসাঞি তবে উচ্চ করিয়া।
প্রভুর কাণে কৃষ্ণনাম কহে ভক্তগণ লঞা॥
বহুক্ষণে কৃষ্ণনাম হৃদয়ে পশিলা।
'হরিবোল' বলি প্রভু গর্জ্জিয়া উঠিলা॥
চেতন হইতে অস্থিসন্ধি লাগিল।
পূর্ব্বপ্রায় যথাযোগ্য শরীর হইল॥
....
সিংহদ্বারে দেখি প্রভুর বিস্ময় হইল।
'কাহাঁ কর কি' এই স্বরূপে পুছিল॥
স্বরূপ কহে—উঠ প্রভু চল নিজ ঘর।
তথাই তোমারে সব করিব গোচর॥
এত বলি প্রভু ধরি ঘরে লঞা গেলা।
তাঁহার অবস্থা সব তাঁহারে কহিলা॥
শুনি মহাপ্রভুর বড় হৈল চমৎকার।
প্রভু কহে—কিছু স্মৃতি নাহিক আমার॥
সবে দেখি—হয় মোর কৃষ্ণ বিদ্যমান।
বিদ্যুৎপ্রায় দেখা দিয়া হয় অন্তর্দ্ধান॥" (চৈঃ চঃ অন্ত্য-১৪ শ পরিঃ)

শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে সেই অদ্ভুত লীলাময় প্রভু স্ফুরিত হইয়া তাঁহাকে আনন্দোন্মাদিত করিয়া তুলিতেছেন।

"হরি হরি! একদিন কাশীমিশ্রালয়ে।
বসিয়াছেন মহাপ্রভু, না দেখি না শুনি কভু;
হেন ভাব উদিল হৃদয়ে॥
শ্রীনন্দনন্দন হরি, বিরহ-আবেশ ভরি,
অঙ্গসন্ধি সব শ্লথ হৈল।
ভুজ পদ দীর্ঘাকার, গদ্গদ বচনোচ্চার,
ভূমে পড়ি কান্দে সবৈকল্য॥
আরে মোর সোনার গৌরাঙ্গ প্রভু।
হৃদয়ে উদিত হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু॥" ৪॥

অনুদ্ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে নিপতিতঃ।
তনূদ্যৎ-সঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরু-বিরহাদ্-
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। যিনি প্রবল শ্রীকৃষ্ণবিরহে তিন প্রকোষ্ঠের তিনটি দ্বার উদ্ঘাটন না করিয়াও তিনটি অত্যুচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া কলিঙ্গদেশীয় গাভীগণমধ্যে নিপতিত হইয়াছিলেন এবং বিরহ-বৈকল্যে যাঁহার তনু সঙ্কুচিত হইয়া কূর্মের ন্যায় খর্বাকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল—সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমায় প্রমত্ত করিয়া তুলিতেছেন ॥ ৫ ॥

টীকা। সঙ্কীর্ত্তনানন্তরং শ্রমাপনোদনায় গৃহান্তঃ শায়িতমপি পরমোৎকণ্ঠয়া তত্র স্থাতুমশক্নুবন্তং নির্গমদ্বারাপ্রাপ্ত্যা ঊর্ধ্বদ্বারেণ গৃহোর্ধ্বদেশং গত্বা তাদৃক্ চেষ্টমানং শ্রীগৌরাঙ্গং স্মরন্ স্তৌতি অনুদ্ঘাট্যেতি। যো দ্বারত্রয়মনুদ্ঘাট্য অনুন্মুচ্য উরুচ উর্ব্বে ব মহদেব নতূচ্চ নীচং ভিত্তিত্রয়মহো সহসোল্লঙ্ঘ্য কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে কলিঙ্গদেশোদ্ভব গোমধ্যে নিপতিতঃ। অথচ কৃষ্ণস্য উরুবিরহেণ তনৌ শরীরে উদ্যন্ যঃ সঙ্কোচঃ খর্ব্বতা তস্মাৎ কমঠ ইব কচ্ছপ ইব বিরাজন্ বভূব স ইতি সম্বন্ধঃ। চান্বাচয়ে সমাহারেপ্যন্যোন্যার্থে সমুচ্চয়ে। পক্ষান্তরে তথা পাদপূরণেপ্যবধারণে। অহো প্রশ্নে বিতর্কে চ সহসা কল্য ইষ্যতে ইত্যাদি চ মেদিনী ॥৫॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিনান্তরের একটি অত্যদ্ভুত লীলার স্ফুরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন লীলার প্রত্যক্ষদ্রষ্টা শ্রীপাদ রঘুনাথ। এক দিবস সন্ধ্যার পর নির্জন গম্ভীরায় কৃষ্ণকথা ও রসকীর্তনের তরঙ্গ বহিল। শ্রীল রামরায় প্রভুর ভাবানুরূপ শ্লোক পাঠে এবং শ্রীপাদ স্বরূপ তাঁহার মধুকণ্ঠে বিদ্যাপতি, চন্ডিদাস ও শ্রীগীতগোবিন্দের পদগানে বিরহী প্রভুকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

অর্ধরাত্রি অতীত হইল। মহাপ্রভুকে গম্ভীরায় শয়ন করাইয়া রামরায় আপন স্থানে চলিয়া গেলেন। স্বরূপও স্বীয় শয়নকক্ষে গিয়া শয়ন করিলেন। বিরহিণী শ্রীরাধার ভাবে প্রভুর নয়নে নিদ্রা নাই, তিনি উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণগুণগান করিতে করিতে রজনী যাপন করিতে লাগিলেন। প্রভুর উচ্চকীর্তনে গোবিন্দেরও নিদ্রা হইল না।

শেষ রাত্রি। নীরব গম্ভীরা। সহসা অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতায় গোবিন্দের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি কান পাতিয়া সন্দেহান্বিত হইয়া ভাবিলেন, গম্ভীরার নিধি বোধ হয় গম্ভীরায় নাই। তিনি আলো জ্বালিয়া গম্ভীরামধ্যে গিয়া দেখিলেন সত্যই তাই। গোবিন্দের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি 'হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ' বলিতে বলিতে স্বরূপকে জাগাইয়া তাঁহাকে এই গুরুতর সংবাদ জানাইলেন। স্বরূপের মস্তক ঘূর্ণিত হইল। তিনি আলো জ্বালিয়া ভক্তগণসঙ্গে ত্রিকোষ্ঠ-সমন্বিত কাশীমিশ্রালয়ের সর্বত্র অনুসন্ধান করিয়া প্রভুকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। এক প্রকোষ্ঠ হইতে অপর প্রকোষ্ঠে

যাইতে গেলে দ্বার না খুলিয়া যাইবার কোন উপায় নাই। এইরূপ পর পর তিনটি দ্বার সংরুদ্ধ, অথচ প্রভু কোথাও নাই। সকলেই বিস্ময় ও বিহ্বলতায় হতবাক্ হইয়া পড়িলেন। প্রেমের গতিকে কেহ বাধা দিতে পারে না। প্রভু প্রেমের আবেগে অতি উচ্চ তিনটি প্রাচীরকে পর পর লঙ্ঘন করিয়াই বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। ভক্তগণ বাহিরে গিয়া ইতস্তত অন্বেষণ করিতে করিতে সিংহদ্বারে আসিয়া এক অলৌকিক ও অত্যদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন।

"ইতি উতি অন্বেষিয়া সিংহদ্বারে গেলা।
গাবীগণমধ্যে যাই প্রভুরে পাইলা॥
পেটের ভিতর হস্ত-পদ—কূর্ম্মের আকার।
মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ, নেত্রে জলধার॥
অচেতন পড়ি আছে যেন কুষ্মাণ্ডফল।
বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দ-বিহ্বল॥
গাবীসব চৌদিগে শুঙ্খে প্রভু-অঙ্গ।
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে মহাপ্রভুর সঙ্গ॥" (চৈঃ চঃ অন্ত্য-১৭শ পরিঃ)

ভক্তগণ দূর হইতে মহাপ্রভুর মুখকান্তি দেখিয়াই বুঝিলেন—এই তাঁহাদের চিরবাঞ্ছিত হারানিধি—এখানে ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছেন, আর কলিঙ্গদেশীয় গাভীগণ তাঁহার শ্রীঅঙ্গের সুধাসৌরভে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে! কিন্তু হায়! প্রভুর সেই আজানুলম্বিত বাহুযুগল কোথায়? সেই সুদীর্ঘ শ্রীচরণযুগল কোথায়? কূর্মের ন্যায় হস্তপদ উদরে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে! শ্রীঅঙ্গে পুলকের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে, মুখে ফেনোদ্গম হইতেছে আর পদ্মপলাশ-লোচনযুগল হইতে বিপুল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে! বাহিরে জড়িমা! কিন্তু মুখকান্তিতে বুঝা যাইতেছে অন্তর আনন্দরসে পূর্ণ! প্রভু অচেতন,—একটি কুষ্মাণ্ডফলের ন্যায় পড়িয়া আছেন। ভক্তগণ গাভীদের সরাইয়া প্রভুকে তুলিয়া লইতে ইচ্ছা করিলেন। গাভীগণ প্রভুর অঙ্গ-সৌরভে এতই বিহ্বল হইয়াছে যে, কিছুতেই দূরে সরিতে চাহে না। ভক্তগণ যত্ন করিয়াও প্রভুর চৈতন্যসম্পাদন করিতে না পারিয়া প্রভুকে গম্ভীরায় আনিলেন। তাঁহার কর্ণমূলে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে তাঁহার চৈতন্য-সম্পাদন করিলেন। প্রভুর চেতনা আসিলে হস্ত-পদাদি পূর্ববৎ সুপ্রকট হইল।

প্রভু উঠিয়া বসিয়া এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিলেন। সম্মুখে স্বরূপকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি আমায় কোথায় আনিলে? শ্রীকৃষ্ণের বেণুনাদ শ্রবণ করিয়া আমি শ্রীবৃন্দাবনে গেলাম। দেখি গোষ্ঠে ব্রজেন্দ্রনন্দন বেণু বাজাইতেছেন। বেণুসঙ্কেতে শ্রীরাধারাণীকে আনিয়া কৃষ্ণ তাঁহার সহিত বিহার করিতে কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের পিছনে পিছনে আমিও যাইতেছিলাম। গোপীগণ সঙ্গে শ্রীরাধামাধবের কি মধুর হাস্য-পরিহাসরস। শ্রবণে আমার কর্ণ উল্লসিত হইল। ইত্যবসরে তোমরা

কোলাহল করিয়া বলপূর্বক এখানে আমায় ধরিয়া আনিলে। হায়! সেই বেণুধ্বনি, সেই অমৃতবাণী আর শুনিতে পাইলাম না।' শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"অনেক করিল যত্ন না হয় চেতন।
প্রভুরে উঠাইয়া ঘরে আনিল ভক্তগণ॥
উচ্চ করি শ্রবণে করে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
অনেকক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন॥
চেতন পাইলে হস্ত-পদ বাহিরাইল।
পূর্ব্ববৎ যথাযোগ্য শরীর হইল॥
উঠিয়া বসিয়া প্রভু চাহে ইতি-উতি।
স্বরূপে কহে—"তুমি আমা আনিলে কতি?
বেণুশব্দ শুনি আমি গেলাঙ বৃন্দাবন।
দেখি—গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সঙ্কেত বেণুনাদে রাধা আনি কুঞ্জঘরে।
কুঞ্জেরে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে॥
তাঁর পাছে পাছে আমি করিনু গমন।
তাঁর ভূষা-ধ্বনিতে আমার হরিল শ্রবণ॥
গোপীগণ-সহ বিহার হাস-পরিহাস।
কণ্ঠধ্বনি উক্তি শুনি মোর কর্ণোল্লাস॥
হেনকালে তুমি সব কোলাহল করি।
আমা ইহাঁ লৈয়া আইলা বলাৎকারে ধরি॥
শুনিতে না পাইলুঁ সেই অমৃতসম বাণী।
শুনিতে না পাইলুঁ ভূষণ মুরলীর ধ্বনি॥" (ঐ)

প্রভু যখন এই সব কথা বলিতেছিলেন, তখন তাঁহার মুখমণ্ডল নয়নাশ্রুতে পরিষিক্ত। কণ্ঠ গদ্গদ। গুরুতর শোকাকুলের ন্যায় তিনি বিবশ। কিছুক্ষণ পর ভাবাবেগে গদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন—'স্বরূপ! আমার কর্ণযুগল তৃষ্ণায় আকুল। কর্ণের রসায়ণ স্বরূপ কিছু রসামৃত শোনাও।' স্বরূপ প্রভুর মন জানিয়া রাসলীলায় গোপীগণের প্রার্থনাবাণীর একটি শ্লোক মধুর স্বরে পাঠ করিলেন—

"কাস্ত্র্যঙ্গতে কলপদামৃতবেণুগীতসম্মোহিতার্য্যচরিতান্নচলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্যরূপং যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥"
(ভাঃ-১০।২৯।৪০)

স্বরূপের মধুকণ্ঠে রসামৃত শ্রবণে ভাবনিধি মহাপ্রভুর হৃদয়ে ভাবের শত শত তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল ! তিনি গোপীভাবে ভাবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে যেন সম্মুখে দেখিয়াই রোষভরে বলিতে লাগিলেন—

"নাগর ! কহ তুমি করিয়া নিশ্চয় ।
এই ত্রিজগত ভরি, আছে যত যোগ্যা নারী,
তোমার বেণু কাঁহা না আকর্ষয় ?
কৈল যত বেণুধ্বনি, সিদ্ধমন্ত্রাদি যোগিনী,
দূতী হৈয়া মোহে নারীর মন ।
মহোৎকণ্ঠা বাড়াইয়া, আর্য্যপথ ছাড়াইয়া,
আনি তোমায় করে সমর্পণ ॥
ধর্ম্ম ছাড়ায় বেণুদ্বারে, হানে কটাক্ষ কামশরে,
লজ্জা-ভয় সকল ছাড়ায় ।
এবে আমায় করি রোষ, কহি পতিত্যাগে দোষ,
ধার্ম্মিক হঞা ধর্ম্ম শিখায় ॥
অন্য কথা অন্য মন, বাহিরে অন্য আচরণ,
এই সব শঠ-পরিপাটি ।
তুমি জান পরিহাস, হয় নারীর সর্ব্বনাশ,
ছাড় এই সব কুটিনাটী ॥
বেণুনাদ অমৃতঘোলে, অমৃত-সমান মিঠাবোলে,
অমৃতসমান ভূষণ শিঞ্জিত ।
তিন অমৃতে হরে কান, হরে মন হরে প্রাণ,
কেমনে নারী ধরিবেক চিত ॥" (ঐ)

এইরূপ প্রভুর এই লীলায় আরো কত শত ভাবের প্রবাহ উৎসারিত হইল, তাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে দ্রষ্টব্য । শ্রীপাদ বলিতেছেন, এইরূপ অত্যাশ্চর্য লীলাময় শ্রীগৌরহরি আমার চিত্তে উদিত হইয়া আমায় উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছেন !

"শয়ন-মন্দিরে গোরারায় ।
কৃষ্ণের বিরহভরে, মন্দিরে রহিতে নারে,
বাহিরে যাইতে মন ধায় ॥

স্বকীয়স্য প্রাণার্ব্বুদ-সদৃশ-গোষ্ঠস্য বিরহাৎ
প্রলাপানুন্মাদাৎ সততমতি কুর্ব্বন্ বিকলধীঃ।
দধদ্ভিত্তৌ শশ্বদ্বদন-বিধু-ঘর্ষেণ রুধিরং
ক্ষতোত্থং গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। যিনি স্বকীয় প্রাণার্বুদ সদৃশ গোষ্ঠের (বৃন্দাবনের) বিরহে উন্মত্ত হইয়া সর্বদা অতিশয় প্রলাপ করিতেন এবং উন্মাদ জনিত বিকল-বুদ্ধিবশতঃ ভিত্তিতে মুখ-সংঘর্ষণ-হেতু যাঁহার মুখ-ক্ষত হইতে নিরন্তর রুধিরধারা নির্গত হইত—সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমায় উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছেন ॥ ৬ ॥

টীকা। কিম্ভূতঃ সন্ স্বকীয়স্যাত্মনঃ প্রাণার্ব্বুদসদৃশস্য ব্রজস্য বিরহাৎ যদ্দুঃখং তস্মাৎ সততং নিরন্তরং প্রলাপনতি কুর্ব্বন্ তত্তৎপ্রতিপাদকান্ শব্দান্ দ্বিত্রিরুচ্চারয়ন্। পুনঃ কিম্ভূতঃ সন্ বিকলধীর্ব্যাকুলবুদ্ধিঃ সন্ শশ্বন্নিরন্তরং ভিত্তৌ বদনবিধুঘর্ষেণ ক্ষতোত্থং রুধিরং দধৎ সর্ব্বাঙ্গেষু ধারয়ন্ ॥ ৬ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে ভাবোন্মাদী মহাপ্রভুর অপর একটি প্রবল উন্মাদনাময় লীলার স্ফূর্তি জাগিল। মাতৃভক্তশিরোমণি শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতকে গৌরবিচ্ছেদ-

---

কৃষ্ণের বিরহে রাধা, যেন উৎকণ্ঠিতা সদা,
কৃষ্ণবেণু শুনি বনে যান।
এই মত আচম্বিতে, বংশী পাইয়া শুনিতে,
আবেগে বাহিরে যেতে চান ॥
তিনদ্বার আছে রুদ্ধ, তিন ভিত্তি উচ্চ উর্দ্ধ,
তাহা লঙ্ঘে আবেশের বলে।
তেলেঙ্গা গাইয়ের মাঝে, দেখি গোরা রসরাজে,
পড়ি আছে শ্বাস নাহি চলে ॥
ভাব বুঝা নাহি যায়, প্রভু দেখি কূর্ম্ম প্রায়,
অঙ্গ সব সঙ্কুচিত অঙ্গে।
অন্বেষিয়া ভক্তগণ, দীপ জ্বালি দরশন,
করে কূর্ম্মাকৃতি শ্রীগৌরাঙ্গে ॥
আরে মোর সোনার গৌরাঙ্গ প্রভু।
হৃদয়ে উদিত হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥" ৫ ॥

দুঃখিতা শ্রীশচীমাতার সান্ত্বনার জন্য প্রতিবৎসর নবদ্বীপে প্রেরণ করিতেন। একবার জগদানন্দ শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে আচার্য প্রহেলিকার ছলে একটি নিগূঢ় সন্দেশ জগদানন্দের দ্বারা প্রভুর নিকট প্রেরণ করেন—

"প্রভুকে কহিয় আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার—॥
বাউলকে কহিয়—লোকে হইল বাউল।
বাউলকে কহিয়—হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিয়—কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিয়—ইহা কহিয়াছে বাউল॥" (চৈঃ চঃ অন্ত্য-১৯শ পরিঃ)

শ্রীজগদানন্দ নীলাচলে ফিরিয়া প্রভুর নিকট হাসিতে হাসিতে আচার্যের প্রহেলিকাটি অবিকলভাবে বলিলেন। 'তাঁহার যে আজ্ঞা' বলিয়া প্রভু নীরব হইলেন। শ্রীস্বরূপ তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি প্রশ্ন করিলেন—'প্রভু এই তরজার অর্থ তো কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।' শ্রীপাদ স্বরূপের কথায় প্রভু এই তরজার একটু আভাস দিলেন—

"প্রভু কহে— আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।
আগম-শাস্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল॥
উপাসনা-লাগি দেবে করে আবাহন।
পূজা-লাগি কথোকাল করে নিরোধন॥
পূজা-নির্ব্বাহ হৈলে পাছে করে বিসর্জ্জন।
তর্জ্জার না জানি অর্থ—কিবা তাঁর মন?
মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তর্জ্জাতে সমর্থ।
আমিহো বুঝিতে নারি তরজার অর্থ॥" (ঐ)

প্রভু তর্জার অর্থের যে আভাস দিলেন, তাহাতে বুঝা যায়—আচার্য তাঁহার উপাস্য মহাপ্রভুকে প্রেমভক্তি বিস্তারের জন্য আবাহন করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহার সেই উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে সফল হওয়ায় এক্ষণে উপাস্য দেবতাকে বিদায় দেওয়ার জন্যই যেন এই প্রহেলিকাময় সন্দেশ পাঠাইয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হৈল।
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ-দশা দ্বিগুণ বাঢ়িল॥
উন্মাদ-প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রি-দিনে।
রাধাভাবাবেশে বিরহ বাঢ়ে অনুক্ষণে॥

আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথুরা-গমন ।
উদ্ঘূর্ণাদশা হৈল উন্মাদ-লক্ষণ ॥
রামানন্দের গলাধরি করে প্রলপন ।
স্বরূপে পুছয়ে মানি নিজ সখীজন ॥
পূর্ব্বে যেন বিশাখাকে রাধিকা পুছিলা ।
সেই শ্লোক পড়ি প্রলাপ করিতে লাগিলা ॥" (ঐ)

"ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ
ক্ব মন্দ্রমুরলীরবঃ ক্বনু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ ।
ক্ব রাসরসতাণ্ডবী ক্ব সখি জীবরক্ষৌষধি-
নির্ধিম্মর্ম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হন্ত বা ধিগ্‌বিধিম্ ॥" (ললিতমাধব—৩৷২৫

শ্রীরাধা বিশাখাকে বলিতেছেন—"সখি ! নন্দকুলচন্দ্রমা কোথায়, শিখিপুচ্ছভূষণ কোথায়, মন্দ্রমুরলীরব যাঁহার তিনি কোথায়, ইন্দ্রনীলমণিদ্যুতি আমার সেই শ্যামসুন্দর কোথায়, সেই রাস-রস-তাণ্ডবী কোথায়, সখি ! আমার প্রাণরক্ষার ঔষধি কোথায়, হায় হায়, আমার সেই সুহৃত্তম কোথায় ? হাহা, এতাদৃশ প্রিয়তমের সঙ্গে যে বিধি আমার বিয়োগ ঘটাইল, সেই বিধিকে ধিক্ !" শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ মহাপ্রভুর প্রলাপে এই শ্লোকের যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার তুলনা বিশ্বে নাই ।

"ব্রজেন্দ্রকুল-দুগ্ধ-সিন্ধু, কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু,
জন্মি কৈল জগৎ উজোর ।
কান্ত্যমৃত যেবা পিয়ে, নিরন্তর পিয়া জিয়ে,
ব্রজজনের নয়ন-চকোর ॥
সখি হে ! কোথা কৃষ্ণ করাহ দর্শন ।
ক্ষণেক যাঁহার মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক,
শীঘ্র দেখাও, না রহে জীবন ॥ ধ্রু ॥
এই ব্রজের রমণী, কামার্ক-তপ্ত-কুমুদিনী,
নিজ করামৃত দিয়া দান ।
প্রফুল্লিত করে যেই, কাহাঁ মোর চন্দ্র সেই,
দেখাও সখি ! রাখ মোর প্রাণ ॥
কাহাঁ সে চূড়ার ঠান, শিখিপিঞ্ছের উড়ান,
নবমেঘে যেন ইন্দ্রধনু ।
পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি, মুক্তামালা বকপাঁতি,
নবাম্বুদ জিনি শ্যামতনু ॥

একবার যার নয়নে লাগে, সদা তাঁর হৃদয়ে জাগে,
কৃষ্ণতনু যেন আম্র-আঠা।
নারীর মন পৈশে হায়, যত্নে নাহি বাহিরায়,
তনু নহে,—সেয়াকুলের কাঁটা॥
জিনিয়া তমালদ্যুতি, ইন্দ্রনীলসম কান্তি,
সেই কান্তি জগত মাতায়।
শৃঙ্গার-রস তাতে ছানি, তাতে চন্দ্রজ্যোৎস্না-সানি,
জানি বিধি নিরমিল তায়॥
কাঁহা সে মুরলীধ্বনি, নবাভ্রগর্জ্জিত জিনি,
জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার।
উঠি ধায় ব্রজজন, তৃষিত চাতকগণ,
আসি পিয়ে কান্ত্যমৃতধার॥
মোর সেই কলানিধি, প্রাণরক্ষা-মহৌষধি,
সখি! মোর তেঁহো সুহৃত্তম।
দেহ জীয়ে-তাঁহা বিনে, ধিক্ এই জীবনে,
বিধি করে এত বিড়ম্বন॥" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৯শ পরিঃ)

এইরূপ নানাবিধ বিলাপে বিশাল ব্যাকুলতায় প্রভু অধীর হইয়া পড়িলেন। শ্রীপাদ স্বরূপ ও শ্রীরামরায় নানা উপায়ে বিবিধ মিলন-সঙ্গীতে প্রভুকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। তাহাতে প্রভুর মন কিঞ্চিৎ স্থির হইল বটে, কিন্তু প্রলাপের ঝঙ্কার থামিল না। প্রভু আগ্নেয়গিরির ন্যায় হৃদয়স্থ বিরহানলের শিখা প্রলাপের ভাষায় ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। এইভাবে অর্ধরাত্রি কাটিয়া গেল। স্বরূপ ও রামানন্দ প্রভুকে সান্ত্বনা দিয়া গম্ভীরায় শয়ন করাইলেন। রামানন্দ আপন ভবনে চলিয়া গেলেন, স্বরূপ ও গোবিন্দ গম্ভীরার দ্বারে শয়ন করিলেন। তাঁহাদের কিঞ্চিৎ নিদ্রাবেশ হইল।

এদিকে গম্ভীরামধ্যে এক হৃদয়-বিদারক ব্যাপার উপস্থিত হইল। মহাপ্রভুর বিরহ-ব্যাকুলতা অতিশয় বাড়িয়া উঠিল। তিনি বিরহাবেশে অধীর হইয়া গম্ভীরার ভিত্তিতে মুখ ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভীষণ সংঘর্ষণে তাঁহার নাকে, মুখে ও গণ্ডে বিপুল ক্ষত দেখা দিল ও উহা হইতে রক্তধারা ঝরিতে লাগিল! ভাবাবেশে বিহ্বল প্রভু গোঁ গোঁ শব্দে এই ভয়াবহ ব্যাপারে অবশিষ্ট রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। প্রভুর গোঁ গোঁ শব্দে স্বরূপের নিদ্রাবেশ ভঙ্গ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রদীপ জ্বালিয়া গম্ভীরার ভিতর গিয়া প্রভুকে দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, মহাপ্রভুর নাক, মুখ ও গণ্ড দিয়া ঝর

ঝর্ করিয়া রক্তধারা পড়িতেছে ! প্রভুর দশা দেখিয়া স্বরূপের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। বহু যত্নে স্বরূপ ও গোবিন্দ প্রভুকে কিঞ্চিৎ সুস্থির করিলেন। স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন—'প্রভু ! তুমি ইহা কি করিলে ?'

প্রভু বলিলেন,—'কি করিব, চিত্তের উদ্বেগে ঘরে স্থির থাকিতে পারি না। বাহিরে যাইতে দ্বার অনুসন্ধান করিতেছি, কোথাও দ্বার পাই নাই, ভিত্তিতে মুখে, নাকে, গণ্ডে লাগিয়া রক্ত পড়িতেছে ! হা স্বরূপ ! আমার কোটি প্রাণ-প্রতিম শ্রীকৃষ্ণ কোথায় ? আমি তো তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। এখন আমার উপায় কি বল ? কি করি কোথায় যাই।' শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"এই মত বিলপিতে অর্দ্ধরাত্রি গেল।
গম্ভীরাতে স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুকে শোয়াইল ॥
প্রভুকে শোয়াঞা রামানন্দ গেলা ঘরে।
স্বরূপ গোবিন্দ শুইল গম্ভীরার দ্বারে ॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর গর গর মন।
নামসঙ্কীর্ত্তন করে বসি করে জাগরণ ॥
বিরহে ব্যাকুল প্রভুর উদ্বেগ উঠিলা।
গম্ভীরার ভিত্ত্যে মুখ ঘষিতে লাগিলা ॥
মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার।
ভাবাবেশে না জানে প্রভু পড়ে রক্তধার ॥
সর্ব্বরাত্রি করে ভাবে মুখ সংঘর্ষণ।
গোঁ গোঁ শব্দ করে স্বরূপ শুনিল তখন ॥
দীপ জ্বালি ঘরে গেল, দেখি প্রভুর মুখ।
স্বরূপ গোবিন্দ দোঁহার হৈল মহাদুঃখ ॥
প্রভুকে শয্যাতে আনি সুস্থির করিল।
'কাঁহা কৈলে এই তুমি ?' স্বরূপ পুছিল ॥
প্রভু কহে—উদ্বেগে ঘরে না পারি রহিতে।
দ্বার চাহি বুলি শীঘ্র বাহির হইতে ॥
দ্বার নাহি পাই, মুখ লাগে চারিভিতে।
ক্ষত হয় রক্ত পড়ে না পারি যাইতে ॥" (ঐ)

এতাদৃশ অলৌকিক লীলাময় শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে উদিত হইয়া তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছেন।

ক মে কান্তঃ কৃষ্ণস্ত্বরিতমিহ তং লোকয় সখে !
ত্বমেবেতি দ্বারাধিপমভিদধন্নুন্মদ ইব।
দ্রুতং গচ্ছ দ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তদুক্তেন ধৃত-তদ্-
ভুজান্তো গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। "হে সখে ! আমার কান্ত শ্রীকৃষ্ণ কোথায় ? তুমি শীঘ্র আমাকে এখানে তাঁহার দর্শন করাও" উন্মত্তবৎ যিনি শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের দ্বারপালকে এই কথা বলিয়াছিলেন এবং 'প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের দর্শনজন্য তুমি শীঘ্র গমন কর' দ্বারপালের এই কথা শুনিয়া যিনি তাঁহার হস্তধারণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমায় প্রমত্ত করিয়া তুলিতেছেন ॥ ৭ ॥

টীকা। কদাচিৎ পুরীদ্বারং গত্বা প্রলপন্তং গৌরাঙ্গং স্মরন্ স্তৌতি ক মে ইতি। শ্রীকৃষ্ণং গোপয়ন্তীং স্বসঙ্গিনীং পুরীদ্বারপালং মত্বাহ। হে সখে মে মম কান্তঃ কমনীয়ঃ কৃষ্ণঃ ক কুত্র ! তং কৃষ্ণম্ ইহ স্থলে ত্বমেব লোকয় দর্শয় ইতি দ্বারাধিপং দ্বারপালম্ উন্মদ উন্মত্ত ইব অভিদধন্ কথয়ন্। অভিদধন্নিতি দধঙ্ দানে ইত্যস্য পরস্মৈপদমিচ্ছন্তি আত্মনেপদিনাং ক্বচিদিতি ন্যায়েন শতৃ প্রত্যয়ান্তস্য প্রয়োগঃ নতু ধাধাতোঃ ন যক্ষাদিহ্বাদেরিত্যনেন নুম্ নিষেধাদ্দধদিতি প্রয়োগাপত্তেঃ। অস্য পরস্মৈপদিত্বে প্রয়োগোহপি ময়ূরভট্টেন দত্তঃ। তথাচ। আদধ্যাদন্ধকারে রতিমতিশয়নীমিতি। পুনঃ কিম্ভূতঃ সন্ তং শ্রীকৃষ্ণং দ্রষ্টুং দ্রুতং গচ্ছ ইতি তদুক্তেন দ্বারপালোক্ত্যাধৃত তদ্ভুজান্তো গৃহীত দ্বারপালকরঃ ॥ ৭ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচলের রহস্যময়ী লীলা-স্ফূর্তির পরম্পরা চলিয়াছে ! প্রেমোন্মত্ত শ্রীগৌরহরি স্বীয় মধুময়ী লীলার স্ফুরণ জাগাইয়া বিরহী শ্রীপাদের চিত্তকে আনন্দোন্মাদিত করিয়া তুলিতেছেন !

"একদিন সে আপন, প্রাণার্ব্বুদ সমান,
ব্রজলাগি বিরহে বিভোর।
করেন প্রলাপ অতি, তাপ-বিকল-মতি,
অবিরত উন্মাদের ঘোর ॥
বাহিরে যাইতে চান, যাইতে না পাইয়া পুন,
ভিত্তে ঘর্ষে বদন-কমল।
পড়ে রুধিরের ধার, মুখে গণ্ডে অপার,
হেরি স্বরূপ গোবিন্দ বিকল ॥
আরে মোর সোনার গৌরাঙ্গ প্রভু !
হৃদয়ে উদিত হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥" ৬ ॥

এক দিবস শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-ব্যাকুল শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে যাইয়া পথিমধ্যেই শ্রীকৃষ্ণদর্শন-নিমিত্ত সাতিশয় অধীর হইয়া পড়িলেন। জগন্নাথ মন্দিরের দ্বারপাল মহাপ্রভুর এই ভাববৈকল্য দর্শনে দ্বারের সম্মুখে আসিয়া প্রভুকে বন্দনা করিলেন। প্রভু তৎক্ষণাৎ তাঁহার হাত ধরিয়া নয়ননীরে ভাসিয়া অতি ব্যাকুলভাবে তাঁহাকে বলিলেন—"সখে! আমার কৃষ্ণ কোথায়, আমি তাঁহাকে না দেখিয়া আর ক্ষণকালও স্থির হইতে পারিতেছি না। অতি সত্বর এখানেই আমার প্রাণ-বল্লভকে দেখাও, আমি যে আর তিলার্ধও ধৈর্য ধরিতে পারি না।"

মহাপ্রভুর ব্যাকুলতা দর্শনে দ্বারপালও ব্যাকুলিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—'আসুন, আপনার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে এখনি দর্শন করাইতেছি।' মহাপ্রভুর হাত ধরিয়া মন্দিরমধ্যে লইয়া গিয়া তিনি শ্রীজগন্নাথদেবকে দেখাইয়া বলিলেন—"এই যে আপনার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ, আপনি প্রাণভরিয়া দর্শন করুন।" মহাপ্রভু গরুড়স্তম্ভের নিকটে গিয়া অতি সতৃষ্ণ নয়নে জগন্নাথ দর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবও মোহনমুরলীধারীরূপে প্রভুর নয়ন-গোচর হইলেন! প্রভুর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের বিশাল সৌন্দর্য-সাগরে ডুবিয়া গেল! এ বিষয়ে শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামীর মধুময়ী লেখনী—

"একদিন প্রভু গেলা জগন্নাথ-দর্শনে।
সিংহদ্বারের দলই আসি করিল বন্দনে॥
তারে কহে—কাঁহা কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
'মোরে কৃষ্ণ দেখাও' বলি ধরে তার হাথ॥
সেই কহে—ইহাঁ হয় ব্রজেন্দ্রনন্দন।
আইস তুমি মোর সঙ্গে, করাঙ দর্শন॥
'তুমি মোর সখা, দেখাও কাহাঁ প্রাণনাথ।'
এতবলি জগমোহন গেলা ধরি তার হাথ॥
সেই বলে—এই দেখ শ্রীপুরুষোত্তম।
নেত্র ভরিয়া তুমি করহ দর্শন॥
গরুড়ের পাছে রহি করে দরশন।
দেখেন—জগন্নাথ হয় মুরলীবদন॥" (চৈঃ চঃ অন্ত্য-১৬শ পরিঃ)

সেই দিনের প্রভুর পরবর্তি লীলাটিও অতীব চমৎকার। শ্রীমহাপ্রসাদের মহামহিমার ব্যঞ্জক। যদিও শ্রীপাদ রঘুনাথ মূলশ্লোকে সে বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেন নাই, তথাপি আমরা প্রসঙ্গতঃ ভক্তবৃন্দের আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অবলম্বনে সংক্ষিপ্তভাবে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

মহাপ্রভু যখন বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া নয়ন-চষকে শ্রীকৃষ্ণের রূপসুধা পান করিতেছিলেন, তখন সহসা গোপালবল্লভ ভোগ লাগিয়া আরাত্রিকের শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ভোগ সরিলে জগন্নাথের

সেবকেরা প্রসাদ, মাল্য লইয়া প্রভুর নিকটে আগমন করিলেন, প্রভুর গলায় প্রসাদী মালা পরাইয়া হাতে প্রসাদ দিলেন। মূল্যবান্ প্রসাদ প্রভুকে কিঞ্চিৎ সেবন করিতে অনুরোধ করিলেন। মহাপ্রভু কিঞ্চিৎ প্রসাদ মুখে দিয়া অবশিষ্ট প্রসাদ গোবিন্দের আঁচলে বাঁধিলেন। কোটি অমৃত অপেক্ষাও অধিক আস্বাদন অনুভব করিয়া শ্রীকৃষ্ণাধরামৃতের স্ফুরণে প্রভু মহাপ্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং 'সুকৃতিলভ্য ফেলালব' শব্দটি বার বার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

"সুকৃতিলভ্য ফেলালব বলে বার বার।
ঈশ্বরসেবক পুছে—প্রভু! কি অর্থ ইহার॥
প্রভু কহে—এই যে দিলে কৃষ্ণাধরামৃত।
ব্রহ্মাদিদুর্ল্লভ এই—নিন্দয়ে অমৃত॥
কৃষ্ণের যে ভুক্তশেষ তার 'ফেলা' নাম।
তার এক লব পায় সেই ভাগ্যবান্॥
সামান্য ভাগ্য হৈতে তার প্রাপ্তি নাহি হয়।
কৃষ্ণের যাতে পূর্ণ কৃপা সেই তাহা পায়॥
সুকৃতি-শব্দে কহে—কৃষ্ণকৃপাহেতু পুণ্য।
সেই যার হয়, ফেলা পায় সেই ধন্য॥
এত বলি প্রভু তাঁসভারে বিদায় দিলা।
উপলভোগ দেখিয়া প্রভু নিজবাসা আইলা॥" (চৈঃ চঃ ঐ)

প্রভু গম্ভীরায় আসিলেন বটে, কিন্তু সারাদিন অন্তরে শ্রীকৃষ্ণাধরামৃতের তীব্র স্ফুরণে চিত্ত-মন আলুলায়িত হইতে লাগিল। সন্ধ্যাকালে ভক্তগণ একে একে সান্ধ্য-গগনের তারকারাজির ন্যায় গৌর-শশীকে ঘিরিয়া বসিলেন। কৃষ্ণকথার প্রবাহ ছুটিল। প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ সেখানে প্রসাদ আনয়ন করিলেন। প্রভু প্রথমত পুরীভারতীদের কিছু কিছু প্রসাদ পাঠাইলেন। স্বরূপ, রামানন্দ, সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রভৃতি সকলকে প্রসাদ বাঁটিয়া দিলেন। প্রসাদের মাধুর্য ও সৌরভ্য সকলের নিকট অলৌকিক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। অলৌকিক স্বাদে সকলেই বিস্মিত হইলে প্রভু প্রসাদের অপ্রাকৃতত্ব-সম্বন্ধে সারগর্ভ কথা তুলিলেন—

"প্রভু কহে—এই সব প্রাকৃত দ্রব্য।
ঐক্ষব কর্পূর মরিচ এলাচি লঙ্গ গব্য॥
রসবাস গুড়ত্বক্ আদি যত সব।
প্রাকৃত বস্তুর স্বাদু সভার অনুভব॥

সেই দ্রব্যের এই স্বাদু, গন্ধ লোকাতীত।
আস্বাদ করিয়া দেখ সভার প্রতীত॥
আস্বাদ দূরে রহু যার গন্ধে মাতে মন।
আপনা বিনু অন্য মাধুর্য্য করায় বিস্মরণ॥
তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধরস্পর্শ হৈল।
অধরের গুণ সব ইহাতে সঞ্চারিল॥
অলৌকিক গন্ধ স্বাদু—অন্য বিস্মারণ।
মহামাদক এই কৃষ্ণাধরের গুণ॥
অনেক সুকৃতে ইহার হঞাছে সম্প্রাপ্তি।
সভেই আস্বাদ কর করি মহাভক্তি॥
হরিধ্বনি করি সভে কৈল আস্বাদন।
আস্বাদিতে প্রেমে মত্ত হইল সভার মন॥" (ঐ)

দেখিতে দেখিতে প্রভুর চিত্ত, মন কৃষ্ণাধরামৃত আস্বাদনের গভীর রাজ্যে প্রবিষ্ট হইল। শ্রীরাধারাণীর কৃষ্ণাধরামৃত আস্বাদনের ভাবে প্রভু আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। ভাবসিন্ধুতে কত শত মান অভিমানের তরঙ্গ জাগিয়া প্রভুর চিত্তকে অসীমের দিকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। প্রভুর আদেশে তাঁহার অন্তর বুঝিয়া রামানন্দ গোপী-গীতির একটি শ্লোক পাঠ করিলেন—

"সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠুচুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্॥" (ভাঃ-১০।৩১।১৪)

শ্লোক শ্রবণে প্রভু ভাবাবেশে প্রলাপে শ্লোকের অপূর্ব রসোদ্গার করিলেন।

"তনু-মন করে ক্ষোভ, বাড়ায় সুরত-লোভ,
হর্ষ-শোকাদি-ভাব বিনাশয়।
পাসরায় অন্য রস, জগৎ করে আত্মবশ,
লজ্জা ধর্ম্ম ধৈর্য্য করে ক্ষয়॥
নাগর! শুন তোমার অধর-চরিত।
মাতায় নারীর মন, জিহ্বা করে আকর্ষণ,
বিচারিতে সব বিপরীত॥ ধ্রু॥
আছুক নারীর কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তোমার অধর বড় ধৃষ্টরায়।
পুরুষে করে আকর্ষণ, আপনা পিয়াইতে মন,
অন্য রস সব পাসরায়॥

সচেতন রহু দূরে, অচেতন সচেতন করে,
তোমার অধর বড় বাজিকর ।
তোমার বেণু শুষ্কেন্ধন, তার জন্মায় ইন্দ্রিয়-মন,
তারে আপনা পিয়ায় নিরন্তর ॥
বেণু ধৃষ্ট-পুরুষ হঞা, পুরুষাধর পিঞা পিঞা,
গোপীগণে জানায় নিজ পান ।
অহো শুন গোপীগণ ! বলে পিঙ তোমার ধন,
তোমার যদি থাকে অভিমান ॥
তবে মোরে ক্রোধ করি, লজ্জা ভয় ধর্ম্ম ছাড়ি,
ছাড়ি দিমু করসিঞা পান ।
নহে পিমু নিরন্তর, তোমারে মোর নাহি ডর,
অন্যে দেখোঁ তৃণের সমান ॥" (ঐ)

ঐইরূপে মহাপ্রভুর ভাবের প্রবাহ বহু দূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইয়া পড়িল। স্বরূপ, রামানন্দাদির চিত্ত-মন শফরীর ন্যায় সেই ভাবের প্রবাহে তরঙ্গে তরঙ্গে সন্তরণ করিতে লাগিল। শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন,— সেই ভাবনিধি শ্রীগৌরসুন্দর আমার চিত্তে সমুদিত হইয়া আমায় আনন্দোন্মত্ত করিয়া তুলিতেছেন !

"একদা গোকুলচাঁদে, দরশন মন সাধে,
ঠাকুর মন্দিরে চলি যায় ।
দ্বারে আছে দৌবারিক, তারে দেখি সমধিক,
ভাবোন্মাদে মত্ত গোরারায় ॥
তারে কহে 'ওহে শুন, তুমি সে বন্ধু আপন,
বল কোথা সে প্রাণগোবিন্দ !'
প্রভুর সম্ভাষ শুনি, দৌবারিক সে আপনি,
কহে বুঝি ভাব-অনুবন্ধ ॥
'চলহ ত্বরিতে দেখ, তোমার সে প্রাণসখ,'
এত শুনি ধরে তার হাত ।
রাধিকা-ভাবিত-মতি, নিজে গোপী প্রাণপতি,
আপনে বোলয়ে প্রাণনাথ ॥

সমীপে নীলাদ্রেশ্চটক-গিরিরাজস্য কলনা-
দয়ে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুমিতঃ।
ব্রজন্নস্মীত্যুক্ত্বা প্রমদ ইব ধাবন্নবধৃতো
গণৈঃ স্বৈর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। যিনি নীলাচলের নিকট চটক নামক পর্বতপ্রধানকে দেখিতে পাইয়া 'হে বান্ধবগণ! আমি এস্থান (নীলাচল) হইতে ব্রজে শ্রীগিরিরাজ গোবর্ধনকে দর্শন করিতে গমন করিতেছি,' এইরূপ বলিয়া প্রমত্তের ন্যায় ধাবিত হইয়াছিলেন এবং নিজজন কর্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন; সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমায় সাতিশয় উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছেন ॥ ৮ ॥

টীকা। পুনঃ কিম্ভূতঃ সন্ নীলাদ্রেঃ সমীপে চটকগিরিরাজস্য কলনাদ্দর্শনাৎ প্রমদঃ প্রমত্ত ইব ধাবন্ স্বৈর্গণৈঃ স্বরূপাদিভিরবধৃতো নিশ্চিত আবৃত ইতি বা। কিং কৃত্বা ধাবন্ গোষ্ঠে ব্রজে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুং দ্রষ্টুম্ ইতঃ ক্ষেত্রাৎ অয়ে গচ্ছাম্যস্মি ইত্যুক্ত্বা ব্রজন্। যদ্বা অয়ে বান্ধবলোকিতুং ব্রজন্নস্মি গচ্ছন্ ভবামীতি ॥ ৮ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপর একটি ব্রজভূমির বা ব্রজরসের পরমাবেশময়ী লীলার স্ফুরণ জাগিল। নীলাচললীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর চিত্ত থাকিত নিরন্তর ব্রজলীলা ও ব্রজভূমির অনুধ্যানে নিমগ্ন। বিশেষতঃ শ্রীশ্রীরাধামাধবের রহস্যময় বিহারভূমি বৃন্দাবন, রাসস্থলী, যমুনা, গিরিরাজ গোবর্ধন ইত্যাদি স্থানের প্রতি ছিল তার চিত্তের প্রগাঢ় আবেশ। বন দেখিলেই মনে হইত বৃন্দাবন, নদী দেখিলেই যমুনা এবং পর্বত দেখিলেই গোবর্ধন মনে হইত। কারণ কোন প্রকার উদ্দীপনার পদার্থ বাহ্যেন্দ্রিয়গোচর হইলেই ধ্যেয়বস্তুকে যেন নয়নের সম্মুখে মূর্ত করিয়া দেয়! প্রভুর সততই মনে উদিত হইত গিরিরাজ গোবর্ধনের সৌন্দর্য, মাধুর্য ও লীলাবৈভবের কথা। তিনি নিয়ত গোবর্ধনে শ্রীকৃষ্ণের রহস্যময় লীলার অনুধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন।

এইরূপ অবস্থায় ভাবনিধি গৌরসুন্দর একদা কৃষ্ণবিরহে উন্মনা-দশায় গম্ভীরা হইতে সিন্ধুর দিকে যাইতেছিলেন। অঙ্গসেবক গোবিন্দ তাঁহার পশ্চাতে। এই সময়ে সহসা তিনি চটকপর্বত দেখিতে পাইলেন। তখনি তাঁহার বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইয়া গেল। তাঁহার ধারণা হইল, তিনি ব্রজধামে উপস্থিত আছেন। ঐ যে গিরিরাজ গোবর্ধন তাঁহার সম্মুখে বিরাজমান! শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

আরে মোর সোনার গৌরাঙ্গ প্রভু।
হৃদয়ে-উদিত হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥" ৭ ॥

"একদিন মহাপ্রভু সমুদ্র যাইতে।
চটক-পর্বত দেখিল আচম্বিতে ॥
গোবর্দ্ধন শৈল-জ্ঞানে আবিষ্ট হইলা।
পর্ব্বত-দিশাতে প্রভু ধাইয়া চলিলা ॥"

"হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ পানীয়সূজবসকন্দরকন্দমূলৈঃ ॥"

(ভাঃ-১০।২১।১৮)

শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শ্রবণে মুগ্ধচিত্তা কোন গোপী সখীগণকে বলিলেন— 'হে অবলাগণ! এই গিরিরাজ গোবর্ধন নিশ্চয়ই হরিদাসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু ইনি শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণস্পর্শে প্রমোদিত হইয়া পানীয়জল, উত্তম তৃণ, কন্দর (গুহা), কন্দ ও মূলদ্বারা গোগণ ও গোপালগণের সহিত রামকৃষ্ণের যথোচিত পূজা বিধান করিতেছেন।'

"এই শ্লোক পড়ি প্রভু চলে বায়ুবেগে।
গোবিন্দ ধাইল পাছে, নাহি পায় লাগে ॥
ফুকার পড়িল, মহা কোলাহল হৈল।
যেই যাহাঁ ছিল, সেই উঠিয়া ধাইল ॥
স্বরূপ জগদানন্দ পণ্ডিত গদাধর।
রামাই-নন্দাই নীলাই পণ্ডিত শঙ্কর ॥
পুরী-ভারতী-গোসাঞি আইলা সিন্ধুতীরে।
ভগবানাচার্য্য খঞ্জ চলিলা ধীরে ধীরে ॥
প্রথমে চলিলা প্রভু যেন বায়ুগতি।
স্তম্ভভাব পথে হৈল—চলিতে নাই শক্তি ॥
প্রতিরোমকূপে মাংস-ব্রণের আকার।
তার উপরে রোমোদ্গম কদম্বপ্রকার ॥
প্রতিরোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার।
কণ্ঠ ঘর্ঘর,—নাহি বর্ণের উচ্চার ॥
দুই নেত্রভরি অশ্রু বহয়ে অপার।
সমুদ্রে মিলিল যেন গঙ্গা-যমুনা ধার ॥
বৈবর্ণ্যে শঙ্খপ্রায় শ্বেত হৈল অঙ্গ।
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্র-তরঙ্গ ॥

কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
তবে ত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা ॥" (চৈঃ চঃ অন্ত্য-১৪শ পরিঃ)

গোবিন্দ প্রভুর দশা দর্শনে শ্রীঅঙ্গে করোয়ার জল সেচন ও বহির্বাসদ্বারা বাতাস দিতে লাগি-লেন। স্বরূপাদি ভক্তগণও তখন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভুর দশা দর্শনে সকলে হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শ্রীপাদ স্বরূপ প্রভুর কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-কীর্তন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা শীতল জলে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ সেচন করিতে লাগিলেন। বহুবার এইরূপ করার পর মহাপ্রভু সহসা 'হরিবোল' বলিয়া উঠিয়া বসিলেন। আনন্দে বৈষ্ণবগণও হরিধ্বনি করিলেন। সমুদ্রপথে তখন শত শত লোক সমবেত হইয়াছিলেন। সকলের তুমুল হরিধ্বনিতে দিগন্ত প্রতিনাদিত হইয়া উঠিল! প্রভুর অর্ধবাহ্যদশা। এদিক ওদিক তাকাইতেছেন। নয়নে বদনে বিস্ময়ের ছাপ। যাহা দেখিতে চাহিতেছেন, তাহা যেন দেখিতে পাইতেছেন না। সম্মুখে শ্রীস্বরূপকে দেখিয়া প্রশ্ন করিতেছেন—

"গোবর্দ্ধন হৈতে মোরে কে ইহাঁ আনিল।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল ॥
ইহাঁ হৈতে আজি মুঞি গেলুঁ গোবর্দ্ধন।
দেখোঁ যদি কৃষ্ণ করে গোধন-চারণ ॥
গোবর্দ্ধনে চঢ়ি কৃষ্ণ বাজাইলা বেণু।
গোবর্দ্ধনে চৌদিকে চরে সব ধেনু ॥
বেণুনাদ শুনি আইলা রাধাঠাকুরাণী।
তাঁর রূপ ভাব সখি! বর্ণিতে না জানি ॥
রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে।
সখীগণ কহে মোকে ফুল উঠাইতে ॥
হেনকালে তুমি সব কোলাহল কৈলা।
তাঁহা হৈতে ধরি মোরে ইহাঁ লঞা আইলা ॥
কেনে বা আনিলা মোরে বৃথা দুঃখ দিতে?
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইলুঁ দেখিতে ॥
এত বলি মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন।
তাঁর দশা দেখি বৈষ্ণব করেন রোদন ॥" (ঐ)

ইত্যবসরে শ্রীমৎ পরমানন্দপুরী ও শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ ভারতী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের দর্শনে প্রভু বাহ্যদশা লাভ করিয়া যুগপৎ ব্যস্ত ও লজ্জিত হইয়া তাঁহাদের চরণ বন্দনা করিয়া

অলং-দোলা খেলা-মহসি বর-তন্মণ্ডপতলে
স্বরূপেণ স্বেনাপর-নিজগণেনাপি মিলিতঃ।
স্বয়ং কুর্ব্বন্নাম্নামতি-মধুরগানং মুরভিদঃ
সরঙ্গো গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। দোলোৎসবে বিচিত্র মণ্ডপতলে সুসজ্জিত দোলা দর্শনে যিনি স্বরূপাদি নিজগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মধুর নামগান করিতে করিতে দোলালীলার অভিনয় করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার চিত্তে সমুদিত হইয়া আমায় আনন্দোন্মত্ত করিয়া তুলিতেছেন ॥ ৯ ॥

টীকা। সভক্তমাবির্ভবন্তমনুভূয় পরমাহ্লাদেন স্তৌতি অলমিতি। পুনঃ কিম্ভূতঃ সন্ মুরভিদঃ শ্রীকৃষ্ণস্য নাম্নামতিমধুরগানং কুর্ব্বন্ সরঙ্গঃ তদভিনয়বান্। কিম্ভূতো গানং কুর্ব্বন্ বর-তন্মণ্ডপতলে স্বেন স্বীয়েন স্বরূপেণ অপর নিজগণেনাপি মিলিতঃ। বরং শ্রেষ্ঠং তৎপ্রসিদ্ধং যন্মণ্ডপতলং মণ্ডপং ভূতলবৎ স্বার্থে তলপ্রত্যয়ঃ। অথবা তস্য তলে তন্নিকটপ্রদেশে। কিম্ভূতে অলং দোলাখেলাম-হসি অলং ভূষণং তদ্যুক্তা যা দোলা দোলসাধন কাষ্ঠরচিত পর্য্যঙ্ক বিশেষস্তত্র যা খেলা লীলা কৌতুকং তেন মহঃ শোভা যস্য তস্মিন্ ॥ ৯ ॥

প্রশ্ন করিলেন—তাঁহারা এত দূরে আসিয়াছেন কেন? পুরী গোসাঞি বলিলেন—'তোমার নৃত্য দেখিব মনে করিয়া এখানে আসিয়াছি।' প্রভু লজ্জিত হইয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। স্নানের সময় জানিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে স্নানার্থ সমুদ্রতটে লইয়া গেলেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—'এইরূপ অদ্ভুত লীলা-ময় ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমায় উন্মাদিত করিতেছেন।

"নীলাচল নিকটেতে, দেখি চটকপর্ব্বতে,
ভাবে মত্ত গৌর নটরাজ।
যাব সে আমি গোকুলে, গৌর গুণনিধি বলে,
দেখিতে গোবর্দ্ধন গিরিরাজ ॥
উন্মাদ বাতুল যেন, পথাপথ নাহি জ্ঞান,
মহাবেগে সেই দিকে ধায়।
হেনকালে নিজগণ, দ্বারা প্রভু ধৃত হন,
অদ্ভুত সাত্ত্বিক ভাবোদয় ॥
আরে মোর সোনার গৌরাঙ্গ প্রভু।
হৃদয়ে উদিত হইয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥" ৮ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে লীলার স্ফুরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা পুরীধামে ভক্তগণসঙ্গে শ্রীজগন্নাথের দোলালীলা-বিশেষের আস্বাদন বলিয়াই মনে হয়। গৌড়ের ভক্তগণের শ্রীক্ষেত্রে চাতুর্মাস্য যাপনকালে প্রভুসঙ্গে শ্রীজগন্নাথের বিবিধ লীলার দর্শন, আস্বাদন ও ভাবময় অনুকরণের কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়। যথা—

"চারিমাস রহিলা সভে মহাপ্রভুসঙ্গে।
জগন্নাথের নানা যাত্রা দেখে মহারঙ্গে ॥
এই মত নানারঙ্গে চাতুর্ম্মাস্য গেলা।
কৃষ্ণজন্ম-যাত্রায় প্রভু গোপবেশ হৈলা ॥
কৃষ্ণজন্মযাত্রা দিনে নন্দ-মহোৎসব।
গোপবেশ হৈলা প্রভু লৈয়া ভক্তসব ॥
দধি-দুগ্ধ-ভার সভে নিজস্কন্ধে করি।
মহোৎসবের স্থানে আইলা বলি 'হরি হরি' ॥
কানাঞি-খুটিয়া আছে নন্দবেশ ধরি।
জগন্নাথ মাহিতী হইয়াছে ব্রজেশ্বরী ॥
আপনে প্রতাপরুদ্র আর মিশ্র কাশী।
সার্ব্বভৌম আর পড়িছাপাত্র তুলসী ॥
ইহা সভা লৈয়া প্রভু করে নৃত্য-রঙ্গ।
দধি-দুগ্ধ-হরিদ্রাজলে ভরে সভার অঙ্গ ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ১৫শ পরিঃ)

এইরূপই ভক্তগণ সঙ্গে প্রভুর বিজয়াদশমী, রাসযাত্রা, দীপাবলী, উত্থান-যাত্রা প্রভৃতির আবেশময় আস্বাদনের কথা জানা যায়।

"বিজয়াদশমী লঙ্কাবিজয়ের দিনে।
বানরসৈন্য হয় প্রভু লৈয়া ভক্তগণে ॥
হনুমানাবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লৈয়া।
লঙ্কার গড়ে চড়ি ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া।
'কাহাঁ রে রাবণা !' প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
'জগন্মাতা হরে পাপী, মারিমু সবংশে ॥'
গোসাঞির আবেশ দেখি লোক চমৎকার।
সর্ব্বলোক 'জয় জয়' বোলে বার বার ॥

এই মত রাসযাত্রা আর দীপাবলী।
উত্থানদ্বাদশীযাত্রা দেখিল সকলি ॥" (ঐ)

সেইরূপই এই শ্লোকের আস্বাদ্য লীলা ঝুলনযাত্রা বলিয়া মনে হয়। সুসজ্জিত মণ্ডপে নানারত্ন অলঙ্কারে মণ্ডিত দোলা দর্শনে ভাবনিধি মহাপ্রভুর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনলীলার অপূর্ব আবেশ। এইসব লীলায় বা অনুষ্ঠানে মহাপ্রভুর আবেশ এবং আস্বাদন যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য বিচিত্র পরিবেশ সৃষ্টি বিষয়ে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের ভাণ্ডার উন্মুক্ত ছিল। আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীলক্ষ্মীর বিজয়-লীলায় তাহা দেখিতে পাই।

"হোরাপঞ্চমীর দিন আইল জানিয়া।
কাশীমিশ্রে কহে রাজা সযত্ন করিয়া—॥
কালি হোরাপঞ্চমী—শ্রীলক্ষ্মীর বিজয়।
ঐছে উৎসব কর, যৈছে কভু নাহি হয় ॥
মহোৎসব কর তৈছে বিশেষ সম্ভার।
দেখি মহাপ্রভু যৈছে হয় চমৎকার ॥
ঠাকুরের ভাণ্ডারে, আর আমার ভাণ্ডারে।
চিত্র বস্ত্র আর ছত্র কিঙ্কিণী চামরে ॥
ধ্বজ পতাকা ঘণ্টা দর্পণ করহ মণ্ডনী।
নানাবাদ্য নৃত্য দোলা করহ সাজনী ॥
দ্বিগুণ করিয়া কর সব উপহার।
রথযাত্রা হৈতে যেন হয় চমৎকার ॥
সেইত করিহ—প্রভু লঞা নিজ-গণ।
স্বচ্ছন্দে আসিয়া যৈছে করেন দর্শন ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ১৪শ পরিঃ)

ঝুলনোৎসবে সুসজ্জিত শ্রেষ্ঠ মণ্ডপতলে স্বরূপাদি গণসঙ্গে প্রভু উপবিষ্ট আছেন। সম্মুখে রত্নালঙ্কারে ভূষিত বিচিত্র হিন্দোলা শোভা পাইতেছে। হিন্দোলায় শ্রীমদনমোহন বিরাজমান। ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভু মধুর স্বরে নামকীর্তন করিতেছেন। স্বরূপ প্রভুর মন বুঝিয়া মধুকণ্ঠে ঝুলনলীলার পদ গান আরম্ভ করিলেন—

"দেখ সখি ঝুলত যুগলকিশোর।
নীলমণি জড়াওল কাঞ্চনজোর ॥

দয়াং যো গোবিন্দে গরুড় ইব লক্ষ্মীপতিরলং
পুরীদেবে ভক্তিং য ইব গুরুবর্য্যে যদুবরঃ।
স্বরূপে যঃ স্নেহং গিরিধর ইব শ্রীল-সুবলে
বিধত্তে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ১০ ॥

ললিতা বিশাখা সখী ঝুলায়ত সুখে।
আনন্দে মগন হেরি দোঁহে দোঁহা মুখে ॥
গরজত গগনে সঘনে ঘন ঘোর।
রঙ্গিণী সঙ্গিনী ঘেরত চৌত্তর ॥
বিবিধ কুসুমে সবে রচিয়া হিন্দোলা।
দোলায় যুগল সখী আনন্দে বিভোলা ॥
ঝুলাওত সখীগণ করতালী দিয়া।
সুবদনী কহে পাছে গিরয়ে বন্ধুয়া ॥
বিগলিত দুকূল উদিত স্বেদ-বিন্দু।
অমিয়া ঝরয়ে যেন দুহুঁ মুখ-ইন্দু ॥
হেরি সব সখীগণ দোঁহাকার শ্রম।
চামর-বীজন লেই করয়ে সেবন ॥
ভ্রমর কোকিল সব বসি তরু-ডালে।
রতি জয় রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ বোলে ॥" (ঐ)

স্বরূপের গানে মহাপ্রভুর বিপুল ভাবাবেশ। শ্রীরাধার ভাবে তরল নেত্রে শ্রীমদনমোহনের বদন পানে চাহিয়া শ্রীঅঙ্গ দোলাইতেছেন। ঠিক যেন কাহারো বামে বসিয়া ঝুলিতেছেন। প্রভুর আবেশে ভক্তবৃন্দও ঝুলন-রসাবেশে মগ্ন। লীলার প্রত্যক্ষদ্রষ্টা শ্রীরঘুনাথ বলিতেছেন—'সেই শ্রীগৌরহরি আমার চিত্তে সমুদিত হইয়া আমায় উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছেন।'

"দোলা-মহোৎসব-কালে, বসি দোলমঞ্চ-তলে,
স্বরূপাদি নিজগণ সনে।
আপনে গৌরাঙ্গ রায়, নিজ নাম গান গায়,
পরিপূর্ণ মাধুর্য-তরঙ্গে ॥
সে অঙ্গ যে নিরখিল, প্রেমামৃতে সে মজিল,
আর কি ভুলিতে পারে কভু।
হৃদয়ে হইয়া উদিত, মাতায় মোরে সতত,
প্রেমসিন্ধু স্বর্ণ-গৌর প্রভু ॥" ৯ ॥

অনুবাদ। শ্রীমন্নারায়ণের গরুড়ে যে প্রকার দয়া, তদনুরূপ দয়া যিনি অঙ্গসেবক গোবিন্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন, শ্রীসান্দীপনি মুনির প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ ভক্তি, যিনি ঈশ্বরপুরীতে তদ্রূপ ভক্তি বিধান করিয়াছিলেন এবং সুবলের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যাদৃশ স্নেহ, তাদৃশ স্নেহ যিনি শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর প্রতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমায় আনন্দোন্মত্ত করিয়া তুলিতেছেন।

টীকা। কৃপার্দ্রচেতসমাবির্ভবন্তং স্বভাবসিদ্ধ তৎকৃপালুতাং ব্যঞ্জয়ন্ স্তৌতি দয়ামিতি। লক্ষ্মীপতির্নারায়ণো যথা গরুড়ে তথা যো গোবিন্দে তন্নাম্নি ভক্তে দয়াং বিধত্তে। এবং গুরুবর্য্যে সান্দীপনিমুনৌ যদুবরঃ শ্রীকৃষ্ণ ইব যঃ পুরীদেবে ঈশ্বরপুরী গোস্বামিনি ভক্তিম্। এবং সুবলে তন্নাম্নি সখ্যৌ গিরিধর ইব পর্ব্বতধারি শ্রীকৃষ্ণ ইব স্বরূপে স্বরূপগোস্বামিনি যঃ স্নেহং বিধত্ত ইতি। সর্ব্বত্র বিধত্ত ইতি ক্রিয়া সম্বন্ধঃ। যদুবর ইবেত্যস্যায়ং ভাবঃ। যথা অবধূত ব্রাহ্মণাচ্চতুর্বিংশতি গুরূপাখ্যানং শৃণ্বতো যদোগু রুষু ভক্তির্দৃঢ়া জাতা। তথা তদন্বয় প্রকটিতস্যাপি তদ্বদাচার উচিত এব। গিরিধর ইত্যস্যায়ং ভাবঃ। শ্রীসুবলস্য প্রিয়নর্ম্ম সখত্বেন চন্দ্রাবল্যা সহ শ্রীকৃষ্ণস্য যঃ প্রেমা তস্য জ্ঞাতৃত্বেন কৃষ্ণদ্বেষিণস্তৎ পতের্গোবর্দ্ধনমল্লাৎ পরিশঙ্কিত্বেন বিমনায়মানং তং গোবর্দ্ধনোদ্ধরণেন কোঽয়ং গোবর্দ্ধনমল্লোঽত্যল্পপ্রাণস্তং প্রতি কা শঙ্কেতি প্রোৎসাহয়তীতি ॥ ১০ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। অখিল ভক্তভাবময় অবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীগুরুজনের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা, সখ্যভাবাপন্নজনে প্রীতি মৈত্রী এবং কনিষ্ঠজনে স্নেহ কৃপা এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে। সবই শ্রীপাদ রঘুনাথের প্রত্যক্ষানুভূত বিষয়। শ্রীনারায়ণ সর্বগত সর্বব্যাপী হইয়াও যেমন করুণার অধীন হইয়াই সতত শ্রীগরুড়কে বাহনরূপে দাস্য দানে ধন্য করিয়াছেন, তদ্রূপ যিনি সন্ন্যাসের কঠোরতার ভিতর দিয়া নির্মল ব্রজরস আস্বাদনের মূর্ত আদর্শ হইয়াও গুরুবাক্যে শ্রীগোবিন্দকে অন্তরঙ্গ শ্রীচরণসেবা দানে ধন্য করিয়াছেন। এ বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়—

"একদিন সার্ব্বভৌমাদি ভক্তগণসঙ্গে।
বসি আছেন মহাপ্রভু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥
হেন কালে গোবিন্দের হৈল আগমন।
দণ্ডবৎ করি কহে বিনয়-বচন ॥
ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য—গোবিন্দ মোর নাম।
পুরী গোসাঞির আজ্ঞায় আইনু তব স্থান ॥
সিদ্ধিপ্রাপ্তি-কালে গোসাঞি আজ্ঞা কৈল মোরে।
কৃষ্ণচৈতন্য-নিকট রহি সেবহ তাঁহারে ॥

গোসাঞি কহে—পুরীশ্বর বাৎসল্য করি মোরে।
কৃপা করি মোর ঠাঞি পাঠাইলা তোমারে॥
....

প্রভু কহে—ভট্টাচার্য্য ! করহ বিচার।
গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য সে আমার॥
ইহাকে আপন সেবা করাইতে না জুয়ায়।
গুরু আজ্ঞা দিয়াছেন, কি করি উপায় ?
ভট্টাচার্য্য কহে—গুরু-আজ্ঞা বলবান্।
গুরু-আজ্ঞা না লঙ্ঘিবে—শাস্ত্র পরমাণ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৈল অঙ্গীকার।
আপন শ্রীঅঙ্গ-সেবায় দিল অধিকার॥
'প্রভুর প্রিয়-ভৃত্য' করি সভে করে মান।
সকল বৈষ্ণবের গোবিন্দ করে সমাধান॥" (চৈঃ চঃ মধ্য-১০ পরিঃ)

ছায়ার মত গোবিন্দ সতত প্রভুর নিকটে থাকিয়া সেবা করিতেন। মহাপ্রভুর ভোজনের পর নিত্য পাদসম্বাহনদ্বারা গোবিন্দ প্রভুকে নিদ্রিত করিয়া তবে নিজে ভোজন করিতে যাইতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার আত্মেন্দ্রিয়-সুখবাসনাশূন্য নির্মল প্রেমসেবার পরিচয় বিশ্বকে জানাইবার জন্য একদিন ভোজনের পর গম্ভীরার দ্বার জুড়িয়া শয়ন করিয়াছিলেন। গোবিন্দ প্রভুর সেবার জন্য প্রভুর উপরে বহির্বাস পাতিয়া তাঁহাকে লঙ্ঘন করিয়া নির্মল প্রেমসেবার আদর্শ বিশ্বে প্রকাশিত করিয়াছেন। ‡ রাঘবের ঝালি প্রভৃতির সব সমাধান গোবিন্দই করিতেন।

সর্ববিদ্যার অধিপতি বা সর্বজ্ঞতা শক্তিদ্বারা সতত পরিসেবিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ যেমন শ্রীসান্দীপনি মুনির নিকট বিদ্যা গ্রহণ করিলেন এবং গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন, তদ্রূপ জগদ্গুরু হইয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিলেন ও গুরুভক্তির আদর্শ দেখাইলেন। দীক্ষাকালে শ্রীগুরু শ্রীঈশ্বরপুরীর চরণে দেহ-মন-প্রাণ সবই সমর্পণ করিলেন।

"তবে প্রভু প্রদক্ষিণ করিয়া পুরীরে।
প্রভু বলে 'দেহ আমি দিলাম তোমারে॥
হেন শুভ-দৃষ্টি তুমি করহ আমারে।
যেন আমি ভাসি কৃষ্ণ-প্রেমের সাগরে'॥" (চৈঃ ভাঃ আদি ১৫শ অধ্যায়)

‡ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা ১০ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রভুর শ্রীগুরু-ভক্তির পরাকাষ্ঠা নিরূপণ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"যত প্রীত ঈশ্বরের ঈশ্বর-পুরীরে।
তাহা বর্ণিবারে কোন্ জন শক্তি ধরে॥
আপনে ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য-ভগবান্।
দেখিলেন ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান॥
প্রভু বলে—'কুমারহট্টেরে নমস্কার।
শ্রীঈশ্বর-পুরীর যে গ্রামে অবতার॥'
কাঁন্দিলেন বিস্তর চৈতন্য সেই স্থানে।
আর শব্দ কিছু নাই ঈশ্বর-পুরী বিনে॥
সে স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি।
লইলেন বহির্ব্বাসে বান্ধি এক ঝুলি॥
প্রভু বলে—'ঈশ্বর-পুরীর জন্মস্থান।
এ মৃত্তিকা আমার জীবন-ধন-প্রাণ'॥" (ঐ)

প্রভুর দেখাদেখি অসংখ্য ভক্ত সে স্থানের মৃত্তিকা তুলিয়া লইয়াছিলেন, তাহাই "শ্রীচৈতন্য-ডোবা" নামে খ্যাতি লাভ করিয়া অদ্যাপি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতুলনীয় গুরুভক্তির সাক্ষ্য দিতেছে।

ব্রজলীলায় শ্রীসুবল যেমন শ্রীকৃষ্ণের পরম অন্তরঙ্গ এবং মরমের ও স্নেহের সখা, তদ্রূপ নীলাচল-লীলায় শ্রীস্বরূপ-দামোদর মহাপ্রভুর পরম অন্তরঙ্গ এবং পরম স্নেহের ও মরমের সখা। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীস্বরূপদামোদর ও রামানন্দ রায়ের প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"উৎকট বিয়োগদুঃখ যবে বাহিরায়।
তবে যে বৈকল্য প্রভুর বর্ণন না যায়॥
রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান।
বিরহ-বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ॥
দিনে প্রভু নানাসঙ্গে হয় অন্যমনা।
রাত্রিকালে বাঢ়ে প্রভুর বিরহবেদনা॥
তাঁর সুখহেতু সঙ্গে রহে দুইজনা।
কৃষ্ণরসশ্লোক-গীতে করেন সান্ত্বনা॥
সুবল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণসুখের সহায়।
গৌর-সুখদানহেতু তৈছে রামরায়॥

পূর্ব্বে যৈছে রাধার সহায় ললিতা প্রধান।
তৈছে স্বরূপগোসাঞি রাখে মহাপ্রভুর প্রাণ ॥
এইদুই জনার ভাগ্য কহনে না যায়।
'প্রভুর অন্তরঙ্গ' করি যাঁরে লোকে গায় ॥" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ পরিঃ)

বিশেষতঃ শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্মী, প্রেমভক্তিরসের সাগর ; এমন কি মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ দ্বিতীয় স্বরূপ।

"কৃষ্ণরস-তত্ত্ববেত্তা—দেহ প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ॥
গ্রন্থ শ্লোক গীত কেহো প্রভু-আগে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে—পাছে প্রভু শুনে ॥
ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ যেই, আর রসাভাস।
শুনিতে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস ॥
অতএব স্বরূপ আগে করে পরীক্ষণ।
শুদ্ধ হয় যদি, করায় প্রভুকে শ্রবণ ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ ॥
সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব সম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
দামোদর সম আর নাহি মহামতি ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য-১০ম পরিঃ)

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—সেই আমার প্রভু স্বরূপ-দামোদরের প্রতি যিনি বিপুল স্নেহ প্রকাশ করিয়াছেন—সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার চিত্তে উদিত হইয়া আমায় আনন্দোন্মত্ত করিয়া তুলিতেছেন।

"গোবিন্দ নামক ভক্ত, তাহে দয়া অনুরক্ত,
যেমন গরুড়ে লক্ষ্মীপতি।
পুরীদেবে করে ভক্তি, যেন পরমানুরক্তি,
যদুবরের সান্দীপনি প্রতি ॥
স্বরূপে করেন স্নেহ, যেমন একই দেহ,
গিরিধারী যেমন সুবলে।
সে প্রভু ভাবিয়া মনে, মন না ধৈরয মানে,
সদা ভাসে প্রেমামৃত-জলে ॥

মহা-সম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরোগুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধন-শিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। যিনি পতিত এবং ঘৃণ্য আমাকেও মহাসম্পদ ও কলত্রাদির মোহ হইতে কৃপা-বশতঃ উদ্ধার করিয়া অন্তরঙ্গ শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং স্বীয় বক্ষঃস্থলস্থিত প্রিয় গুঞ্জাহার এবং গোবর্ধন-শিলাও আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমায় উন্মত্ত করিতেছেন॥ ১১ ॥

টীকা। মহেতি। যঃ কৃপয়া কুজনং কুৎসিতজনমপি মাং মহাসম্পদ্দারাদুদ্ধৃত্য স্বীয়ে স্বকীয়ে স্বরূপে ন্যস্য স্থাপয়িত্বা মুদিতো হৃষ্টোঽভূৎ। কিম্ভূতং মাং পতিতং সম্পদ্দারে সাগরে নিমগ্নং শ্লেষেণ পাতকিনং পতিতপদস্য শ্লেষত্বেন সম্পদ্দারাদিত্যত্র সাগরত্বারোপঃ। পরম্পরিত রূপকেণ। মহা সম্পদশ্চ দারাশ্চ তেষাং সমাহারঃ যদ্বা মহাসম্পদ্ভিঃ সহিতোদার ইতি তৃতীয়া সমাসঃ। গুরুদারে চ পুত্রেষু গুরুবদ্বৃত্তিমাচরেদিতি প্রয়োগাদেকবচনান্তোঽপি দার শব্দঃ। কুজনমিতি স্বদৈন্যেনোক্তমপি সর-স্বত্যর্থান্তরং কল্পয়তি। তদ্যথা কৌ পৃথিব্যাং জনং প্রাদুর্ভবন্তং মাং মহাসম্পদ্দারাৎ এতং পরিত্যাজ্য পতিতং শ্রীপুরুষোত্তমং গচ্ছন্তং সন্তং অন্যৎ সমানং স গৌরাঙ্গ ইতি সম্বন্ধঃ। অথচ উরোগুঞ্জাহারং বক্ষসো গুঞ্জামালাম্। এবং গোবর্দ্ধনশিলাং মে মহ্যং দদৌ স ইতি চ সম্বন্ধঃ। মহাসম্পদ্দারাদিতি বকারযুক্ত পাঠে মহাসম্পদেব দাবো দাবাগ্নিঃ তস্মাৎ কৃপয়া উদ্ধৃত্য ইতি পরম্পরিতেন কৃপয়েত্যত্র বৃষ্টিত্বারোপঃ হেতৌ তৃতীয়া অন্যৎ সমানম্ ॥ ১১ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। যে গৌর-করুণা শ্রীপাদের দুশ্ছেদ্য গৃহ-শৃঙ্খল ছিন্ন করত শ্রীগৌর-চরণে আশ্রয় দান করিয়া তাঁহাকে সর্বতোভাবে ধন্য করিয়াছে, সেই অকুণ্ঠ গৌর-কৃপার স্মৃতি শ্রীপাদের চিত্তে উদিত হইয়াছে। যে কামিনী-কাঞ্চনের মোহ মানুষকে সংসার-বন্ধনে বদ্ধ করিয়া নানা যাতনাময় চৌরাশী লক্ষ যোনী ও নরকাদি দুঃখ ভোগ করাইয়া থাকে, রাজপুত্র রঘুনাথ বিপুল ঐশ্বর্যের কোমল ক্রোড়ে পালিত হইয়াও ইন্দ্রসম বৈভব, অপ্সরাসম স্ত্রীকে দাবানলের ন্যায় মহা জ্বালাময় মনে করিতেন। বৈরাগ্য ছিল তাঁহার সহজাত সম্পদ। এসবের মূলেই ছিল অহৈতুক গৌরকরুণা। শ্রীরঘুনাথের সংসারে অনাসক্তি এবং বার বার প্রভুর নিকট পলাইয়া যাওয়ার উদ্যম দর্শনে রঘুনাথের মাতা পুত্র পাগল হইল ভাবিয়া তাঁহার পিতার নিকট রঘুকে বাঁধিয়া রাখিতে বলিলে রঘুর পিতাই বলিয়াছিলেন—

আরে মোর সোনার গৌরাঙ্গ প্রভু
হৃদয়ে উদিত হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥ ১০ ॥

"ইন্দ্র-সম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরা-সম।
এ-সব বান্ধিতে যার নারিলেক মন ॥
দড়ীর বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে ?
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ ঘুচাইতে ॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হৈয়াছে ইঁহারে।
চৈতন্যচন্দ্রের বাতুল কে রাখিতে পারে ?"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ পরিঃ)

শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ হইয়াও দৈন্যবশতঃ নিজেকে পতিত এবং ঘৃণ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। বিপুল ঐশ্বর্য ও জায়াদির সান্নিধ্য-নিমিত্ত তাঁহার নিজেকে পতিত এবং ঘৃণ্য বলিয়াই মনে হইয়াছে। 'মহাসম্পদ্দারাদপি মহাসম্পদ' বা বিপুল বিষয়-সম্পত্তি এবং 'দারা' বা ভার্যা। রঘুনাথ যেমন বিপুল সম্পদের অধিকারী ছিলেন, তেমনি তাঁহার অপ্সরার ন্যায় পরমাসুন্দরী কিশোরী ভার্যাও ছিলেন। মহাপ্রভুর কৃপায় এই দুইটি প্রবল মোহের বস্তু হইতে তাঁহার মন চির বিমুক্ত ছিল। দারা স্বভাবতই বহুবচনান্ত পদ। এস্থলে সমাহারদ্বন্দ্বে একবচন হইয়াছে। "মহাসম্পদশ্চ দারাশ্চ তেষাং সমাহারঃ" এই উভয়ের প্রভাব হইতে যুগপৎ প্রভুর করুণা রঘুকে উদ্ধার করিয়াছে। 'মহাসম্পদ্দারাদপি' এইরূপ পাঠও দেখা যায়। ইহাতে সেই বিপুল ঐশ্বর্য-বৈভব রঘুনাথের নিকট দাবানলের ন্যায় মহা-জ্বালাময়রূপে প্রতিভাত হইত—ইহাই বুঝা যায়। ভগবৎ-পাদপদ্ম-বিগলিত মকরন্দ-রস আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ হইলে তদিতর বস্তু স্বভাবতই জ্বালাময়রূপে অনুভূত হইয়া থাকে।

সর্বত্যাগ করিয়া রঘুনাথ প্রভুর কৃপাকর্ষণে নীলাচলে প্রভুর শ্রীচরণসান্নিধ্যে ছুটিয়া গেলে প্রভু রঘুকে আত্মসাৎ করিয়া শ্রীস্বরূপ-দামোদরের হস্তে সমর্পণ করিয়া আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। মহারত্ন বা মহামূল্যবান্ সম্পদকে লোকে মহাপ্রিয়জনের হস্তে সমর্পণ করিতে পারিলে আনন্দিত বা নিশ্চিন্ত হইয়াই থাকে। স্বরূপ প্রভুর পরম অন্তরঙ্গ ও পরম প্রিয়, তাই প্রভু প্রাণসম প্রিয় শ্রীরঘুনাথকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন।

"রঘুনাথের ক্ষীণতা মালিন্য দেখিয়া।
স্বরূপেরে কহে কৃপা-আর্দ্র-চিত্ত হঞা—॥
এই রঘুনাথে আমি সোঁপিলু তোমারে।
পুত্র-ভৃত্যরূপে তুমি কর অঙ্গীকারে ॥
তিন 'রঘুনাথ' নাম হয় আমার গণে।
'স্বরূপের রঘুনাথ' আজি হৈতে ইহার নামে ॥

এত কহি রঘুনাথের হস্ত ধরিল ।
স্বরূপের হস্তে তাঁরে সমর্পণ কৈল ॥" (চৈঃ চঃ অন্ত্য-৬ষ্ঠ পরিঃ)

প্রভুর কৃপায় রঘুনাথ দুশ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল ছেদন করিয়াছেন বটে, কিন্তু এইটিই কৃপার যথার্থ কার্য নহে। ইহা কৃপার আনুসঙ্গিক ফল। প্রভুর কৃপার মুখ্য ফল, ব্রজরসমাধুর্যের আস্বাদনে অনুগৃহীতকে ধন্য করা। তাই প্রভু ব্রজরসমাধুর্যের যথার্থ শিক্ষাগুরু, এমনকি সাক্ষাৎ ব্রজরসেরই মূর্তি শ্রীস্বরূপের হস্তে রঘুনাথকে সমর্পণ করিয়া বলিলেন—'স্বরূপ! রঘু আমার বড়ই প্রিয়। তুমি একে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিও। এও তোমায় ভৃত্যের ন্যায় সেবা করিবে। আমার এই পরমপ্রিয় বস্তুটি আজি হইতে তোমার হইল। তিন রঘুনাথ আমার কাছে আছে। আজি হইতে এ **'স্বরূপের রঘুনাথ'** নামে পরিচিত হইবে।' স্বরূপও প্রভুর এই পরমপ্রিয় বস্তুটিকে পরমানন্দ মনে গ্রহণ করিলেন—

"স্বরূপ কহে—মহাপ্রভুর যে আজ্ঞা হইল।
এত কহি রঘুনাথে পুন আলিঙ্গিল ॥" (ঐ)

রঘুনাথের ক্রমোৎকর্ষপ্রাপ্ত কঠোর বৈরাগ্য ও ভজননিষ্ঠা দর্শনে প্রভু পরমানন্দিত হইয়া তাঁহাকে প্রাণসম প্রিয় গোবর্ধনশিলা ও গুঞ্জামালা প্রদান করিলেন।

"শঙ্করারণ্য সরস্বতী বৃন্দাবন হৈতে আইলা।
তাঁহা হৈতে সেই শিলা-মালা লঞা গেলা ॥
পার্শ্বে গাঁথা গুঞ্জামালা, গোবর্দ্ধনের শিলা।
দুই বস্তু মহাপ্রভুর আগে আনি দিলা ॥
দুই অপূর্ব্ব বস্তু পাঞা প্রভু তুষ্ট হৈলা।
স্মরণের কালে গলে পরে গুঞ্জামালা ॥
গোবর্দ্ধনের শিলা কভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে।
কভু নাসায় ঘ্রাণ লয় কভু লয় শিরে ॥
নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর।
শিলাকে কহেন প্রভু 'কৃষ্ণ-কলেবর' ॥
এই মত তিন বৎসর শিলা-মালা ধরিল।
তুষ্ট হঞা শিলা-মালা রঘুনাথে দিল ॥
প্রভু কহে—এই শিলা 'কৃষ্ণের বিগ্রহ'।
ইঁহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ ॥
এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক-পূজন।
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন ॥" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ পরিঃ)

পরম বৈরাগী রঘুনাথ, রাজপুত্র হইয়াও সর্বত্যাগী—ভিক্ষুক। সুতরাং গিরিধারী-সেবার উপচার তিনি কোথায় পাইবেন? বৈরাগীর প্রেম-বৈরাগ্যই গিরিধারী-সেবার শ্রেষ্ঠ উপচার, বাহ্য উপচারের অপেক্ষা নাই। তাই প্রভু সাত্ত্বিক পুজনের কথা বলিলেন এবং সাত্ত্বিক পূজাটিও বুঝাইয়া দিলেন—

"এক কুজা জল আর তুলসীমঞ্জরী।
সাত্ত্বিক সেবা এই শুদ্ধভাবে করি॥
দুই দিকে দুই পত্র মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এই মত অষ্টমঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি॥
শ্রীহস্তে শিলা দিয়া এই আজ্ঞা দিলা।
আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা॥" (ঐ)

শ্রীপাদ স্বরূপ রঘুর গিরিধারী-সেবার সংক্ষিপ্ত উপচার তাঁহাকে দিলেন। রঘুনাথ পূজাকালে শিলায় ব্রজেন্দ্রনন্দনের দর্শন পাইলেন। প্রভুর শ্রীহস্তপ্রদত্ত বস্তু ভাবিয়া রঘুনাথের চিত্ত প্রেমরসে ভাসিয়া গেল। সাত্ত্বিক উপচারের সেবায় রঘুনাথের যে সুখোদয় হইল, ষোড়শোপচারে তাহা কখনই সম্ভবপর নহে।

"একবিতস্তি দুই বস্ত্র, পিঁড়ি একখানি।
স্বরূপগোসাঞি দিলেন কুজা আনিবারে পানী॥
এইমত রঘুনাথ করেন পূজন।
পূজাকালে দেখে শিলায় 'ব্রজেন্দ্রনন্দন'॥
প্রভুর স্বহস্তদত্ত গোবর্দ্ধনশিলা।
এত চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গেলা॥
জলতুলসীর সেবায় তাঁর যত সুখোদয়।
ষোড়শোপচার-পূজায় তত সুখ নয়॥" (ঐ)

প্রভুর কৃপায় রঘুনাথ যে তাঁহার প্রদত্ত শিলা-মালাই পাইলেন তাহাই নহে, পরন্তু প্রভুর এই শিলামালা দানের প্রকৃত অভিপ্রায়টিও বুঝিতে পারিলেন এবং আনন্দে বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন।

"শিলা দিয়া গোসাঞি মোরে সমর্পিলা গোবর্দ্ধনে।
গুঞ্জামালা দিয়া দিলা রাধিকাচরণে॥
আনন্দে রঘুনাথের বাহ্যবিস্মরণ।
কায়-মনে সেবিলেন চৈতন্যচরণ॥" (ঐ)

প্রভুর সীমাহীন করুণার স্মৃতি বুকে লইয়া রঘু কায়-মনে শ্রীচৈতন্যচরণ সার করিয়াছিলেন। সেই কৃপাময় প্রভু আজ রঘুনাথের চিত্তে উদিত হইয়া তাঁহাকে আনন্দে অধীর করিয়া তুলিতেছেন।

ইতি শ্রীগৌরাঙ্গোদ্গত-বিবিধ-সদ্ভাব-কুসুম-
প্রভাভ্রাজৎ-পদ্যাবলি-ললিতশাখং সুরতরুম্ ।
মুহুর্যোঽহতিশ্রদ্ধৌষধিবর-বলৎ-পাঠসলিলৈ-
রলং সিঞ্চেদ্বিন্দেৎ সরস-গুরু-তল্লোকন-ফলম্ ॥ ১২ ॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-স্তবকল্পতরুঃ সম্পূর্ণঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। শ্রীগৌরাঙ্গে সমুদ্গত বিবিধ শ্রেষ্ঠভাবরূপ কুসুমরাজির প্রভায় পরিশোভিত শ্লোকা-বলিরূপ শাখা সমন্বিত এই শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তবকল্পতরুকে যিনি শ্রদ্ধারূপ শ্রেষ্ঠ ঔষধিদ্বারা সংশোধিত পাঠরূপ সলিলে পুনঃ পুনঃ সেচন করিবেন— তিনি তাঁহার দর্শনরূপ রসময় শ্রেষ্ঠফল লাভ করিয়া ধন্য হইবেন ।১২।

টীকা। স্বয়ং স্তবন্ অন্য ভগবদ্ভক্তহিতাকাঙ্ক্ষিতাং ব্যঞ্জয়ন্ স্তবন্ ফলমাহ ইতীতি যো জন ইতি। এতৎ স্তোত্রম্ অতি শ্রদ্ধৌষধিবরবলৎ পাঠরূপ সলিলৈরলমত্যর্থং মুহুর্বারং বারং সিঞ্চেৎ স সরস গুরু তল্লোকনফলং বিন্দেৎ প্রাপ্নুয়াদিত্যন্বয়ঃ। বিন্দেদিতি প্রার্থনায়াং লিঙ্। তস্য লোকনং তৎকর্তৃক লোকনমিত্যর্থঃ। ততঃ সরসপদেন গুরুতল্লোকনপদস্য বিশেষেণ সমাসঃ কিম্ভূতং গৌরাঙ্গে উদ্গত উপস্থিতো যো বিবিধ সদ্ভাবো নানাপ্রকার নিষ্মর্লপ্রেমা স এব কুসুমং তস্য প্রভয়া কান্ত্যা ভ্রাজন্তি দেদীপ্য-মানা পদ্যাবলিরেব ললিতা মনোহররূপা শাখা যস্য তম্। অতি শ্রদ্ধা এব ঔষধিবর জলশোধক শ্রেষ্ঠৌষধি বিশেষস্তেন বলন্তি নিষ্মর্লানি যানি পাঠরূপ সলিলানি তৈঃ শ্লেষার্থস্তু স্পষ্ট এব ॥ ১২ ॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-স্তবকল্পতরুঃ বিবৃতিঃ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ এই শ্লোকে শ্রীগৌরাঙ্গস্তব-কল্পতরু নামক এই স্তবের ফলশ্রুতি লিখিতেছেন। শ্লোকাবলীই এই কল্পতরুর শাখা, যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্মল প্রেমোত্থ বিচিত্র ভাবরূপ কুসুমরাজির প্রভায় বা কান্তিতে পরিশোভিত। এই স্তবের প্রতিটি শ্লোকে বর্ণিত লীলাই শ্রীপাদ রঘুনাথের সাক্ষাৎ অনুভূত। শ্রীগৌরসুন্দরের এই অত্যদ্ভুত চেষ্টাসমূহ শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ ভাব

"আমি অতি অভাজন, বেষ্টিত সম্পদ-বন,
ত্রিতাপ সে বনে দাবানল।
স্বরূপের আশ্রয় দিয়া, করুণাতে উদ্ধারিয়া,
প্রকাশিলা আনন্দ প্রবল ॥
বক্ষে ধৃত গুঞ্জাহার, গোবর্দ্ধন-শিলা আর,
সঁপিলেন দয়া করি মোরে।
এহেন দয়ার নিধি, হৃদয়ে উদয় যদি,
সে আনন্দ ধৈর্য্য কেবা ধরে ?" ১১ ॥

হইতে সমুদ্গত। ব্রজে অস্থিসন্ধি-বিয়োগ, কূর্মাকৃতি ইত্যাদি অনুভাবসমূহ যাহা শ্রীরাধারাণীতেও ব্যক্ত-রূপে প্রকাশিত বা দৃষ্ট হয় নাই, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুতে সুব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"কাঁহা নাহি শুনি যে যে ভাবের বিকার।
সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার॥
হস্ত-পদের সন্ধি যত বিতস্তি-প্রমাণে।
সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয়ে—চর্ম্ম রহে স্থানে॥
হস্ত পদ শির সব শরীর-ভিতরে।
প্রবিষ্ট হয় কূর্ম্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে॥
এই মত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ।" (চৈঃ চঃ মধ্য-২য় পরিঃ)

শ্রীপাদ বলিতেছেন, যিনি শ্রদ্ধারূপ শ্রেষ্ঠ ঔষধিদ্বারা সংশোধিত পাঠরূপ জলে শ্রীগৌরাঙ্গের বিচিত্র ভাবরূপ কুসুমরাজি-শোভিত শ্লোকাবলিরূপ শাখা সমন্বিত এই শ্রীগৌরাঙ্গস্তব-কল্পতরুকে বার বার সিঞ্চন করিবেন, অর্থাৎ শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের সহিত যিনি ইহা পুনঃ পুনঃ পাঠ করিবেন, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনরূপ শ্রেষ্ঠ রসময় ফল লাভে ধন্য হইবেন।

শ্রীভগবানের অলৌকিক লীলায় বা চেষ্টায় এবং ভক্তির অচিন্ত্য শক্তিতে বিশ্বাসের নামই **শ্রদ্ধা**। এই শ্রদ্ধাই ভক্তির বা ভজনের অধিকার আনয়ন করে। শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন, "আদৌ শ্রদ্ধা" (ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।১৫) "আদৌ প্রথমে সাধুসঙ্গ-শাস্ত্রশ্রবণদ্বারা শ্রদ্ধা তদর্থ-বিশ্বাসঃ।" (ঐ টীকা শ্রীজীব-পাদ) অর্থাৎ সৎসঙ্গে শাস্ত্রশ্রবণ করত শ্রীভগবান্ ও ভক্তির অচিন্ত্য বা অলৌকিক শক্তিতে অটুট্ বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। ভক্তিসাধনার প্রথমেই শ্রদ্ধার প্রয়োজন। "শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।" (চৈঃ চঃ) ভক্তিশাস্ত্রে যথার্থ প্রতীতি, শাস্ত্র, গুরু ও সাধুবাণীতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, যত্নের সহিত তদর্থ অনুভবের চেষ্টা এবং সমাধানাত্মক যুক্তি। তাৎপর্য এই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর তিনদ্বার রুদ্ধ অবস্থায় সিংহদ্বারে গমন, অস্থিসন্ধি-বিয়োগ, কূর্মাকৃতি অনুভাব, নয়নে পিচ্কারীর ধারার ন্যায় অশ্রুপ্রবাহ—ইত্যাদিকে সাধারণ মানববুদ্ধিতে অসম্ভব বলিয়া মনে হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। কেননা এইসব অদ্ভুত ও অলৌকিক ব্যাপারসমূহ প্রকৃতই শাস্ত্র-লোকাতীত। কিন্তু এগুলি প্রতিটিই মহানুভব পার্ষদগণের দ্বারা সাক্ষাৎ দৃষ্ট, অনুভূত এবং তাঁহাদের দ্বারাই বর্ণিত। সুতরাং সবই বর্ণে বর্ণে সত্য,অতএব ইহাতে সন্দিহান হওয়ার কোন বৈধ কারণ নাই। ভগবদ্দেহ চিদানন্দময়, তাহা কখনই জড়প্রকৃতির নিয়মাধীন নহে। সুতরাং ইহাতে তর্ক-প্রয়োগ করা সমীচীন নহে। "অলৌকিক লীলা এই পরম নিগূঢ়। বিশ্বাসে পাইয়ে—তর্কে হয় বহুদূর॥ অতএব অলৌকিক প্রভুর চেষ্টা প্রলাপ শুনিয়া। তর্ক না করিহ শুন বিশ্বাস করিয়া॥" (চৈঃ চঃ)

[৩]

অথ শ্রীশ্রীমনঃশিক্ষা

শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বা-গিরিধরাভ্যাং নমঃ

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূ-সুর-গণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজ-নবযুবদ্বন্দ্ব-শরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
ময়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ। ওহে ভ্রাতঃ মন! আমি তোমার চরণে ধরিয়া চাটুবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি,—তুমি সদা দম্ভ পরিত্যাগ করত শ্রীগুরুদেবে, শ্রীব্রজধামে, ব্রজবাসীগণে, সুজনে বা বৈষ্ণবে, ব্রাহ্মণগণে, স্বীয় দীক্ষামন্ত্রে, শ্রীহরিনামে, ব্রজের নবতরুণ যুগল শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণাশ্রয়ে সমধিকভাবে অপূর্ব্ব রতি বা অনুরাগ বিধান কর ॥ ১ ॥

টীকা। লোকহিতৈষিতয়া স্বমনঃশিক্ষামিষেণ অন্যান্ প্রত্যুপদিশতি গুরাবিত্যাদি সমমিত্যন্তৈকাদশ পদ্যেন। অয়ে ইতি কোমল সম্বোধনে। অয়ে স্বান্তঃ হে মনঃ হে ভ্রাতঃ হিতোপদেশযোগ্য ধৃতপদো গৃহীতচরণঃ সন্ চটুভিঃ কাতর্য্যোক্তিভিরভিযাচে প্রার্থয়ে। যাচনমেবাহ গুরাবিত্যাদি। এষু দম্ভমহঙ্কারং হিত্বা ত্যক্ত্বা অপূর্ব্বমতিতরামন্যনিরপেক্ষত্বেনাতিশয়িতাং রতিং ভক্তিং কুরু। ন বিদ্যতে পূর্ব্বা জ্যেষ্ঠ আদ্যো যস্যাস্তাম্ অতুল্যামিতি যাবৎ তথাচ মেদিনী। পূর্ব্বস্তু পূর্ব্বজেঽপি স্যাৎ পূর্ব্বঃ.

তাই শ্রীপাদ বলিয়াছেন,— এই শ্রীগৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু শ্রদ্ধারূপ ঔষধিদ্বারা শোধিত পাঠরূপ জলে সিঞ্চিত হইলে অচিরায় শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনরূপ শ্রেষ্ঠ ও রসময় ফল প্রসব করিবেন। যে রসময় ফলের অফুরন্ত আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়া মানবাত্মা অনন্তকালের জন্য ধন্য ও কৃতার্থ হইবেন।

"স্তবকল্পবৃক্ষ হয় ইহার আখ্যান।
ইহা যেই পাঠ-জলে সিঞ্চে ভাগ্যবান্ ॥
শ্রদ্ধা-সহ করে যেই পাঠ অবিরত।
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমে সেই হয় উনমত ॥
পঠনে শ্রবণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্যচরণ ॥"

॥ ইতি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-স্তবকল্পতরুর স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥ ২ ॥

প্রাগাদ্যয়োস্ত্রিস্বিবতি। রতি-বিষয়মাহ। গুরৌ গুরুগেহাগতঃ শিষ্যোভৃত্যবৎ প্রচরেৎ সদেত্যাদি দিশা ভৃত্যবৎ পরিচর্য্যয়া। গোষ্ঠে ব্রজে অন্যত্র কুত্রাপি স্থিত্বা ভজিষ্যামি ভজনমেব তাৎপর্য্যং কিং ব্রজবাসেনেত্যাদি বিরুদ্ধমতিত্যাগপূর্ব্বক বাসেন। গোষ্ঠালয়িষু ব্রজবাসিষু অহং সদাচারী সদা ভগবদ্ভজনানুসন্ধানবান্ অসৌ পুনরেতদ্রহিতং কিমনেন সঙ্গত্যেতি কুমতি ত্যাগপূর্ব্বকং তদালোকন তৎপ্রার্থনাদিনা। সুজনে বৈষ্ণবজনে অহমেবৈষোঽপি ভগবদ্ভক্ত ইত্যুভাবহপি তুল্যাবিতি মতিরাহিত্যেন ভূসুরগণে ব্রাহ্মণগণে। শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবমিত্যাদ্যুপপন্ন হেয়তা বুদ্ধিত্যাগেন। ননু শ্বপাকমিবেত্যাদিনা তদ্দর্শনমপি নিষিদ্ধং কুতস্তত্র রতেঃ কর্ত্তব্যতা। উচ্যতে। বিপ্রং কৃতাগসমপি নৈব দ্রুহ্যত মামকাঃ। ঘ্নন্তং বহুশপন্তং বা নমস্কুরুত নিত্যশ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতীয় বচনৈক বাক্যত্বায় শ্বপাকমিত্যনেনাসক্তিপূর্ব্বকং দর্শনং নিষিদ্ধং নতু তত্র হেয়বুদ্ধিঃ কর্ত্তব্য ইতি। স্বমন্ত্রে স্বস্ব দীক্ষিতমন্ত্রৌ। তথাবিধি-নিষেধৌ তু মুক্তং নৈবোপসর্পত ইত্যাদিনা নিষিদ্ধস্য বিধিমার্গান্তঃপাতিনো মন্ত্রস্য জপেনালমিতি দুরভিসন্ধিত্যাগেন। শ্রীকৃষ্ণাকর্ষকস্য মন্ত্রস্য তদ্বিষয় প্রেমমূলত্বাৎ সর্ব্বথা জপ্তব্য এবেতি ভাবঃ। এতেনাধুনিকমতং দূরতঃ পরাস্তম্। শ্রীনাম্নি সাক্ষাৎ প্রেমসাধকং ধ্যানাদিকং ত্যক্ত্বা কিমনেন নাম-সংকীর্ত্তনেন ইত্যুচ্ছৃঙ্খলমতিং ত্যক্ত্বা তত্র পরমাবিষ্টয়া। নামসংকীর্ত্তনং প্রেমপ্রাপ্তিদ্বারমিতি ভাবঃ। ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বশরণে ব্রজস্য নবযুবদ্বন্দ্বং তত্তু শরণং স্বপ্রেমধনদানেন রক্ষিতৃণি যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন ইত্যাদি দিশা কৃষ্ণস্য ভজনেনৈব সর্ব্বং ভবেৎ কিমনেন রাধিকাভজনপ্রযত্নেনেত্যাদি কুমন্ত্রণা ত্যাগেন। বিনা রাধাপ্রসাদেন হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভেত্যাদিনা রাধাভজনেনৈব তৎপ্রসাদ ইতি ভাবঃ। তত্তদ্বিষয়কুতর্কপ্রকটনমেব দম্ভ ইতি দিক্ ॥ ১ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদ হইয়াও নিজের বিশুদ্ধ সত্ত্বময় পরমানুরাগী মনকে উপদেশ দেওয়ার ছলে সাধক-জগতকে ব্রজভজনের পরিপাটী শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত এই 'মনঃশিক্ষা' স্তব প্রকাশ করিয়াছেন। এই মনঃশিক্ষায় যে সব সারগর্ভ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, ইহার যথাযথ আচরণ করিতে পারিলে ইহা হাতে ধরিয়া সাধককে অভীষ্টের শ্রীচরণ-সান্নিধ্যে পৌঁছাইয়া দিবে। সুতরাং ব্রজরসের উপাসকগণের পক্ষে শ্রীপাদের এই মনঃশিক্ষা স্তবের উত্তমরূপে অনুশীলন এবং ইহাকে কণ্ঠহার করিয়া রাখা কর্তব্য।

ইন্দ্রিয়ের অধিপতি মন সাধন-ভজনের মূল সহায়। বিষয়ী জীবের মন বিষয়নিষ্ঠ ও স্বভাবতই অতিশয় চঞ্চল। গীতায় শ্রীঅর্জুন শ্রীভগবানকে বলিয়াছেন—

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥" (গীতা-৬।৩৪)

"হে কৃষ্ণ! মন স্বভাবতই চঞ্চল ইন্দ্রিয়ের বিক্ষেপজনক, মহাশক্তিশালী, দৃঢ় অর্থাৎ অনমনীয়, বায়ুকে কুম্ভকাদির দ্বারা যেমন দেহমধ্যে আবদ্ধ রাখা অতি দুঃসাধ্য, মনকে নিরোধ করাও আমি সেইরূপ দুষ্কর বলিয়া মনে করি।" শ্রীভগবানও অর্জুনের এই যুক্তিকে একবাক্যে স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥" (গীতা ঐ-৩৫)

শ্রীভগবান্ বলিলেন—"হে মহাবাহো ! মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, উহাকে নিরোধ করা দুষ্কর, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই, কিন্তু হে কৌন্তেয় ! অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা ক্রমশঃ উহাকে বশীভূত করা যায় ।" মহাশক্তিশালী ও দুর্জয় এই মনকে প্রযত্নশীল সাধক বুঝাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে কল্যাণের পথে পরিচালিত করিবেন । আমাদের মনে যে কোন চিন্তাপ্রবাহ উদিত হয়, তাহাই চিত্তে একটি সংস্কার রাখিয়া যায় । এই সংস্কারগুলির সমষ্টিই আমাদের স্বভাব । আমাদের বর্তমান স্বভাব যেমন পূর্ববর্তি অভ্যাসের ফল, তদ্রূপ পরবর্তি স্বভাব হইবে বর্তমান অভ্যাসের ফল । তাই জড়ীয় প্রাকৃত সংস্কার ত্যাগ করিয়া চিন্ময় সংস্কার আয়ত্ত করিতে হইলে দুরন্ত মনকে বুঝাইয়া ক্রমশঃ ভজনপথে পরিচালিত করিতে হইবে, ইহা ব্যতীত গত্যন্তর নাই ।

শ্রীপাদ রঘুনাথ অতি কোমল সম্বোধনে বলিতেছেন—'অরে ভ্রাতঃ মন ! তোমার চরণে ধরিয়া চাটুবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, আমার বাক্য শ্রবণ কর । প্রথমতঃ তুমি সদাকালের জন্য দম্ভ ত্যাগ কর ।' অহঙ্কার, কাপট্য, অসারল্য ইত্যাদি দম্ভ শব্দের বাচ্য । জড়ীয় দেহ-দৈহিকাদির অভিমান আমাদের অনন্ত-জন্মের সংস্কার । ইহা ভক্তিসাধনার অত্যন্ত অন্তরায় বা প্রতিযোগী । "অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সেই দীন, বৃথা তার অশেষ ভাবনা ।" (প্রেঃ ভঃ চঃ) অহঙ্কার নাশের জন্যই সাধকগণ দৈন্যের সাধনা করেন এবং এই জন্যই দৈন্যকে ভক্তি-সাধনার প্রাণবস্তু বলা হয় । কাপট্য বা অসারল্য (অন্তরে এক বাহিরে আর এক) ইহাও ভক্তিসাধনার প্রবল বাধা । কুটিলচিত ব্যক্তিকে ভক্ত ও ভগবান্ কখনই কৃপা করিতে ইচ্ছা করেন না । তাই শ্রীপাদ বলিতেছেন—'হে মন ! তুমি সদাকালের জন্য ভজনের প্রবল অন্তরায় দম্ভকে ত্যাগ করিয়া কয়েকটি স্থানে পরমানুরক্তি বিধান কর ।'

প্রথমতঃ বলিতেছেন,—'হে মন ! শ্রীগুরুদেবে অর্থাৎ দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুতে অতুলনীয় ও সমধিক রতি বা অনুরাগ বিধান কর ।' শ্রীভগবানের কারুণ্যঘন বিগ্রহই শ্রীগুরু । তরল জল যেমন ঘনীভূত হইয়া বরফের আকার ধারণ করত শৈত্যাদি গুণ সমন্বিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীভগবানের করুণা ঘনীভূত হইয়া মূর্তি পরিগ্রহ করত শ্রীগুরুরূপে জীবের কল্যাণার্থে বিশ্বে প্রকটিত হইয়া সমধিক কারুণ্যাদি গুণ বিস্তার করিয়া থাকেন । তাই নিজের চেষ্টায় বা সাধন-ভজনের দ্বারা দুস্ত্যজ বা অপ্রতিকার্য যে সকল অনর্থ, শ্রীগুরুসেবার দ্বারা সাধক সেই সব অনর্থ অনায়াসে জয় করত ভজনে সিদ্ধিলাভ করিয়া ধন্য বা কৃতার্থ হইয়া থাকেন । "তৎপ্রসাদো হি স্ব-স্বনানাপ্রতীকারদুস্ত্যজানর্থহানৌ পরমভগবৎপ্রসাদসিদ্ধৌ চ মূলম্ ।" (ভক্তিসন্দর্ভঃ-২৩৭-অনুঃ) অর্থাৎ নানা প্রতীকারের দ্বারা দুস্ত্যজ যে অনর্থসমূহ তাহাদের নাশবিষয়ে এবং পরম ভগবৎ প্রসাদ বা করুণার সিদ্ধি বিষয়ে শ্রীগুরুর প্রসন্নতা একমাত্র মূল কারণ ।

প্রবল শক্তিশালী বা প্রগতিশীল ভক্তি-সাধনায় প্রেম লাভের পথে প্রবল অন্তরায় অপরাধাদি হইতে জাত অনর্থরাশি। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"অন্তরায় নাহি যায়, এই সে পরম ভয়।" শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়—এক একটি উপায়ের দ্বারা এক একটি অনর্থকে জয় করা যায়, কিন্তু যুগপৎ সমস্ত অনর্থকে জয় করার একটি মাত্রই উপায়—**শ্রীগুরু পাদপদ্মে ভক্তি।**

"অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিবর্জ্জনাৎ।
অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং ভয়ং তত্ত্বাবমর্শনাৎ ॥
আন্বীক্ষিক্যা শোকমোহৌ দম্ভং মহদুপাসয়া।
যোগান্তরায়ান্ মৌনেন হিংসাং কামাদ্যনীহয়া ॥
কৃপয়া ভূতজং দুঃখং দৈবং জহ্যাৎ সমাধিনা।
আত্মজং যোগবীর্য্যেণ নিদ্রাং সত্ত্বনিষেবয়া ॥
রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ।
এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষোহ্যঞ্জসা জয়েৎ ॥"

(ভাঃ-৭।১৫।২২-২৫)

শ্রীনারদ যুধিষ্ঠিরের প্রতি বলিলেন—কাম জয় করিতে হইলে সঙ্কল্পবর্জ্জিত হওয়া চাই অর্থাৎ নিঃশেষরূপে বাসনা ত্যাগ করিতে পারিলে কাম জয় হয়। ক্রোধ জয় করিতে হইলে কাম বিবর্জন করা চাই, কারণ কামই প্রতিহত হইয়া ক্রোধ হয়। অর্থে অনর্থ দৃষ্টি, অর্থাৎ ভোগ্যবস্তু মাত্রেই অনর্থ জ্ঞান হইলে লোভ জয় করা যায়। তত্ত্ববিচারে ভয় দূরীভূত হয়। আন্বীক্ষিকী জ্ঞান বা প্রকৃতিপুরুষ বিবেকের উদয়ে শোক-মোহ পরাজয় হয়। মহৎ-সেবায় দম্ভ জয় হয়। মৌনব্রত সিদ্ধ হইলে মনের একাগ্রতা হয়। কামচেষ্টা ত্যাগ করিলে হিংসা দূরীভূত হয়। কৃপাগুণে আধিভৌতিক, সমাধিবলে আধিদৈবিক এবং অষ্টাঙ্গযোগে আধ্যাত্মিক ক্লেশ নাশ হয়। সত্ত্বগুণ বর্ধিত হইলে নিদ্রা জয় ও রজস্তম জয় হয়। উপশম সাধনে সত্ত্ব জয় হয়। কিন্তু **একমাত্র গুরু ভক্তির দ্বারা মনুষ্য এই সমূহ অনর্থ অনায়াসেই জয় করিতে সক্ষম হয়।**

এক্ষণে শ্রীগুরুদেবে সমধিক এবং অপূর্বরতি বা অনুরাগ বিধানের প্রকার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ ভক্তিসন্দর্ভে শরণাগতির প্রকার বর্ণনার পর লিখিয়াছেন—"তত্র যদ্যপি শরণাপত্ত্যৈব সর্ব্বং সিদ্ধ্যতি, শরণং তং প্রপন্না যে ধ্যানযোগবিবর্জ্জিতাঃ। তে বৈ মৃত্যুমতিক্রম্য যান্তি তদ্বৈষ্ণবং পদম্ ॥ ইতি গারুড়াৎ, তথাপি বৈশিষ্ট্যলিপ্সুঃ শক্তশ্চেৎ ততঃ ভগবচ্ছাস্ত্রোপদেষ্টৃণাং ভগবন্মন্ত্রোপদেষ্টৃণাং বা শ্রীগুরুচরণানাং নিত্যমেব বিশেষতঃ সেবাং কুর্য্যাৎ" (ভঃ সঃ-২৩৭ অনুঃ)

অর্থাৎ যদ্যপি শরণাপত্তিদ্বারাই সকল ভজনাদি সিদ্ধ হয়, যেহেতু গরুড়পুরাণে উল্লেখ আছে,— "যাহারা ভগবানের শরণাগত, তাহারা ধ্যানযোগ বিনাও মৃত্যুময় সংসার অতিক্রম করিয়া থাকে এবং

বিষ্ণুলোকে গমন করে এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই।' তথাপি ভজনানুষ্ঠানে বা ভজনরসাস্বাদনের বৈশিষ্ট্য লাভের যিনি ইচ্ছা করেন, তিনি যদি সমর্থ হন, তাহা হইলে ভগবৎ-প্রতিপাদক শাস্ত্রোপদেষ্টা অথবা ভগবন্মন্ত্রোপদেষ্টা শ্রীগুরুচরণের নিত্যই বিশেষভাবে সেবা করিবেন।

এখানে 'বিশেষভাবে' সেবা বলিলে 'সামান্যভাবে' সেবার কথাও স্মরণ হয়। যেস্থলে ভগবৎ শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চনাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ মুখ্য বা অঙ্গী হইয়া শ্রীগুরুসেবাটি অঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত হয়—তাহাই সামান্যভাবে গুরুসেবা। ইহাতেও শ্রীগুরুর প্রসন্নতাক্রমে ভগবৎ-প্রসাদ লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু যেস্থলে শ্রীগুরুকে প্রত্যক্ষ বিষয় করিয়া শ্রীগুরুর সেবাটি মুখ্য অঙ্গী হইয়া ভগবৎ শ্রবণ, কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ শ্রীগুরু-পরিচর্যার আনুসঙ্গিক বা অঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই **বিশেষভাবে গুরু-সেবা**। ইহাতে শ্রীগুরুর বিশেষ প্রসন্নতার সঙ্গে শ্রীভগবানেরও সবিশেষ প্রসন্নতা লাভ করিয়া সাধক ধন্য হন। তাই শ্রীজীব লিখিয়াছেন (ভঃ সঃ-ঐ) "তস্মাদন্যদ্ভগবদ্ভজনমপি নাপেক্ষতে" অর্থাৎ 'শ্রীগুরু-চরণানুরাগী ভক্তের অন্য ভগবদ্ভজনেরও অপেক্ষা নাই। কারণ এই প্রকার বিশেষ গুরুসেবার দ্বারা শ্রীভগবানের নিজ সেবা অপেক্ষাও গুরুনিষ্ঠ সাধকে শ্রীভগবানের সমধিক প্রসন্নতা বা করুণার কথা জানা যায়। শ্রীজীব তাই এই মর্মে পদ্মপুরাণ হইতে দেবহূতি-স্তবের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"ভক্তির্যথা হরৌ মেঽস্তি তদ্বরিষ্ঠা গুরৌ যদি।
মমাস্তি তেন সত্যেন সন্দর্শয়তু মে হরি ॥"

অর্থাৎ 'শ্রীহরিতে আমার যে পরিমাণে ভক্তি আছে, শ্রীগুরুদেবে যদি তাহা হইতে অধিক ভক্তি থাকে, তাহা হইলে সেই সত্যতার ফলে শ্রীহরি আমায় দর্শন দান করুন।' তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

"শ্রীগুরু-চরণপদ্ম, কেবল ভকতি-সদ্ম,
বন্দোঁ মুই সাবধান মনে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হনে ॥
গুরু-মুখপদ্ম-বাক্য, হৃদি করি মহাশক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তমা গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব আশা ॥"

শ্রীমৎ দাসগোস্বামিপাদের মতে শ্রীগুরুদেবে ইহাই সমধিক ও অপূর্ব রতি বা অনুরাগ বলিয়া আমাদের মনে হয়।

শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীব্রজধামেও তদ্রূপ সমধিক ও অপূর্ব অনুরাগ কামনা করিতেছেন। শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে অনায়াসে প্রেমসিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ মহাবীর্যশালী যে সাধন-পঞ্চকের (সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত-শ্রবণ, নাম-সঙ্কীর্তন ও ব্রজবাস) কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ব্রজবাস তাহাদের অন্যতম। কারণ—

"অন্যেষু পুণ্যতীর্থেষু মুক্তিরেব মহাফলম্।
মুক্তেঃ প্রার্থ্যা হরের্ভক্তির্মথুরায়ান্ত লভ্যতে ॥
অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী।
দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥" (পদ্মপুরাণ)

"অন্যান্য পুণ্যতীর্থে বাসের মহাফল মুক্তিই, কিন্তু মুক্তদিগেরও প্রার্থনীয় হরিভক্তি মথুরাতেই লভ্য হয়। অহো! ধন্যা মধুপুরী গোলোক, বৈকুণ্ঠাদি অপেক্ষাও গরীয়সী যেহেতু তাহাতে একদিন মাত্র বসবাস করিলেও শ্রীহরিভক্তির উদয় হয়।" কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীগোস্বামিপাদ ব্রজবাসের অপরিহার্য বিধান দিয়াছেন—"কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা।" দেহের সহিত ব্রজবাসে যাঁহারা অক্ষম, অন্ততঃ মনের দ্বারাও তাঁহাদিগকে ব্রজবাসের উপদেশ দেওয়া হইতেছে। কিন্তু শ্রীধামবাসিগণকে শ্রীধামের তত্ত্ব জানিয়াই ধামের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা বা অনুরাগের সঙ্গে ব্রজবাস করিতে হয় নচেৎ চিন্ময়ধামে জড় জগতের সাদৃশ্যাদি কল্পনা করিলে ধামাপরাধবশতঃ ধামবাস সফলিত হয় না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম।
শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম ॥
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনু-সম।
উপর্য্যধো ব্যাপী আছে—নাহিক নিয়ম ॥
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তার নাহি দুই কায় ॥
চিন্তামণি ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম ॥
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ-প্রকাশ।
গোপ-গোপী সঙ্গে যাহাঁ কৃষ্ণের বিলাস ॥" (চৈঃ চঃ আদি ৫ম পরিঃ)

অপ্রাকৃত বস্তু কখনই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয় না। এই জন্যই বিশ্বমানবের প্রতি করুণা করিয়া শ্রীধাম অপ্রাকৃত তত্ত্ব হইয়াও প্রাকৃত বিশ্বের রূপ অঙ্গীকার করিয়া বিরাজ করিতেছেন। এইরূপ বিশ্বাস লইয়াই ভক্তি বা অনুরাগের সহিত আমাদের ধামবাস করিতে হইবে নচেৎ ধামাপরাধ অবশ্যম্ভাবী। কারণ যে বস্তুর স্বরূপ যাহা, তাহাকে নিকৃষ্ট কোন অন্য বস্তুর মত চিন্তা করাই সেই

বস্তুর প্রতি অপরাধ। শ্রীধামের চিন্ময়ত্ব-সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা থাকিলে পরমানুরক্তির সহিত ধামবাসে আমরা ধন্য হইতে পারি, কারণ ধামে অনুরক্তিই পরম-পুরুষার্থ। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদ লিখিয়াছেন—

"রাধামুরলিমনোহর-চরণবিলাসেন ধন্যায়াম্।
বৃন্দাবনভুবি মন্যে পরমপুমর্থো মনাগপি প্রণয়ঃ॥" (বৃঃ মঃ ৪।৬৫)

"শ্রীরাধা-মুরলী-মনোহরের চরণবিলাসদ্বারা ধন্য এই শ্রীবৃন্দাবন ভূমিতে যদি কিঞ্চিন্মাত্রও প্রণয় হয়, তবে তাহাই পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করি।" শ্রীবৃন্দাবনের প্রতি প্রণয়শীল শ্রীল সরস্বতী-পাদ ব্রজভক্তি ও শ্রীব্রজবাসের অদ্ভুত নিষ্ঠা প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন—

"শ্রীরাধামুরলীধর বরধন বৃন্দাবনে বরং ক্রিমিকঃ।
ভগবৎ-পার্ষদমুখ্যোঽপ্যন্যত্রাঽহং ন চোৎসহে ভবিতুম্॥
সর্ব্ব দুঃখদশা ঘোরা বরং বৃন্দাবনেঽস্তু মে।
প্রাকৃতাঽপ্রাকৃতাঽশেষবিভূতিরপি নান্যতঃ॥
পশুরেকঃ খগ একস্তৃণমেকং রেণুরেকো বা।
শ্যামরসাদ্ভুতবন্যে বৃন্দারণ্যে ভবাম্যহং ধন্যঃ॥" (বৃঃ মঃ-৪।৫৭, ৬১, ৬৪)

"শ্রীরাধা-মুরলীধরের শ্রেষ্ঠধন এই শ্রীবৃন্দাবনে বরং ক্ষুদ্র কৃমিও হইতে ইচ্ছা করি, তথাপি অন্যত্র ভগবৎ-পার্ষদ শ্রেষ্ঠ হইতেও আমার উৎসাহ নাই। শ্রীবৃন্দাবনে আমার ঘোরতর দুঃখ-দুর্দশারাশি আসুক, তথাপি অন্যত্র প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত নিখিল ঐশ্বর্য্যও আমি প্রার্থনা করি না। শ্যামরসময় অদ্ভুত বনরাজি-যুক্ত শ্রীবৃন্দাবনে একটি পশু, একটি পক্ষী, এক খণ্ড তৃণ অথবা একটি রেণুকা হইয়াও আমি ধন্য হইব।"

শ্রীপাদ রঘুনাথ ব্রজবাসিগণেও তদ্রূপ অপূর্ব বা অতুলনীয় রতি কামনা করিতেছেন। এখানে ব্রজবাসিগণ বলিতে ব্যাপকার্থে ব্রজধামে বসবাস করিতেছেন যাঁহারা, তাঁহাদিগকেই বুঝাইতেছে। শাস্ত্র ও মহাজনগণ বলেন, শ্রীধাম চিন্ময়তত্ত্ব হইয়াও বিশ্বজীবের প্রতি কৃপা করিয়া যেমন জড়জগতের রূপকে অঙ্গীকার করিয়া আছেন, তদ্রূপ ধামবাসিগণও চিন্ময়তত্ত্ব হইয়াও প্রাকৃত বিশ্বজীবের স্বভাবকে অঙ্গীকার করিয়া রহিয়াছেন। সুতরাং ব্রজবাসিজনের মধ্যে দুর্জন-সুলভ কোন অনাচারাদি দৃষ্ট হইলেও তাহা দ্রষ্টারই ইন্দ্রিয়াদির বা মন, বুদ্ধির দুষ্টতা ভাবিয়া তাঁহাদের প্রতি পরম ভক্তিমানই থাকিতে হইবে। "বৃন্দাটবী বিমল-চিদ্ঘন-সত্ত্ববৃন্দা বৃন্দারক প্রবরবৃন্দ-মুনীন্দ্র-বন্দ্যা" (বৃঃ মঃ-১।৪৪) "এই শ্রীবৃন্দাটবীতে যাঁহারা বসবাস করেন, তাঁহারা সকলেই বিমল ও চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেবতা ও মুনীবৃন্দ তাঁহাদের বন্দনা করিয়া থাকেন।" তাই শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ পরম ভক্তিভরে ব্রজবাসী স্থাবর-জঙ্গমের সেবা কামনা করিয়াছেন—(বৃঃ মঃ-১।৬১)

"সেবা বৃন্দাবনস্থ-স্থির-চর-নিকরেষ্বস্তু মে হন্ত কেবা
দেবা ব্রহ্মাদয়ঃ স্যু স্তুত উরুমহিতা বল্লভা যে ব্রজেন্দোঃ।
এতে হ্যদ্বৈত সচ্চিদ্রসঘনবপুষোদূরদূরাতিদূর-
স্ফূর্জ্জন্মাহাত্ম্যবৃন্দা বৃহদুপনিষানন্দজানন্দ-কন্দাঃ ॥"

"শ্রীবৃন্দাবনস্থ স্থাবর-জঙ্গমের সেবা আমার লাভ হউক। অহো! যাঁহারা গোকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবতই অতি প্রিয়, ব্রহ্মাদি দেবগণ হইতেও তাঁহারা অধিকতর পূজার্হ। এই শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়-গণ অদ্বয় সচ্চিদানন্দ ঘনমূর্তি, ইঁহাদের মহামহিমা দূরাতিদূরে অর্থাৎ মানববুদ্ধির অগোচরে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইতেছেন। ইঁহারা মহোপনিষদসমূহেরও আনন্দজনক যে মহানন্দরাশি তাহার কন্দ বা মূলবীজস্বরূপা ॥"

তদ্রূপ সুজন বা শ্রীবৈষ্ণবগণের প্রতিও সমধিক অনুরাগ প্রকাশ করিতে মনকে অনুরোধ করিতেছেন শ্রীপাদ রঘুনাথ। ভগবৎ-পাদপদ্মে প্রেমভক্তি লাভ করিতে হইলে ভগবদ্ভক্তের প্রতি সমধিক অনুরাগ অপরিহার্য। "মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়" "অবশ্য মিলয়ে কৃষ্ণ বৈষ্ণব-কৃপায়" ইত্যাদি সাধুবাণী হইতে জানা যায়—ভগবৎ-পাদপদ্মে প্রেমভক্তি লাভের একমাত্র ও অব্যভিচারী উপায় মহতের করুণা। ভগবৎকৃপা মহৎসঙ্গ বা মহৎকৃপাকে বাহন করিয়াই জীবান্তরে সংক্রমিত হয়, স্বতন্ত্রভাবে হয় না। প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীভগবানের করুণা হইলে তো শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে ভক্তি সঞ্জাত হইতে পারে, ইহাতে মহৎসঙ্গ বা মহৎকৃপার এত অপেক্ষা কেন? এর উত্তরে শাস্ত্র ও মহাজনগণ বলেন,ভগবৎ-কৃপাই ভক্তি লাভের মুখ্য কারণ বা স্বতঃসিদ্ধ উপায় হইলেও ভগবদুন্মুখকারিণী ভগবৎ-কৃপা এই বিশ্বে সাধুর মূর্তি ধারণ করিয়াই আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া থাকেন। "সন্ত এবানুগ্রহো যস্য সঃ। তবানুগ্রহো যঃ প্রাপঞ্চিকে চরতি স তদাকারতয়ৈব চরতি নান্যরূপতয়েত্যর্থঃ" (ভক্তিসন্দর্ভঃ-১৮০ অনুঃ) অর্থাৎ "হে ভগবন্! সাধুগণই আপনার মূর্তিমান্ অনুগ্রহ, আপনার যে অনুগ্রহ প্রাপঞ্চিক বিশ্বে বিচরণ করেন, তাহা সাধুর আকার ধারণ করিয়াই বিচরণ করিয়া থাকেন, অন্যরূপে নহে।" সুতরাং এই সাক্ষাৎ ভগবৎ-করুণার মূর্তি সাধুকে উপেক্ষা করিয়া শ্রীভগবানের পরোক্ষ করুণার অনুসন্ধান করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এইজন্য শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রিয় ভক্ত উদ্ধবের প্রতি শ্রীমুখে বলিয়াছেন—"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা" (ভাঃ-১১।১৯।২১) "অভ্যধিকা মৎসন্তোষবিশেষং জ্ঞাত্বা মৎপূজাতোঽপীত্যর্থঃ" অর্থাৎ "ভক্তপূজায় আমার বিশেষ সন্তোষ জানিয়া আমার পূজা অপেক্ষাও আমার ভক্তের পূজায় অধিক অনুরাগ বিস্তার করিতে হইবে।" কারণ ভক্তকে শ্রীভগবান্ যতখানি আকাঙ্ক্ষা করেন, নিজেকে ততটা করেন না। শ্রীভগবানের স্বরূপানন্দ অপেক্ষা ভক্তের হৃদয়গত ভক্ত্যানন্দ তাঁহার অতি স্পৃহনীয় ও আকর্ষণীয় হইয়া থাকে।

"নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ং চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা ॥" (ভাঃ-৯।৪।৬৪)

শ্রীভগবান্ দুর্বাসা ঋষির প্রতি বলিলেন—"হে ব্রহ্মণ্! যাঁহাদের আমিই একমাত্র গতি, সেই সকল সাধু ভক্তগণকে আমি যতখানি কামনা করি, নিজেকে এবং আমার ষড়বিধ ঐশ্বর্যকেও সেরূপ কামনা করি না।" তাই—

"সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।
ন সংশয়োঽত্র তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্ ॥" (শাণ্ডিল্যস্মৃতি)

অর্থাৎ "অচ্যুত-সেবাপরায়ণগণের প্রেমসিদ্ধি হয় কি না হয় এইরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু তদীয় ভক্তগণের পরিচর্যারত ব্যক্তিগণের প্রেমসিদ্ধি-বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকে না।" 'তস্মাদ্বিষ্ণু-প্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ' সুতরাং 'বিষ্ণুর ঐকান্তিকী প্রসাদ কামনায় বৈষ্ণবগণকে অনুরাগময় সেবাদির দ্বারা পরিতুষ্ট করিবে।' শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"যৎসেবয়া ভগবতঃ কুটস্থস্য মধুদ্বিষঃ।
রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দ্দনঃ ॥" (ভাঃ-৩।৭।১৯)

অর্থাৎ 'যে মহৎগণের সেবায় সংসারক্লেশ-নাশক শ্রীমধুসূদনের শ্রীপাদপদ্মে স্বাভাবিক প্রেমোৎসব সঞ্জাত হইয়া থাকে।' মহৎসঙ্গ বা মহৎসেবা বলিতে অনুরাগের সহিত কায়-মনো-বাক্যে মহৎগণের পরিচর্যাদি পূর্বক তাঁহাদের শ্রীমুখে শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণাদি করিয়া তাহার মনন, সাধুগণের আচরণাদির অনুসরণ, তাঁহাদের উপদেশানুসারে সাধন-ভজন করাই বুঝায়। আজকাল মহৎসেবা বা বৈষ্ণবসেবা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা বৈষ্ণবগণকে কিছু অর্থ বা অন্ন-বস্ত্রাদি দান, মহোৎসবে আমন্ত্রিত বৈষ্ণবগণকে খেচরান্ন ভোজনাদিই হইয়া থাকে এবং সেই মহোৎসবাদিতেও যেরূপ মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়া থাকি অর্থাৎ মর্যাদাবিশিষ্টদের অপেক্ষা কাঙাল বৈষ্ণবগণকে অবজ্ঞাপূর্বক হীনমর্যাদা করিয়া ভোজ্য দান করিয়া যে বৈষ্ণবসেবা করিলাম বলিয়া মনে করি, তাহাই কি "মদ্ভক্তপূজ্যাভ্যধিকা" "রতিরাসো-ভবেত্তীব্রঃ" বাণীর অনুরূপ বৈষ্ণবসেবা? সুধীগণ একবার বিচার করিয়া দেখিবেন।

নারদ-পঞ্চরাত্র বলিয়াছেন—"বৈষ্ণবানাং পরাভক্তিঃ" অর্থাৎ পরমাভক্তির সহিত বৈষ্ণবগণের সেবা করিবে। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"যাবন্তি ভগবদ্ভক্তেরঙ্গানি কথিতানিহ।
প্রায়স্তাবন্তি তদ্ভক্তভক্তেরপি বুধাঃ বিদুঃ ॥"

অর্থাৎ "এই গ্রন্থে ভগবদ্ভক্তির যে সকল অঙ্গের কথা বলা হইয়াছে, বিদ্বানগণ তাহার অধিকাংশই ভক্তেরও ভক্তির অঙ্গ বলিয়া জানিবেন।" শ্রীপাদ রঘুনাথ নিজ মনকে শিক্ষা দেওয়ার ছলে শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে প্রেমপ্রাপ্তির অমোঘ-সাধন ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি অনুরাগময়ী ভক্তি করিবার উপদেশ সাধক সমাজকে দিতেছেন।

অতঃপর শ্রীপাদ ব্রাহ্মণগণে অপূর্ব্বরতি বা প্রীতিবিধানের জন্য মনকে উপদেশ দিতেছেন। ব্রাহ্মণভক্তির দ্বারা ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীভগবানের কৃপাবিশেষের উদয় হইয়া থাকে। সুতরাং "শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্" ইত্যাদি বাক্যে যে অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করা হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের ভক্তিতে অনুরাগ-সঞ্চার করিবার জন্যই। অপরে ব্রাহ্মণের নিন্দা করুক এই অভিপ্রায়ে নহে। কারণ শ্রীভাগবতে বিপ্রভক্তির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—"বিপ্রং কৃতাগসমপি নৈব দ্রুহ্যত মামকাঃ। ঘ্নন্তং বহুশপন্তং বা নমস্কুরুত নিত্যশঃ ॥" (ভাঃ-১০।৬৪।৪১)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ রাগানুগীয় ভজনে যে পঞ্চবিধ সাধনের কথা বলিয়াছেন, স্বাভীষ্ট-ভাবময়, স্বাভীষ্টভাবসম্বন্ধী, স্বাভীষ্টভাবানুকূল, স্বাভীষ্টভাবাবিরুদ্ধ ও স্বাভীষ্টভাববিরুদ্ধ ; ইহার মধ্যে স্বাভীষ্টভাবাবিরুদ্ধ সাধন—গো, ব্রাহ্মণ, অশ্বত্থ, ধাত্রী আদির সম্মাননা প্রভৃতি রাগসাধকের ভজনের উপকারক।

অতঃপর শ্রীপাদ স্বমন্ত্রে বা নিজ দীক্ষামন্ত্রে সাতিশয় রতি বা অনুরাগ বিধানের কথা বলিয়াছেন। ব্রহ্মপুরাণে মন্ত্রের লক্ষণ নিরূপণ-প্রসঙ্গে দেখা যায়—

"ওঁকারাদিসমাযুক্তং নমস্কারান্ত-কীর্ত্তিতম্।
স্বনাম-সর্ব্বসত্ত্বানাং **মন্ত্র** ইত্যভিধীয়তে ॥"

অর্থাৎ ওঁকারাদি সমাযুক্ত, নমস্কারান্ত স্বনামই সর্বসত্ত্বের মন্ত্র। মন্ত্রসমূহ ভগবন্নামাত্মক, বিশেষতঃ বীজসম্পুটিত 'নমঃ' 'স্বাহা'দি শব্দ দ্বারা অলংকৃত এবং শ্রীভগবান্ ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক সমর্পিত শক্তিবিশেষযুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের সহিত সাধকের সম্বন্ধ-বিশেষ প্রতিপাদন করে। জগকারীকে যথা-বস্থিত দেহ-দৈহিকাদি বন্ধন হইতে মুক্ত বা ত্রাণ করিয়া ভগবৎ-সেবোপযোগী চিন্ময়দেহ দান করিয়া ধন্য করে। সদ্গুরুর শ্রীমুখনিঃসৃত মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই সাধকের মধ্যে মন্ত্রাত্মক শ্রীভগবানের বিশেষ শক্তি সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে যথাযথ ভজনোপযোগীতা প্রদান করিয়া থাকে।

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তাঁরে করে আত্মসম ॥
সেই দেহ তাঁর করে চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥" (চৈঃ চঃ-অন্ত্য ৪র্থ পরিঃ)

দীক্ষাপ্রসঙ্গে শাস্ত্রে যে সব মন্ত্রের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রই প্রধান। তন্মধ্যেও আবার মধুর রসের লীলাবলীর সংঘটক মন্ত্ররাজ **অষ্টদশাক্ষর** বা **দশাক্ষর** 'গোপীজনবল্লভ' মন্ত্রই সর্বমন্ত্রের শিরোমণি। দীক্ষাগুরুর নিকট হইতে মন্ত্রার্থ অবগত হইয়া পরমানুরাগের সহিত মন্ত্র জপ করিলে মন্ত্রের আশ্চর্য ফল উপলব্ধি করা যায়। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের শ্রীগোপকুমার মন্ত্রজপে নিষ্ঠার ফলে কি ভাবে নিখিল চিৎ-রাজ্যে পরিভ্রমণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা বৃহদ্ভাগবতামৃত পাঠকারী মাত্রেই অবগত আছেন।

অতঃপর শ্রীপাদ শ্রীহরিনামে সাতিশয় ও অপূর্ব বা অতুলনীয় অনুরাগ কামনা করিতেছেন। **শ্রীহরিনামে অনুরাগদ্বারাই সাধকের সর্বার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে।** কারণ শ্রীনাম স্বয়ং সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব। যেহেতু নাম ও নামী-শ্রীভগবানে কোন পার্থক্য বা ভিন্নতা নাই।

"নামশ্চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনো॥" (পদ্মপুরাণ)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"নামৈব চিন্তামণিঃ সর্ব্বার্থদাতৃত্বাৎ। ন কেবলং তাদৃশমেব অপিতু চৈতন্যলক্ষণো যঃ কৃষ্ণঃ স এব সাক্ষাৎ। তত্র হেতুরভিন্নত্বাদিতীতি।" অর্থাৎ শ্রীনামই চিন্তামণি। যেহেতু নাম সমস্ত অর্থ বা সর্বাভীষ্ট প্রদানে সমর্থ। শ্রীনাম কেবল যে ভগবত্তুল্য সর্বার্থ প্রদানেই সমর্থ তাহাই নহে, কিন্তু চৈতন্য লক্ষণযুক্ত যে কৃষ্ণ—সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণই নাম। নাম ও নামীর অভিন্নত্বের ইহাই তাৎপর্য।' অর্থাৎ শক্তিতে তুল্যতাহেতু নামকে যে নামীর সমপর্যায়ে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা নহে ; পরন্তু নাম যে নামীই বা কৃষ্ণনাম যে সাক্ষাৎ কৃষ্ণই—ইহাই টীকাকারের অভিপ্রায়। কেবল তাহাই নহে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ হইতেও শ্রীনামে কারুণ্যাদি গুণের সমধিক অভিব্যক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতোনামস্বরূপদ্বয়ম্
পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে।
যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণীসমন্তাদ্ভবে
দাস্যেনেদমুপাস্য সোঽপিহি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি॥"

"হে শ্রীনাম! তোমার বাচ্য ও বাচক এই দুইটি স্বরূপ প্রকাশ পাইতেছে। তন্মধ্যে বিভু-চৈতন্যাত্মক-বিগ্রহ বাচ্যস্বরূপ হইতে 'কৃষ্ণ' 'গোবিন্দ' ইত্যাদি বর্ণনিচয়রূপ বাচক-স্বরূপকেই আমি সমধিক করুণ বলিয়া মনে করি। কারণ যে সব প্রাণী বাচ্যস্বরূপে বা সাক্ষাৎ কৃষ্ণে অপরাধী, তাহারা এই বাচকস্বরূপ শ্রীনামের কীর্তনেই নিরপরাধ হইয়া ভগবৎ-প্রেমসুখে নিমজ্জিত হইয়া ধন্য বা কৃতার্থ হয়।"

এই প্রকারে সমস্ত **সাধ্য** ও **সাধনার** মূলে একমাত্র **শ্রীকৃষ্ণনামই** যে বিদ্যমান তাহা জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণনাম অঙ্গী, সমস্ত সাধনই নামের অঙ্গ। সাধনব্যাপারে এই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিয়া সমধিক অনুরাগের সহিত শ্রীনাম-সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে অচিরেই অভীষ্টলাভ করিয়া সাধক ধন্য হইয়া থাকেন।

সর্বশেষে শ্রীপাদ বলিলেন—'হে মন! ব্রজের নবতরুণ যুগল শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের আশ্রয়ে সমধিক ভাবে অপূর্ব অনুরাগ বিধান কর।' শ্রীপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য পরিকর, ব্রজের নিত্যসিদ্ধা রতিমঞ্জরী বা তুলসী-মঞ্জরী। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে আসিয়াছেন, মঞ্জরীভাবে শ্রীযুগল-উপাসনার কৌশল বিশ্বসাধকগণকে শিক্ষা

দিয়া ব্রজনিকুঞ্জে তাঁহাদের লইয়া যাইতে। মঞ্জরীভাবে ব্রজনবযুগলের উপাসনাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনর্পিতচরী করুণার অবদান। অতি রহস্যময় ব্রহ্মা, মহেশ্বর, উদ্ধবাদির সুদুর্লভ ও সুদুর্গম ব্রজের যুগল-উপাসনার সৌভাগ্য কলিযুগের পাপ-তাপাদি বিহত জীবকে প্রদান করা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতরণের অন্যতম কারণ।

কেহ কেহ মনে করেন, মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাণীতে জানা যায়—"চারি ভাব ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন" (চৈঃ চঃ) অর্থাৎ ব্রজের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিভাবের ভক্তি প্রদানের জন্যই মহাপ্রভুর অবতার। সুতরাং একমাত্র যুগল-উপাসনাই যে তাঁহার অবদান, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, যদিও তিনি মুখে ঐ কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু কার্যতঃ তিনি শ্রীরামানন্দ রায় প্রভৃতির দ্বারা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনাকেই সাধ্য-শিরোমণিরূপে স্থাপন করিয়াছেন এবং স্বয়ং ও পার্ষদগণের দ্বারা আচারে ও প্রচারে একমাত্র যুগল উপাসনাকেই প্রকাশ করিয়াছেন দাস্যাদি ভাবের নহে। মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ ও সম্প্রদায়াচার্য শ্রীশ্রীষড়্‌গোস্বামিগণের চরিত্র আলোচনায় ও তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থ হইতে যুগল-উপাসনাই তাঁহাদের চরম হার্দবস্তু বলিয়া জানা যায়। শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদ কিভাবে মঞ্জরীস্বরূপের অভিমানে বা যুগল-ভজনরসে ডুবিয়াছেন, তাঁহার এই স্তবাবলী আলোচনায় তাহা স্পষ্টতঃই উপলব্ধি হইবে।

যাঁহাদের কণ্ঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সেই গোস্বামিপাদগণ রাধা-বিরহিত একা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় যে কৃষ্ণসিন্ধুর বিন্দুমাত্রেরই আস্বাদন লাভ হইয়া থাকে, তাহা নানাভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্যের সিন্ধু,সে সিন্ধু অতলস্পর্শ ও দুরবগাহ। অথচ ভগবন্মাধুরী আস্বাদনই ভগবদনুভবের চরম পর্যায়। জীবশক্তি ক্ষুদ্র, সেই দুরবগাহ মাধুর্যসিন্ধু স্পর্শ করারও তাহার শক্তি নাই। যদি কোন মহাশক্তি যিনি তাঁহার অখণ্ড প্রেমের দ্বারা অখণ্ড শ্রীকৃষ্ণমাধুরী সমগ্র আস্বাদন করিতে শক্তি ধরেন; তিনি যদি কৃপা করিয়া তাঁহার আস্বাদ্য মাধুরী সবটুকু আশ্রিত জীবকে আস্বাদন করাইয়া দেন, তবেই অফুরন্ত শ্রীকৃষ্ণমাধুরী আস্বাদনে জীবশক্তি ধন্য হইতে পারে। সেই মহাশক্তিই শ্রীরাধা।

একদিকে যেমন শ্রীরাধার সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যসিন্ধু অনন্তগুণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, অপর দিকে তেমনি শ্রীরাধা সেই উচ্ছ্বসিত শ্রীকৃষ্ণমাধুরী সখী-মঞ্জরীভাবে তাঁহার চরণে আশ্রিত জীবশক্তিকে সমগ্রই আস্বাদন করাইয়া থাকেন। শুধু তাহাই নহে, নিজ আস্বাদন অপেক্ষাও অধিক আস্বাদন করাইয়া থাকেন।

"রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজসেক হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়॥" (চৈঃ চঃ মধ্য-৮ম পরিঃ)

'কোটি সুখ' হওয়ার কারণ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমকল্পলতা শ্রীরাধা তাঁহার সঙ্গে উচ্ছ্বসিত শ্রীকৃষ্ণ-মাধুরীই আস্বাদন করেন, কিন্তু তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিতা সখী-মঞ্জরীগণ যুগল-মাধুরী ও যুগল-সেবার অদ্ভুত রসাস্বাদনে ধন্য হন। জীবশক্তি প্রেমভক্তির সাধনায় যত উচ্চতম আস্বাদনের রাজ্যে পেঁছাইতে পারে, মঞ্জরীভাবে যুগল-উপাসনাই তাহার চরমতম সোপান। তাই শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধারাণীর নিত্যসিদ্ধা মঞ্জরী হইয়াও স্বীয় মনকে উপদেশ দেওয়ার ছলে শ্রীশ্রীরাধামাধবের পাদপদ্ম আশ্রয়ে সমধিক অনুরাগ প্রকাশ করিবার শিক্ষা বিশ্বসাধকগণকে প্রদান করিয়াছেন। এই মনঃশিক্ষার সমস্ত শ্লোকাবলীর কথা দূরে থাকুক, কেহ যদি এই একটি শ্লোকের উপদেশাবলীর আচরণ বা অনুসরণ করেন—তাঁহার সাধন-জীবন যে ধন্য হইবে—ইহাতে আশ্চর্য কি ?

"ওহে ভ্রাতঃ মোর মন, এই মম নিবেদন,
সদা দম্ভ পরিত্যাগ কর।
হরিভক্তি-নিকেতন, শ্রীগুরুর শ্রীচরণ,
অনুরাগে তা' আশ্রয় কর ॥
অপ্রাকৃত চিন্ময়-ধাম, বৃন্দাবন যার নাম,
তাহে যত স্থাবর-জঙ্গম।
গললগ্নী কৃতবাসে, সদা অশ্রুনীরে ভেসে,
নিত্য তাঁদের করহ প্রণাম ॥
বৈষ্ণব মহান্তগণ, প্রেমভক্তির মহাজন,
জনে জনে পতিত-পাবন।
ভৃত্য প্রায় সঙ্গে থির, নিত্য পরিচর্য্যা কর,
তবে হবে বাঞ্ছিত পূরণ ॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়বর, দ্বিজগণে ভক্তি কর,
আশীর্ব্বাদ মঙ্গল-কারণ।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি, সুপ্রসন্ন হবে অতি,
তাঁহাদের করিলে সেবন ॥
কৃপাশক্তি-সঞ্চারিত, দীক্ষামন্ত্র গুরুদত্ত,
জপ মন লইয়া শরণ।
মন্ত্ররাজ-আকর্ষণে, প্রকাশিয়া বৃন্দাবনে,
দেখা দিবে মদন-মোহন ॥

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণ-নিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বর-পতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। হে মন! তুমি নিশ্চিতরূপে বেদশাস্ত্র কথিত ধর্ম বা অধর্মের আচরণ করিও না। এই ব্রজধামে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্যার অনুষ্ঠান কর। শ্রীশচীনন্দনকে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে এবং শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমরূপে সর্বদা স্মরণ কর ॥ ২ ॥

টীকা। ননু শ্রুত্যুক্ত তত্তৎকালপ্রাপ্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মকরণে ব্যাকুলচেতসাং কুতোরতেরতিশয়িত কর্ত্তব্যতেত্যাহ ন ধর্ম্মমিত্যাদি। ননু ভো মনঃ শ্রুতিগণ নিরুক্তং সিদ্ধান্তসারত্বেন বেদপ্রতিপাদিতং ধর্ম্মং এবং নিষিদ্ধত্বেনোক্তমধর্ম্মং ধর্ম্মপ্রতিষেধেন কর্ত্তব্যত্বেন প্রাপ্তং কিল কর্ত্তব্যত্বেন সম্ভাবিতং ন কুরু কৃতিবিষয়তাং ন প্রাপয়। কিল শব্দস্তু বার্ত্তায়াং সম্ভাব্যানুনয়ার্থয়োরিতি মেদিনী। ধর্ম্মোঽত্র অধর্ম্ম প্রতিযোগিত্বেন চতুর্বর্গান্তঃপাত্যেব গ্রাহ্যঃ নতু ধর্ম্মোমদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্ত ইত্যুদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবতোক্তেঃ তন্নিষেধে পরিচর্য্যায়া অসিদ্ধেঃ। ননু তৎ কিমুদাসীনো বর্ত্তিষ্যে ইতি চেত্তত্রাহ ইহ সংসারে স্থিত্বা ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যাং বিস্তারয়। কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদেতি দিশা আত্মনাত্মানং তত্রস্থং ভাবয়িত্বেতি ভাবঃ। এবং শচীসূনুং গৌরাঙ্গং নন্দীশ্বর-পতিসুতত্বেন নন্দনন্দন এবাসাবিতি স্মর। এবং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে কৃষ্ণপ্রিয়ত্বে গুরুবরমজস্রম্ অনবরতং স্মর। ননু আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুরিত্যেকাদশস্কন্ধপদ্যেন গুরুবরস্য কৃষ্ণাভিন্নত্বেনৈব মননমুচিতং কথং তৎপ্রিয়ত্ব-মননম্। অত্রোচ্যতে। প্রথমং তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্। কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেদিত্যনেন ভেদপ্রতীতেরাচার্য্যং মামিত্যত্র যৎ শ্রীগুরোঃ কৃষ্ণত্বেন মননং তত্তু শ্রীকৃষ্ণস্য পূজ্যত্ববদ্গুরোঃ পূজ্যত্বে প্রতিপাদকমিতি সর্ব্বমবদাতম্ ॥ ২ ॥

সর্ব্বশক্তি পরিপূর্ণ,　　　মহাপ্রভু-মুখোদ্গীর্ণ,
ভুবন-মঙ্গল হরিনাম।
কর শ্রবণ-কীর্ত্তন,　　　জপ মন রাত্রিদিন,
প্রেমানন্দ যার পরিণাম ॥
নববিধা ভক্তিরত্নে,　　　অনুশীলন করি যত্নে,
ভজ মন যুগল-চরণ।
দশনেতে তৃণ ধরে,　　　এই চাটুবাক্য-দ্বারে,
তুয়াপদে করি নিবেদন ॥" ১ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদ বিশ্ব-সাধকগণকে রাগমার্গীয় শুদ্ধভক্তের আচরণীয় বা অবশ্য করণীয় কয়েকটি ভজনতত্ত্বের শিক্ষা দিতেছেন স্বীয় মনকে উপদেশ প্রদানের ছলে। নিগমশাস্ত্র অতি বিশাল। অখিল মানব-সমাজের হিতৈষী নিগমশাস্ত্রের অধিকারীভেদে কোন অংশে কর্ম, কোন অংশে জ্ঞান, কোথাও বা ভক্তিসাধনার কথা বর্ণিত হইয়াছে। কোন্ সময়ে কাহার নিম্নাধিকার ত্যাগ করিয়া উচ্চাধিকারে প্রবেশ লাভ ঘটিবে, তাহারও লক্ষণ শাস্ত্রই নিরূপণ করিয়াছেন। কোন যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গ বা মহৎকৃপার ফলে যদি কেহ শ্রীভগবানের কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা লাভ করেন, তখন বর্ণাশ্রমধর্ম বা জ্ঞানাদির অধিকার অতিক্রম করিয়া সেই শ্রদ্ধাবান্ শুদ্ধভক্তি যাজনের অধিকার প্রাপ্ত হন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২০।৯ শ্লোকে) শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবের প্রতি বলিয়াছেন—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥"

"যতদিন পর্যন্ত না বিষয়ে নির্বেদ জন্মে বা আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা সঞ্জাত না হয়, ততদিন পর্যন্ত বেদ-বিহিত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্মসমূহের আচরণ করিবেন।" তাৎপর্য এই যে, নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম আচরণের দ্বারা যখন চিত্তশুদ্ধি হইয়া কর্মে নির্বেদ জাত হয়, তখন সেই নির্বেদপ্রাপ্ত ব্যক্তির জ্ঞানযোগে অধিকার আসে, কর্মাধিকার থাকে না। আর আকস্মিক মহৎকৃপাজনিত সৌভাগ্যে শ্রীভগবানের কথা শ্রবণাদিতে যে পর্যন্ত শ্রদ্ধা জাত না হয়, ততদিন কর্মাধিকার থাকে, শ্রদ্ধালুব্যক্তির শুদ্ধা-ভক্তিতে অধিকার জন্মে, কর্ম, জ্ঞানাদিতে নহে। তাই শ্রীভগবান্ শ্রীমুখে তাঁহাদের বর্ণাশ্রমধর্ম ত্যাগ করিয়া ভজনের উপদেশ দিয়াছেন—

"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥" (ভাঃ-১১।১১।৩২)

"ময়া বেদরূপেণ আদিষ্টান্ অপি স্বধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যো মাং ভজেৎ সোহপ্যেবং পূর্ব্বোক্তবৎ সত্তমঃ। কিমজ্ঞানাৎ নাস্তিক্যাদ্বা ? ন, ধর্ম্মাচরণে সত্ত্বশুদ্ধ্যাদীন্ গুণান্ বিপক্ষে দোষাংশ্চাজ্ঞায় জ্ঞাত্বাপি মদ্ধ্যানবিক্ষেপকতয়া মদ্ভক্ত্যৈব সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়নিশ্চয়েনৈব ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ।" (শ্রীধর টীকা) অর্থাৎ 'মদীয় বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট স্বধর্মসমূহের অনুষ্ঠানে গুণ এবং অননুষ্ঠানে দোষ জানিয়াও যিনি তাদৃশ ধর্মানুষ্ঠান মদীয় ধ্যানের বিক্ষেপজনক জানিয়া মদ্ভক্তিবলেই সর্বসিদ্ধি হইবে ইহা দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া সর্ব-ধর্ম পরিত্যাগপূর্বক (অজ্ঞান বা নাস্তিক্যবশতঃ পরিত্যাগ করিয়া নহে) আমার ভজন করেন, তিনি উত্তম সাধুরূপে গণ্য হইয়া থাকেন।' গীতার চরমেও শ্রীভগবান্ তাঁহার সর্বগুহ্যতম শ্রীমুখবাণীতেও সর্বধর্ম ত্যাগপূর্বক তাঁহার শরণাগতির উপদেশ দিয়াছেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥" (গীতা-১৮।৬৬)

'হে অর্জুন, সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি আমার শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমায় সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, অতএব শোক করিও না।' এইভাবে শুদ্ধ ভজন-পথাশ্রয়ে শ্রুত্যুক্ত ধর্মাধর্মের সহিত সম্পর্ক ত্যাগের কথা জানা যায়।

শ্রীপাদ বলিতেছেন—'ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু' 'হে মন! তুমি বেদ-প্রতিপাদ্য ধর্মাধর্মাদির সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া এই ব্রজধামে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্যা বা সেবার অনুষ্ঠান কর।' পূজা, সেবা, উপাসনা, পরিচর্যা প্রভৃতি এক পর্যায়বাচী শব্দ। 'প্রচুর পরিচর্যা' কথার তাৎপর্য এই যে, রাগমার্গের উপাসনা যুগপৎ বাহ্যদেহে বা যথাবস্থিত সাধকদেহে এবং অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে বা মঞ্জরীদেহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্রহি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥" (ভঃ রঃ সিঃ-১।২।২৯৫)

'অভীষ্ট শ্রীরাধামাধব-চরণে রতিবিশেষ লাভেচ্ছু ব্যক্তি সাধকদেহে শ্রীরূপ-সনাতনাদির এবং সিদ্ধস্বরূপে অর্থাৎ অন্তশ্চিন্তিত মঞ্জরীদেহে শ্রীরূপ-মঞ্জর্যাদি ব্রজলোকের অনুসরণে বা আনুগত্যে সেবা করিবেন।'

"বাহ্য অন্তর ইহার দুইত সাধন।
বাহ্য—সাধকদেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন।
মনে—নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥" (চৈঃ চঃ মধ্য-২২শ পরিঃ)

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রেমলাভেচ্ছু সাধক নিষ্ঠার সহিত এই ব্রজে বাস করত (যাঁহারা দেহের সহিত ব্রজবাসে অসমর্থ, তাঁহারা মনে মনেও ব্রজে বাস করত) ব্রজোৎপন্ন পুষ্প, গব্যাদি উপকরণে বাহ্যদেহে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করিবেন এবং সর্বদা 'হরে কৃষ্ণেতি' নাম-কীর্তন ও রসিক ভক্তের মুখে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা শ্রবণ করিবেন।

"রাধাকৃষ্ণ-সেবন, একান্ত করিয়া মন,
চরণ-কমল বলি যাঁউ।
দোহার নাম গুণ শুনি, ভক্তমুখে পুনি পুনি,
পরম আনন্দ সুখ পাঁউ॥" (প্রেঃ ভঃ চঃ)

তদ্রূপ সিদ্ধদেহে বা শ্রীগুরুপ্রদত্ত মঞ্জরীস্বরূপে সতত অভিমান স্থাপন করত শ্রীরূপমঞ্জরী, রতিমঞ্জরী প্রভৃতির আনুগত্যে মানসোপচারে অষ্টকাল লীলা-চিন্তনের সঙ্গে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভাবময় প্রচুর সেবা ভাবনা করিবেন।

"শ্রীরূপমঞ্জরী সার, শ্রীরতি-মঞ্জরী আর,
অনঙ্গমঞ্জরী মঞ্জুলালী।
শ্রীরসমঞ্জরী সঙ্গে, কস্তুরিকা আদি রঙ্গে,
প্রেমসেবা করি কুতূহলী॥
এ সবা অনুগা হৈয়া, প্রেমসেবা নিব চাইয়া,
ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজ।
রূপে গুণে ডগমগি, সদা হব অনুরাগী,
বসতি করিব সখীমাঝ॥
বৃন্দাবনে দুইজন, চতুর্দ্দিকে সখীগণ,
সময় বুঝিয়া রসসুখে।
সখীর ইঙ্গিত হবে, চামর ঢুলাব কবে,
তাম্বূল যোগাব চাঁদমুখে॥
যুগল-চরণ সেবি, নিরন্তর এই ভাবি,
অনুরাগী রহিব সদায়।
সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধদেহে পাব তাহা,
রাগপথের এই সে উপায়॥" (প্রেঃ ভঃ চঃ)

ঐই সিদ্ধদেহে ভাবনার সেবা বিপুল, অফুরন্ত এবং বহু দিগ্দেশবর্তিনী, সুতরাং অতি প্রচুর। তাই শ্রীপাদ রঘুনাথ প্রচুর শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরিচর্যা অনুষ্ঠানের বা বিস্তারের কথা বলিয়াছেন।

এই প্রকার শ্রীপাদ শ্রীযুগলের উপাসনাকালে শ্রীশচীনন্দনকে সাক্ষাৎ শ্রীনন্দনন্দন বুদ্ধিতে "ব্রজেন্দ্র-নন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই" এই ভাবে চিন্তনের উপদেশ মনকে দিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, ব্রজের রহস্যময় যুগল-উপাসনা পূর্ব পূর্ব যুগে মহা মনীষীগণেরও দুর্গম বা দুর্লভ ছিল। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীভানু-নন্দিনীর ভাবে স্বীয় মাধুরী আস্বাদনে প্রলুব্ধ হইয়া শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করত গৌর হইয়াছেন এবং স্বয়ং আস্বাদন করিয়া ভক্তগণকে ব্রজমাধুরী আস্বাদনের কৌশলটি শিক্ষা দিয়াছেন। সুতরাং শ্রীগৌরলীলা-চিন্তন ব্যতীত শ্রীরাধাকৃষ্ণের রহস্যময় লীলায় প্রবেশাধিকার কাহারো পক্ষে সম্ভবপর নহে।

"কৃষ্ণলীলামৃত-সার, তার শত শত ধার,
দশদিগে বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মন-হংস চরাহ তাহাতে॥" (চৈঃ চঃ)

তাই সাধক শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রতিটি লীলার চিন্তন সপরিকর শ্রীগৌরের রাধাভাবে আস্বাদনের

স্মৃতি লইয়াই করিবেন। এইভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টকাল লীলা ও সেবা চিন্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের লীলা বা সেবা চিন্তনই গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে রাগমার্গীয় ভজনের সুচারু-কৌশল বা পরিপাটী।

আবার শ্রীপাদ শ্রীগুরুদেবকে মুকুন্দের প্রেষ্ঠ বা শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়তমরূপে চিন্তার কথা বলিতেছেন। শাস্ত্রে সর্বত্রই শ্রীগুরুদেবকে ইষ্টদেবের সহিত অভিন্ন বুদ্ধিতে চিন্তনের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ উদ্ধবের প্রতি বলিয়াছেন—"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" (ভাঃ-১১।১৭।২৭) অর্থাৎ "গুরুদেবকে আমার স্বরূপ বলিয়াই জানিবে" 'গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে' (চৈঃ চঃ আদি ১ম পরিঃ) ইত্যাদি। এপ্রসঙ্গে শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"শুদ্ধভক্তাস্ত্বেকে শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহাভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে" (ভক্তিসন্দর্ভঃ-২১৩ অনুঃ) অর্থাৎ বিশুদ্ধ ভক্তগণ কিন্তু শ্রীগুরু ও শ্রীশিবের শ্রীভগবানের সহিত অভেদ দৃষ্টি ভগবৎ-প্রিয়তমরূপেই স্বীকার করিয়া থাকেন। অর্থাৎ শাস্ত্রে যে শ্রীগুরুদেবের সহিত শ্রীভগবানের অভেদ দৃষ্টি করিবার উপদেশ পাওয়া যায়, তাহাতে বিশুদ্ধ ভক্তগণ শ্রীগুরু এবং শ্রীশিব শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয়তম বলিয়াই অভেদ ভাবনা করিয়া থাকেন। এই প্রকার ভগবৎ-প্রিয়তম বলিয়া শ্রীগুরু ও শ্রীশিবের সহিত অভেদ মনে করিয়া উপাসনা করিবার উপাসক অতি বিরল। এই অভিপ্রায়েই শ্রীজীব 'একে' এই পদটি উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীগুরু-দেবকে এই ভাবেই নিয়ত মুকুন্দের প্রিয়তমরূপে স্মরণের কথা বলিতেছেন।

"শ্রুতি-শাস্ত্র প্রতিপাদ্য, আর নিষিদ্ধাদি যত,
ধর্ম্মাধর্ম্ম সব পরিহরি।
নিত্য সত্য প্রেমাস্পদ, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-পদ,
ভজ মন দিবস শর্ব্বরী॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই,
এইভাবে গৌরাঙ্গ-চরণ।
ওহে মন! ভজ তুমি, এ মিনতি করি আমি,
দিবে প্রেম অনর্ঘ-রতন॥
গৌর-গোবিন্দ-প্রেষ্ঠ, শ্রীগুরু তাহার শ্রেষ্ঠ,
'কৃষ্ণকৃপা' গুরুরূপ ধরে।
জীবের মায়া অন্ধকার, নাশিবারে ব্রত যাঁর,
ঘুরিয়া বেড়ায় ঘরে ঘরে॥
গোবিন্দ-বিলাস-ঘর, যাঁর শুদ্ধ কলেবর,
ভজ মন শ্রীগুরু-চরণ।
লোচন আনন্দ দাতা, নাম প্রেমভক্তি ধাতা,
অবতীর্ণ পতিত-পাবন॥" ২॥

যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভুবি সরাগং প্রতিজনু-
র্যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ।
স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেম্না নিত্যং স্মর নম তদা ত্বং শৃণু মনঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। ওহে মন! যদি তুমি প্রতিজন্মে অনুরাগের সহিত ব্রজভূমিতে বসবাস করিতে ইচ্ছা কর এবং শীঘ্র শ্রীশ্রীযুগল-কিশোরের পরিচর্যা করিতে অভিলাষ কর, তবে তাহার উপায় বলি শোন—শ্রীস্বরূপ ও গণসহ শ্রীরূপ-সনাতনকে পরম ভক্তিভরে নিত্যই স্মরণ ও প্রণাম কর ॥ ৩ ॥

টীকা। অতি দৈন্যেন স্বস্যাযোগ্যত্বমননেন নৈকস্মিন্ জন্মনি সিদ্ধত্বাভাবাজ্জন্মান্তরস্যাবশ্যং ভাবিত্বং সম্ভাবয়ন্ ব্রজ এব তদভিলষন্ প্রার্থয়তে যদীত্যাদি। হে মনঃ শৃণু। কিং শ্রোষ্যামীত্যত্রাহ যদি ব্রজভুবি ব্রজভূমৌ প্রতিজনু প্রতিজন্ম সরাগং যথাস্যাত্তথা বাসম্ ইচ্ছেরেবং তৎ প্রসিদ্ধং যুবদ্বন্দ্বং রাধাকৃষ্ণ-মারাৎ শীঘ্রং পরিচরিতুং সেবিতুমভিলষেঃ অভিলাষং করোষি তদা ইহ জন্মনি স্বরূপং তথা সগণং স্বগণমিলিতং শ্রীরূপং এবং তস্য রূপস্যাগ্রজং শ্রীসনাতনগোস্বামিনং প্রেম্না ভক্ত্যা নিত্যং স্ফুটং যথা-স্যাত্তথা স্মর ধ্যানবিষয়ং কুরু স্মরণে নানুভূয় নম প্রণামং কুরু ॥ ৩ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। এই শ্লোকেও শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বীয় মনকে রাগভজনের নিগূঢ় উপদেশ প্রদান করিতেছেন। 'হে মন! যদি তুমি প্রতিজন্মে অনুরাগের সহিত ব্রজে বাস করিতে চাও' প্রশ্ন হইতে পারে, ভক্তের কি বার বার জন্ম হয়? উত্তরে বলা হইতেছে—ভক্তিসাধনা, জ্ঞান-যোগাদি সাধনার মত নয়। ইহা সাধনেও মধুর, সিদ্ধিতেও মধুর। সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি একই অবস্থার তর ও তম। সাধনের আস্বাদনও কম নয়। বিশেষতঃ ব্রজবাসপূর্বক ভজনরসাস্বাদনের চমৎকারিতা এতই অধিক যে, ভক্ত অতৃপ্তপ্রাণে পুনঃ পুনঃ বা জন্মে জন্মে উহা আস্বাদনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী ভগবানেরও ইচ্ছা হয়—ভক্ত ব্রজবাসপূর্বক সাধনার রসাস্বাদন করুক। আবার দৈন্যভরে ভক্ত নিজেকে সর্বথা ভজনসাধন শূন্য মনে করিয়াও প্রার্থনা করেন—

"নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতাভক্তিরচ্যুতেঽস্তু সদা ত্বয়ি ॥" (বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদবাক্য)

অর্থাৎ 'হে নাথ! আমি সহস্র সহস্র যে সকল যোনিতে ভ্রমণ করিনা কেন, অবিচ্যুতস্বরূপ তোমাতে যেন আমার অব্যভিচারিণী ভক্তি থাকে।' দৈন্যের উদয়ে ভক্তের মনে হয়, তিনি যে সব অন্যায় বা পাপাদি কার্য করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নানা যোনিতে ভ্রমণ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই, যদি সেই সেই যোনিতে তাঁহার হৃদয়ে ভাগবতী-ভক্তি বিরাজমান থাকেন।

শ্রীপাদ অনুরাগের সহিত জন্মে জন্মে ব্রজবাসের কথা বলিয়াছেন। অনুরাগের সহিত ব্রজবাসের চিত্র আরও সুন্দরতর। শ্রীল রূপ, সনাতন, রঘুনাথ যেরূপ আর্তি, উৎকণ্ঠার সহিত অভীষ্টের বিরহে

নিরন্তর অশ্রুজলে স্নাত হইতে হইতে ব্রজে বাস করিয়াছেন—তাহাই অনুরাগের সহিত ব্রজবাসের চরম আদর্শ। যাঁহারা কৌপীন, কন্থা মাত্র ধারণ করিয়া কল্লোলিত গোপীভাবামৃতসিন্ধুর তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে মহা উদ্দীপনের স্থান এই ব্রজমণ্ডলে হাহাকারের সহিত সর্বত্র নিজ অভীষ্টকে পরমানুরাগভরে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইয়াছেন—

"হে রাধে ব্রজদেবিকে চ ললিতে হে নন্দসূনো কুতঃ
শ্রীগোবর্দ্ধন-কল্পপাদপতলে কালিন্দীবন্যে কুতঃ।
ঘোষন্তাবিতি সর্ব্বতো ব্রজপুরে খেদৈর্মহাবিহ্বলৌ
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥" (শ্রীষড়্গোস্বাম্যষ্টকম্-৮)

'হা রাধে! হা ব্রজদেবিগণ! হে ললিতে! হে নন্দনন্দন! কোথায় আছ, এই তো সেই ব্রজধাম; তোমাদের নিত্যলীলা-নিকেতন। তোমরা অসীম মাধুর্য বিকাশ করিয়া এইখানেই তো লীলারসে নিমগ্ন আছ। এখন কি গোবর্ধনের কল্পতরুমূলে তোমাদের লীলা চলিতেছে? না কালিন্দীকূলে বিহার করিতেছ? এইরূপে যাঁহারা মহাখেদে ও মহাবিহ্বল দশায় সারা ব্রজমণ্ডলে শ্রীরাধামাধবকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন—সেই ষড়্গোস্বামিপাদের শ্রীচরণ বন্দনা করি।' শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রার্থনা গীতিকায় লিখিয়াছেন—

"করঙ্গ কৌপীন লঞা, ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়া, তেয়াগিয়া সকল বিষয়।
কৃষ্ণে অনুরাগ হবে, ব্রজের নিকুঞ্জে কবে, যাইয়া করিব নিজালয় ॥
হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন।
ফল মূল বৃন্দাবনে, খাব দিবা অবসানে, ভ্রমিব হইয়া উদাসীন ॥
শীতল যমুনাজলে, স্নান করি কুতূহলে, প্রেমাবেশে আনন্দিত হঞা।
বাহু-পর বাহু তুলি, বৃন্দাবনে কুলি কুলি, কৃষ্ণ বলি বেড়াব কাঁদিয়া ॥
দেখিব সঙ্কেতস্থান, জুড়াবে তাপিত প্রাণ, প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব।
কাঁহা রাধা প্রাণেশ্বরি, কাঁহা গিরিবরধারি, কাঁহা নাথ বলিয়া ডাকিব ॥"

ইহাই অনুরাগের সহিত ব্রজবাসের মধুর চিত্র। মহাজনগণের অনুভূতি এই যে, ইহা শ্রীভগবানকে লাভ করা অপেক্ষাও বহু উচ্চকোটির আস্বাদনময় ভাবদশা।

অথবা 'সরাগং' অর্থে রাগানুগা ভক্তির সহিত ব্রজে বাসও বুঝা যায়। ব্রজপরিকরগণের ভক্তিকে 'রাগাত্মিকা ভক্তি' বলা হয়, তাহার অনুগতা ভক্তিই 'রাগানুগা'।

"রাগময়ী ভক্তির হয় 'রাগাত্মিকা' নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্ ॥

লোভে ব্রজবাসিভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য-২২শ পরিঃ)

"বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥" (ভঃ রঃ সিঃ-১।২।২৭০)

"ব্রজবাসিজনাদিতে যাহা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিতা, সেই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা ভক্তিকে 'রাগানুগা' বলা হয়।" ইহাই মহাপ্রভুর মহাদান, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্যগণ কর্তৃক নানাভাবে আচরিত ও প্রচারিত হইয়া বিশ্বসাধকগণকে ধন্য করিতেছেন। এই রাগানুগাভক্তির সাধনা বিশাল ও বিপুল ব্যাপার। স্ব স্ব গুরুদেবের নিকট হইতে এই পরম রহস্যময়ী ভক্তির পরিপাটী শিক্ষণীয়। এই রাগভজনের মধ্যেও আবার মধুররসজাতীয় ভক্তিতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা লাভই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের একান্ত হার্দ্য। তাই শ্রীপাদ বলিয়াছেন—"যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ" অর্থাৎ 'এই রাগভক্তির আশ্রয়ে হে মন! যদি তুমি শীঘ্র নবীন কিশোর-যুগল শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরিচর্যার অভিলাষ কর, তাহা হইলে উপায় বলি শুন, শ্রীস্বরূপ, গণসহ শ্রীরূপ-সনাতনকে পরমভক্তির সহিত নিত্যই স্মরণ ও প্রণাম কর।'

শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বরূপে সাক্ষাৎ ব্রজের রাগাত্মিকা ভক্তির নিত্যসিদ্ধা মঞ্জরী হইয়াও রাগভজনের পরিপাটি বিশ্বসাধকগণকে শিক্ষা দিতেছেন। শ্রেষ্ঠ রাগভক্তের কৃপা ব্যতীত রাগভজনে প্রবৃত্তিরই উদয় হয় না, তাই রাগভক্তিকে 'কৃপৈকলভ্য' বলা হইয়াছে। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ রাগানুগাভক্তি বর্ণনার উপসংহারে লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণতদ্ভক্তকারুণ্যমাত্রলাভৈকহেতুকা" (ভঃ রঃ সিঃ-১।২।৩০৯) অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্তের করুণামাত্র লাভই রাগমার্গে প্রবৃত্তির একমাত্র সর্বোত্তম কারণ।' উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"মাত্রপদস্য বিধিমার্গে কুত্রচিৎ কর্ম্মাদি সমর্পণমপি দ্বারং ভবতীতি তদ্বিচ্ছেদার্থঃ প্রয়োগ ইতি ভাব।" অর্থাৎ শ্লোকে 'মাত্র' পদটি প্রয়োগের হেতু এই যে, বিধিমার্গে কখনও কর্মাদি সমর্পণ তৎপ্রবৃত্তির দ্বারস্বরূপ হইলেও কিন্তু রাগানুগায় কৃপাই একমাত্র হেতু। শ্রীল রঘুনাথ তাঁহার প্রভুদত্ত পরমাশ্রয় শ্রীস্বরূপ এবং তাঁহার প্রাণপ্রদাতা সপরিকর শ্রীরূপ-সনাতনের চরণে ঐকান্তিক ভক্তিমান্ হইয়াও অতৃপ্তি-স্বভাবহেতু মনকে তাঁহাদের ভক্তিভরে নিত্যস্মৃতি ও প্রণামের উপদেশ দিতেছেন এবং রাগানুগা-ভজনেচ্ছুগণকেও অনুরূপ পরম ভক্তিভরে তাঁহাদের নিত্য স্মৃতি ও প্রণতিরূপ ভজনের প্রেরণা প্রদান করিতেছেন।

"হে মন শ্রবণ কর,   তুমি যদি বাঞ্ছা কর,
অনুরাগে ব্রজপুরে বাস।
শ্রীরাধাগোবিন্দ দেবা,   সখীসনে কুঞ্জ-সেবা,
এই যদি কর অভিলাষ॥

অসদ্বার্ত্তাবেশ্যা বিসৃজ মতি-সর্ব্বস্বহরণীঃ
কথা মুক্তি-ব্যাঘ্রা ন শৃণু কিল সর্ব্বাত্মগিলনীঃ।
অপি ত্যক্‌ত্বা লক্ষ্মীপতি-রতিমিতো ব্যোমনয়নীং
ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্বরতি-মণিদৌ ত্বং ভজ মনঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। হে মন! তুমি মতির সর্বস্ব হরণকারিণী অসৎবার্তারূপ বেশ্যাসঙ্গ ত্যাগ কর, সর্বদেহ গ্রাসিনী মুক্তি-ব্যাঘ্রীর কথা কখনো শ্রবণ করিও না, পরব্যোম প্রাপিকা শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের প্রতি ভক্তিও ত্যাগ করত ব্রজে স্বীয় প্রেমরত্ন-প্রদাতা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন কর ॥ ৪ ॥

টীকা। কিঞ্চিদনির্ব্বচনীয়ং সিদ্ধান্ত-সারত্বেনাপ্তং কর্ত্তব্যমাচরেদিত্যাহ অসদিত্যাদি। হে মনঃ অসদ্বার্ত্তা বেশ্যা অসদ্ভিরসাধুভিঃ সহ বার্ত্তা বর্ত্তনানি নিবাসানিতি যাবৎ তা এব বেশ্যাঃ কুলটা বিশেষ স্ত্রিয়ঃ তা বিসৃজ যথা স্বপ্নেহপি তৎসঙ্গতির্ন ভবেদেবং ত্যজ। কিন্তুতাঃ মতিসর্ব্বস্বহরণীঃ মতিরেব সর্ব্বস্বমশেষধনং তস্য গ্রহিণীঃ অন্যা অপি বেশ্যাঃ স্বসঙ্গিনঃ পুরুষস্য স্বর্ব্বধনং ভাব-হাবাদিনা তং বশী-কৃত্য হরন্তি। অপিচ মুক্তির্মোক্ষ এব ব্যাঘ্রী দ্বীপিনী তস্যাঃ কথাঃ প্রসঙ্গান্ কিল ন শৃণু শ্রবণ-সম্ভাবনা-

---

প্রভুর অভিন্ন রূপ,　　　যাঁর নাম শ্রীস্বরূপ,
　　ব্রজরস-বক্তা চূড়ামণি।
গম্ভীরার অন্তরঙ্গ,　　　যাঁর সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ,
　　আস্বাদিলা লীলা শিখরিণী ॥
তাঁহার চরণে মন,　　　পড়ি থাক সর্ব্বক্ষণ,
　　মানসেতে করিয়া স্মরণ।
বুঝিবে রসের রীতি,　　　ভাবে বিভাবিত মতি,
　　রাধাদাস্য হবে আস্বাদন ॥
শ্রীল সনাতন রূপ,　　　প্রেমভক্তি-রসকূপ,
　　বৃন্দাবনে যাঁরা মহাজন।
দশনেতে তৃণ ধরে,　　　প্রণতি করহ তাঁরে,
　　কুঞ্জসেবা করহ প্রার্থন ॥
দোঁহে অতি কৃপাবান্,　　　দিবে শ্রীচরণে স্থান,
　　উন্নত উজ্জ্বল রসনাম।
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি,　　　দিবে তোমা কৃপা করি,
　　ধন্য হবে যাহা করি পান ॥" ৩ ॥

মপি ন কুরু। কিম্ভূতাঃ সর্ব্বাত্মগিলনীঃ সর্ব্বাত্মনঃ সর্ব্বশরীরস্য গিলনং গ্রাসো যস্যাঃ যৎকথা শ্রবণমাত্রেণাপি মুক্তিগ্রস্তো ভবেদিত্যর্থঃ। ব্যাঘ্রাঃ কথাপি তদাকর্ষণী ভবেদিতি লোকপ্রসিদ্ধিঃ ভো গোস্বামিন্ আং জ্ঞাতং তবাভিপ্রেতং মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ। নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়ব ইত্যাদি দিশা তদ্ভজনেনৈব ব্রজবাসাদি সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধির্ভবেদিতি মাং প্রতি নারায়ণভজনমেবোপদিশসীতি নহি নহীত্যাহ অপি চেতি। অপি চ লক্ষ্মীপতিরতিং লক্ষ্মীনারায়ণভক্তিং ত্যক্ত্বা হিত্বা ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ ভজ। কিম্ভূতাং রতিং ইতো ব্রজভূমেঃ সকাশাৎ ব্যোমনয়নীং ব্যোম্না আকাশমার্গেণ নয়নীং শূন্যপ্রাপণীং বা কিম্ভূতৌ স্বরতিমণিদৌ স্বস্মিন্নাত্মনি যা রতিঃ প্রেমা সৈব মণিঃ রত্নং তং দত্ত ইতি তৌ ॥ ৪ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই মনঃশিক্ষায় অতঃপর ভজনের প্রবল অন্তরায়গুলির কথা উল্লেখ করিয়া সাধন-জীবনের অতি মূল্যবান্ উপদেশের অবতারণা করিতেছেন—স্বীয় মনকে উপদেশপ্রদান-ছলে। উপদেশ উভয়াত্মক, বিধি ও নিষেধ। নিষেধাত্মক উপদেশের অবতারণা করিয়া প্রথমতঃ বলিতেছেন—'হে মন। তুমি মতির সর্ব্বস্বহারিণী **অসদ্বার্তা**রূপ বেশ্যাসঙ্গ ত্যাগ কর।'

কৃষ্ণবার্তা ব্যতীত অন্য বার্তাই অসদ্বার্তা। জড়ীয় রসের প্রতি আকর্ষণই কর্মসংস্কারদুষ্ট চিত্তের মল। ক্ষুদ্রশক্তি লইয়া জীবের পক্ষে সাধনমার্গে নিজের সামর্থ্যে এই মল ক্ষালন করা অতীব দুঃসাধ্য ব্যাপার। কারণ আমাদের ইন্দ্রিয়সকল বিষয়রসনিষ্ঠ, স্বেচ্ছাচারী ও অতিশয় প্রবল। ভগবৎকৃপা ব্যতীত বা ইন্দ্রিয়াদিকে ভগবৎ-মাধুরীর আস্বাদন দান ব্যতীত জড়ীয়রসের আকর্ষণ হইতে বিমুক্তি লাভের কাহারো স্বতন্ত্র শক্তি নাই। তাই প্রযত্নশীল সাধক কৃষ্ণেতর বিষয় হইতে মনটিকে আকর্ষণ করিয়া ক্রমশঃ ইষ্টচিন্তায় নিয়োজিত করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ দাসগোস্বামির প্রতি উপদেশ প্রদানপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্য বার্তা না কহিবে" ভগবৎ-সম্পর্কশূন্য যে কোন বৈষয়িক বার্তাই গ্রাম্যবার্তা। বলা এবং শোনা উভয়ই চিত্তবিক্ষেপক, ভজনের প্রবল অন্তরায়। কেহ কেহ গ্রাম্যবার্তা বলিতে স্ত্রী-বিষয়ক বার্তাই মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৮।৩ শ্লোকের "গ্রাম্যধর্ম্মনিবৃত্তিশ্চ" কথার ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন, "গ্রাম্যস্ত্রৈবর্গিকো ধর্ম্মঃ তস্মান্নিবৃত্তিঃ" অর্থাৎ গ্রাম্যধর্ম অর্থে ধর্মার্থ কাম এই ত্রিবর্গ হইতে নিবৃত্তি। অতএব কৃষ্ণেতর বার্তাই যে গ্রাম্যবার্তা তাহা জানা গেল। এই শ্লোকে বলা হইয়াছে 'অসদ্বার্তা' 'অস্' ধাতু হইতে 'সৎ' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন। 'অস্' ধাতু 'অস্তি' অর্থে। ত্রৈকালিক সত্ত্বা আছে যাহার, তাহাই 'সৎ'। সুতরাং ত্রৈকালিক সত্ত্বা নাই যাহার, তাহাই অসৎ। মায়ারচিত নশ্বর বস্তু মাত্রই অসৎ। এই অসদ্বার্তার সহিত সম্পর্ক সাধককে ত্যাগ করিতে হইবে। কারণ ইহা মতির সর্বস্ব অপহরণ করিয়া থাকে। শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৫১।৩৬ শ্লোকের লঘুতোষণী টীকার শেষে মহৎসঙ্গপ্রাপ্ত সাধকের ভগবদ্বিষয়িণী মতিকে **রতির অঙ্কুর** বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—"সৎসঙ্গমেন রত্যঙ্কুররূপৈব মতির্জায়ত ইতি" অসদ্বার্তা মতির সর্বস্ব

এই রতির অঙ্কুরটিকেই নষ্ট করিয়া ফেলে, সুতরাং সাধকের হৃদয়ে আর গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা সঞ্জাতা ভক্তিকল্পলতা বর্ধিত হইতে পারে না।

বেশ্যা যেমন স্বীয় আপাতমধুর সৌন্দর্যাদি দেখাইয়া পুরুষের অর্থ, সম্পদ, যশঃ, শ্রী যুগপৎ সর্বস্বই হরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অসদ্বার্তা বেশ্যার ন্যায় সাধক জীবের মতি বা বুদ্ধির সর্বস্ব যে ভগবৎ স্মরণ-মননাদি তাহা হরণ করিয়া লয়। ফলতঃ কৃষ্ণচিন্তা ভুলাইয়া মনের মধ্যে অন্য প্রসঙ্গের সংস্কার জমাইয়া তোলে। ক্রমে ক্রমে ইতর প্রসঙ্গের সংস্কারসমূহ এমন শক্তিশালী হইয়া উঠে যে, সমগ্র মনকে অধিকার করিয়া বসে। কৃষ্ণচিন্তাকে সেখানে আর আসিবার সুযোগ দেয় না। বিশেষতঃ বৈরাগীর সর্বদা সজাগ থাকা প্রয়োজন, কোন ছিদ্র দিয়া যেন তাহার মন দেহ-দৈহিকাদি ব্যাপার লইয়া বিব্রত হইয়া না পড়ে। শুদ্ধ ভগবৎ-সন্তোষণ-তাৎপর্যেই ভক্তি শুদ্ধা হন। তাৎপর্যান্তর উপস্থিত হইলেই ভক্তি আভাসিত হইয়া পড়েন। সর্বোপরি অসদ্বার্তায় পরনিন্দা পরচর্চাও অপরিহার্য হইয়া পড়ে। পরচর্চার ভয়ঙ্কর ফলের কথা শোনা যায়—"মদ্যপের নিষ্কৃতি আছয়ে কোন কালে। পরচর্চ্চকের গতি কভু নহে ভালে॥" (চৈতন্যভাগবত) পরচর্চাকারীর অন্যের দোষগুলি সতত চক্ষের সম্মুখে ভাসিতে থাকে। সেই দোষ চিন্তা এবং দোষ-কীর্তনই ক্রমশঃ মুখরোচক হইয়া উঠে। ফলতঃ সদ্ভাব হৃদয় হইতে অপসারিত হইয়া অসাধু ভাবটি হৃদয়ে আসন পাতিয়া বসে। এই অভিপ্রায়েই অসদ্বার্তাকে বেশ্যার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

যদি প্রশ্ন হয়—ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের বার্তা যদি অসদ্বার্তা হয়, তবে মুক্তির কথা তো শোনা যাইতে পারে? তদুত্তরে বলিলেন—"কথা মুক্তি-ব্যাঘ্র্যা ন শৃণু কিল সর্ব্বাত্মগিলনীঃ" অর্থাৎ 'সর্বাত্মাগ্রাসিনী মুক্তিব্যাঘ্রীর কথা কখনো শ্রবণ করিও না।' ব্যাঘ্রী যেমন দেহটিকে আস্ত গ্রাস করিয়া ফেলে, তদ্রূপ মুক্তির বার্তা দেহ, মন, বুদ্ধি, জীব প্রভৃতি যুগপৎ সবই গ্রাস করিয়া থাকে। ‡ নিত্য কৃষ্ণদাস জীবের পক্ষে ধর্ম, অর্থ কাম, মুক্তি চতুর্বর্গই কপটতা, তন্মধ্যে মুক্তিবাঞ্ছা সর্বাধিক। যাহা হইতে কৃষ্ণভজনের সৌভাগ্য চিরতরে অন্তর্হিত হইয়া যায়।

"অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা আদি সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥" (চৈঃ চঃ-আদি ১ম পরিঃ)

আত্মেন্দ্রিয় সুখবাসনাই নিত্য-কৃষ্ণদাস জীবের কৈতব বা কপটতা। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বাঞ্ছা তাহারই অপর নাম। মুক্তিকামী আত্মসুখ-কামনায় এতদূর অন্ধ হয় যে, জন্ম, মৃত্যু, ত্রিতাপাদি

‡ আত্মা শব্দের নানা অর্থ—দেহ, মন, বুদ্ধি, জীব, স্বভাব, অহঙ্কার ইত্যাদি।

দুঃখ হইতে মুক্তি লাভের কামনায় শ্রীভগবানের সহিত সেব্য-সেবকত্ব ভাবটিকেও চিরতরে নষ্ট করিয়া দেয়। তাৎপর্য এই যে, 'শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রভু, আমি জীব তাঁহার সেবক', এই সম্বন্ধজ্ঞান-প্রধান উপাসনার নাম 'ভক্তি'। ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের মধ্যে থাকিলে মহৎকৃপাক্রমে কোন দিন শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধজ্ঞান জাগরিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু মোক্ষবাঞ্ছাতে সেব্য-সেবকত্ব সম্বন্ধ ছাড়িয়া সেব্য প্রভুর সহিত মিশিয়া এক হইবার কামনা হয়। সুতরাং ইহাতে দাস্যভাবের বিরোধিতা আছে বলিয়া ইহা প্রধান কাপট্য।

ব্যাঘ্রীর নাম শুনিলেও যেমন ভয়ের সঞ্চার হয়, তদ্রূপ মুক্তির নাম শুনিলেও ভক্তের প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে। "মুক্তি-শব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা ত্রাস। ভক্তি-শব্দ কহিতে মনে হয়ত উল্লাস॥" (চৈঃ চঃ) এই জন্যই সর্বাত্মগ্রাসিনী মুক্তি-ব্যাঘ্রীর কথা শুনিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

ঐশ্বর্যজ্ঞানী ভক্তগণ বলিতে পারেন—'শ্রীপাদ! বুঝিলাম, আপনি সব ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীনারায়ণের চরণে ভক্তি-কামনা করেন।' তদুত্তরে বলিলেন—"অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো ব্যোমনয়নীং" 'হে মন! পরব্যোমে বৈকুণ্ঠপ্রাপিকা ঐশ্বর্যজ্ঞানময় শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের ভক্তিও ত্যাগ কর।' ঐশ্বর্যজ্ঞানে সম্ভ্রম-সঙ্কোচের উদয়ে প্রীতি সঙ্কুচিত হয় বলিয়া শুদ্ধ প্রীতিমান ভক্তগণ শ্রীভগবানের ঐশ্বর্যময় স্বরূপের উপাসনা কামনা করেন না। "ঐশ্বর্যজ্ঞান-প্রাধান্যে সঙ্কোচিত প্রীতি। দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য—কেবলার রীতি॥" (চৈঃ চঃ) ঐশ্বর্যজ্ঞান-শিথিল ভক্তের প্রেমে শ্রীভগবানও তেমন প্রীতি লাভ করিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

"ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমারে ঈশ্বর মানে—আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥
....
মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এইভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে,—আমারে সম হীন।
সর্ব্ব-ভাবে আমি হই—তাহার অধীন॥" (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিঃ)

শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপাদ কর্তৃক প্রণীত শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে দেখা যায়, শুদ্ধ-প্রীতিমান ব্রজের সখ্যভাবের ভক্ত শ্রীগোপকুমার পরব্যোম বৈকুণ্ঠে গিয়া সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণের দর্শনপ্রাপ্ত হইয়াও ঐশ্বর্যভাবের প্রাবল্য হেতু দর্শনে আনন্দলাভ করিতে পারেন নাই। একদা ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী শ্রীনারায়ণ গোপকুমারকে আনন্দ দান করিতে শ্রীনন্দনন্দনের রূপ ধারণ করিলেন। লক্ষ্মীদেবী শ্রীরাধা ও ধরাদেবী শ্রীচন্দ্রাবলীর

রূপ এবং অন্যান্য বৈকুণ্ঠ-পার্ষদগণ গোপবালকের রূপ ধারণ করিলেন, কিন্তু পরব্যোমে ঐশ্বর্যভাবের স্মৃতিতে গোপকুমারের মনে শান্তি আসে নাই। শেষে প্রভু গোপকুমারকে আনন্দ দিতে বৈকুণ্ঠের উপবনে গোচারণ-লীলাও দেখাইলেন, তবু গোপকুমার তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। কারণটি শ্রীগোপকুমার স্বয়ংই বলিয়াছেন—

"তথাপি তস্মিন্ পরমেশ-বুদ্ধে বৈকুণ্ঠলোকাগমনস্মৃতেশ্চ।
সঞ্জায়মানাদরগৌরবেন তৎ-প্রেমহান্যা স্বমনো ন তুপ্যেৎ॥" (বৃঃ ভাঃ-২।৪।১১৩)

অর্থাৎ "তথাপি আমি প্রভুকে পরমেশ্বর বলিয়া জ্ঞান করিতাম এবং বৈকুণ্ঠলোকে সমাগত হইয়াছি—এই প্রকার স্মৃতি হইত বলিয়া প্রেমের হানি হইত, সুতরাং আমার মন তৃপ্তি লাভ করিতে পারিত না।' 'পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ এমনি ঐশ্বর্যময় স্থান যে, সেখানে শ্রীনারায়ণ যদি ভক্তবিশেষের বাঞ্ছা-পূর্তির নিমিত্ত শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের রূপ ধারণও করেন এবং সেইরূপ লীলাও করেন, তবু স্থানের প্রভাবে ঐশ্বর্যবুদ্ধি তিরোহিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এই অভিপ্রায়েই শ্রীপাদ 'ব্যোমনয়নীং' শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন। গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ ব্রজভাবের মধ্যেও আবার সর্বোৎকৃষ্ট গোপীভাবের উপাসক।

"গোপিকার মন হরিতে নারে নারায়ণ॥
নারায়ণের কা কথা—শ্রীকৃষ্ণ আপনে।
গোপিকারে হাস্য করিতে হয় নারায়ণে॥
চতুর্ভুজমূর্তি দেখায় গোপীগণ-আগে।
সেই কৃষ্ণে গোপিকার নহে অনুরাগে॥" (চৈঃ চঃ মধ্য-৯ম পরিঃ)

ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং সেই পরিপূর্ণতম স্বরূপে পরিহাস করার নিমিত্ত চতুর্ভুজমূর্তি দেখাইলেও গোপীগণের সেই রূপে অনুরাগ দেখা যায় না। কারণ—

"গোপিকাভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়—।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা অন্যত্র না হয়॥
শ্যামসুন্দর শিখিপিঞ্ছ গুঞ্জাবিভূষণ।
গোপবেশ ত্রিভঙ্গিম মুরলীবদন॥
ইহা ছাড়ি কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার।
গোপিকার ভাব না যায় নিকট তাহার॥" (চৈঃ চঃ আদি-১৭শ পরিঃ)

পরিশেষে শ্রীপাদ বলিলেন—"ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্বরতিমণিদৌ ত্বং ভজ মনঃ" 'হে মন! ব্রজে স্বীয় প্রেমরত্ন-প্রদাতা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন কর।' শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজনে তাঁহারা তাঁহাদের শ্রীপাদ-পদ্মে সর্বোৎকৃষ্ট মধুর রসজাতীয় রাধাকৈঙ্কর্যভাবময় প্রেম প্রদানে ধন্য করিবেন। এই প্রেম সকল প্রকার প্রেমের শিরোমণি। ইহা পরম বিশুদ্ধ লক্ষবান্ স্বর্ণের ন্যায়।

"রাধাকৃষ্ণ কর ধ্যান, স্বপ্নেও না বল আন,
প্রেম বিনা আন নাহি চাও ।
যুগলকিশোর-প্রেম, যেন লক্ষবান-হেম,
আরতি পিরীতি রসে ধ্যাউ ॥" (প্রেঃ ভঃ চঃ)

প্রেমের কার্য প্রেমিককে অভীষ্টের মাধুর্যের আস্বাদন দান করিয়া ধন্য করা । এই প্রেমে যুগল-উপাসক শ্রীযুগলের অফুরন্ত মাধুরী আস্বাদন করিয়া আনন্দসায়রে নিমজ্জিত হন ।

"কনক-কেতকী রাই, শ্যাম মরকত কাঁই,
দরপ-দরপ করু চুর ।
নটবর শেখরিণী, নটিনীর শিরোমণি,
দুঁহু গুণে দুঁহু মন ঝুর্ ॥
শ্রীমুখ সুন্দর বর, হেম নীল কান্তিধর,
ভাবভূষণ করু শোভা ।
নীল পীত বাস ধর, গৌরীশ্যাম মনোহর,
অন্তরের ভাবে দুঁহু লোভা ॥" (প্রেঃ ভঃ চঃ)

চিদ্দরাজ্যে অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের মাধুরী নিত্যই প্রকাশিত আছেন, বিভিন্ন-স্বরূপের অনুভবী ভক্তগণ তাহার বর্ণনাও করিয়াছেন ; কিন্তু এই জাতীয় মাধুর্য-বর্ণনা আরও কোন ভগবৎ-স্বরূপ সম্বন্ধে পাওয়া যায় কি না, সুধী ভক্তবৃন্দ একটিবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন । যুগল-মাধুরীর তুলনা নাই, যুগল-প্রেমেরও তুলনা নাই ॥ তাই শ্রীপাদ বলিতেছেন—

"হে মন ! মিনতি ধর, সদা পরিত্যাগ কর,
অসদ্বার্তা বেশ্যা কুলটাকে ।
মতি সরবস ধনে, গোপনে করি হরণে,
সেই কাঙাল করিয়াছে তোমাকে ॥
মুক্তি ব্যাঘ্রীর কথা, সে প্রসঙ্গ হয় যথা,
কর্ণে কভু না কর শ্রবণ ।
(যে) ব্যাঘ্রীর কবলে পড়ে, সশরীরে গিলে তারে,
তার দয়া নাহিক কখনো ॥
সেইরূপ মুক্তিকথা, সে প্রসঙ্গ হয় যথা,
শ্রবণমাত্রে মুক্তিগ্রস্ত হয় ।

অসচ্চেষ্টা-কষ্টপ্রদ-বিকট-পাশালিভিরিহ
প্রকামং কামাদি-প্রকট-পথপাতি-ব্যতিকরৈঃ।
গলে বদ্ধ্বা হন্যেঽহমিতি বকভিদ্বর্ত্মপগণে
কুরু ত্বং ফুৎকারানবতি স যথা ত্বাং মনঃ ইতঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। হে মন! 'এই বিশ্বে কামাদি পথ-দস্যু (বাটপাড়) গণ অসচ্চেষ্টারূপ দুঃখপ্রদ ভয়ঙ্কর রজ্জুসমূহদ্বারা গলায় বন্ধন করিয়া আমায় যথেচ্ছ প্রহার করিতেছে'—এই বলিয়া তুমি শ্রীকৃষ্ণের পথরক্ষক (প্রহরী) বৈষ্ণবগণকে কাতরস্বরে ফুকারিয়া ডাক, যাহাতে তাঁহারা তোমায় এই শত্রুগণের কবল হইতে রক্ষা করেন ॥ ৫ ॥

টীকা। নন্বসদ্বার্ত্তেত্যাদিনা অসৎসঙ্গএব ত্যাজ্যত্বেন নিরূপিতঃ বাসে বহূনাং কলহ ইত্যাদিনা সৎসঙ্গোঽপি কর্ত্তুমনুচিতঃ স্যাদিতি সত্যং তত্তুল্যজ্ঞানিনাং নিয়ত ধ্যানপরাণাং বিষয় এব নত্বস্মাদৃশানাং কামাদিশত্রুমতামিত্যত্রাহ অসদিত্যাদি। হে মনঃ কামাদিপ্রকট-পথপাতি-ব্যতিকরৈঃ কর্ত্তৃভিরসচ্চেষ্টা-কষ্টপ্রদবিকট-পাশালিভিঃ করণৈঃ প্রকামং শ্লথীকরণাযোগ্যং যথাস্যাত্তথা গলে বদ্ধ্বা অহং হন্যে হনন-বিষয়ঃ ক্রিয়ে ইতি হেতোর্বকভিদ্বর্ত্মপগণে ত্বং ফুৎকারান্ কাতর্য্য সূচকাহ্বানানি কুরু। যথা যৈঃ ফুৎ-কারৈঃ স বকভিদ্বর্ত্মপগণঃ কর্ত্তা ইতঃ কামাদেঃ সকাশাৎ ত্বামবতি রক্ষতীত্যন্বয়ঃ। অসতিবিষয়ে যা চেষ্টা আবেশাস্তা এব বিকটা ভয়ানকাঃ পাশালয় রজ্জুশ্রেণয়স্তাভিঃ কামাদয়ো মাৎসর্য্যান্তা এব প্রকট-পথপাতি ব্যতিকরাঃ বাটোয়াল ইতি নীচ ব্যবহৃত সমূহাস্তৈঃ। কামাদীনাং স্ব স্ব বিষয়ানেকবিংত্বেন ব্যতিকরত্বেনোক্তিঃ। বকং তন্নামানমসুরং ভিনত্তি দ্বিধা করোতীতি বকভিন্নন্দনন্দনস্তস্য বর্ত্ম মার্গং পান্তি রক্ষন্তীতি বকভিদ্বর্ত্মপাঃ কৃষ্ণভক্তাস্তেষাং গণে তমঃপ্রচুরাসুরনাশক ভক্তানাং তত্তচ্ছক্তিমতামাহ্বানেন তমোবতাং নাশো ভবেদিতি ধ্বনিঃ ॥ ৫ ॥

'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস', এ সম্বন্ধ করে গ্রাস,
সাযুজ্য লইতে বাঞ্ছা হয় ॥
লক্ষ্মীনারায়ণে ভক্তি, করো'না তায় আসক্তি,
আশীর্বাদ করিয়া গ্রহণ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-পদ, অমূল্য সে সম্পদ,
অনুরাগে ভজ মোর মন ॥
দুহুঁ অতি কৃপাবান্, ত্রিভুবনে করে গান,
যদি ভজে কোন ভাগ্যবান্।
ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম, যেন জাম্বুনদ-হেম,
সে রতন তারে করে দান ॥" ৪ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে শরণাগতির বা ভগবদ্ভজনের পথে কতকগুলি প্রবল বাধা বা অন্তরায় আছে, ভজন-জীবনে তাহা অপসারিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ভক্তিপথের কণ্টকগুলি দূর না হইলে সে পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। তন্মধ্যে কতকগুলি বাহিরের এবং কতকগুলি ভিতরের কণ্টক। বিষয়ীর সঙ্গে বিষয়বার্তা শ্রবণ এবং তাহাতে আসক্তির বিষময় ফলের কথা পূর্ব-শ্লোকে বলিয়াছেন, তাহা বাহিরের কণ্টক। এক্ষণে ভিতরের কণ্টকের কথা এই শ্লোকে বলিতেছেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য এই ষড়্‌রিপুই অন্তরের বাধা। ইহারা প্রবল শক্তিশালী ও উদ্দাম। সাধকের মন-বুদ্ধিকে যখন বিষয়ক্ষেত্রে আকর্ষণ করে, তখন ইহাদের হাত হইতে আত্মরক্ষার আর কোন উপায়ই থাকে না।

শ্রীপাদ দাসগোস্বামিচরণ ইহাদের পথদস্যু বা বাটপাড়ের সঙ্গে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। বাটপাড়-গণ নির্জনে বা বনপথে যেন অসহায় পথিকের সর্বস্ব হরণ করিয়া লয়, ইহারা কিন্তু প্রকাশ্যেই সাধকের ভজন-সম্পদ্ হরণ করিয়া তাঁহাকে নিঃস্ব করিয়া দেয়। শ্রীপাদ বলিতেছেন, 'ইহারা অসচ্চেষ্টারূপ কষ্টপ্রদ ভয়ঙ্কর রজ্জু সমূহদ্বারা গলায় বন্ধন করিয়া আমায় যথেচ্ছ প্রহার করিতেছে' নিজের কথা বলিয়া করুণ শ্রীপাদ কামাদি অন্তরায়যুক্ত সাধকজীবের শোচনীয় দুর্দশার কথা উল্লেখ করিতেছেন।

অনিত্য বিষয়চেষ্টাই অসচ্চেষ্টা। বিষয়ের ধ্যান বা চিন্তা হইতেই ক্রমশঃ কামাদি রিপুর উদ্ভব হয় এবং ইহারা প্রবলশক্তি প্রকাশ করিয়া বিষয়-চেষ্টায় সাধকের চিত্ত-মনকে নিয়ত বন্ধন করিয়া রাখে। এই বিষয়চেষ্টাকেই কষ্টপ্রদ ভয়ঙ্কর রজ্জুর সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। বিষয়চিন্তার এমনি বিষময় ফল।

> "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
> সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
> ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
> স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥" (গীতা-২।৬২-৬৩)

শব্দ, স্পর্শাদি বিষয়কে সুখের হেতু মনে করিয়া পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে করিতে সাধকের তাহাতে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে কাম বা কামনা জাত হয়, কাম প্রতিহত হইলে ক্রোধের সঞ্চার হয়, ক্রোধ হইতে কার্যাকার্য-বিবেক শূন্যতারূপ সম্মোহ উপস্থিত হয়, সম্মোহ হইতে সাধন-প্রযত্নানু-সন্ধানরূপ স্মৃতিভ্রংশ জাত হয়, তাহা হইতে আত্মজ্ঞানার্থ অধ্যবসায়ের বুদ্ধি নাশ হইয়া যায়, ইহাতেই সাধকের বিনাশ-সাধন ঘটে। অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ নানা যোনিতে ভ্রমণরূপ ঘোর সংসারদশা উপস্থিত হইয়া থাকে। (শ্রীপাদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণের টীকার মর্ম)

অসহায় পথিক নিজের চেষ্টায় প্রবল শক্তিশালী পথদস্যু বা বাটপাড়ের কবল হইতে রক্ষা পাইতে পারেন না। যদি সেই পথের রক্ষাকারী কোন প্রবল শক্তিশালী রাজসৈন্য অদূরে অবস্থান করেন,

তাঁহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে ফুকার করিয়া আর্তকণ্ঠে ডাকিলে তাঁহারা তখনি ছুটিয়া আসিয়া সেই প্রবল দস্যুর কবল হইতে পথচারীকে রক্ষা করিয়া থাকেন। তদ্রূপ এই ভজনপথের পথদস্যু কামাদি ষড়ুরিপুর কবল হইতে সাধনপথের পথিককে রক্ষা করিবার জন্য বকারী শ্রীকৃষ্ণের সাধন-পথ-রক্ষক বৈষ্ণবগণ আছেন। তাদৃশ বিপৎকালে তাঁহাদেরই আর্তস্বরে ডাকিতে হইবে। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন—

"এ সংসার-বাটুয়ারে, কামপাশে বান্ধি মারে,
ফুকার করহ হরিদাস।
করহ ভকত-সঙ্গ, প্রেমকথা রসরঙ্গ,
তবে হয় বিপদ্ বিনাশ॥" (প্রেঃ ভঃ চঃ)

কামাদি দস্যুর কবল হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া ভগবদ্ভক্তিময় জীবন লাভ করিতে হইলে বৈষ্ণবের সঙ্গ একান্ত অপেক্ষিত। ভক্তসঙ্গে ভগবদ্ভজন গাঢ় হইয়া ভক্তির মুখ্যফল ভগবৎ-প্রীতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে আনুসঙ্গিকভাবে অন্তরায় নাশ এবং অকাম, অহিংসা, নির্মৎসরতা, সদাচার, শম, দম, দৈন্য, বিনয়, মৈত্রাদি সদ্গুণরাজি সাধকজীবনে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। "মার্জ্জন হয় ভজন, সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ, অজ্ঞান অবিদ্যা পরাজয়।" (প্রেঃ ভঃ চঃ) সাধুর শরীর হইতে পবিত্র তন্মাত্রা সকল নির্গত হইয়া সাধারণ ভজন-সাধন শূন্য মানবকেও অসাধারণ সাধন-সম্পদ্ দানে ধন্য করিয়া থাকে। শক্তিশালী মহাভাগবতগণের সঙ্গ ও কৃপার আলোকে জঘন্য পাপতাপাদি কলুষতমসাচ্ছন্ন হৃদয়ও ভক্তির প্রোজ্জ্বলপ্রভায় সহসা ঝলমল করিয়া উঠে। সুতরাং নির্মল পবিত্রচেতা ভজননিষ্ঠ মহাত্মাগণের অপাপবিদ্ধ জীবন সর্বদা চক্ষের সম্মুখে আদর্শরূপে থাকিলে সাধারণ মানবকেও যে পরম পুরুষার্থ লাভে প্রোৎসাহিত করিবে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়বাসনা সকল অন্তরে বিলীন হইয়া যাইবে—তাহাতে সন্দেহ কি ? শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় লিখিয়াছেন—তাদৃশ মহতের সঙ্গগুণে কামাদি রিপু তাহাদের বিষয়মুখী স্বভাব ত্যাগ করিয়া সাধককে ভগবৎমুখী করিয়া পরম বান্ধবের কার্যই করিয়া থাকে। সাধুসঙ্গের মহিমায় বিষ অমৃতরূপে রূপায়িত হইয়া অমরত্বের সাধক হয়। তখন—

"কৃষ্ণসেবা কামার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষী জনে,
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্টলাভ বিনে, মদ কৃষ্ণ-গুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥
অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার ধাম,
ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ।
কিবা সে করিতে পারে, কাম ক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ॥"

অরে চেতঃ প্রোদ্যৎ-কপট-কুটিনাটীভর-খর-
ক্ষরন্মূত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাত্মানমপি মাম্।
সদা ত্বং গান্ধর্ব্বা-গিরিধরপদ-প্রেম-বিলসৎ
সুধাম্ভোধৌ স্নাত্বা স্বমপি নিতরাং মাঞ্চ সুখয় ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। ওরে মন! তুমি প্রকাশ্য কপটকুটিনাটীসমূহরূপ ক্ষরিত গর্দভমূত্রে স্নান করিয়া নিজেকে এবং আমাকে কেন দগ্ধ করিতেছ। শ্রীগান্ধর্বা-গিরিধারীর পাদপদ্ম-প্রেম হইতে প্রকাশিত সুধা-সিন্ধুতে নিয়ত স্নান করিয়া নিজেকে এবং আমায় সাতিশয় সুখী কর ॥ ৬ ॥

টীকা। ননু বিষয়চেষ্টয়া দৃষ্টং সুখং ভবত্যেব তৎ ত্যাগেনাদৃষ্টসুখং ভবতি নবেতি সন্দেহে কথং দুষ্টেষ্বরতিঃ কর্ত্তব্যেত্যাহ অরে ইতি। অরে ইতি নিকৃষ্ট সম্বোধনে। অরে দুর্ব্বোধ

তাই শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিয়াছেন, হে মন! বকারী শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিপথরক্ষক সাধুগণকে ফুকারিয়া ডাকিলে তাঁহারা আসিয়া সেই প্রবল শত্রুর হাত হইতে তোমায় রক্ষা করিবেন। তোমার ভজন-সম্পদ্ সুরক্ষিত থাকিবে।

"হে মন যুকতি শুন, কাম-ক্রোধাদি রিপুগণ,
মহাশক্তিশালী বাটোয়ালে।
অসৎচেষ্টা কষ্টপ্রদ, ভয়ঙ্কর গ্রন্থি যত,
সেই ডোরে বাঁধি মোর গলে ॥
বিনাশ করিতে চায়, অসহ্য যাতনা তায়,
পদে পদে হই অচেতন।
এমন বান্ধব কে, আমা উদ্ধারিবে যে,
সে বন্ধন করিয়া মোচন ॥
হে মন কাতর স্বরে, কর তুমি ফুৎকারে,
কোথা আছ বকারীর জন!
সুমাল্য তিলকধারী, নামাঙ্কিত অঙ্গভরি,
কোথা ঠাকুর বৈষ্ণবের গণ ॥
ছয় রিপু নাশ করি, রক্ষা কর কেশে ধরি,
কৃষ্ণ বলি করিয়া হুঙ্কার।
নতুবা পরাণ গেল, শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতি ভেল,
কোথা আছ ভক্ত-পরিবার?" ৫ ॥

চেতঃ প্রোদ্যৎ কপট-কুটিনাটীভর-খরক্ষরন্মূত্রে স্নাত্বা নিমজ্জ্য আত্মানং মামপি কথং দহসি। প্রোদ্যন্ প্রকৃষ্টোদয়ং প্রাপ্নুবন্ কপটাদয়ঃ কুটিনাটীভরঃ স্বস্যান্যত্রাপি নিবেশাতিশয়ঃ স এব খরক্ষরন্মূত্রং গর্দ্দভ-স্রবন্মূত্রম্। গর্দ্দভ-ক্ষরন্মূত্রস্যাত্যুষ্ণত্বাদ্দাহকত্বম্। মনসা সহৈকাধারে মিলিতা বাসত্বান্মনোদাহেনাপি জীবস্য দাহো ভবেদিতি মামিত্যুক্তম্। কুটিনাটীত্যনুকরণ শব্দঃ। তদা কিং কর্ত্তব্যমিত্যাহ সদেত্যাদি। গান্ধর্ব্বা শ্রীরাধা গিরিধরঃ শ্রীকৃষ্ণস্তয়োঃ পদে চরণে যঃ প্রেমা ভক্তিঃ স এব বিলসৎ সুধাম্ভোধির্নির্ম্মল সুধাসমুদ্রঃ তত্রেত্যাদিকং সুগমম্। ননু স্নাত্বা স্নাত্বেতি স্নানদ্বয়ে প্রয়োগে কথিত পদত্বেন বাক্যদোষতা স্যাৎ উচ্যতে। অত্র বিষয়াভিসন্ধিঃ মনঃ প্রতি কুপিতস্য বাক্যেন দোষঃ। তথাচ কথিতঞ্চ পদং পুনঃ। বিহিতস্যানুবাদ্যত্বে বিষাদে বিস্ময়ে ক্রুধি। দৈন্যেঽথ নাট্যানুপ্রাসেঽনুকম্পায়াং প্রসাদনে ইত্যাদি সাহিত্য-দর্পণকারঃ ॥ ৬ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। কোন অনির্বচনীয় সৌভাগ্যবশতঃ কামনা-বাসনা-বিদ্ধচিত্ত সংসারী মানুষের ভক্তিপথাশ্রয় ঘটে, কিন্তু ভক্তির অনর্থদশায় অনন্ত জন্মের বাসনার সংস্কার তাহার চিত্তকে আপন আপন দিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস সুতরাং কৃষ্ণসেবাভিলাষ ব্যতীত অন্য বাসনাই জীব-স্বরূপের কপটতা। সাধনকালে দেহ-দৈহিকাদির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানাদি-নিমিত্ত সংস্কারানুরূপ কপট কুটিনাটী নিষিদ্ধাচার জীবহিংসনাদি ভক্তি-সাধনার অন্তরায়গুলি সাধকের ভজনপথে বিপুল বাধার সৃষ্টি করে, ভক্তিসাধনায় অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়।

ছল, চাতুরী, প্রতারণা, বঞ্চনা, শঠতা, ধূর্ততা, অসত্য ব্যবহার, অধর্মাচরণ, পাপ ইত্যাদি 'কপট' শব্দের আভিধানিক অর্থ। সাধক "সত্যং জ্ঞানমানন্দম্" সত্যের মূলস্বরূপ ভগবচ্চরণাশ্রয় করিয়া ভগবন্নাম জপ, শ্রবণ, অর্চন, বন্দন, স্মরণ, মননাদি করিয়াও যদি উক্ত কপট আচরণে সত্যের ব্যভিচার করেন, তাহা হইলে সত্যস্বরূপ ভগবানের প্রসন্নতা অর্জন করা যায় কিরূপে? লোকশাস্ত্র বিগর্হিত ছল, চাতুরী, মিথ্যাভাষণাদি যাহা সাধারণ পাপকর্ম বলিয়া শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে, তাহা যদি ভগবদ্ভজনের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইয়া কাপট্যকে আশ্রয় করে, তখন আর ঐ অপকর্মগুলি সাধারণ না থাকিয়া **গুরুতর অপরাধ** স্বরূপ হইয়াই দাঁড়ায়। অসৎ হৃদয়ে কাপট্যের অন্তরালে ঐ মিথ্যা, চৌর্যাদি ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া সাধু, গুরু, ভগবানের প্রতিও প্রযুক্ত হইতে থাকে। কথায় বলে—'গয়ায় মরিয়া ভূত হইও না' সকল দেশের ভূত গয়ায় উদ্ধার পায়, কিন্তু গয়ার ভূতের বড়ই বিপদ। সকল কপট সাধু, গুরুর কৃপায় নাশ পায়, সাধু, গুরুর নিকট কপট সর্বনাশের হেতু। অথচ তজ্জন্য চিত্তে কোনরূপ অনুতাপ জাগে না। বরং ঐ অপকর্মগুলি যেন অপকর্মই নয়, উহা ঠিকই করা হইয়াছে, এইরূপ প্রতিপাদনপূর্বক অনুষ্ঠিত পাপকর্মের উপর কাপট্যের আবরণ দিয়া উহা রক্ষা করার প্রযত্ন জাগে। কিন্তু ভাগ্যবান্ সদ্ভক্তির হৃদয়ে ঐরূপ অসৎচেষ্টা উদিত হয় না। তাহাদের কর্তৃক কোন সময়ে যৎকিঞ্চিৎ অন্যায় কর্ম অনুষ্ঠিত হইলে তাহারা অনুতপ্ত হন এবং তীব্র জ্বালা অনুভব করিয়া

তাহার যথাযোগ্য প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই জন্যই ক্ষরিত গর্দভমূত্রে স্নানের ন্যায় তীব্র জ্বালার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

'কুটিনাটী' অর্থে অসৎক্রিয়া, অন্যাবেশ, নির্দয়তা, জীবহিংসনাদি। "অসৎক্রিয়া কুটিনাটী, ছাড় অন্য পরিপাটী" (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা) দেহাবেশ ভজন-জীবনে আমাদের প্রধানতম অন্তরায়। এই দেহাবেশ হইতেই সাধকের অসৎক্রিয়া, নির্দয়তা, জীবহিংসনাদি প্রবৃত্তির উদয় হয়। তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"দেহে না করিহ আস্থা, মরিলে সে যম শাস্তা, দুঃখের সমুদ্র কর্ম্মগতি।" সামান্য ছোটখাটো অন্যাবেশ বা অসৎকার্যগুলিতে আমরা মনোযোগ দিই না, শেষে উহাই ভক্তির বিঘাতক প্রবল অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়।

যেমন শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি করিলে হস্তিস্নানের ন্যায় সব সাধনাই নিষ্ফল হয়, ইহা শাস্ত্রে ও সাধুমুখে শুনিয়াছি, অপরকেও তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করি, কিন্তু কার্যতঃ ব্যবহারিক আবেশে শ্রীগুরু-দেবের সঙ্গে কথা কাটাকাটি, বাদ-বিসম্বাদ, কখনো বা সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষাও হেয় ব্যবহার করিয়া থাকি। মুখে বলি, বৈষ্ণব-নিন্দা নামাপরাধ, কিন্তু কার্যতঃ দশ পাঁচ জন মিলিয়া পরনিন্দা, পরচর্চাকে মুখরোচক করি। মিথ্যা কথা বলা, অসদাচরণ করা, সাধারণের পাপ, কিন্তু ভক্তের নিকট অপরাধ— ভক্তির বিঘাতক। ইহা বাক্যেই মাত্র আবৃত্তি করিয়া থাকি, কিন্তু হাটে বাজারে ক্রয়, বিক্রয়াদি কালে অবাধে মিথ্যা কথা বলি, আদানপ্রদান কালে কেহ ভুলবশতঃ অধিক অর্থাদি দিয়া ফেলিলে উহা লভ্যাং-শের অন্তর্ভুক্ত করিয়া আত্মসাৎ করিয়া আনন্দ পাই।

দয়া, ক্ষমা, বিনয়াদি ভাগবতজনের ভূষণ। অপরের দুঃখ দর্শনে হৃদয়ের দ্রবাবস্থাই 'দয়া'। ইহা একটি অমৃতের ধারা। কৃষ্ণভক্তের চিত্ত স্বভাবতই অমৃতময় সুতরাং তাঁহারাই প্রকৃত দয়ালু। কিন্তু মাদৃশ জীব অন্যাবেশ বা দেহাবেশের ফলে সাধারণ ব্যবহারিক কার্যে অন্যের কথা দূরে, বৈষ্ণব মহাত্মাদের চিত্তেও কথায়, বার্তায়, ব্যবহারে নানা উদ্বেগ ও দুঃখ দিয়া থাকি। প্রথমতঃ অন্যকে দুঃখ বা পীড়া প্রদানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবহারগুলি অভ্যাসবশতঃ সংস্কারে পর্যবসিত হইয়া অন্যকে নানাভাবে দুঃখ বা পীড়া প্রদান যেন কৌতুকের সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায়। ঐ প্রবৃত্তি শেষে ভীষণ হিংসামূর্তি ধারণ করিয়া জীবহিংসনাদিতে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া থাকে।

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—'হে মন! জ্বালাময়ী ঐ সকল কপট কুটিনাটী রূপ গর্দভের মূত্রে স্নান করিয়া তুমি নিজেও জ্বালিয়া মরিতেছ, আমাকেও প্রতিনিয়ত দগ্ধ করিতেছ। ভগবৎ-প্রেমামৃত-সায়রে অবগাহন ব্যতীত এই জ্বালা জুড়াইবার অন্য কোন উপাই নাই। তাই বলি, "সদা ত্বং গান্ধর্ব্বা-গিরিধরপ্রেমবিলসৎ সুধাম্ভোধৌ স্নাত্বা স্বমপি নিতরাং মাঞ্চ সুখয়" 'শ্রীগান্ধর্বা-গিরিধারীর পাদপদ্ম-প্রেম হইতে প্রকাশিত সুধাসিন্ধুতে স্নান করিয়া তুমি নিজেকে এবং আমাকেও সাতিশয় সুখী কর।'

"কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল,
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু।
নির্ম্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্য দাগে,
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু ॥
শুদ্ধ প্রেম-সুখসিন্ধু, পাই তার একবিন্দু,
সেই বিন্দু জগত ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নহে, তথাপি বাউলে কহে,
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায় ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য-২য় পরিঃ)

যে কৃষ্ণপ্রেমের একবিন্দুই বিশ্বকে ডুবাইতে পারে বা ডুবাইয়া থাকে, সেই শ্রীকৃষ্ণকেও ডুবাইতে পারে রাধাপ্রেমের একবিন্দু! মহাজন শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে বলিয়াছেন—'তুয়া অনুরাগে প্রেম, সমুদ্রে ডুব্যাছি আমি, আমারে তুলিয়া লহ পারে।' সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমরসসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া যুগল-উপাসক যে কি আনন্দ-সায়রে ভাসেন, তাহা অনুভবের বিষয় ; ব্যাখ্যা করিয়া বুঝান যায় না।

"যুগলচরণে প্রীতি, পরম আনন্দ তথি,
রতি প্রেমময় পরবন্ধে।
কৃষ্ণনাম রাধানাম, উপায় করোঁ রসধাম,
চরণে পড়িয়া পরানন্দে ॥
....
প্রেমভক্তি-সুধানিধি, তাহে ডুব নিরবধি,
আর যত ক্ষারনিধি প্রায়।
নিরন্তর সুখ পাবে, সকল সন্তাপ যাবে,
পরতত্ত্ব কহিনু উপায় ॥" (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

শ্রীজীব লিখিয়াছেন, শ্রীপাদ রঘুনাথ সর্বদা শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসাগরের তরঙ্গসমূহে বিঘূর্ণিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। "রাধিকাকৃষ্ণপ্রেমমহার্ণবোর্ম্মিনিবহে ঘূর্ণন্ সদা দিব্যতি" তিনি জীবশিক্ষার জন্য অনর্থযুক্ত সাধকের ভূমিকায় নামিয়া স্বয়ং আচরণ করিয়া শিক্ষা দিতেছেন—শ্রীরাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-বিগলিত প্রেমামৃতরস ব্যতীত জীবনের জ্বালা জুড়াইবার আর অন্য উপায় নাই। মনকে এই মহা সত্যটি বুঝাইয়া তাহাকে প্রেমসাধনার পথে পরিচালিত করিতে হইবে।

"হে মোর দুর্ব্বোধ চিত, নাহি জান নিজহিত,
কপট কুটিনাটী যত হয়।

প্রতিষ্ঠাশা-ধৃষ্টা শ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধু-প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্নন্থ মনঃ !
সদা ত্বং সেবস্ব প্রভুদয়িত-সামন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। হে মন! প্রতিষ্ঠাশারূপ ধৃষ্টা শ্বপচরমণী আমার হৃদয়ে নৃত্য করিতেছে। পবিত্র সাধুপ্রেম এই হৃদয়কে কিরূপে স্পর্শ করিবে? তুমি শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয় ও অতুলনীয় সামন্ত বা সেনাপতিরূপ মহতের সর্বদা সেবা কর, যাহাতে তিনি শীঘ্র সেই চণ্ডালিনীকে হৃদয় হইতে নিষ্কাসিত করিয়া সাধুপ্রেমকে সেখানে প্রবিষ্ট করাইবেন ॥ ৭ ॥

টীকা। ননু মৌনাবলম্বনেন ভজনানুসন্ধানং কুরু কিমিতি বচন-পরিপাট্যা মাং শিক্ষয়সী-ত্যাহ প্রতিষ্ঠেতি। ননু ভো মনঃ প্রতিষ্ঠাশা প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তীচ্ছা সা এব ধৃষ্ট-শ্বপচরমণী কুলটা রূপ চণ্ডালস্ত্রী সা মে মম হৃদি অন্তঃকরণে নটেৎ নটন-সম্ভাবনাং করোতি। কথং শুচির্নির্ম্মলঃ সাধুপ্রেমা তদ্ধৃদয়ং স্পৃশতি স্পশিষ্যতি বর্ত্তমান-সামীপ্যে ভবিষ্যতি লট্‌। সাধূনাং প্রেমা সাধুপ্রেমেতি আরাধ্যা-রাধক সম্বন্ধে ষষ্ঠী। প্রতিষ্ঠাকামস্য ধ্যানাবলম্বনমতি দুষ্করমিতি ভাবঃ। তদা কিং কর্ত্তব্যং তত্রাহ সদেত্যাদি। ত্বম্‌ অতুলং প্রভুদয়িতসামন্তং প্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য দয়িতো ভক্তঃ স এব সামন্তঃ ক্ষুদ্ররাজস্তং সেবস্ব। যথা স প্রভু দয়িত সামন্তঃ তাং প্রতিষ্ঠাশাং নিষ্কাশ্য দূরীকৃত্য ইহ হৃদি তং সাধুপ্রেমাণং বেশয়তি প্রবেশয়িষ্যতি। অন্যোঽপি রাজাশ্বস্য ধর্ম্মস্থাপকত্বেনাসতী চণ্ডালস্ত্রীগ্রস্তাং প্রজাং জ্ঞাত্বা চণ্ডালস্ত্রিয়ঃ দূরী-কৃত্য প্রায়শ্চিত্তাদিনা প্রজাং শোধয়তীতি। অত্র প্রতিষ্ঠেত্যস্যাদৌ যদীতি নটেদিত্যন্তং তদেতি সদেত্যস্যাদা-বিতীতি। পদানামসত্ত্বে ন্যূনপদত্বেপি প্রেমানন্দ-মগ্নস্যোক্তৌ ন দোষত্বম্‌। তথাচ সাহিত্যদর্পণে। উক্তাবানন্দমগ্নাদেঃ স্যান্ন্যূনপদতা গুণ ইতি ॥ ৭ ॥

বিষয়াভিসন্ধি যত, অন্যত্র আবেশ চিত,
গর্দ্দভের-মূত্র তুল্য হয় ॥
সে খরমূত্রে স্নান করি, নিজে ও আমারে ধরি,
দগ্ধ কেন কর নিরন্তর।
প্রেমভক্তি সুধানিধি, তাহে ডুব নিরবধি,
এই দীনজনে সুখী কর ॥
শ্রীগান্ধর্ব্বা-গিরিধারী, পাদপদ্মে থাক পড়ি,
তবে সে চতুর বলি তোরে।
তুমি আমি দুই জনে, লীলামৃত-আস্বাদনে,
দিবানিশি হও না বিভোরে ॥" ৬ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ এই শ্লোকে ভজন-জীবনের এক ভয়ঙ্কর অনর্থের কথা উল্লেখ করিতেছেন, যাহার নাম **'প্রতিষ্ঠাশা'**। অসদ্বার্তা, বিষয়াভিনিবেশ, কাম, ক্রোধাদি, কপট কুটিনাটী হৃদয় ত্যাগ করিলেও এই প্রতিষ্ঠাশা কিছুতেই হৃদয় ছাড়িতে চাহে না। এই জন্য ইহাকে **'ধৃষ্টা'** বা নির্লজ্জা **শ্বপচরমণীর** বা কুক্কুরমাংসভোজী চণ্ডালিনীর সঙ্গে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।

'আমি পণ্ডিত, ত্যাগী, জ্ঞানী, গুণী, ভজনানন্দী, আমার ন্যায় আর কে আছে? আমি সকলের পূজ্য বা গণ্য-মান্য হইয়া ভজনরাজ্যে সকলের উপর প্রভুত্ব করিব, সকলে আমার পদানত থাকিবে'— এইরূপ আকাঙ্ক্ষাময়ী মনোবৃত্তির নাম 'প্রতিষ্ঠাশা'। ইহা এমনি এক অনর্থ যে, অন্যান্য অনর্থগুলির ন্যায় ইহা সাধকের নিকট সহজে ধরা দিতে চাহে না। সাধকের নিকট নিজেকে ভজনের ন্যায়ই পরিচয় দিয়া সাধন-তরণীকে চোরাবালীর ন্যায় রসাতলে লইয়া যায়। এই জন্য শ্রীহরিভক্তিবিলাসের উপসংহারে লিখিত আছে—

"সর্ব্বত্যাগেহপ্যহেয়ায়াঃ সর্ব্বানর্থভুবশ্চ তে।
কুর্য্যঃ প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠায়া যত্নমস্পর্শনে বরম্ ॥" (হঃ ভঃ বিঃ ২০।৩৭০)

তাৎপর্য এই যে, যাঁহারা সর্বত্যাগে সমর্থ তাঁহারাও ভয়ঙ্কর অনর্থ এই প্রতিষ্ঠার আশাকে ত্যাগ করিতে সমর্থ হন না। সুতরাং প্রেমলাভেচ্ছু সুধীজন প্রতিষ্ঠাশারূপ বিষ্ঠাকে যাহাতে স্পর্শ করিতে না হয়, তাহার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিবেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহাকে ভক্তিকল্পলতার উপশাখা বলা হইয়াছে। উপশাখাগুলি বড়ই ভয়ঙ্কর বস্তু। শ্রবণ-কীর্তনাদি জলে সিঞ্চিত হইয়া নিজেই বাড়িতে থাকে, মূল ভক্তিকল্পলতা স্তব্ধ হইয়া যায়।

"সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়।
স্তব্ধ হঞা মূল শাখা বাড়িতে না পায় ॥
প্রথমেই উপশাখার করিয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ পরিঃ)

শুদ্ধা ভক্তিরস বা ভজনরসের আস্বাদনের অভাবেই লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদির বাসনা সাধকের চিত্তকে অভিভূত করিয়া রাখে। নিষ্কাম, পবিত্রচেতা, ভগবদ্ভজননিষ্ঠ সাধকের ভগবৎ-প্রীতি সাধনই একমাত্র লক্ষ্য। তাঁহারা দৈন্য-বিনয়াদি সদ্গুণরাজি মণ্ডিত হইয়া প্রতিষ্ঠাশাকে দূরে পরিহার করেন। কারণ একবার হৃদয়ে এই ধৃষ্টা শ্বপচরমণীকে আশ্রয় দিলে পরিণাম বড়ই ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়ায়। যেহেতু এই চণ্ডালিনী কখনো একাকী থাকে না, তাহার পতি মাৎসর্য চণ্ডালকে আহ্বান করিয়া আনে। 'পরোৎকর্ষাসহনং মাৎসর্য্যম্'। মানুষকে পশুত্বে পরিণত করিতে হৃদয়ের এমন কদর্যবৃত্তি আর নাই। মাৎসর্য নামক চণ্ডালের ঔরসে এবং প্রতিষ্ঠাশা নাম্নী পিশাচীর গর্ভে **হিংসা** ও **অসূয়া** এই যমজ সন্তানের জন্ম হয়। ইহাদের ভীমতাণ্ডব নর্তনে হৃদয়ের সদ্বৃত্তি সব চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। সদ্বৃত্তির

কথা দূরে হৃদয়ে ইহাদের সকলের একত্র সমাবেশ হইলে গুরুতর নৃশংসতায় হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তখন বাহিরে বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ এবং যন্ত্রের ন্যায় শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি ভজন করিলেও স্বীয় ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী স্বার্থলালসায় উন্মত্ত হইয়া মানব অন্যের প্রতি নির্দয় ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হয় না। বাক্যের দ্বারা ব্যবহারাদির দ্বারা অযথা অন্যের মর্মে আঘাত দিয়া সে আনন্দ উপভোগ করে। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এখনো তাহার নিজেকে জ্ঞানী, গুণী, ভজনানন্দী বলিয়াই মনে হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমেই বলা হইয়াছে—"নির্ম্মৎসরাণাং সতাম্" অর্থাৎ নির্মৎসর সৎগণই ভাগবতধর্মের অধিকারী। মাদৃশ জীব কত ভাগবতের শ্লোক কণ্ঠস্থ করিল, কত প্রকার ব্যাখ্যার পরিপাটী শিক্ষা করিল, কিন্তু প্রতিষ্ঠার আশা বুকে থাকায় **নির্মৎসর** হইতে পারিল না। যেই শুনি, অমুক-স্থানে আমা অপেক্ষা একজন বড় পণ্ডিত, বড় বক্তা বা বড় লেখক আছেন,— অমনি মাৎসর্যবহ্নি বুকে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। তাঁহার ব্যাখ্যার দোষ বাহির করিয়া তাঁহার উৎকর্ষনাশ না করিতে পারিলে যেন আমার আর শান্তি নাই। এইরূপ প্রতিষ্ঠার লালসাযুক্ত মাৎসর্য পরায়ণ চিত্তে কি কখনো ভক্তির আবির্ভাব হইতে পারে? তাই শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিয়াছেন—"কথং সাধুপ্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্ননু মনঃ" 'হে মন! প্রতিষ্ঠাশারূপ ধৃষ্টা শ্বপচরমণী যে হৃদয়ে নৃত্য করিতেছে', সেই জঘন্য হৃদয়ে পরম পবিত্র সাধুপ্রেম আসিবে কেন?'

এই ধৃষ্টা প্রতিষ্ঠাশা পিশাচীকে হৃদয়ক্ষেত্র হইতে নিষ্কাসিত করিবার একমাত্র উপায় সর্বদা শ্রীকৃষ্ণভক্তরূপ শক্তিশালী সামন্ত বা সেনাপতির সেবা। মহাভাগবত বৈষ্ণবগণের সেবার ফলে তাঁহাদের কৃপাসম্বলিত তাঁহাদের হৃদয়নিহিত দৈন্য, বিনয়াদি পবিত্র গুণের চিত্তে সংক্রমণ হয়। প্রতিষ্ঠাশা চণ্ডালিনী হৃদয় ছাড়িয়া পলায়ন করে। এই সব অনর্থাদি জয় মহাভাগবত বৈষ্ণবের পরিচর্যার আনুসঙ্গিক ফল, মুখ্যফলে অচিরে শ্রীভগবদ্-পাদপদ্মে প্রেমভক্তি লাভে ধন্য হওয়া যায়। শ্রীভগবান্ উদ্ধবের প্রতি বলিয়াছেন—

"যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা ॥" (ভাঃ-১১।২৬।৩১)

"স্বীয়ৌদনসিদ্ধ্যর্থমুপাশ্রয়মাণস্য অপ্যেতি নশ্যতি। তথৈব ভজনসিদ্ধ্যর্থং সাধূন্ সংসেবমানস্য কর্ম্মাদি জাড্যং, সংসারভয়ং, ভজনবিঘ্নশ্চ।" (টীকা-শ্রীল বিশ্বনাথ) অর্থাৎ রন্ধনের জন্য অগ্নি জ্বালাইলে যেমন আনুসঙ্গিকভাবে শীত, ভয় ও অন্ধকারও নাশ হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভগবদ্ভজন-সিদ্ধি বা প্রেমসিদ্ধির জন্য সাধুর সেবা করিলেও আনুসঙ্গিকভাবেই কর্মজড়তা, সংসারভয় ও নিখিলভজনবিঘ্ন অনায়াসেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং "অয়ং হি পরমো লাভো নৃণাং সাধুসমাগমঃ।" (ভাঃ-১২।১০।৭) অর্থাৎ সৎসঙ্গই সকলের পক্ষে পরম লাভ। এই সৎসঙ্গের ও সৎপরিচর্যার মহামহিমার কথা সর্ব পরমার্থশাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ বর্ণিত হইয়াছে।

যথা দুষ্টত্বং মে দবয়তি শঠস্যাপি কৃপয়া
যথা মহ্যং প্রেমামৃতমপি দদাত্যুজ্জ্বলমসৌ।
যথা শ্রীগান্ধর্ব্বা-ভজন-বিধয়ে প্রেরয়তি মাং
তথা গোষ্ঠে কাক্বা গিরিধরমিহ ত্বং ভজ মনঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। হে মন! এই গোষ্ঠে তুমি সেইরূপ মিনতির সহিত শ্রীগিরিধারীর সেবা কর, যাহাতে তিনি কৃপাপূর্বক মাদৃশ শঠেরও দুষ্টত্ব দূর করেন ও আমায় অতি উজ্জ্বল রসময় প্রেমামৃতও প্রদান করেন এবং শ্রীরাধারাণীর সেবায় আমায় নিযুক্ত করেন ॥ ৮ ॥

টীকা। অন্যদপি কর্ত্তব্যং শৃণ্বিত্যাহ যথেতি। হে মন ইহ গোষ্ঠে তথা তেন প্রকারেণ কাক্বা কাতরোক্ত্যা গিরিধরং ভজঃ তদ্বিষয়া কাকুস্ত তৎ স্তোত্রং কাক্বা স্তোত্রেণেত্যর্থঃ। পর্ব্বতধারণেন সর্ব্বে স্বানুগতা জনা রক্ষিতা ইতি তদনুগতস্য মমাপ্যভীষ্টসিদ্ধিঃ করিষ্যতীতি ধ্বনিঃ। ভজনপ্রকারমাহ যথেত্যাদি। যথা কৃপয়া করুণয়া মম দুষ্টত্বং দূষ্যত্বং দবয়তি দূরী করোতি। মে কিম্ভূতস্য শঠস্য পরপীড়ন স্বাভিমান সূচনাঽন্য গুভদ্বেষণাদি দোষদুষ্টস্য। যথা চ মহ্যমুজ্জ্বলং প্রেমামৃতমপি দদাতি। গিরিধরস্যাবতারিত্বাৎ মোহিনীরূপেণামৃত দত্তমিতি। যথাচ গান্ধর্ব্বাভজন-বিধয়ে শ্রীরাধাভজনপ্রকারায় মাং প্রেরয়তি নিযোজয়তীতি। সর্ব্বত্র বর্ত্তমান-সামীপ্যে ভবিষ্যতি লট্। যথেত্যত্র সমুচ্চয় চকারাভাব রূপোন্যূনপদতাভাবঃ পূর্ব্ববৎ ॥ ৮ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ হইয়াও অনর্থ সঙ্কুল-চিত্ত সাধকভক্তের ন্যায় এই মনঃশিক্ষায় বিশ্বসাধকগণকে ভজনের পরিপাটী শিক্ষা দিতেছেন। ইহা

"প্রতিষ্ঠাশা চণ্ডালিনী, কুলটা যে কলঙ্কিনী,
হৃদয়েতে করিছে নর্তনে।
সুনির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেম, যেন লাখবান হেম,
মোর হৃদি স্পর্শিবে কেমনে?
কৃষ্ণের ভকতগণ, মহাবীর সামন্তগণ,
মন! তাঁদের নিত্যসেবা কর।
তোমার দুর্দ্দশা দেখে, প্রতিষ্ঠাশা কুলটাকে,
হৃদয় হৈতে করিবে বাহির॥
সাধুপ্রেম মহারাজে, হৃদয়-মন্দির মাঝে,
দিব্যাসনে করিবে স্থাপন।
পাবে প্রেমফলাস্বাদ, পূর্ণ হবে মনোসাধ,
তবে ধন্য হইবে জীবন॥" ৭॥

বাস্তবতার দিক্, কিন্তু ভক্তির অতৃপ্তি স্বভাব বশতঃ বা দৈন্য বশতঃ তিনি নিজেকে যথার্থই ভজন-সাধন হীন সাধারণ সাধক বলিয়াই মনে করিতেছেন। "প্রেমের স্বভাব—যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ। সে-ই মানে—কৃষ্ণে মোর নাহি প্রেমগন্ধ ॥" (চৈঃ চঃ) ভক্তির এই অতৃপ্তি স্বভাব হইতে জাত দৈন্যে ভক্তের প্রাণে বিপুল আর্তির উদয় হয়। স্মরণে, স্বপনে, স্ফুরণে নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎমাধুরী আস্বাদন করিয়া অতৃপ্ত প্রেমিক সাক্ষাৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত বিপুল হাহাকার করেন। এই উৎকণ্ঠা বশতঃ তিনি নিজেকে অতি অযোগ্য ও নানা বিঘ্নসঙ্কুল সাধারণ সাধক বলিয়া মনে করেন। হৃদয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার ন্যায় প্রেমের ধারা প্রবাহিত—বাহিরে আর্তি, দৈন্য, হাহাকার। ইহাই অজস্র ভগবৎ-করুণা সাধকের প্রতি আকর্ষণ করিয়া আনে। সাধনার ইহা এক চরম আকাঙ্ক্ষিত স্তর।

শ্রীপাদ কয়েকটি অনর্থের কথা উল্লেখ করিয়া ভাবিতেছেন—এইরূপ ভক্তি বা ভজনের প্রতি-যোগী বহু অনর্থই তাঁহার চিত্ত-মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে। তিনি নিতান্ত শঠ তাঁহার এই শঠতাই এই সকল দুষ্ট-স্বভাবের একমাত্র হেতু। বঞ্চক বা প্রতারককে 'শঠ' বলা হয়। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস, শ্রীকৃষ্ণের সেবাই তাহার স্বরূপগত ধর্ম। সেই সেবা ত্যাগ করিয়া আত্মসুখের আকাঙ্ক্ষায় এই সংসারে আসিয়া নিজের স্বরূপ ভুলিয়া জীব দেহ-দৈহিকাদিকে 'আমি' 'আমার' বোধে বিষয়সুখ ভোগ করিয়া বেড়াইতেছে এবং নিত্যপ্রভুকে নিত্যই ফাঁকি দিতেছে বা প্রতারণা করিতেছে। এই প্রতারণা বা বঞ্চনাই তাহার দুষ্টস্বভাব বা দুঃশীলতার একমাত্র কারণ। এবং এই দুষ্টস্বভাব বা দুঃশীলতাই শত শত অনর্থের জনক।

নিত্য-প্রভুর সেবা ত্যাগই যখন এই সব অনর্থের হেতু, তখন নিষ্কপটভাবে কাকুতি-মিনতির সহিত প্রভুর সেবাই তাহার অনর্থনাশ এবং অখিল কল্যাণ লাভের একমাত্র উপায় অর্থাৎ প্রেম প্রাপ্তি বা সাক্ষাৎ সেবাপ্রাপ্তির অব্যভিচারী উপায়। রঘুর প্রভু-প্রদত্ত শ্রীশ্রীগিরিধারীর কথা মনে পড়িয়াছে। ভাবিতেছেন—প্রভু বড়ই করুণা করিয়া তাঁহাকে গিরিধারী দিয়াছিলেন এবং গিরিধারীর স্বরূপটিও জানাইয়া দিয়াছিলেন—'এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।' প্রভুর যেমন ভক্তবাৎসল্যের এবং করুণার অন্ত নাই, তেমনি তাঁহার দুর্ভাগ্যেরও সীমা নাই। তিনি ব্যাকুলপ্রাণে গিরিধারীর সেবা বা ভজন করিতে পারিলেন না! তাই মনের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—"তথা গোষ্ঠে কাক্কা গিরিধরমিহ ত্বং ভজ মনঃ" 'হে মন! তুমি এই ব্রজে পরম কাকুতির সহিত সেইভাবে গিরিধারীর ভজন বা সেবা কর।' প্রভু যে দিন রঘু-নাথকে গিরিধারী-সেবা দিয়াছিলেন এবং শুদ্ধভাবে সাত্ত্বিক সেবার আদেশ করিয়াছিলেন, প্রথম সেবার সময়ই ত্যাগ, বৈরাগ্য ও প্রেমভক্তির মূর্ত আদর্শ নিষ্ঠাবান্ রঘু—

"পূজাকালে দেখে শিলায় 'ব্রজেন্দ্রনন্দন'॥
'প্রভুর স্বহস্তদত্ত গোবর্দ্ধনশিলা'।
এত চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গেলা ॥" ইত্যাদি (চৈঃ চঃ অন্ত্য-৬ষ্ঠ পরিঃ)

এটি শ্রীরঘুনাথের দিক্। কিন্তু তাঁহার দৈন্যবচনে সাধকের শিক্ষা এই যে, অনেক সময় আমরা গিরিধারী, শালগ্রাম, শ্রীবিগ্রহাদিকে, শিলা, মৃত্তিকা বা ধাতু নির্মিত বলিয়াই মনে করি। সেব্য বিগ্রহকে 'প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন' এই জ্ঞানে সেবা না করিলে সেবাটি উৎকণ্ঠাময় বা কাকুতি-মিনতিপূর্ণ হইতে পারে না। শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"পরমোপাসকাশ্চ সাক্ষাৎ-পরমেশ্বরত্বেনৈব তাং পশ্যন্তি ; ভেদস্ফূর্ত্তের্ভক্তিবিচ্ছেদকত্বাৎ তথৈব হ্যচিতম্।" অর্থাৎ 'পরমোপাসকগণ অর্চা-বিগ্রহকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর রূপেই দেখিয়া থাকেন। কিঞ্চিৎ ভেদজ্ঞান হইলেই তাহা ভক্তির বিচ্ছেদক হয় এবং তাহাই সমীচীন', কারণ প্রতিমাতে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর বুদ্ধি থাকিলেই সেবাটি উৎকণ্ঠা বা কাকুপূর্ণ হয় এবং প্রতিমাতেই যে সাক্ষাৎ তাঁহার সাড়া পাওয়া যায়—এই দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

শ্রীপাদ বলিতেছেন, 'হে মন! এরূপ উৎকণ্ঠার সহিত বা কাকুতির সহিত তুমি গিরিধারীর সেবা কর, যাহাতে তিনি কৃপা করিয়া এই শঠের দুষ্টত্ব দূর করেন।' সাধন-ভজনের সঙ্গে কৃপার যোগ না হইলে সাধকের কোন ইচ্ছাই ফলবতী হয় না। সাধকের সকল প্রকার অযোগ্যতার নিরসনকারিণী ভগবৎ কৃপা। কৃপায় সবই সম্ভবপর হইতে পারে। ভগবৎ-কৃপাতেও হয় না, একথা যাঁহারা ভাবেন, তাঁহারা নাস্তিকমধ্যে পরিগণিত। কৃপায় বিশ্বাস না আসিলে কৃপাপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করা যায় না। নিষ্ঠাবান্ শ্রদ্ধাশীল সাধক 'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি জানে।' (চৈঃ চঃ) কৃপার আনুসঙ্গিক ফলেই সাধকের সমস্ত অনর্থ নাশ হয় এবং মুখ্যফলে প্রেমলাভ এবং সাক্ষাৎ প্রেমসেবা প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

তাই শ্রীপাদ বলিয়াছেন, "যথা মহ্যং প্রেমামৃতমপি দদাত্যুজ্জ্বলমসৌ" 'যাহাতে শ্রীগিরিধারী আমায় উজ্জ্বল অর্থাৎ মধুরভাবের প্রেমামৃতও প্রদান করেন।'

"সন্ত্ববতারা বহবঃ পুষ্করনাভস্য সর্ব্বতো ভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥"

(লঘুভাগবতামৃতম্ পৃঃ ৫।৩৭)

অর্থাৎ 'পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের সর্বমঙ্গলপ্রদ অনেক অবতার থাকুন ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত এমন আর কে-ই বা আছেন, যিনি লতাকে পর্যন্ত প্রেমদান করিয়া থাকেন।' "যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে। আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥" (চৈঃ চঃ) এই ব্রজপ্রেমের মধ্যেও আবার সর্বোৎকৃষ্ট মধুররস জাতীয় গোপীপ্রেম। শ্রীপাদ রঘুনাথ ব্রজের নিত্যসিদ্ধা মঞ্জরী হইয়াও দৈন্যভরে প্রেম প্রার্থনা করিতেছেন, তাই রাধাদাস্যই শ্রীগিরিধারীর নিকটে তাঁহার একমাত্র কাম্য। গৌড়ীয়বৈষ্ণবও রাধাদাস্যের উপাসক। তাঁহাদেরও হার্দ্য ইহাই। শ্রীল গোস্বামিপাদগণ আমাদের আদর্শ। স্বয়ং আচরণ করিয়া শিক্ষা দিতে-ছেন—"যথা শ্রীগান্ধর্ব্বা-ভজন-বিধয়ে প্রেরয়তি মাম্" হে মন! তুমি এইরূপ আকুতির সহিত শ্রীগিরি-ধারীর সেবা কর,তিনি যেন শ্রীরাধার ভজনের বা সেবার নিমিত্ত আমায় প্রেরণ বা নিযুক্ত করেন। শ্রীপাদের ঐকান্তিক রাধানিষ্ঠা, রাধাস্নেহাধিকা প্রীতি। শ্রীরাধার দাসী হইয়াই শ্রীগিরিধারীর সেবা গৌড়ীয়বৈষ্ণবের

মদীশানাথত্বে ব্রজবিপিনচন্দ্রং ব্রজবনে-
শ্বরীং তন্নাথত্বে তদতুল-সখীত্বে তু ললিতাম্।
বিশাখাং শিক্ষালী-বিতরণ-গুরুত্বে প্রিয়সরো-
গিরীন্দ্রৌ তৎপ্রেক্ষা-ললিত-রতিদত্বে স্মর মনঃ ॥ ৯ ॥

স্বতন্ত্রভাবে নহে। "আমার ঈশ্বরী হন বৃন্দাবনেশ্বরী। তাঁর প্রাণনাথ বলি ভজি গিরিধারী ॥" শ্রীরাধার ভজন ব্যতীত শ্রীগিরিধারীর সর্বোৎকৃষ্ট সেবা হইতে পারে না—ইহা রসিক জনবেদ্য। তাই শ্রীগিরিধারীরও কাম্য—'ইহারা শ্রীরাধার দাস্য করিয়াই আমার সেবা করুক'। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্যগণের শ্রীযুগলচরণে কি মধুর প্রার্থনা জাগে ; শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রার্থনা করিয়াছেন—

"প্রণিপত্য ভবন্তমর্থয়ে, পশুপালেন্দ্রকুমার কাকুভিঃ।
ব্রজযৌবতমৌলিমালিকা,—করুণাপাত্রমিমং জনং কুরু ॥"
(উৎকলিকাবল্লরিঃ-১৯)

'হে ব্রজরাজনন্দন! আমি তোমার শ্রীচরণে প্রণত হইয়া কাকুবাক্যে এই প্রার্থনা করি,—তুমি আমায় ব্রজসুন্দরী-শিরোমণি শ্রীরাধার কৃপাপাত্র করিয়া দাও।' শ্রীরাধার নিকট প্রার্থনা—

"ভবতীমভিবাদ্য চাটুভি, র্বরমূর্জ্জেশ্বরি বর্য্যমর্থয়ে।
ভবদীয়তয়া কৃপাং যথা, ময়ি কুর্য্যাদধিকাং বকান্তকঃ ॥" (ঐ-২০)

'হে কার্তিকাধিদেবি শ্রীরাধিকে! আমি তোমায় অভিবাদন পূর্বক চাটুবাক্যে এই বর প্রার্থনা করি—আমায় তোমার জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেন অধিক কৃপা করেন।' ‡ তাই রঘুনাথের মনের নিকট সাকুত প্রার্থনা—

"ওহে মন! শুন তুমি,   এ কর্ত্তব্য বলি আমি,
অনুগত জনে কৃপা করি।
ধরি গিরি-গোবর্দ্ধনে,   রক্ষা কৈল ব্রজজনে,
কাকুবাক্যে ভজ গিরিধারী ॥
মনের দুষ্টতা যত,   দূর করি অরি শত,
নিজ-প্রেমামৃত করি দান।
শ্রীরাধার ভজনেতে,   পাঠাইবে নিকুঞ্জেতে,
যুগলকিশোর হবে প্রাণ ॥" ৮ ॥

---

‡ শ্লোকদ্বয়ের বিস্তৃত আস্বাদনী মৎপ্রণীত "উৎকলিকাবল্লরি" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

অনুবাদ। হে মন! তুমি বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে আমার ঈশ্বরীর অর্থাৎ শ্রীরাধার প্রাণনাথরূপে, বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণপ্রিয়ারূপে, শ্রীললিতাকে তাঁহার অতুলনীয় সখীরূপে, শ্রীবিশাখাকে সকল শিক্ষা-বিতরণের গুরুরূপে এবং প্রিয় সরোবর শ্রীরাধাকুণ্ড এবং গিরিরাজ শ্রীগোবর্ধনকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দর্শন এবং ললিত-রতিদায়করূপে স্মরণ কর ॥ ৯ ॥

টীকা। অকস্মাদধৃদ্যাবির্ভবন্তং সসখিরাধাকৃষ্ণমনুভবন্ পরমাহ্লাদেনোপদিশতি মদীশেতি। হে মনঃ মদীশানাথত্বে ব্রজবিপিনচন্দ্রং স্মর ধ্যানবিষয়ং কুরু। মম ঈশা মদীশা শ্রীরাধা তস্যা নাথত্বে প্রার্থমান প্রভুত্বে। এবং তাং ব্রজবনেশ্বরীং শ্রীরাধাং নাথত্বে। এবং ললিতাং তন্নাম সখীং তদতুল সখীত্বে। ন বিদ্যতে তুলা তুলনা যস্যাঃ সচাসৌ সখীচেতি অতুলসখী তস্যা রাধায়া অতুল সখী তস্যা ভাবস্তত্বম্। এবং বিশাখাং শিক্ষালী শিক্ষাশ্রেণীস্তস্যা যদ্বিতরণং প্রচারণং তদ্গুরুত্বে তদিত্যব্যয়ং পৃথক্ পদং বিশাখামিত্যাদাবপ্যন্বেতব্যম্। অথবা অর্থান্মম শিক্ষালীগুরুত্বে ইতি। এবং প্রিয়সরোগিরীন্দ্রৌ রাধাকুণ্ডগোবর্দ্ধনৌ তৎপ্রেক্ষা ললিতরতিদত্বে। তয়োঃ প্রেক্ষা দর্শনং তয়োর্ললিতেপ্সিতা রতিশ্চ তে দত্ত ইতি তত্ত্বে ॥ ৯ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে স্বীয় মনকে শিক্ষা-প্রদান ব্যপদেশে প্রেমাভিমানের একটি মনোরম চিত্র, মাধুর্যোপাসকের নয়ন-সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণে নিরুপাধিক প্রীতির নাম 'প্রেম'। ভগবৎসেবাই প্রেমের একমাত্র তাৎপর্য। ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, নারদাদি মনীষিগণ অন্য সকল বস্তুতে মমতাশূন্য হইয়া একমাত্র শ্রীভগবানের পাদপদ্মে মমতাময়ী বুদ্ধির স্থাপনকেই 'প্রেম' আখ্যা দিয়াছেন যথা—

"অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধব-নারদৈঃ ॥" (নারদ পঞ্চরাত্র)

মমতা-বুদ্ধি সম্বন্ধনিষ্ঠ। সম্বন্ধশূন্য মমতা-বুদ্ধি থাকিতে পারে না। শান্তরসে মমতাবুদ্ধি থাকে না। "শান্তের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতাগন্ধ হীন। পরং ব্রহ্ম-পরমাত্মা-জ্ঞান-প্রবীণ ॥" (চৈঃ চঃ) শান্তভক্তগণ মমতাগন্ধহীন, এমন কি তাঁহাদের 'তদীয়' বলিয়া অভিমান আছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা স্বরূপের উপাসক। "কেবল স্বরূপজ্ঞান হয় শান্তরসে" "শান্তরসে স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা" ইত্যাদি (চৈঃ চঃ) ব্রহ্মানন্দ অঘন বা তরল, ঈশময় সুখ ঘন বা সান্দ্র। শান্তভক্তদের যে ঈশময় সুখের অনুভব হয়, তাহাও ঈশ্বরের স্বরূপের অনুভবের বলেই হইয়া থাকে। দাসাদি ভক্তের ন্যায় ঐশ্বর্যমিশ্র মাধুর্যের বা শুদ্ধ মাধুর্যের অনুভবের ফলে হয় না।

"তত্রাপীশস্বরূপানুভবস্যৈবোরুহেতুতা।
দাসাদিবন্মনোজত্ব-লীলাদে র্ন তথা মতা ॥" (ভঃ রঃ সিঃ-৩।১।৬)

অর্থাৎ "শান্তভক্তগণের গুণস্বরূপের অনুভবাত্মক ঈশসুখ ঘটিলেও কিন্তু তাহাতে দাসাদির ন্যায় মনোজ্ঞত্ব (সৌন্দর্য, সৌকুমার্যাদি) এবং লীলা (গোবর্ধন-ধারণাদি) প্রভৃতির মাধুরী অনুভব না হইয়া কেবল দর্শনেই পর্যবসিত হয় এবং ইহাতেই তাঁহাদের কৃতার্থতা লাভ হয়।" মমতাবুদ্ধি-শূন্যতার এই ফল। এই জন্য শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শান্তভক্তের ভক্তিকে 'তটস্থা ভক্তি' এবং তাঁহাদিগকে 'তটস্থভক্ত' বলিয়াছেন।

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ইহাদের যে কোন একতম সম্বন্ধকে প্রাপ্ত হইয়াই মমতাবুদ্ধিটি আত্মসত্তা লাভ করে। এই চতুর্বিধ ভাবের মধ্যেও আবার ভাবের উৎকর্ষ, অপকর্ষ-বিচারে মধুররসাত্মিকা-বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারা যায়।

"পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই-তিন গণনে পঞ্চপর্য্যন্ত বাঢ়য়॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাঢ়ে প্রতি রসে।
শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
দুই-তিন ক্রমে বাঢ়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
পরিপূর্ণ-কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ—কহে ভাগবতে॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য-৮ম পরিঃ)

মধুরভাব দ্বারকায় মহিষীগণের থাকিলেও শুদ্ধমাধুর্যময় ব্রজগোপীগণের প্রেম-সম্বন্ধেই ইহা বলা হইয়াছে। কারণ সম্ভ্রমজ্ঞানের যেখানে প্রাবল্য, সেখানে রস-বিকাশের সম্ভাবনা নাই। ব্রজের শুদ্ধমাধুর্যময় প্রেমে কোন রসেরই সঙ্কোচ নাই। তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যগণের কৃপায় ব্রজের সর্বোৎকৃষ্ট মধুররসের এবং মধুররসের মধ্যেও আবার রাধাদাস্যরূপ মঞ্জরী-ভাবসাধনার আস্বাদন-সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এই বিশেষ কলির মানুষ।

শ্রীপাদ সনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীজীব ব্রজরসের মহাশিল্পী। স্বর্ণশিল্পীরা যেমন একই উপাদান স্বর্ণ হইতে হার, কঙ্কণ, কুণ্ডলাদি নির্মাণ করিয়া থাকে, তেমনি ব্রজের শৃঙ্গাররসরূপ উপাদান হইতে আচার্য-পাদগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁহাদের চিত্তে স্ফুরিত রসকাব্যের বিচিত্র অলঙ্কার নির্মাণ করিয়াছেন। এই শ্লোকে শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনর্পিতচরী করুণার দান মঞ্জরীভাবের সাধকগণের স্বীয় অভীষ্টের প্রতি অভিমান-সিদ্ধির ইঙ্গিত করিয়াছেন। প্রথমেই বলিতেছেন—"মদীশানাথত্বে ব্রজবিপিন-চন্দ্রং" 'হে মন! আমার ঈশ্বরী শ্রীরাধার নাথরূপে বৃন্দাবনচন্দ্রকে স্মরণ কর।' 'মদীশা' শ্রীপাদের এই একটি শব্দের মধ্যে কতই প্রণয়-সুধার, কত প্রেমাভিমানের কতই প্রগাঢ় প্রীতির আস্বাদন। "আমার

ঈশ্বরী হন বৃন্দাবনেশ্বরী। তাঁর প্রাণনাথ বলি ভজি গিরিধারী ॥" আচার্যপাদগণ অনুভবও করিয়াছেন; প্রচারও করিয়াছেন। সাধক যতই নিজেকে **রাধাদাসী** বলিয়া চিনিতে পারিবেন বা দেহ-দৈহিকাদির অভিমান ত্যাগ করত প্রতিনিয়ত রাধাদাসীত্বের অভিমানে মগ্ন-চিত্ত হইতে পারিবেন, ততই রত্নলাভ করিবেন। স্বরূপের আবেশের ন্যায় এত মধুরতার আস্বাদন অন্য কিছুতেই নাই। ইহাতেই মায়া দূরে সরিয়া পড়ে, চিন্ময়রসের আস্বাদনে চিত্তটি ডগমগ করিতে থাকে। সাধক পরমাভীষ্ট শ্রীশ্রীরাধামাধবের রূপ, গুণ, লীলারসের ও সেবারসের আস্বাদন-পরম্পরা লাভে ধন্য হন। তখন এই 'মদীশা' শব্দের আস্বাদন কিছু অনুভব হয়।

শ্রীপাদ স্বীয় মনের প্রতি তাঁহার ঈশ্বরীর প্রাণনাথ বলিয়া বৃন্দাবনচন্দ্র শ্যামসুন্দরের ভাবনার উপদেশ দিতেছেন। আগে রাধা, পরে শ্যাম। রাধারাণীর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার বা তাঁহার দাসীত্ব লাভের পর শ্যামসুন্দরের সঙ্গে রাধাদাসীর পরিচয় এবং ঈশ্বরী শ্রীরাধার প্রাণনাথরূপেই তাঁহার সেবা লাভ—স্বতন্ত্রভাবে নয়। শ্রীপাদ রঘুনাথের রাধানিষ্ঠার তুলনা নাই। তিনি যে শ্রীরাধার রহোদাস্য ভিন্ন আর অন্য কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাহা পাঠক এই স্তবাবলী গ্রন্থে ভূয়োভূয়ঃ অনুভব করিবেন। 'ব্রজবিপিনচন্দ্রং' কথার তাৎপর্য এই যে, ব্রজবাসীর প্রাণচকোর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের রূপ, গুণ, লীলামৃতের বা প্রেমামৃতরসের আস্বাদনেই প্রতিনিয়ত বিভোর থাকে কিন্তু রাধাদাসীর চিত্তচকোরী শ্রীরাধার আস্বাদনের মধ্য দিয়াই এই ব্রজবিপিনচন্দ্রের লীলামৃতাদির আস্বাদনে ধন্য হয়, স্বতন্ত্রভাবে নহে।

আবার 'বৃন্দাবনেশ্বরীং তন্নাথত্বে' বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণপ্রিয়ারূপে স্মরণের উপদেশ মনকে দিতেছেন। শ্রীবৃন্দাবনে রূপ, গুণ ও প্রেমবতী অসংখ্য ব্রজসুন্দরী থাকিলেও শ্রীরাধাতেই শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত-মন সতত বশীভূত। কারণ পরম মহান্ প্রেমবতী একমাত্র শ্রীরাধাতেই অখণ্ড মাদনাখ্য মহাভাবের স্থিতি, তাই অখণ্ড আনন্দঘনবিগ্রহ প্রেমবশ্য শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাতেই অখণ্ড বশ্যতা। পরস্পর পরস্পরের রূপ, গুণাদির মাধুর্যে মগ্ন। উভয়েই আকাঙ্ক্ষা করেন—পরস্পরের প্রতি অনুরাগ যেন প্রতিনিয়ত বর্ধিত হয়। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী লিখিয়াছেন—

"ত্বয়ি শ্যামে নিত্যপ্রণয়িনি বিদগ্ধে রসনিধৌ, প্রিয়ে ভূয়োভূয়ঃ সুদৃঢ়মতিরাগো ভবতু মে।
ইতি প্রেষ্ঠেনোক্তা রমণ মম চিত্তে তব বচো, বদন্তীতি স্মেরা মম মনসি রাধা বিলসতু ॥"

(রাধারসসুধানিধি-১৫০)

"হে শ্যামে! হে নিত্য প্রণয়িনি! হে বিদগ্ধে! হে প্রিয়ে! রসনিধি তোমাতে আমার অনুরাগ ক্রমশঃ সুদৃঢ় হোক"—প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে যিনি মৃদুহাস্যের সহিত "হে রমণ! আমার মনেও তোমারই কথা, অর্থাৎ তুমি এই কথা বলার পূর্বমুহূর্তে আমার মনেও ঠিক এমনি কথা তোমায় বলার ইচ্ছা জাগিয়াছিল; সহসা তুমি আগেই তাহা বলিয়া ফেলিলে" এইরূপ বলিতেছেন সেই শ্রীরাধা আমার চিত্তে বিলাস করুন।"

আবার বলিলেন—"তদতুল-সখীত্বে তু ললিতাম্" 'হে মন! ললিতাকে শ্রীরাধার নিরুপমা সখী বলিয়া স্মরণ কর।' শ্রীললিতা অষ্টজন শ্রীরাধার প্রাণশ্রেষ্ঠ সখীগণের মধ্যেও প্রধানা এবং রূপে, গুণে, প্রেমসখ্যে অতুলনীয়া। তাই শ্রীরাধার সমগ্র সখীমণ্ডলীতে সর্বপ্রধানা শ্রীললিতার তুলনা নাই। সর্বসখীর মান্যা, মঞ্জরীগণের যুগল-সেবার অধিনেত্রী। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন—

"ললিতা কবে মোরে, বীজন দেওয়ব, বীজব মারুত মন্দে।
শ্রমজল সকল, মিটব দুহুঁ কলেবর, হেরব পরম আনন্দে॥"

....

"ললিতা-আদেশ পাঞা, চরণ-সেবিব যাঞা, প্রিয়-সখী-সঙ্গে হর্ষ-মনে।
দুহুঁ দাতা শিরোমণি, অতি দীন মোরে জানি, নিকটে চরণ দিবে দানে॥" (প্রার্থনা)

আবার "বিশাখাং শিক্ষালি-বিতরণ-গুরুত্বে" 'শ্রীবিশাখাকে যুগল-সেবার উপযোগী শিক্ষাসমূহ বিতরণের গুরুরূপে স্মরণ কর।' শ্রীপাদ স্বরূপে শ্রীবিশাখা-সখীরই গণ। শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলিতে (৯৯) শ্রীপাদ তাঁহার ঈশ্বরীর বিরহ-বিহত প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত শ্রীবিশাখার চরণেই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন—

"ক্ষণমপি তব সঙ্গং ন ত্যজেদেব দেবী, ত্বমসি সমবয়স্ত্বান্নর্ম-ভূমির্যদস্যাঃ।
ইতি সুমুখি বিশাখে দর্শয়িত্বা মদীশাং, মম বিরহহতায়াঃ প্রাণরক্ষাং কুরুষ্ব॥"

'অয়ি সুমুখি বিশাখে! তুমি মদীশা শ্রীরাধার সমবয়স্কা বলিয়া কৌতুকের পাত্রী, তিনি ক্ষণ-কালও তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া থাকেন না। তাই প্রার্থনা—তুমি আমার ঈশ্বরীকে দেখাইয়া আমার বিরহাতুর প্রাণকে রক্ষা কর।' স্বসঙ্কল্পপ্রকাশ-স্তোত্রে শ্রীপাদ শিক্ষাগুরু বিশাখার নিকট হইতে মধুররস-ময় যুগলসেবার বিবিধ বৈদগ্ধী শিক্ষার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন—

"মুদা বৈদগ্ধ্যান্তর্ললিত-নবকর্পূর-মিলন-
স্ফুরন্নানা-নর্ম্মোৎকর-মধুর-মাধ্বীকরচনে।
সগর্ব্বং গান্ধর্ব্বা-গিরিধরকৃতে প্রেমবিবশা
বিশাখাং মে শিক্ষাং বিতরতু গুরুস্তদ্যুগসখী॥ ৪॥
কুহূকণ্ঠীকণ্ঠাদপি কমনকণ্ঠী ময়ি পুন-
বিশাখা গানস্যাপি চ রুচির-শিক্ষাং প্রণয়তু।
যথাহং তেনৈতদ্যুবযুগলমুল্লাস্য সগণা-
ল্লভে রাসে তস্মান্মণিপদক-হারানিহ মুহুঃ॥" ৫॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিবশা সখী বিশাখা শিক্ষাগুরু হইয়া শ্রীযুগলের সুখদায়ক বিবিধ বৈদগ্ধী-পূর্ণ বিচিত্র সেবারস-শিক্ষা বিতরণ করুন এবং কোকিলকণ্ঠ অপেক্ষাও কমনীয় স্বরযুক্তা বিশাখা অতি মনোহর গানশিক্ষা দান করুন, যাহাতে সপরিকর শ্রীযুগলের নিকট হইতে রাসাদি লীলার সময় গান গাহিয়া হার, পদকাদি বিবিধ পুরস্কার পুনঃ পুনঃ লাভ করা যায়,—শ্রীপাদের ঐ দুইটি শ্লোকের প্রার্থনার ইহাই মর্ম। শেষের শ্লোকটি পরবর্তি প্রার্থনাস্তবেও দৃষ্ট হইবে।

পরিশেষে বলিলেন—"প্রিয়সরো-গিরিন্দ্রৌ তৎপ্রেক্ষা-ললিত-রতিদত্বে স্মর মনঃ" অর্থাৎ 'হে মন! প্রিয় সরোবর শ্রীরাধাকুণ্ড এবং গিরিরাজ শ্রীগোবর্ধনকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের দর্শন এবং ললিত-রতি-দায়করূপে স্মরণ কর।' শ্রীরাধারাণীর অতি প্রিয় শ্রীরাধাকুণ্ড তাই শ্রীশ্যামসুন্দরেরও শ্রীরাধার মতই প্রিয় এই সরোবর। এই রহস্য উপলব্ধি করিয়াই শ্রীপাদ রঘুনাথ ব্রজমুকুটমণি তাঁহারও অতি প্রিয় শ্রীরাধাকুণ্ডে বসবাসের ঐকান্তিক নিষ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন—

"স্বকুণ্ডং তব লোলাক্ষি সপ্রিয়ায়াঃ সদাস্পদম্।
অত্রৈব মম সংবাস ইহৈব মম সংস্থিতি ॥" (বিলাপকুসুমাঞ্জলি-৯৭)

'হে চঞ্চলাক্ষি শ্রীরাধে! এই শ্রীরাধাকুণ্ড তোমার ও তোমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয় স্থান। তাই শ্রীকুণ্ডতীরেই আমার নিত্য বাস ও নিত্য স্থিতি হউক।' এই প্রিয়তাগুণেই শ্রীরাধাকুণ্ডকে শ্রীপাদ যুগলচরণে ললিতারতিদাতা এবং তাঁহাদের দর্শন-দাতারূপে ঐ বিলাপকুসুমাঞ্জলি স্তবেই উল্লেখ করিয়াছেন।

"যদা তব সরোবরং সরস-ভৃঙ্গসঙ্ঘোল্লসৎ-
সরোরুহকুলোজ্জ্বলং মধুরবারি-সম্পূরিতম্।
স্ফুটৎসরসিজাক্ষি হে নয়নযুগ্মসাক্ষাদ্বভৌ
তদৈব মম লালসাঽজনি তবৈব দাস্যে রসে ॥" (ঐ-১৫) ॥

'হে বিকসিত কমলনয়নে শ্রীরাধে! যে দিন মধুর গুঞ্জনশীল ভৃঙ্গকুল-পরিশোভিত কমল-নিচয়দ্বারা মনোহর এবং মধুর বারিপূর্ণ তোমার সরোবর অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ড আমার নয়ন-সমক্ষে প্রকাশিত হইয়াছেন, সেই দিনই তোমার দাস্যরসে আমার লালসা জন্মিয়াছে।' সুতরাং সরোবরের নিকটেই দর্শনেরও কামনা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

'হে শ্রীসরোবর সদা ত্বয়ি সা মদীশা, প্রেষ্ঠেন সার্দ্ধমিহ খেলতি কামরঙ্গৈঃ।
ত্বঞ্চেৎ প্রিয়াৎ প্রিয়মতীব তয়োরিতীমাং, হা দর্শয়াদ্য কৃপয়া মম জীবিতং তাম্ ॥" (ঐ-৯৮)

'হে শ্রীরাধাকুণ্ড! আমার ঈশ্বরী শ্রীরাধা তাঁহার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত তোমাতে ও তোমার সমীপস্থ কুঞ্জমধ্যে কামরঙ্গে বিবিধ খেলা খেলিয়া থাকেন। তুমি তাঁহাদের প্রিয় হইতেও অতীব প্রিয়তার পাত্র, এজন্য কৃপা করিয়া আমায় অদ্যই তাঁহাদের দর্শন করাও।'

গিরিরাজ গোবর্ধনের প্রতি শ্রীপাদের ভক্তির তুলনা নাই। শ্রীগিরিরাজের তটপ্রদেশেই শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড। অনুরূপ যুগলচরণে প্রীতি ও তাঁহাদের দর্শনরূপ স্বাভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীপাদ শ্রীগিরিরাজের তটে বসবাসের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন—

"প্রমদমদনলীলাঃ কন্দরে কন্দরে তে
রচয়তি নবযূনোর্দ্বন্দ্বমস্মিন্নমন্দম্।
ইতি কিল কলনার্থং লগ্নকস্তদ্দ্বয়োর্মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥" (গোবর্দ্ধনবাসপ্রার্থনাদশকম্-২)

'হে শ্রীগোবর্ধন! যুগল-কিশোর শ্রীশ্রীরাধামাধব তোমার প্রতি কন্দরে কন্দরে প্রকৃষ্ট মত্ততাযুক্ত মদনলীলা বিস্তার করিয়া থাকেন, তাই সেই শ্রীযুগলের দর্শনোৎসুক আমায় তোমার তটে বাস দিয়া ধন্য কর।' শ্রীপাদের মনের নিকট প্রার্থনা—

"হে মন! তোমারে বলি, স্মরণ নিয়মাবলি,
মদীশ্বরী বৃন্দাবনেশ্বরী।
তাঁর প্রাণেশ্বর জানি, রসিকেন্দ্র চূড়ামণি,
ভজ তুমি গিরিবরধারী ॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা, শিরোরত্ন ব্রজরামা,
এই জ্ঞানে বৃন্দাবনেশ্বরী।
অনুরাগে নিত্যনব, রাধাপদ-কোকনদ,
ভজ মন! এ মিনতি করি ॥
প্রাণসখী শ্রীরাধার, অতুল মহিমা যাঁর,
সখীশ্রেষ্ঠ ললিতা-স্মরণে।
শিক্ষাগুরুরূপে জানি, বিশাখায় স্মর তুমি,
অনুগত রসাল ভজনে ॥
রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনে, স্মর মন রাত্রিদিনে,
দরশন রতিদান তরে।
স্মরণেতে কৃপাধারা, প্রেম-মন্দাকিনী পারা,
উথলিবে হৃদি পারাবারে ॥" ৯ ॥

রতিং গৌরী-লীলে অপি তপতি সৌন্দর্য্যকিরণৈঃ
শচী-লক্ষ্মী-সত্যাঃ পরিভবতি সৌভাগ্যবলনৈঃ।
বশীকারৈশ্চন্দ্রাবলিমুখ-নবীনব্রজসতীঃ
ক্ষিপত্যারাদ্‌যা তাং হরিদয়িতরাধাং ভজ মনঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। হে মন! যিনি স্বীয় সৌন্দর্য-কিরণে রতিদেবী, গৌরীদেবী এবং লীলাদেবিকে সন্তপ্ত করেন, সৌভাগ্যাতিশয্যে বা প্রিয়তমের আদরণীয়তা দ্বারা শচী, লক্ষ্মী ও সত্যভামা দেবীকে পরাভূত করেন এবং শ্রীকৃষ্ণবশীকার শক্তিদ্বারা চন্দ্রাবলীপ্রমুখ নবীনা ব্রজসতীগণকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন—সেই শ্রীহরিপ্রিয়া শ্রীরাধার সর্বদা ভজন কর ॥ ১০ ॥

টীকা। অন্য ভজনীয়স্য স্মরণাসক্তিং ত্যাজয়ন্নিগূঢ়মুপদিশতি রতিমিত্যাদি। হে মনঃ তাং হরিদয়িতরাধাং হরিপ্রিয়রাধাং ভজ সেবস্ব। হরতি সর্ব্বং সংহরতীতি কৈবল্যস্বরূপ আত্মারাম ইত্যর্থঃ। তস্যাপি দয়িতেতি অস্যা ভজনেনৈব হরিভজনং ভবেদিতি ভাবঃ। কথং যা সৌন্দর্য্যকিরণৈঃ ময়ূখৈ-রতিং কামপত্নীং গৌরীং ভবপত্নীং লীলাং শক্তিবিশেষম্, অপি তপতি সন্তাপয়তি। অন্তর্ভূ তণ্যর্থতা। কিরণস্য ময়ূখপরত্বে সৌন্দর্য্যে সূর্য্যত্বারোপরূপ পরম্পরিত রূপকম্। অপিচ সৌভাগ্যবলনৈবাসাবেব পতি-প্রিয়েত্যেতদ্রূপ সৌভাগ্যসম্বলনৈঃ পতিব্রতেত্যেবং প্রকারৈর্বা সর্ব্বাচ্ছাদকৈরিতি যাবৎ। শচীম্ ইন্দ্রপত্নীং লক্ষ্মীং নারায়ণপত্নীং সত্যাং পূর্ণস্বরূপস্য কৃষ্ণস্য পত্নীং পরিভবতি অভিভবতি। এবং যা বশীকারৈঃ স্বগত তত্তদ্ধর্ম্মৈশ্চন্দ্রাবলিমুখ নবীন ব্রজসতীরারাদ্দূরে ক্ষিপতি। প্রেরয়তি অবশং বশং কুর্ব্বন্তীতি বশীকারাস্তদ্গত ধর্ম্মবিশেষা ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ পূর্বশ্লোকে স্বীয় মনকে উপদেশ প্রদানের ছলে শ্রীরাধা-স্নেহাধিকা প্রীতির সম্বন্ধটি ব্যক্ত করিয়াছেন। মঞ্জরীভাব-সাধকের মুখ্যভাবে শ্রীরাধারাণীরই ভজন, শ্রীকৃষ্ণভজন আনুসঙ্গিক। মঞ্জরীগণ রাধাগত প্রাণা, রাধা-বিহনে তাঁহাদের বিশ্ব অন্ধকার। "তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি ন জীবামি ত্বয়া বিনা" (বিলাপকুসুমাঞ্জলি) 'হা রাধে! আমি তোমারই, আমি যে তোমারই, তোমা বিহনে যে আমি বাঁচিয়া থাকিতে পারি না,—মঞ্জরীভাব-সাধকের ইহাই মূলমন্ত্র।'

তাই শ্রীপাদ এই শ্লোকে মনকে উপদেশ দিতেছেন—"হরিদয়িত-রাধাং ভজ মনঃ" 'হে মন! শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধার ভজন কর।' প্রেম ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় হওয়া যায় না। গীতায় শ্রীঅর্জুনের প্রতি বলিয়াছেন—"যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ"। ভক্তি বা প্রেমের তারতম্যানুসারে ভক্ত-প্রিয়তারও তারতম্য হইয়া থাকে। পরিমাণে প্রেম চতুর্বিধ—অণু, আপেক্ষিক ন্যূনাধিকময়, মহান্ ও পরম মহান্। সাধক-ভক্তে প্রেম অণুপরিমাণ, সেখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তাও অণু। শ্রীনারদাদিতে আপেক্ষিক ন্যূনাধিকময়, সেখানে তাঁহার প্রিয়তাও প্রেমানুরূপ। ব্রজজনে অর্থাৎ সুবলাদি, নন্দ-যশোদাদি, ললিতাদিতে প্রেম মহান্,

প্রিয়তাও সেখানে মহান্। একমাত্র শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধাতেই প্রেম **পরম মহান্**, সেখানে **প্রিয়তারও পরাকাষ্ঠা**। শ্রীপাদ দাসগোস্বামীর লেখনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের পারস্পরিক প্রিয়তার দৃষ্টান্তে অতুলনীয়।

"গোবিন্দানঙ্গ-রাজীবে ভানুশ্রীর্বার্ষভানবী।
কৃষ্ণহৃৎকুমুদোল্লাসে সুধাকরকরস্থিতিঃ॥
কৃষ্ণমানসহংসস্য মানসী সরসী বরা।
কৃষ্ণচাতক-জীবাতু নবাম্ভোদ-পয়ঃস্রুতিঃ॥
....
মুকুন্দ-মত্ত-মাতঙ্গবিহারাপারদীর্ঘিকা।
কৃষ্ণপ্রাণ-মহামীন-খেলনানন্দবারিধিঃ॥
....
কৃষ্ণমঞ্জুল-তাপিঞ্ছে বিলসৎ-স্বর্ণযূথিকা।
গোবিন্দ-নব্যপাথোদে স্থিরবিদ্যুল্লতাদ্ভুতা॥
গ্রীষ্মে গোবিন্দ-সর্ব্বাঙ্গে চন্দ্র-চন্দন-চন্দ্রিকা।
শীতে শ্যাম শুভাঙ্গেষু পীতপট্টলসৎপটী॥
মধৌ কৃষ্ণতরূল্লাসে মধুশ্রীর্মধুরাকৃতিঃ।
মঞ্জু-মল্লাররাগশ্রীঃ প্রাবৃষি শ্যামহর্ষিণী॥
ঋতৌ শরদি রাসৈক-রসিকেন্দ্রমিহ স্ফুটম্।
বরীতুং হন্ত রাসশ্রীর্বিহরন্তী সখীশ্রিতা॥
হেমন্তে স্মরযুদ্ধার্থমটন্তং রাজনন্দনম্।
পৌরুষেণ পরাজেতুং জয়শ্রীর্মূর্ত্তিধারিণী॥" (বিশাখানন্দদস্তোত্রম্ ৫১-৬২)

"প্রেম-সরোবরে শ্রীকৃষ্ণ প্রফুল্লকমল, শ্রীরাধা প্রভাতী অরুণিমা। শ্রীকৃষ্ণ কুমুদকুসুম, শ্রীরাধা সুধাংশু-কিরণ। শ্রীকৃষ্ণ রাজহংস, শ্রীরাধা মানস-সরসী। শ্রীকৃষ্ণ তৃষিত চাতক, শ্রীরাধা নবঘন-বারিধারা। শ্রীকৃষ্ণ মত্তমাতঙ্গজ, শ্রীরাধা বিশাল দীর্ঘিকা। শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ মহামীন, শ্রীরাধা তাহার খেলনানন্দ-বারিধি। শ্রীকৃষ্ণ তমালতরু, শ্রীরাধা স্বর্ণলতা। নিদাঘের প্রখরতাপে শ্যামঅঙ্গে শ্রীরাধা কর্পূর, চন্দন ও চন্দ্রিকা। শীতে শ্রীকৃষ্ণের শুভাঙ্গে শ্রীরাধা পীতপট্টলসৎপটী। বসন্তে শ্যামতরুর উল্লাসে মধুরাকৃতি শ্রীরাধা সাক্ষাৎ বাসন্তীশ্রী। বর্ষায় শ্রীকৃষ্ণ বারিধারা, শ্রীরাধা মঞ্জু মল্লার রাগ। শারদে শ্রীকৃষ্ণ রসিকেন্দ্রচূড়ামণি, শ্রীরাধা রাসশ্রী। হেমন্তে শ্রীরাধা স্মরযুদ্ধবিজয়াভিলাষী ব্রজযুবরাজের মানস-তুরগ-অপহারিণী মূর্তিমতী জয়শ্রী।" শ্রীরাধা যে কিরূপ হরিপ্রিয়া, বিশ্বমানবকে তাহা বুঝাইবার এইরূপ

দৃষ্টান্ত বিশ্বে অতি বিরল। কিন্তু জগতাতীত বস্তু যে বিশ্বের তুলনার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে! রাধাকৃষ্ণ বস্তুতঃ একটি আত্মা দুইটি দেহ। যেন প্রেমসায়রে একই নালে একটি নীল ও একটি স্বর্ণকমল। প্রিয়তা গুণে উভয়ে এত অভিন্ন যে, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধা অথবা শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বাক্যও প্রয়োগ করা চলে না। মহাকবি শ্রীল কর্ণপুর লিখিয়াছেন—

"প্রেয়াংস্তেঽহং ত্বমপি চ মম প্রেয়সীতি প্রবাদ-
স্ত্বং মে প্রাণা অহমপি তবাস্মীতি হন্ত প্রলাপঃ।
ত্বং মে তে স্যামহমিতি চ যত্তচ্চ নো সাধু রাধে
ব্যাহারে নৌ ন হি সমুচিতো যুস্মদস্মৎ-প্রয়োগঃ॥" (অলঙ্কারকৌস্তুভ-৫।৩৪)

"অয়ি শ্রীরাধে! আমি তোমার প্রিয়তম, তুমি আমার প্রিয়া এই সব উক্তি প্রবাদ মাত্র, তুমি আমার জীবন, আমি তোমার প্রাণ এই সকল বাক্যও প্রলাপ, তুমি আমার এবং আমি তোমার এইরূপ উক্তিও ভাল নহে—কারণ তাহাও ভেদব্যঞ্জক। হে রাধে! আমাদের উভয়ের প্রসঙ্গে যুস্মৎ অস্মৎ শব্দের প্রয়োগই সমুচিত নহে।" "না সো রমণ না হাম রমণী। দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি॥" (চৈঃ চঃ) প্রেমাতিশয্যে উভয়ের চিত্ত-মন যেন মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে॥

শ্রীপাদ বলিতেছেন—'হে মন! সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধার ভজন কর।' প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীপাদ যুগল-উপাসক হইয়া একা শ্রীরাধারই ভজন করিবেন কেন? উত্তরে বলা হইয়াছে—শ্রীরাধার সেবা বা তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনাদিতে শ্রীকৃষ্ণভজনাপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের সমধিক বশ্যতা এবং তাঁহার সঙ্গ-সুখ স্বতঃই অধিকাধিকরূপে সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"শ্রীরাধাজ্ঞা-প্রতিপালনেনৈব শ্রীকৃষ্ণস্য বশীকরণাৎ স্বয়মেবাধিকাধিক-তৎসঙ্গসুখসংসিদ্ধেরিতি দিক্।" (বৃঃ ভাঃ টীকা—২।৭।১১) তাই শ্রীপাদ রঘুনাথ বিশাখানন্দদস্তোত্রের শেষে (১৩১) লিখিয়াছেন—

"ভজামি রাধামরবিন্দনেত্রাং, স্মরামি রাধাং মধুর-স্মিতাস্যাম্।
বদামি রাধাং করুণাভরার্দ্রাং, ততো মমান্যাস্তি গতির্ন কাপি॥"

শ্রীরাধার ভজনের কথা বলিতেই শ্রীপাদের চিত্তে রাধামাধুরীর স্ফুরণ হইয়াছে। তাই শ্রীমতীর রূপমাধুরীর অনুভবে বলিয়াছেন—"রতিং গৌরী-লীলে অপি তপতি সৌন্দর্য্যকিরণৈঃ" 'যিনি সৌন্দর্য-কিরণ-দ্বারা কন্দর্পপত্নী রতিদেবীকে, ভবপত্নী গৌরীদেবীকে এবং লীলাশক্তির অধিষ্ঠাত্রী লীলাদেবীকে সন্তপ্ত করিয়া থাকেন।' শ্রীরাধার অনুভব প্রেমের মাঝে। "প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম-বিভাবিত।" (চৈঃ চঃ) প্রেমের সাধনা ব্যতীত শ্রীরাধার মাধুরী অনুভব হইবার নহে। বিশুদ্ধসত্ত্বের হৃদয় লইয়া সেই রূপের সাধনা করিতে পারিলে শ্রীরাধার কৃপায় স্বপ্রকাশ সেই সৌন্দর্য-সিন্ধুর যদি একবিন্দুর অনুভব হয়, তখন তিনিই বুঝিতে পারেন; এখানে যে সৌন্দর্য-কিরণের কথা বলা হইয়াছে, তাহা প্রকৃতির তেজস্তন্মাত্রের বিকার আলোক-কিরণ নহে। তাহা প্রেমের পরমসার মহাভাবের স্বরূপ প্রকাশ! সে কিরণে নয়ন

জুড়ায়,—ঝলসায় না। কোটি-বিদ্যুৎ-বিমর্দি সেই সৌন্দর্য-কিরণ নয়নে লাগিয়া গেলে অনন্তকাল সেই কিরণরাশিতে চক্ষুর ডুবিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। তবে এখানে যে রতি, গৌরী ও লীলাদেবীর সন্তাপের কথা বলা হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের এই রূপচ্ছটায় পরাভব বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

আমরা এবিষয়ে এক প্রত্যক্ষানুভবীর পৌরাণিকী কথা উপস্থাপিত করিতেছি। পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ড ৪০ অধ্যায়ে শ্রীনারদমুনির শ্রীরাধাদর্শন-প্রসঙ্গে নারদ কর্তৃক শ্রীরাধার স্তবে লিখিত আছে—

"ভ্রান্তং সর্ব্বেষু লোকেষু ময়া স্বচ্ছন্দচারিণা।
অস্যা রূপেণ সদৃশী দৃষ্টা নৈব চ কুত্রচিৎ ॥
মহামায়া ভগবতি দৃষ্টা শৈলেন্দ্রনন্দিনী।
যস্যা রূপেণ সকলং মুহ্যতে সচরাচরম্ ॥
লক্ষ্মীঃ সরস্বতী কান্তির্বিদ্যাদ্যাশ্চ বরস্ত্রিয়ঃ।
ছায়ামপি স্পৃশন্ত্যশ্চ কদাচিন্নৈব দৃশ্যতে ॥
বিষ্ণোর্যন্মোহনং রূপ হরো যেন বিমোহিতঃ।
ময়া দৃষ্টঞ্চ তদপি কুতোঽস্যাঃ সদৃশং ভবেৎ ॥
অস্যাঃ সন্দর্শনাদেব গোবিন্দ-চরণাম্বুজে।
যা প্রেমাব্ধিরভূৎ সা মে ভূতপূর্ব্বা ন কর্হিচিৎ ॥
অয়ি দেবি মহাযোগে মায়েশ্বরি মহাপ্রভে!
মহামোহন-দিব্যাঙ্গি মহামাধুর্য্যবর্ষিণি !!
মহাদ্ভুত-রসানন্দ-শিথিলীকৃত-মানসে!
মহাভাগ্যেন কেনাপি-গতাসি মম দৃক্‌পথম্ !!"

শ্রীনারদ শ্রীরাধার স্তুতিপ্রসঙ্গে বলিলেন—"হে দেবি! আমি ব্রহ্মাণ্ডে এবং ব্রহ্মাণ্ডাতীত চিন্ময়-লোকে সর্বত্রই স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া থাকি, কিন্তু এই রূপের তুল্য রূপ আমি কোথাও দেখিতে পাই নাই। ভগবতী মহামায়া শৈলেন্দ্রনন্দিনী শ্রীগৌরীদেবীকে আমি দেখিয়াছি, যাঁহার রূপমাধুর্যে সচরাচর বিশ্বজগৎ বিমুগ্ধ হইয়া থাকে। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কান্তি, বিদ্যাদি শ্রেষ্ঠ রমণীকুলকেও আমি দেখিয়াছি, কিন্তু এই রূপমাধুরীর ছায়াও তাঁহারা কেহ স্পর্শ করিতে সক্ষম নহেন। শ্রীবিষ্ণু অসুরমোহনের জন্য যে মোহিনীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, যাঁহার দর্শনে শ্রীমন্মহাদেব পর্যন্ত মহামোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; আমি সেই রূপও দেখিয়াছি; কিন্তু তাহাও কি এই রূপের কোন অংশে তুলনীয় হইতে পারে? এই রূপের দর্শনমাত্রেই শ্রীগোবিন্দচরণাম্বুজে আমার যে প্রেমসম্পদ্ জাত হইয়াছে, তাহা আমি ইতিপূর্বে কখনই অনুভব করি নাই। অয়ি দেবি! মহাযোগে! মায়েশ্বরি! মহাপ্রভে! হে মহামোহন-দিব্যাঙ্গি! মহামাধুর্য-বর্ষিণি! হে মহাদ্ভুত-রসানন্দ-শিথিলীকৃত-মানসে! কোন্ মহাসৌভাগ্যে আপনি আমার নয়নপথ-

গোচর হইয়াছেন তাহা জানি না ?" এই জন্যই বলা হইয়াছে—"যাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী-পার্ব্বতী।" (চৈঃ চঃ)

শ্রীপাদ আবার বলিলেন, 'শচী-লক্ষ্মী-সত্যাঃ পরিভবতি সৌভাগ্যবলনৈঃ' অর্থাৎ 'সৌভাগ্যাতিশয্যে বা প্রিয়তমের আদরণীয়তাদ্বারা শচী, লক্ষ্মী ও সত্যভামাদেবীকেও যিনি পরাভূত করেন।' শচী, লক্ষ্মী-দেবী প্রভৃতি অপেক্ষাও শ্রীসত্যভামাদেবীর সৌভাগ্যাধিক্যের কথা জানা যায়। শ্রীহরিবংশে বর্ণিত আছে—"সত্যভামোত্তমা-স্ত্রীণাং সৌভাগ্যে চাধিকাং ভবেৎ" অর্থাৎ 'নিখিল শ্রেষ্ঠা রমণীগণের মধ্যে সত্যভামা সর্বাধিক সৌভাগ্যশালিনী।' সেই সত্যভামাও শ্রীরাধার সৌভাগ্যগুণ কামনা করেন, কিন্তু পান না। 'যাঁহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা' শচী ও লক্ষ্মীদেবীর আর কা কথা। কারণ শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আদরণীয়তার তুলনা নাই। শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

"শুন রাধে এই রস—   আমি সে তোমার বশ,
তোমা বিনে নাহি লয় মনে।
জপিতে তোমার নাম,   ধৈরয না ধরে প্রাণ,
তুয়া রূপ করিয়ে ধেয়ানে ॥
শ্রীরাধে শ্রীরাধে বাণী,   যেদিগে যার মুখে শুনি,
সেই দিকে ধায় মোর মন।
চাতক ফুৎকারে যেন,   ঘন চাহে বরিষণ,
তেন হেরি ও চাঁদবদন ॥
খেনে খেনে মুখতুলি',   ঘন ডাকি রাধা বুলি,
তবে প্রাণ হয় নিবারণ।
তোমা অনুসারে আসি',   কুঞ্জের ভিতরে বসি',
তোমা লাগি' এই বৃন্দাবন ॥" ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে এই জাতীয় রসোন্মাদনা বা রসাবেশ অন্য কোন কান্তাই জাগাইতে পারেন নাই। এমন কি ব্রজরামাগণের মধ্যে অন্যতমা শ্রীচন্দ্রাবলী পর্যন্ত নয়। তাই শেষে বলিয়াছেন—'বশীকারৈশ্চন্দ্রাবলিমুখ-নবীনব্রজসতীঃ' অর্থাৎ—শ্রীকৃষ্ণবশীকার শক্তিদ্বারা চন্দ্রাবলী প্রমুখ নবীনা ব্রজসতীগণকে যিনি দূরে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন।' যাঁহার মদীয়তাময় ভাবে শ্রীকৃষ্ণ সমধিক বশীভূত। গোবিন্দ-লীলামৃতে বর্ণিত আছে—(১১।১৩১)

"চন্দ্রাবলী প্রণয়-রূপ-গুণৈঃ প্রযত্নাদ্ব্যক্তীকৃতৈর্ব্যরচয়ৎ স্ববশং বকারিম্।
শ্রীরাধিকা তু সহজপ্রকটৈর্নিজৈস্তৈর্ব্যস্মারয়ত্তমিহ তামপি হা কুতোঽন্যাঃ ॥"

সমং শ্রীরূপেণ স্মরবিবশ-রাধা-গিরিভৃতো-
র্ব্রজে সাক্ষাৎ-সেবালভন-বিধয়ে তদ্গণযুজোঃ।
তদিজ্যাখ্যা-ধ্যান-শ্রবণ-নতি-পঞ্চামৃতমিদং
ধয়ন্নীত্যা গোবর্দ্ধনমনুদিনং ত্বং ভজ মনঃ॥ ১১॥

অনুবাদ। হে মন! তুমি শ্রীরূপের সঙ্গে গণসহ কন্দর্প-বিবশ শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারীর সাক্ষাৎ সেবাপ্রাপ্তির নিমিত্ত ভজন-পারিপাট্যে প্রত্যহ শ্রীগোবর্ধনের পূজা, নাম, ধ্যান, শ্রবণ ও নমস্কাররূপ পঞ্চামৃত পান করিয়া শ্রীগোবর্ধনের ভজন কর॥ ১১॥

টীকা। রাধাকৃষ্ণয়োঃ স্বকর্তৃক সেবন-দার্চ্যায় স্বগুরু শ্রীরূপসঙ্গতিং প্রত্যুপদিশতি সমমিতি। হে মনস্তমনুদিনং প্রতিদিনং গোবর্দ্ধনং নীত্যা ভজন-পারিপাট্যা ভজননীতিমেবাহ তদিত্যাদি কিং কুর্ব্বৎ তদিজ্যাখ্যা ধ্যান শ্রবণ নতি পঞ্চামৃতং ধয়ন্ পিবন্। ইজ্যা পূজা আখ্যাচ নাম ধ্যানঞ্চ শ্রবণঞ্চ নতিশ্চ নমস্কারস্তা ইজ্যাখ্যা ধ্যান শ্রবণ নতয়স্তুতস্তস্য গোবর্দ্ধনস্য যা ইজ্যাদয়স্তা এবামৃতমিত্যর্থঃ। কথং ভজামীত্যাহ শ্রীরূপেণ সমং সহ ব্রজে গোষ্ঠে স্মরবিবশ রাধাগিরিভৃতো রাধাকৃষ্ণয়োঃ সাক্ষাৎ সেবালভনবিধয়ে সাক্ষাৎ

অর্থাৎ "চন্দ্রাবলী অতি যত্নসহকারে প্রণয়, রূপ ও গুণসমূহ ব্যক্ত করিয়া তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে যথাকথঞ্চিৎ আপনার বশীভূত করিয়া থাকেন; কিন্তু শ্রীরাধা স্বাভাবিক প্রকটিত স্বকীয় প্রণয়, রূপ ও গুণসমূহদ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণকে সর্বাধিক বশীভূত করিয়া অন্য ব্রজরমণীগণের কথা দূরে থাকুক্ এমনকি সেই চন্দ্রাবলীকে পর্যন্ত বিস্মৃত করাইয়া থাকেন—ইহাই আশ্চর্য।" তাই শ্রীপাদের মনের নিকট প্রার্থনা—

"যাঁর অঙ্গ-সৌন্দর্য্যেতে,　　কামপত্নী রতি তাপে,
শ্রীরাধার চরণে লুটায়।
লীলাশক্তি ভব-গৌরী,　　যাঁহার সৌন্দর্য্য হেরি,
মনস্তাপে মানে পরাজয়॥
সৌভাগ্য-বলেতে যিনি,　　কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি,
শচী, লক্ষ্মী, সত্যভামা দূরে।
বশীকরা শ্রীগোবিন্দে,　　চন্দ্রাবলী সখীবৃন্দে,
সন্তাপ প্রদান যিঁহো করে॥
হে মন! সে সর্ব্বাধিকা,　　হরিপ্রিয়া শ্রীরাধিকা,
জীবন সর্ব্বস্ব করি লহ।
প্রেম-তরঙ্গিণী নাম,　　প্রেমকণ্ঠে কর গান,
আরতি পিরিতি রস চাহ॥" ১০॥

সেবাপ্রাপ্তি-বিধানায়। স্মরেণ কন্দর্পেণ বিবশয়োঃ পরস্পরায়ত্তয়োরিত্যর্থঃ। কিম্ভূতয়োস্তয়ো রাধাকৃষ্ণ-য়োর্গণেন ললিতাদি সুবলাদিনা যুক্‌যোগো যয়োস্তয়োঃ ॥ ১১ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। মনঃশিক্ষার এই শেষ শ্লোকে শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বীয় পরমাভীষ্ট শ্রীশ্রীরাধা-গিরিধারীর সুবলাদি সখাগণ এবং ললিতাদি সখীগণসঙ্গে সাক্ষাৎ দর্শন ও সেবালাভের নিমিত্ত মনের প্রতি গিরিরাজ গোবর্ধনের ভজনের উপদেশ দিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়, শ্রীরাধারাণী শ্রীমুখে ‡ গিরিরাজ গোবর্ধনকে **'হরিদাসবর্য'** বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত তিনজনকে 'হরি-দাস' আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন—যুধিষ্ঠির, উদ্ধব ও গিরিরাজ গোবর্ধন। এই তিন হরিদাসের মধ্যে বা নিখিল হরিদাসের মধ্যে শ্রীগোবর্ধনই সর্বশ্রেষ্ঠ। দাসের কার্য প্রভুর সেবা। গিরিরাজের অনন্যসাধারণ যুগল-সেবার তুলনা নাই। আমরা ইহার পরে শ্রীপাদের গোবর্ধনের মহিমাসূচক স্তবগুলি হইতে তাহা বিশেষভাবেই অবগত হইব।

স্বাভীষ্ট ভগবৎ-পাদপদ্ম সেবালাভ-বিষয়ে শ্রীভগবানের ভজন অপেক্ষাও ভক্তের ভজন সমধিক শ্রেষ্ঠ। শ্রীভগবানই তাঁহার প্রিয়ভক্ত উদ্ধবের প্রতি বলিয়াছেন—'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা'। শ্রীভগবানের আরাধনায় তাঁহাকে পাওয়া যায় কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিয়া যায়; কিন্তু ভক্তের আরাধনা ভগবৎ-প্রাপ্তির অব্যভিচারী বা অমোঘ সাধন। তাই শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—শ্রীভগবানের ভজনের যাহা অঙ্গ, ভক্তের ভজনেরও প্রায় সেই অঙ্গগুলিই জানিতে হইবে। আমরা মনঃশিক্ষার প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায় তাহা উল্লেখ করিয়াছি।

এই অভিপ্রায়ে শ্রীপাদ বলিতেছেন—"নীত্যা গোবর্দ্ধনমনুদিনং ত্বং ভজ মনঃ" 'হে মন! পরিপাটীর সহিত তুমি নিরন্তর গোবর্ধনের ভজন কর।' সাসঙ্গ-ভজনই ভজনের পরিপাটী বা ভজন-কৌশল। প্রতিটি ভজনাঙ্গ যাহাতে নিরপরাধে আসক্তির সহিত অনুষ্ঠিত হয়, নিয়মানুবর্তিতায় যন্ত্রের ন্যায় মনঃসংযোগবিহীন না হয় এবং অন্তরাত্মা ভজনাঙ্গগুলির আস্বাদন লাভে ধন্য হয়—এইভাবে ভজনই পরিপাটীর ভজন বা সাসঙ্গ-ভজন। শ্রীপাদ এইরূপে শ্রীগিরিরাজের পঞ্চাঙ্গ ভজনের কথা উল্লেখ করিলেন—"তদিজ্যাখ্যাধ্যানশ্রবণনতি-পঞ্চামৃতমিদং ধয়ন্" অর্থাৎ 'গোবর্ধনের পূজা, নাম, ধ্যান বা স্মরণ, শ্রবণ ও নমস্কার এই পঞ্চামৃত পান করত তাঁহার ভজন কর।'

'ইজ্যা' অর্থে পূজা বা অর্চনাঙ্গকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—"শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে" (ভঃ রঃ সিঃ-১।২।৯০) বিশেষ শ্রদ্ধা বা প্রীতির সহিত শ্রীমূর্তির চরণসেবা। 'প্রতিমা নহ সাক্ষাৎ তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন' এইরূপ বিশ্বাসের সহিত শ্রীমূর্তির সেবাই প্রীতির সহিত

‡ শ্রীপাদ রঘুনাথ পরবর্তি গোবর্ধনবাস-প্রার্থনাদশকে "হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো" ইত্যাদি (ভাঃ-১০।২১।১৮) শ্লোকটি শ্রীরাধারাণীরই উক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীমূর্তিসেবা। ইহাতে শ্রীমূর্তিতেই সাক্ষাৎ স্বরূপের সাড়া বা করুণার মধুর পরশ পাওয়া যায়। ইহাই শ্রীপাদের 'ইজ্যা'র বা অর্চনাঙ্গের ভজন-পারিপাট্য এবং পঞ্চামৃতের অন্যতম অর্চনামৃতের আস্বাদন প্রাপ্তি।

'আখ্যা' শব্দে নামসংকীর্তন। নাম নামী অভিন্ন, এই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া **নামকীর্তন** যুগপৎ **সাধ্য** এবং **সাধন** এই জ্ঞানে যাহাতে অন্তরাত্মা নামরসের আস্বাদন লাভে ধন্য হয়, এইরূপ পরম প্রীতির বা আসক্তির সহিত নামকীর্তন করা। ইহাই নামকীর্তনের পরিপাটী বা নামামৃতের আস্বাদন প্রাপ্তি। নামোপলক্ষণে ভক্তিশাস্ত্র পাঠ বা সাধু-ভক্ত সমাজে শ্রীহরিকথা বা তাঁহার গুণ, লীলাদি কীর্তনও 'আখ্যা'র অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয়তঃ 'ধ্যান' ইহা স্মরণাঙ্গ। শ্রীজীব গোস্বামিপাদের মতে ধ্যান স্মরণেরই তৃতীয় স্তর। "তদিদং স্মরণং পঞ্চবিধম্। যৎকিঞ্চিদনুসন্ধানং স্মরণম্। সর্ব্বতশ্চিত্তমাকৃষ্য সামান্যাকারেণ মনোধারণং ধারণা। বিশেষতো রূপাদিচিন্তনং ধ্যানম্। অমৃতধারাবদবিচ্ছিন্নং তৎ ধ্রুবানুস্মৃতিঃ। ধ্যেয়মাত্রস্ফুরণং সমাধিরিতি।" অর্থাৎ "স্মরণ পাঁচ প্রকার। যথাকথঞ্চিৎভাবে শ্রীহরির নাম, রূপাদি অনুসন্ধানের নাম 'স্মরণ'। সর্ববিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া সাধারণরূপে শ্রীহরির নামাদিতে চিত্ত ধারণ করার নাম 'ধারণা'। বিশেষভাবে নাম-রূপাদি চিন্তার নাম 'ধ্যান'। অমৃতধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে স্মরণের নাম 'ধ্রুবানুস্মৃতি'। ধাতৃধ্যান স্ফূর্তিশূন্য হইয়া কেবলমাত্র ধ্যেয় আকারে চিত্তবৃত্তির অবস্থানের নাম 'সমাধি'। রাগমার্গের স্মরণনিষ্ঠ সাধক স্বীয় সিদ্ধস্বরূপে সুদৃঢ় অভিমান স্থাপন করত দেহ-দৈহিকাদি বিস্মৃত হইয়া লীলারাজ্যে প্রবিষ্ট হওত স্মরণাঙ্গের অতি চমৎকার আস্বাদন লাভে কৃতার্থ হন। ধ্যান বা স্মরণাঙ্গের ইহাই পারিপাট্য বা অমৃতাস্বাদ।

চতুর্থতঃ 'শ্রবণ', সাধু বা ভক্তমুখে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র শ্রবণ। শ্রীজীব শ্রবণাঙ্গকে ভজনরুচির আদ্য বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কারণ শ্রবণ ব্যতিরেকে অন্যান্য ভজনাঙ্গে রুচিই জন্মাইতে পারে না। সবাসন মহতের শ্রীমুখে শ্রীভগবানের নাম, গুণ-লীলাদির অমৃতাস্বাদ লাভ হইয়া থাকে। শ্রবণাঙ্গের ইহাই ভজন-কৌশল। "তত্রাপি সবাসন-মহানুভবমুখাৎ সর্ব্বস্য শ্রীকৃষ্ণনামাদিশ্রবণন্তু পরমভাগ্যাদেব সম্পদ্যতে।" (ভক্তিসন্দর্ভঃ-২৬২ অনুঃ)

শেষে 'নতি' বা নমস্কার। ইষ্টের করুণামাধুরী বা ভক্তবাৎসল্যাদি গুণের স্মৃতি বুকে লইয়া নতি বা নমস্কার অঙ্গের অনুষ্ঠানে ইহাও অমৃতময় হইয়া থাকে। শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীগোবর্ধনের এই পঞ্চামৃতাস্বাদ লাভ করিয়া নিত্য গোবর্ধনের ভজনে বা নিষ্ঠার সহিত গোবর্ধনতটে নিত্য বসবাস করিয়া শ্রীসুবলাদি সখাসঙ্গে ও ললিতাদি সখীগণসঙ্গে লীলায়িত স্মর-বিবশ শ্রীযুগলের সাক্ষাৎ দর্শন ও সেবাপ্রাপ্তির উপদেশ বা শিক্ষা মনকে দিয়াছেন এবং তাঁহার এই সাধনা এবং সিদ্ধি শ্রীরূপের সঙ্গে বা শ্রীরূপের আনুগত্য ব্যতীত যে হইবার নহে, তাহাও ব্যক্ত করিয়াছেন। সাধকদেহে শ্রীরূপগোস্বামির আনুগত্যে ভজন এবং সিদ্ধিতে মঞ্জরীদেহে শ্রীরূপমঞ্জরীর আনুগত্যে শ্রীযুগলের সাক্ষাৎ দর্শন ও সেবা-

মনঃশিক্ষাদৈকাদশক-বরমেতন্মধুরয়া
গিরা গায়ত্যুচ্চৈঃ সমধিগত-সর্ব্বার্থতিতি যঃ।
সযূথঃ শ্রীরূপানুগ ইহ ভবন্ গোকুলবনে
জনো রাধাকৃষ্ণাতুল-ভজনরত্নং স লভতে ॥ ১২॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীমনঃশিক্ষাদাখ্যমেকাদশকং সম্পূর্ণম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। যিনি মনের শিক্ষাপ্রদ এই শ্রেষ্ঠ একাদশটি শ্লোক অর্থের সম্যক্ ধারণাপূর্বক উচ্চকণ্ঠে মধুরস্বরে গান করিবেন, তিনি সগণ শ্রীরূপের অনুগত হইয়া গোকুলবনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুলনীয় ভজনরত্ন লাভ করিবেন ॥ ১২ ॥

টীকা। এবং মনঃ প্রত্যুপদিশ্য তৎপাঠপ্রবৃত্ত্যৈ ভক্তান্ প্রোৎসাহয়তি মনঃশিক্ষাদেতি। যো জন এতন্মনঃ শিক্ষাদৈকাদশক বরং পদ্যং সমধিগত সর্ব্বার্থততি সম্যগ্‌জ্ঞাত সর্ব্বার্থসমূহং যথাস্যাত্তথা উচ্চৈর্গায়তি রাগ তাল সংযুক্ত সুস্বরৈর্জল্পতি স ইহ গোকুলবনে ব্রজবনে ভবন্ প্রাকট্যমাপ্নুবন্ রূপানুগঃ সন্ রাধাকৃষ্ণাতুল-ভজনরত্নং স লভতে প্রাপ্নোতীত্যন্বয়ঃ। মনসঃশিক্ষা উপদেশস্তাং দদাতীতি মনঃশিক্ষাদং তচ্চ তদেকাদশক বরঞ্চেতি বিশেষণ-সমাসঃ। একাদশকমিতি স্বার্থে কঃ। শ্রীরূপস্যানুগঃ পশ্চাদ্গামী অধিকস্যাধিকং ফলমিতি রীত্যা শ্রীরূপগোস্বামিনোপি অনুগো ভবন্নিত্যর্থঃ। যদ্বা সযূথ শ্রীরূপানুগ

প্রাপ্তির অমোঘ-সাধন শ্রীগিরিরাজের তটাশ্রয় করিয়া তাঁহার পঞ্চামৃতের আস্বাদনের শিক্ষা গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সাধকগণকে প্রদান করিয়াছেন।

"ব্রত করি ব্রজবাসে,　　যুগল-উজ্জ্বলরসে,
　　নিরন্তর যিহোঁ করে স্নান।
আমার আরাধ্য গুরু,　　রূপ প্রেমকল্পতরু,
　　পরম বৈরাগ্য বলবান্ ॥
তাঁহার সঙ্গেতে মন,　　ললিতাদি সখীগণ,
　　প্রিয়সখা সুবলাদি সঙ্গে।
যুগলকিশোর-কুঞ্জে,　　যদি চাও সেবাপুঞ্জে,
　　মত্ত যাঁরা মদনতরঙ্গে ॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ,　　অর্চন, পাদসেবন,
　　এই পঞ্চামৃত করি পান।
গিরিরাজ গোবর্দ্ধনে,　　ভজ মন রাত্রিদিনে,
　　কুঞ্জসেবা করিবেক দান ॥" ১১ ॥

ইত্যেকং পদম্। তথাচ সযূথঃ শ্রীগোপালভট্টগোস্বামি শ্রীসনাতনগোস্বামি শ্রীলোকনাথগোস্বামি প্রভৃতি যূথেন সহ বর্ত্তমানঃ সচাসৌ রূপশ্চেতি তস্যানুগঃ। শ্রীরূপস্য স্বগুরুত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ যূথাধিপত্বেনোক্তিঃ ॥১২॥

॥ ইতি শ্রীমনঃশিক্ষাদৈকাদশক বিবৃতিঃ সমাপ্তা ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে মনঃশিক্ষাস্তবের ফলশ্রুতি বলিতেছেন। গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের বিধিসম্বলিত রাগমার্গের উপাসনা। শ্রীপাদ এই মনঃশিক্ষায় সাধকের বৈধী সাধন-ভক্তি, ভজনান্তরায় এবং রাগভজনের সারগর্ভ কথাগুলি এমনভাবে সুসজ্জিত করিয়া বলিয়াছেন যে, ভজনের এত সুন্দর উপদেশ বিশ্বে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই স্তবের একাদশটি শ্লোকে শ্রীপাদ স্বীয় মনকে শিক্ষা দেওয়ার ছলে বিশ্বসাধকগণকে সাধনার যে অমূল্য উপহার প্রদান করিয়াছেন—এজন্য সাধক-সমাজ তাঁহার নিকট চিরঋণী থাকিবেন—সন্দেহ নাই। তবে শ্লোকার্থগুলি প্রণিধানপূর্বক উত্তমরূপে অবগত হওয়ার চেষ্টা করিতে হইবে।

শ্রীপাদ গোস্বামিচরণ কেবল যে উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু কীর্তনকারীর প্রতি বিপুল আশীর্বাণীও বর্ষণ করিয়াছেন। একে তো স্বভাবতঃই তাঁহাদের বাণী ভজনরসবিভাবিত, মন্ত্রশক্তির ন্যায় শ্রবণ-কীর্তনকারীর চিত্তকে ভাবরাজ্যে লইয়া যাইতে সক্ষম, তদুপরি শ্রীপাদ যে ফলশ্রুতির কথা বলিয়া রাখিয়াছেন, তাহাও ঋষিবাণীর ন্যায় অমোঘ। কারণ ভক্তের ইচ্ছা শ্রীভগবান্ কখনই অপূর্ণ রাখেন না। সুতরাং এই শ্লোকে শ্রীপাদ তাঁহার এই মনঃশিক্ষাস্তব উচ্চকণ্ঠে মধুরস্বরে কীর্তনকারীর (উপলক্ষণে শ্রবণকারীরও) প্রতি যে ফলশ্রুতির কথা বলিয়াছেন, তাহা শ্রীভগবান সর্বতোভাবেই যে পূর্ণ করিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই। ফলশ্রুতিটিও অতি অপূর্ব—"সযূথঃ শ্রীরূপানুগ ইহ ভবন্ গোকুলবনে জনো রাধাকৃষ্ণাতুল-ভজনরত্নং স লভতে"। অর্থাৎ 'এই স্তবের কীর্তনকারী সগণ-শ্রীরূপের অনুগত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুলনীয় ভজনরত্ন লাভ করিয়া ধন্য হইবেন।'

গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের শ্রীরূপ-সনাতনের আনুগত্যময় ভজনপন্থা। শ্রীল রূপপাদ স্বয়ং বলিয়াছেন—"ব্রজলোকানুসারতঃ"। সাধকদেহে রূপ, সনাতনাদির আনুগত্যে এবং সিদ্ধ মঞ্জরীদেহে রূপমঞ্জরী প্রভৃতির আনুগত্যে রাগ-সাধককে ভজন করিতে হয়।

"'বাহ্য' 'অন্তর' ইহার দুই ত সাধন।
বাহ্য—সাধকদেহে করে শ্রবণ-কীর্তন॥
মনে—নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥" (চৈঃ চঃ মধ্য-২২ পরিঃ)

এইরূপ ভজনসৌভাগ্যলাভই একটি অনর্ঘরত্ন লাভ। কারণ ভজনই উপায় ও ভজনই উপেয়। ভজন করিয়া ভজনই চাই। সাধকদেহের অবসানে অন্তশ্চিন্তিত শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবালাভ করিয়াই

[৪]

অথ শ্রীশ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিনঃ প্রার্থনা

প্রাতঃ পীতপাটি কুচোপরি রুষা ঘূর্ণাভরে লোচনে
বিম্বোষ্ঠে পৃথু বিক্ষতে জটিলয়া সংদৃশ্যমানে মুহুঃ।
বাচা যুক্তিযুষা মৃষা ললিতয়া তাং সংপ্রতার্য্য ক্রুধা
দৃষ্টেমাং হৃদি ভীষিতা স্তুতবতী রাধা ধ্রুবং পাতু বঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ। প্রাতঃকালে শ্রীরাধার কুচোপরি পীতবসন, নিদ্রালসে বিঘূর্ণিত নয়ন ও বিম্বোষ্ঠে ক্ষত দর্শনে রোষভরে জটিলা বার বার তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকিলে উত্তম যুক্তিপূর্ণ মিথ্যাবাক্যে শ্রীললিতা জটিলাকে প্রতারণা করিলেন এবং মিথ্যারোষে শ্রীরাধার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকিলে যিনি ভীতা হইয়া তাদৃশী ললিতাকে স্তুতি করিয়াছিলেন—সেই শ্রীরাধা তোমাদের সর্বদা রক্ষা করুন্ ॥ ১ ॥

টীকা। অথ প্রাতঃ কক্‌খটী-প্রবোধবচন শঙ্কয়া সত্বরমুত্থায় ভ্রান্ত্যা প্রিয়পীতবস্ত্র কৃতোত্তরীয় স্বগৃহশয়নায়াঃ শ্বশ্রূকোপ-পরিত্রুত ললিতালি তদ্বিয়াপ্ত-শাতায়াঃ শ্রীরাধায়াস্তৎ-কালসিদ্ধাবস্থায়া-স্তত্রস্থিত-মাত্মানমনুভূয়াপ্তানন্দ-সম্মগ্নঃ কবিঃ স্বস্মিন্নিব পুরোবর্ত্তিনো ভক্তজনান্ প্রতি কৃপামভিলষতি প্রাতরিতি। রাধা বো যুষ্মান্ ধ্রুবং পাতু রক্ষতু। কিম্ভূতা প্রাতরুষসি ললিতয়া কর্ত্র্যা তাং জটিলাং যুক্তিযুষা বাচা

সাধক ধন্য হইয়া থাকেন। "সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধদেহে পাবে তাহা, রাগপথের এই সে উপায়।" (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)।

"দাস রঘুনাথ কৃত, একাদশ মধুর পদ,
আনন্দেতে যেই জন গায়।
সাধকদেহে শ্রীরূপের, সিদ্ধিতে রূপমঞ্জরীর,
আনুগত্যে যুগলসেবা পায় ॥
হে মন! নিয়ম করে, এই পদ মধুর-স্বরে,
উচ্চকণ্ঠে সদা কর গান।
পুলকে পুরিবে অঙ্গ, সাত্ত্বিক ভূষণ রঙ্গ,
যুগল-কিশোর হবে প্রাণ ॥" ১২ ॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীমনঃশিক্ষার স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

প্রতার্য্য মৃষা ক্রুধা মিথ্যা ক্রোধেন দৃষ্টা। কস্মিন্ সতি তাং প্রতার্য্য কুচোপরিপীতপটে পীতবস্ত্রে। এবং ঘূর্ণাভরে নিদ্রালসাতিশয়ে লোচনে এবং বিম্বৌষ্ঠে বিক্ষতে জটিলয়া কর্ত্র্যা মুহুর্বারং বারং সংদৃশ্যমানে সতি বাচা কিম্ভূতয়া যুক্তিযুষা মাতর্জটিলে তব বধূঃ স্বতন্ত্রা, কিং কুর্ম্মোঽস্মাকং বচনং ন করোতি, যতো গত-রাত্রৌ নিবারিতাপি যথেষ্টং মধুপীতবতী তৎফলমদ্য লোচনে দৃশ্যতাম্ এবম্ অয়ি রাধে বস্ত্রাবৃতমুখা স্বপিহি মহান্মলয়ানিলো বহতি। কদাচিদ্বিম্বৌষ্ঠে ব্রণং ভবেদিতি। অভ্যর্থিতাপ্যনাবৃতমুখং সুপ্তা তৎফলম-প্যস্যা অধরে দৃশ্যতামিতি। হে সখ্যো যুষ্মাভিরপি দুঃখোপরি দুঃখমনুভূয়তাং, হে মাতঃ রবিমণ্ডলদর্শনে-ঽস্মাকং যুবতীনামপি লোচনে তাদ্রূপ্য প্রতীতিঃ যতঃ স্বপ্নেঽপি অপিহিতপীতবসনয়া রাধয়া অঙ্গে পীতবস্ত্র-ভাণমিত্যাদি যুক্তিচাতুর্য্য-যুক্তয়া। পুনঃ কিম্ভূতা হৃদি মনসি ভীষিতা ভয়ং প্রাপিতা সতী ইমাং ললিতাং স্তুতবতী হে ললিতে পরমাভিজ্ঞে পরহিতোপদেশিনি ময়ি করুণার্দ্রচিত্তে তদ্বচনমতিক্রম্য মমৈতাদৃশী দশা জাতা সম্প্রতি কিং ভবেন্মৎ স্বাস্থ্যং কেন স্যাদ্বদেত্যাদিকং প্রার্থিতবতী। ভীষিতেতি ঞিভি ভয়ে ইতি ভীধাতোর্ভীস্ম্যোঃ প্রযোজকাত্তয়াশ্চর্য্যয়োরাত্মনে ভীর্ব্বা ভিষশ্চেতি নিঙ্ভীষাদেশশ্চ ॥ ১ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদ এই প্রার্থনাস্তবের শ্লোক-চতুষ্টয়ে সিদ্ধস্বরূপাবেশে পরম রহস্যময় শ্রীশ্রীরাধামাধবের লীলামাধুরীর স্ফুরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রেমিকের জীবন রক্ষার একমাত্র অবলম্বন স্বপ্ন ও স্ফুরণগত আস্বাদন এবং অনুভূতি। বিপুল দৈন্যের উদয়ে বিরহাতি-শয্যে যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয়, তখন স্বপ্রকাশ লীলামাধুরী স্বপ্নে বা স্ফুরণে উদিত হইয়া প্রেমিকের বিরহ-তপ্ত প্রাণকে রক্ষা করে। শ্রীপাদ নিত্যসিদ্ধ পরিকর † সুতরাং স্ফূর্তিটি তাঁহার স্বাভাবিক। বিপুল দৈন্যের উদ্রেকে মনঃশিক্ষায় যখন নিজেকে বিবিধ অনর্থসঙ্কুল বা অন্তরায়যুক্ত সাধারণ সাধক বলিয়া মনে করিয়া অভীষ্টের বিরহাতিশয্যে অধীর হইয়া পড়িলেন; তখন একটি অপূর্ব লীলারহস্যের স্ফুরণ জাগিয়া বিপুল আস্বাদনের রাজ্যে তাঁহাকে লইয়া গেল!

নিশান্তকাল। পূর্বাশায় অরুণালোক ফুটিয়া উঠিতেছে। বৃন্দার ইঙ্গিত প্রাপ্ত শুকসারীর প্রবোধন-বাক্যে জাগরিত ও সখী-মঞ্জরীগণ কর্তৃক পরিসেবিত হইয়া শ্রীশ্রীরাধামাধব বিরহাতুরদশায় মন্থরালস-গতিতে গোবিন্দস্থলী হেমাম্বুজ কুঞ্জ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গৃহ-গমনোন্মুখ হইয়াছেন। রজনী-বিলাসে পরস্পরের উত্তরীয়বসন পরিবর্তিত হইয়াছে! শ্রীযুগলের অঙ্গে বিবিধ রতিচিহ্ন ও শ্যামঅঙ্গে

---

† শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদ ব্রজের স্বরূপে 'শ্রীরতিমঞ্জরী', ডাকনাম 'তুলসীমঞ্জরী'। শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামিপাদকৃত শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দার্চন-স্মরণপদ্ধতিতে লিখিত আছে—

"রত্যম্বুজাখ্যঃ কুঞ্জোঽস্তীন্দুলেখা-কুঞ্জ-দক্ষিণে। তত্রৈব তিষ্ঠতি সদা সুরূপা রতিমঞ্জরী ॥
তারাবলীদুকূলেয়ং তড়িত্তুল্য-তনুচ্ছবিঃ। দক্ষিণা মৃদ্বিকাখ্যাতা তুলসীতি বদন্তী যাম্ ॥
....
ইয়ং শ্রীরঘুনাথাখ্যাং প্রাপ্তা গৌররসে কলৌ ॥" (৪৬৯-৭২)

নীলবসন এবং রাধাঅঙ্গে পীতবসন দর্শনে কৌতুকভরে সখীগণ তাহা পরস্পরকে দেখাইয়া বসনে বদন ঢাকিয়া হাস্য করিতেছেন। মুগ্ধ শ্রীযুগল সখীগণের হাস্যের কারণ কিছু বুঝিতে না পারিয়া এদিক্-ওদিক্ তাকাইতেছেন। সখীসহ শ্রীমতী রোষভরে অরুণের নিন্দা করিতে করিতে চলিয়াছেন। শ্যাম-সুন্দর শৃঙ্গাররসোদ্দীপক অপূর্ব বচনামৃতে শ্রীবৃন্দাবনের শোভা বর্ণনা করিয়া শ্রীমতীকে দেখাইতেছেন। পরস্পর বিবিধ বাগ্‌বিলাসরঙ্গে মগ্ন হইয়া গৃহগমন বিস্মৃত হইয়াছেন। ইত্যবসরে বৃন্দার ইঙ্গিতে বৃদ্ধা মর্কটী কক্‌খটী ছলে জটিলার আগমনবার্তা সূচনা করিলে ভীত ও চকিত হইয়া শ্রীযুগল ব্যস্ত-সমস্তভাবে আপনাপন গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। সন্ত্রস্তা সখীগণও যুগলের বস্ত্রপরিবর্ত্তনের কথা বিস্মৃত হইয়া গেলেন। এই ভাবেই সকলে আপনাপন গৃহে গিয়া শয়ন করিলেন।

প্রাতঃকাল। তপন পূর্বাকাশে অনেকখানি উদিত হইয়াছেন। সূর্যের সোনালী কিরণে বিশ্ব ঝলমল করিতেছে। জগৎ কর্ম্মমুখর। রাসাদি নৃত্যশ্রমে ও নিশি-জাগরণে সখীগণসহ শ্রীরাধা তখনো নিদ্রিতা। জটিলা সূর্যপূজাদি কার্যের নিমিত্ত বধূকে জাগাইতে 'বধূমাতা উঠ, উঠ! অনেকখানি বেলা হইয়াছে, সূর্যপূজার সময় যে অতীত হইয়া যায়', বলিতে বলিতে শ্রীরাধার শয়ন-কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। শ্রীললিতা বৃদ্ধার কণ্ঠস্বরে জাগরিত হইয়া শ্রীরাধাকে জাগাইতে লাগিলেন। ললিতার পুনঃ পুনঃ প্রবোধনে শ্রীমতী উঠিয়া শয্যায় বসিয়াছেন। স্তনমণ্ডল পীতবসনে আবৃত, আরক্তিম নয়নদ্বয় নিশিজাগরণে আলস্যভরে বিঘূর্ণিত, ওষ্ঠাধরে রজনীবিলাসের ক্ষতচিহ্ন দেখা যাইতেছে। তাহা দেখিয়া জটিলা রোষে ক্ষোভে অধীরা হইয়া ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় কুটিল-নয়নে বার বার শ্রীরাধার দিকে তাকাইতেছেন।

ব্যাপার অতি গুরুতর বুঝিতে পারিয়া ললিতা মিথ্যা যুক্তিপূর্ণবাক্যে জটিলাকে প্রতারণা করিয়া বলিতে লাগিলেন—'হে মাতঃ! তোমার বধূ অত্যন্ত স্বাধীনা, তিনি আমাদের বাক্য গ্রাহ্য করেন না; আমরা কি করিতে পারি?' আমরা নিষেধ করিলেও ইনি গতরাত্রে যথেষ্ট মধুপান করিয়াছিলেন, তাহার ফলেই ইঁহার নয়ন আরক্তিম ও বিঘূর্ণিত হইতেছে।

আমরা বলিয়াছিলাম, 'অয়ি রাধে! প্রবল মলয়ানিল প্রবাহিত হইতেছে, তোমার বিম্বফল-সদৃশ কোমল অধরোষ্ঠে ব্রণ হইতে পারে, মুখ বসনে আবৃত করিয়া শয়ন করিও' কিন্তু মাতঃ! ইনি আমাদের কথা গ্রাহ্য না করিয়া অনাবৃত বদনেই শয়ন করিয়াছিলেন, তাহার ফল ইঁহার অধরে অবলোকন করুন্।

আবার হে আর্যে! সূর্যমণ্ডলের দিকে তাকাইয়া যদি কেহ অন্য বস্তু দেখে তাহাতেও তাহার রবিকিরণের প্রতীতি হয়। আমরা যুবতি, আমাদেরও এই ভ্রান্তি ঘটিয়া থাকে। সুতরাং শ্রীরাধার নীল উত্তরীয় আপনার নয়নে পীতবর্ণ প্রতিভাত হইতেছে, শ্রীরাধা স্বপ্নেও পীতবসন পরিধান করেন না।

ললিতার মিথ্যা যুক্তিপূর্ণ-বাক্যে প্রতারিতা হইয়া জটিলার ক্রোধ উপশান্ত হইল। তিনি ঈষৎ লজ্জিতা হইয়া শিরঃকম্পনসহকারে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। আর্যা চলিয়া গেলে ললিতা মিথ্যা রোষ-বিজড়িত নয়নে শ্রীরাধার দিকে তাকাইতে থাকিলে শ্রীমতী ভীতা হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন—

'হে ললিতে! তুমি পরম অভিজ্ঞা ও পরম হিতৈষিণী। আমার প্রতি তোমার দয়াও অপার। তোমার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া আমার এই দুর্দশা উপজাত হইয়াছে। ভয়ে এখনো আমার বুক 'দুরু দুরু' করিয়া কাঁপিতেছে। উপস্থিত কি হইবে এবং কি করিলে আমি সুস্থ হইতে পারি, তাহা উপদেশ কর।'

স্ফুরণে শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপাবেশে লীলাটি সাক্ষাৎকারের ন্যায়ই আস্বাদন করিয়াছেন। স্মরণ-নিষ্ঠ ভাবুক সাধকেরও স্মরণীয় লীলাটি সময় সময় 'সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছি' বলিয়াই মনে হয়, 'স্মরণ করিতেছি', ইহা যেন মনেই থাকে না। স্মরণের গাঢ়তায় ইহা হয়। শ্রীপাদ স্ফূর্তির রাজ্যে। স্ফুরণের আস্বাদন অতি সান্দ্র। সাধকও স্বরূপের অভিমান লইয়া স্মরণ, মননকালে যথাসম্ভব অনুভব প্রাপ্ত হন। এই অনুভবই তাঁহাকে ক্রমশঃ গভীর আস্বাদনের ক্ষেত্রে লইয়া যায়।

শ্রীপাদের স্ফুরণের বিরাম হইয়াছে। তিনি স্বীয় আস্বাদ্য লীলাটির ভাবচিত্র বিশ্বের রাগমার্গীয় সাধকগণের লীলাস্মরণের সুবিধার জন্য পরম কারুণ্যভরে তাঁহাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীপাদের চরণে শরণাগত হইয়া ভাবাবিষ্টচিত্তে এই শ্লোকের রসাস্বাদন করিবেন, তাঁহাদের প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত মানসনেত্রে এই প্রভাতী রসময়ী লীলাপরিপাটির স্ফূর্তি হইবে; তাঁহাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিবে—শ্রীরাধার সেই মনোরম শয়নকক্ষ। জটিলার রোষ-বিজড়িত বদন দর্শনে শ্রীরাধার পাণ্ডুর বদনখানা! ললিতার প্রতারণাবাণীতে লজ্জিতা হইয়া জটিলা চলিয়া গেলে ললিতার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে যুগপৎ প্রীতা ও ভীতা শ্রীমতীর ললিতার প্রতি স্তুতি। এইরূপ নানাভাববৈচিত্রীর বিলাস প্রগাঢ় স্মরণনিষ্ঠ রতিমান সাধকের স্বচ্ছচিত্তে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে লীলারসরাজ্যে লইয়া যাইবে!

শ্রীপাদ রঘুনাথ পরম কারুণ্যভরে বিশ্বের সাধকগণের প্রতি আশীর্বাদ করিলেন—**"রাধা ধ্রুবং পাতু বঃ"** 'সেই রাধা তোমাদের সর্বদা রক্ষা করুন্।' প্রশ্ন হইতে পারে, যে রাধা নিজেই নিজের রক্ষার উপায় ললিতার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তিনি আবার সাধককে রক্ষা করিবেন কিরূপে? হ্যাঁ, তিনিই যথাযথ সাধককে রক্ষা করিবেন। কারণ সাধক যে স্বরূপের স্মৃতি ভুলিয়া দেহ-দৈহিকাদির আবেশে সংসারসিন্ধুতে হাবুডুবু খাইতেছেন, তাদৃশী লীলাময়ী শ্রীমতীর স্মৃতি সাধকের সিদ্ধ স্বরূপের অভিমান জাগাইয়া ধীরে ধীরে তাঁহার চিত্ত-মনকে লীলারসরাজ্যে লইয়া যাইবে। এইসব লীলার শ্রবণ, কীর্তন এবং চিন্তনেই কামনা-বাসনার নাশ এবং অচিরায় পরাভক্তি প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে—ইহা "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতে রাসলীলার ফলশ্রুতি-বাক্যে শ্রীপাদ শুকমুনি স্পষ্টতঃ বর্ণনা করিয়াছেন।

"প্রাতঃকালে বানরীর শুনিয়া বচন। শঙ্কায় সত্বর ধনি করি গাত্রোত্থান॥
ভ্রান্তিবশে পীতাম্বর উত্তরীয় পরি। গৃহে ফিরে বিনোদিনী নবীনা কিশোরী॥
শয়ন-মন্দির-শেজে করিলা শয়ন। পীতবাসে স্তনযুগ করি আচ্ছাদন॥

পিকপটুরব-বাদ্যৈর্ভৃঙ্গঝঙ্কারগানঃ
স্ফুরদতুলকুড়ুঙ্গ-ক্রোড়রঙ্গে সরঙ্গম্।
স্মরসদসি কৃতোগ্রনৃত্যতঃ শ্রান্তগাত্রং
ব্রজনবযুবযুগ্মং নর্ত্তকং বীজয়ানি ॥ ২ ॥

অনুবাদ। কোকিলের সুমধুর শব্দরূপ বাদ্যদ্বারা ও ভ্রমরের গুঞ্জনরূপ সঙ্গীতদ্বারা সুশোভিত নিরুপম নিকুঞ্জভবন-স্বরূপ নৃত্যালয়ে স্মরোদ্দীপক সভায় কন্দর্পের প্রসন্নতাহেতু যাঁহারা উদ্দণ্ড নৃত্যে পরিশ্রান্ত ও ঘর্মাক্ত-কলেবর হইয়াছেন, সেই নর্তনশীল ব্রজনবকিশোর-যুগলকে আমি বীজন করি ॥২

টীকা। স্বানুভবসেবাং পরানন্দবশতয়া বহিঃ প্রকাশয়তি পিকেতি। নর্ত্তকং ব্রজনবযুবযুগ্মং বীজয়ানি বীজনব্যাপার-বিষয়ং করবাণীত্যন্বয়ঃ। নর্ত্তকমিবেতি লুপ্তোপমা। নর্ত্তকপরিকরমাহ পিকেত্যাদি। কিম্ভূতং পিকপটুরববাদ্যৈঃ ভৃঙ্গঝঙ্কারগানৈঃ স্ফুরদতুলকুড়ুঙ্গং ক্রোড়রঙ্গে সরঙ্গম্। পিকানাং

নিদ্রাবেশে ঘূর্ণ্যমান নয়ন-যুগল। বিম্বাধরে ক্ষতচিহ্ন রয়েছে সকল ॥
সুপ্রভাতে এ অবস্থা করি দরশন। ক্রোধে অগ্নিসম হৈল জটিলার মন ॥
চতুরা ললিতা সখী চাতুর্য্য-ছলেতে। মিথ্যা যুক্তিপূর্ণ-বাক্যে লাগিলা কহিতে ॥
অয়ি মাতঃ! তুয়া বধূ অতীব স্বাধীনা। আমাদের হিতবাক্য কভু ত শোনে না ॥
নিবারণ করিলেও গত-রজনীতে। অতিরিক্ত মধুপান কৈল ইচ্ছামতে ॥
প্রতিফল দু'নয়নে কর দরশন। বিঘূর্ণিত হইতেছে ওদু'টি নয়ন ॥
হিত লাগি কহি মোরা যত সখিগণ। শয়ন করহ মুখ করি আচ্ছাদন ॥
প্রবল যে প্রবাহিত মলয় পবন। বিম্বাধরে ব্রণ হবে তাহার কারণ ॥
এ প্রার্থনা করিলেও না শুনি বচন। অনাবৃত-বদনেতে করিলা শয়ন ॥
তার ফলে অধরেতে হইয়াছে ব্রণ। দুঃখের উপরে দুঃখ দেখ সখিগণ ॥
স্বপনেও পীতাম্বর নাহি পরে রাধা। উত্তরীয় দেখি অঙ্গে লাগিয়াছে ধাঁধা ॥
দিনমণি-দরশনে মোরা যে যুবতি। আমাদের নয়নেও হয় সে প্রতীতি ॥
অয়ি মাতঃ! হে জটিলে! কর অবধান। সত্য যা বলিনু ইথে না ভাবিও আন ॥
এইমত জটিলায় প্রতারণা করি। বিদায় করিলা তারে ললিতা সুন্দরী ॥
মিথ্যা ক্রোধে রাধাপ্রতি করে দৃষ্টিপাত। ভীতা হৈয়া কমলিনী করে স্তুতিবাদ ॥
হে ললিতে! তুয়া গুণ কি কহিতে জানি। তুমি মোর হিতৈষিণী সখী-শিরোমণি ॥
ওহে করুণার্দ্রচিত্তা অন্তরঙ্গা সখি! বচন লঙ্ঘিয়া মোর হেন দশা দেখি ॥
কিরূপে বা স্বাস্থ্যলাভ করিব এখন। তাহার যুকতি বল এই নিবেদন ॥
সেই গুণবতী রাধা কৃষ্ণপ্রিয়তমা। রক্ষা করু তোমা' সবে এই ত প্রার্থনা ॥" ১ ॥

কোকিলানাং মধ্যে যে পটবঃ প্রবীণাস্তেষাং রবাঃ শব্দা এব বাদ্যানি তৈঃ। ভৃঙ্গাণাং ভ্রমরাণাং ঝঙ্কারো হুঙ্কারএব গীতানি তৈশ্চ স্ফুরদ্দেদীপ্যমানং যৎ কুড়ুঙ্গং কুঞ্জং তস্য ক্রোড়মেব রঙ্গং নৃত্যস্থানং তত্র সরঙ্গম্। পুনঃ কিম্ভূতং স্মরোদ্দীপকসভায়াং কৃতায় স্মরপ্রসাদরূপকার্য্যায় উদ্যদ্যন্নৃত্যং তস্মাৎ শ্রান্তং স্বিন্নং গাত্রং যস্য তম্। যথা শ্রুতং ব্যাখ্যায়াং কৃতোদ্যদিত্যেতয়োরেকতরস্য উক্তার্থতা স্যাৎ একতর শব্দ প্রয়োগেণৈব তদর্থপ্রতীতেঃ ॥ ২ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীমদ্দাসগোস্বামিপাদ সিদ্ধস্বরূপে বিলাসনিকুঞ্জে শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের একটি রহস্যময় লীলামাধুরীর স্ফুরণ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ-বিবশ দশায় এই শ্লোকে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। সাধককে স্বরূপাভিমান জাগাইয়া এই জাতীয় লীলারসাস্বাদনের প্রযত্ন করিতে হইবে। দেহাবেশ যুগল-লীলারস-আস্বাদনের প্রবল অন্তরায়। গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের চরম লক্ষ্য মঞ্জরীভাবে নিত্যসিদ্ধামঞ্জরীগণের আনুগত্যে শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের প্রেমসেবা প্রাপ্তি। সুতরাং সাধক যতই দেহ-দৈহিকাদির অভিমান ত্যাগ করত শ্রীগুরুপ্রদত্ত মঞ্জরীস্বরূপের অভিমানে মগ্ন হইয়া শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, মননাদি অন্তরঙ্গ-ভজনে নিবিষ্ট হইতে পারিবেন, ততই ভজনোল্লাস জাগিয়া তাঁহার চিত্তকে ক্রমশঃ গভীরতর আস্বাদনের রাজ্যে লইয়া যাইবে। শ্রীপাদ গোস্বামিগণ স্বরূপাবিষ্টদশায় যে যুগল-লীলামাধুরী আস্বাদন করিয়া তাহার অবশেষ রাখিয়াছেন, তাহার শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণাদিই সাধকের মুখ্য অন্তরঙ্গ সাধন। মহাশক্তিশালী এই বাণীই সাধককে সর্বপ্রকার যোগ্যতা প্রদান করিবে।

শ্রীকুণ্ডতীরে একটি নিভৃত নিকুঞ্জমন্দির। বিলাসশয্যায় শ্রীশ্রীরাধামাধব। সখীগণ কেহ নিকটে নাই, মঞ্জরী-স্বরূপে শ্রীপাদ যুগলের পাদসম্বাহন, বীজনাদি সেবাকার্যে নিরতা। কুঞ্জের কি অপূর্ব শোভা! মদনসুখদা কুঞ্জ। এই কুঞ্জে যুগলকিশোর বিবিধ লীলা-পারিপাট্যে মদনকে সুখ দান করেন বা মদন শ্রীযুগলকে নিরুপম সুখদান করেন—তাই 'মদনসুখদা' নামটি সার্থক।

শ্রীরাধাকুণ্ডের ঈশান কোণে সুপ্রসিদ্ধ এই মদনসুখদা কুঞ্জ অবস্থিত। তাহার চারিকোণে চারিটি বিশাল চম্পকতরু। তাহাদের অরুণ, হরিৎ, পীত ও শ্যামবর্ণ কুসুমের সৌরভে দিগন্ত আমোদিত! মধুর সঙ্গীতকারী বিবিধবর্ণের শুক, পিক ও অলিসমূহে রমণীয় এবং মাধবীলতা-বেষ্টিত ও উপরিভাগে পরস্পর মিলিত চম্পকশাখাসমূহের স্নিগ্ধ ছায়ায় আচ্ছাদিত হওয়ায় কুঞ্জটিকে বিশাল রাজভবনতুল্য মনে হয়। কুঞ্জাভ্যন্তরে বিবিধ পুষ্প-পল্লবাদি রচিত আভরণ, বসন, শয্যা ও চন্দ্রাতপাদি শোভা পাইতেছে। শরশলাকায় পরিগ্রথিত, পল্লব ও বিচিত্র কুসুমসমূহে নির্মিত কবাট চতুষ্টয় কুঞ্জের চারিদিকে আবরণরূপে সুসজ্জিত। তাহাতে দ্বারপালের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে মধুর গুঞ্জনশীল মদমত্ত ভ্রমরাবলি। বিরোধী কেহ আসিলে কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিবে না তাহারা। কোকিলের পঞ্চম নাদে ও ভৃঙ্গের ঝঙ্কারে মুখরিত কুঞ্জের শিখরদেশ। যাহা শ্রীশ্রীরাধাশ্যামের বিলাস-বাসনার বিপুল উদ্দীপক।

কুঞ্জাভ্যন্তরে তুলসীমঞ্জরীরূপে শ্রীপাদ রাধাশ্যামের সেবা করিতে করিতেই তাঁহাদের বিলাস-বাসনার উদ্দীপনা বুঝিয়া নিরবে কুঞ্জের বাহিরে গমন করিলেন এবং কুঞ্জরন্ধ্রে নয়ন দিয়া শ্রীযুগলের বিলাস-মাধুরীর রসাস্বাদন করিতে লাগিলেন

বিলাসে প্রমত্ত শ্রীরাধামাধব। কুঞ্জগৃহ যেন তাঁহাদের মদননাট্যের অপূর্ব রঙ্গমঞ্চ। শ্রীশ্রীরাধা-মাধবই নট। কোকিলের কুহুনাদই যেন সেই মদননৃত্যের অপূর্ব বাদ্য ও ভ্রমরের গুঞ্জনই মধুর সঙ্গীত। এই অলৌকিক (ত্রৌর্যত্রিকের বা নৃত্যগীত ও বাদ্যের প্রযোজককর্তা স্বয়ং মদনরাজ বা তাঁহাদের নিরুপাধি প্রেম। পরস্পরের সুখ-তাৎপর্যেই এত উন্মাদনা। সেই প্রেম (পারস্পরিক সুখসাধন-প্রয়াস) তাঁহাদের যেমন নাচাইতেছে, তাঁহারা তেমনি নাচিতেছেন ; অর্থাৎ অনুরূপ বিলাসে মগ্ন হইতেছেন। ইহা প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার আত্মেন্দ্রিয় সুখবাসনায় ঘৃণ্য বা নিন্দিত কামবিলাস নহে। প্রেমের পরমসারাৎসার মাদনাখ্য মহাভাব এবং সচ্চিদানন্দের মহা তত্ত্বময় মিলনমাধুরী! ভাগবত-পরমহংসগণের চরমকোটির উপাসনা-সম্পদ্ বা ধ্যানধ্যেয় বস্তু! বিশ্বের পাঞ্চভৌতিক নর ও নারীদেহের জঘন্য কামবিলাসের সংস্কার অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিয়া মঞ্জরীভাবে অপ্রাকৃত চিন্ময়রসের সংস্কার আয়ত্ত করিয়া সাধক ইহার চরম-কোটির রসাস্বাদনে ধন্য বা কৃতার্থ হন।

'স্মর-সদসি' এই বাক্যে অনঙ্গ বা নিরুপাধি প্রেমের প্রসাদ-হেতুই ঈদৃশ বিলাস-বৈচিত্রী, ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। অর্থাৎ কোন নর্তক-নর্তকী যেমন কোন রাজার প্রসন্নতা-কামনায় সুসজ্জিত রঙ্গমঞ্চে বিচিত্র গান-বাদ্যের তালে তালে অদ্ভুত নৃত্য করিয়া তাঁহাকে সুখী বা চমৎকৃত করেন, তদ্রূপ শ্রীশ্রীরাধা-শ্যাম ভ্রমরের ঝঙ্কাররূপ গান ও কোকিলের কুহুনাদরূপ বাদ্যের উদ্দীপনায় অদ্ভুত বিলাস-নাট্য প্রকাশ করিয়া যেন অনঙ্গ বা নিরুপাধী প্রেমকে সুখী বা চমৎকৃত করিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে উদ্দাম বা উদ্দণ্ড মদন-নাট্যে শ্রীযুগলের শ্রীবিগ্রহ শ্রান্ত, ক্লান্ত এবং স্বেদার্দ্র হইয়া পড়িল। তুলসী সেবার্থে কুঞ্জাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। যেন যুগলের বিলাসেরই আবেশময়ী মূরতি। শ্রান্ত, ক্লান্ত শ্রীরাধাশ্যামের শ্রীঅঙ্গ বীজন ও পাদ-সম্বাহনাদি সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন হইলেন আদরের কিঙ্করী। গৌড়ীয়বৈষ্ণবের ইহাই সাধন, ইহাই সিদ্ধি! সাধনে ভাবনা, সিদ্ধিতে ভাবনানুরূপ সেবালাভ। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

"প্রাণেশ্বরি! কবে মোরে হবে কৃপাদিঠি ?
আজ্ঞায় আনিয়া কবে, বিবিধ ফুলবর, শুনিব বচন দুহুঁ মিঠি॥
মৃগমদ তিলক, সিন্দূর বনায়ব, লেপব চন্দন-গন্ধে।
গাঁথি মালতী ফুল, হার পহিরাওব, ধাওয়াব মধুকর বৃন্দে॥
ললিতা কবে মোরে, বীজন দেওয়ব, বীজব মারুত মন্দে।
শ্রমজল সকল, মিটব দুহুঁ কলেবর, হেরব পরম আনন্দে॥" (প্রার্থনা)

কুহূকণ্ঠীকণ্ঠাদপি কমনকণ্ঠী ময়ি পুন-
র্বিশাখা গানস্যাপি চ রুচিরশিক্ষাং প্রণয়তু।
যথাহং তেনৈতদ্‌যুবযুগলমুল্লাস্য সগণা-
ল্লভে রাসে তস্মান্মণি-পদক-হারানিহ মুহুঃ॥ ৩॥

অনুবাদ। কোকিলের স্বর অপেক্ষাও যাঁহার স্বর অতীব কমনীয়, সেই বিশাখা আমায় উত্তমরূপে সঙ্গীত শিক্ষা প্রদান করুন, যাহাতে আমি সেই সঙ্গীতদ্বারা রাসে সখীগণসহ শ্রীযুগলকিশোরকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বার বার মণিপদক ও স্বর্ণহারাদি পারিতোষিক প্রাপ্ত হইব॥ ৩॥

টীকা। বিশাখাসৌভাগ্যমনুভূয় স্বস্মিন্ তৎকৃপামাশাস্তে কুহ্বিতি। বিশাখা এতন্নাম্নী তৎসখীগানস্যাপি রুচিরশিক্ষাং ময়ি পুনঃ প্রণয়তু সম্পাদয়তু অন্যস্যাং প্রণয়তু নবা প্রণয়ত্বিত্যর্থঃ।

শ্রীপাদ রঘুনাথ কুণ্ডতীরে বসিয়া স্ফুরণে লীলাটি আস্বাদন ও সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন এবং আনন্দাবেশে সাধকের আস্বাদনের নিমিত্ত আস্বাদ্য লীলা ও সেবার কথা শ্লোকচ্ছন্দে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

"রাধাকুণ্ডে কুঞ্জরাজ, মদনসুখদা মাঝ,
নাট্যশালা অতি মনোহর।
কোকিলের যে কাকলি, অমৃত নিছিয়া ফেলি,
সুমধুর বাদ্য নিরন্তর॥
ভ্রমর-ঝঙ্কার গান, রসাল পঞ্চম তান,
কন্দর্পের উদ্দীপকময়।
দিকে দিকে নিরুপম, চিত্র-শোভা মনোরম,
দেখি রসময়ী রসময়॥
কন্দর্প-সমরে মত্ত, আরম্ভিলা মহানৃত্য,
শ্রীরাধিকা মদনমোহন।
মনে এই অভিলাষ, রহি কুঞ্জের একপাশ,
হেরি নৃত্য পরম মোহন॥
শ্রান্ত ক্লান্ত কলেবর, যুগলকিশোর বর,
বিন্দু বিন্দু ঝরে স্বেদ-জল।
নৃত্যের কৌশল অঙ্গে, বীজন করিব রঙ্গে,
দুহুঁ অঙ্গ হইবে শীতল॥" ২॥

পুনরপ্রথমেঽভেদে ইত্যমরাব্যয়নানার্থঃ। অপি চেতি অপিকারাত্তৎ সেবনস্যাপীতি। কিম্ভূতা কুহূকণ্ঠী-কণ্ঠাদপি কোকিলায়া ধ্বনেরপি কমনকণ্ঠী কমনঃ অতিমনোহরকণ্ঠঃ স্বরো যস্যাঃ সা। কণ্ঠো গলে সন্নিধানে ধ্বনৌ মদনপাদপে ইতি মেদিনী। গানশিক্ষা প্রয়োজনমাহ যথেত্যাদি। যথা যেনপ্রকারেণাহং তেন তত্তৎশিক্ষিত গানেন রাসে উভয়মিলিত ক্রীড়াবিশেষে এতদ্দ্যুবযুগলমুল্লাস্যানন্দয্য সগণাত্তস্মাদ্দ্যুবযুগলাৎ সকাশাৎ মণিপদক হারান্ মুহুর্বারং বারং লভে প্রাপ্স্যামীতি বর্ত্তমান-সামীপ্যে লট্। মণিমু্ক্তাপদকং সুবর্ণং হারঃ স্পষ্টঃ। মণিঃ স্ত্রীপুংসয়োরশ্মজাতৌ মুক্তাদিকেঽপি চেত্যাদি। পদকং স্যাৎ পদ্মকাষ্ঠ বিন্দুজালকয়োরপীতি চ মেদিনী। সগণাদিতি তদুল্লাসেনৈব তদ্গণস্যাপ্যুল্লাসো ভবিষ্যতীতি ভাবঃ॥ ৩॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। এই শ্লোকে শ্রীপাদের মঞ্জরীস্বরূপে রাসলীলায় বিশাখার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত সুমধুর সঙ্গীতদ্বারা সসখী যুগলকিশোরের সেবারসের স্ফুরণ। মঞ্জরী সেবাপ্রাণা, সেবাই তাঁহাদের জীবাতু। ভক্তির অর্থই সেবা। 'ভজ্' ধাতু ক্তিন্ প্রত্যয়ে 'ভক্তি'পদ নিষ্পন্ন। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—"ভজ্ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ" অর্থাৎ সেবার্থেই 'ভজ্' ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায়। এই সেবা বা ভক্তির চরম বিকাশ মঞ্জরীভাবে। মঞ্জরীগণ সাক্ষাৎ সেবারসেরই মূর্তি। সৌন্দর্য-মাধুর্যে ইঁহারা যূথেশ্বরীর যোগ্যা হইলেও সব উপেক্ষা করিয়া শ্রীযুগলের সেবারসে নিমগ্না হইয়াছেন।

"তা বিদ্যুদ্দ্যুতি-জয়ি-প্রপদৈকরেখা বৈদগ্ধ্য এব কিল মূর্তিভৃতস্তথাপি।
যূথেশ্বরীত্বমপি সম্যগরোচয়িত্বা দাস্যামৃতাব্ধিমনুসস্নুরজস্রমস্যাঃ॥" (কৃঃ ভাঃ-৩।২)

"শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি শ্রীরাধার প্রিয়-কিঙ্করীগণের সীমাহীন সৌন্দর্য বিষে সত্যই অতুলনীয়। তাঁহাদের পাদাগ্রের এক একটি রেখা বিদ্যুতের উৎকৃষ্টদ্যুতিকেও পরাজিত করিয়াছে, তাঁহারা মূর্তিমতী বৈদগ্ধীস্বরূপিণী এবং প্রত্যেকেই যূথেশ্বরী হইবার যোগ্যা হইয়াও তাহাতে সম্যক্ অরুচিবশতঃ শ্রীরাধার দাস্যামৃত-সাগরে সতত অবগাহন করিতেছেন।" শ্রীযুগলের নিভৃত-নিকুঞ্জ-সেবা ইঁহাদেরই নিজস্ব-সম্পদ্। শ্রীপাদ রঘুনাথ তাঁহার ব্রজবিলাসস্তবে (৩৮) লিখিয়াছেন—

"তাম্বূলার্পণ-পাদমর্দ্দন-পয়োদানাভিসারাদিভি-
র্বৃন্দারণ্যমহেশ্বরীং প্রিয়তয়া যাস্তোষয়ন্তি প্রিয়াঃ।
প্রাণপ্রেষ্ঠসখীকুলাদপি কিলাসঙ্কোচিতা ভূমিকাঃ
কেলীভূমিষু রূপমঞ্জরী-মুখাস্তা দাসিকাঃ সংশ্রয়ে॥"

"তাম্বূলার্পণ, পাদমর্দন, জলদান ও অভিসারাদি কার্যদ্বারা যাঁহারা বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার নিয়ত পরিতৃপ্তিবিধান করিতেছেন এবং প্রাণপ্রেষ্ঠসখী ললিতাদি অপেক্ষাও যাঁহাদের শ্রীরাধাকৃষ্ণের রহস্যময় কেলি-ভূমিতে গমনাগমনে অসঙ্কুচিত ভূমিকা, সেই শ্রীরূপমঞ্জরী প্রমুখা শ্রীরাধাদাসীগণকে আমি আশ্রয় করি।"

স্বরূপাবিষ্ট শ্রীপাদের নয়ন-সম্মুখে সহসা রাসের স্ফুরণ জাগিয়াছে। রাস দ্বিবিধ—নিত্যরাস ও মহারাস। আদিপুরাণে নিত্যরাস ও শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে মহারাসের বর্ণন আছে। রাসেশ্বরী শ্রীরাধা-

রাণী এবং ত্রিশত কোটি গোপীসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাই 'মহারাস' এবং শ্রীরাধারাণী ও তাঁহার সহস্র সহস্র সখীগণসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসবিহারকে 'নিত্যরাস' বলা হয়। এই শ্লোকে নিত্যরাসের স্ফুরণ।

স্বরূপাবিষ্ট শ্রীপাদ দেখিতেছেন—"মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্ত্তন। মধ্যে রাধা সহ নাচে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥" তান মান, কত কত সুর, কত কত রাগরাগিণী! অনুরাগ-রঞ্জিত-গোপীগণের কণ্ঠে গানমাধুরী প্রেমরসসিক্ত—তাই পরম মধুর। শ্রীশুকমুনি বলিয়াছেন—"উচ্চৈর্জগুর্নৃত্যমানা রক্ত-কণ্ঠ্যো রতিপ্রিয়াঃ" অর্থাৎ নানারাগে অনুরঞ্জিত কণ্ঠ রতিপ্রিয়া গোপাঙ্গনাগণ নৃত্য করিতে করিতে উচ্চৈঃ-স্বরে গান করিতে লাগিলেন। এই শ্লোকাংশের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় লিখিত আছে—"রক্তকণ্ঠ্যঃ প্রেমস্নিগ্ধ-কণ্ঠ্য ইতি পরমমধুরত্বমুক্তম্" প্রেমস্নিগ্ধকণ্ঠ তাই তাহার মধুরতা নিঃসীম। নৃত্যচঞ্চল বাহুযুগলে স্বর্ণ-বলয় ঝংকৃত হইতেছে! কবরীবন্ধের মল্লিকামালা নৃত্যান্দোলনে শ্লথ হইয়া কুসুমভার খসিয়া পড়িতেছে!

"পরাগে ধূসর স্থল, চন্দ্র-করে সুশীতল, মণিময় বেদীর উপরে।
রাই কানু করযোড়ি, নৃত্য করে ফিরি ফিরি, পরশে পুলক অঙ্গভরে ॥
মৃগমদ চন্দন, করে করি সখীগণ, বরিখয়ে ফুল-গন্ধরাজে।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু, শোভা করে মুখ-ইন্দু, অধরে মুরলী নাহি বাজে ॥" (প্রার্থনা)

কোকিলকণ্ঠ অপেক্ষাও মধুকণ্ঠে শ্রীবিশাখা মধুর মূর্ছনায় মনোজ্ঞ সঙ্গীত গাহিতেছেন। সকল কলাগুরু শ্রীমুকুন্দ মুগ্ধ ও বিস্ময়ানন্দে তাঁহাকে বার বার বাহবা দিতেছেন। রাসেশ্বরী স্বয়ং বীণা বাজাইতেছেন, শ্রীমতী ললিতা তাল দিতেছেন। বিশাখার মধুকণ্ঠ-নিঃসৃত রাগ শ্রীমতীর বীণার ঝঙ্কারে এবং ললিতার অদ্ভুত তালে মূর্ত হইয়া মাধুর্য-প্লাবনে সকলকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে!

"নীরজনয়নী লহল বীণ,
সকল গুনক অতি প্রবীণ
মধুর মধুর বাওই তাল
মদনমোহন-মোহিনী।
ঝংকৃত ঝংকৃত ঝনন ঝঙ্ক
চলত অঙ্গুলি লোলত অঙ্গ
কুটিল নয়নে করত ভঙ্গ
ভাঙ-ভঙ্গী শোহিনি ॥
ললিতা ললিত ধরত তাল
মোহিত মনমোহন লাল
কহতহি অতি ভালি ভাল
রাধা গুণ-শালিনী ॥" (পদামৃতমাধুরী)

নৃত্যের বিরাম হইয়াছে। শ্রীরাধাশ্যাম রত্নসিংহাসনে বসিয়াছেন। নিম্নে রাধাশ্যামের সম্মুখে সখীবৃন্দ উপবিষ্টা। শ্রীমতীর অঙ্গ অলসভরে শ্যাম-অঙ্গে আলুলায়িত। সকলের স্বেদার্দ্র অঙ্গও ঘন ঘন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে। কিঙ্করীগণ বীজন, পাদসেবন ও তাম্বূলদানাদি সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। শ্রীরূপ ও তুলসী শ্রীযুগলের চামর-সেবায় নিরতা। তুলসীর সহিত শ্রীরূপের কি নিরুপম সৌহার্দ্য! স্বয়ং শ্যামের দিকে দাঁড়াইয়া শ্রীরাধারাণীর দিকটা তুলসীকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। নিরুপম প্রীতিরসেরই রাজ্য। তুলসীর চিত্ত-মন শ্রীমতীর সৌন্দর্য-মাধুর্যে ও সেবারসে নিমগ্ন।

এইপ্রকার কিঞ্চিৎ বিশ্রামসুখ ভোগের পর শ্যামসুন্দর শ্রীমতীর দিকে চাহিয়া বলিতেছেন—'রাধে। শুনিয়াছি, তোমার দাসীগণও নৃত্যগানাদি কলাবিদ্যায় অতিশয় সুনিপুণা। কই, তোমার কিঙ্করীগণ তো কেহই কোন কলা দেখাইল না।' প্রিয়তমের কথা শ্রবণে শ্রীমতী মৃদু হাসিয়া শ্রীরূপ-মঞ্জরীর দিকে তাকাইলেন। শ্রীরূপ জানেন তুলসী বিশাখার নিকট নৃত্য ও গান শিক্ষা করিয়া গান্ধর্ব-বিদ্যায় বিশাখার ন্যায়ই নৈপুণ্যশালিনী হইয়াছে। বিশেষতঃ আজ বিশাখা গাননৈপুণ্যে যেভাবে সকলকে বিমুগ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে এর পরে তুলসী ব্যতীত অপর কেহ এত বড় সভায় সকলকে ততখানি চমৎকৃত করিতে পারিবে না। তাই শ্রীরূপ তুলসীর প্রতি বলিতেছেন—'তুলসি! শ্যামসুন্দরকে একটি গান শোনাও।' তুলসী লজ্জিতা। গুরুজনের সভা। তুলসীকে লজ্জানমিতা দেখিয়া বিশাখা বলিতেছেন—'লজ্জা কি, গুরুজনের সভায় বিদ্যার প্রকাশ করবি, ইহাতে তো গুরুজনেরই গৌরববৃদ্ধি পাবে।' শ্রীরূপ ও শ্রীবিশাখার আজ্ঞা পাইয়া তুলসী শ্রীযুগলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মনোহর নৃত্যসহ একটি মধুর সঙ্গীত গাহিলেন। বিশাখার শিক্ষা-নৈপুণ্য তুলসীর নৃত্যগীতে মূর্তি পরিগ্রহ করিল। সকলেই বার বার সাবাস দিতেছেন। সখীসহ শ্রীরাধামাধব তুলসীকে বার বার মণিপদক, স্বর্ণহারাদি উপহার প্রদান করিতেছেন। বিশাখার আনন্দের সীমা নাই। যথাযোগ্য আধারে বিদ্যা দান করা হইয়াছে। সকলেই তুলসীর নৃত্য ও গান-নৈপুণ্যে মুগ্ধ। সহসা স্ফূর্তির বিরাম হইয়াছে। অর্ধবাহ্যে প্রার্থনা করিলেন—

"কোকিলা-কাকলি জিনি, মধু যাঁর কণ্ঠধ্বনি,
সে বিশাখা কৃপাদৃষ্টিপাতে।
মধুর সঙ্গীত-কলা, শিক্ষা দিবে সুরসালা,
সর্ব্বভাবে উত্তমরূপেতে ॥
শ্রীরাসমণ্ডল-মাঝে, রসময়ী রসরাজে,
নটরাজ নবীনা কিশোরী।
রসের প্রতিমা যত, সখীগণে পরিবৃত,
বসিয়াছে কত ভঙ্গী করি ॥

কান্ত্যা নিন্দন্তমুদ্যজ্জলধরনিচয়ং তপ্তকার্ত্তস্বরাভং
বাসো বিভ্রাণমীষৎ-স্মিত-রুচিরমুখাম্ভোজমাকল্পিতাঙ্গম্।
বামাঙ্কে রাধিকাং তাং প্রথম-রসকলা-কেলিসৌভাগ্যমত্তা-
মালিঙ্গ্যালাপভঙ্গ্যা ব্রজপতিতনয়ং স্মেরয়ন্তং স্মরামি ॥ ৪ ॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিনঃ প্রার্থনা সম্পূর্ণা ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। যাঁহার মধুর অঙ্গকান্তিদ্বারা নবজলধরের শোভা তিরস্কৃত হইতেছে, যিনি তপ্ত-কাঞ্চনসদৃশ পীতাম্বর পরিধান করিয়াছেন, যাঁহার মুখকমল মনোহর হাস্যমকরন্দে সুশোভিত, বিবিধ বেশভূষায় যাঁহার অঙ্গ বিভূষিত এবং যিনি শৃঙ্গার-রস-কেলি-মত্তা শ্রীরাধাকে বামাঙ্কে স্থাপনপূর্বক নানাবিধ বাক্‌চাতুর্যে হাস্যরসে নিমগ্ন করিতেছেন, সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনকে আমি নিয়ত স্মরণ করি ॥ ৪ ॥

টীকা। নিভৃত-নিকুঞ্জে পরম-বৈদগ্ধ্যাপরার্দ্ধপ্রকাশিনং শ্রীরাধয়া সহ লপন্তং শ্রীকৃষ্ণমনুভূয়মাহ কান্ত্যেতি। ব্রজপতি-তনয়ং নন্দনন্দনং স্মরামি চেতসো নিরবচ্ছিন্নাতিথিং করোমি। কিম্ভূতং উদ্যজ্জলধর-নিচয়ং প্রকাশমানং জলগর্ভ মেঘসমূহং কান্ত্যা অঙ্গচ্ছটয়া নিন্দন্তং তিরস্কুর্ব্বন্তম্। পুনঃ কিম্ভূতং তপ্ত-কার্ত্তস্বরাভং জ্বলনাবস্থ স্বর্ণকান্তি বাসো বস্ত্রং বিভ্রাণং ধারয়ন্তম্। পুনঃ কিম্ভূতম্ ঈষৎ স্মিতেনাত্যল্প-হসিতেন রুচিরং মনোহরং মুখরূপমম্ভোজমল্পস্ফুটপদ্মং যস্য তম্। আকল্পিতং ভূষিতমঙ্গং যস্য। পুনঃ কিম্ভূতং তামনুভূতাং রাধাং বামাঙ্কে বামক্রোড়ে আলিঙ্গ্য আশ্লিষ্য আলাপভঙ্গ্যা প্রিয়ে ত্বৎ সখ্যা বিশাখয়া কথিতং নাগরকালিয়হন্তঃ অধুনৈব মহান্ সর্পোঽস্মিন্ কুঞ্জে নিলীয় স্থিতোঽস্তি সাবধানেন ভবিতব্যম্ অত্র চিক্রিড়িষা চেৎ তদা ভীতাং সখীং রাধাং ক্রোড়ে নিধায় ক্রীড়িতব্যমিতি। আলাপচাতুর্য্যেণালিঙ্গ্য। প্রিয়ে ভীতে সুবলে ময়া চাতুর্য্যেণ ভীষয়িত্বা কথং স্বাভীষ্টং নির্বাহিতম্ অধুনা ত্বচ্চাতুরী ক্ব গতেতি স্মেরয়ন্তং ঈষদ্ধাসয়ন্তং কাকাক্ষি ন্যায়েন আলাপভঙ্গ্যেতি বামাঙ্কে ইত্যাদৌ স্মেরয়ন্তমিত্যত্র চ সম্বন্ধঃ। প্রথম-রসে শৃঙ্গারে যা কলা কলনা আবিষ্টতেতি যাবৎ। চতুঃষষ্ঠ্যাত্মিকা বা তয়া যা কেলিঃ ক্রীড়া তয়া যৎ-

---

যুগলের সে সভাতে, বিশাখার আদেশেতে,
সে সব সঙ্গীত মনোহারী।
কবে বা করিব গান, রস করি মূর্তিমান,
নৃত্যের কৌশলে ফিরি ফিরি ॥
গান শুনি সখী-সঙ্গে, শ্রীরাধামাধব রঙ্গে,
উল্লাসেতে মোরে বার বার।
মণিমুক্তা-পদক হার, কবে দিবে পুরস্কার,
সে সৌভাগ্য কি হইবে আমার?" ৩ ॥

সৌভাগ্যং তেন মত্তাং মদযুক্তাম্। তথা চ মেদিনী। কলা স্যান্মূলকে বৃদ্ধৌ শিল্পদাবংশমাত্রকে। ষোড়শাংশেচ চন্দ্রস্য কলনা কাল মানয়োরিতি ॥ ৪ ॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিনঃ প্রার্থনা বিবৃতি ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদের লীলারসের নিবিড় স্ফুরণ। অভীষ্টবস্তু প্রাপ্তির নিমিত্ত অন্তরে সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা। স্বরূপের প্রবল আবেশ। বাহ্যজগতের কোন অনুভূতি অন্তরে নাই। প্রীতির আতিশয্যে যুগলমাধুর্যে চিত্ত-মন ডুবিয়া আছে। মননশীল সাধকের চিত্তও সর্বদা ভাবরাজ্যে বিচরণ করে। ভগবৎ-মাধুরীর আস্বাদন পাইলে চিত্ত অন্যত্র যাইবে কেন?

"লুবধ ভ্রমর যেন, চকোর চন্দ্রিকা তেন,
পতিব্রতাজন যেন পতি।
অন্যত্র না চলে মন, যেন দরিদ্রের হেম,
এই মত প্রেমভক্তিরীতি ॥" (প্রেঃ ভঃ চঃ)

গৌড়ীয়বৈষ্ণবের উপাস্য যুগলমাধুরী! যুগল-চরণারবিন্দ ছাড়িয়া তাঁহাদের মন-মধুকর অন্যত্র যায় না। অধ্যাত্মরাজ্যে ইহাতেই আস্বাদনের পরাকাষ্ঠা। "যুগলচরণে প্রীতি, পরম আনন্দ তথি, রতি প্রেমময় পরবন্ধে"। (ঐ)

শ্রীপাদের চিত্ত-মন লীলারাজ্যে। স্ফুরণে একটি মধুময় লীলাচিত্র সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে! একটি নিভৃত নিকুঞ্জে সখী-মঞ্জরীগণের চেষ্টায় শ্রীশ্রীরাধামাধব মিলিত হইয়াছেন। রত্নসিংহাসনে আসীন শ্রীযুগলের অপরিসীম মাধুর্যে কুঞ্জগৃহ উদ্ভাসিত! সখী-মঞ্জরীগণের নয়ন-সফরী যুগল-মাধুরী-সায়রে মহাসুখে সন্তরণ করিতেছে। তুলসীমঞ্জরীরূপে শ্রীপাদ যুগলসেবায় নিরতা। শ্যাম-মাধুর্যে তাঁহার নয়ন মন নিমগ্ন। একেত শ্যামমাধুরী সীমাহীন অনন্ত, তথাপি শ্রীরাধার সুনির্মল প্রেমদর্পণের সান্নিধ্যে তাহা নব-নবায়মানরূপে প্রতিভাত হইতেছে! শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখোক্তি—

"যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেম-দর্পণ।
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ ॥
আমার মাধুর্য্যের নাহি বাড়িতে অবকাশে।
এ-দর্পণের আগে নবনবরূপে ভাসে ॥" (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিঃ)

সান্দ্রীভূত শ্যামশোভায় শোভমান প্রতিক্ষণে নবনবায়মান কান্তিকন্দলদ্বারা সুকোমল গোবিন্দের অঙ্গচ্ছটার মাধুরীতে কিঙ্করী তুলসীর হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে। দেখিতেছেন—'কান্ত্যা নিন্দন্তমুদ্যজ্জলধরনিচয়ং" 'যাঁহার শ্রীঅঙ্গকান্তিতে নবজলধরের শোভা তিরস্কৃত হইয়াছে।' মহাকবি শ্রীল কর্ণপূর লিখিয়াছেন—"সূতামরত্নদলিতাঞ্জনমেঘপুঞ্জ-প্রত্যগ্রনীলজলজন্ম-সমানভাসম্" অর্থাৎ 'তোমার কান্তি-নীলকান্তমণি, দলিতাঞ্জন, মেঘপুঞ্জ ও নীলকমলের ন্যায়।' "কুবলয়-নীলরতন, দলিতাঞ্জন মেঘপুঞ্জ,

জিনি বরণ সুছাঁদ" (মহাজন) সত্যই এই শ্যামচিক্কণকান্তির তুলনা নাই। উপনিষদের ঋষি "শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে" এই রসসূক্তে যেন শ্যামবর্ণের মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য ইহার ভাষ্যে বলেন—'শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে' ইত্যাদি "মন্ত্রাম্নায়ঃ পাবনো জপার্থশ্চ ধ্যানার্থে বা। শ্যামো গম্ভীরোবর্ণ—শ্যাম ইব শ্যামঃ হার্দ্দং ব্রহ্ম অত্যন্ত দুরবগাহ্যত্বাৎ" অর্থাৎ 'এই পবিত্র মন্ত্র পাঠ, জপের জন্য ও ধ্যানের জন্যও হইতে পারে। শ্যাম গভীর বা নিবিড়বর্ণ, শ্যাম অর্থে পরম হার্দ্য পরব্রহ্মই সূচিত হন, তিনি অত্যন্ত দুরবগাহ্য।' শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"চাতুর্য্যৈকনিদানসীমচপলাপাঙ্গচ্ছটামন্থরং
লাবণ্যামৃতবীচিলোলিতদৃশং লক্ষ্মীকটাক্ষাদৃতম্।
কালিন্দীপুলিনাঙ্গনপ্রণয়িনং কামাবতারাঙ্কুরং
বালং নীলমমী বয়ং মধুরিমস্বারাজ্যমারাধ্নুমঃ॥" (কৃষ্ণকর্ণামৃতম্-৩)

"যাঁহার চাতুর্যের অসীম নিদানস্বরূপ চপল অপাঙ্গছটায় ব্রজগোপীদের গতি মন্থর হইয়া যায়, লাবণ্যামৃতলহরীমালায় যাঁহার দৃষ্টি চঞ্চল, যিনি শ্রীরাধার কটাক্ষদ্বারা আদৃত, কালিন্দীপুলিনাঙ্গন যাঁহার অতিপ্রিয় স্থান, নিখিল কামাবতারের যিনি অঙ্কুরস্বরূপ, অনন্ত মাধুর্যের নিকেতন—সেই নীলবর্ণ কিশোরকে আমরা আরাধনা করি।"

কিঙ্করী দেখিতেছেন,—সেই নীল অঙ্গে আবার "তপ্তকার্ত্তস্বরাভং বাসো বিভ্রাণম্" 'তপ্তকাঞ্চনের প্রভার ন্যায় দ্যুতিসম্পন্ন পীতবসন শোভা পাইতেছে।' "বাসং দ্রবৎ-কনকবৃন্দ-নিভং দধান্' পীতবসন দেখিলে মনে হয় কেহ যেন রাশী রাশী সোনাকে গলাইয়া ঢালিয়া দিয়াছে! "আরদ্র মাখিয়া কেবা, সারদ্র বনাইল রে, ঐছন দেখি পীতাম্বর" (চণ্ডিদাস) পীতাম্বর রূপে যেন প্রেয়সী-শিরোমণি শ্রীরাধার অঙ্গকান্তিকেই শ্রীঅঙ্গে জড়াইয়া রাখিয়াছেন—রাধারাণীর রসোদ্গারে দেখা যায়—"আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া পীতবাস পরে শ্যাম" (জ্ঞানদাস)।

আবার "স্মিত-রুচিরমুখাম্ভোজম্" মুখকমল ঈষৎ হাস্যমকরন্দে পরিশোভিত! সে হাসির কি মাধুরী! মহাজন বলিয়াছেন—"ঈষৎ হাসির তরঙ্গ-হিল্লোলে মদন মূরছা পায়" গোপাঙ্গনা-গণের প্রতি এই হাস্য-মকরন্দের মাদকতা সর্বাতিশায়ী। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

"প্রপন্নজনতা-তমঃক্ষপণ-শারদেন্দুপ্রভা ব্রজাম্বুজবিলোচনা-স্মরসমৃদ্ধিসিদ্ধৌষধিঃ।
বিড়ম্বিত-সুধাম্বুধি-প্রবলমাধুরী-ডম্বরা বিভর্তু তব মাধব! স্মিতকড়ম্বকান্তির্মুদম্॥"

'হে মাধব! ভক্তবৃন্দের হৃদয়ান্ধকার নাশকারিণী, ব্রজসুন্দরীগণের অনঙ্গবৃদ্ধির সিদ্ধৌষধি, সুধাসিন্ধুর মাধুর্য-তিরস্কারিণী, চন্দ্রকান্তির ন্যায় তদীয় স্মিতকান্তি আমার অসীম আনন্দ বিধান করুন।' সর্বোপরি শ্রীরাধারাণীর প্রতি এই হাস্যামৃতের প্রভাব সীমাহীন। "হাসির হিলোলে মোর, পরাণ পুতলি দোলে, দিতে চাই যৌবন নিছনি" (শ্রীরাধার পূর্বরাগে—মহাজন)।

আবার বিবিধ বেশভূষায় ভূষিত শ্যামঅঙ্গ "আকল্পিতাঙ্গম্"। সেই শ্যামঅঙ্গ ভূষণেরও

ভূষণস্বরূপ 'ভূষণভূষণাঙ্গম্' । (ভাগবত) কবিকর্ণপূর লিখিয়াছেন—ঐ অমৃতাঙ্গে যাহাই সন্নিবিষ্ট হউক না কেন, সবই যেন অমৃতময় হইয়া যায়—"মাধুর্যসিন্ধুমধি যস্য ভবেন্নিপাতস্তৎ কেবলং মধুরিমাণমুরী-করোতি ।" (আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ)

কিঙ্করী তুলসী দেখিতেছেন, সেই মাধুর্যবারিধিশ্যাম শৃঙ্গাররসকেলিমত্তা শ্রীরাধাকে বামাঙ্কে স্থাপনপূর্বক নানাবিধ পরিহাস ও মিথ্যাবাণীর দ্বারা তাঁহাকে হাসাইতেছেন এবং ভঙ্গীপূর্বক আলিঙ্গন, চুম্বনাদি করিতেছেন। "ওরূপ লাবণ্যরাশি, অমিয়া পড়িছে খসি, হাস্য-পরিহাস সম্ভাষণে" (প্রার্থনা) সেই শ্রীযুগলের লাবণ্যামৃতসিন্ধুতরঙ্গে ভাসমানা কিঙ্করী তুলসী হস্তে ব্যজনী লইয়া সেবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন, ইত্যবসরে স্ফূর্তির বিরাম। বিপুল দৈন্যের উদ্রেকে সাধকাবেশে বলিলেন—'সেই রূপমাধুরীর সাক্ষাৎ দর্শন দূরে থাক, যেন তাহা চিত্তে স্মরণ করিতে পারি ।'

"কেলি-কুঞ্জ অভ্যন্তরে,　　　　রতন-বেদির পরে,
　　মদনমোহন শ্যামরায় ।
জিনি নব জলধর,　　　　রসে অঙ্গ ঢর-ঢর,
　　লাবণ্য-তরঙ্গ বহি যায় ॥
তপ্তহেম-কান্তি হর,　　　　পরিধানে পীতাম্বর,
　　মেঘে সৌদামিনী ঝলমল ।
নিঙাড়িয়া সুধানিধি,　　　　গড়েছে রসিক বিধি,
　　হাসিমাখা বদন-কমল ॥
ভূষণে ভূষিত অঙ্গ,　　　　যেন অভিনয়-রঙ্গ,
　　অভিনব রূপ মনোহারী ।
বামক্রোড়ে শ্রীরাধিকা,　　　　কৃষ্ণকেলি আরাধিকা,
　　দ্যোতমানা পরমাসুন্দরী ॥
রসিক-নাগর ছলে,　　　　রসের প্রসঙ্গ তুলে,
　　হাস্য-পরিহাস সম্ভাষণে ।
বিলাসচাতুর্য্য-বাক্যে,　　　　মুগ্ধ করি প্রিয়াজীকে,
　　বার বার করে আলিঙ্গনে ॥
সেই ব্রজরাজ-সুত,　　　　বিদগধ লীলামৃত,
　　অনুদিন করিয়ে স্মরণ ।
রঘুনাথের এ প্রার্থনা,　　　　দিব্য চিন্তামণি সোনা,
　　'হরিপদ'-ভজন রতন ॥" ৪ ॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিকৃত-প্রার্থনার স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

[৫]

অথ গোবর্দ্ধনাশ্রয়দশকম্

॥ শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনায় নমঃ ॥

সপ্তাহং মুরজিৎকরাম্বুজপরিভ্রাজৎ-কনিষ্ঠাঙ্গুলি-
প্রোদ্যদ্বণ্টবরাটকোপরিমিলন্মুগ্ধদ্বিরেফোঽপি যঃ।
পাথঃক্ষেপক-শক্রনক্রমুখতঃ ক্রোড়ে ব্রজং দ্রাগপাৎ
কস্তং গোকুলবান্ধবং গিরিবরং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ? ১ ॥

অনুবাদ। যিনি সপ্তাহকাল শ্রীকৃষ্ণের করকমলস্থিত কনিষ্ঠাঙ্গুলিরূপ পদ্মকোষে মুগ্ধ ভৃঙ্গের ন্যায় অবস্থান করত অতিবৃষ্টিকারী ইন্দ্ররূপ কুম্ভীরের কবল হইতে অতি শীঘ্র ব্রজমণ্ডলকে রক্ষা করিয়াছেন, সেই গোকুলবান্ধব গিরিরাজ-গোবর্ধনকে কোন্ ব্যক্তি না আশ্রয় করে ? ১ ॥

টীকা। অথ সর্ব্বত্রোদাসীনস্যৈকত্রাবস্থানমনুচিতমিতি সদা গোবর্দ্ধনাশ্রয়িণমাত্মানং প্রত্যন্যথা-সম্ভাবিনং শ্রীগোবর্দ্ধনমাহাত্ম্যং প্রকাশয়তি। সপ্তাহমিত্যাদিনা দশকেন। সপ্তাহমিতি। সর্ব্বথা গোকুল-নিবাসাকাঙ্ক্ষী কঃ প্রাণী তং গোবর্দ্ধনং গিরিবরং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং নাশ্রয়েৎ ন সেবেত, কিম্ভূতং গোকুলস্য গোসমূহস্য স্বনিকটপ্রদেশে শস্পাদিপ্রদত্বেন বান্ধবং বন্ধুকৃত্যকারিণং যদ্বা গোকুলস্য ব্রজজনস্য বান্ধবম্। ব্রজজন-বন্ধুকৃত্যমাহ। যো গোবর্দ্ধনঃ সপ্তদিনং পাথঃক্ষেপকশক্রনক্রমুখতঃ স্বকাশাৎ ক্রোড়ে স্বোৎসঙ্গে ব্রজং দ্রাক্ ঝটিতি অপাৎ রক্ষিতবান্। পাথো জলং তস্য ক্ষেপকঃ প্রেরকঃ শক্নোতি সর্ব্বং কর্ত্তুমিতি শক্রঃ পরমশক্তিমানিন্দ্রঃ স এব নক্রঃ কুম্ভীরস্তস্য মুখং মুখমিব ঝঞ্ঝাবাতাদি তস্মাৎ। কিম্ভূতঃ সন্নপাৎ মুরজিতো মুরারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য করাম্বুজে পরিভ্রাজন্তী প্রকাশমানা যা কনিষ্ঠাঙ্গুলিঃ সৈব প্রোদ্যন্ বরাটকো-বীজকোষস্তস্যোপরি মিলন্ মুগ্ধদ্বিরেফো মত্তভ্রমরোঽপি সন্নিতি। অত্র পর্ব্বতে ভ্রমরত্বারোপরূপকালঙ্কারেণ পুচ্ছজলেনাপ্লাব্য নক্রেণ গ্রস্তং জলং তৎ সরোবর-পদ্মকোষস্থ ভ্রমরস্ত্রাতুমসমর্থঃ অয়ন্তু তদ্রূপোঽপি সন্নপা-দিতি ব্যতিরেকালঙ্কারো ব্যঙ্গ্যঃ ॥ ১ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ সাধকাবেশে এই গোবর্ধনাশ্রয়-দশক স্তবে শ্রীগিরিরাজ গোবর্ধনের আশ্রয়ের মহিমা ব্যক্ত করিতেছেন। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে চৌষট্টি প্রকার ভজনাঙ্গের মধ্যে যে অসাধারণ বীর্যশালী সাধন-পঞ্চকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ব্রজবাস বা ব্রজধামাশ্রয় তাহার অন্যতম।

"দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে। যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে।" অর্থাৎ 'শ্রীমূর্তিসেবা, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ, সাধুসঙ্গ, শ্রীনামকীর্তন ও ব্রজবাস এই পাঁচটি অঙ্গ দুরূহ ও অদ্ভুত বীর্যশালী, এই সাধন-পঞ্চকে শ্রদ্ধার কথা দূরে থাক, ইহাদের অত্যল্পমাত্র সম্বন্ধেও নিরপরাধ জনের চিত্তে অবিলম্বে ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে।' ধাম চিন্ময়, স্বপ্রকাশ, শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা চিন্ময়ীশক্তি সন্ধিনী-অংশপ্রধান শুদ্ধসত্ত্বের পরিণতি।

"সন্ধিনীর সার অংশ—'শুদ্ধসত্ত্ব' নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥
মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার॥" (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিঃ)

'সত্তা' শব্দে অস্তিত্ব এবং 'বিশ্রাম' অর্থে সুখাবস্থিতি। শ্রীভগবানের লীলারসের আস্বাদন-জনিত সুখের সহিত অবস্থান সন্ধিনাংশ-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের পরিণতি শ্রীধামেই সম্ভবপর হইয়া থাকে। ইহার মধ্যেও ব্রজ মাধুর্যময় ধাম। ঐশ্বর্যজ্ঞানগন্ধশূন্য বিশুদ্ধমাধুর্যময়-লীলার সহিত সুখাবস্থানের একমাত্র নিকেতন এই **ব্রজধাম**। এই জন্যই ব্রজের মধ্যেও আবার শ্রীকৃষ্ণের রহস্যময়ী লীলাক্ষেত্রের তারতম্যে লীলাস্থানের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে শ্রীগিরিরাজ **গোবর্ধন** সকল লীলাক্ষেত্রের শীর্ষে। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"বৈকুণ্ঠাজ্জনিতা বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্-
বৃন্দারণ্যমুদারপাণি-রমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃত-প্লাবনাৎ
কুর্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ॥" (উপদেশামৃত-৯)

"শ্রীবৈকুণ্ঠ অপেক্ষা মথুরা শ্রেষ্ঠা, তন্মধ্যে রাসোৎসবহেতু শ্রীবৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে উদারপাণি শ্রীকৃষ্ণের কেলিবিলাসহেতু শ্রীগোবর্ধন শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যেও আবার গোকুলপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রেমামৃতের প্লাবন-হেতু (শ্রীশ্রীরাধামাধবের উচ্ছ্বাসময়ী লীলানিকেতন বলিয়া) শ্রীরাধাকুণ্ডই সর্বশ্রেষ্ঠ। গোবর্ধন-গিরিতটে বিরাজিত এই শ্রীরাধাকুণ্ডের সেবা কোন্ বিবেকী জন না করিবে ?"

শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধাকুণ্ডাশ্রয়ী। শ্রীকুণ্ডবাসেই তাঁহার ঐকান্তিকী নিষ্ঠা। শ্রীরাধাকুণ্ডের কথা বলিলেই শ্রীপাদ দাসগোস্বামির কথা মনে পড়ে। আরও মনে পড়ে—সেই রাগযজ্ঞের মহাঋত্বিক্ এই শ্রীকুণ্ডতটে নিরবধি নয়ননীরে ভাসিয়া ভজননিষ্ঠা, ত্যাগ, বৈরাগ্য ও আর্তিময়ী প্রেমভক্তির আদর্শ কি-ভাবে বিশ্বের নয়নসম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন সেই কথা। এই শ্রীকুণ্ড শ্রীগিরিরাজেরই অন্যতম অঙ্গ-বিশেষ।

শ্রীপাদ বলিতেছেন—'গোকুল-বান্ধব শ্রীগিরিরাজ-গোবর্ধনকে কোন্ ব্যক্তি না আশ্রয় করে ?' কেহ স্বচেষ্টায় ধামাশ্রয় করিতে পারেন না। ভাগ্যবান্ সাধক-ব্যক্তি শ্রীধামবাসে উন্মুখ হইলে শ্রীধাম করুণা করিয়া তাঁহাকে স্বচরণে আশ্রয় দিয়া ধন্য করেন। যেমন সাধু-গুরুর কৃপায় কেহ শ্রীভগবানের ভজনোন্মুখ হইলে তাঁহার প্রতি শ্রীভগবানের তদ্বিষয়া মতি হয়, অর্থাৎ ভগবান্ মনে করেন, এ আমার আশ্রিত, অতএব সর্বতোভাবে আমাকর্তৃক রক্ষণীয়। তদ্রূপ শ্রীধাম-বাসে উন্মুখ হইলেই ধাম তাঁহাকে আশ্রিত বা রক্ষণীয় ভাবিয়া স্বীয় বক্ষে স্থান দিয়া ধন্য করেন। **'আশ্রয়'** শব্দের ইহাই তাৎপর্য বুঝিতে হইবে।

শ্রীগিরিরাজকে 'গোকুলবান্ধব' বলিতেই শ্রীপাদের গিরিরাজকর্তৃক গোকুল রক্ষার কথা মনে পড়িয়াছে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও পূজ্য তাঁহার পিতা, পিতৃব্য শ্রীনন্দ, উপনন্দাদি গোপগণ-কর্তৃক প্রদত্ত পূজোপহার গ্রহণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র মহাপরাধে পতিত হইতেছিলেন। করুণাময় শ্রীভগবান্ তাঁহাকে এই অপরাধের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য এবং স্বীয় ভক্তবর্য শ্রীগিরিরাজের সেবা ও মহিমা স্থাপনের নিমিত্ত ইন্দ্রযাগ খণ্ডন করত শ্রীগোবর্ধন যাগ আরম্ভ করেন। ঐশ্বর্যাভিমানী দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীভগবানের এই মহাকারুণ্যের লীলামর্ম বুঝিতে না পারিয়া বজ্র, বারিপাতাদি দ্বারা গোকুলধ্বংস করিবার মানসে প্রলয়ঙ্কর সাম্বর্তকাদি মেঘগণকে নিযুক্ত করেন। তাহারা প্রলয়ঙ্কর বৃষ্টিপাত, শিলাপাত, বজ্রপাত ও ঝটিকা সুরু করিলে ব্রজবাসিগণ বিপন্ন হইয়া তাঁহাদের একমাত্র আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণেরই শরণ গ্রহণ করেন।

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ ত্বন্নাথং গোকুলং প্রভো।
ত্রাতুমর্হসি দেবান্নঃ কুপিতাদ্ভক্তবৎসল॥" (ভাঃ ১০।২৫।৪৩)

অর্থাৎ 'হে কৃষ্ণ! হে মহাভাগ! হে ভক্তবৎসল! হে মহাশক্তিশালিন্! আমাদের প্রতি কুপিত ইন্দ্রের হাত হইতে তোমারই প্রতিপাল্য গোকুলকে রক্ষা কর।'

শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের অত্যাচার-পীড়িত বিপন্ন ব্রজবাসিগণকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহাদের আর্তিময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া বলিলেন—'আমার শরণাগত, আমার প্রতিপাল্য এবং আমার পরমাত্মীয় এই গোষ্ঠবাসিগণকে আমি আত্মশক্তিপ্রভাবে রক্ষা করিব। শরণাগত-প্রতিপালনই যে আমার একমাত্র ব্রত।' এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহসা গোবর্ধন পর্বত উৎপাটন করিলেন এবং বালক যেমন ছত্র ধারণ করে, অবলীলাক্রমে তদ্রূপ বামকরে গিরিরাজকে ধারণ করিলেন।

"তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহম্।
গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোঽয়ং মে ব্রত আহিতঃ॥
ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন কৃত্বা গোবর্দ্ধনাচলম্।
দধার লীলয়া কৃষ্ণশ্ছত্রাকমিব বালকঃ॥" (ভাঃ-১০।২৫।১৮-১৯)

ইন্দ্রত্বে নিভৃতং গবাং সুরনদীতোয়েন দীনাত্মনা
শক্রেণানুগতা চকার সুরভির্যনাভিষেকং হরেঃ।
যৎকচ্ছেহজনি তেন নন্দিতজনং গোবিন্দকুণ্ডং কৃতী
কস্তং গোনিকরেন্দ্রপট্টশিখরং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ? ২ ॥

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক গোকুল রক্ষিত হইলে দীনভাবে ইন্দ্র-কর্তৃক অনুনীতা মাতা সুরভী যে নিভৃত স্থানে আগমনপূর্বক সুরনদী মন্দাকিনীর পাবনী নীরদ্বারা গোপালের ইন্দ্রত্ব পদে

শ্রীকৃষ্ণ বামকরের কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে অনায়াসে গিরিরাজকে ধারণ করিয়া তাঁহার নিম্নে সমগ্র ব্রজবাসী ও তাঁহাদের গোধনাদিকে আশ্রয় প্রদান করত সপ্তাহকাল নিশ্চলভাবে অবস্থান করিলেন।

শ্রীপাদ বলিতেছেন, গিরিরাজ শ্রীকৃষ্ণের করকমলস্থিত কনিষ্ঠাঙ্গুলিরূপ পদ্মবীজকোষে মুগ্ধ ভৃঙ্গের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ কমলের মধুপানে রত ভৃঙ্গরাজ যেমন মকরন্দ-মত্ত অবস্থায় কমলকোষে নিশ্চলভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ হরিদাসবর্য শ্রীগিরিরাজ শ্রীকৃষ্ণের করকমলে ক্রমাগত সপ্তদিবারাত্র স্থান লাভ করিয়া তাঁহার পরমাভীষ্ট শ্রীকরকমলের শোভারূপ মকরন্দ-রসাস্বাদনে বিভোর হইয়া রহিলেন! এইভাবে অতিবৃষ্টিকারী ইন্দ্ররূপ কুম্ভীরের কবল হইতে অনায়াসেই তিনি ব্রজমণ্ডলকে রক্ষা করিলেন।

সরোবরস্থ কমলকোষে ভৃঙ্গ মধুপান করিতে থাকিলে এবং কুম্ভীর কমলিনীর উপর প্রচুর জল নিক্ষেপ করিলে কমলিনী নিজেও রক্ষা পায় না, ভ্রমরকেও রক্ষা করিতে পারে না, কিন্তু এখানে তাহার অত্যন্ত ব্যতিক্রম। এখানে শ্রীকৃষ্ণের হস্তকমলের কথা দূরে থাকুক, ভৃঙ্গরূপ গিরিরাজেই সকলকে ইন্দ্ররূপ নক্রকর্তৃক বর্ষিত জলধারা হইতে রক্ষা করিলেন! এই শ্লোকে 'ব্যতিরেক' নামক অলঙ্কারটি বিন্যস্ত হইয়াছে। উপমান হইতে দোষ বা গুণবশতঃ উপমেয়ের বৈলক্ষণ্য বর্ণিত হইলে 'ব্যতিরেক' অলঙ্কার হইয়া থাকে। 'উপমানাৎ বিলক্ষণ ইতি গুণেন দোষেণ চ' (অঃ কৌঃ ৮।১৪২) শ্রীপাদ বলিলেন—'কোন্ ব্যক্তি এইরূপ গিরিরাজের আশ্রয় গ্রহণ না করিবে?'

"সপ্তদিন শ্রীকৃষ্ণের করপদ্মশেষে।
কনিষ্ঠাঙ্গুলীরূপ মঞ্জু পদ্মকোষে॥
তাহে মুগ্ধ ভৃঙ্গ-ন্যায় হয়ে অবস্থিতে।
বৃষ্টিকারী দেবরাজ-নক্র-মুখ হ'তে॥
যিহোঁ এই ব্রজভূমি রক্ষা করিয়াছে।
'গোকুলবান্ধব' বলি খ্যাত গিরিরাজে॥
হরিদাসবর্য্য সেই গিরি-গোবর্দ্ধনে।
কোন্ প্রাণী আশ্রয় না করে সর্ব্বক্ষণে?" ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেই গোবর্ধনের কচ্ছপ্রদেশে (পর্বতসন্নিহিত সমতল স্থানে) অদ্যাপি সকলের নয়নানন্দপ্রদ শ্রীগোবিন্দকুণ্ড বিরাজ করিতেছেন, সেই শ্রীগোবিন্দের বিশ্রামস্থান শ্রীগোবর্ধনকে কোন্ ব্যক্তি না আশ্রয় করে? ২ ॥

টীকা। ননু শ্রীকৃষ্ণেনৈব স্বশক্ত্যোদ্ধৃত্য ব্রজং রক্ষিতবান্ গোবর্দ্ধনস্য কিমায়াতমিত্যাহ ইন্দ্রত্বে ইতি। যেন শ্রীকৃষ্ণেনোদ্ধৃতেন সতা গোকুলরক্ষিণা হেতুনা গোবর্দ্ধনেন সুরভী কর্ত্রী গবামিন্দ্রত্বে গবীশ্বরত্বে নিভৃতমন্যেষামগোচরং যথাস্যাত্তথা হরেরভিষেকং চকারেত্যন্বয়ঃ। কেন সুরনদী গঙ্গা তস্যাস্তোয়েন। কিম্ভূতা সতী দীনাত্মনা দীনস্বভাবেনেন্দ্রেণানুগতা অনুনীতা। অন্যদপ্যেতন্মাহাত্ম্যং শৃন্বিত্যাহ যদিতি। তেন কুণ্ডাশয় জলস্যাদ্যোপলব্ধিস্থানেন গোবর্দ্ধনেন হেতুনা যস্য কচ্ছে নিকটপ্রদেশে গোবিন্দকুণ্ডমজনি প্রাদুর্ভূতম্। নন্দিত আনন্দিতো জনো যেন তং গোবর্দ্ধনং কঃ কৃতীতি পূর্ব্ববৎ এবং সর্ব্বত্র। গোনিকরেন্দ্রস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পট্টং শ্রমোপশমন-নিবেশস্থানং শিখরমুচ্চপ্রদেশো যস্য তম্। গোনিকরেত্যাদিনা গবামপি বিশ্রামস্থানমিতি ব্যজ্যতে ॥ ২ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। সপ্ত দিবারাত্র শ্রীকৃষ্ণ একভাবে শ্রীগিরিরাজ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। ব্রজবাসিগণ তৃষিত চাতকের ন্যায় এই সপ্ত অহোরাত্র কৃষ্ণ-নবজলধরের মাধুর্যামৃত আস্বাদন করিতে লাগিলেন।

"গিরিধরবদনেন্দো রশ্মিপীযূষধারাং, পিবদিহ পশুজাতং সপ্তরাত্রিন্দিবানি।
ক্ষুধমপি সতৃষং তন্নাযযৌ তর্হি তস্য, প্রণয়িজনগণানাং কিং ব্রুবে ন ব্রুবে কিম্ ॥
শ্রীমুখেন জনতা সুধারসৈরস্য ভূধরধরস্য পূর্য্যতে। এবমপ্যবয়তী তদা প্রসূস্তন্মুহর্ব্বহুরসৈরপূরয়ৎ ॥"

'ব্রজের গো-মহিষাদি পশুবর্গ পর্যন্ত সপ্ত অহোরাত্র নিরন্তর গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের বদনচন্দ্রচ্ছটা-পীযূষ-ধারা পানে নিরত ছিল বলিয়া তাহাদের ক্ষুধা-পিপাসাদি কিছুই অনুভব হয় নাই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয় ব্রজবাসী গোপ-গোপীগণের এই সাত দিন শ্রীকৃষ্ণবদন দর্শনে যে কি আনন্দ হইয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে! পর্বতনিম্নে ঘন মণ্ডলাকারে সমবেত গোপ-গোপীগণ নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ-দর্শনামৃতরসে আপ্যায়িত হইতেছেন দেখিয়া মা যশোদা দণ্ডে দণ্ডে ক্ষীর-নবনীতাদি রসে শ্রীকৃষ্ণের বদন-কমল পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন।'

শ্রীকৃষ্ণের মহামহিমা দর্শনে সিংহতাড়িত গজের ন্যায় মহাভয়ে কম্পমান ইন্দ্র মেঘগণকে নিবর্তিত করিয়া স্বর্গে পলায়ন করিলেন। কিন্তু হায়! স্বর্গে গিয়াই কি তিনি শান্তি পাইবেন? শান্তিময়ের চরণে অপরাধী হইলে কি এ ব্রহ্মাণ্ডের কেহই শান্তি পাইতে পারে? সর্বক্ষণেই তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এখনি বুঝি সুদর্শন চক্র আসিয়া স্বর্গবাসী সহ এই স্বর্গরাজ্য দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। অথবা জানি না আমার ভাগ্যে কত কঠোর দণ্ডের বিধান হইবে? শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থে বর্ণিত আছে—"ইতো

গত্বা দৈন্যং মত্বা স্খলদোজা বিড়ৌজাঃ ক্ষয়ং গচ্ছন্নপ্যসৌ ক্ষয়মৃচ্ছন্নিব স্থিতবান্নতু শচীমচীকমত। ন চ নির্জ্জরসদসি নির্জ্জগাম।"

দেবরাজ ইন্দ্র হতগর্ব হইয়া অতি দীনভাবে স্বর্গে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া তাঁহার মনে শান্তি হইল না, তিনি যেন মহাভয়ে ভীত হইয়া দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। শচীর সহিত প্রেমালাপ এবং দেবসভায় গমন করিয়া দেবকার্য মন্ত্রণাদি পর্যন্তও পরিত্যাগ করত তিনি নিরন্তর অমরাবতীর নিভৃতকক্ষে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতি এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার নিকট আগমন করত ভর্ৎসনার সহিত বলিলেন—

"যস্মাদভজসি বিষ্ণুং জিষ্ণো তস্মাদনেধিতাসে ত্বম্।
ন বিনা চন্দ্রং বিন্দতি জীবনবৃত্তিং বনস্পতিঃ কোঽপি॥
অথবা সহস্রদৃশমপ্যহো! ভবাদৃশমভিভূয়
ভূশীভবন্তি তাদৃশী মদান্ধতা নাসদৃশী। যতঃ সুরেশোঽসি॥ ....

ইন্দ্র উবাচ—অবিচারিতমেবাচরিতমিদং ময়া। ভবদ্ভিস্তু সাম্প্রতং সাম্প্রতমুপদিশ্যতাম্।

বৃহস্পতিরুবাচ—শতমন্যো তাদৃশবিসদৃশতায়াং শতধৃতিরেব ধৃতিমাসাদয়িতা। তস্মাৎ তদনুসরণমেব শরণম্। তদেবং জম্ভভেদী সখেদীভবন্নবধায় ধাতারমেব গত্বা সঙ্কোচমমত্বা স্বাপরাধমবধারয়ামাস॥" (গোপালচম্পূঃ)

'হে দেবরাজ! যদিও তুমি জিষ্ণু অর্থাৎ অসুরবিজয়ী, তথাপি শ্রীকৃষ্ণচরণ ভজন কর নাই বলিয়া কোন প্রকার উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। চন্দ্র ব্যতীত কি কোন বনস্পতির জীবন রক্ষা হয়? তুমি সহস্রনয়ন সমন্বিত হইয়াও এরূপ অন্ধ হইয়াছ ইহাতে বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নাই; যেহেতু তুমি সুরেশ। স্বর্গরাজ্যের অতুল ঐশ্বর্যই তোমায় সহস্র নয়ন থাকিতেও অন্ধ করিয়াছে। অথবা তুমি সুরা ঈশ বা নিয়ত মদ্যপানে মত্ত, এই মত্ততাই তোমায় অন্ধ করিয়াছে।'

বৃহস্পতির এই ভর্ৎসনা-বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন—'হে গুরো! আমি ব্রজভূমি ধ্বংস করিবার যে দুশ্চেষ্টা করিয়াছি, ইহা প্রকৃতপক্ষেই বিষম অন্যায় বা নিতান্ত অবিচারের কাজ করা হইয়াছে। সম্প্রতি আমার অপরাধ মোচনের উপায় উপদেশ করুন।'

বৃহস্পতি বলিলেন—'হে ইন্দ্র! একমাত্র ব্রহ্মাই তোমার এই দুঃসময়ে সৎপরামর্শ দানে সমর্থ, অতএব তুমি সত্বর তাঁহার নিকট গমন কর।' বৃহস্পতির আদেশে দেবরাজ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া বিস্তৃতভাবে নিজের অপরাধ-বৃত্তান্ত তাঁহাকে শুনাইলেন। দেবরাজের কথা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন—"হন্ত বিবুধাধিপেনাপ্যবুধেন ভবতা ভবতা দুঃসাধরাধঃ সোঽয়ং মহানেবাপরাধঃ কৃতঃ। যং খলু সাধবঃ সকৃদপ্যবধারয়ন্তস্তামবধীরয়ন্তঃ সাবধানঃ শ্রোতমপিদধতে। তথাপি সৃষ্টিবিধিৎসা দুর্বিধিনা বিধিনা

ময়া তদিদমুপদিশ্যতে। পূর্ব্বং তন্মহিমজিজ্ঞাসয়া ধাষ্ট্র্যমনুষ্ঠিতমস্তীতি তন্মাত্রকিল্বিষবিষমসহমানেন ময়া দুর্মাণময়াগাধস্তবদপরাধক্ষমাপণায় ক্ষমতা ন লভ্যতে। কিন্তু—

গবাং কণ্ডূয়নং কুর্যাদ্গোগ্রাসং গোপ্রদক্ষিণাম্। নিত্যং গোষু প্রসন্নাসু গোপালোঽপি প্রসীদতি ॥

ইতি গৌতমাদিসম্মত্যা গো-জাতিষু প্রীতিরীতিপরীতস্য তস্য ক্ষমাপণায় কাতরস্ত্বং তজ্জাতিমাতরং সুরভি-মেব ভজস্ব, নচেদসুরতঃ সুরভীসঙ্গতির্ভবিষ্যতি।" (ঐ)

'হায়' হায়। তুমি বিবুধাধিপতি হইয়াও যে অবুধের ন্যায় কার্য করিয়াছ, তাহাতে অপ্রতিকার্য মহাপরাধ ঘটিয়াছে। তোমার এই অপরাধের কথা একবার মাত্র কর্ণগোচর হইলেই বিজ্ঞগণ সাবধান হইয়া কর্ণপিধান করিবেন, তথাপি আমি সৃষ্টি রক্ষার বিধান করিবার জন্য তোমায় উপদেশ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। কিছু দিন পূর্বে একবার আমি শ্রীকৃষ্ণের মহিমা জানিতে গিয়া মহাধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়াছি। আমি সেই অসীম অগাধ মহাপরাধ ক্ষমা করাইবার কোনই উপায় অদ্যাপি পাই নাই। কিন্তু গৌতমাদি ঋষিগণ বলিয়া থাকেন যে, প্রত্যহ গোগণের অঙ্গকণ্ডূয়ন, গোগ্রাসদান ও গো-প্রদক্ষিণ করিবে। গোগণ যাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, শ্রীগোপালদেবও তাঁহাদের উপর প্রসন্ন হন। অতএব গো-জাতীতে স্বাভাবিক প্রীতিমান্ শ্রীভগবানকে যদি সন্তুষ্ট করিতে চাও, তাহা হইলে গোজাতি-জননী সুরভির নিকট গমন কর। নচেৎ অসুরগণের অত্যাচারে সত্বরই সুরগণের ভীতি সঞ্চারিত হইবে সন্দেহ নাই।'

ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্র সত্বরই সুরভীলোকে গমন করিলেন এবং সুরভীকে নিজের অপরাধ-বৃত্তান্ত বলিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ব্রজভূমিতে আগমন করিলেন। এদিকে কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণও তাঁহা-দিগকে শ্রীচরণাশ্রয় দিবেন ভাবিয়াই যেন নিজ সঙ্গী গোপবালকগণকে কার্যান্তরে প্রেরণ করিয়া একাকী গোবর্ধনপর্বতে রত্নশিলার উপর উপবিষ্ট হইয়া হাস্যসমন্বিত দৃষ্টিসঞ্চার করিতে করিতে তাঁহাদের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ধীরে ধীরে দীনভাবে সভয় ও সলজ্জচিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-চরণনিকটে আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম পুরঃসরঃ নতজানু হইয়া ভয়বিজড়িত গদ্গদকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের মহামহিমা-ব্যঞ্জক স্তুতি করিলেন। ইন্দ্রের স্তবের শেষে সুরভীমাতাও স্তব করিলেন এবং নিজ দুগ্ধধারা-প্রবাহে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও গণসহ ঐরাবত করোদ্ধৃত মন্দাকিনী-বারিধারা-প্রবাহে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করিলেন এবং সকলে মিলিয়া তাঁহাকে 'গোবিন্দ' অর্থাৎ 'গোগণের ইন্দ্র' এই আখ্যা প্রদান করিলেন। সেই গোবিন্দাভিষেক জলে সেই স্থলেই শ্রীগোবর্ধনের তটসন্নিহিত প্রদেশে শ্রীগোবিন্দ-কুণ্ড আবির্ভূত হইয়া অদ্যাপি সকলের নয়নানন্দপ্রদরূপে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীপাদ বলিলেন—কোন্ কৃতী সেই গোবিন্দের বিশ্রামস্থল গিরিরাজ-গোবর্ধনের আশ্রয় গ্রহণ না করিবে?

"শ্রীগোবিন্দ গোবর্দ্ধন উত্তোলন করি।
ব্রজমণ্ডল রক্ষা কৈল এই দৃশ্য হেরি ॥

স্বর্ধুন্যাদি-বরেণ্যতীর্থ গণতো হৃদ্যান্যজস্রং হরেঃ
সীরিব্রহ্মহরাপ্সরঃপ্রিয়কতৎ-শ্রীদানকুণ্ডান্যপি।
প্রেমক্ষেম-রুচিপ্রদানি পরিতো ভ্রাজন্তি যস্য ব্রতী।
কস্তং মান্যমুনীন্দ্রবর্ণিতগুণং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ? ৩ ॥

জ্যোৎস্নামোক্ষণ-মাল্যহার-সুমনোগৌরী-বলারিধ্বজা
গান্ধর্ব্বাদিসরাংসি নির্ঝরগিরিঃ শৃঙ্গারসিংহাসনম্।
গোপালোঽপি হরিস্থলং হরিরপি স্ফূর্জ্জন্তি যৎসর্ব্বতঃ
কস্তং গোমৃগপক্ষিবৃক্ষললিতং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ? ৪ ॥

অনুবাদ। গঙ্গাদি তীর্থ অপেক্ষাও হার্দ্য এবং প্রেম, মঙ্গল ও ভজনে রুচিপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব, ব্রহ্মা, মহাদেব ও অপ্সরাগণের প্রীতিদায়ক শ্রীদানকুণ্ড প্রভৃতি বহুতর কুণ্ড সকল যাঁহার চারিদিকে পরিশোভিত, মহামান্য মুনিবর শ্রীশুকদেব কর্তৃক যাঁহার গুণাবলী বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে—কোন্ ব্রতপরায়ণব্যক্তি সেই গোবর্ধনের আশ্রয় গ্রহণ না করিবে ?

যাঁহার চারিদিকে চন্দ্র, মোক্ষণ, মাল্যহার, সুমনঃ, গৌরী, বলারিধ্বজ, গন্ধর্ব প্রভৃতি সরোবর সকল এবং নির্ঝরগিরি বিরাজিত, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গোপালরূপে যেখানে বিরাজ করিতেছেন, যিনি শৃঙ্গাররসের সিংহাসনস্বরূপ, গো, মৃগ, পক্ষী ও বৃক্ষাদি দ্বারা অতীব মনোহর হওয়ায় যেখানে সততই শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্তি হইয়া থাকে, কোন্ ব্যক্তি সেই গিরিরাজ্ গোবর্ধনের আশ্রয় গ্রহণ না করে ? ৩-৪ ॥

টীকা। বহু তীর্থাশ্রয়ত্বেনাসৌ সর্ব্বদেব সেব্য ইত্যাহ দ্বাভ্যাং স্বর্ধুন্যাদীত্যাদি। যস্য গোবর্দ্ধনস্য পরিতশ্চতুর্দিক্ষু সীরি-ব্রহ্মহরাপ্সরঃ প্রিয়কতৎ শ্রীদানকুণ্ডানি ভ্রাজন্তি প্রকাশন্তে তম্। সীরি

ইন্দ্র দৈন্যে সুরভীরে আনি গোবর্দ্ধনে।
গোবিন্দচরণে লুটায় সহস্র-লোচনে ॥
মন্দাকিনী-জলে কৃষ্ণে অভিষেক করে।
যাহা হৈতে আবির্ভূত দিব্য সরোবরে ॥
ভকত নয়নানন্দ শ্রীগোবিন্দকুণ্ড।
পবিত্র করয়ে যেই অখিল ব্রহ্মাণ্ড ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দনের হয় বিশ্রামের স্থান।
ভৌমবৃন্দাবনে শ্রীল গোবর্দ্ধন নাম ॥
সেই গিরিরাজে কোন্ কৃতী মহাশয়।
আশ্রয় না করে যাতে সর্ব্বলভ্য হয় ॥" ২ ॥

বলরামঃ অন্যে স্ব-স্ব নাম্না প্রসিদ্ধাঃ। সীর্য্যাদীনাং প্রিয়ং কুর্ব্বন্তীতি স্বার্থে কঃ তানি চ তানি প্রসিদ্ধানি চেতি এবম্ভূতানি চ তানি শ্রীদানকুণ্ডানি চেতি বিগ্রহঃ প্রেমা ভক্তিঃ ক্ষেমোমঙ্গলং রুচিঃ কান্তিঃ এতাঃ প্রদদতীতি তানি। তং গোবর্দ্ধনং কো ব্রতী ব্রতপরায়ণো নাশ্রয়েৎ মান্যঃ পূজ্যো যো মুনীন্দ্রঃ শ্রীশুকস্তেন বর্ণিতো বিস্তারিতো গুণো যস্য তম্।

জ্যোৎস্না ইত্যাদি। যস্য সর্ব্বতশ্চতুর্দ্দিক্ষু জ্যোৎস্নামোক্ষণ-মাল্যহারেত্যাদীনি সরাংসি স্ফূর্জ্জন্তি প্রকাশন্তে তমিত্যর্থঃ। কিম্ভূতং গো-মৃগ-পক্ষি-বৃক্ষৈর্ললিতম্ ঈপ্সিতম্। জ্যোৎস্নামোক্ষণ-মাল্যহারাদীনি স্ব-স্ব নাম প্রসিদ্ধানি। গোপাল ইতি হরিঃ শ্রীকৃষ্ণো গোপালঃ সন্ গোচারণ-ব্যাপারবান্ সন্নিতি ভাবঃ। অন্যৎ স্পষ্টম্ ॥ ৩-৪ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীগিরিরাজের আশ্রয়-মহিমা বর্ণন প্রসঙ্গে অতঃপর গিরিরাজের চতুষ্পার্শ্বে ভক্তি, নিত্য মঙ্গল ও ভজনে রুচি বা স্পৃহা প্রদানকারী যে অসংখ্য তীর্থরাজি বিরাজ করিতেছেন, দুইটি শ্লোকে তাহাই বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব ও গোপবালকগণের বিবিধ লীলানিকেতন শ্রীগোবর্ধন, প্রতিটি লীলাস্থলীই এক একটি মহাতীর্থ। ইহা ব্যতীত ব্রহ্মা, মহাদেব, সুরভী, ইন্দ্র, গন্ধর্ব, অপ্সরা প্রভৃতির প্রীতিপ্রদ ও তাঁহাদের নামে সুপ্রসিদ্ধ কুণ্ডাদি তীর্থরাজিও শ্রীগিরিরাজের চারিপাশে বিরাজ করিতেছেন।

গর্গসংহিতায় বর্ণিত আছে, মিথিলাপতি মহারাজ বহুলাশ্ব দেবর্ষি নারদের নিকট গিরিরাজের তীর্থাবলীর পরিচয় জানিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

"কতি মুখ্যানি তীর্থানি গিরিরাজে মহাত্মনি।
এতদ্ ব্রূহি মহাযোগিন্ সাক্ষাত্ত্বং দিব্যদর্শনঃ ॥"

"হে মহাযোগিন্! আপনি সাক্ষাৎ দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন, সেই জন্য আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি, গিরিরাজ গোবর্ধনে কি কি মুখ্যতীর্থ বিদ্যমান আছে, তাহা কৃপাপূর্বক বর্ণনা করুন। মিথিলাপতির প্রার্থনায় দেবর্ষি নারদ বলিলেন—

"পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্। অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতির্গোলোকেশঃ পরাৎপরঃ ॥
অস্মিন্ স্থিতঃ সদাক্রীড়ামর্ভকৈঃ সহ মৈথিল। করোতি তস্য মাহাত্ম্যং বক্তুং নালং চতুর্ম্মুখঃ ॥
যত্র বৈ মানসীগঙ্গা মহাপাপৌঘনাশিনী। গোবিন্দকুণ্ডং শুভদং শুভশ্চন্দ্রসরোবরঃ ॥
রাধাকুণ্ডং কৃষ্ণকুণ্ডং ললিতাকুণ্ডমেব চ। গোপালকুণ্ডং তত্রৈব কুসুমাকর এব চ ॥
শ্রীকৃষ্ণমৌলিসংস্পর্শাৎ মৌলিচিহ্না শিলাভবৎ। যস্যা দর্শনমাত্রেণ দেবমৌলির্ভবেজ্জনঃ ॥
যস্যাং শিলায়াং কৃষ্ণেন চিত্রানি লিখিতানি চ। অদ্যাপি চিত্রিতা পুণ্যা নাম্না চিত্রশিলা গিরৌ ॥
যাং শিলামর্ভকৈঃ কৃষ্ণো বাদয়ন্ ক্রীড়নে রতঃ। বাদনী সা শিলা জাতা মহাপাপৌঘনাশিনী ॥
যত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেন গোপালৈঃ সহমৈথিল। কৃতা বৈ কন্দুকক্রীড়া তৎক্ষেত্রং কন্দুকং স্মৃতম্ ॥

দৃষ্ট্বা শক্রপদং যাতি নত্বা ব্রহ্মপদঞ্চ তৎ। বিলুণ্ঠন্ যস্য রজসা সাক্ষাদ্বিষ্ণুপদং ব্রজেৎ ॥
গোপানামুষ্ণীষান্যত্র চোরয়ামাস মাধবঃ। ঔষ্ণিষং নাম তত্তীর্থং মহাপাপহরং গিরৌ ॥
নীপপলাশপত্রাণাং কৃত্বা দ্রোণানি মাধবঃ। জঘাস বালকৈঃ সার্দ্ধং পিচ্ছিলানি দধীনি চ ॥
দ্রোণাকারাণি পত্রাণি বভূবঃ শাখিনাং তদা। তৎক্ষেত্রঞ্চ মহাপুণ্যং দ্রোণং নাম নৃপেশ্বর ॥
দধিদানং তত্র কৃত্বা পীত্বা পত্রধৃতং দধি। নমস্কুর্য্যান্নরস্তস্য গোলোকান্ন চ্যুতির্ভবেৎ ॥
নেত্রে ত্বাচ্ছাদ্য যত্রৈব লীলোঽভূন্মাধবোঽর্ভকৈঃ। তত্র তীর্থং লৌকিকঞ্চ জাতং পাপপ্রণাশনম্ ॥
কদম্বখণ্ডতীর্থঞ্চ লীলাযুক্তং হরেঃ সদা। তস্য দর্শনমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ ॥
যত্র বৈ রাধয়া রাসে শৃঙ্গারোঽকারি মাধবঃ। তত্র গোবর্দ্ধনে জাতং স্থলং শৃঙ্গারমণ্ডলম্ ॥
ঐরাবতস্য সুরভেঃ পাদচিহ্নানি যত্র বৈ। তত্র নত্বা নরঃ পাপী বৈকুণ্ঠং যাতি মৈথিল ॥
হস্তচিহ্নং পাদচিহ্নং শ্রীকৃষ্ণস্য মহাত্মনঃ। দৃষ্ট্বা নত্বা নরঃ কশ্চিৎ সাক্ষাৎ কৃষ্ণপদং ব্রজেৎ ॥
এতানি নৃপ তীর্থানি কুণ্ডাদ্যায়তনানি চ। অঙ্গানি গিরিরাজস্য কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥"

(গর্গসংহিতা)

'হে মিথিলাপতে। পরিপূর্ণতম স্বয়ং ভগবান্ অখিল ব্রহ্মাণ্ডপালক গোলোকপতি পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণ এই গোবর্ধন পর্বতে অবস্থিত হইয়া গোপবালকগণ সহ সর্বদা ক্রীড়া করেন, সুতরাং চতুরানন ব্রহ্মাও ইঁহার মাহাত্ম্য বর্ণনে সক্ষম হন না।

গোবর্ধনে মহাপাপনাশিনী মানসীগঙ্গা, স্বচ্ছজলপূর্ণ গোবিন্দকুণ্ড, চন্দ্রসরোবর, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড,ললিতাকুণ্ড, গোপালকুণ্ড ও কুসুমসরোবর প্রভৃতি মহাতীর্থরাজি বিরাজিত। গোবর্ধন পর্বতের এক অংশে শ্রীকৃষ্ণের মস্তক স্পর্শ হওয়ায় সেখানকার শিলা মস্তকচিহ্ন সমন্বিত। সেই শিলা যে দর্শন করে সে দেবতাগণেরও শিরোধার্য হয়। গোবর্ধন পর্বতে যে সব শিলাখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ নানাবিধ চিত্রাঙ্কন করিয়াছিলেন, মহাপুণ্যময় সে সমস্ত শিলা অদ্যাপি বিরাজিত, তাহার নাম "চিত্রশিলা"। গোপবালকগণ সহ ক্রীড়া করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ যেস্থানে শিলা বাদন করিয়াছিলেন, সেই শিলাসমূহ "বাদনীশিলা" নামে বিখ্যাত, উহা মহাপাপসমূহ নাশিনী। গোবর্ধনের যেস্থলে শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণ সহ কন্দুকক্রীড়া করিয়াছিলেন, উহার নাম "কন্দুকক্ষেত্র"। সেস্থান দর্শনে ইন্দ্রপদ লাভ, প্রণামে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি এবং ধূলিতে বিলুণ্ঠিত হইলে বিষ্ণুপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। গোবর্ধন পর্বতের যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণ পরিহাসছলে গোপবালকগণের উষ্ণীষ চুরি করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার নাম "ঔষ্ণিষতীর্থ" উহা সর্বপাপহর।

একদা কতিপয় গোপরমণী দধির পসরা লইয়া বিক্রয়ছলে গোবর্ধনের তটস্থিত পথ দিয়া যাইতেছিলেন, ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে গোপবালকগণ তাঁহাদের দধির পসরা কাড়িয়া লইয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও গোপবালকগণের এই উদ্ধত ব্যবহারের কথা নন্দ, যশোদার নিকট বলিয়া দিবেন বলিয়া গোপীগণ চলিয়া গেলে, শ্রীকৃষ্ণ কদম্ব ও পলাশপত্রদ্বারা অসংখ্য দ্রোণ (দোনা)

প্রস্তুত করিয়া সেই ভূতলে নিপতিত দধি গোপবালকগণের সঙ্গে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। সেই স্থানের কদম্ব, পলাশাদি বৃক্ষের পত্র স্বভাবতঃই দ্রোণাকৃতি হইয়া থাকে। হে মিথিলাপতে! তাহা অতীব পুণ্যময় "দ্রোণতীর্থ" নামে বিখ্যাত। সেস্থানে দধিদান এবং দ্রোণাকৃতি পাত্রে যে ব্যক্তি দধিপান করিয়া ভক্তিপূর্বক সেই স্থানে প্রণাম করে, গোলোক হইতে তাঁহার কোন কালেই বিচ্যুতি ঘটে না।

গোবর্ধন পর্বতের যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণ সহ ক্রীড়া করিতে করিতে নেত্র আচ্ছাদন করিয়া লুক্কায়িত হইয়াছিলেন, তাহার নাম "লৌকিকতীর্থ" উহা সর্বপাপহর। গোবর্ধন পর্বতে অবস্থিত "কদম্বখণ্ড" নামক তীর্থ শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলাভূমি। তাহা দর্শনমাত্রেই নর নারায়ণ-সারূপ্য প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বতের যেস্থানে শ্রীরাধার সহিত নানাবিধ শৃঙ্গাররসবিলাস করিয়াছিলেন, সেই স্থান "শৃঙ্গারমণ্ডল" নামে বিখ্যাত।

গোবর্ধন পর্বতের যেস্থানে ঐরাবত ও সুরভীর পদচিহ্ন আছে, সেস্থানে প্রণাম করিলে মহা-পাপীও বৈকুণ্ঠগমনের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গোবর্ধন পর্বতের স্থানে স্থানে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের করচিহ্ন ও পদচিহ্ন প্রভৃতি বিরাজিত আছে, তাহা দর্শন করিলে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচরণ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। হে মিথিলাপতে! শ্রীগিরিরাজের অঙ্গস্বরূপ এই সমস্ত তীর্থ ও কুণ্ড শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলীর কথা তোমায় বলিলাম, এক্ষণে কি শুনিতে বাসনা হয় তাহা বল।

দেবর্ষি নারদের মুখে গোবর্ধনস্থিত তীর্থরাজির বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মিথিলাপতি বহুলাশ্ব পরমানন্দে মগ্ন হইলেন ও করযোড়ে শ্রীনারদকে বলিলেন—'হে দেবর্ষে! আপনি সর্বজ্ঞ, কৃপা করিয়া গোবর্ধনের কোন্ অঙ্গে কোন্ তীর্থ বিরাজ করিতেছেন, তাহা আমার নিকট বর্ণনা করিলে আমার জীবন ধন্য হয়।' মিথিলাপতির প্রার্থনাবাক্যে পরম সন্তুষ্ট হইয়া দেবর্ষি বলিলেন—

"যত্র যস্য প্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ তদঙ্গং পরমং বিদুঃ। ক্রমতো নাস্ত্যঙ্গচয়ো গোবর্দ্ধনস্য মৈথিল ॥
যথা সর্ব্বগতং ব্রহ্ম সর্ব্বাঙ্গানি চ তস্য বৈ। বিভূতের্ভাবতঃ শশ্বৎ তথা বক্ষ্যামি মানদ ॥
শৃঙ্গারমণ্ডলস্যাধোমুখং গোবর্দ্ধনস্য চ। যত্রান্নকূটং কৃতবান্ ভগবান্ ব্রজবাসিভিঃ ॥
নেত্রে বৈ মানসীগঙ্গা নাসা চন্দ্রসরোবরঃ। গোবিন্দকুণ্ডং হ্যধরৌ চিবুকং কৃষ্ণকুণ্ডকম্ ॥
রাধাকুণ্ডং তস্য জিহ্বা কপোলৌ ললিতাসরঃ। গোপালকুণ্ডং কর্ণৌ চ কর্ণান্তঃ কুসুমাকরঃ ॥
মৌলিচিহ্না শিলা তস্য ললাটং বিদ্ধি মৈথিল। শিরশ্চিত্রশিলা তস্য গ্রীবা বৈ বাদনীশিলা ॥
কান্দুকং পার্শ্বদেশাংশ্চ ঔষ্ণিষং কটিরুচ্যতে। দ্রোণতীর্থং পৃষ্ঠদেশে লৌকিকং চোদরে স্থিতম্ ॥
কদম্বখণ্ডমুরসি জীবঃ শৃঙ্গারমণ্ডলম্। শ্রীকৃষ্ণপাদচিহ্নন্তু মনস্তস্য মহাত্মনঃ ॥
হস্তচিহ্নং তথা বুদ্ধিরৈরাবতপদং পদম্। সুরভেঃ পাদচিহ্নেষু পক্ষৌ তস্য মহাত্মনঃ ॥
পুচ্ছকুণ্ডে তথাপুচ্ছং বৎসকুণ্ডে বলং স্মৃতম্। রুদ্রকুণ্ডে তথা ক্রোধঃ কামঃ শক্রসরোবরে ॥
কুবেরতীর্থং চোদ্যোগে ব্রহ্মতীর্থে প্রসন্নতা। যমতীর্থে হ্যহঙ্কারো বদন্তীথং পুরাবিদঃ ॥

এবমঙ্গানি সর্ব্বত্র গিরিরাজস্য মৈথিল। কথিতানি ময়া তুভ্যং সর্ব্বপাপহরাণি চ॥
গিরিরাজ-বিভূতিঞ্চ যঃ শৃণোতি নরোত্তমঃ। স গচ্ছেদ্ধাম পরমং গোলোকং যোগিদুর্ল্লভম্॥"

(গর্গসংহিতা)

"হে রাজন্! গোবর্ধনপর্বতের যে যে অঙ্গে, যে যে তীর্থ বিরাজিত এবং প্রসিদ্ধ আছে, তাহা তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি। কিন্তু ইহাতে কোন প্রকার ক্রমনির্দেশ বা শ্রেষ্ঠ-কনিষ্ঠভাব নাই। যেমন সর্বব্যাপী পরব্রহ্মের বিভূতি সর্বত্র ব্যাপ্ত এবং তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির শ্রেষ্ঠ-কনিষ্ঠতার বিচার নাই, তদ্রূপ ঘনীভূত পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসম্ভূত এবং নিত্যলীলানিকেতন শ্রীগিরিরাজেরও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির ক্রমনির্দেশ বা শ্রেষ্ঠ-কনিষ্ঠতার কোন বিচার নাই।

যাহা হউক, গিরিরাজ গোবর্ধনের সর্বাঙ্গেই বিবিধ তীর্থরাজি বিরাজিত আছে। তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ যেখানে ব্রজবাসী গোপগণসহ অন্নকূট যাত্রার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই শৃঙ্গারমণ্ডলের অধোবর্তি স্থান গোবর্ধনের মুখ। মানসীগঙ্গা গোবর্ধনের নেত্র, চন্দ্রসরোবর নাসিকা, গোবিন্দকুণ্ড অধর এবং কৃষ্ণ-কুণ্ড চিবুক। রাধাকুণ্ড গোবর্ধনের জিহ্বা, ললিতাকুণ্ড কপোল, গোপালকুণ্ড কর্ণ এবং কুসুমসরোবর কর্ণবিবর। শ্রীকৃষ্ণের মস্তকচিহ্ন সমন্বিত শিলাখণ্ড গোবর্ধনের ললাট, চিত্রশিলাতীর্থ গোবর্ধনের মস্তক, বাদনীশিলা গোবর্ধনের গ্রীবা, কন্দুকতীর্থ পার্শ্বদেশ এবং ঔষ্ণিষতীর্থ কটি। দ্রোণতীর্থ গোবর্ধনের পৃষ্ঠ, লৌকিকতীর্থ উদর, কদম্বখণ্ড বক্ষঃস্থল এবং শৃঙ্গারমণ্ডল গোবর্ধনের জীবনীশক্তি। গোবর্ধনের যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণচিহ্ন আছে, সেই স্থান গোবর্ধনের মন, শ্রীকৃষ্ণের হস্তচিহ্ন সমন্বিত স্থান গোবর্ধনের বুদ্ধি, ঐরাবতপদচিহ্ন স্থান পদ এবং সুরভীর পদচিহ্নযুক্ত স্থান গোবর্ধনের পক্ষ। পুচ্ছকুণ্ড গোবর্ধনের পুচ্ছ, বৎসকুণ্ড বল, রুদ্রকুণ্ড ক্রোধ, ইন্দ্রসরোবর কাম, কুবেরতীর্থ উদ্যোগ, ব্রহ্মতীর্থ প্রসন্নতা এবং যমতীর্থ অহঙ্কার।

হে মিথিলাপতে! বিজ্ঞগণ এইরূপে গোবর্ধনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি এবং সেস্থানের তীর্থাদির বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, আমি সেই ভাবে তাহা তোমায় বলিলাম। যে সমস্ত ভাগ্যবান্ ব্যক্তি শ্রীগিরিরাজের এই বিভূতিবার্তা শ্রবণ করেন, তাঁহারা যোগীজনদুর্লভ গোলোকধামে বাসের অধিকার প্রাপ্ত হন।

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিয়াছেন—'শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গোপালরূপে যেথানে সদা বিরাজ করিতেছেন।' এ-বিষয়েও গর্গসংহিতায় শ্রীনারদ বহুলাশ্বের নিকট বলিয়াছেন—

"যেন রূপেণ কৃষ্ণেন ধৃতো গোবর্দ্ধনো গিরিঃ। তদ্রূপং বিদ্যতে তত্র নৃপ শৃঙ্গারমণ্ডলে॥
অব্দাশ্চুতঃ সহস্রাণি তথা চাষ্টৌ শতানি চ। গতাস্তত্র কলেরাদৌ ক্ষেত্রে শৃঙ্গারমণ্ডলে॥
গিরিরাজগুহামধ্যাৎ সর্ব্বেষাং পশ্যতা নৃপ। স্বতঃসিদ্ধঞ্চ তদ্রূপং হরেঃ প্রাদুর্ভবিষ্যতি॥
শ্রীনাথং দেবদমনং তং বদিষ্যন্তি সজ্জনাঃ। গোবর্দ্ধনগিরৌ রাজন্! সদা লীলাং করোতি যঃ॥
যে করিষ্যন্তি নেত্রাভ্যাং তস্য রূপস্য দর্শনম্। তে কৃতার্থাভবিষ্যন্তি মৈথিলেন্দ্র কলৌ জনাঃ॥

জগন্নাথো রঙ্গনাথো দ্বারকানাথ এব চ। বদ্রিনাথশ্চতুষ্কোণে ভারতস্যাপি পর্ব্বতে ॥
মধ্যে গোবর্দ্ধনস্যাপি নাথোঽয়ং বর্ত্ততে নৃপ। পবিত্রে ভারতে বর্ষে পঞ্চনাথাঃ সুরেশ্বরাঃ ॥
সদ্ধর্ম্মমণ্ডপে স্তম্ভা আর্ত্তত্রাণ-পরায়ণাঃ। তেষাস্তু দর্শনং কৃত্বা নরো নারায়ণো ভবেৎ ॥
চতুর্ণাং ভুবি নাথানাং কৃত্বা যাত্রা নরঃ সুধীঃ। ন পশ্যেদ্দেবদমনং ন স যাত্রাফলং লভেৎ ॥
শ্রীনাথং দেবদমনং পশ্যেদ্ গোবর্দ্ধনে গিরৌ। চতুর্ণাং ভুবি নাথানাং যাত্রায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥"

(গর্গসংহিতা)

অর্থাৎ হে নৃপ! শ্রীকৃষ্ণ যে মূর্তিতে গোবর্ধনগিরি ধারণ করিয়াছিলেন, শৃঙ্গারমণ্ডপে তাঁহার সেই মূর্তি অদ্যাপি বিরাজমান আছেন। চারি হাজার আটশত বৎসর অতীত হইল, সেই মূর্তি সেখানেই অবস্থান করিতেছেন। কলির প্রথমভাগে ঐ স্বতঃসিদ্ধমূর্তি গোবর্ধনের গুহামধ্য হইতে প্রকটিত হইবেন ও সকলের দৃষ্টিগোচর হইবেন। (ইনিই শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীকে স্বপ্নাদেশ করিয়া শ্রীগিরিরাজের গুহা হইতে প্রকটিত হন, ইনিই শ্রীনাথমূর্তি, প্রথমে গোবর্ধনের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, অধুনা রাজস্থানে 'নাথদ্বারে' মহাসমারোহে ইঁহার সেবা হইয়া থাকে।) সজ্জনগণ সেই মূর্তিকে দেবদমন বা শ্রীনাথ আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। যাঁহারা এই মূর্তি একবার মাত্র নয়নে দেখিবেন, ঘোর কলিকালেও তাঁহারা কৃতার্থ হইবেন সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের চতুষ্কোণস্থিত চারিপর্বতে জগন্নাথ, রঙ্গনাথ, দ্বারকানাথ ও বদ্রিনাথ এই চারিমূর্তিতে শ্রীভগবান্ বিরাজিত আছেন। গোবর্ধন-পর্বতমধ্যেও শ্রীভগবান্ 'শ্রীনাথ' রূপে বিরাজিত। এই পঞ্চ 'নাথ' মূর্তি ধর্মমণ্ডপের স্তম্ভস্বরূপ ও আর্তত্রাণ-পরায়ণ। এই পঞ্চনাথ-মূর্তির দর্শনে নরগণ নারায়ণ-স্বারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। জগন্নাথ, রঙ্গনাথ প্রভৃতি চারি মূর্তির ক্ষেত্রে গমন এবং দর্শন করিয়াও যদি কেহ 'শ্রীনাথ'-মূর্তি দর্শন না করেন, তবে তাঁহার ঐ চারিমূর্তির দর্শন নিষ্ফল হয়। (শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথাদি গোস্বামিপাদগণের সময়ে শ্রীনাথ-মূর্তি গোবর্ধনেই ছিলেন এবং তাঁহাদের দর্শনোৎকণ্ঠায় ম্লেচ্ছভয়ের ছল করিয়া নিম্নে অবতরণ করত তাঁহাদের দর্শন দিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীনাথ দর্শনের নিমিত্ত তাঁহাদের নাথদ্বার যাইতে হয় নাই।) যে সমস্ত ভাগ্যবান্ ব্যক্তি গোবর্ধনে শ্রীনাথমূর্তির দর্শন করেন, তাঁহারা জগন্নাথাদি মূর্তি দর্শনের সুযোগ না পাইলেও কেবল শ্রীনাথমূর্তি দর্শনেই পঞ্চনাথ দর্শনের ফললাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীপাদ বলিতেছেন, শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরম রমণীয় লীলাস্থলী বা তাঁহাদের শৃঙ্গারলীলার সিংহাসন-স্বরূপ গোবর্ধনের বৃক্ষ, লতা, গো, মৃগ, পক্ষী প্রভৃতিতে রমণীয় নৈসর্গীক শোভায় সততই শ্রীহরির স্ফুরণ বা উদ্দীপন হইয়া থাকে। কোন্ ব্যক্তি সেই গোবর্ধনের আশ্রয় গ্রহণ না করিবে?

"বহুতীর্থের সমাশ্রয় গিরি-গোবর্দ্ধন। মহাতীর্থ হৈয়াছেন ভুবনপাবন ॥
গঙ্গাদি তীর্থ হৈতে মহিমা প্রধান। সর্বতীর্থ-ফল যিহোঁ করেন প্রদান ॥

গঙ্গাকোট্যধিকং বকারিপদজারিষ্টারিকুণ্ডং বহন্
ভক্ত্যা যঃ শিরসা নতেন সততং প্রেয়ান্ শিবাদপ্যভূৎ।
রাধাকুণ্ডমণিং তথৈব মুরজিৎ-প্রৌঢ়প্রসাদং দধৎ
প্রেয়ঃস্তব্যতমোঽভবৎ ক ইহ তং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ? ৫ ॥

অনুবাদ। যিনি ভক্তিপূর্বক নতমস্তকে কোটি গঙ্গা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম সম্ভূত অরিষ্টকুণ্ড বা শ্যামকুণ্ড এবং ব্রজমুকুটমণি শ্রীরাধাকুণ্ডকে বহন করত শিব অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয় ও সমধিক প্রসাদভাজন হইয়াছেন এবং ভক্তবৃন্দেরও সাতিশয় স্তবনীয় হইয়াছেন, এই বিশ্বে কোন্ ব্যক্তি সেই গোবর্ধনের আশ্রয় গ্রহণ না করে ? ৫ ॥

টীকা। সাধৌ সঙ্গঃ স্বতোবরে ইত্যনেন হরিভক্তপ্রধানত্বাদসাবেবাবশ্যং সেব্য ইত্যাহ গঙ্গেতি। যো গোবর্দ্ধনো ভক্ত্যা নতেন মূর্দ্ধ্না বকারিপদজারিষ্টারিকুণ্ডং শ্রীকৃষ্ণচরণজাত শ্যামকুণ্ডং সততং বহন্ শিবাদপি শঙ্করাদপি প্রেয়ান্ প্রিয়োঽভূৎ বভূব তথৈব ভক্ত্যা নতেন মূর্দ্ধ্না রাধাকুণ্ডমণিং রাধাকুণ্ডরূপ মণিং সততং বহন্ মুরজিৎ প্রৌঢ়প্রসাদং দধৎ সন্। প্রেয়স্তব্যতমোঽভবদিত্যন্বয়ঃ। প্রেয়সামাত্মীয়ানাং মধ্যে স্তব্যতমোঽতিশয় স্তবনীয় ইত্যর্থঃ। কাদিযুক্তেত্যাদিনা বিসর্গ লুক্। শিবস্য তু গঙ্গাধরত্বম্ উদ্ধর্ব মূর্দ্ধ্না তত্রাপি ভগীরথ প্রার্থনয়া নতু বিষ্ণুপাদোদ্ভুতেতি ভক্ত্যা অস্য তু ভক্ত্যা নতেন মূর্দ্ধ্না তৎ কোট্যধিকারিষ্টকুণ্ডবহত্বান্মানশূন্যত্বেন এবং গঙ্গায়া বিষ্ণুপদাদুদ্ভূতত্বাদরিষ্টারিকুণ্ডস্য তু বকারেঃ স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পাদজত্বাৎ শ্রৈষ্ঠ্যমতস্তদ্বহনেনাপি শিবাদস্য প্রেয়স্ত্বমিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ দাসগোস্বামিচরণ এই শ্লোকে ভক্ত বা বৈষ্ণবগণের শিরোমণি "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" শ্রীমন্মহাদেব্ অপেক্ষাও হরিদাসবর্য গিরিরাজ শ্রীগোবর্ধনের মহিমাতিশয়, শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তা, শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদভাজনতা এবং ভক্তজনপ্রিয়তা গুণের প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীগোবিন্দ বলদেব ব্রহ্মা হর করি। অপ্সরা শ্রীদানকুণ্ড চারিদিকে ঘেরি ॥
যাঁর শোভা সততই করিছে বর্দ্ধন। শুকমুনি যাঁর গুণ করেন কীর্ত্তন ॥
সেই গোবর্দ্ধন কোন্ ব্রতপরায়ণ। আশ্রয় না করিবেক লইয়া শরণ ॥ ৩ ॥

যাঁর চতুর্দিকে জ্যোৎস্না-মোক্ষণ, মাল্যহার। সুমনো, গৌরী, বলারিধ্বজ করি আর ॥
গান্ধর্বাদি মনোহর নানা সরোবরে। নির্ঝর-গিরি যথা আছে শোভা করে ॥
স্বয়ং ভগবান্ সদা গোপালমূর্তি ধরে। বিহরিছে যথা নিত্য নানা খেলা করে ॥
শৃঙ্গারের সিংহাসন যাঁহার স্বরূপ। বিছায়ে রেখেছে দেহ লীলা অনুরূপ ॥
গো, মৃগ, পক্ষী যত বৃক্ষ-লতা গণে। সাজায়ে রেখেছে যিহোঁ করিয়া উদ্যানে ॥
অতি মনোহর সেই গিরি গোবর্দ্ধন। যথায় বিহরে কৃষ্ণসহ সখাগণ ॥
লীলাস্থলী গোবর্দ্ধনে কোন্ ভাগ্যবানে। আশ্রয় নাহিক করে লীলা দরশনে ॥" ৪ ॥

শ্রীমন্মহাদেব শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম-সম্ভূতা গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিয়া 'শিব' হইয়াছেন। "যৎপাদনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন তীর্থেন মূর্দ্ধ্ন্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূদিতি" (ভাঃ ৩।২৮।২২) অর্থাৎ যাঁহার (শ্রীবিষ্ণুর) শ্রীচরণ হইতে নিঃসৃত নদীশ্রেষ্ঠ পরম পবিত্র শ্রীগঙ্গার জল মস্তকে ধারণ করিয়া শ্রীশিব 'শিব' হইয়াছেন। এখানে শ্রীশিব 'শিব' হইয়াছেন অর্থে শ্রীভগবৎ পাদপদ্ম-নিঃসৃতা গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিয়া তিনি ভক্তিসুখে-নিমজ্জিত হইয়াছেন এবং বিশ্বেরও ভক্তিপ্রদাতা হইয়াছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ টীকাকার শ্রীধর স্বামিপাদের মতে 'শিব' শব্দে পরমসুখ প্রাপ্তিই বুঝায় এবং সেই পরমসুখ প্রাপ্তিও ভক্তিতেই পর্যবসিত হইয়া থাকে। যেহেতু ভক্তি ব্যতীত পরম বা অধিক সুখ আর বিশ্বে কিছুই নাই। ইহাতে শ্রীগঙ্গা যে ভগবদ্ভক্তির উদ্বোধক, তাহা বুঝা যাইতেছে।

শ্রীপাদ বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সম্ভূত অরিষ্টকুণ্ড বা শ্যামকুণ্ড কোটি গঙ্গা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ! শ্রীগোবিন্দচরণ-সম্পর্কেই সব তীর্থের তীর্থত্ব। "তীর্থযাত্রা-পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম, সর্ব্ব-সিদ্ধি গোবিন্দচরণ" (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা) সেই শ্রীচরণের পাষ্ণিঘাতে যাঁহার উৎপত্তি, তদুপরি শ্রীগোবিন্দের ইচ্ছায় ও আদেশে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বতীর্থের যাঁহাতে আবির্ভাব; তাঁহার মহিমা কে-ই বা বলিতে পারে? সেই শ্রীঅরিষ্টকুণ্ড বা শ্যামকুণ্ড যে স্বভাবতঃই কোটি গঙ্গা অপেক্ষাও মহামহিমায় সমলঙ্কৃত হইবেন—ইহাতে আর বিচিত্রতা কি! তদুপরি ব্রজমুকুটমণি শ্রীরাধাকুণ্ড; শ্রীকৃষ্ণই যে রাধাকুণ্ডের মহিমাকে নিজ-কুণ্ড বা শ্যামকুণ্ড অপেক্ষা অধিক করিয়াছেন। যিনি সাক্ষাৎ শ্রীরাধারাণীর ন্যায়ই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়, যাহাতে একবার মাত্র স্নান করিলেই শ্রীকৃষ্ণ স্নানকারীকে শ্রীরাধারাণীর ন্যায় প্রেমদান করেন। "সেই কুণ্ডে একবার যেই করে স্নান। তারে রাধা-সম প্রেম কৃষ্ণ করে দান।" (চৈঃ চঃ) যে হরিদাসবর্য শ্রীগিরিরাজ গোবর্ধন যুগপৎ এই কুণ্ডদ্বয়কে ভক্তিভরে সতত মস্তকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি যে গঙ্গাধর শ্রীমন্মহাদেব অপেক্ষাও সমধিক ভক্তিরসাস্বাদনকারী ও অন্যকেও প্রেমভক্তি প্রদানকারী হইবেন—ইহাতে আর সন্দেহ কি?

বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাদেবের গঙ্গা ধারণ অপেক্ষা শ্রীল গিরিরাজের শ্রীকুণ্ডদ্বয়কে শিরে ধারণের বহু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। প্রথমতঃ শ্রীমন্মহাদেব মস্তকে যে গঙ্গা ধারণ করিয়াছেন, তিনি বিষ্ণুপাদোদ্ভবা, শ্রীশ্যামকুণ্ড কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ সর্বমূলস্বরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনের পাদপদ্ম-সম্ভূত। ততোধিক মহিমান্বিত শ্রীরাধাকুণ্ড। দ্বিতীয়তঃ মহাদেবের মস্তকে একা গঙ্গাই আছেন, কিন্তু শ্রীশ্যামকুণ্ডে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের তীর্থগণের স্থিতি আছে, তাহাও আবার স্বয়ং ভগবানের আহ্বানে তীর্থগণের আগমন ঘটিয়াছে। সেই সব তীর্থও আবার সমধিক আগ্রহে এবং ভক্তিভরে শ্রীরাধাকুণ্ডে অবস্থান করিতেছেন এবং নিজেকে ধন্য বলিয়া মানিয়াছেন। †

† পরবর্তি শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকে শ্রীকুণ্ডের উৎপত্তি বর্ণন-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

যস্যাং মাধবনাবিকো রসবতীমাধায় রাধাং তরে
মধ্যে চঞ্চলকেলিপাত-বলনাত্রাসৈঃ স্তবত্যাস্ততঃ।
স্বাভীষ্টং পণমাদধে বহতি সা যস্মিন্মনোজাহ্নবী
কস্তং তন্নবদম্পতীপ্রতিভুবং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ? ৬ ॥

তৃতীয়তঃ শ্রীমন্মহাদেব স্বয়ং ভক্তিভরে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গাকে শিরে ধারণ করেন নাই। ভগীরথ নিজকুল উদ্ধারের জন্য গঙ্গা আনয়নের নিমিত্ত তপস্যা করিয়া গঙ্গাকে প্রসন্ন করিলে ব্রহ্মলোক হইতে গঙ্গার ভূলোকে নিপাতের বেগ ধারণ করিবার নিমিত্ত গঙ্গার নির্দেশে ভগীরথ মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া রাজী করান এবং এইভাবেই মহাদেব শিরে গঙ্গা ধারণ করেন। কিন্তু শ্রীগিরিরাজ 'ভক্ত্যা' অর্থাৎ পরমভক্তির সহিত মহামহিমান্বিত শ্রীকুণ্ডদ্বয়কে শিরে ধারণ করিয়াছেন। কাহারো অনুরোধে বা কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া নহে।

চতুর্থতঃ শ্রীমন্মহাদেব মস্তকে গঙ্গা ধারণ করিয়া নানাকার্য করেন, নানাস্থানে বিচরণাদি করেন, কিন্তু গিরিরাজ এই মহাতীর্থ শ্রীকুণ্ডদ্বয়কে ভক্তিভরে শিরে ধারণ করত নিরন্তর অবনত শিরে 'শিরসা নতেন' অবস্থান করিতেছেন এবং অনন্তকাল করিবেন। দণ্ডবৎ প্রণতির মুদ্রায় শ্রীগিরিরাজ পরম ভক্তি-ভরে স্বীয় শিরোদেশে শ্রীকুণ্ডদ্বয়কে ধারণ করিয়া গঙ্গাধর অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রীতিভাজন ও অশেষ প্রসাদভাজন হইয়াছেন। শ্রীভগবানের প্রীতিপাত্র বা কৃপাপাত্র হওয়ায় অশেষ ভক্তবৃন্দেরও স্তবনীয় ও সমধিক ভক্তিভাজন হইয়াছেন—হরিদাসবর্য শ্রীল গিরিরাজ গোবর্ধন। কারণ এতাদৃশ পরমভাগবতের প্রতি ভক্তিতে শ্রীভগবানের চরণে ভক্তি অপেক্ষাও শ্রীভগবানের অধিক করুণাভাজন বা প্রসাদভাজন হওয়া যায় জানিয়া ভক্তবৃন্দও গিরিরাজের প্রতি সমধিক ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া থাকেন। শ্রীপাদ বলিলেন, কোন্ ব্যক্তি এতাদৃশ গিরিরাজ গোবর্ধনের আশ্রয় গ্রহণ না করে ?

"কৃষ্ণপাদপদ্ম-জাত শ্যামকুণ্ড নাম।
কোটি গঙ্গাধিক যাঁর মহিমার গান ॥
দিব্যচিন্তামণিরূপ শ্রীরাধাকুণ্ড।
দুই কুণ্ডের গুণগায় অখিল ব্রহ্মাণ্ড ॥
মহাতীর্থ দুই কুণ্ড অবনত মাথে।
বহন করেন যিনি সেবাব্রত ভাবে ॥
মহাদেব হৈতে তাঁর মহিমা অপার।
কৃষ্ণ-অনুগ্রহ-পাত্র বন্দিত সবার ॥
হরিদাসবর্য্য সেই শ্রীল গোবর্দ্ধনে।
কেবা না ভজন করে লইয়া শরণে ?" ৫ ॥

অনুবাদ। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ নাবিক হইয়া রসবতী শ্রীরাধিকাকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া তরঙ্গময় মধ্যজলে নৌকার কম্পনহেতু পড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কায় ভয়-বিহ্বলা শ্রীরাধাকর্তৃক স্তুত হইয়া মুখচুম্বনাদিরূপ স্বাভীষ্ট পণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এইরূপ মানসগঙ্গা যেখানে প্রবাহিত হইতেছে, যিনি নবদম্পতি শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রতিভূ বা মধ্যস্থ-স্বরূপ হইয়াছেন,—কোন্ জন সেই গিরিরাজ গোবর্ধনকে না আশ্রয় করিবে ? ৬ ॥

টীকা। ব্রজনবীনকিশোরয়োঃ খেলাস্পদত্বেন তয়োর্দর্শনার্থং তদাশ্রয়স্যাবশ্যকতামাহ যস্যামিতি। তন্নবদম্পতী প্রতিভুবং তং গোবর্দ্ধনমিতি সম্বন্ধঃ। সা প্রসিদ্ধা সা চাসৌ নবদম্পতী চেতি তস্যাঃ প্রতিভুবং লগ্নকং মধ্যস্থমিতি যাবৎ দম্পতীত্বস্য ঘটকমিত্যর্থঃ। তস্য দম্পতীপ্রতিভূত্বমাহ। যস্মিন্ গোবর্দ্ধনে সা মনোজাহ্নবী মানসগঙ্গা বহতি প্রবাহরূপেণ দেশাদ্দেশান্তরং প্রাপ্নোতি। সা কা তত্রাহ যস্যাং মনোজাহ্নব্যাং মাধবনাবিকঃ কৃষ্ণরূপনাবিকো, রসবতীং দধ্যাদি রসসহিতাং রাধাং তরৌ নাবি আধায় আরোপ্য চঞ্চলকে মধ্যে ততস্তস্যা রাধায়াঃ সকাশাৎ স্বাভীষ্টং অঙ্গস্পর্শ-চুম্বনাদিরূপং পণমাদদে ইত্যন্বয়ঃ। চঞ্চলম্ আবর্ত্তরূপেণ তরঙ্গায়মাণং কং জলং যত্র তত্র মধ্য ইত্যস্য বিশেষণম্। ততঃ কিন্তুতায়াঃ নিপাতবলনাৎ পতনপ্রবর্ত্তনাৎ ত্রাসৈর্ভয়ৈঃ স্তুবত্যা স্তুতিং কুর্ব্বত্যাঃ ॥ ৬ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীমৎ রঘুনাথ দাসগোস্বামিপাদ শ্রীগিরিরাজের মহিমা কীর্তন করিতে করিতে সহসা তাঁহার চিত্তে শ্রীশ্রীরাধামাধবের রহস্যময় লীলাস্থলী শ্রীগোবর্ধনের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মানস-গঙ্গার একটি নিগূঢ় লীলার স্ফূর্তি হইয়াছে। এই শ্লোকে তাহাই বিবৃত করিতেছেন।

'শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের প্রতি গোচারণের ভার দিয়া মানসগঙ্গার তীরে একাকী বিরাজ করিতেছেন'—সারিকার মুখে এই বার্তা পাইয়া শ্রীমতী সখীগণসঙ্গে দধি, ছানা, মাখনাদির পসরা মস্তকে লইয়া শ্যাম-মিলনের আকাঙ্খায় শ্রীকুণ্ড হইতে গোবর্ধনের দিকে চলিয়াছেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ মঞ্জরী-স্বরূপে ছায়ার ন্যায় শ্রীমতীর পিছনে। প্রেম-পুলকিত-চিত্তে সখীসঙ্গে কৃষ্ণকথারঙ্গে চলিয়াছেন শ্রীমতী। ললিতা-বিশাখাদি সখীগণের নর্ম পরিহাসবাক্যে দেহ-লতিকায় বিবিধ ভাবকুসুম বিকসিত হইতেছে! ভাবি শ্যামদর্শনের আনন্দে মন্থরালস গতি! গিরিরাজের কি অপূর্ব শোভা! ঘনতৃণাচ্ছাদিত সানুদেশ বৃক্ষ-লতিকায় সমাচ্ছন্ন। কুসুমের সৌরভে মদান্ধ অলিকুল ঝাঁকে ঝাঁকে শাখা-প্রশাখায় গুঞ্জন করিয়া বেড়াইতেছে! নানা পক্ষীর কলকূজনে মুখরিত বনভূমি। শশক, মৃগ, হরিণাদি পশুসমূহ স্বচ্ছন্দে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। বৃক্ষ-লতিকায় সরস ও সুপক্ক ফলরাজি শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে সুন্দর ঝর্ণা, গহ্বরাদি সুশোভিত। সসখী বৃন্দাবনেশ্বরীর দর্শনে স্থাবর-জঙ্গম পুলকিত!

ওদিকে শুকের মুখে শ্যামসুন্দর সসখী শ্রীমতীর আগমন-বার্তা পাইয়াছেন। বর্ষাকাল। মানসগঙ্গা আতটপূর্ণ। মাধব একটি জীর্ণ তরণী লইয়া নাবিকের বেশে মানস-জাহ্নবীর মাঝখানে নীলালোকে জাহ্নবীর বক্ষঃ আলোকিত করিয়া আপন মনে গীতালাপ করিতেছেন। ধীরে ধীরে শ্রীমতী

সখীসঙ্গে মানসজাহ্নবীর তীরে উপনীত হইয়াছেন। অভিনব নাবিকের দর্শনে শ্রীমতীর প্রেমসিন্ধু উচ্ছ্সিত। চরণযুগল নিথর। সখীগণ পসরা নামাইয়া 'নাবিক' 'নাবিক' বলিয়া ডাকিতেছেন। নাবিক যেন শুনিয়াও শুনিতেছেন না, দেখিয়াও দেখিতেছেন না। অন্যদিকে চাহিয়া আপনমনে সংগীতালাপ করিতেছেন। বেশ কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর রসিক নাবিক সেই দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে নৌকাখানি তীরে আনয়ন করিলেন। জীর্ণতরী।

"মানস-সুরধুনী দু'কূল পাথার। কৈছনে সহচরী হোয়ব পার॥
প্রাবৃট্ সময়ে গরজে ঘন ঘোর। খরতর পবন বহই তঁহি জোর॥
দূরহি নেহারত নাগর শ্যাম। তরণী লেই মিলল সোই ঠাম॥
হাসি হাসি কহয়ে নাবিক-বর কান। চড় সবে পার উতারব হাম॥
শুনি সুবদনী ধনী হরষিত ভেলি। চড়ল তরণী পর সহচরী মেলি॥
নৌতুন নাবিক কছু নাহি জান। বেগেতে তরণী লেই করল পয়ান॥
টুটী তরণী হেরি ভেল তরাস। সিঞ্চয়ে পানী করে জ্ঞানদাস॥"

শ্রীমতী রসবতী, অর্থাৎ হৃদয়ে মাদনাখ্যরস এবং সঙ্গে গোরসের কলস। তরীখানি মধ্য গঙ্গায় আসিয়াছে। আকাশে মেঘ উঠিয়া প্রবল বাতাস বহিতে লাগিল। জীর্ণতরীখানি সঘনে কাঁপিতেছে। ডুবিয়া যায় যায় অবস্থা। সখীসহ শ্রীমতীর হৃদয় দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতেছে। ডুবিয়া যাওয়ার ভয়ে শ্রীমতী ভীতা। নাবিককে কত শত স্তব করিতেছেন 'বাঁচাও বাঁচাও' বলিয়া। নাবিকের সেদিকে লক্ষ্য নাই। তিনি ভীতা শ্রীমতীকে রক্ষা করার ছলে চুম্বনালিঙ্গনে স্বাভীষ্ট পণ অর্থাৎ নৌকায় পারের মূল্য আদায় করিয়া লইতেছেন।

"মানস-গঙ্গার জল, ঘন করে কল কল,
দু'কূল বহিয়া যায় ঢেউ।
গগনে উঠিল মেঘ, পবনে বাড়িল বেগ,
তরণী রাখিতে নারে কেউ॥
দেখ সখী! নবীন কাণ্ডারী শ্যামরায়।
কখন না জানে কান, বাহিবার সন্ধান,
জানিয়া চড়িলুঁ কেনে নায়॥
নাইয়ার নাহিক ভয়, হাসিয়া কথাটি কয়,
কুটিল নয়ানে চাহে মোরে।
ভয়েতে কাঁপিছে দে, এ জ্বালা সহিবে কে,
কাণ্ডারী ধরিয়া করে কোরে॥

অকাজে দিবস গেল, নৌকা পার নাহি হৈল,
পরাণ হইল পরমাদ।
জ্ঞানদাস কহে সখি, থির হৈয়া থাক দেখি,
এখন না ভাবিহ বিষাদ ॥"

সখীগণ অদ্ভুত যুগল-লীলামাধুরী দর্শনে বিমোহিতা! যুগল-প্রেমরসসিন্ধুর কল-কল্লোলে তাঁহাদের চিত্ততরীও ডুবু ডুবু! শ্রীমতী ঘন ঘন 'কাণ্ডারী' 'কাণ্ডারী' বলিয়া ডাকিতেছেন। রসিক নাবিক প্রেম-গদ্গদ কণ্ঠে বলিতেছেন—

"শুন বিনোদিনি ধনি, আমার কাণ্ডারী তুমি,
তোমার কাণ্ডারী কহ কারে।
তুয়া অনুরাগে প্রেম- সমুদ্রে ডুবেছি আমি,
আমারে তুলিয়া কর পারে ॥
যোগী ভোগী নাপিতানী, তোমার লাগিয়া দানী,
ওঝা হৈলাম তোমার কারণে।
তুয়া অনুরাগে মোরে, লৈয়া ফিরে ঘরে ঘরে,
তুয়া লাগি করিলুঁ দোকানে ॥
রাখাল লইয়া বনে, সদা ফিরি ধেনু-সনে,
তুয়া লাগি বনে বনচারী।
তোমার পিরীতি পাইয়া, এ ভাঙ্গা তরণী লৈয়া,
তুয়া লাগি হইনু কাণ্ডারী ॥
না বোল কুবোল ধনি, রমণীর শিরোমণি,
তুয়া প্রেমে কি না করি আমি।
দাস জগন্নাথে কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়,
জাতি জীবন ধন তুমি ॥"

ধীরে ধীরে তরণী তটে সংলগ্ন হইল। মানসগঙ্গার তটসন্নিহিত কুঞ্জে সখীগণ যুগলের মিলন-লীলা সম্পাদন করিয়া কুঞ্জরন্ধ্রে নয়ন দিয়া যুগল-বিলাসমাধুরী আস্বাদন করিলেন! সকলের মনোকামনা পূর্ণ হইল। শ্রীমতী সখীগণ সহ ছানা, মাখন, নবনীতাদি, শ্যামকে ভোজন করাইলেন। মিলন-বিরহের আনন্দ-বেদনার স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া সকলেই আপনাপন স্থানে চলিয়া গেলেন।

"ত্বরায় তরণী লৈয়া তীরে আইলা শ্যাম।
সফল করিলা বিধি পূরিল মনকাম ॥

রাসে শ্রীশতবন্দ্য-সুন্দর-সখী-বৃন্দাঞ্চিতা সৌরভ-
ভ্রাজৎ-কৃষ্ণরসাল-বাহুবিলসৎকণ্ঠী মধৌ মাধবী।
রাধা নৃত্যতি যত্র চারু বলতে রাসস্থলী সা পরা
যস্মিন্ কঃ সুকৃতী তমুন্নতময়ে গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ? ৭ ॥

অনুবাদ। যেখানে রাসলীলায় শত শত কমলার বন্দনীয় অতি রমণীয় সখীগণে পরিবৃত ও শ্রীকৃষ্ণের সুরভিত ও শৃঙ্গাররসময় বাহুতে গৃহীত-কণ্ঠ হইয়া মাধবপ্রিয়া শ্রীরাধিকা মধুমাসে নৃত্য করিয়া-

নবনী মাখন ছেনা যে ছিল পসারে।
সকল দিলেন শ্যামনাগরের করে ॥
অঞ্জলি অঞ্জলি করি করিলা ভোজন।
সবে মেলি চলিলেন আপন ভবন ॥
আইলা মন্দিরে রাই সখীগণ-সঙ্গে।
হরিষে বসিলা ধনী প্রেমের তরঙ্গে ॥" (পদকল্পতরু)

শ্রীপাদের স্ফূর্তির বিরাম হইয়াছে। বাহ্যাবেশে বলিলেন—এইপ্রকার যুগলের নানাবিধ রহস্যময় লীলানিকেতন মানসগঙ্গা যে গিরিরাজে শোভা পাইতেছেন এবং যুগলের উৎকণ্ঠাময়ী মিলন লীলার যিনি প্রতিভূ বা মধ্যস্থ হইয়াছেন, সেই গিরিরাজ গোবর্ধনকে কোন্ ব্যক্তি না আশ্রয় করিবে ? অর্থাৎ আশ্রয়ীকে কৃপা করিয়া গিরিরাজ স্বীয় বক্ষে অনুষ্ঠিত এইপ্রকার যুগলের রহস্যময় লীলাদর্শন করাইয়া ধন্য করিয়া থাকেন—ইহাই অভিপ্রায়।

"যে স্থানেতে শ্রীগোবিন্দ নাবিক রূপেতে।
রসবতী রাধিকায় চড়ায়ে নৈকাতে ॥
তরঙ্গিত মধ্যস্থলে নৌকার দোলনে।
ভয়েতে বিহ্বল রাধা হৃদয়-কম্পনে ॥
স্তুতি করে রসবতী শ্রীকৃষ্ণ-চরণে।
পণ লয় নাবিক চুম্বন-আলিঙ্গনে ॥
সেই ত মানসগঙ্গা ভুবনপাবন।
বিরাজিত যেস্থানেতে সেই গোবর্দ্ধন ॥
ব্রজনবদম্পতীর মধ্যস্থ-স্বরূপ।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড-মাঝে ধন্য রসকূপ ॥
সেই গোবর্দ্ধন ভাই এই ত্রিভুবনে।
কেবা না আশ্রয় করে একান্ত শরণে ॥" ৬ ॥

ছিলেন, সেই দ্বিতীয় রাসস্থলী অদ্যাপি যেখানে বিরাজ করিতেছে, এতাদৃশ অতিশ্রেষ্ঠ গোবর্ধনকে কোন্ পুণ্যাত্মা না আশ্রয় করিবেন ? ৭ ॥

টীকা। পুনঃ 'সাধৌ সঙ্গঃ স্বতোবরে' ইতি দিশা সাধুষু শ্রেষ্ঠত্বাদসৌ সেব্য ইত্যাহ রাসে ইতি। অয়ে ভক্তাঃ কঃ সুকৃতী ভজন্ দৃষ্টবান্ উন্নতমতিশ্রেষ্ঠং তমিতি সম্বন্ধঃ। উন্নতমুচ্চমিতি ব্যাখ্যায়াম্ উচ্চস্যাশ্রয়পোষকত্বাভাবাদপুষ্টত্বদোষঃ স্যাৎ। যত্র গোবর্দ্ধনে মধৌ বসন্তে রাধামাধবী রাসে নৃত্যতি। মাধবী মাধবস্য প্রিয়া মাধবী লতা চ। কিম্ভূতা শ্রীণতেন লক্ষীশতেন বন্দ্যং বন্দনীয়ং যৎ সুন্দরং সখীবৃন্দং তেনাঞ্চিতা শোভিতা। পক্ষদ্বয়েঽপি সাম্যম্। পুনঃ কিম্ভূতা সৌরভেণ গন্ধেন ভ্রাজন্মনোহরো যঃ কৃষ্ণস্য রসালবাহুঃ রসং শৃঙ্গারমালাতি স্বস্পর্শেন দদাতি রসালস্তত্র বিলসন্ কণ্ঠো গলো যস্যাঃ সা। পক্ষে কৃষ্ণবর্ণ রসাল আম্র-স্তস্য বাহুরিব বাহুঃ শাখা তত্র বিলসন্ সংলগ্নো ভবন্ কণ্ঠঃ শিখরাধোভাগো যস্যাঃ সা চ। যস্মিংশ্চ অপরা রাসস্থলী বলতে বিরাজতে। যস্মিন্নিত্যত্র সমুচ্চয়সূচক চকারাভাবান্ন্যূন-পদতা দোষঃ পূর্ব্ববৎ সোঢ়ব্যঃ ॥ ৭ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ দাসগোস্বামী এই শ্লোকে শ্রীগিরিরাজের অপর একটি শ্রেষ্ঠতম মহিমার উল্লেখ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাভেদে লীলাভূমির বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। সর্বলীলা-মুকুটমণি শ্রীশ্রীরাসলীলা। 'রস' শব্দের উত্তর সমূহার্থে ষ্ণ প্রত্যয়ে 'রাস' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ নিখিল অপ্রাকৃতরসের বিকাশ যে লীলায়, তাহাই রাসলীলা। শ্রীভগবানের ভিন্ন ভিন্ন রমণীয় লীলায় যে আস্বাদনটি খণ্ডিতভাবে নিহিত রহিয়াছে, তাহাই শ্রীরাসলীলার মধ্যে অখণ্ডিতভাবে বিরাজিত। কারণ ইহার মধ্যে পূর্বরাগ অভিসারাদি হইতে আরম্ভ করিয়া উৎকণ্ঠিতা, মান, বিরহ, মিলন প্রভৃতি বহু বহু নিগূঢ় রসময়ী লীলার রস একাধারে নিহিত রহিয়াছে। এই অপ্রাকৃত পরমরসকদম্বময় রাসলীলাবিনোদ একমাত্র লীলাপুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্ যশোদানন্দনেই সম্ভব। কারণ তিনি মহাসমর্থ, রসিকশেখর বা ঐশ্বর্যজ্ঞান-গন্ধশূন্য বিশুদ্ধ প্রীতিরসাস্বাদন-লোলুপ, সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ও পরমকরুণ। এই সব গুণ সমন্বিত অপ্রাকৃত নটরাজ ও মাদনাখ্য মহাভাববতী রাসেশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণী ভিন্ন রাসলীলা-বিনোদ কখনই সম্ভবপর নহে। বৃন্দাবন যমুনাতট এই রাসলীলার রমণীয় নিকেতন। এই জন্যই শ্রীবৃন্দাবনের এত মহিমা। কিন্তু হরিদাসবর্য শ্রীগোবর্ধনও এই মহাসৌভাগ্যে বঞ্চিত নহেন। তাঁহার তটেও শ্রীশ্রীরাধামাধবের বসন্তরাসের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

শ্রীপাদ এই শ্লোকে শ্রীগোবর্ধনে সসখী শ্রীরাধামাধবের রাসলীলার স্ফুরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বভাবতঃই নৈসর্গীক-শোভাসম্পদে পরম-সমৃদ্ধ শ্রীগিরিরাজের ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে কি অপূর্বশোভা! কোমল মলয়পবনে আন্দোলিত হইতেছে ললিতলবঙ্গলতা। কুঞ্জে কুঞ্জে অলির গুঞ্জন, কোকিলের কূজন। মধুর বসন্তদিনে কোমলা লতিকার অঞ্চল আন্দোলিত করিয়া মলয়ানিল যেন নর্তকীর মত তাহাদের নৃত্য

শিক্ষা দিতেছে ! তমালকুসুমের সুবাস আচ্ছন্ন করে ফেলেছে মৃগমদের সৌরভকে। বনে বনে রক্তরাঙ্গা পলাশের ফুল, যেন মদনের তীক্ষ্ণ নখাস্ত্র ! মদনরাজার স্বর্ণছত্রদণ্ডের ন্যায় বিকসিত হইয়াছে কেশর-কুসুম। থরে থরে প্রস্ফুটিত পাটলীকুসুমে শোভা পাইতেছে ভৃঙ্গের দল, যেন মদনের বাণভরা ফুলধনু ! কেতকী কুসুমের বিকাশ দেখিয়া মনে হয় যেন দন্তবিকাশ করিয়া হাসিতেছে বাসন্তী। মাধবীর পরিমলে মালতীর গন্ধে সুরভিত বনভূমি। মুকুলিত রসালতরু মাধবীলতার আলিঙ্গনে পুলকিত। রসালের নিবিড় শাখায় কোকিলের ঘন ঘন কুহুনাদ, যেন মদনের জয়ডঙ্কা। মধুগন্ধে মাতোয়ারা ভ্রমরের দল বারে বারে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে আম্রমঞ্জরীকে। সমীরণ মল্লীলতার বুক হইতে পুষ্পপরাগ আহরণ করিয়া তাহার গন্ধ ছড়াইতেছে দিগন্তে। সায়ংকালে উদিত হইয়াছেন পূর্ণচন্দ্র-সুরক্তিম রাগে পূর্বাশা রঞ্জিত করিয়া। যেন প্রবাস হইতে সমাগত প্রিয়তম বিরহিণী প্রিয়ার বদনখানি নবকুঙ্কুমরাগে করিয়াছেন সুরঞ্জিত ! এ হেন বাসন্তীশোভার পরিবেশে সসখী শ্রীরাধারাণীর সঙ্গে রাসনৃত্য করিতেছেন নটরাজ শ্যামসুন্দর।

"সরস বসন্ত　　　　　সময় বন শোহন
　　মোহন-মোহিনী সঙ্গ।
অপরূপ রাস　　　　　বিলাসহিঁ নিমগন
　　দুহুঁ দুহুঁ অঙ্গহিঁ অঙ্গ॥
　　দেখ সখি ! রাস-বিলাস।
কত কত যন্ত্র　　　　　তন্ত্র সঞ্চারত
　　কতহুঁ রাগ পরকাশ॥
যূথহিঁ যূথ　　　　　মিলি সব কামিনী
　　যামিনী বিলসই ভাল।
নাচত রঙ্গিণী　　　　　প্রেম-তরঙ্গিণী
　　গাওত মদন গোপাল॥
বাওয়ে উপাঙ্গ　　　　　ডম্ফ স্বর-মণ্ডল
　　কঙ্কণ কিঙ্কিণী রোল।
বহুবিধ তাল　　　　　মান ধরু করতলে
　　অনন্ত আনন্দ-হিল্লোল॥" (পদকল্পতরু)

শ্রীপাদ বলিতেছেন—শ্রীরাধার যে সব সখী বসন্তরাসে নৃত্য করিতেছেন, তাঁহারা শত শত কমলারও বন্দনীয়া। সকলেই মহাভাববতী, ব্রজরমণীগণ ব্যতীত অপর কোন ভগবৎকান্তার মধ্যে মহাভাব নাই। এই মহাভাবই রাসরসের একমাত্র উপাদান। তাই ব্রজ ছাড়া অন্যত্র কোথাও রাস-

লীলা হয় না। শ্রীউদ্ধব মহাশয় রাসলীলার মধ্য দিয়াই ইঁহাদের লক্ষ্মী-বিজয় মহিমার ঘোষণা করিয়াছেন—

"নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ব্রজসুন্দরীনাম্ ॥" (ভাঃ-১০।৪৭।৬০)

অর্থাৎ "রাসোৎসবে স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের ভুজলতাদ্বারা কণ্ঠে গৃহীতা হইয়া মনোরথ পূর্ণ হওয়ায় ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের বামবক্ষঃস্থলে নিয়ত বর্তমানা পরম প্রেমময়ী লক্ষ্মীদেবীও তাহা লাভ করিতে পারেন নাই, (অন্য ভগবৎকান্তার কথা দূরে থাকুক) স্বর্ণকমলের ন্যায় গন্ধ ও কান্তি যাঁহাদের সেই বৈকুণ্ঠস্থা ভূ, লীলা প্রভৃতিও লাভ করিতে পারেন নাই, সুতরাং স্বর্গাঙ্গনাগণ, অপ্সরাগণও পৃথিবীর স্ত্রীগণের তো কথাই নাই।"

এইরূপ শ্রীরাধার সখীগণ এবং ব্রজসুন্দরী-শিরোমণি সাক্ষাৎ মহাভাব-স্বরূপিণী রাসেশ্বরী শ্রীরাধারাণী গোবর্ধনে যে দ্বিতীয় রাসস্থলীতে শ্রীকৃষ্ণের সুরভিত এবং শৃঙ্গার রসময় বাহুদ্বারা গৃহীত কণ্ঠ হইয়া মহাসুখে রাসনৃত্য করিয়াছেন, সেই পরম মহান্ শ্রীগিরিরাজ গোবর্ধনকে কোন্ সুকৃতী না আশ্রয় করিবেন? অর্থাৎ এই রসময়ী রাসাদি লীলার অনুভূতি লাভের নিমিত্ত মহাসৌভাগ্যবান্ সাধকগণ এই গিরিরাজের তটকেই একান্তভাবে আশ্রয় করিয়া থাকেন।

"যাঁদের বন্দনা করে লক্ষ্মী শত শত।
রমণীয় সখীগণে হয়ে পরিবৃত ॥
শ্রীকৃষ্ণের রসময় সৌরভ পূরিত।
দীর্ঘার্গল-সম যেই বাহু সুবলিত ॥
সেই বাহু যুগলেতে আবদ্ধ হইয়া।
মাধবের প্রিয়া রাধা কণ্ঠ মিলাইয়া ॥
মধুমাসে নৃত্য করে নবীন দম্পতি।
দ্বিতীয় সেই রাসস্থলী গোবর্দ্ধনে খ্যাতি ॥
অতুল মহিমাময় শ্রীল গোবর্দ্ধন।
কেবা না আশ্রয় করে ওহে ভক্তগণ ॥" ৭ ॥

যত্র স্বীয়গণস্য বিক্রমভৃতা বাচা মুহুঃ ফুল্লতোঃ
স্মের-ক্রূর-দৃগন্ত-বিভ্রম-শরৈঃ শশ্বন্মিথো বিদ্ধয়োঃ।
তদ্‌যূনোর্নবদানসৃষ্টিজকলির্ভঙ্গ্যা হসন্ জৃম্ভতে
কস্তং তৎপৃথুকেলিসূচনশিলং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ? ৮ ॥

অনুবাদ। যেস্থানে স্বজনগণের (সুবল, মধুমঙ্গল ও ললিতা-বিশাখাদির) বাক্কলহে পরস্পর বিক্রমপূর্ণ বচনদ্বারা শ্রীযুগল সমুৎফুল্লচিত্ত, পুনঃ পুনঃ ঈষৎহাস্য, কুটিল ভ্রূধনু চালনা করিয়া অপাঙ্গ-বাণে উভয়ে উভয়কে বিদ্ধ করিতেছেন, সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের অভিনব দানকেলি-কলহ নানা ভঙ্গীতে হাস্য-পরিহাসের সহিত পরিবর্ধিত হইতেছে এবং যেস্থানে সেই দানলীলাসূচক শিলাসমূহ বিরাজমান, সেই শ্রীগোবর্ধনকে কোন্ জন না আশ্রয় করিবে ? ৮ ॥

টীকা। যন্নিকটভূপ্রদেশাবকলনেনাপি রাধাকৃষ্ণয়োঃ স্ফূর্ত্তিস্তং বিহায়াপরঃ কঃ সেব্যোঽস্তী-ত্যাহ যত্রেতি। যত্র গোবর্দ্ধনে তদ্‌যূনো রাধাকৃষ্ণয়োর্ভঙ্গ্যা বাক্ চাতুর্য্যেণ নবদান সৃষ্টিজকলির্নূতন-দানকৃতিজন্য কলহো হসন্ প্রকাশমানো বিজৃম্ভতে অবর্দ্ধত বর্ত্তমান সামীপ্যে ভূতে লট্। যদ্বা অপ্রকট-প্রকাশেন সর্ব্বাসাং লীলানাং নিত্যত্বাৎ বর্ত্তমান প্রয়োগঃ। 'জয়তি জননিবাস' ইতি বৎ। কিন্তূতয়োঃ স্বীয়গণস্য মধুমঙ্গল ললিতাদিকস্য বিক্রমভৃতা অসৌ মদনমোহনো মম সখৈবাস্যাধীশ্বরো যূয়মস্য প্রজা ইতি মধুমঙ্গলস্য 'রাধা বৃন্দাবনে বনে' ইতি দিশা রাধিকায়া এব রাজ্ঞীত্বং যুষ্মাভিস্তু নির্লজ্জৈরাজ্যাং ধার্ষ্ট্যমাচর্য্যত ইতি ললিতায়াঃ বিরোধ প্রাগল্‌ভ্য যুজা বাচা মুহর্বারং বারং ফুল্লতো হর্ষিতয়োঃ। পুনঃ কিন্তূতয়োঃ শশ্বন্নিরন্তরং স্মের-ক্রূর দৃগন্ত-বিভ্রম-শরৈর্মিথঃ পরস্পর বিদ্ধয়োঃ স্মেরাঃ প্রকাশমানা যে ক্রূরস্য ঘোরস্য বিভ্রমাশ্চালনানি তে এব শরাস্তৈঃ। 'ক্রূরস্তু কঠিনে ঘোরে' ইত্যাদি মেদিনী ॥ ৮ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীগোবর্ধনে অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরিহাস-রসময় লীলা-গুলির অন্যতম দানলীলার স্ফূর্তি শ্রীপাদের চিত্তে উদিত হইয়াছে। গোবর্ধনের মহিমা কথন-প্রসঙ্গে এই শ্লোকে তাহাই বর্ণনা করিতেছেন। গোবর্ধনে দানঘাটিতে দানলীলায় নিজগণসঙ্গে আড়ম্বরময় বাক্য-কলহে শ্রীযুগলের পারস্পরিক শৃঙ্গাররসমাধুরীর অপূর্ব আস্বাদন। দানলীলা সত্যই অতি অদ্ভুত রসাস্বাদনময়ী। কথিত আছে, শ্রীপাদ রঘুনাথের বিরহ-কাতর দশাদর্শনে অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তির অগ্নিতাপে জ্বালার উপশমের ন্যায় শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ বিরহরসাস্বাদনে তাঁহার বিরহজ্বালার উপশম হইবে ভাবিয়া বিপ্রলম্ভ-রসময় ললিতমাধব নাটকখানি শ্রীরঘুনাথকে পড়িতে দেন। নাটকের মহাবিপ্রলম্ভ-রসাত্মক কাহিনীর পাঠে রঘুনাথ উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন, এমনকি তাঁহার প্রাণরক্ষাও কঠিন হইয়াছিল। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ তখন মিলনরসাত্মক শ্রীযুগলের অপূর্ব হাস্য-পরিহাসরসময় দানলীলা "দানকেলি-কৌমুদীতে" বর্ণনা করত রঘুনাথকে তাহা পড়িতে দিয়া শোধন-ব্যপদেশে ললিতমাধব ফিরাইয়া আনেন। ইহাতে শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্ত রসান্তরে প্রবিষ্ট হইয়া এতই আস্বাদন লাভ করে যে, ইহার রসোদ্গার স্বরূপ

তিনি "দানকেলিচিন্তামণি" এবং "মুক্তাচরিত" নামক সম্ভোগরসপ্রচুর হাস্য-পরিহাসাত্মক কাব্যদ্বয় রচনা করেন।

শ্রীবসুদেব মহাশয়ের ইচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীভাগুরী প্রভৃতি ঋষিগণ গোবর্ধনতটে গোবিন্দকুণ্ডে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। যজ্ঞে ঘৃতদানকারিণী গোপীগণের অভীষ্টলাভ সুনিশ্চিত। ব্রজে সর্বত্রই এই সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীমতী রাধারাণী ললিতাদি সখীগণ সঙ্গে উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিতা হইয়া স্বর্ণকলসে সদ্যজাত ঘৃত লইয়া গোবিন্দকুণ্ডের দিকে চলিয়াছেন। সৌন্দর্যে পথ আলোকিত। মনের কথা—'দানচ্ছলে ভেটিব কানাই'। শ্রীমতী চকিত নেত্রে এদিক ওদিক তাকাইতেছেন—'কোথায় প্রাণনাথ'।

ব্রজেন্দ্রনন্দন এই সংবাদ পাইয়া সুবল-মধুমঙ্গলাদি প্রিয়নর্ম সখাগণের সঙ্গে মানসগঙ্গার সন্নিহিত স্থানে শ্রীগিরিরাজের উপরে বিরাজমান শ্যামবেদীতে দণ্ডায়মান হইয়া নিরুপম দানঘাটী রচনা করিয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার সুমধুর বেণুনাদে স্থাবর-জঙ্গম পুলকিত।

"সুন্দরি! শুনহ আজুক কথা।
তাপ দূরে গেল সব ভাল হৈল
ইহা উপজিল যথা॥
অরুণ-উদয়ে ব্রাহ্মণ-নিচয়ে
আইল গোকুলমাঝ।
জরতীর স্থানে করি নিবেদনে
আপন মনের কাজ॥
গোবর্দ্ধন-পাশে আমরা হরিষে
করিব যজ্ঞের কাম।
যে গোপ-যুবতী ঘৃত দিবে তথি
ইষ্টবর পাবে দান॥
জটিলা শুনিয়া আমারে ডাকিয়া
যতন করিয়া বৈল।
বধূরে সাজাঞা গবীঘৃত লৈয়া
ত্বরিতে তাঁহাই চৈল॥
এ সব বচনে সব সখীগণে
রাইয়ের আনন্দ হোয়।

সে হেন নাগর গুণের সাগর
দরশ হইবে মোয় ॥
এত মনে করি অতি রসে ভরি
অঙ্গহি সুবেশ কেল।
ঘৃতের পসরা সাজাঞা সত্বর
সবে মেলি চলি গেল ॥
এ কথা জানিয়া সে যে বিনোদিয়া
বাঁধিয়া ও চূড়া চান্দে।
সুবলাদি লইয়া আধপথে যাইয়া
রহল দানীর ছান্দে ॥
বেণুর নিসান করয়ে সঘন
বাজায় ও জয়-তুরী।
এ যদুনন্দন করে দরশন
নিবিড় আনন্দে ভরি ॥"

সখীসঙ্গে শ্রীমতী দানঘাটীর সন্নিহিত হইয়াছেন। পারস্পরিক দর্শন। মহাভাবময়ীর হৃদয়-তটিনীতে মহাভাবের প্রগাঢ় তরঙ্গ উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে। সখীগণ-সঙ্গে হাস্য-পরিহাসরঙ্গে চলিয়াছেন। 'ঘাটি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছ যে, ও গোয়ালিনি। আরে, দান দিয়া যাও।' উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন সুবল। ভ্রূক্ষেপ নাই। গরবিনীগণ বাহুনাড়া দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। শ্রীমতীর প্রতিটি পদবিন্যাস শ্যামনাগরের মনের উপর। ভূষণের ধ্বনিতে কর্ণে অমৃতসিঞ্চন। মুগ্ধ নাগর ছুটিয়া আসিতেছেন। মোহনিয়া দানী। হাতে বাঁশি, মুখে হাসি, নয়নে কটাক্ষ। যুগলমাধুরীর প্লাবনে সখী-মঞ্জরীগণের মনোমীন মহাসুখে সন্তরণ করিতেছে। নাগর পথ অবরোধ করিয়া বলিতেছেন—'দান দিয়া যাও।' শ্রীমতীর নয়নে কিলকিঞ্চিত ভাবের প্রকাশ।

"গরবহিঁ সুন্দরী চললহিঁ আনত
নাগর পন্থ আগোর।
কহতহিঁ বাত দান দেহ মঝু হাত
আন ছলে কাঁচলী তোর ॥
অপরূপ প্রেম-তরঙ্গ।
দান-কেলি-রস- কলিত মহোৎসব
বর কিলকিঞ্চিত রঙ্গ ॥

অলপ পাটলভেল অথির দৃগঞ্চল
তাঁহ জল-কণ পরকাশ।
ধুনাইত ভুরূধনু পুলকে পূরল তনু
অলখিত আনন্দ-হাস ॥
ঐছন হেরি চরিত পুন তৈখনে
বাহুড়ল পদ দুই চারি।
রাধামাধব দুহুঁ কর-পদতলে
রাধামোহন বলিহারি ॥"

প্রথমতঃ সখীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও সখাগণের আড়ম্বরপূর্ণ বাক্যবিলাসে দানকলহ চলিতেছে। ‡ স্বামিনী গাম্ভীর্যবতী—মৌনী। তাঁর মুখে, নেত্রে ভাবতরঙ্গের কি সুরসাল অভিব্যক্তি। মোহিত নাগর শ্রীমতীর গায়ে হাত দিতে যাইতেছেন। ললিতা শ্রীরাধার সম্মুখে আসিয়া বাধা দিয়া বলিতেছেন—

"এই মনে বনে দানী হইয়াছ
ছুঁইতে রাধার অঙ্গ।
রাখাল হইয়া রাজ-কুমারী সঙ্গে
কিসের রভস রঙ্গ ॥
এমন আচর নাহি কর ডর
ঘনাঞা আসিছ কাছে।
গুরুবর আগে করিব গোচর
তখন জানিবে পাছে ॥
ছুঁইও না ছুঁইও না নিলজ কানাই
আমরা পরের নারী।
পর পুরুষের পবন পরশে
সচেলে সিনান করি ॥
....
গোবিন্দ দাসের বচন মানহ
না কর এমন ঢঙ্গ।
যোই নাগরী ও রসে আগরী
করহ তাহার সঙ্গ ॥"

‡ শ্রীদানকেলিকৌমুদী ও শ্রীদানকেলিচিন্তামণিতে এইসব সংলাপ দ্রষ্টব্য।

শেষে ললিতাদি সখীগণের ও সুবল, মধুমঙ্গলাদি সখাগণের পরস্পরের বৃন্দাবনের আধিপত্য লইয়া বিক্রমপূর্ণ বাক্যে কলহ হইতেছে। সখীগণ নানাযুক্তিপূর্ণ বাক্যে ও প্রমাণ দ্বারা বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার শ্রীবৃন্দাবনের আধিপত্য বা অধিকার প্রতিপাদন করিয়া সখাসঙ্গে শ্যামসুন্দর লক্ষ লক্ষ গাভী-চারণে যে তৃণাদির ও বৃক্ষ-লতিকাদির শ্রী নষ্ট করিয়া বৃন্দাবনকে উন্মূলিত করিতেছেন— এজন্য তৃণ-কর চাহিতেছেন। সখাগণও শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনাধিপত্য স্থাপন করিয়া ঘাটী দান চাহিতেছেন। তাঁহাদের কলহবাক্যে উৎফুল্লিত শ্রীযুগল সহাস্যবদনে ভ্রূধনু চালনা করিয়া পরস্পরকে শত শত কটাক্ষবাণ নিক্ষেপ করত উভয়ে উভয়ের চিত্তকে বিদ্ধ করিতেছেন। এইভাবে কলহ বর্ধিতই হইয়া চলিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণসহ সখাগণের ঔদ্ধত্য দর্শনে কোন সখী গোপনে শ্রীমতীর কর্ণে বলিতেছেন—

"সুন্দরি! অলখিতে হও তিরোধান।
গিরিবর কুঞ্জ-　　　　কুটিরে অতি গোপতে
যাই রাখহ নিজ মান॥
ইহ অতি চপল-　　　　চরিত বর গিরিধর
কিয়ে জানি করু বিপরীত।
শুনি উহ সুবচন　　　　ভীতহিঁ জনু জন
রাই করল সোই নীত॥
বুঝি পুন নাগর　　　　সব গুণ-আগর
অলখিতে তঁহি উপনীত।
রাধামোহন পুন　　　　দেখি সুনাগরী
আনন্দে নিমগন চিত॥

কৌশলে উৎকণ্ঠিত যুগলের গিরিবর গোবর্ধন-কুঞ্জে মধুর মিলন সম্পাদন করাইলেন সখীগণ; কুঞ্জরন্ধ্রে নয়ন দিয়া সখী-মঞ্জরীগণ যুগলবিলাস-মাধুরী আস্বাদনে ধন্য হইলেন।

"পরশহিঁ গদ গদ নহি নহি বোল।
তনু তনু পুলকিত আনন্দ-হিলোল॥
কো করু অনুভব দুহুঁক বিলাস।
এক মুখে সীতকার একমুখে হাস॥
নিমীলিত নয়ন নয়ন অরু থির।
মণি তরলিত মণি মঞ্জু মঞ্জীর॥
নাগরী দেওয়ল ঘন-রস দান।
রাধামোহন পহু অমিয়া সিনান॥"

শ্রীদামাদি-বয়স্যসঞ্চয়বৃতঃ সঙ্কর্ষণেনোল্লসন্
যস্মিন্ গোচয়-চারু-চারণপরো রীরীতি গায়ত্যসৌ।
রঙ্গে গূঢ়গুহাসু চ প্রথয়তি স্মারক্রিয়াং রাধয়া
কস্তং সৌভগভূষিতাঞ্চিততনুং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ? ৯ ॥

অনুবাদ। যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব ও সখাবৃন্দসহ মিলিত হইয়া সুচারুরূপে গোচারণ করিতে করিতে 'রী রী' এইভাবে মধুর স্বরে গান করিয়াছিলেন এবং যাহার নিভৃত গুহারূপ রঙ্গমঞ্চে শ্রীরাধার সহিত কন্দর্প-কেলিরূপ অপূর্ব নাট্যরঙ্গ-বিস্তার করিয়াছিলেন ; এইসব সৌভাগ্যভূষণে ভূষিত শ্রীগিরিরাজ গোবর্ধনকে কোন্ ব্যক্তি না আশ্রয় করে ? ৯ ॥

টীকা। সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তীতি ন্যায়েন সৌভাগ্যবতঃ সেবনমুচিতমেবেত্যাহ শ্রীদামেতি। কঃ সৌভাগ্যাকাঙ্ক্ষী সৌভগভূষিতাঞ্চিত তনুং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ। সৌভগং সৌভাগ্যমেব ভূষিতং ভূষণং তেন অঞ্চিতা প্রাপ্তা পূজিতা বা তনুর্যস্য তম্। যস্মিন্ গোবর্দ্ধনে অসৌ শ্রীকৃষ্ণো রীরীতি গানালাপ-বিশেষং যথাস্যাত্তথা সঙ্কর্ষণেন রামেণ সহ গায়তি পূর্ব্ববৎ বর্ত্তমান প্রয়োগঃ। শ্রীদামাদি বয়স্যস্য

শ্রীপাদ বলিতেছেন—'এই মধুরাতিমধুর দানলীলাসূচক চিহ্নে চিহ্নিত শিলাসমূহ যে গিরিরাজ গোবর্ধনে অদ্যাপি শোভা পাইতেছেন, সেই গিরিরাজকে কোন্ ব্যক্তি না আশ্রয় করিবেন ?'

"মধুমঙ্গলাদি ছলে কহে ব্যঙ্গ করি।
অবধান কর ওগো ললিতা-সুন্দরী ॥
বৃন্দাবনের রাজা কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তোমরা তাহার প্রজা যত গোপীজন ॥
শুনিয়া ললিতা কহে শুন ওহে বটু।
বৃন্দাবনের রাজ্ঞী রাধা কেন কহ কটু ॥
তোমরা সকলে রাধার একান্ত আশ্রিত।
বাক্য-কলহেতে রাধাশ্যাম হৃষ্টচিত্ত ॥
কিলকিঞ্চিত ভাবে অপাঙ্গ-চালনে।
পরস্পর বাণে বিদ্ধ কলহ-বচনে ॥
যে স্থানেতে রাধাকৃষ্ণের নবদান-লীলা।
সেই চিহ্নে সুচিহ্নিত গোবর্দ্ধন-শীলা ॥
হরিলীলাক্ষেত্র এই গিরিবর-রাজ।
কেবা না আশ্রয় করে ভকতসমাজ ?" ৮ ॥

সঞ্চয়েন সমূহেন বৃতঃ আবৃতঃ গোচয়স্য গোসমূহস্য ইতস্ততো নূতন শস্পভোজন-প্রযুক্ত্যা চারু বিলক্ষণং যচ্চারণং ভ্রামণং তদেব পরং শ্রেষ্ঠং যস্য। 'পরঃ শ্রেষ্ঠাবিদূরান্যোত্তরে ক্লীবন্তু কেবলে' ইতি মেদিনী। রঙ্গে নৃত্যক্রিয়ায়াং গূঢ়গুহাসু চ অতি নির্জন গহ্বরেষু রাধয়া সহ স্মারক্রিয়াং কন্দর্পক্রীড়াং প্রথয়তি বিস্তারয়তি তত্র রঙ্গে স্মারক্রিয়াং প্রিয়ে তবোরস্যেতৎ কিং পশ্য ত্যজয়ামীত্যঙ্গস্পর্শাদিকাং নিভৃতং কিঞ্চিৎ কথয়ামি শৃন্বিতি কর্ণে লগিত্বা চুম্বনাদিকঞ্চ গূঢ় গুহাসু ত্বন্তরঙ্গরূপাম্ ॥ ৯ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীগোবর্ধনের মাহাত্ম্য-বর্ণনপ্রসঙ্গে অপর এক-দিবসের স্ফূর্তিপ্রাপ্ত একটি লীলার উল্লেখ করিতেছেন। এই সমস্ত লীলা রাগানুগীয় সাধকের ধ্যান-ধ্যেয় সম্পদ্। রাগানুগামার্গে ভজনের সৌভাগ্যলাভ করা বহু সাধনা এবং অহেতুক মহৎকৃপার ফল। যাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধ এবং অপ্রাকৃত ভাবতত্ত্বের ধারণায় সমর্থ, তাঁহারাই রাগানুগামার্গে প্রেমসেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারেন। এই রাগমার্গের মধ্যেও আবার গোপী-আনুগত্যময়ী ভজন অতিশয় রহস্যময়। একমাত্র তাদৃশ ভাব সমন্বিত মহতের কৃপাসাপেক্ষ। শ্রীপাদ গোস্বামিগণের এই সব মহাশক্তিশালী বাণীর শ্রবণ, কীর্তন এবং চিন্তনে সাধকের মধ্যে তাঁহাদের কৃপার ধারা সঞ্চারিত হইয়া থাকে। সাধক অনায়াসে ভাবরাজ্যে উন্নীত হইয়া এইসব রহস্যময়ী লীলার নিগূঢ় রসাস্বাদনে ধন্য হইতে পারেন।

একদা নিদাঘের দিবাভাগে যাবটে শ্রীমতী কৃষ্ণবিরহে কাতরা। শ্যামবিরহের আতিশয্যে প্রাণ কণ্ঠাগত। তুলসীকে বলিতেছেন—'তুলসি। তুই-ই আমার এই সঙ্কটকালে একমাত্র সহায়। প্রিয়তমের দর্শন করাইয়া প্রাণরক্ষা কর্।' স্বামিনীর শ্রীচরণাশ্রিতা কিঙ্করী, সবকার্যের একমাত্র অবলম্বন। মহাজন বলেন—যুগলবিলাস সুখস্বরূপ, বিভু বা স্বপ্রকাশ হইলেও সখীগণের সহায়তা ভিন্ন পরিপুষ্টি লাভ করে না। যেমন পরব্রহ্ম বিভু বা স্বপ্রকাশ হইলেও চিচ্ছক্তির সহায়তা ভিন্ন পুষ্টিলাভ করেন না তদ্রূপ।

"বিভুরতিসুখরূপঃ স্বপ্রকাশোঽপি-ভাবঃ ক্ষণমপি ন হি রাধাকৃষ্ণয়োর্যা ঋতে স্বাঃ।
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতীবিবেশঃ শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ ॥"

"সখী-বিনু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়।
সখীলীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয় ॥" (চৈঃ চঃ)

সখীগণের মধ্যেও আবার শ্রীমতীর অভিন্নপ্রাণা অভিন্নদেহা মঞ্জরীগণ সর্বোর্ধে। কারণ সখীর নিকট অনেক মনোভাব প্রকাশ করিতে শ্রীরাধা সঙ্কোচ বোধ করেন, কিন্তু দাসীর কাছে অসঙ্কোচে মনো-ভাব ব্যক্ত করেন।

শ্রীমতী বিপুল উৎকণ্ঠায় তুলসীর সঙ্গে গৃহের বাহির হইয়া পড়িলেন। দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্যা,

দিবাভিসারিকা শ্রীমতী পরমানুরাগভরে তুলসীর হাত ধরিয়া চলিয়াছেন। মর্মজ্ঞা তুলসী তাঁহাকে শ্রীগিরিরাজ-গোবর্ধনের দিকে লইয়া যাইতেছেন।

"মাথহিঁ তপন তপত-পথ-বালুক
আতপ-দহন বিথার।
নোনিক পুতলি তনু চরণ-কমল জনু
দিনহিঁ কয়ল অভিসার॥
হরি হরি! প্রেমক গতি অনিবার!
কানু-পরশ-রসে পরবশ রসবতী
বিছুরল সবহুঁ বিচার॥
গুরুজন-নয়ন- পাশগণ-বারণ
মারুত-মণ্ডল-ধূলি।
তা-সঞে মেলি' চললি বররঙ্গিণী
পতিগেহ-নীতহিঁ ভুলি'॥
ঘত ঘত বিঘিনি জিতলি অনুরাগিণী
সাধলি মনসিজ-মন্ত্র।
গোবিন্দদাস কহই—অব সমুঝাউ
হরি সঞে রসময় তন্ত্র॥"

ননীর পুত্তলিকা শ্রীমতী। ধাম সঙ্কুচিত হইয়া † ক্ষণকালমধ্যেই তাঁহাকে গোবর্ধনের সন্নিহিত স্থানে আনয়ন করিয়াছে। গোবর্ধনোপরি শ্যামসুন্দরের বলদেব ও সখাগণসঙ্গে 'রী রী' শব্দে গান শ্রবণে ও গাভীকুলের ইতস্ততঃ সঞ্চরণ দর্শনে তুলসী গোবর্ধনোপরি শ্যামসুন্দরের অবস্থিতি অনুমান করিয়া একটি গোপনকুঞ্জে শ্রীমতীকে বসাইয়া 'রী রী' রবানুসরণে শ্যামের অনুসন্ধানে চলিয়াছেন। বলদেব ও সখাগণসঙ্গে শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিয়া তুলসী কিঞ্চিৎ দূরে কৌশলে শ্যামকে একবার দেখা দিয়া বৃক্ষান্তরালে আত্মগোপন করিয়াছেন! তুলসী শ্রীমতীর ছায়া। শ্যাম তুলসীর দর্শনমাত্রেই প্রিয়াজীর বিরহে অধীর হইয়া পড়িলেন। বলদেব তাঁহাকে আনমনা দর্শনে বলিলেন, 'ভাই! তুমি ক্লান্ত হইয়াছ, এই বৃক্ষতলে একটু বিশ্রাম কর। আমি সখাসঙ্গে গো-সম্বালন করি।' এই বলিয়া তিনি সখাগণসঙ্গে গোধনগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেলে তুলসী শ্যামের নিকট আগমন করিলেন এবং গিরিরাজের এক নিভৃত গুহামধ্যে যুগলের মিলন সম্পাদন করিলেন!

† লীলাভেদে চিন্ময়ধামের সঙ্কোচন-প্রসারণ ধর্মের প্রকাশ হইয়া থাকে। অর্থাৎ শীঘ্র মিলন সম্পাদন করাইয়া উৎকণ্ঠিত রাধামাধবের সেবার জন্য ধাম সঙ্কুচিত হইয়া দূরবর্তি নায়ক-নায়িকাকে মিলিত করেন এবং যখন কোন বিরোধী জন লীলাক্ষেত্রে আসিয়া পড়ে, তখন প্রসারিত হইয়া তাহাকে দূরে সরাইয়া দেন।

কালিন্দীং তপনোদ্ভবাং গিরিগণানত্যুন্নমচ্ছেখরান্,
শ্রীবৃন্দাবিপিনং জনেপ্সিতধরং নন্দীশ্বরং চাশ্রয়ম্।
হিত্বা যং প্রতিপূজয়ন্ ব্রজকৃতে মানং মুকুন্দো দদৌ
কস্তং শৃঙ্গিকিরীটিনং গিরিনৃপং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ? ১০ ॥

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ সূর্যতনয়া কালিন্দীকে, ব্রজের অত্যুন্নত গিরিগণকে এমনকি ব্রজবাসি-জনগণের পরমাশ্রয় ও বাঞ্ছিতপ্রদ শ্রীনন্দীশ্বরকেও ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনের রক্ষাহেতু পর্বতগণের শিরো-

"দুহুঁ দোহাঁ দরশনে ভাবে বিভোর।
দুহুঁক নয়নে বহে ঢরকত লোর ॥
দুহুঁ তনু পুলকিত গদ গদ বোল।
ঘরমহিঁ ভিগল দুহুঁক নিচোল ॥
অপরূপ দুহুঁজন-ভাব-তরঙ্গ।
ক্ষণে ঘন কম্পন ক্ষণে থির অঙ্গ ॥
চলইতে চাহি দুহুঁ চলই না পারি।
কহে মাধব দুহুঁ যাঙ বলিহারি ॥"

গোবর্ধনের নিভৃত গুহারূপ রঙ্গালয়ে শ্রীশ্রীরাধামাধবের কত শত কন্দর্পবিলাসরূপ নাট্যকলা প্রকাশিত হইতে লাগিল। আড়ালে থাকিয়া সেই নৃত্যকলার তালে তালে ভাগ্যবতী তুলসীর চিত্ত-মনও অপূর্ব নটনরঙ্গে নাচিতে লাগিল। সেই স্ফুরণপ্রাপ্ত দিব্যলীলার স্মৃতিতে শ্রীপাদ বলিলেন—শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের এইসব রসময়ী লীলার ও গোচারণাদি লীলার রমণীয় নিকেতন শ্রীগিরিরাজের ন্যায় সৌভাগ্য আর কাহারই বা আছে ? সত্যই তিনি এই অভিনব সৌভাগ্য-বিভূষণে বিভূষিতাঙ্গ ! কোন্ জন সেই গিরিরাজের আশ্রয় গ্রহণ না করে ?

"শ্রীদামাদি সখাগণ বলদেব-সঙ্গে।
যে স্থানেতে শ্রীগোবিন্দ গোচারণ-রঙ্গে ॥
'রী রী' করি মধুর স্বরে করে নানা গান।
নিত্য বিহরিছে যথা গোবর্দ্ধন নাম ॥
যার গুহা-গৃহ-মধ্যে দেখি রঙ্গস্থল।
কন্দর্পকেলি করে নবীন-যুগল ॥
সৌভাগ্যশালী সেই গিরি গোবর্দ্ধন।
কেবা না আশ্রয় করে ওহে ভক্তগণ ॥" ৯ ॥

ভূষণস্বরূপ যে গিরিরাজের অর্চনা করিয়া তাঁহাকে সম্মান দান করিয়াছিলেন, কোন্ ব্যক্তি সেই গিরিরাজ গোবর্ধনের আশ্রয় গ্রহণ না করে ? ১০ ॥

টীকা। যেষাং প্রভোঃ সেব্যোহয়ং তেষাং সেবনীয়োহসৌ কথং ন ভবেদিত্যাহ কালিন্দী-মিতি। এতান্ হিত্বা মুকুন্দো ব্রজকৃতে ব্রজরক্ষণ-নিমিত্তায় পূজয়ন্ সন্ যং প্রতিমানং দদাবিত্যন্বয়ঃ। হেয়বিষয়ানাহ। কালিন্দীমিত্যাদি। তপনোদ্ভবাং তপতি কিরণৈঃ শোষয়তীতি তপনঃ সূর্য্যস্তস্মাদুদ্ভবো যস্যাস্তাম্। সূর্য্যস্তু স্বকিরণে রসং হিত্বা তত্তৎকালে মেঘদ্বারা তং বর্ষতীতি মেঘাস্তস্যাজ্ঞাবহা এব অতস্তৎ কন্যাসেবনেনৈব তদ্বাধ্য মেঘকর্ত্তৃক বিঘ্নাহনুদয় এব স্যাদিত্যেবম্ভূতত্বেহপি। অত্যুন্নমচ্ছেখরা-নিতি অতিশয়ম্ উন্নমন্তি উদ্ধ্বং গত্বা ভূমিস্পৃষ্ট প্রায়াণি শেখরাণ্যগ্রাণি যেষাং তান্ তেষামপি উন্নমদগ্রাধো দেশে ইন্দ্রবৃষ্ট্যা ব্রজরক্ষণ-ক্ষমত্বেহপি। জনেপ্সিতধরমিতি জনানামীপ্সিতমভীষ্টং যেভ্যোধেনু-লতাবৃক্ষেভ্যঃ কামধেনু কল্পলতা কল্পবৃক্ষ রূপেভ্যস্তান্ ধারয়তীতি তথা এতস্যাপি জনেপ্সিত ধারকত্বেন বৃষ্টিবারণ-সমর্থত্বেহপি স্বয়ং ভগবতা আশ্রীয়তেহসাবিত্যাশ্রয়ঃ স্বয়ং ভগবত আশ্রয়স্থানত্বেনাহপ্রাকৃতত্বাৎ তত্র প্রাকৃতানাং মেঘানাং প্রভুত্বাভাবেহপীতি ধ্বনিঃ। অন্যৎ স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। এই স্তবের পরিশেষে শ্রীল গিরিরাজের অপর একটি মহিমার উল্লেখ করিয়া শ্রীপাদ গিরিরাজ-আশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিতেছেন। চৌরাশীক্রোশ ব্রজমণ্ডলে মহামাহাত্ম্যসম্পন্ন নানা লীলাস্থলী থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তাধিক্যে গিরিরাজই যে সর্বাতিশায়ী ; তাহা সহজেই জানা যায়। কারণ ব্রজরক্ষার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত গিরিগণের শিরোরত্ন শ্রীগোবর্ধনকেই নির্বাচিত করিয়া ইন্দ্রযাগের পরিবর্তে গিরিরাজেরই অর্চনার প্রবর্তনা করিয়াছিলেন। শ্রীগিরিরাজের অর্চনা স্থাপনোদ্দেশ্যে শ্রীভগবান্ পুরুষানুক্রমে ইন্দ্রযাগপরায়ণ নন্দাদি গোপগণের নিকট কর্মবাদ স্থাপন করিয়া কৌশলে গিরিরাজ-অর্চনার প্রয়োজনীয়তাটি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখোদ্গীর্ণ-বচনামৃত শ্রবণে নন্দাদি গোপগণের বিনা প্রতিবাদেই গিরিরাজের অর্চনায় মহতী শ্রদ্ধা জাত হইয়াছিল, কারণ গোগণের উপজীব্য গিরিরাজ স্বভাবতঃই ব্রজবাসিগণের পরম ভক্তি ও আরাধনার পাত্র। এ বিষয়ে শ্রীহরিবংশে বর্ণিত আছে—

> "দামোদরবচঃ শ্রুত্বা হৃষ্টাস্তে গোষ্ জীবিনঃ। তদ্বাগমৃতমাসাদ্য প্রত্যূচুরবিশঙ্কয়া ॥
> তবৈষা বাল মহতী গোপানাং চিত্তবর্দ্ধিনী। প্রীণয়ত্যেব নঃ সর্ব্বান্ বুদ্ধির্বৃদ্ধিকরীগবাম্ ॥
> ত্বং গতিস্ত্বং রতিশ্চৈব ত্বং বেত্তা ত্বং পরায়ণম্। ভয়েষ্বভয়দস্ত্বং নস্তমেব সুহৃদাং সুহৃৎ ॥"

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া ব্রজবাসী গোপগণ পরম হৃষ্ট হইলেন। তাঁহার বাক্যামৃত পান করিয়া যেন তাঁহাদের সর্ববিধ ভয় দূরীভূত হইয়া গেল। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন—"হে বালক! তোমার এই মহতী বুদ্ধি গোপগণের হিতকারিণী এবং গোগণের বৃদ্ধিকারিণী! তোমার এই বুদ্ধি আমাদের সকলেরই মহাপ্রীতি বর্ধন করিতেছে। তুমিই আমাদের একমাত্র গতি, ব্রজবাসিগণের

একমাত্র তোমাতেই রতি, তুমিই আমাদের হিতাহিতবেত্তা ; তুমিই আমাদের ভয়কালে অভয়দাতা এবং তুমিই আমাদের পরম সুহৃৎ।" নন্দাদি ব্রজবাসিগণ বিপুল উৎসাহে এবং নানাবিধ সম্ভারে গিরিরাজের অর্চনা আরম্ভ করিলে গিরিগণের শিরোরত্ন গোবর্ধন রত্নশিলাময়রূপে তাঁহাদের পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পৃথিবীস্থিত সুমেরু, হিমাচলাদি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পর্বতরাজি নানা উপায়ন লইয়া গিরিরাজের আরাধনার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন।

"গোবর্দ্ধনো রত্নশিলাময়োঽভূৎ সুবর্ণশৃঙ্গৈঃ পরিতঃ স্ফুরদ্ভিঃ।
মত্তালিভির্নির্ঝরসুন্দরীভিঃ দরীভিরুচ্চাঙ্গকরীব রাজন্ ॥
তদৈব শৈলাঃ কিল মূর্তিমন্ত সোপায়না মেরুহিমাচলাদ্যাঃ।
নেমুর্গিরিং মঙ্গলপাণয়স্তং গোবর্দ্ধনং রূপধরং গিরীন্দ্রাঃ ॥" (গর্গসংহিতা)

"গর্গ, ভাগুরী প্রভৃতি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যখন গিরিরাজ গোবর্ধনের অর্চনা আরম্ভ করিলেন, তখন গোবর্ধন-পর্বত অসংখ্য সুবর্ণশৃঙ্গে রত্নশিলাময়রূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। নিবিড় পুষ্পিত বৃক্ষলতায় মত্তভৃঙ্গকুল গুঞ্জার করিতেছিল, রমণীয় নির্ঝর, গুহা ইত্যাদিতে গিরিরাজ পরিশোভিত হইতেছিলেম। সে সময়ে সুমেরু, হিমাচল প্রভৃতি পর্বতরাজি মূর্তিমান্ হইয়া নানাবিধ উপহার সহ গোবর্ধন-নিকটে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং সকলেই ভক্তিভরে গিরিরাজ গোবর্ধনকে প্রণাম করিতে লাগিলেন।"

অপর একটি বিশেষ চাতুরী অবলম্বনে শ্রীভগবান্ বিশেষভাবে গিরিরাজের প্রভাব এবং আরাধনার শ্রেষ্ঠতা সকলের মন ও নয়নের গোচরীভূত করিয়া দিয়াছিলেন। নন্দাদি গোপগণ যখন ভক্তিভরে গোবর্ধনে পুষ্পাঞ্জলি-প্রদান এবং ভূরি ভূরি নৈবেদ্য সমর্পণ করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ পর্বতোপরি এক সুবৃহৎ ও পরমাদ্ভুত মনোহর মূর্তি ধারণ করত বলিলেন—"হে নন্দাদি গোপগণ! আমিই গোবর্ধন, তোমাদের পূজায় ও ভক্তিভাবে প্রসন্ন হইয়া আবির্ভূত হইলাম।" এই কথা বলিয়া তিনি গোপগণের সমর্পিত নৈবেদ্য-স্তূপ অপূর্ব পরিপাটীর সহিত ভোজন করিতে লাগিলেন।

"কৃষ্ণোঽপি সাক্ষাদ্ব্রজশৈলমধ্যাৎ, ধৃতাতিদীর্ঘং কিল চান্যরূপম্।
'শৈলোঽস্মি' লোকানিতি ভাষয়ন্ সন্, জঘাস সর্ব্বং কৃতমন্নকূটম্ ॥
গোপাশ্চ গোপীগণবৃন্দমুখ্যা, উচুঃ স্বয়ং বীক্ষ্য গিরেঃ প্রভাবম্।
দাতুঃ বরং তত্র সমুদ্যতং তং, সুবিস্মিতা হর্ষিতমানসাস্তে ॥
জ্ঞাতোঽসি গোপৈর্গিরিরাজদেবঃ, প্রদর্শিতো নন্দসুতেন সাক্ষাৎ।
নো গোধনং বা কিল বন্ধুবর্গো, বৃদ্ধিং সমায়াতু দিনে দিনে কে ॥
তথাস্তু চোক্‌ত্বা গিরিরাজরাজো, গোবর্দ্ধনো দিব্য-বপুর্দ্ধধানঃ।
কিরীটকেয়ুরমনোহরাঙ্গঃ, ক্ষণেন তত্রান্তরধীয়তারাৎ ॥" (গর্গসংহিতা)

"গোপরাজ নন্দ ও ব্রজবাসিগণ যে সময়ে গোবর্ধন-পর্বতের পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ অতি দীর্ঘমূর্তি ধারণ করত গোবর্ধনপর্বত হইতে আবির্ভূত হইলেন এবং গোপগণকে আহ্বান করিয়া 'আমিই গোবর্ধন' এই কথা বলিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত অন্নাদির স্তূপ ভোজন করিতে লাগিলেন। গোপ-গোপীগণ গোবর্ধনের এই মহাপ্রভাব দর্শনে এবং তাঁহাকে বর-প্রদানে সমুৎসুক জানিয়া আনন্দিত ও সুবিস্মিত হইয়া বলিলেন—'হে গিরিরাজ! আমরা নন্দনন্দনের প্রসাদেই আপনার এই দিব্যমূর্তি দর্শন করিতে পারিলাম। আপনার কৃপায় যেন আমাদের গোধন ও বন্ধুবর্গ দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।' গোপগণের এই প্রার্থনা শুনিয়া কিরীট-কেয়ূরাদি পরিশোভিত দিব্য কলেবরধারী গিরিরাজ 'তথাস্তু' বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তহিত হইলেন।"

ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমণ্ডলের অন্য স্থানের এত প্রভাব বা মহিমা স্বয়ং ব্যক্ত করেন নাই। অতঃপর ইন্দ্রপূজা বন্ধ হইলে ইন্দ্র ক্ষুব্ধ হইয়া ব্রজভূমি ধ্বংস করিবার মানসে প্রলয়কালীন মেঘের বর্ষণ আরম্ভ করিলেন, তখনও শ্রীভগবান্ ব্রজরক্ষার জন্য গিরিরাজকেই ধারণ করিলেন!

কালিন্দী সূর্যতনয়া, মেঘগুলি সূর্যের আজ্ঞাবহ; যেহেতু গ্রীষ্মকালে সূর্যই স্বীয়তাপে রসশোষণ করিয়া বর্ষাকালে তাহা মেঘদ্বারা বর্ষণ করিয়া থাকেন। সুতরাং সূর্যতনয়ার আরাধনা করিলে মেঘ আর কোন বিঘ্নই করিতেন না। অনায়াসে ঝড়-বৃষ্টি কৃত উৎপাতের অবসান হইতে পারিত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসসাধ্য এবং ফলপ্রসূ যমুনার আরাধনা না করিয়া গিরিরাজের মহিমা প্রকাশের জন্য তাঁহাকেই শ্রীহস্তে সপ্ত দিবারাত্র ধারণ করিলেন!

আবার নন্দীশ্বর-গিরি ব্রজবাসিজনের একমাত্র আশ্রয় এবং স্বাভীষ্ট-প্রদাতা। শ্রীকৃষ্ণও নন্দীশ্বরেই বসবাস করিতেছেন, সুতরাং ইন্দ্রযাগের পরিবর্তে নন্দীশ্বরের আরাধনা এবং ইন্দ্রের অত্যাচারে নন্দীশ্বর-গিরি ধারণই সর্বতোভাবেই সমীচীন এবং অনায়াস-সাধ্য। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সব ছাড়িয়া গিরিরাজ-গোবর্ধনের আরাধনারই প্রবর্তন করিলেন এবং ব্রজরক্ষায় তাঁহারই সহায়তা গ্রহণ করিয়া তাঁহার সর্বাধিক মহত্ত্ব স্থাপন করিলেন! শ্রীপাদ বলিতেছেন—'কোন্ ব্যক্তি সেই পর্বতরাজের আশ্রয় গ্রহণ না করিবেন?'

"কালিন্দী, গিরিগণ, ব্রজতীর্থগণে।
নন্দীশ্বরে ত্যাগ করি ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥
বৃন্দাবন-রক্ষা লাগি গিরিগোবর্দ্ধনে।
অর্চ্চনায় সম্মানিল শ্রীনন্দনন্দনে॥
পর্ব্বতের শিরোমণি সেই গিরিরাজে।
কেবা না আশ্রয় করে ত্রিভুবন-মাঝে? ১০॥"

তস্মিন্ বাসদমস্য রম্যদশকং গোবর্দ্ধনস্যেহ যৎ
প্রাদুর্ভূতমিদং যদীয়কৃপয়া জীর্ণান্ধবক্ত্রাদপি।
তস্যোদ্যদ্গুণবৃন্দ-বন্ধুরখনের্জীবাতুরূপস্য ত-
ত্তোষায়াপি অলং ভবত্বিতি ফলং পক্বং ময়া মৃগ্যতে ॥ ১১ ॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনাশ্রয়দশকং সম্পূর্ণম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। যাঁহার অনুগ্রহে মাদৃশ জীর্ণান্ধব্যক্তির বদন হইতেও গোবর্ধন-বাসপ্রদ এই রমণীয় গোবর্ধনাশ্রয়দশকের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, সেই উৎকৃষ্ট গুণসমূহের রম্যখনি মদীয় জীবাতু-স্বরূপ শ্রীগোবর্ধনের অথবা আমার জীবাতু-স্বরূপ অখিল গুণের খনি শ্রীরূপগোস্বামীর সন্তোষার্থ এই দশক সমর্থ হউক, আমি ইহার এইরূপ পরিপক্ক ফল কামনা করি ॥ ১১ ॥

টীকা। 'হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েদি'তি। শ্রীগুরুপ্রীত্যৈব সর্ব্বং ভবেদিতি স্বকৃত গোবর্দ্ধনস্তোত্রেণ গুরুঃ প্রসীদত্বিতি প্রার্থয়তে। তস্মিন্নিতি। যদীয় কৃপয়া গোবর্দ্ধনস্য রম্যং দশকং জীর্ণান্ধবক্ত্রাদপি প্রাদুর্ভূতং তস্য জীবাতুরূপস্য তদ্রম্যদশকং তোষায় অলং সমর্থং ভবত্বিত্যেতদ্রূপং পক্বং ফলং ময়া মৃগ্যতে অন্বিষ্যতে ইত্যন্বয়ঃ। তত্তোষণেনৈতদ্দশকং সফলং ভবেদিতি ভাবঃ। তস্মিন্ গোবর্দ্ধনে বাসং দদাতীতি তৎ জীর্ণঞ্চ তদন্ধমন্নং ভূমিশ্চেতি তদ্রূপং বক্ত্রম্ অত্র বক্ত্রস্যান্ধত্বারোপণেন কৃপয়েত্যত্রামৃত-বৃষ্টিত্বারোপঃ ফলান্বেষণেন দশকে বৃক্ষত্বারোপ ইতি পরম্পরিতরূপকালঙ্কারোঽত্র ধ্বনিঃ। জীবাতুশ্চাসৌ রূপস্তন্নামা গোস্বামী চেতি তস্য। কিম্ভূতস্য উদ্যদুদয়ং প্রাপ্নুবদযদ্গুণবৃন্দং গুণসমূহস্তস্য বন্ধুরখনেঃ রম্যাকরস্তস্যাঃ। 'বন্ধুরং মুকুটে পুংসি স্ত্রীলিঙ্গং তৈল কল্কয়োঃ। বন্ধুরে বধিরে হংসে ত্রিষু স্যাদ্রম্য-নম্রয়োরিতি' মেদিনী। তোষায়াপি অলং ভবত্বিত্যেব পাঠঃ। কচিল্লেখকপ্রমাদাৎ তোষায়াপি ত্বলমিতি পাঠঃ। তত্রাপীত্যস্য গুরুত্বে ছন্দোভঙ্গাপত্তিঃ স্যাৎ। ননু তোষায়াপি অলমিতি পাঠেপি বিসন্ধিদোষাপত্তিঃ স্যাদিতি ন বাচ্যং স্বেচ্ছয়াত্ম-সকৃৎ সন্ধ্যাকরণে তদ্দোষাবকাশত্বাদিতি সর্ব্বমনবদ্যম্ ॥ ১১ ॥

॥ ইতি শ্রীগোবর্দ্ধনাশ্রয়দশক-বিবৃতিঃ ॥ ৫ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে গোবর্ধনাশ্রয়দশকের ফলশ্রুতি উল্লেখ করিতেছেন। প্রথমতঃ স্তোত্রের স্বপ্রকাশতালক্ষণ উল্লেখ করিয়া বলিলেন, 'মাদৃশ জীর্ণান্ধ অর্থাৎ জরা-তুর এবং অজ্ঞান ব্যক্তির বদন হইতেও এই স্বপ্রকাশ পরম রমণীয় গোবর্ধনাশ্রয়দশকের আবির্ভাব হইয়াছে।' শ্রীরূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥" (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।২৩৪)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের (উপলক্ষণে মহাভক্তগণেরও) নাম, গুণ, লীলাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। জিহ্বাদি ইন্দ্রিয় নামাদির সেবায় নিযুক্ত হইলে স্বপ্রকাশ নাম, গুণাদি স্বয়ংই জিহ্বাদিতে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ভরতের মৃগদেহে নামকীর্তন এবং গজেন্দ্রের হস্তীদেহে শ্রীভগবানের স্তুতির কথা জানা যায়। অর্থাৎ পশুর জিহ্বায় কখনই হরিনাম বা হরিগুণ উচ্চারণ সম্ভবপর হইতে পারে না। কিন্তু স্বপ্রকাশ নাম-গুণাদি তাহার অপেক্ষা না করিয়াই ভরতের হরিণদেহের জিহ্বায় এবং গজেন্দ্রের হস্তী-জিহ্বায় স্বয়ং সমুদিত হইয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে—'শ্রীপাদ! সেবোন্মুখ ভক্তের জিহ্বাতেই শ্রীভগবান্ ও ভক্তের নাম-গুণাদির প্রকাশ হইয়া থাকে, তবে আপনি নিজেকে 'জীর্ণান্ধ' বলিতেছেন কেন?' তদুত্তরে দৈন্যের খনি শ্রীপাদ বলিলেন—'যদীয় কৃপয়া' 'ইহা একমাত্র শ্রীগিরিরাজের কৃপাতেই সম্ভবপর হইয়াছে। নিখিল অযোগ্যতার নিরসনকারিণী শ্রীভগবান্ ও ভক্তের কৃপা। কারুণ্যাদি অশেষ গুণরত্নের খনি শ্রীল গিরিরাজ আমার অযোগ্যতাদি কোন দোষেরই বিচার না করিয়া মাদৃশ জীর্ণান্ধ ব্যক্তির মুখ হইতেও এই রমণীয় স্তোত্রের প্রাদুর্ভাব ঘটাইয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীল গিরিরাজ এই জীবাধমের জীবাতুস্বরূপ। তাঁহার কৃপা ব্যতীত মাদৃশ জীবের কোনই গতি নাই। তাঁহার করুণায় স্ফুরিত এই দশক সেই গিরিরাজের সন্তোষার্থ সমর্থ হউক, অর্থাৎ ইহার শ্রবণ, কীর্তনকারীর প্রতি গিরিরাজ পরম প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে আশ্রয়দানে ও প্রেম-দানে ধন্য করুন—আমি এই দশকের এই সুপরিপক্ক ফলই কামনা করি।'

বর্ণনার পারিপাট্যে শ্রীপাদ তাঁহার পরমাভীষ্ট শ্রীগুরু এবং তাঁহার জীবাতুস্বরূপ অখিল গুণ-খনি শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদের কৃপাতেই যে তাঁহার ন্যায় জীর্ণান্ধ ব্যক্তির মুখ হইতেও এই স্তবের আবির্ভাব হইয়াছে—তাহাও ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদের প্রতি শ্রীপাদের অতুলনীয় ভক্তি-শ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠা তাঁহার বর্ণনার নানা স্থানে দৃষ্ট হয়। শ্রীমুক্তাচরিতের শেষে লিখিয়াছেন—

"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি ॥"

অর্থাৎ "দন্তে তৃণ ধারণপূর্বক আমি পুনঃ পুনঃ এই প্রার্থনা করি, যেন জন্মে জন্মে শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদের চরণারবিন্দের ধূলি হইতে পারি।" বিশাখানন্দদস্তোত্রের শেষে লিখিয়াছেন—

"শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজ-ধূলীমাত্রৈক-সেবিনা।
কেনচিদ্‌গ্রথিতা পদ্যৈর্মালাঘ্রেয়া তদাশ্রয়ৈঃ ॥"

"শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদের পাদপদ্ম-ধূলির একমাত্র সেবনকারি মাদৃশ ব্যক্তি পদ্যদ্বারা এই মাল্য গুম্ফন করিয়াছে, শ্রীরূপের অনুগত শ্রীযুগল-উপাসকগণ ইহাকে আঘ্রাণ করুন॥" জীবাতুরূপেও বার বার উল্লেখ দেখা যায়—

"শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠং গিরিন্দ্রোঽজগরায়তে।
ব্যাঘ্রতুণ্ডায়তে কুণ্ডং জীবাতুরহিতস্য মে॥" (প্রার্থনাশ্রয়-চতুর্দশকম্-১১)

"আমার জীবাতু অর্থাৎ জীবনধারণের উপায়-স্বরূপ শ্রীরূপগোস্বামীর বিরহে সমগ্র গোষ্ঠভূমি আমার নিকট শূন্য শূন্য প্রতিভাত হইতেছে। শ্রীগোবর্ধন অজগরের ন্যায় ও শ্রীরাধাকুণ্ড ব্যাঘ্রের ন্যায় মুখব্যাদান করিয়া আমায় যেন গ্রাস করিতে আসিতেছে।"

"অপূর্বপ্রেমাব্ধেঃ পরিমলপয়ঃ ফেননিবহৈঃ, সদা যো জীবাতুর্যমিহ কৃপয়া সিঞ্চদতুলম্।
ইদানীং দুর্দ্দৈবাৎ প্রতিপদবিপদ্দাববলিতো, নিরালম্বঃ সোঽয়ং কমিহ তমৃতে যাতু শরণম্॥"(ঐ-১০)

অর্থাৎ "আমার জীবাতু যে শ্রীরূপগোস্বামী প্রেমপাথারের সুরভি-সলিলের ফেনসমূহদ্বারা আমায় যথেষ্টরূপে অভিষিক্ত করিয়াছেন, সম্প্রতি দুর্দৈববশতঃ ক্ষণে ক্ষণে বিপদ্রূপ দাবানলে সন্তপ্ত আশ্রয়হীন আমি; তিনি ভিন্ন আর কাহার শরণ গ্রহণ করিব ?" ইত্যাদি।

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—এই গোবর্ধনাশ্রয়দশক অখিল গুণের খনি সেই শ্রীরূপের সন্তোষার্থ হউক, এই স্তোত্রের ইহাই সুপরিপক্ক ফল।

"যাঁর কৃপায় জীর্ণান্ধ মোর মুখ হৈতে।
গোবর্দ্ধনাশ্রয়-দশক হৈয়াছে প্রাদুর্ভূতে॥
সেই গুণখনি গিরির সন্তোষ-বিধান।
হউক ইহাতে মোর এই ত মনস্কাম॥
কিম্বা শিক্ষাগুরু যিনি শ্রীরূপ-গোস্বামী।
তাঁর সন্তোষ-বিধানার্থ অভাজন আমি॥
গোবর্দ্ধনাশ্রয়-দশক দিব্যকল্পতরু।
তাঁর করে সমর্পিণু বাঞ্ছাকল্পতরু॥
মুই দীন জরা-অন্ধ এই ত্রিজগতে।
মো হেন অধমে যদি সিঞ্চে কৃপামৃতে॥
তবে এই দিব্যদশক-কল্পতরু-ডালে।
অচিরায় মোর ভাগ্যে প্রেমফল ফলে॥
তাহাতে সন্তুষ্ট হবে শ্রীরূপ-গোসাঁই।
ইহা হৈতে অধিক লাভ মোর কিছু নাই॥" ১১॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনাশ্রয়দশকের স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

অথ শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনবাসপ্রার্থনাদশকম্

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপাদপদ্মেভ্যো নমঃ

নিজপতিভুজদণ্ডচ্ছত্রভাবং প্রপদ্য
প্রতিহতমদধৃষ্টোদ্দণ্ডদেবেন্দ্রগর্ব্ব।
অতুলপৃথুলশৈলশ্রেণিভূপ প্রিয়ং মে
নিজনিকট নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ। হে শ্রীগোবর্ধন! তুমি স্বীয় প্রভু শ্রীকৃষ্ণের হস্তরূপ দণ্ডে ছত্রভাব প্রাপ্ত হইয়া অভিমান-মত্ত ও উদ্ধত ইন্দ্রের গর্ব চূর্ণ করিয়াছ এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গিরিবর্গের অধিপতিরূপে বিরাজ করিতেছ; তুমি আমায়—সাতিশয় প্রিয় তোমার নিকটে নিবাস প্রদান করিয়া ধন্য কর ॥ ১ ॥

টীকা। গোবর্দ্ধনস্য সর্ব্বোৎকর্ষং নিরূপ্য তন্নিকটবাসেনৈব সর্ব্বেষ্টসিদ্ধি-র্ভবেদিতি তন্নিকটবাসং প্রার্থয়তে নিজ পতীত্যাদিনা পদ্য-দশকেন। হে গোবর্দ্ধন ত্বং মে মম প্রিয়ং নিজনিকট-নিবাসম্ অন্যস্মাৎ কস্মাদপি তীর্থান্তরান্মম মন আকৃষ্য নিকটস্থিতিং মে মহ্যং দেহীত্যন্বয়ঃ। কাকাক্ষি-ন্যায়েন মে ইত্যস্য প্রিয়মিত্যনেন দেহীত্যনেন চ সম্বন্ধঃ। নন্বত্রান্যে বহবঃ পর্ব্বতাঃ সন্তি তন্নিকটবাস-মুন্মুচ্য কথং মন্নিকটবাসঃ প্রার্থ্যতে তত্রাহ অতুলেত্যাদি। হে অতুল-পৃথুলশৈলশ্রেণিভূপ অতুলা অনুপমা অথচ পৃথুলা পুষ্টা যা শৈলশ্রেণিঃ পর্ব্বতসমূহস্তস্যা ভূপো রাজা হে তথাবিধ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ চক্রবর্তি-সমীপং ত্যক্ত্বা কৃপণ মণ্ডলেশ্বর-সমীপাবস্থিত্যালমিতি ভাবঃ। ননু জ্ঞাতং ব্রজবাসাকাঙ্ক্ষী ত্বং তদ্যত্র কুত্রাপি ব্রজস্যৈকদেশে নিবাসঃ ক্রিয়তাং কিমেতৎ প্রার্থনয়েতি চেত্তত্রাহ নিজেত্যাদি। নিজস্য স্বস্য পতিঃ প্রভুঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য ভুজদণ্ডে ছত্রভাবং ছত্রত্বং প্রপদ্য প্রাপ্য প্রতিহতো নাশিতো মদেন গর্ব্বেণ ধৃষ্টঃ প্রগল্ভোঽথ চ উদ্দণ্ড উদ্ধতো যো দেবেন্দ্রো মরুত্বান তস্য গর্ব্বোঽহঙ্কারো যেন হে এবম্ভূত মদ্ভক্তপূজাভ্যাধিকেতি ন্যায়েন প্রভোর্ভক্তনিকটস্থত্বেনৈব কৃপাতিশয়ো ভবেদিতি ভাবঃ। অত্র ব্যঞ্জকপদোপাদানেন ব্যভি-চারী বোধয়িতুং ন শক্যতে তত্র ব্যভিচারিণঃ শব্দোপাত্তত্বেন ন দোষ ইতি মদগর্ব্বয়োর্ব্যভিচারিণোঃ শব্দ-বাচ্যত্বেঽপি ন রসদোষঃ ॥ ১ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদ এই শ্রীশ্রীগোবর্ধনবাস-প্রার্থনা-দশকে শ্রীগিরিরাজের মহামহিমায় সাতিশয় প্রলুব্ধচিত্ত হইয়া শ্রীগিরিরাজের যৎকিঞ্চিৎ গুণগানপূর্বক তাঁহার অতিপ্রিয় গিরিরাজের তটে বসবাসের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছেন। প্রথমতঃ বলিতেছেন—'নিজ-পতি-ভুজদণ্ডচ্ছত্রভাবং প্রপদ্য' 'হে গোবর্ধন! তুমি নিজ প্রভু শ্রীকৃষ্ণের হস্তরূপ দণ্ডে ছত্রভাব প্রাপ্ত হইয়া

সপ্ত অহোরাত্র একভাবে বিরাজমান করার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছ।' এইপ্রকার অনন্যসাধারণ সৌভাগ্য একমাত্র গিরিরাজই প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরক্ষার্থে সহসা গিরিরাজকে উৎপাটন করিয়া বালক যেমন অনায়াসে ছত্র ধারণ করে, তদ্রূপ তাঁহাকে ধারণ করিলেন। শ্রীশুকমুনি বলিয়াছেন—"দধার লীলয়া কৃষ্ণশ্ছত্রাকমিব বালকঃ" (ভাঃ ১০।২৫।১৯) গিরিরাজরূপ ছত্রের শ্রীকৃষ্ণের বামবাহুই যেন দণ্ডের ন্যায় শোভিত হইল এবং ব্রজবাসিগণ সেই অদ্ভুত ছত্রের নিম্নে স্থান লাভ করিয়া যেন ত্রৈলোক্য-দুর্লভ সম্পদ্ প্রকাশ করিলেন। শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"বিলসতিমণিদণ্ডশ্রীর্মুকুন্দস্য বাহুস্তদুপরি পরিতোঽপি চ্ছত্রতুল্যো গিরীন্দ্রঃ।
প্রতিদিশমিহ মুক্তাদামবদ্বারিধারা ব্রজসদনজনানাং প্রত্যুতাভূদ্বিভূতিঃ ॥" (গোপালচম্পূঃ)

"শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন-নিম্নস্থ গর্তাকার ভূভাগে ব্রজবাসিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বামহস্ত উত্তোলন পূর্বক তাহাতে গোবর্ধন-পর্বত ধারণ করিয়াছিলেন, ইহাতে মনে হয় যেন শ্রীকৃষ্ণের উর্ধ্বলম্বিত বামবাহু নীলমণিদণ্ড, তদুপরি সংন্যস্ত গোবর্ধন-পর্বত বিশাল প্রসারিত ছত্র এবং গোবর্ধন-শিখরোপরি নিপতিত বারিধারা গোবর্ধন-পর্বতের চারিদিক্ হইতে অবিরত বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইতেছিল, দেখিয়া মনে হয় যেন ছত্রের চারিদিকে লম্বিতভাবে সুবিন্যস্ত মুক্তার মালা! ব্রজবাসিগণ এই প্রকার অত্যদ্ভুত গোবর্ধনরূপ ছত্রতলে অবস্থান করত যেন তাঁহাদের ত্রিভুবন-দুর্লভ বিভূতিই প্রকাশ করিতে লাগিলেন!

ইন্দ্র ঐশ্বর্যমদে অতিশয় মত্ত এবং উদ্ধত। সহস্রনয়ন থাকিলেও এইজন্যই তিনি অন্ধ। শ্রীকৃষ্ণের অসুর-মারণাদি বিবিধ অচিন্ত্য ঐশ্বর্যময় লীলা সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ যখন ইন্দ্রযাগ খণ্ডন করত গোবর্ধন-যাগের প্রবর্তন করিলেন, তখন তিনি ব্রজধ্বংসের সংকল্প গ্রহণ করিয়া প্রলয়কালীন সম্বর্তকাদি মেঘগণকে নিযুক্ত করিলেন। শ্রীমৎজীবগোস্বামিপাদ শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থে (পূর্ব চম্পূ ১৮শ পূরণে) ইন্দ্রের ঐশ্বর্যমদ ও ঔদ্ধত্যের কথা বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছেন। তাহার মর্মার্থ এইরূপ যে, ক্রমাগত বিপুল ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রপাতের পর ব্রজের সব প্রলয়প্রাপ্ত হইয়াছে কিনা সন্দেহ করিয়া সঠিক সংবাদ জানার জন্য ইন্দ্র বায়বীয় শত সংখ্যক দূত প্রেরণ করিলেন। দূতগণ ফিরিয়া আসিয়া বলিল—'মহারাজ! সেখানে এখনো প্রলয় হয় নাই।'

তৎপরে ইন্দ্র মেঘগণকে অধিকতর জলধারা বর্ষণ করিবার আদেশ দিয়া ব্রজমণ্ডলকে ভাসাইয়া দেওয়ার প্রযত্ন করিলেন এবং ভাবিলেন এতক্ষণ এই বিশাল জলপ্রবাহে নিশ্চয়ই ব্রজমণ্ডল ভাসিয়া গিয়াছে। এই ধারণায় তিনি মেঘগণকে দূতরূপে সঠিক সংবাদ জানার জন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারাও শীঘ্র আসিয়া সংবাদ দিল যে, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই।

তৎ শ্রবণে ইন্দ্র আশ্চর্যান্বিত হইয়া স্বয়ং ঐরাবতে আরোহণ করত মহাক্রোধে ঐরাবতকে অঙ্কুশের আঘাত করিলেন এবং শীঘ্র ব্রজের আকাশে আসিয়া বার বার ব্রজকে লক্ষ্য করিয়া বজ্রাগ্নি

নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শেষে বিদ্যুৎকে দূতরূপে সংবাদ জানিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। বিদ্যুৎ ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, 'হে দেবরাজ! একটি আশ্চর্য-সংবাদ শ্রবণ করুন, অন্নকূট-ভোজনে গোবর্ধন-পর্বতের অশেষ পরাক্রম বর্ধিত হইয়াছে, কেননা সে ভূতল হইতে বহু উর্ধ্বে অবস্থান করিতেছে।

ইন্দ্র পুনরায় বিদ্যুৎকে দূতরূপে প্রেরণ করিয়া বলিলেন— 'যাও, ভালরূপে জানিয়া আইস, গোবর্ধন কেন এত উচ্চে উঠিয়াছে এবং শোকাকুল ব্রজবাসিগণ পুত্রাদি আত্মীয়গণ সহ কোথায় চলিয়া গিয়াছে! 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বিদ্যুৎ পুনরায় ব্রজে আসিয়া ফিরিয়া গিয়া ইন্দ্রকে সংবাদ দিল যে, 'হে দেবরাজ! আমাদের মনে হয় বৈদ্যুতানলে দগ্ধ হইয়া ব্রজবাসী সব ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে, কারণ ব্রজমণ্ডলে কোথায় কাহাকেও দেখা যাইতেছে না।' তৎশ্রবণে ইন্দ্র আনন্দিত হইয়া 'তোমরা দীর্ঘায়ু হও' বলিয়া তাহাদের আশীর্বাদ করিলেন এবং পুনরায় ভালরূপে সব দেখিয়া আসিতে বলিলেন। তাহারা পুনরায় ব্রজে আসিয়া ভালরূপে সব নিরীক্ষণ করিয়া ফিরিয়া গিয়া বলিল, 'হে ত্রিদিবেশ্বর! ব্রজবাসী কেহই বিনাশপ্রাপ্ত হয় নাই, পরন্তু গিরিরাজের নিম্নদেশবর্তি গর্তে প্রবিষ্ট হইয়া সকলেই আনন্দ-কোলাহল করিতেছে এবং বলানুজ শ্রীকৃষ্ণ হস্তে গোবর্ধন ধারণ করিয়াছেন এইরূপ প্রতীত হইতেছে।'

তৎশ্রবণে ইন্দ্র বলিলেন—'ওহো, এতক্ষণে বুঝিলাম। পূর্বে আমি পর্বতের পক্ষছেদন করিয়াছিলাম, নিশ্চয়ই গোবর্ধনের পুনরায় সেই পক্ষ গজাইয়াছে এইজন্যই সে ব্রজবাসিদের আশ্রয় দিয়া তাহাদের পক্ষপাতিত্ব করিতেছে। আচ্ছা বেশ, আমি পুনরায় ইহার সংহারার্থ প্রবল বজ্রাগ্নি নিক্ষেপ করিতেছি, যাহাতে গোবর্ধনের নিপাতনে তাহার তলদেশে অবস্থিত ব্রজবাসী সব চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়।'

এইরূপ বলিয়া ইন্দ্র তদ্রূপ বজ্রাগ্নি নিক্ষেপ করিলেন এবং দূতদ্বারা জানিতে পারিলেন তাহাতেও কিছুমাত্র ফল হয় নাই। তখন ইন্দ্র কুপিত হইয়া দূতকে বলিলেন—'তোমরা ভালভাবে জানিয়া আইস যে, সেখানে কি হইতেছে, যাহাতে আমার বজ্রাগ্নি বার বার এইভাবে নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে?'

দূতগণ ভালভাবে সব নিরীক্ষণ করিয়া সংবাদ দিল যে—'হে দেবরাজ! আপনার বজ্রাগ্নিতে গিরিগোবর্ধনের উপরের বৃক্ষের দুই তিনটি পাতাও ঝরিয়া পড়ে নাই এবং পর্বতোপরি যেসব পিপীলিকা সঞ্চরণ করিতেছে, তাহাদের একটিও মরিয়া যায় নাই। সুতরাং পর্বতনিম্নে সুরক্ষিত এবং আনন্দ-তরঙ্গে ভাসমান ব্রজবাসিজনের কি হইতে পারে?' তবুও ইন্দ্র পাষাণ-বিদারক বজ্র গিরিরাজের উপর পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করিয়াও সবই ব্যর্থ জানিয়া বিস্মিত হইলেন এবং লজ্জিত ও ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মহিমার কথা স্মরণ করিলেন।‡

এতদ্দ্বারা ইন্দ্রের ঐশ্বর্যমদে মত্ততা এবং ঔদ্ধত্যের প্রাবল্য জানা যায় এবং শ্রীগিরিরাজের মহিমার নিকট উহা কিভাবে প্রতিহত হইয়াছিল, তাহাও বুঝা যায়। শ্রীপাদ বলিতেছেন—"অতুল-

‡ শ্রীগোপালচম্পূ পূর্বচম্পূ ১৮শ পূরণ দ্রষ্টব্য।

প্রমদমদনলীলাঃ কন্দরে কন্দরে তে
রচয়তি নবযূনোর্দ্বন্দ্বমস্মিন্নমন্দম্।
ইতি কিল কলনার্থং লগ্নকস্তদ্দ্বয়োর্মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। হে শ্রীগোবর্ধন! শ্রীযুগল-কিশোর তোমার প্রতি কন্দরে কন্দরে মহাউন্মাদনাময় মদনলীলা বিস্তার করিয়া থাকেন, সেই লীলাময় শ্রীযুগলের দর্শনের নিমিত্ত আমি সাতিশয় অধীর হইয়া পড়িয়াছি; অতএব তুমি আমায় তোমার নিকটে নিবাস প্রদান কর ॥ ২ ॥

টীকা। ননু ত্বৎ প্রার্থনা তাবদঙ্গীকৃতা ভদ্রং দ্বিত্রি দিনং বাসঃ ক্রিয়তাং নিবাসমিত্যনেন সার্ব্বকালিকোবাসঃ কিমিতি প্রার্থতে ইতি চেত্তত্রাহ প্রমদেত্যাদি। হে গোবর্দ্ধন নবযূনোর্দ্বন্দ্বং রাধাকৃষ্ণ-যুগলং তে তব কন্দরে কন্দরে প্রতিগুহং অমন্দমতিশয়ং যথাস্যাত্তথা প্রমদমদনলীলাঃ রচয়তি করোতি নিরন্তরং তৎকলনায় নিবাসঃ প্রার্থ্যত ইতি ভাবঃ। প্রমদয়তি উন্মত্তয়তি যো মদনস্তেন যা লীলাঃ ক্রীড়া স্তাঃ। ইতি হেতোস্তৎ দ্বয়োস্তন্নবযূনোঃ কলনার্থং দর্শনপ্রাপণায় লগ্নকো মধ্যস্থঃ সন্ ইতি পরেণ সম্বন্ধঃ। যদ্বা তদিত্যব্যয়ং ষষ্ঠী বহুবচনান্তং দ্বয়োস্তৎ কলনার্থং তা লীলা দর্শয়িতুমিতি যাবৎ ॥ ২ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথের বিশুদ্ধসত্ত্বভাবিত চিত্তে হরিদাসবর্য শ্রীগিরি-রাজের নানাবিধ মহিমার অভিব্যক্তি হইতেছে। শ্রীভগবানের শ্রীমুখবাণী—"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা" "আমার

পৃথুলশৈলশ্রেণিভূপ প্রিয়ং মে নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্" 'হে গিরিপতে! হিমাচল, সুমেরু প্রভৃতি মহাগিরিগণের তুমি অধিরাজ, তোমার তটনিবাস আমার অত্যন্ত প্রিয়, তাই তোমার নিকটে বসবাস করিতে আমি সর্বদাই লোলুপ। কিন্তু কৃপা করিয়া শ্রীধাম আশ্রয় না দিলে স্বচেষ্টায় কেহই ধামে বাস করিতে পারেন না। তাই প্রার্থনা, কৃপা করিয়া তুমি স্বীয় তটে নিবাস প্রদানে আমায় ধন্য কর।'

"ওহে গোবর্দ্ধন! তুমি এই অকিঞ্চনে।
মোর অতিশয় প্রিয় তব সন্নিধানে॥
বাস দান করি মোরে কৃতার্থ করহ।
অতুল মহিমা তব আমারে দেখাহ॥
শ্রীকৃষ্ণের হস্তরূপ দণ্ড-অগ্রভাগে।
বিরাজিত হয়ে তুমি যেন ছত্রভাবে॥
মদমত্ত উদ্ধত যে শচীপতি ইন্দ্র।
তার গর্ব খর্ব কৈলে মহিমা প্রচণ্ড॥
গিরিবররাজ তুমি এবড় মহিমা।
আত্মসাৎ কর মোরে করিয়া করুণা॥" ১॥

ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়" এই অভিপ্রায়ে শ্রীপাদ স্বাভীষ্টসিদ্ধির জন্য ভক্তশিরোমণি শ্রীল গিরিরাজের স্তবে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সান্নিধ্যে বসবাস কামনা করিতেছেন।

শ্রীগিরিরাজ যেন বলিতেছেন—'ওহে রঘুনাথ! তুমি যখন এত আকূতির সহিত আমার নিকটে বসবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছ, তখন দুই চারিদিন বসবাস করিলেই তো তোমার অভীষ্টসিদ্ধ হইবে, চিরকাল বসবাসের প্রয়োজন কি? এই ব্রজমণ্ডলে "দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে" (পদ্মপুরাণ) একদিন নিবাস করিলেই হরিভক্তি লাভ করা যায়, এইরূপ শাস্ত্রবাক্য আছে। সুতরাং দুই চারিদিন বাস করিলেই তুমি ধন্য বা কৃতার্থ হইতে পারিবে।'

তদুত্তরে বলিলেন—'হে গিরিরাজ! আমি কেবল ভক্তিলাভ করিয়া ধন্য হইবার জন্যই ব্যগ্র নহি, আমার আরও কিছু আকাঙ্ক্ষা আছে; তাহা তোমার শ্রীচরণে জ্ঞাপন করিতেছি। তোমার কন্দরে কন্দরে আমার শ্যাম-স্বামিনীর মহাউন্মাদনাময় **মদনলীলা** নিরন্তর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।' মহাজন বলিলেন—'সাধু সাবধান! প্রাকৃত **মদন** নয়, "বৃন্দাবনে **অপ্রাকৃত নবীন-মদন**। কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন॥ পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর-জঙ্গম। সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥" (চৈঃ চঃ)। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৩) 'কামাবতারাঙ্কুরম্' এই শব্দের টীকায় শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"প্রাকৃতাপ্রাকৃতকন্দর্পনিদানবৃন্দাবনাভিনবকন্দর্পমিত্যর্থঃ। আগমাদৌ কাম-গায়ত্র্যা কামবীজেন চ তস্য তদ্রূপেণোপাস্যত্বাৎ। কোটীমদনবিমোহনাশেষচিত্তাকর্ষক-সহজমধুরতর-লাবণ্যামৃতাপারার্ণবেন মহানুভাবচয়েনানুভূয়মান-তত্তন্মহাভাব-নিবহেন শ্রীমন্মদনগোপালরূপেণাধুনাপি বৃন্দাবনে বিরাজমানত্বাচ্চ।" (সারঙ্গরঙ্গদা টীকা) অর্থাৎ "শ্রীবৃন্দাবনের এই অভিনব কামদেবই প্রাকৃত অপ্রাকৃত সকল কামদেবের মূলস্বরূপ—নানা অবতার প্রাকট্যের অবতারী। আগমাদি শাস্ত্রে কামগায়ত্রী কামবীজের দ্বারা ইঁহারই উপাসনা বিহিত হইয়াছে। ইনি কোটি মদনবিমোহন, অশেষ-চিত্তাকর্ষক এবং সহজ-মধুরতর লাবণ্যামৃতের অপার সমুদ্র, মহাভাব-নিবহেই ইঁহার মাধুর্যের অনুভব হয়। ইনি বৃন্দাবনে শ্রীমন্মদনগোপালরূপে নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন।" ব্রজদেবীগণের প্রেমের সারাৎসার মহাভাবের দ্বারাই এই অপ্রাকৃত নবীনমদনের অনুভব হয় বলিয়া তাঁহাদের মহাভাবকেও শাস্ত্র ও মহাজনগণ 'কাম' আখ্যা দিয়া থাকেন।

"প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্॥
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥" (ভঃ রঃ সিঃ-১৷২৷২৮৫, ৮৬)

"গোপরামাদের প্রেমই 'কাম' বলিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই জন্যই ভগবৎপার্ষদ শ্রীউদ্ধবাদি মহামনীষিগণ এই কামসিন্ধুর একবিন্দু পাইবার বাঞ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু পাইতে পারেন না।" শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের এই সুদুর্লভ বস্তুই আরাধ্য বা সাধ্যতত্ত্ব হইয়াছে। শ্রীরূপ-রঘুনাথাদি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্যগণ তাহাই স্বয়ং আস্বাদন করিয়া বিশ্বসাধকগণকে শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীগোবর্দ্ধনের রত্নময় কন্দর বা গুহা অতি নির্জন এবং যুগলবিলাসের উপযোগী রত্নপালঙ্ক, মণিপ্রদীপ, মাল্য, চন্দন, তাম্বূলাদি বিলাসোপকরণে ভরপুর। তাই এইসব কন্দর যুগল-কিশোরের রহস্যময় বা মহাউন্মাদনাময় প্রেমবিলাসের উপযোগী স্থান। ব্রজমণ্ডলে যাহা আর কুত্রাপি নাই। শ্রীপাদ বলিতেছেন— হে গিরিরাজ! তোমার সান্নিধ্যে চিরকাল বসবাস করিলে শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেই সকল প্রেমলীলা দর্শনের বা অনুভবের সৌভাগ্য লাভ হইবে। তুমি জান, আমি শ্রীরাধিকার কিঙ্করী, সেইসব লীলাবিলাস দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুগলের তাৎকালীন নিরুপম সেবা-সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া আমি বিশেষভাবে ধন্য ও কৃতার্থ হইতে চাই। তোমার সান্নিধ্যে বসবাস করিলে আমি দেখিতে পাইব আমার ঈশ্বরী তাঁহার প্রাণনাথের সঙ্গে নিবিড় মদন-সমরে শোভা পাইতেছেন।

"রতিরসে মাতল অতিশয় নাহ। অমিয়া-সরোবরে দুহুঁ অবগাহ ॥
সহজে নিরঙ্কুশ নাগর-রাজ। তাহে মনমথ নৃপ কৌতুক কাজ ॥
দৃঢ় পরিরম্ভণে ঘন সীতকার। অনুখন কিঙ্কিণী করয়ে ফুকার ॥
কর গহি রাখি ও যুগ চকেবা। দংশইতে সরসিজ বারব কেবা ॥
কহ হরিবল্লভ সহচরী-কুলে। দেখই নিভৃতে উলাসহি ফুলে ॥"

কবে দেখিব, নিবিড় মদনলীলার অবসানে আমার ঈশ্বরী শ্রান্ত, ক্লান্ত, স্বেদার্দ্র অঙ্গে মদনশয্যায় প্রাণনাথের অঙ্গে নিপতিতা আছেন।

"শ্রমজলকণদিগ্ধস্নিগ্ধনিষ্পন্দমূর্ত্তির্গলিতবসনভূষাকল্পজল্পপ্রজল্পা।
প্রিয়হৃদি পতিতাঙ্গী রাধিকা মীলিতাক্ষী স্থিরতড়িদিব নব্যাম্ভোধরে সা ব্যরাজীৎ ॥"

(গোবিন্দলীলামৃতম্-১৫।২৩)

"শ্রীরাধা যুদ্ধশ্রমজন্য ঘর্মবিন্দুতে লিপ্তা, স্নিগ্ধা, স্পন্দনবিহীনা, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ হইতে বসন, ভূষণ, বেশভূষা বিগলিত, গদ্গদকণ্ঠে জল্পনা করিতে করিতে তিনি প্রাণনাথের হৃদয়ে নিপতিত হইয়া নিমীলিত নেত্রে নবজলধরে স্থির সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন।"

"রতি-রস-ছরমে শ্যাম-হিয়ে শুতলি
শরদ-ইন্দু-মুখী বালা।
মরকত-মদনে কোই জনু পূজল
দেই নবকাঞ্চন-মালা ॥
শ্যাম-বয়ান পর বয়ান বিরাজই
উর পর কুচ-যুগ সাজে।
কনক-কুম্ভ জনু উলটি বৈসায়ল
মদন-মহোদধি-মাঝে ॥

জোড়ল তনু মন ভুজে ভুজে বন্ধন
অধরহি অধর মিশান।
বেড়ল মৃণালে হেমনীলমণি জনু
বান্ধল যুগ একঠান ॥
ঘন সঞে দামিনী দুকূলে দুকূলে জনু
দুহুঁ জন এক পটবাস।
চরণ বেঢ়িয়া চারু অরুণ সরোরুহ
মধুকর গোবিন্দদাস ॥"

'হে শ্রীগিরিরাজ! তোমার তটে নিবাস প্রাপ্ত হইলে আমি আমার ঈশ্বর-ঈশ্বরীকে তোমার গুহায় এইভাবে বিলসিত দেখিতে পাইব। তখন আমার সেবার অবসর আসিবে। মধুর বীজনের দ্বারা তাঁহাদের ঘর্মাম্বুবিলুপ্ত করিব। সুবাসিত নীরে মুখকমলহস্তাদি স্বর্ণডাবরে প্রক্ষালন করাইব। শ্রীবদনে সুবাসিত ও সরস তাম্বুল অর্পণ করিব। শ্রীচরণে বিগলিত নূপুর-কঙ্কণাদি পরাইয়া দিব। শ্রীঅঙ্গে চন্দন-কর্পূরাদির চর্চা অর্পণ করিয়া গলে পুষ্পমালা পরাইব।'

"গোবর্দ্ধন গিরিবর, কেবল নির্জ্জনস্থল, রাইকানু করিবে শয়নে।
ললিতা-বিশাখা-সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে, সুখময় রাতুল-চরণে ॥
কনক-সম্পুট করি, কর্পূর তাম্বূল পূরি, যোগাইব বদনকমলে।
মণিময় কিঙ্কিণী, রতননূপুর আনি, পরাইব চরণযুগলে ॥
কনক-কটোরা পূরি, কর্পূর চন্দন ভরি, কবে দিব দু'জনার গায়।
মল্লিকা মালতী যূথি, নানা ফুলে মালা গাঁথি, কবে দিব দোঁহার গলায় ॥" (প্রার্থনা)

গৌড়ীয়বৈষ্ণবের এই আকাঙ্ক্ষা জীবনভরা, ইহাই তাঁহাদের সাধ্য, ইহাই সাধনা। সাধনে এইসব সেবাচিন্তা, সিদ্ধিতে চিন্তনীয় সেবাপ্রাপ্তি! শ্রীপাদগণ নিত্যপরিকর। সাধনার জগতে আসিয়া স্বয়ং আচরণ করিয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণবের ভজন-পরিপাটী শিক্ষা দিতেছেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন, 'হে গোবর্ধন! এইসব রসসিদ্ধির তুমিই মধ্যস্থ, তুমি এই সৌভাগ্য দান করিয়া এই বস্তু পাওয়াইয়া দিতে পার। এইজন্য তোমায় অন্য কিছুই করিতে হইবে না, তোমার তটে নিবাস প্রদান করিলেই আমার অভীপ্সিত রসের সিদ্ধি হইবে। অতএব চিরতরে তোমার তটে নিবাস প্রদানে আমায় ধন্য কর।'

"প্রমদ-মদনলীলা কন্দরে কন্দরে।
করিতেছে নিত্যনব যুগল-কিশোরে ॥
সেই লীলা দরশনে আকুল পরাণ।
তোমার নিকটে শীঘ্র বাস কর দান ॥" ২ ॥

অনুপম-মণিবেদী-রত্নসিংহাসনোর্ব্বী-
রুহঝর-দরসানুদ্রোণি-সঙ্ঘেষু রঙ্গৈঃ।
সহ বল-সখিভিঃ সংখেলয়ন্ স্বপ্রিয়ং মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। হে শ্রীগিরিরাজ! নিরুপম মণিবেদীরূপ রত্নসিংহাসনে, নানাবিধ বৃক্ষরাজিতে, নির্ঝরসমূহে, গর্তসমূহে, পর্বতসন্নিহিত সমতলভূমিতে ও গিরিসঙ্কটস্থানে শ্রীবলদেব ও সখাগণসহ শ্রীকৃষ্ণকে তুমি নানা কৌতুকে খেলা করাইয়া থাক, সেই তোমার পরমপ্রিয় তটদেশে আমায় নিবাস প্রদান কর ॥ ৩ ॥

টীকা। ননু সঙ্কেত বন-সমীপে নিবস তত্রৈব নবযুবদ্বন্দ্ব সুষ্ঠু লীলানুভবো ভাবী কিমনয়া প্রার্থনয়েতি চেত্তত্রাহ অনুপমেতি। হে গোবর্দ্ধন রঙ্গৈঃ কুতুকিভিঃ বল-সখিভিঃ সহ অনুপমমণিবেদী-রত্নসিংহাসনাদিষু স্বপ্রিয়ং শ্রীকৃষ্ণং সংখেলয়ন্ সম্যক্ খেলাং কারয়ন্ সন্ নিজনিকটনিবাসং দেহীত্যন্বয়ঃ। অত্র নিবাসে শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বলীলানুভবো ভবেদিতি ভাবঃ। অনুপম-রত্নবেদ্যেব সিংহাসনং তচ্চ উর্ব্বী-রুহোবৃক্ষঃ স চ ঝরোঝোর ইতি প্রসিদ্ধঃ স চ দরোগর্ত্তঃ স চ সানুঃ সমানপ্রদেশঃ স চ দ্রোণিরন্যপ্রদেশঃ স চ তেষাং সঙ্ঘেষু সমূহেষু শ্রমাপনোদন পরিহাসাদিভির্দোলনরূপ খেলাবিশেষৈঃ গবান্বেষণরূপাদিভি-র্লুক্কায়নাদি খেলাবিশেষৈঃ পরস্পর মল্লক্রীড়াদিভিরিতি যথাযথং সম্বন্ধঃ। দরোঽস্ত্রী সাধ্বসে গর্ত্তে কন্দ-রেতু দরী স্মৃতেতি মেদিনী। স্নুঃ প্রস্থঃ সানুরস্ত্রিয়ামিত্যমরঃ। দ্রোণোঽস্ত্রিয়ামাঢ়কে স্যাদাঢ়বাপ চতুষ্টয়ে। পুমান্ কৃপীপতৌ দগ্ধকাকে স্ত্রী নীবৃদন্তরে। তথা কাষ্ঠাম্বুবাহিন্যাং গবাদন্যামপীষ্যত ইতি চ মেদিনী ॥ ৩ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। প্রার্থনার তরঙ্গে ভাসমান শ্রীপাদ রঘুনাথের মহাভাব-ভাবিত চিত্তে শ্রীগিরিরাজের অনুপম নৈসর্গিক শোভাসম্পদের পরিবেশে শ্রীকৃষ্ণের কত শত মধুময় লীলাবলীর স্ফুরণ জাগিতেছে। পূর্বশ্লোকে গোবর্ধনের নির্জন কন্দরে যুগলকিশোরের প্রমদ-মদন-লীলা দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার তটদেশে চিরবসবাসের সংকল্প ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহাতে শ্রীগিরিরাজ যেন বলিতেছেন—'ওহে রঘুনাথ দাস! তুমি সঙ্কেতাদি যুগলের মিলনস্থানে বসবাস করিলেও ঐরূপ প্রমদ-মদন-লীলা দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিবে। এইজন্য যে আমার তটেই তোমায় বসবাস করিতে হইবে, ইহার কোন বৈধ কারণ দেখি না। বিশেষতঃ আমার দুর্গম গহ্বরাদি অপেক্ষা তত্তৎ সমতল লীলাভূমিতে মনোরম নিকুঞ্জমন্দিরে স্বচ্ছন্দে তোমার যুগল-লীলা দর্শনের সৌভাগ্যও অনায়াসে সুসিদ্ধ হইতে পারিবে।'

তদুত্তরে শ্রীপাদ এই শ্লোকের অবতারণা করিয়া বলিলেন—হে গিরিপতে! তোমার শ্রীচরণ-সান্নিধ্যে বসবাস প্রার্থনা করার আরও অনেক কারণই রহিয়াছে। একাধারে তুমি সখীগণসহ শ্রীশ্রীরাধামাধবের রহস্যময় লীলার যেমন মনোরম আস্পদ, তেমনি বলদেব ও সখাগণসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের

বিচিত্র খেলা-কৌতুকেরও অনন্য সুখাস্পদ। তোমার রত্নবেদী, পুষ্পিত ও ফলিত নানা বৃক্ষরাজি, নির্ঝর, গহ্বর, সানুদেশ, গিরিসঙ্কট স্থান, সখাগণসহ শ্রীশ্রীকৃষ্ণবলদেবের শ্রমাপনোদন, নানা রসময় পরিহাস, গাভীঅন্বেষণ, হিন্দোলাখেলা, লুকোচুরি, মল্লক্রীড়া, ভোজন, শয়নাদি বিবিধ লীলার মনোরম সুখাস্পদ। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধারাণীর শ্রীমুখবাণী। † "মানং তনোতি সহগোগণয়োস্তয়োর্যৎ পানীয়সূযবস-কন্দর-কন্দমূলৈঃ" (১০।২১।১৮) অর্থাৎ "এই গোবর্ধন নির্মল জল, সুকোমল তৃণ, বিচিত্র গুহা এবং নানাবিধ কন্দমূলাদি দ্বারা গোপবালক ও ধেনুপাল পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের নানাবিধ সেবা করিয়া থাকে।" "তনোতীতি সর্ব্বৈরন্যৈরপি ক্রিয়মানং মানময়ং বিস্তারেণ করোতীত্যর্থঃ, পানীয়ানি পেয়ানি জলমধ্বাদীনি। ‥ ……… সুযবসানি কোমলানি পুষ্টিবর্দ্ধনানি দুগ্ধসম্পাদকানি। যদ্বা পানীয়ং সুবতে ক্ষরন্তি পানীয়সুবো নির্ঝরাঃ। ভূ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ। উপবেশাদ্যর্থং সুন্দরস্থানমিত্যর্থঃ। কন্দরা গুহাঃ; তৈশ্চ তত্রত্যরত্নপর্য্যঙ্ক পীঠপ্রদীপাদর্শাদয়োপ্যুপলক্ষ্যাঃ যথাসম্ভবঞ্চ তৈস্তৈষাং মানো জ্ঞেয়ঃ" (টীকা-বৈষ্ণবতোষণী) অর্থাৎ শ্রীগিরিরাজ নিজদেহে নানাবিধ সেবার উপকরণ বিস্তার করিয়া গোগণ ও সখাগণসহ শ্রীরাম-কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। যেমন নির্মল জল, মধু, ফলের রসাদি পানীয়, (গাভীর জন্য) বলবর্ধক ও দুগ্ধবর্ধক সুকোমল তৃণসমূহ, নির্ঝরাদি মনোরম উপবেশনের স্থান, গুহাতে রত্নপালঙ্ক, বিবিধ আসন, রত্নপ্রদীপ, মণিদর্পণ প্রভৃতি সুসজ্জিত রাখিয়া সেবা করেন। শ্রীপাদ বলিতেছেন—'হে গিরিরাজ! তোমার তটে বসবাস করিলে এইসব লীলাদর্শনেরও সৌভাগ্য লাভ হইবে।'

প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধার কিঙ্করী, তাঁহার মঞ্জরীভাবের উপাসনা, সুতরাং সসখী শ্রীশ্রীরাধামাধবের লীলাদর্শনই তাঁহার কাম্য বা অভীষ্ট হওয়া উচিৎ। কিন্তু বলদেব ও সখাগণ-সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলাদর্শনের কামনা এই শ্লোকে গিরিরাজের নিকট তিনি জানাইয়াছেন কেন?

এ বিষয়ে আচার্যপাদগণের অনুভব-লব্ধ সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রজে নিত্যকিশোর রসরাজ রসিকেন্দ্র-মৌলী ব্রজেন্দ্রনন্দনের মহাভাবময়ী শ্রীরাধারাণীর সঙ্গে শৃঙ্গাররসলীলার তুলনা নাই। সখ্য, বাৎসল্যাদি সমস্ত ভাবের লীলাই যুগল-কিশোরের শৃঙ্গার-লীলার পরিপোষক। শ্রীরাধারাণীর সহিত বিচিত্র শৃঙ্গার-রসমাধুরী আস্বাদনের নিমিত্ত মাতা, পিতা, সখা, সখীগণ সকলের সহিত বিবিধ লীলারই প্রয়োজন। সব লীলাই যেন যুগল-লীলাকে পরিপুষ্ট, সমৃদ্ধ, সর্বাতিশায়ী রসময় এবং আস্বাদ্য করিয়া তুলিতেছে!

যেমন যশোদা, রোহিণী প্রভৃতি বাৎসল্যরসের ঘনীভূতমূর্তি মাতৃগণ থাকিতেও শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধারাণীর শ্রীহস্তপাচিত অন্ন ভোজন না করাইলে যেন কাহারো তৃপ্তি হয় না। এই ব্যপদেশে প্রত্যহ সসখী শ্রীরাধার নন্দালয়ে আগমন এবং রন্ধন, ভোজনাদি লীলায় বিচিত্র শৃঙ্গার-রসমাধুরীর চমৎকার আস্বাদন। তদ্রূপ গোষ্ঠলীলাও শ্রীরাধারাণীর সঙ্গে মিলন-মাধুরী আস্বাদনের জন্যই। "রাখাল লইয়া বনে, সদা ফিরি ধেনুসনে, তুয়া লাগি বনে বনচারী" (পদকল্পতরু)। সব সময়ের জন্যই রাধারাণী শ্যামসুন্দরের অন্তরে খেলা করিতেছেন! গোষ্ঠাদি লীলায় দুর্লভতা বহুবার্যমানতা, প্রচ্ছন্নকামতার

† অষ্টম শ্লোকে ইহা পরিস্ফুট হইয়াছে।

রসনিধি-নবযূনোঃ সাক্ষিণীং দানকেলে-
র্দ্যুতিপরিমলবিদ্ধাং শ্যামবেদীং প্রকাশ্য।
রসিকবরকুলানাং মোদমাস্ফালয়ন্মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। ওহে গিরিরাজ! রসনিধি শ্রীযুগল-কিশোরের দানলীলার সাক্ষিস্বরূপ কান্তি-যুক্ত ও সুরভিত শ্যামবেদী প্রকাশ করিয়া তুমি রসিক, ভাবুক কৃষ্ণভক্তগণের পরমানন্দ-বর্ধন করিতেছ, অতএব তুমি আমায় নিজনিকটে বাস দিয়া ধন্য কর ॥ ৪ ॥

টীকা। অদৃষ্ট দর্শন সম্ভাবকঃ প্রার্থয়তে রসেতি। হে গোবর্দ্ধন রসনিধি-নবযূনোঃ রাধা-কৃষ্ণয়োর্দানকেলের্দানলীলায়াঃ সাক্ষিণীং প্রকাশনীং শ্যামবেদিকাং তন্নাম্নীং বেদীং প্রকাশ্য প্রকটয্য রসিকবর-কুলানাং রসিকবরাঃ কৃষ্ণভক্তাস্তেষাং কুলানাং মোদং হর্ষম্ আস্ফালয়ন্ স্পষ্টীকুর্ব্বন্ সন্নিতি সম্বন্ধঃ। কিম্ভুতাং দ্যুতিঃ কান্তিশ্চ পরিমলঃ সুগন্ধিশ্চ তাভ্যাং বিদ্ধাং যুক্তাম্। তদ্বেদিকা দর্শনানন্দজাত কোলাহলানাং রসিকানাং ত্বন্নিকটবাসেন নিনদং শ্রুত্বা অহমপি তত্র গত্বা দ্রক্ষামীতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

ভিতর দিয়া লীলারসের চমৎকার আস্বাদন। রসিক অনুভবী জন ইহার মর্ম বুঝিতে পারেন। বলদেব ও সখাগণসঙ্গে গোচারণ, নিলায়ণাদি ক্রীড়ার মধ্যেও যুগলের উৎকণ্ঠাময়ী শৃঙ্গাররস-লীলার অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য সুরক্ষিত রহিয়াছে। তাই শ্রীপাদের প্রার্থনা—

"ওহে গোবর্দ্ধন! তুমি অতি মনোহর।
তোমার নিকট বাসে জুড়ায় অন্তর ॥
নিরুপম লীলা যত তার দরশনে।
সুখ অনুভব কর প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ॥
অনুপম মণিবেদী রত্নসিংহাসনে।
মনোহর বৃক্ষশোভা পরম নির্জ্জনে ॥
কিবা নির্ঝর সানুদেশ গিরিকন্দরেতে।
বলদেব সখাসহ গিরি-সঙ্কটেতে ॥
সদা বিহরিছে কৃষ্ণ পরম আনন্দে।
পরিহাস লুকোচুরি মল্লক্রীড়াচ্ছন্দে ॥
নব নব লীলা যত তোমার গোচরে।
তোমাতে বিহরে সদা নবীন কিশোরে ॥
তোমা-সম ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে।
পদতলে স্থান দাও এই দীনজনে ॥" ৩ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে শ্রীশ্রীগিরিরাজের অনন্য-লীলাভূমি দানঘাটীতে শ্যামবেদীর মহিমার স্ফুরণপ্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীরাধামাধবের মহারসময় লীলাবলীর মধ্যে দানলীলা অন্যতম। শ্রীপাদ দানলীলার স্মৃতিতে ইহার নায়ক-নায়িকা শ্রীশ্রীরাধামাধবকে "রসনিধি-নবযূনোঃ" অর্থাৎ **রসসিন্ধু** শ্রীশ্রীযুগল-কিশোরের **দানলীলা** বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আচার্যপাদগণ অখণ্ডরসঘনতত্ত্ব অখিল-রসামৃতমূর্তি বিশুদ্ধ প্রেমের বিষয়তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে যেমন শৃঙ্গার-রসরাজমূর্তিধর, সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ, অপ্রাকৃত নবীনমদন এবং আত্ম পর্যন্ত সর্বচিত্তহর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তেমনি অখণ্ডরসবল্লভা শ্রীমতী রাধারাণীকে আনন্দচিন্ময়-রসঘনবিগ্রহা, মহাভাব-বিভাবিতা, বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমরত্নাকরা এবং সৌন্দর্য, মাধুর্য, সৌভাগ্যাদি অখিল গুণখনি বলিয়াও নিরূপণ করিয়াছেন। অখণ্ড রসঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ডরসবল্লভা ভানুনন্দিনীর সহিত রসবিলাস যেন দুষ্পার, অনন্ত, দুর্বিগ্রাহ্য কল্লোলিত রসসিন্ধু। যাহার এককণা মাত্র অখিলব্রহ্মাণ্ডকে নিমজ্জিত করিতে সক্ষম, তাহার প্রভাব যে কত অসীম, অনন্ত তাহা কে নিরূপণ করিবে? মহা মহা রসিকভক্তমুকুটমণিগণ এই চিন্ময় কল্লোলিত রসসিন্ধুর তটে আসিয়া বিস্ময়ানন্দে অভিভূত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছেন। হয়ত তটে থাকিয়া এক কণিকা মাত্র স্পর্শ করিয়াছেন এবং তাহাতেই নিজের সমগ্র সাধনার সাফল্য অনুভব করিয়াছেন। সর্বোপরি শ্রীরাধার সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনাখ্যরস আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব মত্ততা জন্মায়, এই মাদন-রসসিন্ধুর তটে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণও কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ নিরব, নিথর হইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন! সেই চিন্ময় ভাবসিন্ধুর কি অপূর্ববিলাস! চুম্বনালিঙ্গনাদি সহস্র সহস্র মিলনানুভূতির মধ্যে সহস্রপ্রকার বিয়োগানুভূতি, একটি প্রকাশেই পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটি প্রকাশধর্মের অনুভব অতীব বিলক্ষণ!! এই প্রকার বিষামৃতে একত্র মিলনরূপ প্রেমতত্ত্বের পরম পর্যবসান শ্রীমতী ভানুনন্দিনীতে। অখিল চিন্ময়রসানন্দের এইস্থানেই পরাকাষ্ঠা। দানকেলিতে সেই রসানন্দের অভিব্যক্তি প্রচুর ও প্রভূত। তাই তাহার নায়ক-নায়িকা শ্রীরাধামাধব **রসনিধি**।

রসিক ভাবুক কৃষ্ণভক্তগণ দানঘাটীর শ্যামবেদীতে অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধামাধবের দানলীলার রসাস্বাদন করিয়া থাকেন। ইহা একদিকে যেমন কেলি-কৌতুক-পরিহাস-তরঙ্গ-সঙ্কুল, অপরদিকে তদ্রূপ কোটিসমুদ্রগম্ভীর— অপার, অতলস্পর্শ! কল্লোলিত সিন্ধুর উপরে অনন্ত উর্মিমালা উদ্বেলিত হইয়া উঠে, অথচ উহার তলায় যেমন নিবিড় গভীরতা; তদ্রূপ দানলীলায় সখী ও সখাগণ পরিবেষ্টিত শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের পরস্পর উক্তি-প্রত্যুক্তিময় বচনসমূহে উচ্ছ্বসিত কৌতুকরসতরঙ্গরাজি, কিন্তু উহার গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া রসিক ভাবুক ভক্তগণ অনুভব করেন—অখণ্ড নিরুপাধি প্রেমের নিবিড় গভীরতা! স্থায়ি-ভাবরূপ প্রীতিসাগরের উপরে যেন হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, অসূয়াদি উত্তাল ব্যভিচারিভাব তরঙ্গের উচ্ছ্বসিত নৃত্য!!

শ্রীরাধা সখীসঙ্গে যজ্ঞীয় হবি বহন করিয়া গমন করিতেছেন। ইহা ছল মাত্র, তাঁহাদের উদ্দেশ্যই হইতেছে 'দান-ছলে ভেটিব কানাই।' দানঘাটীতে সখাসহ শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক সহসা অবরুদ্ধা হওয়ায় শ্রীমতীর 'কিলকিঞ্চিত' ভাবের প্রকাশ। হর্ষ হইতে উত্থিত গর্ব, অভিলাষ, রোদন, স্মিত, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ এই সপ্তপ্রকার ভাবের মিশ্রিকরণ। সাগরের বুকে একটি তরঙ্গ উত্থিত হইয়া যদি উহা অপর একটির দ্বারা আবৃত হয়, তখন পরস্পরের সংঘর্ষে যেন অনন্ত জলকণা চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ আশানুরূপ শ্রীকৃষ্ণদর্শনে শ্রীভানুনন্দিনীর প্রণয়-সাগরে 'হর্ষ' তরঙ্গটি 'অবহিত্থা' দ্বারা আবৃত হওয়ায় অর্থাৎ সেই অসীম আনন্দ গোপন করিতে চেষ্টা করায় পরস্পর সংঘাতে ঐ সকল অনুভাব বহির্বিকাশ লাভ করিয়াছে! এই প্রকার দানলীলায় পরস্পর উক্তি-প্রত্যুক্তিময় সংলাপে রসসিন্ধু ও ভাবসিন্ধুর অনন্ত উচ্ছলন!

ব্রজসুন্দরীগণ বিনা শুল্কে শ্রীকৃষ্ণ-সেবাই কামনা করেন, শ্রীমদ্ভাগবতে রাসলীলায় তাঁহারা নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের "অশুল্কদাসিকাঃ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ দানলীলায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট শুল্ক চাহিতেছেন। প্রেমরাজ্যের এই ব্যবহার সবই বেদবিধির অগোচর! আসলে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমই অভিলাষ করেন, দান ব্যবহারটি বাহ্যব্যাপার। নিরুপাধী প্রীতিই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট ভিক্ষা করিয়াছেন। তাই তিনি দানঘাটীতে **মহাদানীন্দ্র**। মহাদান বিনা শ্রীরাধার গমন দুর্ঘট। এইজন্য পৌর্ণমাসীদেবী বলিয়াছেন—দানীন্দ্রের এই **বিশ্বপ্রকটদান** অর্থাৎ এই দানছলে তিনি বিশ্বের নিকট তাঁহার প্রেমবশ্যতাই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর প্রীতিরসাস্বাদনরূপ প্রেমবশ্যতাগুণের অভিব্যক্তিতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যতার বিজয়নিশান প্রেমভক্তির আকাশে অজস্রভাবে উড্ডীন হইয়াছে। "স চ তাসাং দানব্যবহারো-বাহ্যঃ, অভিলষিতবস্ত্বন্তরেতু বাস্তব এব" (বিশ্বনাথ) অর্থাৎ 'তাঁহাদের বাহ্যদান-ব্যবহারে পারস্পরিক পরম অভিলষিত বাস্তব প্রেমরসাস্বাদন বস্তুটি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।' শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

> "যস্যাধ্যক্ষঃ সকলহঠিনামাদদে চক্রবর্তী, শুল্কং নান্যদ্‌ব্রজমৃগদৃশামর্পণাদ্বিগ্রহস্য।
> ঘট্টস্যোচ্চৈর্মধুকররুচস্তস্য ধামপ্রপঞ্চৈঃ, শ্যামপ্রস্থঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ॥"

(স্তবমালা)

অর্থাৎ "মরকত শিলানির্মিত ঘট্টপ্রদেশের কান্তিতে যাঁহার সানুদেশ শ্যামবর্ণ হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ যে ঘট্টের চক্রবর্তী অর্থাৎ কর্তা হইয়া গোপীগণের দেহার্পণ ভিন্ন অন্যপণ গ্রহণ করেন নাই, সেই গোবর্ধন আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।" রসিক ভাবুক ভক্তবৃন্দ ইহার রহস্য অনুভব করেন।

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—'হে গিরিরাজ! তোমার উপরে দানঘাটীতে যে কান্তিযুক্ত ও সুরভিত **শ্যামবেদী**, অদ্যাপি সেই পরম রসময় লীলার সাক্ষ্য দিতেছে! অর্থাৎ রসিক কৃষ্ণভক্তগণ

‡ শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদের দানকেলিকৌমুদী ও শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামীর দানকেলিচিন্তামণীতে পারস্পরিক সংলাপ দ্রষ্টব্য।

হরিদয়িতমপূর্ব্বং রাধিকা-কুণ্ডমাত্ম-
প্রিয়সখমিহ কণ্ঠে নর্ম্মণালিঙ্গ্য গুপ্তঃ।
নবযুবযুগ-খেলাস্তত্র পশ্যন্ রহো মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। হে গোবর্ধন ! তুমি তোমার অতিশয় প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ-দয়িত অপূর্ব শ্রীরাধাকুণ্ডকে কৌতুকবশতঃ কণ্ঠে আলিঙ্গনপূর্বক নব-যুব-যুগল শ্রীশ্রীরাধামাধবের কুঞ্জলীলা নিভৃতে দর্শন করিতেছ, অহো ! তুমি সেইস্থানেই নিজনিকটে আমায় নিবাস প্রদান কর ॥ ৫ ॥

টীকা। ননু বহূনি মন্নিকট স্থানানি বিদ্যন্তে তত্র কুত্র বাস প্রার্থতে বদ তত্রাহ হরীত্যাদি। কিম্ভূতঃ সন্ তত্র রাধিকাকুণ্ডে নবযুব-যুগখেলা নূতন যুব-যুগ্মস্য লীলাঃ কর্ম্মভূতাঃ পশ্যন্ রহো নির্জ্জনে নিজ-নিকট-নিবাসং দেহীত্যন্বয়ঃ। কিম্ভূতঃ সন্ পশ্যন্ ইহ স্থলে আত্মপ্রিয়সখং রাধিকাকুণ্ডং নর্ম্মণা কৌতুকেন কণ্ঠে আলিঙ্গ্য গুপ্তঃ সন্। যত্র স্থিত্বা ত্বমিব তল্লীলাঃ সুষ্টু অনুভবামি তত্র বাসং দেহীতি ভাবঃ। কিম্ভূতং হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য দয়িতং প্রিয়ম্ অপূর্ব্বমাশ্চর্য্যম্। অত্র রহঃ শব্দোঽব্যয়ং তথা চামরঃ রহশ্চোপাংশু চালিঙ্গ ইতি ॥ ৫ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীগিরিরাজের চতুস্পার্শে স্থিত নানালীলাস্থলীর মহিমা এবং তত্তৎ লীলার মাধুরী বর্ণনা করত সেই সেই লীলানুভূতির নিমিত্ত শ্রীগিরিরাজের তটে নিবাস

তাহা দর্শন করিলেই যেন রাধাশ্যামের উজ্জ্বল অঙ্গকান্তিতে শ্যামবেদী কান্তিময় বা উজলিত হইয়া রহিয়াছে এবং তাঁহাদের শ্রীঅঙ্গের অপ্রাকৃত গন্ধে সেই স্থান সুরভিত রহিয়াছে বলিয়া অনুভব করেন, ইহাতে তাঁহাদের পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে। 'হে গিরিরাজ ! সেই আনন্দ-সিন্ধুর একবিন্দু আস্বাদনের লালসায় আমি তোমার তটে বসবাস করিতে অভিলাষ করিতেছি। "নিজ-নিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্।"

"ওহে গিরিরাজ ! তোমার প্রেমময় রূপ।
রাধাকৃষ্ণের দান-লীলার সাক্ষিস্বরূপ ॥
দিব্যকান্তি পরিমল 'শ্যামবেদী' নাম।
প্রকাশ করিয়া তুমি অতি ভাগ্যবান্ ॥
রসিক ভকতগণের আনন্দ-বর্দ্ধন।
করিতেছ সর্ব্বক্ষণ ওহে গোবর্দ্ধন ॥
পরম নির্জ্জন স্থান তুয়া পাদদেশে।
স্থান দিয়া ধন্য কর লীলার উদ্দেশে ॥" ৪ ॥

প্রার্থনা করিয়াছেন। তাহাতে শ্রীগিরিরাজ যেন বলিতেছেন—'হে রঘুনাথ! আমার পার্শ্বে ও চতুর্দিকে তো অনেক স্থান আছে, তাহার মধ্যে কোন্ স্থানে তোমার বসবাস করিবার অভিলাষ, তাহা আমার নিকটে খুলিয়া বল।' গিরিরাজের এইরূপ উক্তির অনুভব পাইয়া এই শ্লোকের অবতারণা করিয়া গিরিতটে শ্রীরাধাকুণ্ডবাসই কামনা করিয়াছেন।

কুণ্ডবাসী শ্রীরঘুনাথ, **শ্রীরাধাকুণ্ড**বাসেই তাঁহার একান্ত অনুরক্তি। শ্রীকুণ্ডতটে বসিয়াই নয়ন-নীরে ভাসিতে ভাসিতে এই 'স্তবাবলী' লিখিয়াছেন। শ্রীকুণ্ডতট ত্যাগ করিয়া অন্যত্র কুত্রাপি যাওয়ার তাঁহার ইচ্ছা বা অভিলাষ নাই। তিনি যে কুণ্ডেশ্বরীরই কিঙ্করী, শ্রীরাধাকুণ্ড যে তাঁহার কোটি কোটি প্রাণাপেক্ষাও অধিক প্রিয়! বিলাপকুসুমাঞ্জলিস্তবের শেষে লিখিয়াছেন—

"স্বকুণ্ডং তব লোলাক্ষি সপ্রিয়ায়াঃ সদাস্পদম্।
অত্রৈব মম সংবাদ ইহৈব মম সংস্থিতি॥" (৯৭)

'হে চপলাক্ষি শ্রীরাধে! তোমার কুণ্ড তোমার ও তোমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয় প্রেমবিলাসের স্থান। এই রাধাকুণ্ডতীরেই আমার বাস ও নিত্যস্থিতি হউক।' **সংবাস সংস্থিতি** অর্থাৎ 'সম্যকরূপে বাস ও সম্যকস্থিতি' এই কথাগুলি শ্রীপাদের রাধাকুণ্ডবাসে সুদৃঢ় নিষ্ঠার ব্যঞ্জক। শ্রীপ্রার্থনাশ্রয়চতুর্দশকে (৩) লিখিয়াছেন—

"উদঞ্চৎ-কারুণ্যামৃতবিতরণৈর্জীবিত-জগদ্-
যুবদ্বন্দ্বং গন্ধৈর্গুণসুমনসাং বাসিতজনম্।
কৃপাঞ্চেন্মযোবং কিরতি ন তদা ত্বং কুরু তথা
যথা মে শ্রীকুণ্ডে সখি সকলমঙ্গং নিবসতি॥"

'হে সখি রূপমঞ্জরি! সমুদিত কারুণ্যামৃত বিতরণপূর্বক যে যুগল-কিশোর বিশ্ববাসীকে জীবিত করিয়াছেন ও যাঁহারা অসীম গুণরূপ কুসুমের সৌরভে সকলজনকে সুরভিত করিয়াছেন—সেই শ্রীরাধা-মাধব যদি আমার ন্যায় অধমের প্রতি কৃপাপ্রকাশ না করেন, তবে তুমি এইরূপ বিধান করিও যাহাতে আমার শরীর চিরদিন শ্রীকুণ্ডে বসবাস লাভ করে এবং কুণ্ডতটেই আমার দেহপাত হয়।' এতদ্দ্বারা শ্রীপাদের শ্রীরাধাকুণ্ডবাসের যে কিরূপ অচল-অটল নিষ্ঠা তাহা উপলব্ধি হয়।

শ্রীগিরিরাজের নিকট রাধাকুণ্ডবাস প্রার্থনা করিতে গিয়া শ্রীপাদ প্রথমেই বলিলেন, "হরিদয়িতমপূর্ব্বং রাধিকাকুণ্ডম্" 'শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয় এবং অপূর্ব।' পদ্মপুরাণে কথিত আছে—

"যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥"

অর্থাৎ 'শ্রীরাধা শ্রীনন্দনন্দনের যেরূপ প্রাণাধিক প্রিয়তমা শ্রীরাধাকুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের তেমনি প্রিয়তম। সকল গোপিকাগণের মধ্যে শ্রীরাধা নন্দনন্দনের অত্যন্ত বল্লভা অর্থাৎ সর্বোত্তমা প্রেয়সী।'

তিনি মাদনাখ্য মহাভাববতী এবং প্রেম, সৌন্দর্য, সৌভাগ্যাদি সর্বগুণান্বিতা বলিয়া নিরুপম প্রিয়তমা। শ্রীকুণ্ডও তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের নিরুপম প্রিয়তম। শ্রীকুণ্ডের উৎপত্তিকালে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখেই ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন—

"প্রোচে হরিঃ প্রিয়তমে তব কুণ্ডমেতৎ মৎকুণ্ডতোঽপি মহিমাধিকমস্তু লোকে।
অত্রৈব মে সলিলকেলিরিহৈব নিত্যং স্নানং যথা ত্বমসি তদ্বদিদং সরো মে॥"

(শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী)

"হে প্রিয়তমে! তোমার কুণ্ড আমার কুণ্ড হইতে মহিমাতে অধিক হউক, তোমার এই কুণ্ডে আমি নিত্য স্নান ও জলকেলি করিব। তুমি যেমন আমার প্রিয়া, তোমার কুণ্ডও আমার তদ্রূপ প্রিয় হইবে।" এই প্রকার হরিদয়িত শ্রীরাধাকুণ্ড **অপূর্ব**। প্রিয়াজীর সরসী প্রিয়াজীর ন্যায়ই মনোরম শোভাসম্পদ্,কেলিসম্পদ্ স্বীয় নীরে এবং তীরে ধারণ করত ব্রজমণ্ডলের যুগলবিলাস-ভূমিসমূহের শিরোমণি-রূপে বিরাজ করিতেছেন। "কুণ্ডের মাধুরী যেন রাধার মধুরিমা। কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিমা॥" (চৈঃ চঃ) শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ কুণ্ডের নৈসর্গিক শোভার অপূর্বতা-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"রাধাকৃষ্ণ-রহঃকথানুবদনাদাশ্চর্য্যমাধুর্য্যবদ্-
ধ্বানৈঃ শ্রীশুকসারিকা ব্যতিকরৈরানন্দসর্ব্বস্বদম্।
কর্ণাকর্ষি-কুহূঃ কুহূরিতি কলালাপৈর্ব্বৃতং কোকিলৈ-
র্নৃত্যন্মত্তময়ূরমন্যবিহগৈশ্চানন্দকোলাহলম্॥
তন্মধ্যে নবমঞ্জুকুঞ্জবলয়ং শোভাবিভূত্যাসমা-
নোর্দ্ধং দিব্যবিচিত্ররত্নলতিকাদ্যানন্দপুষ্পশ্রিয়া।
অন্তস্তন্নবরং বরোপকরণৈরাঢ্যং সমন্তাদ্দধদ্-
রাধামাধবভুক্তভোগ্যমখিলানন্দৈক সাম্রাজ্যভূঃ॥
মধ্যেতাদৃশ কুঞ্জমণ্ডলমহো কুণ্ডং মহামোহনং
সান্দ্রানন্দমহারসামৃতভরৈঃ স্বচ্ছৈঃ সদা সংভৃতম্।
রত্নাবদ্ধচতুস্তটী বিলসিতং সদ্রত্নসোপানব-
ত্তীর্থং শ্রীতটসৎকদম্বক-তলচ্ছায়ানণীকুট্টিমম্॥" (বৃঃ মঃ ৪।১০৫, ৬ ও ৭)

"বিচিত্র পল্লব, পত্র ও স্তবকসমূহে ও বিচিত্র কুসুমসম্ভারে সুরভিত, জ্যোতির্ময় বৃক্ষরাজিতে কুণ্ডারণ্য বিমণ্ডিত। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রহঃলীলার পাঠহেতু আশ্চর্য মাধুর্যপূর্ণ শুক-সারিকাসমূহের উচ্চনিনাদে আনন্দাতিশয্য দানকারী—কর্ণানন্দী 'কুহূ 'কুহূ' এই অব্যক্ত মধুর আলাপকারী কোকিলকুল মণ্ডিত—নৃত্যপরায়ণ ময়ূরের শোভায় ভূষিত ও নানাবিধ পক্ষীর কলকূজনে আনন্দ মুখরিত।

স্থল-জল-তল-শষ্পভূর্ুরুহচ্ছায়য়া চ
প্রতিপদমনুকালং হন্ত সম্বর্দ্ধয়ন্ গাঃ।
ত্রিজগতি নিজগোত্রং সার্থকং খ্যাপয়ন্মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। হে গোবর্ধন! তুমি স্থানে স্থানে স্থল, জল, তল, তৃণ ও তরুছায়াদি প্রকাশ করিয়া তদ্দ্বারা গোসমূহকে নিরন্তর সম্যক্‌রূপে পালন বা বর্ধন করত তোমার 'গোবর্ধন' নামকে সার্থক করিতেছ, হায়! কৃপা করিয়া তুমি আমায় নিজনিকটে নিবাস প্রদান কর ॥ ৬ ॥

টীকা। আত্মনস্তাদৃঙ্ নিগূঢ়লীলা দর্শনাযোগ্যত্বং মন্বানোহন্যৎ প্রার্থয়তে স্থলেতি। হে গোবর্দ্ধন অনুকালং সর্ব্বকালে প্রতিপদং স্থানে স্থানে স্থল-জল-তল-শষ্পভূর্ুরুহচ্ছায়য়া চ গাঃ সম্বর্দ্ধয়ন্

তন্মধ্যে নবীন মনোহর কুঞ্জসমূহ শোভা-সম্পদে রত্নলতিকাদির আনন্দময় পুষ্পশ্রীতে অতুলনীয়। ঐ সব কুঞ্জমধ্যে উত্তমোত্তম উপকরণ-মণ্ডিত অত্যুৎকৃষ্ট শয্যা বিরাজিত এবং চতুর্দিকে শ্রীরাধামাধবের ভুক্ত ও ভোগ্য বস্তুরাজি শোভিত। এইভাবে সর্বত্রই যেন আনন্দের সাম্রাজ্য প্রতিভাত হইতেছে!

অহো! এতাদৃশ কুঞ্জসমূহের মধ্যে মহামোহন শ্রীকুণ্ড— সান্দ্রানন্দ মহারসরূপ স্বচ্ছ অমৃত (জল) রাশিতে সদাকাল পূর্ণ! তাহার চারিতট রত্নবদ্ধ, ঘাটসমূহ উত্তমোত্তম রত্নসোপানদ্বারা মণ্ডিত, তটপ্রদেশে কদম্বতরুর ছায়ায় ছায়ায় বিরাজ করিতেছে মণিকুট্টিম।".

শ্রীশ্রীরাধামাধবের রহস্যময় কেলিবিলাসের এত নির্জন, বিচিত্র নৈসর্গিক শোভাসম্পদে পূর্ণ ও সর্ববিষয়ে উপযোগিস্থান ব্রজমণ্ডলেও কুত্রাপি নাই। তাই সসখী শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরম রহস্যময় মধ্যাহ্নলীলার স্থান শ্রীকুণ্ডতটই। শ্রীপাদ বলিতেছেন—'হে গিরিরাজ! তোমার পরমপ্রিয় সেই শ্রীরাধাকুণ্ডকে তুমি প্রিয়সখার ন্যায় কণ্ঠে আলিঙ্গন করিয়া রাখিয়াছ এবং পরমানন্দে নিভৃতে থাকিয়া শ্রীশ্রীরাধামাধবের রহস্যময় মধ্যাহ্নলীলার রসমাধুরীর দর্শন ও আস্বাদন-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছ। তোমার সেই অতিপ্রিয় কুণ্ডতটে তোমার সান্নিধ্যে আমায় নিবাস প্রদান কর। যাহাতে আমিও সেই লীলামাধুরী আস্বাদনে ধন্য হইতে পারি।'

"গোবর্দ্ধন! তুমি মোর নিবেদন ধর।
তোমার নিকটে সেই স্থান দান কর ॥
প্রিয়সখা শ্রীকুণ্ডেরে আলিঙ্গন করি।
গুপ্তভাবে সদা হের বিলাস-মাধুরী ॥
কৃষ্ণপ্রিয় রাধাকুণ্ডে যুগলের খেলা।
বিভোর হইয়া হেরি সে আনন্দলীলা ॥" ৫ ॥

সুখিনীঃ কুর্ব্বন্ ত্রিজগতি নিজগোত্রং স্বনাম সার্থকং খ্যাপয়ন্ গাঃ বর্দ্ধয়তি শস্পাদিনা পুষ্টয়তীত্যর্থ বিশিষ্টং খ্যাপয়ন্ খ্যাতিমানন্নিতি পরেণ সম্বন্ধঃ শস্পবৃক্ষাদি মন্নিকটপ্রদেশবাসেন কদাচিৎ গোসন্তা-জনাগতস্য মদভীষ্টদেবস্য শ্রীকৃষ্ণস্য দর্শনং মে ভবিতব্যমেবেতি ভাবঃ। জলতলেতি ভূতলবৎ স্বার্থিক প্রত্যয়ঃ। শস্পৈর্ঘাসৈঃ। ভূরুহো বৃক্ষঃ ॥ ৬ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ দাসগোস্বামী এই শ্লোকে শ্রীগিরিরাজের **গোবর্ধন** নামটি যে অন্বর্থ বা তিনি সার্থকনামা, তাহাই প্রতিপাদনপূর্বক তাঁহার সান্নিধ্যে বসবাসের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। শ্রীগিরিরাজ তাঁহার স্থানে স্থানে গোচারণের জন্য স্থল, গোগণের পানের নিমিত্ত জল, বিশ্রামের জন্য তল বা সমতল ভূমি, ভোজনের জন্য তৃণ ও তাপ, বৃষ্টি প্রভৃতি নিবারণের জন্য বৃক্ষ-ছায়াদি প্রকাশ করিয়া গোসমূহকে পালন ও বর্ধন করত তাঁহার 'গোবর্ধন' নামকে সার্থক করিতেছেন। ভগবান্ শ্রীগোপালদেব তাঁহার সপ্তমবর্ষ বয়সে ইন্দ্রযাগানুষ্ঠানে উদ্যত নন্দাদি ব্রজবাসী গোপগণকে ঠিক এই কথা বলিয়াই ইন্দ্রপূজা ত্যাগ করত গোবর্ধন-পূজার কর্তব্যতাটি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

"ন নঃ পুরো জনপদা ন গ্রামা ন গৃহা বয়ম্।
বনৌকসস্তাত নিত্যং বনশৈলনিবাসিনঃ ॥
তস্মাদ্গবাং ব্রাহ্মণানামদ্রেশ্চারভ্যতাং মখঃ।"

"হে পিতঃ! আমাদের নগর, জনপদ কিম্বা গ্রামাদি কিছুই নাই। আমরা গোপজাতি, সুতরাং বনই আমাদের গৃহ, গোচারণাদির জন্য বন, পর্বতাদিতেই বসবাস করিয়া থাকি। সুতরাং আপনারা গো, ব্রাহ্মণ এবং গোবর্ধনপর্বতের প্রীত্যর্থে যজ্ঞ আরম্ভ করুন।" "অস্মাকং যোগক্ষেমহেতুর্বনশৈলাদয় এবেতি ভাবঃ" (স্বামী টীকা) শ্রীগোপালদেব বলিলেন—"হে পিতঃ! আমরা গোপজাতী, গাভীগণই আমা-দের যোগ, ক্ষেমের হেতু বা জীবিকা, সাক্ষাৎ গোবর্ধন অর্থাৎ গোসমূহের বর্ধন করেন যিনি,সেই গোবর্ধন-পর্বতের আরাধনা ভিন্ন আমরা অন্য দেবতার উপাসনা করিব কেন?" শ্রীগোপালের সযৌক্তিক বাক্য শ্রবণে গোপগণ পরমানন্দসাগরে ভাসমান হইয়াছিলেন এবং একবাক্যে পরমোল্লাসে তাঁহাদের পুরুষানুক্রমে প্রচলিত ইন্দ্রপূজা ত্যাগ করিয়া তাঁহারা গোবর্ধন-পূজায় সমুদ্যত হইয়াছিলেন। গোপগণ ইঁহাতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদের উপজীব্য গোসমূহ কোন অজ্ঞাত-সুখোল্লাসে আনন্দকোলাহলে দশদিক্ মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাতে গোপগণের অশেষ আনন্দ বর্ধিত হইয়াছিল।

"আনন্দজননো ঘোষো মহান্ মুদিত গোকুলঃ।
তুর্য্যপ্রণাদঘোষশ্চ বৃষভানাঞ্চ গর্জ্জিতৈঃ ॥
হাম্বারবশ্চ বৎসানাং গোপানাং হর্ষবর্দ্ধনঃ ॥" (হরিবংশম্)

অর্থাৎ "ব্রজে যখন গোবর্ধন-যাগের আয়োজন আরম্ভ হইল, তখন চতুর্দিকে আনন্দ-কোলাহল হইতে লাগিল এবং গোসমূহ পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া গেল। তূর্যধ্বনি, গো-বৃষগণের হুঙ্কার ও

বৎসগণের হাম্বারবে দশদিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল! ব্রজবাসিগণ তাহাতে আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন।"

গিরিপূজাকালে ভগবান্ শ্রীগোপালদেব স্বয়ং শ্রীগিরিরাজের অদ্ভুত মূর্তিধারণ করত বরোন্মুখ হইলে গোপগণ গোধনবৃদ্ধিই প্রার্থনা করিলেন। এবং তিনিও তাহাদিগকে শ্রীমুখে আদেশ করিলেন—

"স উবাচ ততো গোপান্ গিরিপ্রভবয়া গিরিঃ।
অদ্য প্রভৃতি চেজ্যোঽহং গোষু চেদস্তি বো দয়া॥
অহং বঃ প্রথমো দেবঃ সর্ব্বকামকরঃ শুভঃ।
মম প্রভাবাচ্চ গবামযুতান্যেব ভোক্ষ্যথ॥
শিবশ্চ ভবিষ্যামি মদ্ভক্তানাং বনে বনে।
রংস্যে চ সহ যুস্মাভির্যথা দিবিগতস্তথা॥
যে চেমে প্রথিতা গোপা নন্দগোপপুরোগমাঃ।
এবং প্রীতঃ প্রযচ্ছামি গোপানাং বিপুলং ধনম্॥" (হরিবংশম্)

"গোপগণের কথা শুনিয়া সেই সুবৃহৎ মূর্তিধারী গোবর্ধন জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন—হে গোপগণ! তোমাদের যদি গোধনাদিতে দয়া থাকে, তাহা হইলে তোমরা আজ হইতে আমারই অর্চনা করিবে। আমিই তোমাদের আরাধ্য দেবতা, সুতরাং আমিই তোমাদের সর্ববিধ মনোরথ-পূরণ ও কল্যাণ বিধান করিব। আমার কৃপাপ্রভাবে তোমরা সহস্র সহস্র গোধন উপভোগ করিতে পারিবে। তোমরা আমারই ভক্ত, সুতরাং তোমাদের বনে বনে সর্ববিধ মঙ্গল লাভ হইবে। (অর্থাৎ গোপালন-উপযোগী প্রচুর তৃণ, জলাদি উপলব্ধ হইবে।) আমি আমার ধামে যেরূপ নিজ পার্ষদগণসহ নানাবিধ ক্রীড়াদি করিয়া থাকি, সেইরূপ তোমাদের সহিত বনে বনে বিবিধ ক্রীড়াদি করিব। ব্রজমণ্ডলে নন্দ প্রভৃতি যেসব সুপ্রসিদ্ধ গোপগণ বসবাস করেন, আমি তাঁহাদের উপর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে বিপুল ধন-রত্নাদি প্রদান করিব।"

সুতরাং সার্থকনামা শ্রীগোবর্ধন গাভীগণের জন্য বিপুল সুগন্ধিত, সুকোমল, অতি উপাদেয় ও পুষ্টিকর তৃণ দান করেন, যাহার ভক্ষণে গাভীকুলের অপূর্ব তুষ্টি ও পুষ্টি বিধান হইয়া থাকে। তাহাদের বিপুল দুগ্ধ-বৃদ্ধি হয় এবং ঐ দুগ্ধে পদ্মের ন্যায় সুগন্ধ নিহিত থাকে। যাহার সেবনে গোপাল-দেব পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন এবং তাহার সেবনে গোপগণের শ্রীগোপালের পাদপদ্মে অনির্ব-চনীয় প্রেমসম্পদ্ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তদ্রূপ শ্রীগিরিরাজ গোপগণ ও গোগণের সুপেয় ঝর্ণাদির সুশীতল জল, ঘনপত্র-পল্লবাদি সমন্বিত স্নিগ্ধ সুশীতল বৃক্ষছায়া গো ও গোপগণের বিশ্রামের নিমিত্ত ও তাপ, বৃষ্টি প্রভৃতি নিবারণের জন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। তদ্রূপ গো ও গোপগণের বিশ্রাম ও সুখসঞ্চরণাদির স্থল সমতলভূমি প্রভৃতির দ্বারাও নানা উপায়ে গোগণের বৃদ্ধি সাধন করিয়া তাঁহার 'গোবর্ধন' নামকে সার্থক করিয়া থাকেন।

সুরপতিকৃত-দীর্ঘদ্রোহতো গোষ্ঠরক্ষাং
তব নব-গৃহরূপস্যান্তরে কুর্ব্বতৈব।
অঘ-বক-রিপুণোচ্চৈর্দত্তমান দ্রুতং মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। হে গোবর্ধন! অঘ-বকাদি নাশক শ্রীকৃষ্ণ তোমায় ধারণপূর্বক তোমার নিম্ন-দেশরূপ অভিনব গৃহে স্বকীয় গোষ্ঠবাসীকে ইন্দ্রের দীর্ঘ শত্রুতা হইতে রক্ষা করত তোমায় বিপুল সম্মান প্রদান করিয়াছেন, সেই তোমার নিকটে আমায় নিবাস প্রদান কর ॥ ৭ ॥

টীকা। ননু ভবতা যদ্যন্মনসি কৃত্বা মন্নিকটবাসঃ প্রার্থ্যতে তত্তচ্ছ্রীবৃন্দাবনস্যৈকপ্রদেশ-বাসেনৈব ভবেদিত্যলমেবং প্রার্থনয়েতি চেত্তত্রাহ সুরপতীতি। হে অঘবকরিপুণা দত্তোচ্চৈর্মান গোবর্দ্ধন! অঘোদরপ্রবিষ্টবৎ সপাল-রক্ষণবৎ প্রকারান্তরেণাপি ব্রজরক্ষণ-শক্তত্বেহপি অঘবকরিপুণা শ্রীকৃষ্ণেন দত্ত উচ্চৈর্মহান্ মানঃ পূজা যস্মৈ হে তথাবিধ। অঘবক-রিপুণা কিম্ভূতেন নবগৃহ-রূপস্য তবান্তরে মধ্যে সুরপতিকৃত দীর্ঘদ্রোহতো দ্রোহাৎ গোষ্ঠরক্ষাং কুর্ব্বতা। প্রভুঃ স্বমান্যজন-নিকটবাসিনং কর্ত্তব্যাকরণেন কৃপার্নহমপি কৃপয়তীতি ভাবঃ। সুরপতি ইত্যত্র সুরপদেনোনপঞ্চাশদ্বায়বো মন্তব্যাস্তেন তৎপতিত্বেন তৎসাহিত্যাবগতে দ্রোহস্যাদীর্ঘত্বমিতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। বিশুদ্ধসত্ত্বভাবিত শ্রীপাদের চিত্ত-মনে শ্রীগিরিরাজ-গোবর্ধনের কত শত মহিমার স্ফুরণ হইতেছে। স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের অদ্বিতীয় লীলাস্থলী শ্রীশ্রীগিরিরাজ।

শ্রীপাদ বলিতেছেন—'হে গিরিরাজ! তুমি কৃপা করিয়া আমায় তোমার সান্নিধ্যে বসবাস প্রদান করিলে আমি গোচারণ ও গো-সম্বালনাদির জন্য সমাগত আমার পরমাভীষ্ট সখাসঙ্গে শ্রীমন্মদন-গোপালদেবের দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিব। তাই বলি, নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্।'

"স্থল জল তল ঘাস বৃক্ষছায়া দানে।
বর্দ্ধন করহ তুমি সদা গাভীগণে ॥
তাই 'গোবর্দ্ধন' নাম অন্বর্থ তোমার।
অতএব তব পদে প্রার্থনা আমার ॥
সেবার সৌভাগ্য তোমার ত্রিজগতে খ্যাতি।
তোমার নিকটে আমায় দিবে কি বসতি?
গোচারণে শ্রীগোবিন্দে কোন শুভক্ষণে।
নিশ্চয় পাইব দেখা তুয়া সঙ্গ গুণে ॥" ৬ ॥

হরিদাসবর্য্য—শ্রীহরির অদ্বিতীয় সেবক। সেবার সর্ববিধ উপচার লইয়া সেবারসে নিয়ত মগ্ন। শত শত সেবক থাকিতেও বা সেই সেবা-সম্পাদনের অন্য শত উপায় থাকিতেও সেব্য যদি সব উপেক্ষা করিয়া সেবক-বিশেষের সেবাই গ্রহণ করিতে অভিলাষী হন, তবেই সেই সেবার এবং সেবকের যথার্থ সার্থকতা। শ্রীল গোবর্ধন যে শ্রীকৃষ্ণের এইরূপই অনন্য সেবক, তাহাই এই শ্লোকে প্রতিপাদন করা হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ অঘাসুর-বকাসুরাদির হন্তা। অঘ, বকাদি অসুরগণ এতই বিপুল বলশালী যে, যাহাদের প্রভাবে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ সভয়ে মেঘান্তরালে আত্মগোপন করেন। এতাদৃশ প্রভাবশালী অসুরগণকে যিনি বাল্যক্রীড়াচ্ছলে হেলায় নিধন করিয়াছেন, তিনি সামান্য ইন্দ্রের পীড়নে অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া অনায়াসেই ব্রজকে রক্ষা করিতে পারিতেন। এজন্য তাঁহার বিপুল আয়াস-সাধ্য সপ্ত অহোরাত্র গোবর্ধন ধারণ করিয়া রাখার কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। শ্রীপাদ বলিলেন— ইহা কেবল তিনি গোবর্ধনকে বিপুল সম্মান দানের জন্যই করিয়াছেন। গিরিরাজ স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের নীলকান্তমণিদণ্ডের ন্যায় বাহুদণ্ডের উপরে ছত্রাকারে সপ্তাহকাল বসবাসের সৌভাগ্য বা সম্মান লাভ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় গোকুলবাসীকে রক্ষা করার প্রভূত যশোলাভ এবং গরিষ্ঠসেবা লাভ করিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

> "নীলস্তম্ভোজ্জ্বল-রুচিভরৈর্মণ্ডিতে বাহুদণ্ডে, ছত্রচ্ছায়াং দধদঘরিপোর্লব্ধসপ্তাহবাসঃ।
> ধারাপাতগ্লপিতমনসাং রক্ষিতা গোকুলানাং, কৃষ্ণপ্রেয়ান্ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ॥"
>
> (স্তবমালা)

"নীলমণিস্তম্ভের ন্যায় উজ্জ্বলকান্তিপটল মণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডে যিনি ছত্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া সপ্তাহকাল বসবাসের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ইন্দ্রকর্তৃক বর্ষিত বৃষ্টিধারায় ব্যাকুলিত-চিত্ত গোকুলবাসিগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই গিরিরাজ-গোবর্ধন আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।"

শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন ধারণ করিলে গোবর্ধনের নিম্নপ্রদেশ অভিনব মনোরম ও সুবিশাল গৃহের আকারে সুশোভিত হইয়াছিল। এ বিষয়ে "ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন" ইত্যাদি (ভাঃ-১০।২৫।১৯) শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় লিখিত আছে—"তত্র ব্রজকর্তৃক দর্শনসৌকর্য্যায়, শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ধারণসৌকর্য্যায়, শোভাবিশেষায় চ ইদং কল্প্যতে, উত্থাপনসময়ে লীলাশক্ত্যানুকূল্যেন পর্ব্বতমধ্যাধোভাগাৎ বিচ্ছিদ্য কুট্টিমায়মানো মহাশিলাসমুচ্চয় একো মধ্যগর্ত্তে স্থিতঃ, যং শিলাসমুচ্চয়মারুহ্য যং নিম্নং পর্ব্বতমধ্যদেশং শ্রীহস্তেন বিষ্টভ্য চ সুখং দধারেতি।" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যখন বামকরে গোবর্ধনগিরি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তখন ব্রজবাসিগণ যাহাতে অনায়াসে তাঁহার শ্রীমুখারবিন্দ দর্শন করিতে পারেন, গোবর্ধন উৎপাটনে তাহার নিম্নস্থ গর্তাকার ভূমিতে উন্নত, অবনত অংশ থাকায় শ্রীকৃষ্ণের গিরিধারণে ও ব্রজবাসিগণের অবস্থানে যাহাতে কোন অসুবিধা না হয় এবং যাহাতে গিরিধারীর শোভাবিশেষের প্রকাশ

হয় ; এইজন্য শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন-উত্থাপনকালে লীলাশক্তিপ্রভাবে গোবর্ধনের অধোভাগের মধ্যস্থান হইতে একটি অতি সুবৃহৎ শিলাখণ্ড খসিয়া গর্তের উপর পড়িয়া গোবর্ধন-পর্বতনিম্নস্থ স্থান কুট্টিমের অর্থাৎ প্রস্তর বাঁধানো সমতলভূমির আকার ধারণ করিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহার উপর দণ্ডায়মান হইয়া মহাসুখে গিরিরাজকে ধারণ করিলেন এবং ব্রজবাসিগণও তাঁহার চারিপার্শ্বে সুখে সাত দিবারাত্র অবস্থান করিলেন। সেস্থান এতই প্রশস্ত ও বিশাল যে, ব্রজবাসীর কেন, তাহাতে ত্রিলোকবাসীরও অনায়াসে স্থান হইতে পারে। হরিবংশে বর্ণিত আছে—"শৈলোৎপাটনভূরেষা মহতী নির্ম্মিতা ময়া। ত্রৈলোক্যমপ্যসহতে রক্ষিতুং কিং পুনর্ব্রজম্ ॥" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'গোবর্ধন-পর্বত উৎপাটন করিয়া আমি যে নিরাপদ বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছি, তাহাতে ত্রিলোকবাসী সমস্ত জীবগণকে আশ্রয় দিতে পারি, ব্রজবাসিগণের কথা ত সামান্য।' এ-বিষয়ে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার বা সন্দেহের কিছু কারণ থাকিতে পারে না, কারণ চিন্ময়ধামের একটি ধূলিকণার মধ্যেও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমাবেশ হইতে পারে!

ইন্দ্রের আদেশে সাম্বর্তকাদি প্রলয়কালীন মেঘগণ-কর্তৃক ক্রমাগত সপ্ত অহোরাত্র বর্ষিত বিপুল জলধারা হইতে ব্রজবাসিগণের সুরক্ষাবিষয়ে গর্গ-সংহিতায় বর্ণিত আছে—

"জলৌঘমাগতং বীক্ষ্য ভগবাংস্তদ্গিরেরধঃ। সুদর্শনং তথা শেষং মনসাজ্ঞাং চকার হ ॥
কোটিসূর্য্যপ্রভং চাদ্রেরূর্দ্ধং চক্রং সুদর্শনম্। ধারাসম্পাতমপিবদগস্ত্য ইব মৈথিল ॥
অধোঽধস্তদ্গীরেঃ শেষঃ কুণ্ডলীভূতমাস্থিতঃ। রুরোধ তজ্জলং দীর্ঘং যথা বেলা মহোদধিম্ ॥
সপ্তাহং সুস্থিরস্তস্থৌ গোবর্দ্ধনধরো হরিঃ। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রং পশ্যন্তশ্চকোরা ইব তে স্থিতাঃ ॥"

শ্রীকৃষ্ণ বামকরে গোবর্ধনগিরি ধারণ করিয়া নিম্নভাগে ব্রজবাসিগণকে আশ্রয় দিলেও ইন্দ্র প্রবল বর্ষণে বিরত হইলেন না। সেই বিপুল জলধারা গোবর্ধনের নিম্নপ্রদেশ প্লাবিত করিয়া গোপগণের উদ্বেগের হেতু হইতে পারে ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে সুদর্শন এবং শেষনাগকে আদেশ দান করিলেন। তখন কোটি সূর্যসদৃশ সমুজ্জ্বল দীপ্তিশালী সুদর্শনচক্র গোবর্ধনের উর্ধ্বদেশে সকলের অলক্ষ্যে অবস্থান করত অগস্ত্য যেন অনায়াসে সমুদ্র পান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধারাকারে পতিত বৃষ্টির জল শোষণ করিতে লাগিলেন। শেষনাগও গোবর্ধন-পর্বতের চারিদিক্ কুণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়া বেলাভূমি যেমন সমুদ্রের জলকে রোধ করিয়া সিন্ধুতটস্থ গ্রাম-নগরাদি রক্ষা করে, তদ্রূপ গোবর্ধনের চতুর্দিক্ হইতে প্রবলবেগে সমাগত জলপ্রবাহ রোধ করিয়া ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ সপ্তাহকাল গোবর্ধনধারণ করিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং ব্রজবাসিগণ চকোরের ন্যায় গিরিধারীর বদনচন্দ্রের শোভা পীযূষধারা পান করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছামাত্রেই এক মুহূর্তে ইন্দ্রের বজ্রসমুদ্যত হস্তকে এবং মেঘগণের বর্ষণকে স্তম্ভিত করিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু গিরিরাজ-গোবর্ধনের সৌভাগ্য প্রকাশের নিমিত্ত ইন্দ্রকে দীর্ঘ শত্রুতা করার অবকাশ দিয়া সপ্তাহকাল গিরিকে শ্রীহস্তে ধারণ করিলেন ও ব্রজবাসিগণসঙ্গে এই সপ্তদিবস ক্ষণে ক্ষণে

গিরিনৃপ হরিদাসশ্রেণিবর্য্যেতি নামা-
মৃতমিদমুদিতং শ্রীরাধিকাবক্ত্রচন্দ্রাৎ।
ব্রজনবতিলকত্বে কৢপ্ত বেদৈঃ স্ফুটং মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। হে গিরিরাজ! তোমার 'হরিদাসবর্য্য' এই নামামৃত সাক্ষাৎ শ্রীরাধিকার শ্রীমুখচন্দ্র হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। বেদ ও শাস্ত্রাদি ব্রজের অভিনব ললাট-তিলকরূপে তোমায় নিরূপণ করিয়াছেন। তুমি আমায় নিজ-নিকটে নিবাস প্রদান করিয়া ধন্য কর ॥ ৮ ॥

টীকা। ননু পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকমিতি পুরাণবাক্যেন কৃষ্ণ-দেহরূপেণ নিরূপিত বৃন্দাবনৈকদেশবাসেনৈব সর্ব্বনিজেষ্টসিদ্ধির্ভবেদেব অস্মান্মম শ্রেষ্ঠত্বেন কিমতিস্তুত্যা নিবাসঃ

যে অনির্বচনীয় ও অপূর্ব লীলামাধুরী প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাও আস্বাদনের সৌভাগ্য দান করিলেন। শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ গিরিধারীর সেই অবর্ণনীয় লীলার ইঙ্গিত দিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

"সপ্তাহনিশনিম্মিতা গিরিভৃতা যে যে বিলাসাস্তদা,
তান্ কল্পৈঃ সহ সপ্তভিঃ কথয়িতুং শেষোহপি নাশেষতঃ।
এবঞ্চেদ্বচনৈরমূংস্ত্রিচতুরৈঃ সচ্চাতুরীবর্জ্জিতৈ-,
স্তূর্ণং বর্ণিতবান্ কবিঃ স্বয়মসৌ দুর্ভূয় দোদূয়তে ॥" (গোপালচম্পূঃ)

"গিরিধারী সাত দিন ব্রজবাসিগণের সহিত যে সমস্ত লীলা করিয়াছিলেন, তাহা সহস্রবদন শেষও সপ্তকল্প পরিমিত কালেও বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন না। সেই সমস্ত লীলা যদি কোন অজ্ঞ কবি তিন চারি কথায় অল্প সময়ে বর্ণনে প্রয়াসী হন, তাহা হইলে তাঁহাকে অপযশ ও দুঃখেরই ভাগী হইতে হইবে।"

শ্রীপাদ বলিতেছেন—"হে গিরিরাজ! তোমার ন্যায় মহাসৌভাগ্যবান্ হরিভক্তশ্রেষ্ঠের সান্নিধ্যে কাহার না বসবাসের ইচ্ছা হয়? অতএব 'নিজ-নিকটে-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্'।"

"অঘ-বকাসুর-শত্রু গোবিন্দ আপনে।
ইন্দ্রের জিঘাংসা হৈতে ব্রজবাসিজনে ॥
নবগৃহরূপ তোমার যেই মধ্যস্থানে।
রক্ষা লাগি বাস দিল ক্রমে সাতদিনে ॥
এইরূপে তব মান বর্দ্ধন করিল।
হরিদাসবর্য্যনাম সার্থক হইল ॥
ওহে গিরিরাজ মোরে তোমার নিকটে।
স্থান দিয়া ধন্য কর যাচি করপুটে ॥" ৭ ॥

প্রার্থ্যতে ইতি চেত্তত্রাহ গিরিনৃপেতি। গিরিনৃপশব্দস্য প্রকৃতোপযোগিত্বং পুরা ব্যাখ্যাতম্। হে গিরিনৃপ যতো 'রাধিকাবক্ত্রচন্দ্রাৎ হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্য' ইত্যাদি শ্রীভাগবতীয়পদ্যেন হরিদাসবর্য্যেতীদং নামামৃতমর্থান্তবোদিতম্, অতো বেদৈর্ব্রজ-নবতিলকত্বে ব্রজস্য নূতন ললাটভূষণত্বে ক্‌ৎপ্ত প্রকটিত হে তথাভূত ইতি পরেণ সম্বন্ধঃ। অধিকস্যাধিকং ফলমিতি ন্যায়েন শ্রেষ্ঠ-নিকটবাস এব যোগ্য ইতি ভাবঃ। ক্‌ৎপ্ত ইতি সম্বোধনং পদং হরিদাসেষু কৃষ্ণভক্তেষু বর্য্যঃ শ্রেষ্ঠ ইতি সর্ব্বমনুকরণেবেতি সুলুক্ 'নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী'তি বৎ ॥ ৮ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ পূর্বশ্লোকে শ্রীভগবান্ ব্রজরক্ষাচ্ছলে শ্রীগিরিরাজকে যে প্রভূত সম্মান দান করিয়া তাঁহার সর্বাতিশায়ী মহিমা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা নিরূপণপূর্বক শ্রীগিরিতটে বসবাসের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে শ্রীগিরিরাজ যেন বলিতেছেন—'ওহে রঘুনাথ দাস! তুমি পরম বিজ্ঞ, পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখবাণী স্মরণ কর—"পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকম্" অর্থাৎ "পঞ্চযোজন বৃন্দাবন আমার দেহস্বরূপ" সুতরাং সর্বাভীষ্টপ্রদ শ্রীকৃষ্ণের দেহস্বরূপ বৃন্দাবনের একদেশে বসবাস কর, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। আমাকেই ব্রজের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানরূপে প্রতিপাদন করত এইরূপ অতিস্তুতি করিতেছ কেন?" শ্রীপাদ গিরিরাজের এইরূপ উক্তি সম্ভাবনা করিয়া বলিলেন—'হে গিরিরাজ! ইহা কিছুমাত্র অতিস্তুতি নহে। সর্বপুরাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং বার্ষভানবী শ্রীরাধারাণী তোমায় 'হরিদাসবর্য্যঃ' আখ্যা দিয়াছেন।'

> "হন্তায়মদ্রিরবলা **হরিদাসবর্য্যো** যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।
> মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ পানীয়সূযবস-কন্দর-কন্দমূলৈঃ ॥"
>
> (ভাঃ-১০।২১।১৮)

"হে সখিগণ! এই গোবর্ধন-পর্বত হরিদাস-চূড়ামণি, যেহেতু সে শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের চরণস্পর্শে হর্ষাকুল হইয়া নির্মল জল, সুকোমল তৃণ, বিচিত্র গুহা এবং নানাবিধ কন্দমূলাদি দ্বারা গোপবালক ও ধেনুপাল-পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের নানাবিধ সেবা করিয়া থাকে।"

শ্রীমদ্ভাগবতে বেণুগীত বা গোপসুন্দরীগণের পূর্বরাগ-বর্ণনায় এই শ্লোকটি গোপিকাগণের উক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু শ্রীমৎ দাসগোস্বামিপাদ সর্বগোপী-শিরোমণি স্বয়ং বৃষভানুনন্দিনীর শ্রীমুখচন্দ্র হইতেই এই শ্লোকটি উদিত হইয়াছে বলিয়া এই শ্লোকে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ, ব্যাস, শুকাদি ভক্তচূড়ামণিগণ সর্বত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের সেবা করিয়াছেন বটে, কিন্তু শ্রীগোবর্ধনের ন্যায় নিজদেহকে কেহই শ্রীভগবানের লীলাক্ষেত্র করিতে পারেন নাই বলিয়াই শ্রীরাধারাণী শ্রীমুখে তাঁহাকে 'হরিদাসবর্য্য' বা 'হরিদাসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ' বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বহু ভক্তের কথা বর্ণিত থাকিলেও মাত্র তিন জনকে 'হরিদাস' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে—যুধিষ্ঠির,

উদ্ধব ও গোবর্ধন। এই তিনের মধ্যেও গিরিরাজ শ্রেষ্ঠ। কারণ গিরিরাজ একদিকে যেমন সখাগণ সহ শ্রীকৃষ্ণ-বলদেব এবং তাঁহাদের পরমপ্রিয় গাভীগণের সেবার জন্য স্বচ্ছ শীতল পানীয়, ফল, কন্দ-মূলাদি, বিশ্রামের নিমিত্ত সুশীতল বৃক্ষছায়া, রত্নপর্যঙ্ক, রত্নপীঠ, মণিপ্রদীপাদি শোভিত কন্দর, সুকোমল তৃণ, বিস্তৃত স্নিগ্ধ ও শীতল বিশ্রামস্থানাদি নিজের অঙ্গে সাজাইয়া রাখিয়াছেন, অপরদিকে তেমনি রাম-কৃষ্ণের শ্রীচরণস্পর্শে প্রমোদিত হইয়া তৃণোদ্গমছলে পুলক, আর্দ্রতাছলে স্বেদ, নির্ঝরছলে অশ্রুপ্রকাশ করিয়া পরমানন্দে আত্মহারা হইতেছেন। সুতরাং তিনি যথার্থই হরিদাস-শিরোমণি।

শ্রীপাদ বলিতেছেন—'হে গিরিরাজ! প্রাকৃত চন্দ্র হইতে নিঃসৃত অমৃত যেমন প্রাকৃত দেব-গণের ভোগ্য, তদ্রূপ অপ্রাকৃত প্রেমময় শ্রীরাধাবদন-বিধু হইতে নিঃসৃত তোমার **হরিদাসবর্য** এই নামামৃতরস অপ্রাকৃত সাধু-ভক্তগণেরই অনুসেবনীয়। (পূর্বে গিরিরাজের পঞ্চামৃত সেবনের উল্লেখ করিয়াছেন) শ্রীপাদ রঘুনাথ যেন একটু প্রৌঢ়োক্তির সহিত বলিলেন—'হে গিরিরাজ! তুমি যে পুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে আমায় তোমার চরণ-সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে বাস করার কথা বলিলে, আমরা শ্রীরাধার দাসী, শঠ-শিরোমণির ছলনাময় বাণীর মর্ম সব সময় বুঝিতে পারি না। আর আমার ঈশ্বরী সরলা পরম উদারস্বভাবা; তাঁহার বচনামৃতে আমাদের পরম বিশ্বাস। এমন কি উহাই আমাদের জীবাতু। আবার পুরাণবাণী অপেক্ষা পুরাণ-শিরোমণি বা মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী যে সমধিক প্রামাণ্য ইহা সহজেই বুঝা যায়। বিশেষতঃ রসাস্বাদনের পক্ষে কৃষ্ণের সঙ্গ অপেক্ষাও রসিক কৃষ্ণভক্তের সঙ্গই সমধিক শ্লাঘনীয়। ভাগবত বলেন—"রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দ্দনঃ" (৩।৭।১৯) 'মহৎসঙ্গ বা মহৎসেবার ফলে শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে স্বাভাবিক প্রেমোৎসব সঞ্জাত হইয়া থাকে।' মহাজন রসিকভক্তের সঙ্গকে রসোৎপত্তির একটি অন্যতম সাধন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—'রসিকাসঙ্গ-রঙ্গিণাম্' (ভঃ রঃ সিঃ) অর্থাৎ রসিকভক্তের সঙ্গেই যাঁহাদের রঙ্গ বা সাতিশয় উল্লাস, তাঁহারাই ভক্তি-রসাস্বাদনের অধিকারী। অতএব তোমার সান্নিধ্যে বসবাসই আমার চরম-কাম্য।

আরও বলি—'হে গিরিপতে! তুমি ব্রজমণ্ডলের ললাট-তিলকরূপে বেদশাস্ত্রে খ্যাতি লাভ করিয়াছ।' শ্রীগর্গসংহিতায় বর্ণিত—

"গোবর্দ্ধনগিরি রাজন্ সর্ব্বতীর্থবরঃ স্মৃতঃ। বৃন্দাবনঞ্চ গোলোকমুকুটোঽদ্রিঃ প্রপূজিতঃ ॥
গোপগোপীগবাং রক্ষাপ্রদঃ কৃষ্ণপ্রিয়ো মহান্। পূর্ণব্রহ্মাতপত্রং যস্তস্মাত্তীর্থবরশ্চ কঃ ॥"

শ্রীনারদ মিথিলাপতি বহুলাশ্বের প্রতি বলিলেন—"হে রাজন্! গোবর্ধন-পর্বত সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। বৃন্দাবন ও গোলোকের মুকুটস্বরূপ এই গোবর্ধন—গো, গোপ ও গোপীগণের সতত রক্ষা-বিধান করিয়া থাকেন। ইনি শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয়তম যিনি পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের আতপত্র, তাঁহার ন্যায় শ্রেষ্ঠতীর্থ আর কোথায়?" অতএব 'হে গিরিরাজ! তোমার সান্নিধ্যে বসবাস দান করিয়া আমায় ধন্য কর।'

নিজ-জনযুত-রাধাকৃষ্ণমৈত্রীরসাক্ত-
ব্রজনর-পশু পক্ষি-ব্রাত-সৌখ্যৈকদাতঃ।
অগণিত-করুণত্বান্মাধুরীকৃত্য তান্তং
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। হে গোবর্দ্ধন! সখা ও সখীগণসহ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিত্রতারসযুক্ত ব্রজস্থিত যে সকল মনুষ্য, পশু, পক্ষিসমূহ তুমি তাহাদের একমাত্র সুখপ্রদাতা, অসীম করুণানিলয় তুমি মাদৃশ দীনজনকে তোমার নিকটে বসবাস প্রদান করিয়া ধন্য কর ॥ ৯ ॥

টীকা। নন্বন্যং কমপি ব্রজবাসিনং স্বাভীষ্টং প্রার্থয়স্ব কিমন্যপ্রার্থনয়েতি চেত্তত্রাহ নিজ-জনেতি। নিজজনেতি একদাতরিত্যন্তং সমুদায় সম্বোধনম্। নিজজনেন স্বীয়লোকেন আলী সখ্যাদি-রূপেণ যুতো মিলিতো যো রাধাকৃষ্ণয়ো রাধাসহিতঃ কৃষ্ণস্তত্র যো মৈত্রীরস এতন্নাম্না প্রসিদ্ধো রসস্তেনাক্তো যুক্তো যো ব্রজ-নর-পশু-পক্ষি-ব্রাতস্তৎসমূহস্তস্য সৌখ্যস্য সুখস্য একদাতঃ অদ্বিতীয় সুখদানকর্ত্তরিত্যর্থঃ। যো হি পরমদয়ালুতয়া কৃষ্ণহস্তস্পর্শমাত্রেণ স্বয়মেবোত্থায় স্বগর্ত্তে ব্রজনরাদিকং যথাসুখং স্থাপিতবান্ এবং দয়ালুং পরিত্যজ্য কমন্যং স্বাভীষ্টং প্রার্থয়ে ইতি ভাবঃ। ননু যে হি নিজগর্ত্তং প্রবেশ্য রক্ষিতাস্তে তু কৃষ্ণপ্রীতিযুক্তাস্তদ্গন্ধহীনং ত্বাং কথং নিজনিকটনিবাসং দাস্যামীতি চেত্তত্রাহ অগণিতা সংখ্যাতীতা করুণা যস্য তত্ত্বাৎ তান্তং নিতান্তং মাধুরীকৃত্য অঙ্গীকৃত্য ভবানেব স্বভাবং কৃপয়া দীনং মাং তদ্বিষয় প্রীতৌ নিযোক্ষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীগিরিরাজ যে হরিদাসবর্য এই শ্লোকে শ্রীপাদ রঘুনাথ তাহার অপর একটি লক্ষণ উল্লেখ করিতেছেন। যাঁহারা হরিদাস বা যাঁহাদের চিত্ত-মন শ্রীভগবানের সেবা-প্রাণতায় পূর্ণ, অন্যান্য হরিভক্তেরও তাঁহাদের প্রতি স্বভাবতঃই শ্রদ্ধা,প্রীতি এবং মৈত্রীর উদয় হইয়া থাকে। ব্রজে গণসহ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রতি যাঁহারা মিত্রতা-রসযুক্ত সেই সকল মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতিরও

"শ্রীরাধিকা নিজ সখী সম্বোধন করে।
চন্দ্রমুখে তোমার গুণ কীর্তন যে করে ॥
'হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য)'।
হরিদাসগণ-মধ্যে তুমি শিরোধার্য্য ॥
ভাগবতপদ্যে তোমার এই নামামৃত।
প্রকাশ করিয়া বিশ্ব কৈল আপ্যায়িত ॥
তিলক-স্বরূপে তুমি ব্রজের ললাটে।
ভূষিত আছহ শাস্ত্র কহে অকপটে ॥
ওহে গিরিরাজ! তুমি মহাশক্তিধর।
পাদদেশে দীনজনে বাস দান কর ॥" ৮ ॥

শ্রীগিরিরাজ অশেষ শ্রদ্ধা এবং প্রীতিভাজন হইয়া তাঁহাদিগকে পরমানন্দ প্রদান করিয়া থাকেন। যাঁহাদের চিত্ত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিরসসিক্ত, হরিদাসবর্য গিরিরাজের দর্শনেই তাঁহাদের সেখানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রহস্যময় বিবিধ লীলাবলীর স্ফুরণ হইয়া থাকে। শ্রীকুণ্ডতটে অতি অদ্ভুত ও পরম নিগূঢ় দীর্ঘকাল-ব্যাপী শ্রীযুগলের স্বচ্ছন্দ মধ্যাহ্নলীলা, গোবর্ধনে দানলীলা, নৌকালীলা, রাসলীলা প্রভৃতি রহস্যময় লীলার স্বচ্ছন্দ ও নির্জ্জন নিকেতন শ্রীগিরিরাজ। ইহা ছাড়াও গিরিরাজ স্বীয় অঙ্গে শ্রীশ্রীরাধামাধবের নিগূঢ়লীলার বিবিধ চিহ্ন ধারণ করিয়া যুগল-প্রেমিকগণের পরমানন্দের হেতু হইয়া থাকেন। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"গান্ধর্ব্বায়াঃ সুরতকলহোদ্দামতাবাবদূকৈঃ, ক্লান্তশ্রোত্রোৎপলবলয়িভিঃ ক্ষিপ্তগিঞ্ছাবতংসৈঃ।
কুঞ্জৈস্তল্পোপরি পরিলুঠদ্বৈজয়ন্তীপরীতৈঃ, পুণ্যাঙ্গশ্রীঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ॥"

(স্তবমালা)

"যেস্থানের কুঞ্জে কর্ণোৎপল ম্লান হইয়া পতিত রহিয়াছে, মৃণালবলয়, ময়ূরপুচ্ছনির্মিত অবতংস যেস্থানে পতিত, শয্যার উপরে বৈজয়ন্তীমালা লুণ্ঠিত হইতেছে, সুতরাং শ্রীরাধার নৈশ-সুরত-কলহের প্রকাশকারী কুঞ্জসমূহে যাঁহার মনোহর শোভা হইয়াছে, সেই গোবর্ধন আমাদের মঙ্গল বিস্তার করুন।"

ব্রজধামাশ্রয়ী পশু, পক্ষী সকলেরও শ্রীরাধাকৃষ্ণে মৈত্রী ও প্রীতি স্বভাবসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ যেসব গাভীগণকে চারণ করেন, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে স্বতঃসিদ্ধ বাৎসল্যপ্রীতি। গাভী, বৎসগণের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি ব্রজসুন্দরীগণ স্বয়ং পূর্বরাগদশায় শ্রীমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন।

"গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীতপীযূষমুত্তভিতকর্ণপুটৈঃ পিবন্ত্যঃ।
শাবাঃ স্নুতস্তনপয়ঃকবলাঃ স্ম তস্থুর্গোবিন্দমাত্মনি দৃশাশ্রুকলাঃ স্পৃশন্ত্যঃ॥"

(ভাঃ-১০।২১।১৩)

"শ্রীবৃন্দাবনের গাভীগণ ও স্তনপানরত বৎসগণ ঊর্ধ্বদিকে স্থাপিত কর্ণপাত্রে করিয়া শ্রীকৃষ্ণমুখনির্গত বেণুগীতামৃত আস্বাদন এবং নয়নদ্বারা হৃদয়ে প্রবিষ্ট কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুব্যাপ্ত-নয়নে নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিতে থাকে।" গাভীসমূহ তো শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপাল্য ও পার্ষদ, তিনি মাতৃভাবে ইঁহাদের লালন-পালনাদি করেন। কিন্তু বনের হরিণগুলি পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সাতিশয় প্রীতি বহন করিয়া থাকে।

"ধন্যাঃ স্ম মূঢ়গতয়োঽপি হরিণ্য এতা যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেষম্।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ॥"

(ভাঃ-১০।২১।১১)

"বনচারিণী হরিণীগণ (পশুজাতি বলিয়া) বিবেকহীনা হইলেও ধন্যা, কেননা তাহারা শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণমাত্রেই কৃষ্ণসারগণসহ কৃষ্ণনিকটে উপস্থিত হইয়া বিচিত্র বনবিহার-বেশে সুসজ্জিত

নন্দনন্দনের দিকে সপ্রেম দৃষ্টিপাত ও আন্তরিক সমাদর প্রদর্শন করিয়া থাকে।" এইভাবে ব্রজবনের পক্ষিসমূহও যে সাধারণ পক্ষী নয় তাহারা সকলেই মুনি এবং শ্রীকৃষ্ণে স্বাভাবিক প্রীতিমান্—তাহাও ব্রজদেবীগণ বর্ণনা করিয়াছেন—

"প্রায়ো বতাম্ব বিহগা মুনয়ো বনেঽস্মিন্ কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্ শৃন্বন্ত্যমীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ॥" (ভাঃ-১০।২১।১৪)

"ওমা ! † এই বৃন্দাবনে যে সকল পক্ষিগণ বাস করে তাহারা প্রায় সকলেই আত্মারাম মুনি, কেননা তাহারা বিচিত্র পল্লবাঙ্কুরাদিতে শোভিত বৃক্ষে আরোহণ করিয়া তাহার যে শাখা হইতে অবাধে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন হয়, সেই শাখায় উপবেশন করে এবং মুরলীনাদ ব্যতীত সর্ববিধ শব্দের শ্রবণ-ভাষণাদি ত্যাগ করিয়া অর্ধনিমীলিত নয়নে শ্রীকৃষ্ণের মোহন-মুরলীনাদ শ্রবণ করিয়া থাকে।"

এই প্রকার শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলায় অত্যন্ত অন্তরঙ্গ কক্খটী বানরী শুক-সারিকাদি পক্ষিগণের নিশান্তে যুগলের প্রবোধন, অভিসারাদির দৌত্য, যুগলের পক্ষ অবলম্বনে শুক, সারিকাদির পরস্পর রসময় কলহ, যুগলের রূপবর্ণনা, প্রেমবর্ণনাদি বিবিধ লীলাপুষ্টির কার্যও দেখা যায়। গিরিরাজ যুগল-বিলাসের সুরম্য নির্জনস্থান বলিয়া এই সব পশু, পক্ষিগণেরও পরম সুখ বিধান করিয়া থাকেন। গিরিরাজ পশু, পক্ষিগণেরও পরম সুখদাতা বলিয়া শ্রীপাদ গিরিরাজের সান্নিধ্যে বসবাসের একটু স্থান কামনা করেন।

গিরিরাজ যেন বলিতেছেন—'ওহে রঘুনাথ দাস, তুমি যাহা বলিতেছ সবই সত্য, যাঁহারা পরম ভক্ত বা প্রেমিক তাঁহারাই আমার সান্নিধ্যে বসবাসের সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হয় এবং আমি তাঁহাদেরই সুখ-বিধান করিয়া থাকি। কিন্তু তোমার তো তাদৃশ ভক্তি নাই, সুতরাং তুমি আমার সান্নিধ্যে বাস লাভ করিবে কিরূপে ?' তদুত্তরে বলিলেন—'হে গিরিরাজ ! তোমার এই কথাটি সহস্র বার সত্য। আমি যে ভক্তিহীন বা ভজন-সাধন শূন্য দীনজন, ইহাতে কোন সন্দেহ-ই নাই। তবু বলি, হে গিরিরাজ ! তুমি অসীম করুণানিলয়, মাদৃশ ভক্তিহীনজনকে নিজগুণে কৃপা করিয়াই নিজ নিকটে নিবাস দিয়া ধন্য করিতে হইবে।'

"নিজজনে বেষ্টিত যে যুগলকিশোর।
তাঁদের মৈত্রীরসে যাঁর সিক্ত কলেবর॥
সেই ব্রজনর, পশু, পক্ষী, সুখদাতা।
এমন দয়ালু-স্বভাব আর পাব কোথা॥
কৃপা করি মো অধমে অঙ্গীকার করে !
তোমার নিকটে বাস দান কর মোরে॥" ৯॥

† পূর্বরাগবতী ব্রজসুন্দরীগণের এই সভায় সখীগণ ব্যতীত মাতৃসম্বোধনের মত কেহ না থাকিলেও আশ্চর্যে রমণী-স্বভাব-সুলভ উক্তিতেই তাঁহারা 'ওমা' শব্দটি বলিয়াছেন।

নিরুপধি-করুণেন শ্রীশচীনন্দনেন
ত্বয়ি কপটি-শঠোঽপি ত্বৎপ্রিয়েণার্পিতোঽস্মি।
ইতি খলু মম যোগ্যাযোগ্যতাং তামগৃহ্ণন্
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। হে গোবর্ধন! আমি অতিশয় শঠ ও কপটী হইলেও তোমার অতিপ্রিয় নিরুপাধি করুণাময় শ্রীশচীনন্দন-কর্তৃক তোমার চরণে সমর্পিত হইয়াছি, অতএব আমার যোগ্যাযোগ্যতার বিচার না করিয়া আমায় নিজ নিকটে নিবাস প্রদান করিয়া ধন্য কর ॥ ১০ ॥

টীকা। অযোগ্যায় নিজনিকটবাসপ্রদানে মুখ্যং কারণং শ্লিষ্যত্যাহ নিরুপধীতি। শচীনন্দনেন পরমদয়ালুনা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেনাস্মি অহং ত্বয়ি অর্পিত ইতি হেতোর্মমতাং ত্বদনুভূতাং যোগ্যা-যোগ্যতাম্ অগৃহ্ণন্নিতি সম্বন্ধঃ। কিম্ভূতোঽহং কপটী আত্মনস্তাদৃগ্বৈরাগ্যপ্রকটনেন লোকপ্রতারকশ্চাসৌ শঠঃ পুরঃ প্রিয়বক্তা অসাক্ষাদপ্রিয়কর্ত্তা চ সচেতি এবম্ভূতোঽপি। শচীনন্দনেন কিম্ভূতেন ত্বৎপ্রিয়েণ ভবতঃ প্রেমাস্পদেন প্রিয় বাক্যং প্রিয়েণাবশ্যং কর্ত্তব্যমেবেতি ভাবঃ, ননু শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রাস্তবতোঽত্র প্রেরণে তস্য কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং ভবেদিতি লক্ষ্যতে। ইতি নেত্যাহ নিরুপধিকরুণেন নির্নবিদ্যতে উপাধিঃ ফলানু-সন্ধানং যত্র এবম্ভূতা করুণাচিত্তার্দ্রকরণ কৃপা যস্য তেন লোকহিতাকাঙ্ক্ষিণেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। পূর্বশ্লোকে শ্রীগিরিরাজ বলিয়াছেন—ভক্তিমান্ ব্যক্তিই তাঁহাকে পায় রঘুনাথের কি তাদৃশী ভক্তি আছে যে তিনি তাঁহাকে পাইবেন? গিরিরাজের সেই বাণী দৈন্যের খনি শ্রীপাদের কানে যেন এখনো বাজিতেছে! এখনো যেন গিরিরাজ বলিতেছেন—'হে রঘুনাথ, মহাসুকৃতি-মান্ ব্যক্তিই আমার সান্নিধ্যে বসবাসের সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকে, তোমার কি তাদৃশ সুকৃতি আছে যে তুমি আমার নিকটে বাস-কামনা করিতেছ!' শ্রীপাদ আকাশ-পাতাল ভাবিতেছেন, 'জীবনে তো এমন কিছু সুকৃতি করি নাই, যাহাতে শ্রীগিরিরাজের কৃপা লাভ করিতে পারিব!' অতৃপ্তিই প্রেমের স্বভাব। "প্রেমের স্বভাব— যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ। সে-ই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি প্রেমগন্ধ।।" (চৈঃ চঃ) দৈন্যের সাগরে ভাসমান শ্রীপাদের চিত্তে নৈরাশ্য-আঁধার ঘনাইয়া উঠিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে নিরুপাধি করুণা-ময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা মনে পড়িয়া আশার আলোকে হৃদয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। মহাপ্রভুর সেই নির্হেতু করুণার কথা মনে করিয়া এই শ্লোকের অবতারণা করিলেন।

দৈন্যভরে শ্রীপাদ আক্ষেপের সহিত বলিতেছেন—'হে গিরিরাজ! আমি অতিশয় শঠ ও কপট, অর্থাৎ বাহিরে ভক্তি দেখাইলেও অন্তরে আমার তাদৃশ ভক্তির অভাব এবং সাক্ষাতে প্রিয়বাদী হইয়াও পরোক্ষে অপ্রিয়বাদী। আমার অযোগ্যতা আমি ভালরূপেই জানি। কিন্তু নিরুপাধি করুণাময় শ্রীশচীনন্দন আমায় তোমার চরণেই সমর্পণ করিয়াছেন—তাহা সবই তুমি জান।' শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথের বৈরাগ্য ও ভক্তিনিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তাঁহার অতিপ্রিয় গিরিরাজের শিলা ও গুঞ্জা-

মালা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীল রঘুনাথও প্রভুদত্ত শিলা ও গুঞ্জামালা পাইয়া তাঁহাকে উহা প্রদান করার মর্মটি প্রভুর কৃপায় অনুভব করিয়াছিলেন—

"রঘুনাথ সেই শিলা মালা যবে পাইল।
গোসাঞির অভিপ্রায় এই ভাবনা করিল—॥
শিলা দিয়া গোসাঞি মোরে সমর্পিলা গোবর্দ্ধনে।
গুঞ্জামালা দিয়া দিলা রাধিকা-চরণে॥
আনন্দে রঘুনাথের বাহ্য-বিস্মরণ।
কায়মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গচরণ॥" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ পরিঃ)

শ্রীপাদ বলিতেছেন—'হে গিরিরাজ! আমি অতিশয় শঠ ও কপট হইলেও নির্হেতু কৃপাময় প্রভু শচীনন্দন যখন আমায় তোমার চরণেই সমর্পণ করিয়াছেন, তখন তুমি আমার যোগ্যাযোগ্যতার বিচার করিতে পার না।' যেহেতু প্রভু তোমার অতিশয় প্রিয়, প্রভুর সম্বন্ধটি অবলম্বন করিয়াই আমার অযোগ্যতার কথা ভুলিয়া আমায় কৃপা করিতে হইবে। বিশেষতঃ প্রভুর গুণ প্রিয়দাসেও সঞ্চারিত হওয়া 'স্বাভাবিক।' প্রভুর অভাজনের প্রতিও অহৈতুকী করুণা-বিষয়ে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ লিখিয়াছেন—

"পাত্রাপাত্রবিচারণং ন কুরুতে ন স্বং পরং বীক্ষ্যতে দেয়াদেয়-বিমর্শকো ন হি ন বা কালপ্রতীক্ষঃ প্রভুঃ।
সদ্যো যঃ শ্রবণেক্ষণ প্রণমন-ধ্যানাদিনা দুর্ল্লভং দত্তে ভক্তিরসং স এব ভগবান্ গৌরঃ পরং মে গতিঃ॥"
(চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্-৭৭)

"যিনি পাত্রাপাত্র-বিচার, আত্ম পর দর্শন, দেয়াদেয়-বিচার, কালাকাল-প্রতীক্ষা না করিয়া শ্রবণ, দর্শন, প্রণাম ও ধ্যানাদি সাধনেও অতি সুদুর্লভ প্রেমরস তৎক্ষণাৎ প্রদান করেন, সেই প্রভু শ্রীগৌর-সুন্দরই আমার একমাত্র গতি।" শ্রীপাদ বলিলেন—"হে গিরিরাজ! প্রভুর এই পরমৌদার্য স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রিয় তুমি প্রভুর কৃপাপথানুসরণে আমায় তোমার শ্রীচরণ-সান্নিধ্যে বাস প্রদান করিয়া ধন্য কর।"

"যোগ্যাযোগ্য পাত্রাপাত্র তোমার নিকটে।
যদি পদে বাস দানে এ-বিচার ঘটে॥
সে বিচার ক'রো না হে আমার সম্বন্ধে।
হ'লেও কুটিল-কপট পতিত-পাষণ্ডে॥
তব অতিশয় প্রিয় শ্রীশচীনন্দন।
নিরুপাধি প্রেমদাতা পতিতপাবন॥

রসদ-দশকমস্য শ্রীল-গোবর্দ্ধনস্য
ক্ষিতিধর-কুলভর্ত্তুর্যঃ প্রযত্নাদধীতে।
স সপদি সুখদেঽস্মিন্ বাসমাসাদ্য সাক্ষা-
চ্ছুভদ-যুগলসেবারত্নমাপ্নোতি তূর্ণম্ ॥ ১১ ॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনবাসপ্রার্থনাদশকং সম্পূর্ণম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। যিনি পর্বতকুলাধিরাজ শ্রীগোবর্ধনের রসপ্রদ এই 'গোবর্ধনবাস-প্রার্থনা' দশকটি যত্নের সহিত পাঠ করিবেন, তিনি শীঘ্রই পরম সুখপ্রদ গিরিতটে বসবাস প্রাপ্ত হইয়া পরম মঙ্গলস্বরূপ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা-রত্ন লাভ করিয়া ধন্য হইবেন ॥ ১১ ॥

টীকা। এতৎ পঠন-ফলমাহ রসেতি। যঃ পুমান্ শ্রীল-গোবর্দ্ধনস্য রসদদশকমধীতে অধ্যয়নমিবাতিযত্নেন পঠতি স সপদি তৎক্ষণাদেব অস্মিন্ গোবর্দ্ধনে বাসমাসাদ্য প্রাপ্য শুভদ যুগল-সেবারত্নম্ আপ্নোতি প্রাপ্নোতীত্যন্বয়ঃ। রসদেতি। সামান্যস্য বিশেষকল্পনয়া রসং ভক্তিরসং দদাতীতি তত্তচ্চ তদ্দশকঞ্চেতি তত্তথা। ক্ষিতীতি ক্ষিতিধরস্য পর্ব্বতস্য কুলং সমূহস্তস্য ভর্ত্তা শ্রেষ্ঠঃ শুভং সর্ব্বোৎকৃষ্টসেবারূপ পরমমঙ্গলং দদাতীতি তচ্চ তদ্যুগলং রাধাকৃষ্ণযুগ্মং চেতি তস্য সেবারত্নমিতি অন্যোঽপ্যুদারং ধনবন্তং স্তুত্বা স্বাভীষ্টং সুবর্ণাদিকং প্রাপ্নোতীতি ধ্বনিঃ ॥ ১১ ॥

॥ ইতি শ্রীগোবর্দ্ধনবাসপ্রার্থনাদশক-বিবৃতিঃ ॥ ৬ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে এই গোবর্ধনবাস-প্রার্থনাদশকের ফলশ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীগোবর্ধন নিখিল পর্বতকুলের অধিপতি। অন্যান্য গিরির কথা দূরে থাকুক, যে সমস্ত গিরি পৃথিবীর প্রধান প্রধান তীর্থ, তাঁহাদের অপেক্ষাও পরমশ্রেষ্ঠ শ্রীগিরিরাজ-গোবর্ধন। শ্রীগর্গসংহিতায় লিখিত আছে—

"গিরিরাজো হরেরূপং শ্রীমান্ গোবর্দ্ধনো গিরিঃ। তস্য দর্শনমাত্রেণ নরো যাতি কৃতার্থতাম্ ॥
গন্ধমাদনযাত্রায়াং যৎফলং লভতে নরঃ। তস্মাৎ কোটিগুণং পুণ্যং গিরিরাজস্য দর্শনে ॥
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি কেদারে যৎ তপঃ ফলম্। তচ্চ গোবর্দ্ধনে বিপ্র ক্ষণেন লভতে নরঃ ॥
মলয়াদ্রৌ স্বর্ণভারদানস্যাপি চ যৎফলম্। তস্মাৎ কোটি গুণং পুণ্যং গিরিরাজে হি মাসিকম্ ॥
ঋষ্যমূকস্য সহ্যস্য তথা দেবগিরে পুনঃ। যাত্রায়াং লভতে পুণ্যং সমস্তায়া ভুবঃ ফলম্।
গিরিরাজস্য যাত্রায়াং তস্মাৎ কোটিগুণং ফলম্। গিরিরাজসমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥"

তিঁহো সমর্পিল মোরে তোমার পদেতে।
অবিচারে গ্রহণ কর কাঙাল পতিতে ॥
এই দেহ সমর্পিলুঁ ওহে গিরিরাজ।
স্থান দাও পদে প্রেমভক্তির মহারাজ ॥" ১০ ॥

অর্থাৎ "গিরিরাজ-গোবর্ধন সাক্ষাৎ শ্রীহরিরই রূপান্তর মাত্র, তাই গোবর্ধন দর্শনমাত্রেই জীবসমূহ কৃতার্থ হইয়া থাকে। গন্ধমাদন-পর্বত পরিক্রমা করিলে মানব যে ফললাভ করিয়া থাকে, গোবর্ধন দর্শন-মাত্রেই তদপেক্ষা কোটিগুণ ফললাভ হইয়া থাকে। কেদার-পর্বতে পাঁচ হাজার বৎসর তপস্যা করিলে যে ফললাভ হয়, ক্ষণমাত্রকাল গোবর্ধনতটে অবস্থান করিলেই তাহা লাভ হইয়া থাকে। মলয়পর্বতে স্বর্ণভার দান করিলে যে ফললাভ হয়, গোবর্ধনতটে একমাস বাস করিলে তদপেক্ষা কোটিগুণ ফললাভ হইয়া থাকে। ঋষ্যমূকপর্বত, দেবগিরি, সহ্যগিরি পরিক্রমা করিলে পৃথিবী পরিক্রমার ফললাভ হয়, গোবর্ধন-পরিক্রমায় তদপেক্ষা কোটিগুণ ফললাভ হইয়া থাকে। গিরিরাজের ন্যায় তীর্থ হয় নাই, হইবেও না।" এতদ্দ্বারা গোবর্ধন যে নিখিল গিরির অধিরাজ তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়। সমস্ত ধর্মফলের চরম ফল শ্রীগোবিন্দপাদপদ্মে ভক্তি লাভ। "স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্" (ভাঃ) অর্থাৎ "হরিতোষণই সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত নিখিলধর্মের চরমসিদ্ধি।" শ্রীগিরিরাজ 'রসদ' অর্থাৎ ভক্তিরসপ্রদ। এইটিই শ্রীগিরিরাজের দর্শন, প্রণমন, পরিক্রমণ ও সেবনাদির শ্রেষ্ঠ বা যথাযথ ফল।

শ্রীপাদ বলিতেছেন—শ্রীগিরিরাজের এই "গোবর্দ্ধনবাসপ্রার্থনাদশক"টি যাঁহারা প্রযত্নপূর্বক পাঠ করিবেন, তাঁহারা অতি শীঘ্র পরমসুখদ গিরিতটে বসবাসের সৌভাগ্য লাভ করিবেন। গিরিতটে বসবাসে তত্রত্য সাধু-মহাত্মাগণের সঙ্গে পরমসুখদ হরিকথা-শ্রবণ, কীর্তনাদি অনায়াসে সুসিদ্ধ হইবে এবং ভক্তিরসের আস্বাদনও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।" অর্থাৎ সাধন-ভজনে অগ্রগতি ও ভক্তিরসাস্বাদনের সুচারুতা-হেতু সাধক সমজাতীয় ভক্তিবাসন, স্বভাবস্নিগ্ধ, স্বীয়াপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গই করিবেন। এখানে "সজাতীয়াশয়" এই বিশেষণের দ্বারা তাদৃশ সৎসঙ্গে ভজনোন্নতি এবং ভক্তিরসাস্বাদন সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। 'স্বতোবরে' এই বিশেষণে ঐরূপ মহাভাগবত-সঙ্গে ভক্তিরসের উদয়ও হয়, ইহা দেখাইয়াছেন।

সুতরাং ইহা পাঠের ফলে ঐরূপ সুখস্বরূপ গিরিরাজের তটে নিত্যনিবাস প্রাপ্ত হইয়া সাধক গিরিরাজের কৃপায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরম মঙ্গলস্বরূপ সেবারত্ন-লাভে ধন্য হন। শ্রীপাদের বিশ্বসাধকগণের প্রতি ইহাই করুণার আশীর্বাদ।

"ভূধর-কুলের গুরু গোবর্দ্ধন-পদে। দশশ্লোক-বিরচন স্বাদু পদে পদে ॥
যিনি অতি যত্ন ক'রে করে অধ্যয়নে। অতি শীঘ্র বাস পায় গিরিগোবর্দ্ধনে ॥
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা অমূল্যরতন। সেই সেবা দেন তাঁরে গিরিগোবর্দ্ধন ॥
দাসরঘুনাথ বসি রাধাকুণ্ড-তীরে। দশশ্লোক মহারত্ন করিলা প্রচারে ॥
সেই দিব্য শ্লোকাবলির করি অনুবাদ। লোভে হরিপদ সেবায় মাগে অনুরাগ ॥" ১১ ॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনবাসপ্রার্থনাদশকের স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

[৭]

অথ শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকম্

শ্রীশ্রীমদীশ্বরীকুণ্ডায় নমঃ

বৃষভদনুজ-নাশান্নর্ম্ম-ধর্ম্মোক্তিরঙ্গৈ-
র্নিখিল-নিজসখীভির্যৎ স্বহস্তেন পূর্ণম্ ।
প্রকটিতমপি বৃন্দারণ্যরাজ্ঞা প্রমোদৈ-
স্তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ১ ॥

অনুবাদ। বৃষাসুর (অরিষ্টাসুর) নিধনহেতু শ্রীকৃষ্ণের সহিত ধর্মকথাছলে পরিহাসগর্ভ-বাক্যে কৌতুক-বিস্তার করিতে করিতে শ্রীরাধারাণী স্বীয় নিখিল সখীগণসহ স্বহস্তে মৃত্তিকা তুলিয়া পরমানন্দভরে যে শ্রীরাধাকুণ্ড প্রকটিত করেন, সেই পরম রমণীয় শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার একমাত্র আশ্রয় হউন ॥ ১ ॥

টীকা। অথ যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথেত্যনেন রাধাকুণ্ডস্য শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়-ত্বেন তদাশ্রয়ঃ প্রার্থ্যতে—বৃষভেত্যাদিনা পদ্যাষ্টকেন। তত্র বহুবিধ পাপনাশকত্বেন ইদমেবাশ্রয়যোগ্যমি-ত্যাহ—বৃষভেতি। তদ্রাধাকুণ্ডং মে মম আশ্রয়ো ভবত্বিতি শেষঃ। যদ্রাধাকুণ্ডং বৃন্দাবন-রাজ্ঞা শ্রীনন্দ-নন্দনেন প্রকটিতং প্রাপ্ত প্রকটমপি বৃষভদনুজনাশাদ্বৃষাসুরহননাৎ নর্ম্ম-ধর্ম্মোক্তি রঙ্গৈরসৌ ব্রজরাজনন্দনো ভূত্বা গাং হতবান্। তত্র রাজ্ঞা কৃতং পাপং তৎপ্রজাসু চরতীত্যতোঽস্মাকং প্রজানামপি পাপমভূদতস্তত্রা-ণায় পৌর্ণমাসীবক্ত্রাৎ শ্রুত তাদৃঙমাহাত্ম্যমেতৎ কুণ্ডং প্রবিশামস্তত্রাপি উদ্ধৃত্য পঞ্চমৃৎপিণ্ডান্ স্নায়াৎ পর জলাশয়ে ইতি বচনেন মৃত্তিকামুদ্ধৃত্য স্নাম ইতি কৌতুক-স্বভাব বচন-পরিপাটীভিঃ করণৈঃ নিখিল নিজ-সখীভির্ললিতা-বিশাখাদিভিঃ কোটিকোটিভিঃ স্বহস্তেন পূর্ণং সমগ্রীকৃতঃ গভীরীকৃতমিতি যাবৎ। নিজস্য স্বীয়স্য শ্রীরাধাভিধজনস্য যা নিখিলাঃ সমস্তাঃ সখ্যস্তাভিঃ। নিজং স্বীয়ে চ নিত্যে চেতি মেদিনী। কিম্ভূতং সুরভিঃ কমনীয়ং বিখ্যাতং বা। তথা চ মেদিনী। সুরভিঃ শল্যকে মাতৃভিন্মুরা গোষু যোষিতি। চম্পকে চ বসন্তে চ তথা জাতীফলে পুমান্। স্বর্ণে গন্ধোপলে ক্লীবং সুগন্ধি কান্তয়ো স্ত্রিষু। বিখ্যাতে সচিবে ধীরে চৈত্রেঽপি চ পুমানয়মিতি। ধর্ম্মোঽস্ত্রী পুণ্য আচারে স্বভাবোপলয়ঃ ক্রতাবিত্যাদি চ। বৃন্দা-রণ্যরাজ্ঞেতি অত্র তেচানিত্যা ইতি ট প্রত্যয়াভাবঃ ॥ ১ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ পূর্ববর্তী 'শ্রীগোবর্দ্ধনাশ্রয়দশকে' গোবর্ধনাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীগোবর্ধনবাসপ্রার্থনাদশকে গোবর্ধনতটে বসবাসের প্রার্থনা

জানাইয়াছেন। গোবর্ধনতটে বহুতীর্থ থাকিলেও শ্রীপাদের শ্রীরাধাকুণ্ডবাসেই একান্ত অনুরক্তি। কারণ শ্রীরাধাকুণ্ডের মহিমা শ্রীরাধার মহিমারই তুল্য। "কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিমা" (চৈঃ চঃ) বিশেষতঃ শ্রীপাদের শ্রীকুণ্ডের দর্শনেই শ্রীরাধাদাস্যে লালসা সঞ্জাত হইয়াছে। বিলাপকুসুমাঞ্জলিতে (১৫) লিখিয়াছেন—

"যদা তব সরোবরং সরস-ভৃঙ্গসঙ্ঘোল্লসৎ-
সরোরুহকুলোজ্জ্বলং মধুরবারি-সম্পূরিতম্।
স্ফুটৎসরসিজাক্ষি হে নয়নযুগ্মসাক্ষাদ্বভৌ
তদৈব মম লালসাহজনি তবৈব দাস্যে রসে॥"

"হে বিকসিত-সরসিজাক্ষি শ্রীরাধে! যখন মধুর গুঞ্জনশীল ভৃঙ্গাবলি-শোভিত কমলনিচয়দ্বারা মনোহর এবং মধুরবারিপূর্ণ তোমার সরোবর অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ড আমার নয়নগোচর হইয়াছে, তখনি তোমার দাস্যরসে আমার লালসা জন্মিয়াছে। 1

তাই শ্রীপাদ রঘুনাথ এই রাধাকুণ্ডাষ্টকে শ্রীকুণ্ডমহিমা কীর্তনপূর্বক কুণ্ডতটে বসবাসের কামনা প্রকাশ করিতেছেন। এই শ্লোকে শ্রীকুণ্ড-আবির্ভাবের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রজমুকুটমণি নিত্যধাম শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড অনাদিকাল হইতে প্রকাশমান থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলার সময় সখীগণসহ শ্রীরাধামাধবের পরিহাস-রসময় লীলাবিশেষকে অবলম্বন করিয়া শ্রীকুণ্ডদ্বয়ের আবির্ভাব-প্রসঙ্গ বরাহ-পুরাণে বর্ণিত আছে। যথা আদিবারাহে শ্রীগোবর্ধনপরিক্রমা-প্রসঙ্গে—

"গঙ্গায়াশ্চোত্তরং গত্বা দেবদেবস্য চক্রিণঃ। অরিষ্টেন সমং যত্র মহদ্‌যুদ্ধং প্রবর্তিতম্॥
ঘাতয়িত্বা ততস্তস্মিন্নরিষ্টং বৃষরূপিণম্। কোপেন পার্ষ্ণিঘাতেন মহ্যাস্তীর্থং প্রকল্পিতম্॥
বৃষভস্য বধো জ্ঞেয় আত্মনঃ শুদ্ধিমিচ্ছতা। স্নাতস্তত্র তদা কৃষ্ণো বৃষং হত্বা সগোপকঃ॥
বিপাপ্মা রাধাং প্রোবাচ কথং ভদ্রে ভবিষ্যসি। বৃষহতো ময়া চায়মরিষ্টঃ পাপসূচকঃ॥
তত্র রাধা সমাশ্লিষ্য কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্। স্বনাম্না বিদিতং কুণ্ডং কৃতং তীর্থমদূরতঃ॥
রাধাকুণ্ডমিতি খ্যাতং সর্ব্বপাপহরং শুভম্॥"

অর্থাৎ "মানসগঙ্গার উত্তরদিকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অরিষ্টাসুরের সঙ্গে মহাযুদ্ধ প্রবর্তিত হইয়াছিল। বৃষরূপধারী অরিষ্টাসুরকে নিধন করিয়া বৃষবধহেতু শ্রীঅঙ্গের শুদ্ধিতার নিমিত্ত কোপভরে পৃথিবীতে বামচরণের পার্ষ্ণির (গোড়ালীর) আঘাতে শ্রীভগবান্ এক মহাতীর্থ (শ্যামকুণ্ড) প্রকাশিত করিলেন। গোপগণের সঙ্গে সেই কুণ্ডে স্নান করত শুদ্ধ হইয়া গোষ্ঠ-প্রবেশান্তর দুই তিন দণ্ড পরে (শ্রীহরিবংশের বর্ণনানুসারে) রাসহেতু সখীগণসহ শ্রীরাধাকে বেণুনাদে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—'হে ভদ্রে! আমি বৃষরূপধারী অরিষ্টাসুরকে বধ করিয়া এই মহাতীর্থ-প্রকাশপূর্বক শুদ্ধ

1 বিলাপকুসুমাঞ্জলির ১৫শ শ্লোকের পরিমলকণা ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

হইয়াছি, রাজ্যে বৃষভবধের পাপ যে তোমাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহা হইতে তোমরা কিভাবে শুদ্ধিতা লাভ করিবে ? তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা অনায়াসে অসুরবিনাশাদি কঠিন কর্মসাধক শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করত শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডের পশ্চিমদিকে স্বীয়নামে একটি সর্বপাপহর মহাপুণ্যময় মনোহর কুণ্ড-রচনা করিলেন—তাহাই **শ্রীরাধাকুণ্ড** নামে বিশ্বে বিখ্যাত।"

পরম সুরসিক কবি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩৬।১৫ "এবং ককুদ্মিনং" ইত্যাদি শ্লোকের সারার্থদর্শিনী টীকায় অরিষ্টাসুরবধ-বর্ণনের পর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নর্মপরিহাসরস-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ডের উৎপত্তির পৌরাণিকী কথা বিংশতি শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার সংক্ষিপ্তসার এখানে লিখিত হইতেছে। 2

"শ্রীকৃষ্ণ বৃষরূপধারী অরিষ্টাসুরকে বধ করিবার পর শ্রীরাধারাণী সখীগণসহ তাঁহাকে বৃষঘাতী বলিয়া দোষারোপ করিলেন এবং সর্বতীর্থে তিনি স্নান করিলে তবে গোপীগণের স্পর্শযোগ্যতা লাভ করিতে পারিবেন বলিলেন। তাঁহাদের বাক্য শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ বামপদের গোড়ালীতে পৃথিবীতে সজোরে আঘাত করিলেন, উহাতে পাতাল হইতে ভোগবতী গঙ্গার আবির্ভাব হইল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে সর্বতীর্থ আবাহন করত **শ্রীশ্যামকুণ্ড** প্রকট করিয়া উহাতে স্নান করিলেন এবং ঐকুণ্ডে পৃথিবীর সর্বতীর্থের আবির্ভাব হইয়াছে বলিলেন। গোপীগণ তাহাতে বিশ্বাস না করিলে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় নিখিল তীর্থরাজি মূর্তিপরিগ্রহ করত আপনাপন পরিচয় দিয়া তীর্থজল দেখাইয়া প্রত্যয় করাইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ তখন কৌতুকবশতঃ তিনি এতবড় তীর্থ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু গোপীগণ ধর্ম-কর্মাদি রহিত বলিয়া তাঁহাদের পরিহাস করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই পরিহাসবাণী শ্রবণ করত শ্রীমতী রাধারাণী একটি মনোহর কুণ্ড করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং শ্যামকুণ্ডের পশ্চিমদিকে তৎসংলগ্ন ভূমিতে অরিষ্টাসুরের ক্ষুরাঘাতের একটি বিশাল গর্ত দেখিতে পাইয়া সমস্ত সখীগণের সঙ্গে হস্তদ্বারা তাহা হইতে মৃত্তিকা তুলিয়া দুই দণ্ডের মধ্যে একটি দিব্য মনোহর সরোবর খনন করিলেন। এইভাবে **শ্রীরাধাকুণ্ড** প্রকট হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ শ্যামকুণ্ডস্থিত সমস্ত তীর্থের জল আনিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড পূর্ণ করিতে বলিলে শ্রীরাধারাণী বলিলেন—শ্যামসুন্দর গোবধ করিয়া শ্যামকুণ্ডে স্নান করিয়াছেন, উহার জল গোবধপাতকলিপ্ত হইয়াছে, সুতরাং ঐজল রাধাকুণ্ডে আনিলে তাঁহাদের উদ্যম ব্যর্থ হইবে ; তিনি সখীগণ সহ পবিত্র মানস-গঙ্গার জল আনিয়া তাঁহার কুণ্ড পূর্ণ করিবেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে শ্যামকুণ্ড হইতে তীর্থ সকল উঠিয়া শ্রীরাধিকাকে ভক্তিভরে প্রণামপূর্বক স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তবে রাধারাণী সন্তুষ্ট হইয়া তীর্থগণকে তাঁহার কুণ্ডে আসিতে আদেশ দান করিলে শ্যামকুণ্ডের ভিত্তি ভেদ করত অতি বেগের সহিত সমস্ত তীর্থজল রাধাকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া শ্রীকুণ্ড পূর্ণ করিলেন।

---

2 মূলশ্লোকগুলি ও তাহার ব্যাখ্যা মৎসঙ্কলিত "শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের মহিমা ও ঐতিহ্য" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

ব্রজভুবি মুরশত্রোঃ প্রেয়সীনাং নিকামৈ-
রসুলভমপি তূর্ণং প্রেমকল্পদ্রুমং তম্।
জনয়তি হৃদি ভূমৌ স্নাতুরুচ্চৈঃ প্রিয়ং যৎ-
তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ২ ॥

অনুবাদ। যে প্রেমকল্পদ্রুম ব্রজভূমিতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণেরও নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য শ্রীরাধাকুণ্ড তাঁহাতে স্নানকারী জনমাত্রের চিত্তভূমিতে সেই প্রেমকল্পদ্রুম সহসা সঞ্জাত করেন, সেই পরম প্রিয় ও অতিশয় কমনীয় শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ২ ॥

টীকা। সাধন সহস্রৈরলভ্য বস্তুদত্বেহপীদমেব সেব্যমিত্যাহ—ব্রজেতি। যদ্রাধাকুণ্ডং কর্তৃ স্নাতুরবগাহিতুর্জনস্য হৃদি ভূমৌ হৃদয়রূপ পৃথিব্যাং তং প্রসিদ্ধং প্রেমকল্পদ্রুমং প্রেমকল্পবৃক্ষং কর্ম্মভূতং

এই কুণ্ডে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য জলকেলি হইয়া থাকে। শ্রীশ্যামকুণ্ড অপেক্ষা শ্রীরাধাকুণ্ডের মহিমা অধিক। ইহা সাক্ষাৎ শ্রীরাধারাণীর সমানই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা। কুণ্ডদ্বয়ের প্রকটবার্তা শ্রবণ করিয়া ভগবতী পৌর্ণমাসী দেবী পরমানন্দিত মনে বৃন্দাকে আহ্বান করত কুণ্ডের চারিদিকে বিচিত্র বৃক্ষ-লতাদি রোপণ করিয়া শ্রীকুণ্ডদ্বয়কে সুসজ্জিত করিতে বলিলেন। শ্রীবৃন্দাদেবীও নিজের ইচ্ছামত শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসোপযোগী কুণ্ডের চারিদিকে নানা মণিমুক্তা-রত্নাদি খচিত ঘাট ও সোপানাবলী রচনা করিলেন। কুণ্ডের চারিপাশে নানাপ্রকার বৃক্ষ-লতা ও পুষ্পশ্রীদ্বারা মনোহর কুঞ্জাবলী তৈয়ার করিলেন। ঘাটের দুইদিকে মনোহর কল্পবৃক্ষ রোপণ করিলেন। বৃক্ষে শুক, সারী, কপোত, ময়ূর, কোকিলাদি পক্ষিগণ কূজন করিতে লাগিল। কুণ্ডাভ্যন্তরে শ্বেত, নীল, রক্ত, পীত, চতুর্বিধ কমল শোভা পাইতে লাগিল। কুণ্ডের চারিপার্শ্বে ললিতাদি সখিগণের মনোহর কুঞ্জ বিরাজিত। ● এই শ্রীকুণ্ডই শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের পরম রহস্যময় মধ্যাহ্নলীলার অনন্যক্ষেত্র। শ্রীপাদ বলিতেছেন—'সেই পরমরমণীয় শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার একমাত্র আশ্রয় হউন।'

"শ্রীনন্দনন্দনসহ মাতি রঙ্গরসে।
রাধা নিজ কুণ্ডবর করিলা প্রকাশে ॥
বৃষাসুর-বিনাশান্তে পরিহাস-ছলে।
সখীসহ রাধা খনন করি নিজকরে ॥
প্রকটিত করিয়াছে যেই সরোবর।
অতিশয় রমণীয় মনোমুগ্ধকর ॥
সেই রাধাকুণ্ড মোর একান্ত আশ্রয়।
হউক এই প্রার্থনা করিয়ে নিশ্চয় ॥" ১ ॥

● পরবর্তী ৬ষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

তূর্ণং শীঘ্রং জনয়তি প্রাদুর্ভাবয়তি। ননু মনোধর্ম্ম-বিশেষস্য প্রেম্ণো হৃদি প্রাদুর্ভাবে শ্রীকৃষ্ণকৃপৈব কারণং সা তু অত্র স্নাতুরস্নাতুর্বা ভজনেনৈব ভবেত্তত্রেহস্য কিমায়াতমিত্যাহ ব্রজেতি। কিম্ভূতং প্রেমকল্পদ্রুমং মুরশত্রোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেয়সীনামপি নিকামৈর্নিঃশেষাভিলাষৈঃ করণৈ-র্ব্রজভুবি অসুলভং সুখেনালভ্যং তন্নিত্যবিহারস্থানে ব্রজভূবি তত্রাপি তৎপ্রেয়সীনাং প্রেয়সীত্বেন নিত্য সংযোগিনীনাং যোহসুলভঃ মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগমিতি ন্যায়েন স কিং কেবলমন্তজনেন ভবেদিতি ভাবঃ। মুরশত্রোরিত্যনেন সত্যভাময়া সহ প্রাগেজ্যাতিপুরগতেন শ্রীকৃষ্ণেন মুরং হত্বা সত্যভামা-প্রীত্যর্থং স্বর্গাৎ পারিজাতবৃক্ষানয়নেন প্রেয়সীবসত্বং ব্যঞ্জিতং এবম্ভূতস্য প্রেয়সীনামপ্যলভ্যবস্তুদত্বেন সর্ব্বথা সেব্যমেবেতি ভাবঃ ॥২॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে শ্রীরাধাকুণ্ডের একটি অতি রহস্যময় অনন্য সাধারণ মহিমার প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীরাধাকুণ্ড তাঁহাতে স্নানমাত্রকারী যে কোনজনের চিত্তভূমিতে অতি শীঘ্রই প্রেমকল্পতরু সঞ্জাত করাইয়া থাকেন। অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান করিলেই তৎক্ষণাৎ প্রেমলাভে ধন্য হইয়া থাকেন। প্রশ্ন হইতে পারে, দীর্ঘকালব্যাপী সাধন-ভজনের চরমসাধ্য কৃষ্ণপ্রেম শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নানমাত্রেই কিরূপে হৃদয়ে সঞ্জাত হইতে পারে? উত্তরে বলা হইয়াছে, শ্রীরাধার ন্যায়ই শ্রীরাধাকুণ্ডের মহিমাধিক্য দেখা যায়। যে সাধ্যপ্রেম একমাত্র সাধনার দ্বারাই লাভ করা যায়, "সাধ্যবস্তু সাধন বিনা কেহ নাহি পায়" (চৈঃ চঃ) শ্রীরাধারাণীর দর্শনমাত্রেই কিন্তু সেই প্রেম বিনা সাধনেও তৎক্ষণাৎ লব্ধ হইয়া থাকে। প্রেমের রাজ্যে একমাত্র শ্রীরাধাতত্ত্বেরই ইহা অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য! অন্যের কথা দূরে, স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনেও এই বৈশিষ্ট্যটি নাই। শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপাদ তাঁহার বৃহদ্ভাগবতামৃতে (২।৫।২৩৩ শ্লোকে) লিখিয়াছেন—"সা রাধিকা ভগবতী ক্বচিদীক্ষ্যতে চেৎ, প্রেমা তদানুভবমৃচ্ছতি মূর্তিমান্ সঃ" অর্থাৎ 'সেই পরম ভগবতী শ্রীরাধিকা যদি ক্বচিৎ দৃষ্টিগোচর হন, তবেই সেই মূর্তিমান্ প্রেম সাক্ষাৎ অনুভূত হইয়া থাকে।' শ্রীকুণ্ডেরও তাদৃশ প্রভাব বা মহিমা থাকায় স্নানমাত্রকারীর হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ প্রেমের উদ্ভব কিছু বিচিত্র কথা নহে। কেহ বলিতে পারেন, তাহা হইলে রাধাকুণ্ডে সহস্র সহস্র স্নানকারী নর-নারীর মধ্যে একজনেরও তৎক্ষণাৎ প্রেমলাভ-বিষয়টি আমাদের নয়নগোচর হয় না কেন? যেহেতু এই মহিমাবাণীতে বিশ্বাসের সূত্র কোথায়? এবিষয়ে মহাজন বলেন—যেখানে যেখানে শাস্ত্র অচিন্ত্যশক্তিমান্ বস্তুর প্রেমদাতৃত্বাদি অলৌকিক শক্তির কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা নিরপরাধজনেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপ নিরপরাধ জনও অতীব বিরল, অর্থাৎ 'কোটিতে গুটিক পাই' বলিয়া সেই ফল সহসা আমাদের নয়নগোচর হয় না। তাই বলিয়া মহিমায় সন্দিহান হওয়ার কোন বৈধ কারণ নাই। সাপরাধ জনও পুনঃ পুনঃ অনুবৃত্তির ফলে অপরাধের অপগমে ফললাভে ধন্য হইয়া থাকেন। ইহাই শাস্ত্র ও মহাজনগণের অনুভব-লব্ধ সিদ্ধান্ত।

কাহারো মনে হইতে পারে, নিরপরাধ জনের পক্ষে সারা মথুরামণ্ডলেরই তো সহসা তাদৃশ প্রেমদাতৃত্ব শক্তির কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়; "দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তি প্রজায়তে" অর্থাৎ মথুরা-

মণ্ডলে একদিন বাস করিলেই হরিভক্তি সঞ্জাত হইয়া থাকে, সুতরাং ইহাতে শ্রীকুণ্ডেরই অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের কি আছে ? তদুত্তরে বলা হইতেছে—নিখিল ভগবৎ-স্বরূপের প্রেম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের আধিক্য, যেহেতু তিনি স্বয়ং ভগবান্, নিখিল ভগবৎ-স্বরূপের অংশী বা পূর্ণতমতত্ত্ব। সুতরাং তাঁহার প্রতি প্রেমও পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। আবার দ্বারকা ও মথুরাবাসীর প্রেম অপেক্ষা ব্রজের ঐশ্বর্যজ্ঞান-গন্ধশূন্য শুদ্ধ মাধুর্যময় রাগাত্মিকা প্রেমের চরমাধিক্য দৃষ্ট হয়।

শ্রীরাধাকুণ্ড তাঁহাতে স্নানমাত্রকারীর হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ যে জাতীয় প্রেমকল্পদ্রুম সঞ্জাত করান, তাহা সেই ব্রজের দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যরসের প্রেমিকগণেরও দুর্লভ। এমন-কি শ্রীকৃষ্ণের মধুরভাবময়ী প্রেয়সীগণ অর্থাৎ কান্তাভাবময়ী ব্রজসুন্দরীগণের পক্ষেও তাহা সুলভ নহে। দাস্য, সখ্যাদি ভাব অপেক্ষা মধুরভাবের বা কান্তাভাবের আধিক্যের কথা জানা যায়।

"দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, আর শৃঙ্গার।
চারি-ভাবের চতুর্ব্বিধ ভক্তই আধার॥
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।
নিজ ভাবে করে কৃষ্ণসুখ আস্বাদনে॥
তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি।
সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী॥" (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিঃ)

অর্থাৎ ব্রজের দাস, সখা, মাতাপিতা ও কান্তা প্রভৃতি চারিভাবের ভক্তগণ নিজ নিজ ভাবের আবেশে অখিলরসামৃতমূর্তি শ্রীকৃষ্ণকে ভাবের জাতি ও পরিমাণানুসারে আস্বাদন করিয়া থাকেন। যদ্যপি তাঁহারা আপনাপন ভাবের আবেশে তৃপ্ত থাকেন, তবু রসের তারতম্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কোন রসিকজন যদি তটস্থ হইয়া অর্থাৎ রসের তারতম্য-বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া ঐ চারিভাবের ভক্তগণ যে যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করিতেছেন, সেই আস্বাদনের উপকরণগুলি অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারীর উৎকর্ষ ও অপকর্ষ দর্শন করেন, তখন আস্বাদনের তারতম্য অনুমান করিতে সমর্থ হন। তিনিই বুঝিতে পারেন যে, মধুররসের আস্বাদন-চমৎকারীতা সর্বাতিশায়ী। সেই মধুররস-নায়িকা ব্রজসুন্দরী-গণের শিরোমণি বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধারাণী। তিনি তাঁহার অখণ্ড মাদনাখ্যরসে শ্রীকৃষ্ণের সর্বাতিশায়ী ও অখণ্ডমাধুরী সমগ্রই আস্বাদন করেন। তিনি কৃপা করিয়া তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিতা সখী-মঞ্জরীগণের মধ্যেও তাঁহার আস্বাদ্য অখণ্ড-রসমাধুরী সবটিই সঞ্চারিত করেন। সুতরাং ভাবরাজ্যে শ্রীরাধার সখী-মঞ্জরীগণের আস্বাদনের ভূমিকা সর্বোর্ধ্বে। তন্মধ্যেও আবার, অর্থাৎ সখী ও মঞ্জরীগণের মধ্যেও মঞ্জরী-ভাবের আস্বাদনই সর্বাতিশায়ী। শ্রীকুণ্ড স্নানকারী জনমাত্রের চিত্তে এই সর্বোৎকৃষ্ট রাধাদাস্যময় প্রেমেরই †

† পঞ্চম শ্লোকের আস্বাদনীতে ইহা আরও সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইবে।

অঘরিপুরপি যত্নাদত্র দেব্যাঃ প্রসাদ-
প্রসর-কৃত-কটাক্ষ-প্রাপ্তিকামঃ প্রকামম্।
অনুসরতি যদুচ্চৈঃ স্নানসেবানুবন্ধৈ-
স্তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। অন্যের কথা কি, স্বয়ং অঘারি শ্রীকৃষ্ণও মানময়ী শ্রীরাধার প্রসন্নতাপূর্ণ একটিমাত্র কটাক্ষলাভের অভিলাষে যত্নের সহিত স্নান, সেবানুবন্ধদ্বারা যে শ্রীরাধাকুণ্ডের অনুসরণ করিতেছেন— সেই অতি মনোহর শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৩ ॥

টীকা। অন্যৎ কিং বক্তব্যং ব্রজপালকোঽপি শ্রীকৃষ্ণোঽন্যৈরসাধ্যং কর্ম্ম সাধয়িতুং যদাশ্রয়তে অস্মাকং কা কথেত্যাহ—অঘেত্যাদি। অঘরিপুরপি শ্রীকৃষ্ণোঽপি অত্র অঙ্গুল্যগ্র-নির্দ্দিষ্টে স্থানে দেব্যাঃ দীব্যতি মানসূচক ভ্রূভঙ্গ্যাদিভিঃ ক্রীড়তীতি তস্যা মানবত্যা রাধায়াঃ প্রসাদপ্রসরকৃত-কটাক্ষ-প্রাপ্তিকামঃ সন্ উচ্চৈরতিশয়িতৈঃ স্নান-সেবানুবন্ধৈঃ প্রকামমনুসরতি গচ্ছতি তদেতি সম্বন্ধঃ। অঘরিপুরিত্যনেন অঘাসুরহৃদয়প্রবেশেন তজ্জাঠরাগ্নেঃ সকাশাৎ সর্ব্ব ব্রজবালক-রক্ষণেন সর্ব্ব গোপগোপীনাং প্রাণবল্লভত্বেন সর্ব্বদা প্রসাদযোগ্যোঽপি ইতি ব্যঞ্জিতম্। প্রসাদঃ প্রসন্নতাঃ তেন যঃ প্রসরঃ প্রণয়স্তেন কৃতো যঃ কটাক্ষ-স্তস্য প্রাপ্তৌ কামঃ কামনা যস্য সঃ। প্রসরঃ প্রণয়ে বেগে ইতি মেদিনী। স্নানেনাবগাহনেন যে সেবানু-বন্ধাঃ সেবাপরিপাট্যস্তৈঃ ॥ ৩ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীকুণ্ডের করুণার মূর্তবিগ্রহ শ্রীপাদ দাসগোস্বামী, কুণ্ডের করুণায় কুণ্ডের রহস্যময় তত্ত্বাবলির নির্বাধ স্ফুরণ হইতেছে তাঁহার চিত্ত-মনে। শ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণা-শ্রিত ভক্তগণের আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীরাধারাণীরই অভিন্ন স্বরূপ শ্রীরাধাকুণ্ডের নিগূঢ়তত্ত্বসমূহ ব্যক্ত করিতেছেন এই শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকে। পূর্বশ্লোকে স্নানমাত্রকারীর চিত্তে শ্রীকুণ্ড রাধাদাস্য বা মঞ্জরীভাবময় প্রেমকল্পলতা সঞ্জাত করেন, এ বিষয় প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই শ্লোকে শ্রীকুণ্ডের সেবার ফলে

সঞ্চার করিয়া স্নানকারীকে ধন্য বা কৃতার্থ করিয়া থাকেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—'আমার পরম প্রিয় এবং অতি কমনীয় সেই শ্রীরাধাকুণ্ডই আশ্রয় হউন।

"নিত্য স্নান করে যিহোঁ শ্রীরাধাকুণ্ডেতে।
কৃষ্ণপ্রেম-কল্পবৃক্ষ তাঁর হৃদয়েতে ॥
প্রাদুর্ভূত হয় শীঘ্র কুণ্ডের প্রভাবে।
ব্রজে ব্রজরামাদেরও যাহা ত দুর্ল্লভে ॥
যেই রাধাকুণ্ড হয় অতিশয় প্রিয়।
সেই সরোবর মোর একান্ত আশ্রয় ॥" ২

জীব-সাধারণ বা সাধক-সমাজের কথা কি, স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনেরও যে শ্রীরাধারাণীর কৃপা প্রসাদ-রূপ পরমাভীষ্ট লাভ হইয়া থাকে, তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন।

একদিনের স্ফূর্তিপ্রাপ্ত একটি মধুর লীলার স্মৃতিতে এই শ্লোকের উক্তি। একদা শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীকুণ্ডতটে পড়িয়া শ্রীরাধারাণীর বিরহে রোদন করিতেছিলেন। বিরহে প্রাণ কণ্ঠাগত। সহসা শ্রীপাদের সম্মুখে একটি মধুর লীলার স্ফুরণ জাগিল। স্বীয় মঞ্জরীস্বরূপে শ্রীপাদ দেখিতেছেন, কুণ্ডতীরে শ্রীশ্রীরাধা-মাধব মিলিত হইয়াছেন। একটি মনোহর কুঞ্জে রত্নসিংহাসনে শ্রীযুগল উপবিষ্ট। স্বর্ণ-নীলালোকে কুঞ্জগৃহ উদ্ভাসিত। ললিতা, বিশাখাদি সখীগণ সম্মুখে উপবিষ্টা। কেলিসিন্ধুতে নানা কৌতুকময় পরিহাসরসের তরঙ্গ উঠিতেছে। চারিদিকে কিঙ্করীগণ সেবারসে মগ্ন। শ্রীপাদ সিদ্ধদেহে অর্থাৎ তুলসী-মঞ্জরী-স্বরূপে ব্যজনী করে শ্রীযুগলকে বীজন করিতেছেন। সখীসহ রাধামাধবের আনন্দের সীমা নাই। সহসা ভাবময়ীর ভাবসিন্ধুতে একটি বিচিত্রভাবের তরঙ্গ উঠিল। স্বীয় উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তি মরকতমণিপ্রভ শ্যামঅঙ্গে প্রতিফলিত দর্শন করিয়া শ্যাম অন্য নায়িকাসঙ্গে বসিয়া আছেন মনে করিয়া শ্রীমতী মানিনী হইয়া পড়িলেন।

"রসবতী রাই রসিকবর ঠাম। শ্যাম-তনু-মুকুরে হেরই অনুপাম॥
নিজ প্রতিবিম্ব শ্যাম-অঙ্গে হেরি। রোখে কহত ধনী আনন ফেরি॥
নাগর এত কিয়ে চঞ্চল ভেলি। হামারি সমুখে করু আন সঞে কেলি॥
এত কহি রাই করল তহি মান। আন ঠামে চললি উপেখিয়া কান॥
সহচরীগণ তব কতয়ে বুঝায়। উদ্ধবদাস মিনতি করু পায়॥" (পদকল্পতরু)

শ্রীমতী ইতিপূর্বে শুনিয়াছিলেন যে, কুসুমসরোবর-তীরে চন্দ্রার সখী শ্যামলা শ্যামসুন্দরের সহিত মিলিত হইয়া চন্দ্রার অভিসার-বার্তা তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন। শ্যামাঙ্গে স্বীয় ছবি প্রতিফলিত দর্শনে তাঁহার মনে হইল, অতর্কিতে চন্দ্রাবলী শ্যামসুন্দরের সহিত মিলিত হইয়াছেন। ওঃ! তাঁহারই সমক্ষে চন্দ্রাকে ক্রোড়ে লইয়া শ্যাম বিলাস করিতেছেন! এও কি সহ্য হয়? শ্রীমতী মানিনী হইয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া নিকটবর্তী অপর একটি কুঞ্জকুটিরে গিয়া বসিলেন। সখীগণ তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন—

"সুন্দরি! জানলুঁ তুয়া দূর ভাণ।
হরি-উর-মুকুরে হেরি নিজ চাহরি
তাহে সৌতিনী করি মান॥
কানন-কুঞ্জে কুসুমশরে জরজর
বয়ান হেরি পুন তোরি।

ভাগ্যে মিলল পুন তোহে কমলমুখি
রোখে চললি মুখ মোড়ি ॥
কত কত মুগধী ঐছে ভেল বঞ্চিত
হরি পুন তাহে না লাগি।
তুহুঁ পুণবতী তোহে যোহি মানাওত
কি কহব তোহারি সোহাগি ॥
তো বিনু শুতল শীতল ভূতলে
দূরতর বিরহ-হুতাশে।
তুয়া কর সরস পরশে রিঝাওহ
তোহে কহ গোবিন্দদাসে ॥" (ঐ)

সখীগণের বচনে শ্রীমতীর মান গেল না। সখীগণের বাক্য শ্রবণে শ্রীমতীর মনে হইল, ঐ ছলনাময় লম্পট নায়কের ছলনা-বাণীতে ভুলিয়া সখীগণও অলীককথায় প্রবোধদানে তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে চাহিতেছে। তিনি রাজনন্দিনী হইয়া আপন মান-সম্ভ্রম, কুল-শীল ও লজ্জাদি ত্যাগ করিয়া নানাবিধ শারীরিক ক্লেশ ও আপদ্-বিপদ্ সহ্য করিয়া যাঁহাকে একটু দেখিবার জন্য ঘরের বাহির হইলেন, তিনি কিনা তাঁহারই সম্মুখে তাঁহার বিপক্ষা নায়িকাকে ক্রোড়ে লইয়া বিলাস করিতেছেন! কি দুর্বিষহ জ্বালা !! শ্রীমতী সখীগণের বাক্যে প্রসন্ন হইলেন না দেখিয়া কোন সখী নাগরের নিকট গিয়া নাগরকে স্বয়ং আসিয়া মানিনীর চরণে ধরিয়া মান-প্রসাদনের কথা বলিলে নায়ক শ্রীমতীর সম্মুখে আসিয়া মান-প্রসাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

"যাঁহা সখীগণ সব রাই বুঝায়ত তুরিতে আওল তাঁহা কান।
হেরইতে কমল-বয়নী ধনী মানিনী অবনত করল বয়ান ॥
হেরইতে নাগর গদগদ অন্তর মন মাহা ভেল বহুভীতে।
গলে পীতাম্বর চরণ-যুগল ধর কহতহি গদগদ চিতে ॥
সুন্দরি! মিছাই করহ মুঝে মান।
নিরহেতু হেতু জানি তুহুঁ রোখলি প্রতিবিম্ব হেরি কহ আন ॥
তুয়া বিনে নয়নে আন নাহি হেরিয়ে না কহিয়ে আন সঞে বাত।
তোহারি সখিনী বিনে বাত না পুছিয়ে না বসিয়ে কাহুক সাথ ॥
তবু তুহুঁ কাহে মান মুঝে করতহি না বুঝিয়ে তুয়া মনকাজে।
উদ্ধবদাস মিনতি করি কহতহি হেরহ নাগররাজে ॥" (ঐ)

ব্রজভুবন-সুধাংশোঃ প্রেমভূমির্নিকামং
ব্রজ-মধুর-কিশোরী-মৌলিরত্ন-প্রিয়েব।
পরিচিতমপি নাম্না যচ্চ তেনৈব তস্যা-
স্তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে।। ৪ ॥

নাগরের প্রযত্নেও শ্রীমতীর মান ভাঙ্গিল না, তিনি অবগুণ্ঠন টানিয়া পিছন ফিরিয়া বসিলেন। উপেক্ষিত নাগর শ্রীমতীর মানভঞ্জনের নানা উপায় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার মনে পড়িল—অহো। তিনি যে **শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে** অবস্থান করিতেছেন। শ্রীকুণ্ডের কৃপা হইলে শ্রীকুণ্ডেশ্বরীরও কৃপা তাঁহার প্রতি বর্ষিত হইবেই। কারণ মহাজন লিখিয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণ যখন রাধা-দরশন লাগি উৎকণ্ঠিত হয়।
সকল উপায় বিফল হইয়া রাধাকুণ্ডাশ্রয় লয় ॥
তৎকালে রাধার পায় দরশন এমতি কুণ্ডপ্রভাব।
রাধার এমতি শ্যামকুণ্ডাশ্রয়ে কৃষ্ণ-সঙ্গ হয় লাভ ॥"

আশার আলোকে নাগরের নৈরাশ্যপূর্ণ হৃদয় আলোকিত হইল। তিনি শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান করিলেন। কুণ্ডতটের বৃক্ষলতার কুসুম চয়ন করিলেন। পরমভক্তিভরে নতজানু হইয়া শ্রীকুণ্ডের মণিময় সোপানে বসিয়া অশ্রুসিক্ত ফুলদল কুণ্ডের নীরে নিক্ষেপ করিয়া কুণ্ডের নিকট শ্রীকুণ্ডেশ্বরীর প্রসাদ কামনা করত কুণ্ডতীরে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন এবং প্রার্থনা জানাইলেন—'হে শ্রীকুণ্ড! তোমার কৃপায় যেন তোমার ঈশ্বরীর একটি কৃপাকটাক্ষ লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারি।' কোন সখী নাগরের এইরূপ চেষ্টা দর্শন করিয়া শ্রীমতীর নিকট ছুটিয়া গিয়া নাগরের শ্রীকুণ্ডের সেবার কথা আনুপূর্বিক কুণ্ডেশ্বরীকে শুনাইলে শ্রীমতীর নয়নযুগল হইতে অবিরলধারে অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল। সখী শ্রীমতীর প্রসন্নতা জানিয়া নাগরকে তাঁহার নিকট আনয়ন করিলেন। কুণ্ডেশ্বরী শ্রীকুণ্ডের সেবকের প্রতি প্রসন্না হইয়া তাঁহার বদন-কমলে একটি **প্রণয়রসপূর্ণ কটাক্ষপাত** করিলেন। নাগর তাঁহাতে শ্রীকুণ্ডসেবার সাফল্য অনুভব করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলেন। সখী-মঞ্জরীগণ যুগলমিলন-মাধুরী দর্শনে ধন্য বা কৃতার্থ হইলেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ স্ফুরণপ্রাপ্ত সেই লীলার স্মৃতিতে বলিলেন—

"অন্যের কা কথা স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন।
রাধিকার প্রণয়-কটাক্ষ করিতে দর্শন ॥
রাধাপ্রিয় রাধাকুণ্ডে অবগাহন ক'রে।
সেবা-পারিপাট্যে কত ভাসে অশ্রুনীরে ॥
অতিশয় কমনীয় রাধাকুণ্ড-নাম।
সতত আশ্রয় হোক্ প্রেম-পরিণাম ॥" ৩ ॥

অনুবাদ। ব্রজ-মধুর-কিশোরী গোপসুন্দরীগণের শিরোরত্নস্বরূপা শ্রীরাধার ন্যায়ই যে শ্রীরাধাকুণ্ড ব্রজভুবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের সাতিশয় প্রেমাস্পদ এবং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধার নামে যাঁহাকে পরিচিত করিয়াছেন, সেই অতি কমনীয় শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৪ ॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমাস্পদাশ্রয়ত্বেনৈব তৎসম্বন্ধাদত্যন্তাযোগ্যোঽপি তৎকৃপাভাজনং ভবেদতোঽস্যাশ্রয়এব সাধীয়ানিত্যাহ—ব্রজেত্যাদি। যৎ রাধাকুণ্ডং ব্রজভুবনসুধাংশোর্ব্রজচন্দ্রস্য কৃষ্ণস্য ব্রজমধুর-কিশোরীমৌলিরত্নপ্রিয়েব নিকামং যথেষ্টং প্রেমভূমিঃ প্রেমস্থানম্। এবং তেনৈব ব্রজভুবনসুধাংশুনা তস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ নাম্নাএব পরিচিতং সঙ্কেতিতমপি। ব্রজস্য যা মধুরা মধুররস-বিশিষ্টাঃ কিশোর্য্যস্তাসাং মস্তকে যানি রত্নানি তদ্রূপা প্রিয়া প্রেয়সী 'সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা' ইতি ন্যায়েন শ্রীরাধা। 'যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথে'তি ন্যায়েন সা ইব। মধুরা শতপুষ্পায়াং মিশ্রেয়া নগরী-ভিদোঃ। মধুকুক্কুটিকা মেদা মধুলী যষ্টিকাসু চ। ক্লীবং বিষে পুংসি রসে তদ্বৎ স্বাদু প্রিয়েঽন্যবদিতি মেদিনী ॥ ৪ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীকুণ্ডাশ্রয়ী ও কুণ্ডের ঐকান্তিক করুণাভাজন শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে কুণ্ডের কতই স্বতস্ফূর্ত মহিমাবলি প্রকাশিত হইতেছে। পূর্বশ্লোকে শ্রীকুণ্ডের আরাধনার ফলে অখিলব্রহ্মাণ্ডের আরাধ্যতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণেরও মানিনী-শ্রীরাধার প্রসাদপ্রাপ্তি বা অভীষ্টসিদ্ধির কথা বলা হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অভিলাষ-পূর্তির নিমিত্তই কি শ্রীকুণ্ডের সেবা করেন, না ইঁহাতে প্রিয়ত্ব-লক্ষণ ধর্ম আছে? কারণ সকাম-সেবার মহত্ত্ব নাই, কেননা সেব্য যদি বাসনাপূর্ণ না করেন, তবে সকাম-সেবক সেই সেব্যের সেবা ত্যাগ করিয়া থাকে। প্রিয়ত্ব-ধর্মই সেবাকে নিত্য ও গরীয়সী করিয়া তোলে। এইপ্রকার প্রশ্নের সম্ভাবনা করিয়া এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। বলা হইতেছে, ব্রজভুবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ব্রজমধুর-কিশোরী গোপসুন্দরীগণের শিরোরত্ন-স্বরূপা শ্রীরাধার ন্যায়ই শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীকৃষ্ণের সাতিশয় প্রিয়।

"যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥"

এই পদ্মপুরাণীয় বাণীতে রাধাকুণ্ডের প্রতি শ্রীরাধারাণীর ন্যায়ই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ত্বধর্মটি স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ অখণ্ড রসের সম্রাট্ এবং শ্রীরাধা অখণ্ড ভাবের সাম্রাজ্ঞী। ভাব ও রস-বিচারে ভাব আরাধক, রস আরাধ্য। এই আরাধ্য, আরাধক-সম্বন্ধে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্তিরূপ আরাধনায় ব্রজের মহাভাববতী মধুর (মহাভাবের ন্যায় এত মধুর পদার্থ বিশ্বে আর কিছুই নাই, ইহা বিষয় ও আশ্রয়ের পরমাস্বাদনদায়ক) কিশোরীগণের শিরোমণি-স্বরূপা। "কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব 'রাধিকা' নাম পুরাণে বাখানে ॥" (চৈঃ চঃ) শ্রীপাদ শুকমুনি ব্রজসুন্দরীগণের উক্তিতে শ্রীরাধার অনন্যসাধারণ কৃষ্ণ-আরাধনার কথা ভাগবতে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥" (ভাঃ-১০।৩০।২৮)

"এই রমণীকর্তৃক ভক্ত-জন-দুঃখ-হর্তা, ভক্তের অভীষ্টপ্রদানে সমর্থ ভগবান্ শ্রীহরি নিশ্চয়ই আরাধিত হইয়াছেন, যেহেতু শ্রীগোবিন্দ প্রীত হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগপূর্বক আমাদের অগম্যস্থানে তাহাকে লইয়া গিয়াছেন।" এতদ্দ্বারা নিখিল মহাভাববতী গোপসুন্দরীগণ হইতে শ্রীরাধার আরাধনার বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়। 'রাধ্' ধাতু আরাধনার্থে। যিনি আরাধনা করেন তিনি 'রাধা', অন্যান্য মহাভাববতী গোপসুন্দরীগণের কৃষ্ণ-আরাধনা থাকিলেও তাঁহারা কেহই 'রাধা' নহেন। যেমন জল ধারণ করে যে, তাহাকেই 'জলধি' বলা চলে, কিন্তু পুষ্করিণী, নদ, নদী প্রভৃতিকে কেহই জলধি বলেন না, জলধি বলিতে সমুদ্রকেই বুঝায়। কেননা সমুদ্রই নিখিল জলের মূল অধিকরণ-স্বরূপ। তদ্রূপ অন্যান্য গোপীতে বা নিখিল প্রেমিকভক্তে প্রেমানুরূপ কৃষ্ণ-আরাধনা থাকিলেও বৃষভানুনন্দিনী ব্যতীত কেহই 'রাধা' নহেন। কারণ সমগ্র কৃষ্ণ-আরাধনার বৃষভানুনন্দিনীই মূল অধিকরণ-স্বরূপা। আবার ভক্তের প্রেমের জাতি এবং পরিমাণানুরূপই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ত্বধর্মের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। পরম মহান্ প্রেমবতী শ্রীরাধারাণীতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তার পরাকাষ্ঠা! যেহেতু প্রেমের জাতির ও পরিমাণের শ্রীরাধাতেই চরমতা। তাই শ্রীরাধার শব্দ, স্পর্শাদি প্রতিটি বিষয়ই আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দাস্বাদনের হেতু হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

"কোটি কাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার। অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য—সাম্য নাহি যাঁর॥
মোর রূপে আপ্যায়িত হয় ত্রিভুবন। রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥
মোর বংশীগীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন। রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগত সুগন্ধ। মোর চিত্ত-প্রাণ হরে রাধা-অঙ্গগন্ধ॥
যদ্যপি আমার রসে জগত সুরস। রাধার অধররস আমা করে বশ॥
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু-শীতল। রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল॥
এইমত জগতের সুখে আমি হেতু। রাধিকার রূপ-গুণ আমার জীবাতু॥"
(চৈঃ চঃ-আদি ৪র্থ পরিঃ)

শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীরাধার ন্যায়ই ব্রজভুবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বলিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডের দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের নয়ন, শ্রীকুণ্ডের বারিস্পর্শে তাঁহার ত্বক্, সেখানের জলপক্ষীর ও ভৃঙ্গাদির কলকূজনে তাঁহার কর্ণ, শ্রীকুণ্ড-নীরের ও তাহাতে বিকসিত কমল, কহ্লারাদির গন্ধে তাঁহার নাসিকা, কুণ্ডের অমৃতময় বারিপানে তাঁহার জিহ্বা—শ্রীরাধার শব্দ-স্পর্শাদি পঞ্চবিষয় আস্বাদনের ন্যায়ই পরমানন্দাস্বাদনের হেতু বা জীবাতু হইয়া থাকে। শ্লোকে ব্রজভুবনচন্দ্র বলার তাৎপর্য এই যে, যিনি সারা ব্রজমণ্ডলনিবাসীকে আনন্দ দান করেন, তাঁহাকেও এতাদৃশ পরমানন্দপ্রদান করেন শ্রীরাধাকুণ্ড।

শ্রীপাদ আবার বলিলেন—"পরিচিতমপি নাম্না যচ্চ তেনৈব তস্যাঃ" "তেনৈব ব্রজভুবনসুধাংশুনা তস্যা শ্রীরাধায়া নাম্না এব পরিচিতং সঙ্কেতিতমপি" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক যে শ্রীকুণ্ড শ্রীরাধার নামেই পরিচিত হইয়াছেন। শ্রীকুণ্ডের আবির্ভাবের সময় "প্রোচে হরিঃ প্রিয়তমে তব কুণ্ডমেতৎ" (বিশ্বনাথ) বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে শ্রীকুণ্ডের "রাধাকুণ্ড" নামটি প্রকাশ করিয়াছেন। তাৎপর্য এই যে, নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া 'শ্রীরাধা'নামে শ্রীকৃষ্ণের পরমাসক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্বরাগদশায় প্রথম 'রাধা'নাম শ্রবণেই তাঁহার প্রেমবিবশতার কথা মহাজনবাণীতে জানা যায়—

"সখি ! রাধানাম কি কহিলে। শুনি কান-মন জুড়াইলে ॥
কত নাম আছয়ে গোকুলে। হেন হিয়া না করে আকুলে ॥
ঐ নামে আছে কি-মাধুরী। শ্রবণে রহল সুধা ভরি ॥
চিতে নিতি মূরতি-বিকাশ। অমিয়া-সায়রে যেন বাস ॥
আঁখিতে দেখিতে করে সাধ। এ যদুনন্দন মন কাঁদ ॥" (পদকল্পতরু)

প্রথম রাধানাম শ্রবণেই আনন্দঘনমূরতি শ্যামের কান-মন জুড়াইয়াছিল, হৃদয় ব্যাকুলিত হইয়াছিল, শ্রবণে অমৃতধারা বর্ষিত হইয়াছিল, নাম নামীকে চিত্তে মূর্ত করিয়া দিয়াছিল। নামীর দর্শনের নিমিত্ত বিপুল উৎকণ্ঠা জাগাইয়াছিল—মধুময় **রাধানাম**।

শুধু তাহাই নহে, রাধানাম শ্রবণমাত্রেই অপ্রাকৃত মদন শ্যামসুন্দরের চিত্তে মদনপীড়ার উদ্গম হইয়াছিল, অর্থাৎ শ্রীরাধার মাদনাখ্য প্রেমরসাস্বাদনের নিমিত্ত তিনি ব্যাকুলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মন শ্রীরাধাতেই তন্ময় হইয়াছিল। 'যাঁহার নাম এমন, না জানি তাঁহার রূপ কেমন', এই কথা ভাবিয়া দর্শন-লালসায় অধীর হইয়া সখীর নিকট রূপ শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

"রাধা-নাম কি কহিলে আগে। শুনইতে মনমথ জাগে ॥
সখি ! কাহে কহলি উহ নাম। মন মাহা নাহি লাগে আন ॥
কহ তছু অনুপম রূপ। বুঝলম অমিয়া স্বরূপ ॥
হেরইতে আঁখি করে আশ। কহ রাধামোহন দাস ॥" (ঐ)

যে রাধানামের একটিমাত্র অক্ষর শ্রবণেই শ্যামের কীর্তনকারীর নিকটে ছুটিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় এবং দ্বিতীয়াক্ষর শ্রবণে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটে ব্যাকুলভাবে ছুটিয়া যান।

"'রা' শব্দোচ্চারণাদেব স্ফীতো ভবতি মাধবঃ।
'ধা' শব্দোচ্চারত-পশ্চাদ্ধাবত্যেব সসম্ভ্রমঃ ॥" [1]

তাই শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াজীরই ন্যায় প্রিয় শ্রীকুণ্ডকে তাঁহার পরমপ্রিয় **প্রিয়াজীর** নামেই অর্থাৎ

---

[1] মৎপ্রণীত শ্রীশ্রীরাধারসসুধানিধি গ্রন্থের ৯৫, ৯৬ ও ৯৭ শ্লোকের রসবর্ষিণী ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

অপি জন ইহ কশ্চিদ্‌যস্য সেবা-প্রসাদৈঃ
প্রণয়-সুরলতা স্যাত্তস্য গোষ্ঠেন্দ্রসূনোঃ।
সপদি কিল মদীশা-দাস্য-পুষ্প-প্রশস্যা
তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। শ্রীরাধাকুণ্ডের সেবাপ্রসাদে (অর্থাৎ তটে বাস, স্নান, অর্চন, দর্শন, স্পর্শনাদি সেবার অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে) বিবেকাদি শূন্য অতি অযোগ্যজনের হৃদয়েও মদীশ্বরী শ্রীরাধার দাস্যরূপ কুসুমদলে পরিশোভিত শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা শীঘ্রই সঞ্জাত হইয়া থাকে, সেই অতি রমণীয় শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৫ ॥

টীকা। তদাশ্রয়স্যান্যদপি স্পষ্টং ফলমাহ—অপীতি। ইহ সংসারে কশ্চিৎ যোগ্যত্বা-যোগ্যত্ববিচার-শূন্যোঽপি জনঃ প্রাণিমাত্রো যস্য সেবাপ্রসাদৈঃ সেবাজন্য প্রসন্নতাভির্হেতুভূতৈস্তস্য গোষ্ঠেন্দ্র-সূনোঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রণয়সুরলতা প্রেমকল্পলতা সপদি তৎক্ষণাৎ কিল নিশ্চিতং ভবেৎ কল্পলতা কীদৃশী মদীশায়াঃ শ্রীরাধায়া দাস্যমেব পুষ্পং যস্যাং স চাসৌ প্রশস্যা প্রশংসার্হা চেতি সা তথা আশ্রয়প্রয়োজনন্তু স্পষ্টমেব ॥৫॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীকুণ্ডাশ্রয়ী শ্রীপাদ রঘুনাথ তদীয় প্রাণেশ্বরীর কুণ্ডে পরানিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীপাদের মহাভাব-ভাবিত-চিত্তে শ্রীরাধারাণীর ন্যায় মহিমান্বিত শ্রীকুণ্ডের কত শত মহিমা-মাধুরীর স্ফুরণ হইতেছে। পূর্বের দুইটি শ্লোকে শ্রীরাধার প্রসন্নতার জন্য শ্রীগোবিন্দ যে শ্রীকুণ্ডকে আশ্রয় করেন এবং শ্রীকুণ্ডের সেবা তাঁহার প্রিয়তালক্ষণ-ধর্মযুক্ত বলিয়া মহামহিমায় মণ্ডিত, তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, 'শ্রীপাদ! শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয় শ্রীকুণ্ডের সেবায় শ্রীরাধারাণীকে লাভ করুন, শ্রীকুণ্ড তাঁহার শ্রীরাধার ন্যায়ই প্রিয় হউন, তাহাতে আপনাদের ন্যায় মহানু-ভবগণের চরম লাভ। কারণ আপনারা যুগলমিলনমাধুরী শ্রীকুণ্ডের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তা বা আকর্ষণ

রাধাকুণ্ড নামে অভিহিত করেন। শ্রীপাদ বলিতেছেন—'সেই পরমরমণীয় শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন।'

"ব্রজমধুর-কিশোরী ব্রজাঙ্গনাগণ।
তাঁহাদের শিরোরত্ন রাধারাণী হন॥
বৃন্দাবনচন্দ্র যিনি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কুণ্ড তাঁর রাধাসম প্রেমাস্পদ হন॥
রাধা-নাম দ্বারা শ্রীকুণ্ডের পরিচয়।
রাধা-সম রাধাকুণ্ড প্রিয়তম হয়॥
সেই রাধাকুণ্ড হয় অতি মনোরম।
আমার আশ্রয় হোন এই মোর মন॥" ৪ ॥

কুণ্ডতটে বসিয়া স্ফূর্তিতে আস্বাদন করিবেন, কিন্তু মাদৃশ অযোগ্য সংসারাসক্ত, অজ্ঞানান্ধ, অধম জীবের প্রতি শ্রীকুণ্ডের করুণার কথা কিছু বলুন। যদিও ইহা আপনি পূর্বে (২য় শ্লোকে) কিছু বর্ণনা করিয়াছেন, তবু ঐজাতীয় আশার বাণী আপনার শ্রীমুখ হইতে আবার শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।'

তদুত্তরে যেন এই শ্লোকের অবতারণা করিয়া বলিতেছেন—"অপি জন ইহ কশ্চিদ্যস্য সেবাপ্রসাদৈঃ প্রণয়সুরলতা স্যাত্তস্য গোষ্ঠেন্দ্রসূনোঃ" 'যে শ্রীকুণ্ডের সেবাপ্রসাদে অর্থাৎ তটে বাস, স্নান, অর্চন, দর্শন, স্পর্শনাদি সেবার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে বিবেকাদি শূন্য অতি অযোগ্যজনের হৃদয়েও শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-কল্প লতা শীঘ্রই সঞ্জাত হইয়া থাকে।' কৃষ্ণপ্রেম পুরুষার্থ-শিরোমণি, জীবের মহাসম্পদ্ নিখিল সাধনার চরমফল-স্বরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণমাধুরী আস্বাদনের একমাত্র কারণ। প্রেমের দ্বারাই পরম স্বতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের একান্ত অধীন হইয়া থাকেন এবং প্রেমই কৃষ্ণের নিত্যদাস জীবকোটিকে শ্রীকৃষ্ণের সেবাসুখের আস্বাদন-দানে চিরকৃতার্থ করিয়া থাকে।

"পঞ্চমপুরুষার্থ সেই প্রেম-মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন ॥
প্রেমা হৈতে হয় কৃষ্ণ নিজভক্ত-বশ।
প্রেমা হৈতে পাই কৃষ্ণসেবা-সুখরস ॥" (চৈঃ চঃ আদি-৭ম পরিঃ)

সেই কৃষ্ণপ্রেম অতি সুদুর্লভ বস্তু। "ভগবান্মুকুন্দো মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্" ভগবান্ মুকুন্দ মুক্তিপ্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তি সহসা দেন না। "অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ-হেম, সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।" (চৈঃ চঃ) ইত্যাদি বাক্যে প্রেমের দুর্লভতাই বুঝা যায়। শ্রীমৎ রূপ-গোস্বামিপাদ কৃষ্ণপ্রেমের দুর্লভতার স্ফুরণে লিখিয়াছেন—

"যস্য স্ফূর্ত্তিলবাঙ্কুরেণ লঘুনাপ্যন্তর্মুনীনাং মনঃ
স্পৃষ্টং মোক্ষসুখাদ্বিরজ্যতি ঝটিত্যাস্বাদ্যমানাদপি।
প্রেম্ণস্তস্য মুকুন্দ! সাহসিতয়া শক্নোতু কঃ প্রার্থনে
ভূয়াজ্জন্মনি জন্মনি প্রচয়িনী কিন্তু স্পৃহাপ্যত্র মে ॥" (স্তবমালা)

"যে প্রেমের অতি লঘু স্ফূর্তিলবাঙ্কুরের সহিত অর্থাৎ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম স্ফূর্তিকণিকার সহিতও মুনিগণের অন্তর্মুখী মন স্পর্শপ্রাপ্ত হইলেই তৎক্ষণাৎ সম্যক্‌রূপে আস্বাদ্যমান ব্রহ্মানন্দ হইতেও শীঘ্র বিরতি লাভ করিয়া থাকে, অর্থাৎ যাহার গন্ধাভাসেই তৎক্ষণাৎ মোক্ষসুখও তুচ্ছ বোধ হয়, হে মুকুন্দ! সেই ত্বদীয় প্রেম প্রার্থনে কোন্ জনই বা সাহস করিতে সমর্থ হইবে? কেবল জন্মে জন্মে আমার প্রেমবিষয়িণী স্পৃহা বর্ধিত হউক—ইহাই প্রার্থনা করি।"

আবার এই পরম দুর্লভ প্রেমই জীবের চরম কাম্যবস্তু বা পরম-পুরুষার্থ। প্রেম শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীসার ও সম্বিৎসারের মিলিতাবস্থা। মহৎকৃপাপ্রাপ্ত ভাগ্যবান্ জীবে শ্রবণ, কীর্তনাদির

দ্বার দিয়া উক্ত স্বরূপশক্তি বৃত্তিরূপে প্রবিষ্ট হইয়া সাধকের চিত্তের জড়ত্ব ধ্বংস করত প্রেমরূপে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সৎসঙ্গ, শ্রবণ, মনন, শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধা, সুযোগ্য গুরুর সঙ্গলাভ, দীক্ষা, শিক্ষাদি গ্রহণ, শরণাপত্তি, গুরু-বৈষ্ণবের সেবা, পরিচর্যা, ভজন-স্পৃহা, অকৈতবভাবে ভজনানুষ্ঠান, ভজনে রুচি, ভগবানে আসক্তি, ভাব বা রতি— ইত্যাদি সাধন-ধারার পূর্ণাঙ্গ পরিণতির নামই **প্রেম**। ইহা দুই প্রকারে ভাগ্যবান্ সাধক-জীবে আবির্ভূত হইয়া থাকে, সাধন-ভজনের ফলে এবং কৃষ্ণ ও তদ্ভক্তের কৃপার ফলে। সাধন-লব্ধ প্রেমই প্রায় সর্বত্র দৃষ্ট হয়, কৃপাজনিত প্রেম অতি বিরল।

"সাধনাভিনিবেশেন কৃষ্ণস্তদ্ভক্তয়োস্তথা। প্রসাদেনাতিধন্যানাং ভাবো দ্বেধাভিজায়তে ॥
আদ্যস্তু প্রায়িকস্তত্র দ্বিতীয়ো বিরলোদয়ঃ ॥" (ভঃ রঃ সিঃ ১৷৩৷৬)

সেই অতিবিরল কৃপাজনিত কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা শ্রীরাধাকুণ্ডের সেবাপ্রসাদে অর্থাৎ শ্রীকুণ্ডের স্নান, দর্শন, স্পর্শন, কুণ্ডে বসবাস, অর্চনাদি যে কোন সেবার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে যোগ্যাযোগ্য যে কোন ব্যক্তির হৃদয়-ভূমিতে তৎক্ষণাৎ সঞ্জাত হইয়া থাকে। শ্রীপাদ বলিলেন—তাহাও আবার দাস্য-সখ্যাদি ভাবের নহে, তাহা "মদীশা-দাস্য-পুষ্পপ্রশস্যা" অর্থাৎ 'সেই প্রেমকল্পলতা আমার ঈশ্বরী শ্রীরাধার দাস্যরূপে পুষ্পদলে শোভিত হইয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে।' শ্রীকুণ্ডের সেবাপ্রসাদে সাধকের মধ্যে সাধ্য-সাধনার চরমকোটির শ্রীরাধাদাস্য বা মঞ্জরীভাবময় প্রেমই সঞ্জাত হইয়া থাকে। জীবশক্তি প্রেমসাধনার পথে যত উচ্চকোটির আস্বাদন-রাজ্যে পৌঁছাইতে সক্ষম হয়, রাধাদাস্যময় প্রেমে শ্রীযুগলমাধুরী-আস্বাদনই তাহার চরম পর্যায়। শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ লিখিয়াছেন—

"রাধানাগর-কেলিসাগর-নিমগ্নালীদৃশাং যৎসুখম্।
নো তল্লেশলবায়তে ভগবতঃ সর্ব্বোঽপি সখ্যোৎসবঃ ॥"

(বৃন্দাবনমহিমামৃতম্-১৷৫৪)

"শ্রীরাধানাগর-শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার সহিত নিকুঞ্জকেলিরসসিন্ধুতে নিমগ্না সখী-মঞ্জরীগণের নয়নের যে সুখ হয়, অখিল ভগবদ্রাজ্যের সমষ্টিগত সুখোৎসব সে সুখের লবলেশ তুল্যও নহে।" † রাধাদাসীগণ সেই অনির্বচনীয় সুখসিন্ধুতে সন্তরণ করিতে করিতে তাৎকালীন সেবারসসুখেও মগ্না হন।

"রতিরণে শ্রমযুত, নাগরী নাগর, মুখভরি তাম্বূল যোগায়।
মলয়জ কুঙ্কুম, মৃগমদ কর্পূর, মিলিতহিঁ গাত লাগায় ॥
অপরূপ প্রিয়সখী প্রেম।
নিজ প্রাণ-কোটী, দেই নিরমঞ্ছই, নহ তুল লাখ বান হেম ॥

---

† মৎপ্রণীত শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলিস্তবের ১৬শ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

তট-মধুর-নিকুঞ্জাঃ ক্৯প্তনামান উচ্চৈ-
নিজ-পরিজনবর্গৈঃ সংবিভজ্যাশ্রিতাস্তৈঃ।
মধুকর-রুত-রম্যা যস্য রাজন্তি কাম্যা-
স্তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। শ্রীরাধারাণী যে সকল কুঞ্জসমূহ শ্রীললিতাদি সখীগণকে বিভাগ করিয়া দিয়া ও তাঁহাদেরই আশ্রিত করিয়া তাঁহাদের নামেই বিখ্যাত করিয়াছেন, যাহা ভ্রমরগুঞ্জনহেতু রমণীয় ও শৃঙ্গার-রসোদ্দীপক সেই সকলের বাঞ্ছনীয় কুঞ্জসমূহ (ললিতানন্দাদি) যাঁহার তটে বিরাজ করিতেছে, সেই মনোহর শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৬ ॥

টীকা। স্বসেব্য সখীযূথবাস তটত্বেনেদমেবাশ্রয়যোগ্যমিত্যাহ— তটেত্যাদি। যস্য রাধাকুণ্ডস্য তটমধুর-নিকুঞ্জা রাজন্তি প্রকাশন্তে তদিতি সম্বন্ধঃ। মধুরঃ শৃঙ্গার-রসস্তদুদ্দীপকনিকুঞ্জাস্ততস্তটেন সহ ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ সপ্তমীতৎপুরুষো বা। সমস্তস্যাসমস্তেন ইত্যাদিনা তটপদেন যস্যেত্যস্য সম্বন্ধঃ। কিম্ভূতা নিকুঞ্জাঃ নিজস্য স্বীয়স্য শ্রীরাধাভিধজনস্য পরিজনবর্গৈর্ললিতাদি সখীসমূহৈঃ কর্তৃভিরুচ্চৈরুৎকৃষ্ট-রূপেণ ক্লৃপ্ত নামানঃ। পূর্ব্বতটে চিত্রাসুখদনাম্না আগ্নেয়ে ইন্দুলেখা সুখদনাম্না দক্ষিণে চম্পকলতা সুখদনাম্না নৈর্ঋতে রঙ্গদেবী সুখদনাম্না পশ্চিমে তুঙ্গবিদ্যা শন্দদনাম্না বায়বীয়ে সুদেবী সুখদনাম্না উত্তরে ললিতানন্দদনাম্না ঈশানে বিশাখাসুখদনাম্না ব্যবহ্রিয়মাণা ইত্যর্থঃ। পুনঃ কিম্ভূতাস্তৈর্নিজপরি-জনবর্গৈঃ সংবিভজ্য স্ব স্ব নাম্না সম্যগ্বিভাগং কৃত্বা আশ্রিতাঃ আশ্রয়-বিষয়ী কৃতাঃ। মধুকরোভ্রমরঃ রুতং শব্দঃ কাম্যাঃ সর্ব্বেষাং কামনাযোগ্যাঃ ॥ ৬ ॥

মনোরম মাল্য, দুহুঁ গলে অর্পই, বীজই শীত মৃদু বাত।
সুগন্ধী শীতল, করু জল অর্পণ, যৈছে হোত দুঁহু শাঁত ॥
দুহুঁক চরণ পুন, মৃদু সম্বাহন, করি শ্রম করলহিঁ দূর।
ইঙ্গিতে শয়ন, করল দুহুঁ সখীগণ, সবহুঁ মনোরথপূর ॥
কুসুম-শেজে দুহুঁ, নিদ্রিত হেরই, সেবন পরায়ণ-সুখ।
রাধামোহন দাস, কিয়ে হেরব, মেটব সব মনোদুখ ॥" (পদকল্পতরু)

শ্রীকুণ্ডের সেবার ফলে এই পরম মহান্ প্রেমসম্পদ্ ও সেবাসম্পদ্ লাভ করিয়া সেবক ধন্য হইয়া থাকেন। শ্রীপাদ বলিলেন—'সেই মহামহিমান্বিত শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন।'

"এ সংসারে বিবেকাদিশূন্য কোন জন। শ্রীরাধাকুণ্ডের যদি করয়ে সেবন ॥
কুণ্ডের প্রসাদে সেই ভাগ্যবন্ত জন। কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা পেয়ে ধন্য হন ॥
শ্রীরাধার দাস্যরূপ বিচিত্র পুষ্পেতে। কল্পলতা সুশোভিত হয় ত্রিজগতে ॥
এইরূপ গুণান্বিত অতি মনোরমে। রাধাকুণ্ড আশ্রয় মোর জীবনে-মরণে ॥" ৫ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। প্রার্থনার গভীর আর্তিতে দ্রবিত-চিত্ত শ্রীকুণ্ডের কৃপারস-স্নাত শ্রীপাদ রঘুনাথের নয়নে শ্রীকুণ্ডনীর ও তীরের চিদানন্দময় স্বরূপ প্রতিভাত হইতেছে। এই শ্লোকে শ্রীকুণ্ডের তটভূমির স্বরূপ ও মাধুর্যের বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীরাধারাণী শ্রীকুণ্ডের চতুর্দিকস্থ মনোহর কুঞ্জসমূহ শ্রীললিতাদি সখীগণকে বিভাগ করিয়া দিয়া এবং তাঁহাদেরই আশ্রিত করিয়া তাঁহাদের নামেই উহাদিগকে খ্যাত করিয়াছেন। শ্রীরাধাকুণ্ডের অষ্টদিকে ললিতাদি অষ্ট প্রধানা সখীর নামে অষ্টকুঞ্জ বিরাজ করিতেছে। ● উত্তরে **ললিতানন্দদ** নামক কুঞ্জ রাজপট্ট অনঙ্গরঙ্গাম্বুজ চত্বর আছে। ললিতার সখী কলাবতী ইহার সংস্কারাদি করেন। অষ্টদল পদ্মাকৃতি এই ললিতানন্দদকুঞ্জের অষ্টদিকে অষ্টকুঞ্জ—উত্তরে সিতাম্বুজ, বায়ুকোণে বসন্তসুখদ, পশ্চিমে হেমাম্বুজ, নৈর্ঋতে শ্রীপদ্মমন্দির, দক্ষিণে অরুণাম্বুজ, অগ্নিকোণে মদনান্দোলন, পূর্বে অসিতাম্বুজ ও ঈশানে মাধবানন্দদ নামক বিচিত্র কুঞ্জ বিরাজিত আছে। নানামণিরত্নে খচিত অতি অদ্ভুত নৈসর্গীক শোভা সম্পদে পূর্ণ এই কুঞ্জরাজে রসিক-মিথুন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিবিধভাবে নিয়ত বিলাস করেন।

শ্রীকুণ্ডের ঈশানকোণে **বিশাখানন্দদ** মদনসুখদা নামক চতুর্বর্ণকুঞ্জ আছে। নানা চিত্র-কলায় সুদক্ষা বিশাখার শিষ্যা মঞ্জুমুখী এই কুঞ্জের সংস্কারাদি করিয়া থাকেন। রাজভবনতুল্য সুবৃহৎ মদনসুখদাকুঞ্জ নিরন্তর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিহাররূপ রসবন্যায় আপ্লাবিত হইয়া মহানয়নানন্দরূপে বিরাজ করিতেছে।

পূর্বে **চিত্রানন্দদ** নামক বিচিত্রবর্ণের বৃক্ষলতা, পশু, পক্ষিসমন্বিত বিচিত্রবর্ণ-কুঞ্জ বিরা-জিত। তথায় চিত্রা গণসহ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবিধ সুখ-সেবন করিয়া থাকেন। অগ্নিকোণে **ইন্দুলেখা-সুখদ** নামক শ্বেতবর্ণকুঞ্জ বিরাজ করিতেছে। সেখানের বৃক্ষলতা পশু-পক্ষী সবই শ্বেতবর্ণ। পূর্ণিমা-রাত্রিতে শুভ্রবেশ ধারণ করত সখীবৃন্দসহ শ্রীরাধাকৃষ্ণ ক্রীড়া করিতে থাকিলে সহসা কেহ তাঁহাদের দেখিতে পায় না। এখানে ইন্দুলেখা গণসহ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা করেন। শ্রীকুণ্ডের দক্ষিণে **চম্পকলতা-নন্দদ** নামক হেমকুঞ্জ বিরাজ করিতেছে। সেখানের বৃক্ষ-লতা পশু-পক্ষী সবই হেমবর্ণ। তথায় পীতবর্ণের বসন-ভূষণে ভূষিতা শ্রীরাধা প্রবেশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিতে পান না। সেখানে চম্পকলতার প্রসিদ্ধ পাকশালা রহিয়াছে। কোন সময় পাকবিদ্যার আচার্যা চম্পকলতা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সহভোজন সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং যুগলের সুখকর বিবিধ সেবা করেন। শ্রীরাধাকুণ্ডের নৈর্ঋত-কোণে **রঙ্গদেবীসুখদ** সর্বত্র শ্যামবর্ণ শ্যামকুঞ্জ বিরাজ করিতেছে। সেখানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-কালে মুখরাদি বৃদ্ধাগণ আগমন করিলেও শ্রীরাধার সহিত যুগলিত কৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া কেবল রাধাকেই দেখিতে পান। শ্রীরাধাকুণ্ডের পশ্চিমদিকে **তুঙ্গবিদ্যানন্দদ** নামক অরুণকুঞ্জ বিরাজমান।

● শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে কুঞ্জগুলির মনোরম বর্ণনা পাওয়া যায়। মৎপ্রণীত "শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের মহিমা ও ঐতিহ্য" নামক গ্রন্থে মূল শ্লোকসহ ব্যাখ্যাদিতে কুঞ্জবর্ণনা দ্রষ্টব্য।

সেখানের সবই লোহিতবর্ণ। ইহা শ্রীকৃষ্ণবাঞ্ছিত। বায়ুকোণে **সুদেবীসুখদ** হরিৎকুঞ্জ বিরাজিত। এখানের সবই হরিৎবর্ণ। এখানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রসময় পাশাক্রীড়া হইয়া থাকে।

ইহা ছাড়াও শ্রীরাধাকুণ্ড-মধ্যে মরকতমণি জড়িত পদ্মরাগ ও চন্দ্রকান্ত-মণিদ্বারা সংঘটিত দর্শকগণের নিকট জলবৎ ভাসমান বলিয়া প্রতীত ষোড়শদল পদ্মাকৃতি, উত্তরদিকে সেতুবন্ধ শোভিত **শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীসুখদ** নামক কুঞ্জ বিরাজ করিতেছে। এখানে শ্রীযুগলের বিলাসোপযোগী বিবিধ উপকরণ রহিয়াছে। অনঙ্গমঞ্জরী গণসহ এখানে যুগলের সেবা করেন। কমলের ন্যায় ভাসমান বলিয়া ইহাকে **সলিলকমল**ও বলা হয়।

নানা বৃক্ষলতায় পরিশোভিত এই সমস্ত কুঞ্জাবলী মধুকরের ঝঙ্কারে ও কোকিলাদি নানা পক্ষীর কলকূজনে মুখরিত, নানা কুসুমের সৌরভে সুরভিত, হরিণ, শশকাদি পশুগণের স্বচ্ছন্দ বিহারে, ময়ূরাদির নৃত্যে এতই মনোরম যে ইহা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শৃঙ্গাররসের পরম উদ্দীপক। দর্শকমাত্রের নয়নে পরমসুখদ। কিন্তু যখন সাধকের চিত্ত, মন ও ইন্দ্রিয়বর্গ শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া চিদ্ধর্মাক্রান্ত হয়, তখনি ইন্দ্রিয়বর্গ এই অপ্রাকৃত বস্তু উপলব্ধি করিবার শক্তি লাভ করে। সাধারণ চর্মচক্ষে তাহা প্রাকৃতের ন্যায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

"চিন্তামণি ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম॥
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ।
গোপ-গোপী সঙ্গে যাহাঁ কৃষ্ণের বিলাস॥" (চৈঃ চঃ আদি ৫ম পরিঃ)

"লীলানুকূলেষু জনেষু চিত্তেষূৎপন্ন-ভাবেষু চ সাধকানাম্।
এবম্বিধং সর্ব্বমিদং চকাস্তি স্বরূপতঃ প্রাকৃতবৎ পরেষু॥"

(গোবিন্দলীলামৃতম্-৭।১১৯)

লীলার অনুকূল নিত্যসিদ্ধ ও সাধকভক্তগণের উৎপন্নভাবময়চিত্তে শ্রীকুণ্ডের শোভা পূর্ববর্ণিত রূপেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু তদ্ভিন্ন লোকের নয়নে প্রাকৃতবৎ প্রতীয়মান হয়। শ্রীপাদ রঘুনাথ নিত্যপরিকর, সুতরাং তাঁহার প্রেমভাবিত নয়নের সমক্ষে শ্রীকুণ্ডের শোভাসম্পদ্ অনন্ত মাধুর্যসম্ভার লইয়া অভিব্যক্ত হইতেছে। তাই শ্রীপাদ বলিয়াছেন—'সেই অতি মনোহর শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন।'

"শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে সখীযূথ-বাস।
সখী-নামে কুঞ্জনাম করিলা প্রকাশ॥
উত্তরে ললিতানন্দ কুঞ্জবন নামে।
বিশাখাসুখদ কুঞ্জ শোভিত ঈশানে॥

তটভুবি বরবেদ্যাং যস্য নর্ম্মাতিহৃদ্যাং
মধুর-মধুরবার্ত্তাং গোষ্ঠচন্দ্রস্য ভঙ্গ্যা।
প্রথয়তি মিথ ঈশা প্রাণসখ্যালিভিঃ সা
তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। যে শ্রীরাধাকুণ্ডতটে মনোহর রত্নবেদিকায় বসিয়া মদীশ্বরী শ্রীরাধারাণী প্রাণ-সখীবর্গের সহিত গোষ্ঠচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক মধুরাতিমধুর বার্তা ভঙ্গীক্রমে আলাপ করেন,— সেই অতি মনোজ্ঞ শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৭ ॥

টীকা। অত্র প্রাণকোটিনির্মঞ্ছন তদযুবদ্বন্দস্য নর্ম্ম-মধুরালাপমনুভবামীতি মনসিনিধায় তদাশ্রয়ং প্রার্থয়তে—তটভুবীতি। যস্য তটভুবি তটস্থানে বরবেদ্যাং চতুরস্র নির্ম্মিতোচ্চ শ্রেষ্ঠপ্রদেশে সা ঈশা মদীশ্বরী শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণস্য মধুরপ্রাণসখ্যালিভিঃ প্রাণসখীশ্রেণিভিঃ সহ গোষ্ঠচন্দ্রস্য মধুরবার্ত্তাং মধুরাৎ মধুনোহপি মধুরাম্ অমৃতরূপ-কথাং ভঙ্গ্যা বাক্-পরিপাট্যা মিথঃ পরস্পরং প্রথয়তি বিস্তারয়তী-ত্যন্বয়ঃ। নর্ম্মনা কৌতুকেনাতিহৃদ্যাং মনোহরাম্ ॥ ৭ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীকুণ্ডের মহিমা-মাধুর্যে শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্ত তন্ময়! শ্রীপাদ স্বরূপে শ্রীরাধারাণীর নিত্যসিদ্ধা প্রিয়কিঙ্করী। শ্রীরাধাচরণে উৎসর্গীকৃত প্রাণা! শ্রীকুণ্ডতট তাঁহার কোটি প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়। কেননা শ্রীকুণ্ডতীরই রসিকমিথুন শ্রীশ্রীরাধামাধবের মহাউন্মাদনাময় শৃঙ্গার-রসবিলাসের অনন্য-নিকেতন। শ্রীরাধার প্রিয়কিঙ্করীগণ এই কুণ্ডতীরে রহস্যময় যুগলবিলাসমাধুরী আস্বাদনের সহিত যুগল-সেবানন্দে নিমগ্ন হন। এখানে রসসিন্ধু শ্যাম ও প্রেমসিন্ধু শ্রীরাধার সম্মিলনে রসবিলাসের যে উত্তাল তরঙ্গমালা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, সখী-মঞ্জরীগণের প্রাণ-শফরী তাহার তরঙ্গে তরঙ্গে আনন্দ-সন্তরণে আত্মহারা হয়! প্রাকৃত সংস্কার থাকিতে এই বস্তুর মর্ম উপলব্ধি করা যায় না। অপ্রাকৃতরসের সংস্কার আয়ত্ত করিতে হয়। রাধাকিঙ্করী অভিমানের জাগরণ চাই। রঘুনাথ ব্রজেরই নিত্যসিদ্ধা কিঙ্করী। অপ্রাকৃত যুগলরসের সংস্কার তাঁহার নিত্যসিদ্ধ-সম্পদ্। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়

পূর্ব্ব তটে নাম হয় চিত্রাসুখদ।
অগ্নিকোণে ইন্দুলেখা নাম মনোমদ ॥
দক্ষিণে চম্পকলতা নৈর্ঋতে রঙ্গদেবী।
পশ্চিমেতে তুঙ্গবিদ্যা বায়ুতে সুদেবী ॥
প্রতিকুঞ্জ রমণীয় ভ্রমর-গুঞ্জিত।
শৃঙ্গাররসকেলি করে উদ্দীপিত ॥
সুরভি সে রাধাকুণ্ড আমার আশ্রয়।
স্নান পান তীরে বাস এ লালসা হয় ॥” ৬ ॥

শ্রীল রূপ-সনাতনকে "যুগল-উজ্জ্বলময়তনু" বলিয়াছেন। "জয় সনাতন-রূপ, প্রেমভক্তি-রসকূপ, যুগল-উজ্জ্বলময়তনু" (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)। শ্রীল রঘুনাথও তাঁহাদের কৃপায় তাঁহাদের সমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"যন্মিত্রং রঘুনাথদাস ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষিতৌ রাধিকা-
কৃষ্ণপ্রেমমহার্নবোর্ম্মিনিবহে ঘূর্ণন্ সদা দিব্যতি।
দৃষ্টান্তপ্রকর-প্রভাভরমতীত্যৈবানয়োর্ব্রাজতো
র্যস্তুল্যত্বপদমতস্ত্রিভুবনে সাশ্চর্য্যমার্য্যোত্তমৈঃ ॥"

তাৎপর্য এই যে, "শ্রীপাদ রূপ-সনাতন গোস্বামীর মিত্র বলিয়াই শ্রীপাদ রঘুনাথ পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তিনি সর্বদা শ্রীরাধামাধবের প্রেমসাগরের তরঙ্গসমূহে বিঘূর্ণিত হইয়া বিরাজ করেন। বিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীরূপ, সনাতন জগতে অনুপম, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ইহাই যে, শ্রীরঘুনাথদাসও তাঁহাদের তুল্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।" তাই শ্রীপাদের রাধানিষ্ঠচিত্তে নিয়ত কুণ্ডলীলার সহিত শ্রীকুণ্ডের স্বপ্রকাশ-মাধুর্য্যের স্ফুরণ হইতেছে।

একদিনের একটি মধুর লীলার স্ফুরণে এই শ্লোকের উক্তি। শ্রীরাধারাণী যাবট হইতে জটিলার আদেশে সূর্যপূজার ছলে সখীগণসঙ্গে দিবাভিসারে শ্রীকুণ্ডের উদ্দেশ্যে চলিয়াছেন। বামকরে কুন্দলতার হস্তধারণ করিয়া দক্ষিণকরে লীলাকমল সঞ্চালন করিতে করিতে রাধা-সুরতরঙ্গিণী শ্যামসিন্ধুর মিলনাকাঙ্ক্ষায় ধাবমানা। তাঁহার অগ্রে ধনিষ্ঠার সঙ্গে তুলসী পার্শ্বদ্বয়ে ললিতা, বিশাখা এবং শ্রীরূপ-মঞ্জরী রাধাকৃষ্ণ-সেবার ও সূর্যপূজার উপকরণ বহনকারিণী দাসীদের সঙ্গে শ্রীমতীর পশ্চাতে চলিয়াছেন। ভাবী শ্রীকৃষ্ণমিলনের স্মৃতিতে শ্রীমতীর দেহ-লতিকায় অশ্রু, পুলক, জড়িমাদি ভাবকুসুম বিকসিত হইতেছে! অভিসারিকা শ্রীমতীর কি শোভা!

"তরুণারুণ চরণ-যুগল মঞ্জরী তাহে শোভে।
ভৃঙ্গাবলি পুঞ্জ পুঞ্জ গুঞ্জরে মধুলোভে ॥
কুম্ভিকুম্ভ-জিনি' নিতম্বকেশরী খিন-মাঝে।
লীলাঞ্চিত পট্টাম্বর কিঙ্কিণী তহি বাজে ॥
বাহু-যুগল থিরবিজুরি করিশাবক-শুণ্ডে।
হেমাঙ্গদ মণিকঙ্কণ নখরে শশীখণ্ডে ॥
হেমাচল কুচমণ্ডল কাঁচলি তহি মাঝে।
চন্দ্রকান্ত ধ্বান্ত-দমন কণ্ঠে কর্ণে সাজে ॥
জাম্বুনদ হেম-যুত মুকুতাফল-পাঁতি।
ফণি-মণি-যুত দাম-শোভিত দামিনী সম ভাঁতি ॥

বিম্বফল-নিন্দি অধর দাড়িম-বীজ দশনে।
বেসর তহি নোলকে ঝলকে মন্দ মন্দ হসনে॥
নাসা তিল-ফুল-তুল বাঁধে কবরী-ছান্দে।
মদন-মোহন-মন-মোহিনী চললি তহিঁ রাধে॥" (পদকল্পতরু)

সূর্যকুণ্ডে সূর্য-মন্দিরে পূজার উপকরণ রাখিয়া বিবিধ ভাবতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে সখীসঙ্গে শ্রীমতী শ্রীকুণ্ডতীরে উপনীত হইয়াছেন। গোষ্ঠচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধনে বলদেব ও সখাগণের প্রতি গোচারণের ভার দিয়া বনশোভা দর্শনের ছলে পূর্বেই শ্রীকুণ্ডতটে উপনীত হইয়া প্রেমময়ীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অনন্ত প্রতীক্ষা লইয়া বসিয়া আছেন। বৃক্ষ-লতিকার অন্তরাল হইতে অদূরে পারস্পরিক দর্শন। রসসিন্ধু ও প্রেমসিন্ধুর সম্মীলনে অনন্ত ভাবতরঙ্গরাজি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে।

"দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ ভেল ধন্দ। রাই কহে তমাল মাধব কহে চন্দ॥
চিত-পুতলী জনু রহু দুহুঁ দেহ। না জানিয়ে প্রেম কেমন অছু লেহ॥
এ সখি! দেখ দেখি দুহুঁক বিচার। ঠামহি কোই লখই নাহি পার॥
ধনী কহে কাননময় দেখি শ্যাম। সো কিয়ে গুণব মঝু পরিণাম॥
চমকি চমকি দেখি নাগর কান। প্রতি তরুতলে দেখি রাই-সমান॥
দোঁহে দোঁহে যবহুঁ নিচয় করি জান। দুহুঁক হৃদয়ে পৈঠল প্রেমবান॥
দরশনে নয়নে নয়নে বহে লোর। আপাদ-মস্তক দুহুঁ পুলকে আগোর॥
সজনি হের দেখ প্রেমতরঙ্গ। কত কত ভাবে থকিত ভেল অঙ্গ॥
দুহুঁকর দেহে ঘাম বহি যাত। গদ গদ কাহুক না নিকসয়ে বাত॥
দুহুঁ জন কম্পন হেরি লাগে ধন্দ। রাধামোহন হেরি পরম আনন্দ॥" (পদকল্পতরু)

অতঃপর সখীসহ শ্রীযুগলের কুসুমচয়নলীলা, বংশীহরণাদি বিচিত্র রসপরিহাসময় কৌতুক চলিতে লাগিল। সখীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বংশী-বিষয়ক বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে সেই ফাঁকে শ্রীরাধা একটি গোপনকুঞ্জে লুক্কায়িত হইলেন। শেষে রাধান্বেষণ তৎপর শ্রীকৃষ্ণ কুন্দলতার ইঙ্গিতে সেই গোপনকুঞ্জে প্রবিষ্ট হইলেন ও উভয়ে বিচিত্র বিলাসরঙ্গে নিমগ্ন হইলেন।

বিলাসান্তে শ্রীযুগল কুঞ্জ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কুণ্ডতীরে একটি মণিময় বেদিকায় উপবিষ্ট আছেন। কিঙ্করীরূপে শ্রীপাদ রঘুনাথ দাসীগণসহ যুগলকে বীজনাদি করিতেছেন। হাসিতে হাসিতে ললিতা, বিশাখাদি সখীগণ শ্রীযুগলকে ঘিরিয়া রত্নবেদিকার চারিপাশে বসিয়াছেন। হাস্য-পরিহাসরসের প্রবাহ বহিতে লাগিল। সখীগণ শ্রীরাধাকে বলিলেন—'হে সখি! আমাদিগকে পরিত্যাগপূর্বক তুমি কোথায় গিয়াছিলে? তোমায় অন্বেষণ করিয়া কোথাও পাইলাম না। এই ধৃষ্টের সঙ্গে তোমার

অনুদিনমতি-রঙ্গৈঃ প্রেমমত্তালি-সঙ্ঘৈ-
র্বর-সরসিজ-গন্ধৈর্হারি-বারি-প্রপূর্ণে।
বিহরত ইহ যস্মিন্ দম্পতি তৌ প্রমত্তৌ
তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। শৃঙ্গাররসময় বিহারে প্রমত্ত শ্রীশ্রীরাধামাধব-যুগল প্রেমরসমত্ত সখীগণের সঙ্গে নিত্য যাহার পদ্মগন্ধপূর্ণ মনোহর প্রেমরসময় সলিলে অতি রঙ্গে বিহার করিতেছেন, সেই পরম মনোজ্ঞ শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৮ ॥

টীকা। অস্যাশ্রয়ে কদাচিন্মমাতিদীনস্য তদ্যুগলদর্শনং ভবেদেবেত্যাহ— অন্বিত্যাদি। যস্মিন্

কোথায় মিলন হইল ? যাহা হউক, সৌভাগ্যবশতঃ এই শঠ হইতে তোমার যে পরাভব হয় নাই, ইহাই সুখের বিষয়।'

তখন শ্রীরাধা সখীগণের পরিহাসভঙ্গী শ্রবণ করিয়া এবং নিজ সখীবৃন্দের প্রতি রতিচিহ্ন সূচনা-কারী কান্তকে সখীগণসহ হাসিতে দেখিয়া লজ্জা ও ঈর্ষাবশতঃ ভ্রূলতা কুটিল করত কম্পিতাধরে গদগদ কণ্ঠে তর্জনী-সঞ্চালনে কান্তকে তর্জন করিতে লাগিলেন এবং সখীগণকে বলিলেন—'সখিগণ! আমি গৃহে গমনোদ্যতা হইলে তোমরা বসন ধরিয়া আকর্ষণ কর, গুপ্তভাবে থাকিলে কৃষ্ণকে সূচনা করিয়া দাও, তোমাদের সঙ্গে থাকিলেও ইঁহার দ্বারা আমায় খেদান্বিত কর। বল, তোমাদের সহিত আমি কিরূপে সঙ্গ-বিধান করিব ?' পরস্পরে এইরূপ রসময় কত শত ইষ্টগোষ্ঠী চলিতে লাগিল।[1] প্রাণসখীগণের সঙ্গে শ্রীমতীর এত মধুরাতিমধুর ইষ্টগোষ্ঠী আর কিছুই নাই। কিঙ্করীগণ সেবানন্দে মগ্ন থাকিয়াই সখীসঙ্গে ঈশ্বরীর এই মধুর ইষ্টগোষ্ঠীর অর্থাৎ কৃষ্ণকথার স্রোতে অসীমের দিকে ভাসিয়া যান। সেই পরম রমণীয় লীলার স্মৃতিতে শ্রীপাদ বলিলেন—'এইসব রসময়ী লীলা যে শ্রীকুণ্ডের তটে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সেই শ্রীকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন। এইস্থান আশ্রয় করিয়া থাকিলে সেই মধুরাতিমধুর কৃষ্ণ-কথার আস্বাদন লাভে ধন্য হইতে পারিব।'

"যেই রাধাকুণ্ডতীরে রতন-বেদিতে।
বসি রাধারাণী সব সখীর সহিতে ॥
প্রাণকোটি-নির্ম্মঞ্ছন গোবিন্দ-প্রসঙ্গ।
ভঙ্গীকরি বলে সুমধুর রসরঙ্গ ॥
সর্ব্বজন-মনোহর রাধাকুণ্ড নাম।
আমার আশ্রয় হউক নয়নাভিরাম ॥" ৭ ॥

---

[1] গোবিন্দলীলামৃতম্ ১১ সর্গ ১৩শ শ্লোক হইতে ১৭শ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

অনুদিনং প্রতিদিনং তৌ দম্পতী রাধাকৃষ্ণৌ প্রমত্তৌ সন্তৌ বিহরতঃ ক্রীড়তঃ তদিতি সম্বন্ধঃ। কিন্তুতে বর-সরসিজগন্ধৈঃ শ্রেষ্ঠপদ্মঘ্রাণৈর্হারি মনোহারি যদ্বারি জলং তেন পরিপূর্ণে পূরিতে গন্ধৈঃ কিন্তুতৈঃ প্রেম্নি তদ্বিষয়-হার্দ্দ তায়াং মত্তোঽলিসঙ্ঘোভ্রমরসমূহো যত্র তৈঃ ॥ ৮ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। কুণ্ডাশ্রয়ী শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে শ্রীকুণ্ডেশ্বরীর কৃপায় শ্রীকুণ্ডে শ্রীযুগলের জলকেলী লীলার স্ফুরণ হইয়াছে। শ্রীকুণ্ডাষ্টকের এই শেষ শ্লোকে তাহাই বর্ণনা করিতেছেন।

"যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে। জলে জলকেলি করে,—তীরে রাসরঙ্গে ॥" (চৈঃ চঃ)

"শ্রীরাধেব হরেস্তদীয়সরসী প্রেষ্ঠাদ্ভুতৈঃ স্বৈগু ণৈ-
র্যস্যাং শ্রীযুক্তমাধবেন্দুরনিশং প্রীত্যা তয়া ক্রীড়তি।" (গোঃ লীঃ-৭।১০২)

"স্বীয় অসাধারণ ও সর্বজন-চমৎকারী গুণহেতু শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীরাধার ন্যায়ই শ্রীকৃষ্ণের অতীব প্রিয়। ব্রজকুলচন্দ্র শ্রীমাধব প্রিয়তমা শ্রীরাধার সহিত এই কুণ্ডে প্রেমভরে নিরন্তর কেলি করিয়া থাকেন।"

শ্রীপাদ স্ফুরণে দেখিতেছেন—শ্রীকুণ্ডে মধ্যাহ্নে বনবিহার, মধুপান ও বিলাসাদি লীলায় শ্রান্ত শ্রীরাধামাধব সখীগণসঙ্গে গজরাজ করিণীর ন্যায় জলবিহার-নিমিত্ত শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন। জলকেলির জন্য গোপীগণ অন্যোন্যে হস্তধারণ করিয়া স্বর্ণজালের ন্যায় সুশোভিত হইয়া জ্যোৎস্নারাশি যেমন নবীন মেঘকে আবরণ করে, তদ্রূপ শ্যামসুন্দরকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা অঞ্জলি অঞ্জলি করিয়া জলবর্ষণ করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ আনন্দভরে হস্তদ্বারা নিজ নয়ন রুদ্ধ করিয়া জলসিঞ্চন সহ্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণকৃত প্রবল বারিবর্ষণে সুন্দরীগণের সকল অঙ্গই ব্যাকুল হইল, একমাত্র বদনচন্দ্র আনন্দভরে ম্লান হইল না।

অতঃপর চুম্বন পণ রাখিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর জলযুদ্ধ আরম্ভ হইল। মধ্যস্থা কুন্দলতা। যে হারিবে তাকে বিজয়ীকে পণ দিতে হইবে। শ্রীরাধা প্রথমতঃ মণিময় কঙ্কণের ঝঙ্কারসহিত করপদ্ম-কোষস্থ জলরাশি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি জলসিঞ্চন করিতে থাকিলে কামদেবের বারুণাস্ত্রের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল। জল নিক্ষেপকালে শ্রীমতীর কি শোভা! সখীসঙ্গে শ্যাম শোভাসিন্ধুতে সন্তরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীমতীর নিক্ষিপ্ত জলধারা প্রাণনাথের বক্ষে পড়িয়া অতিশয় দীপ্তি পাইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণের বনমালা শিথিল হইল, সুবিশাল হারলতাও পতিত হইল, প্রিয়তমের দেহে একমাত্র বলবান্ কৌস্তুভই অকাতরে সব জলবর্ষণ সহ্য করিল।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ "হে প্রিয়তমে! এরপর আমার জলসেক সহ্য কর"—এই কথা বলিয়া আনন্দ-সহকারে প্রেয়সীর বদন-কমলেই মনোজ্ঞ জলধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরস্পর বিশাল জলযুদ্ধ। কুণ্ডতটে দাঁড়াইয়া তুলসী রাধাশ্যামের জলযুদ্ধ দর্শন করিতেছেন। স্বামিনী কোমলচিত্তা, কোটি প্রাণপ্রতিম প্রাণনাথের কষ্ট হইবে ভাবিয়া তাঁহার চক্ষে জলধারা নিক্ষেপ করিতেছেন না। কিন্তু

জয়েচ্ছু শ্যাম শ্রীমতীর চক্ষেই বার বার জলধারা নিক্ষেপ করিতেছেন। প্রেমবতী সখীগণ তাঁহার চক্ষে জল নিক্ষেপ করিতে শ্যামকে বার বার নিষেধ করিতেছেন। কিন্তু শ্যাম শুনিবার পাত্র নহেন। জল নিক্ষেপের পরিপাটীতে ঈশ্বরীকে পাগল করিয়া তুলিতেছেন—যদিও ঈশ্বরী এত গাম্ভীর্যবতী। স্বামিনীর অঙ্গ বিবশ হইয়া আসিতেছে! সহ্য করিতে না পারিয়া ঈশ্বরী যেই পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, অমনি উচ্চহাস্যের সহিত শ্যাম হাততালি দিয়া "হারিয়াছ, হারিয়াছ, আমায় পণ দাও, আমি বিজয়ী" বলিয়া শ্রীমতীর কণ্ঠ ধারণ করিয়াছেন। স্বামিনীর নয়নের ও বদনের কি শোভা! শোভাসিন্ধুতে কত শত ভাবতরঙ্গ! সখী-মঞ্জরীগণসহ শ্যামসুন্দরের নয়ন-শফরী সেই শোভাসিন্ধুতে সন্তরণ করিতেছে! পণ গ্রহণ করা হইয়াছে। ঈশ্বরী সখীসমাজে লজ্জা পাইয়া ডুব দিয়া স্বর্ণকমলবনে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। দেহমৃণালে মুখকমল স্বর্ণপদ্মিনীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে! সখীগণ বলিতেছেন—'শ্যাম! তুমি আমাদের সখীকে কি করিলে, শীঘ্র খুঁজিয়া আনিয়া দাও!' শ্যামসুন্দর কোথাও শ্রীমতীকে দেখিতে পান না। শেষে লক্ষ্য করিলেন, ঈশ্বরীর অলৌকিক মুখসৌরভে সমাকৃষ্ট হইয়া অন্য কমলবন ত্যাগ করিয়া উন্মত্ত ভৃঙ্গকুল স্বর্ণকমলবনে ছুটিতেছে। শ্যামনাগর সেই লক্ষ্যে স্বামিনীকে সেইখানে গিয়া ধরিয়া ফেলিলেন। সখীগণও সেইখানে উপস্থিত।

অনন্তর মধুসূদন সেই পদ্মগন্ধপূর্ণ সলিলে প্রেমরসমত্তা সখীগণসহ শ্রীরাধা-পদ্মিনীর বলপূর্বক মুখকমল-মধু পান করিতে লাগিলেন। কাহারো বা মণিময় আভরণ খুলিয়া লইতে লাগিলেন। কেহ 'আমার হার গেল' কেহ 'আমার পদক গেল' কেহ বা 'আমার কিঙ্কিণী কোথায় গেল' বলিয়া উচ্চরব করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কাহারো উত্তরীয় বসন, কাহারো বা কঞ্চুক হরণ করিয়া লইলে তাঁহারা অনির্বচনীয় মাধুরী ধারণ করিলেন!

এইরূপ বিহার-প্রমত্ত শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিবিধ শৃঙ্গার-রসময় জলবিহার দর্শনে 2 কিঙ্করীগণ সহ তুলসীমঞ্জরী আনন্দে আত্মহারা। জলবিহারান্তে সখীসহ নবীন-যুগল তীরে উঠিলে কিঙ্করীগণ উদ্বর্তন তৈলমর্দনাদি সেবা করিয়া পুনরায় স্নান করাইলেন এবং কুঞ্জমন্দিরে সকলের বিচিত্র বেশভূষা সম্পাদন করিলেন। স্ফূর্তিপ্রাপ্ত এই লীলার স্মৃতিতে শ্রীপাদ কুণ্ডাষ্টকের শেষে বলিলেন—

"পদ্মগন্ধে সুবাসিত রাধাকুণ্ড-জলে।
বিহরে প্রমত্ত হৈয়া দম্পতি-যুগলে ॥
প্রেমমত্তা সখীগণ যুগলের সঙ্গে।
সরোবরে করে কেলি নবরসরঙ্গে ॥
মনোজ্ঞ সে রাধাকুণ্ডে একান্ত প্রার্থনা।
আমার আশ্রয় হোন্ করি এ কামনা ॥" ৮ ॥

2 শ্রীশ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলি-স্তবের ১৫ সংখ্যক শ্লোকের আস্বাদনী দ্রষ্টব্য।

অবিকলমতি দেব্যাশ্চারু কুণ্ডাষ্টকং যঃ
পরিপঠতি তদীয়োল্লাসি-দাস্যাপিতাত্মা।
অচিরমিহ শরীরে দর্শয়ত্যেব তস্মৈ
মধুরিপুরতিমোদৈঃ শ্লিষ্যমাণাং প্রিয়াং তাম্ ॥ ৯ ॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। পরমোল্লাসময় শ্রীরাধাদাস্যে অর্পিতাত্মা যে ব্যক্তি ধীরচিত্তে মনোহর এই শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক পাঠ করিবেন—তাঁহাকে অচিরাৎ এই সাধকদেহেই মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণ পরমামোদে স্বীয় অঙ্গে আলিঙ্গিতা শ্রীরাধারাণীকে দর্শন করাইবেন ॥ ৯ ॥

টীকা। স্তোত্রপঠন-ফলমাহ—অবিকলেতি। যো জনস্তদীয়োল্লাসি-দাস্যাপিতা আত্মা সন্ দেব্যাঃ শ্রীরাধিকায়াঃ কুণ্ডাষ্টকম্ অবিকলমতি অব্যাকুল-বুদ্ধিঃ যথাস্যাত্তথা পরিপঠতি তস্মৈ মধুরিপুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তাং প্রিয়াং শ্রীরাধিকাম্ অচিরম্ ইহ শরীরে সাধক-শরীরে দর্শয়তি, প্রিয়াং কিম্ভূতাম্ অতিমোদৈঃ কর্তৃভিঃ শ্লিষ্যমাণাং পরমহর্ষযুতামিত্যর্থঃ। তদীয়েতি তস্য রাধাকুণ্ডস্য প্রহ্ব্যাঃ শ্রীরাধিকায়াঃ উল্লাসি অবিরত প্রকাশি যদ্দাস্যং তত্রাপিত আত্মা মনো যেন সঃ ॥ ৯ ॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক-বিবৃতিঃ ॥ ৭ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ দাসগোস্বামিচরণ এই শ্লোকে শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকের ফলশ্রুতি উল্লেখ করিতেছেন। যিনি সাক্ষাৎ মাদনাখ্য মহাভাববতী কৃষ্ণপ্রিয়াশিরোমণি শ্রীরাধারাণীর মতই শ্রীকৃষ্ণের সর্বাধিক প্রিয়, যাঁহাতে একবার মাত্র স্নান করিলেই শ্রীকৃষ্ণ স্নানকারীকে শ্রীরাধার ন্যায় প্রেমদান করিয়া থাকেন, যাঁহার দর্শন, স্পর্শনাদি সেবার ফলে যে কোন ব্যক্তি শ্রীরাধাদাস্যময় সর্বোৎকৃষ্ট প্রেমলাভে ধন্য হন, সেই শ্রীকুণ্ডের মহিমা-সমন্বিত এই শ্রীকুণ্ডাষ্টক-পাঠে যে কোন অসাধারণ বা অনির্বচনীয় ফল-লাভই হইবে—ইহাতে সন্দেহের অবসর কোথায় ?

শ্রীপাদ বলিতেছেন—'পরমোল্লাসময় শ্রীরাধাদাস্যে অর্পিতাত্মা যে ব্যক্তি **অবিকলমতি** হইয়া বা ধীরচিত্তে মনোহর এই শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক পাঠ করিবেন' এই বাক্যে পাঠকের তথাকথিত বা শ্লোকোক্ত ফললাভের নিমিত্ত যোগ্যতার কথা বলা হইয়াছে। 'অবিকলমতি' বা ধীরচিত্ত বলিতে এই অষ্টকে শ্রীকুণ্ডের যে মহিমার কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে কোনরূপ সন্দিগ্ধচিত্ত না হইয়া। সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে অটুট বিশ্বাসের নামই 'শ্রদ্ধা'। শ্রদ্ধাই ভক্তি-সাধনার বা ভজনের অধিকার আনয়ন করে। সাধু-শাস্ত্রে সন্দিগ্ধচিত্ত বা সন্দেহাকুল ব্যক্তি ভক্তিসাধনার কোন ফলই অনুভব করিতে পারেন না। এইজন্য সাধুগুরু-শাস্ত্রবাক্যে অটুট বিশ্বাস রাখিয়াই ভজন করার বা শ্রবণ-কীর্তনাদি করার নিমিত্ত সাধু-শাস্ত্রের উপদেশ।

অথবা 'অবিচলমতি' অর্থে 'নিশ্চয়াত্মিকা-বুদ্ধি'ও বলা যাইতে পারে। যেমন শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ ভক্তের নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধির লক্ষণে উল্লেখ করিয়াছেন—"মম গুরূপদিষ্টং ভগবৎ-কীর্ত্তন-স্মরণ-চরণ-পরিচরণাদিকমেতদেব মম সাধনমেতদেব মম সাধ্যমেতদেব মম জীবাতুঃ সাধন-সাধ্য-দশয়োস্তত্তুম-শক্যমেতদেব মে কাম্যমেতদেব মে কার্য্যমেতদন্যং ন মে কার্য্যং নাপ্যভিলষণীয়ং স্বপ্নেঽপীত্যত্র সুখমস্তু দুঃখংবাস্তু, সংসার নশ্যতু বা ন নস্যতু তত্র মম ক্বাপি ন ক্ষতিরিত্যেবং নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধিঃ।

অর্থাৎ "আমার শ্রীগুরূপদিষ্ট ভগবৎ শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পরিচর্যাদিই আমার একমাত্র সাধন, ইহাই আমার সাধ্য, ইহাই আমার জীবাতু। কি সাধন, কি সাধ্যদশায় আমি এগুলি ত্যাগ করিতে সর্বথা অসমর্থ। ইহাই আমার কাম্য, ইঁহাই আমার কার্য, ইহা ব্যতীত আমি স্বপ্নেও অন্য কিছু কামনা করি না। ইহাতে আমার সুখ হউক, দুঃখ হউক, সংসার নাশ হউক না হউক, তাহাতে আমার কিছুই ক্ষতি নাই ; এই প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিকেই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বলা হইয়া থাকে।" সেই প্রকার পরমোল্লাসময় বা ভক্তিরাজ্যে সর্বাধিক আস্বাদনময় রাধাদাস্যে অর্পিতাত্মা ব্যক্তির অবিকলমতি বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি—"রাধাদাস্যই আমার সাধ্য, ইহাই আমার সাধনা, ইহাই আমার জীবাতু, রাধাদাস্য ত্যাগ করিতে আমি সর্বথা অসমর্থ, ইহাতে আমার সুখ হউক. দুঃখ হউক, যে কোন যোনীতে জন্মগ্রহণ করি না কেন, কর্ম-ফলে স্বর্গ-নরকাদি যেখানেই যাই না কেন, রাধাদাস্যের সাধনা অর্থাৎ তদুচিত শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পরিচর্যাদিই আমার একমাত্র কাম্য ও কার্য হউক।' এইরূপ রাধানিষ্ঠায় অবিকলমতি ব্যক্তি যদি ইহা পাঠ করেন, এই সাধকদেহেই তাঁহাকে অচিরায় শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অঙ্গে আলিঙ্গিতা শ্রীরাধারাণীকে দর্শন করান। গৌড়ীয়বৈষ্ণবের ইহাই চরমা সিদ্ধি। যেহেতু তাঁহাদের একমাত্র কামনা—"বল্লবীভুজলতাবদ্ধে ব্রহ্মণি মনো মে রমতে।"

"রাধাপদে করি যিহোঁ আত্মসমর্পণ।
রাধাপদ-দাসী নাম করেছে ধারণ॥
শ্রীরাধার মনোহর এই কুণ্ডাষ্টক।
নিত্য পাঠ করে যিহোঁ লোটায়ে মস্তক॥
কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর প্রতি হন সুপ্রসন্ন।
যুগলদর্শন-ভাগ্য হয় উপসন্ন॥
রাধালিঙ্গিত কৃষ্ণে সাধক-শরীরে।
শ্রীকুণ্ড দেখায়ে দেন রাধাকুণ্ড-তীরে॥
কুণ্ডতটে বাস করি রঘুনাথদাস।
ভজনসম্পুট খুলি করিলা প্রকাশ॥" ৯॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকের স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্ত॥ ৭॥

[৮]

অথ শ্রীশ্রীব্রজবিলাস-স্তবঃ

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণপাদাম্বুজেভ্যো নমঃ

প্রতিষ্ঠা-রজ্জুভির্বর্দ্ধং কামাদ্যৈর্বর্ত্মপাতিভিঃ।
ছিত্বা তাঃ সংহরন্তস্তান্নঘারেঃ পান্তু মাং ভটাঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ। কামাদি পথদস্যু (বাটপাড়) গণ প্রতিষ্ঠারূপ রজ্জুর দ্বারা আমায় বন্ধন করিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপ বীরগণ সে রজ্জু ছিন্ন করত তাহাদের সংহার করিয়া আমায় রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

টীকা। অথ সপরিকরং শ্রীকৃষ্ণং স্তৌতি—প্রতিষ্ঠামিত্যাদি ষড়ধিকশতেন পদ্যেন। তত্র প্রথমতঃ সাধারণ কৃষ্ণপরিকরান্ স্তৌতি—প্রতিষ্ঠেতি। অঘারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ভটাস্তৎ স্বামিকবীরা মাং পান্তু রক্ষন্ত্বিত্যন্বয়ঃ। মাং কিম্ভূতং কামাদ্যৈঃ কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যৈঃ কর্তৃভিঃ প্রতিষ্ঠা-রজ্জুভির্দামভিঃ কৃত্বা বদ্ধম্। কামাদ্যৈঃ কিম্ভূতৈঃ বর্ত্মপাতিভিঃ পথি নিগূঢ়ং স্থিত্বা ধনাদিলোভেন প্রাণি-ঘাতকৈঃ। কিং কৃত্বা পান্তু তাঃ প্রতিষ্ঠা-রজ্জুশ্ছিত্বা ছিন্নাঃ কৃত্বা তান্ কামাদীন্ সংহরন্তঃ সংহারান্ কুর্ব্বন্তঃ। ভটো বীরবিশেষে চেত্যাদি মেদিনী। অন্যেঽপি বীরা মারণার্থং বর্ত্মপাতিভিঃ পথিকগলে দত্তা রজ্জুশ্ছিত্বা তান্ মারয়ন্তঃ পথিকং রক্ষন্তীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামিচরণ এই ব্রজবিলাসস্তবে শ্রীব্রজ-ধামের এবং সপরিকর শ্রীশ্রীরাধামাধবের যথামতি মহিমা বা গুণকীর্তন পুরঃসর তাঁহাদের স্তব করিতেছেন। শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্ত ব্রজলীলারসে সতত নিমগ্ন। প্রেমের ধাম এই **ব্রজ**। ব্রজবাসি-গণের প্রেমসিন্ধুতে সন্তরণ করিয়া স্বয়ং ভগবানই আত্মহারা হইয়া কোন দিন পার পান নাই। সেই ব্রজরসের চরমে যে ব্রজললনাগণের প্রেমরসনির্য্যাস, শ্রীপাদ রঘুনাথ সেই মহাভাবসিন্ধুতে 'ঘূর্ণন সদা দিব্যতি' অর্থাৎ বিঘূর্ণিত হইয়া বিরাজ করেন। তাঁহারই দিব্য-হৃদয়-কমল-কোষ হইতে ক্ষরিত মকরন্দরস এই **ব্রজবিলাসস্তব**। ইহা সুরসিক রাগমার্গীয় সাধকভক্তগণের যৎকিঞ্চিৎ ধ্যেয় ও অনুভবগম্য হইলেও মাদৃশ সাধনভজনহীন বাসনাবদ্ধ ক্ষুদ্রব্যক্তির দ্বারা ব্যাখ্যাত হইলে ইহার গাম্ভীর্য যে তরলিত হইবে, ইহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই। এইজন্য শ্রীপাদ স্বীয় অসীম করুণাগুণে মাদৃশ জীবের অপরাধ মার্জনা করুন এবং আত্মশোধনের নিমিত্ত এই মহাদুঃসাহসিককার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি জানিয়া স্বীয় পাদপদ্মপরাগদ্বারা জন্মে জন্মে অভিষিক্ত করুন—তদীয় পদারবিন্দ-সান্নিধ্যে, এ দীনের ইহাই প্রার্থনা।

এই ব্রজবিলাসস্তবের প্রারম্ভে শ্রীপাদ তাঁহার সাহজিক প্রেমসিন্ধু হইতে জাত দৈন্য ও আর্তিভরে দুইটি শ্লোকে শ্রীগোবিন্দচরণে স্বীয় অযোগ্যতা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার ও তদীয় ভক্তের কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন। পরম প্রেমের পরিপাক-দশাতেই প্রেমিকের চিত্তে এতাদৃশ দৈন্য বা আর্তির উদ্ভব হইয়া থাকে। শ্রীমৎ সনাতনগোস্বামিপাদ প্রেম ও দৈন্যের কার্য-কারণতা বর্ণনা করিয়াছেন—

"পরিপাকেণ দৈন্যস্য প্রেমাজস্রং বিতন্যতে।
পরস্পরং তয়োরিত্থং কার্য্যকারণতেক্ষ্যতে ॥" (বৃঃ ভাঃ-২।৫।২২৫)

"দৈন্যের পরিপাক অবস্থাতে প্রেম অজস্র বিস্তারিত হইয়া থাকে। সেই জন্য দৈন্য ও প্রেমে কার্য-কারণতা-সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়।" এই শ্লোকের ব্যাখ্যা-ভূমিকায় শ্রীল গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"নন্বেবং প্রেমনিষ্ঠায়াঃ ফলং দৈন্যমিতি পর্যবস্যতি, তচ্চাযুক্তং সর্ব্বত্র প্রেম্ণ এব ফলত্বেন প্রতিপাদনাৎ। সত্যং, তত্তু প্রেম্ণো নাতীব ভিন্নং, কিন্তু আন্তরলক্ষণরূপমুখ্যতরমঙ্গমেবেত্যাহ—পরীতি।" অর্থাৎ পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে, "দৈন্যন্তু পরমং প্রেম্ণঃ পরিপাকেণ জন্যতে" 'প্রেমের পরিপাকদশায় দৈন্যের উদ্ভব হইয়া থাকে', ইহাতে মনে হইতে পারে, তাহা হইলে প্রেমনিষ্ঠার ফল দৈন্যই পর্যবসিত হয়, কিন্তু এটি অযুক্ত বা সমীচীন নহে ; কারণ সর্বত্র প্রেমকেই ভক্তিসাধনার চরমফলরূপে নির্ণয় করা হইয়াছে ? তদুত্তরে বলিলেন, সত্যই, কিন্তু দৈন্য প্রেম হইতে অতীব ভিন্নবস্তু নয়, কিন্তু উহা প্রেমের আন্তরলক্ষণরূপ মুখ্যতর অঙ্গ বিশেষ। তাহাই 'পরিপাকেণ' এই শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।

যাহা হউক পরম দৈন্যভরে শ্রীপাদ রঘুনাথ নিজেকে অনর্থ-সঙ্কুল সাধারণ সাধক-জ্ঞানে বলিতেছেন—"প্রতিষ্ঠা-রজ্জুভির্বদ্ধং কামাদ্যৈর্বর্ত্মপাতিভিঃ" অর্থাৎ 'কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য—এই ষড়্‌রিপুরূপ পথদস্যু বা বাটপাড়গণ প্রতিষ্ঠারূপ রজ্জুর দ্বারা আমায় বন্ধন করিয়াছে।' ইতিপূর্বে মনঃশিক্ষা-স্তবের ৫ম শ্লোকেও কামাদি ষড়্‌রিপুকে শ্রীপাদ বাটপাড়ের সঙ্গে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। পথদস্যু বাটপাড়গণ পথচারীর যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া যেমন তাহাকে নিঃস্ব করিয়া দেয়, তদ্রূপ কাম, ক্রোধাদি রিপুগণ সাধকের ভজন-সম্পদ্ লুণ্ঠন করিয়া তাহাদের নিঃস্ব বা সর্বহারা করিয়া ফেলে।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন—'সকল ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব বিষয়ে রাগদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী, তুমি রাগদ্বেষের বশীভূত হইও না। উহারা জীবের পরম শত্রু।' তাহাতে অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—

"অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥" (গীতা-৩।৩৬)

"হে কৃষ্ণ! লোকে কাহার দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন বলপূর্বক নিয়োজিত হইয়াই পাপাচরণ করে ? অর্থাৎ ইচ্ছা না থাকিলেও বা বিধিনিষেধাত্মক শাস্ত্রজ্ঞান সত্ত্বেও কেহ যেন বলপূর্বক ইন্দ্রিয়ের বশীভূত করিয়া পাপাচরণ করায়, কাহার প্রেরণায় এইরূপ হয় ?" শ্রীভগবান্ বলিলেন—

"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥" (গীতা-৩।৩৭)

"হে অর্জুন! রজোগুণ হইতে সমুদ্ভুত দুষ্পূরণীয়, অত্যুগ্র এই কাম, এই ক্রোধই সাধকের মহাশত্রু বলিয়া জানিবে।" **কাম** অর্থে কামনা বা বিষয়-বাসনা। এই কাম বা কামনা প্রতিহত হইলেই **ক্রোধে** পরিণত হয়, সুতরাং কাম ও ক্রোধ একই, তাই উভয়ের নামোল্লেখ করিয়া একবচন প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই কামনা বা বিষয়-বাসনাই আবার বিষয়-সংস্পর্শে লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যের আকারে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ এই কামনা মিষ্টরসাদি ও ধনাদির প্রতি অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হইলে তাহাকে **লোভ** বলা হয়। এই বাসনাই যখন অনিত্য বস্তুতে বুদ্ধিকে আসক্ত করিয়া আত্মজ্ঞান, ভগবৎজ্ঞানাদিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তখন তাহার নাম **মোহ**। এই কামনা হইতে উদ্ভূত অজ্ঞানতা যখন 'আমি ধনী' 'আমি জ্ঞানী' এই প্রকার অহমিকার আকার ধারণ করে, তখন উহাকে **মদ** বলা হয়। এই অহমিকা যখন অপরের ধন, জন, বিদ্যাদির উৎকর্ষ দর্শনে চিত্তে ক্ষোভ বা জ্বালার সৃষ্টি করে, তখন তাহার নাম **মাৎসর্য** বা পরশ্রীকাতরতা। অতএব কাম বা কামনাই সকল অনর্থের মূল, উহাই মানবের একমাত্র শত্রু। এই ষড়্রিপুরূপ বাটপাড়ের মূল অধ্যক্ষ **কাম** বা **কামনা**।

ভজনরাজ্যে যে সমস্ত সাধক ভগবদ্ভজনের অন্তরায়-জ্ঞানে বিষয়াদির সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাও যে সর্বথা এই কামাদি বাটপাড়ের কবল হইতে সকলেই অব্যাহতি পাইয়াছেন, তাহা বলা যায় না। শ্রীপাদ রঘুনাথ নিত্যপরিকর হইয়াও জীবশিক্ষার্থে বলিলেন—'কামাদি বাটপাড়েরা **প্রতিষ্ঠা**রূপ রজ্জুদ্বারা আমার গলে বন্ধন করিয়াছে।' 'প্রতিষ্ঠা' অর্থে সম্মানলাভের বাসনা। 'আমি জ্ঞানী, গুণী, ভক্ত, বৈরাগী, ভজনানন্দী, প্রেমিক, সকলে আমার যশোগান করিবে, ভক্তসমাজে সম্মান প্রতিপত্তি লাভ করিয়া সকলের উপর আমি প্রভুত্ব করিব'—ইত্যাকার আকাঙ্ক্ষাময়ী মনোবৃত্তিই প্রতিষ্ঠার আশা। সর্বত্যাগীও এই প্রতিষ্ঠাশাকে সহজে ত্যাগ করিতে সক্ষম হন না। ইহা এমনি দুষ্টা ও দুর্বার যে কাম, ক্রোধাদির ন্যায় ধরা সহজে দেয় না, ভজনের ন্যায়ই সাধকের নিকট আত্মপরিচয় দিয়া তাঁহার সাধন-তরণীকে চোরাবালীর মত রসাতলে লইয়া যায়। (মনঃশিক্ষার ৭ম সংখ্যক শ্লোকে আমরা এ বিষয়ে যথামতি আলোচনা করিয়াছি।) নিষ্কপটভাবে ভগবদুন্মুখ সাধকের ভগবৎপ্রীতি-সাধনই একমাত্র লক্ষ্য। তাদৃশ ভক্ত দৈন্য, বিনয়াদি সদ্গুণ মণ্ডিত হইয়া কামাদি রিপুর অমোঘাস্ত্র এই প্রতিষ্ঠাশাকে দূরে পরিহার করেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন—

"না করিহ অসচ্চেষ্টা, লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাশা,
সদা চিন্ত গোবিন্দচরণ।

দগ্ধং বার্দ্ধকবন্যবহ্নিভিরলং দষ্টং দুরান্ধ্যাহিনা
বিদ্ধং মামতিপারবশ্য-বিশিখৈঃ ক্রোধাদি-সিংহৈর্বৃতম্।
স্বামিন্ প্রেমসুধাদ্রবং করুণয়া দ্রাক্ পায়য় শ্রীহরে
যেনৈতামর্ববধীর্য্য সন্ততমহং ধীরো ভবন্তং ভজে ॥ ২ ॥

অনুবাদ। হে হরে। আমি বার্ধক্যরূপ দাবানলে দগ্ধ হইতেছি, ভয়ানক অন্ধতারূপ সর্প আমায় দংশন করিতেছে, নিতান্ত পরাধীনতারূপ শাণিতশরে বিদ্ধ হইতেছি এবং ক্রোধাদিরূপ সিংহসমূহে

সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দসুখ পাবে,
প্রেমভক্তি পরমকারণ ॥" (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

সাধকের সর্বদা গোবিন্দচরণ-চিন্তায় এইসব বিপত্তি কাটিয়া যাইবে। এই গোবিন্দচরণ-চিন্তারও অমোঘ উপায় গোবিন্দভক্তের সঙ্গ ও কৃপালাভ। তাই শ্রীপাদ বলিয়াছেন—"ছিত্বা তাঃ সংহরন্তস্তানঘারেঃ পান্ত মাং ভটাঃ" অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপ বীরগণ প্রতিষ্ঠারজ্জু ছিন্ন করিয়া কামাদি বাটপাড়কে সংহার করত আমায় রক্ষা করুন।' কৃষ্ণভক্তের সঙ্গে সাধকের চিত্তে তাঁহাদের অন্তর্নিহিত দৈন্য, বিনয়াদি গুণের সংক্রমণ হইয়া থাকে। তাঁহাদের করুণায় প্রতিষ্ঠাশা দূরে পলায়ন করে। তাঁহাদের শ্রীমুখে শ্রীহরিকথা-শ্রবণে কামাদি রিপু বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া সাধক-চিত্তে ভজনানুরাগ সঞ্জাত হইয়া থাকে।

"আপনি পালাবে সব, শুনিয়া গোবিন্দরব,
সিংহরবে যেন করিগণ।
সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে,
যার হয় একান্ত ভজন ॥" (ঐ)

তাই শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বয়ং আচরণদ্বারা অনর্থ সঙ্কুলচিত্ত সাধকগণকে শ্রীকৃষ্ণভক্তের নিকট প্রার্থনা শিক্ষা দিতেছেন—

"কামাদি পথদস্যুগণ, করে তারা বিচরণ,
এ সংসারে নিগূঢ় ভাবেতে।
প্রতিষ্ঠা রজ্জুর দ্বারা, ছয়জনে মিলি তারা,
বাঁধিয়াছে আমার গলেতে ॥
কৃষ্ণভক্ত বীরগণ, দন্তে তৃণ নিবেদন,
ছিন্ন করি তাদের বন্ধন।
ছয় রিপু বধ করি, রক্ষা কর কেশে ধরি,
'কৃষ্ণ' বলি করিয়া গর্জ্জন ॥" ১ ॥

আবৃত হইয়াছি। হে স্বামিন্! তুমি করুণা করিয়া শীঘ্র তোমার প্রেমসুধারস আমায় পান করাও, যাহাতে ঐসব উপদ্রবকে উপেক্ষা করিয়া ধীরচিত্তে নিয়ত তোমার ভজন করিতে পারি ॥ ২ ॥

টীকা। স্বস্যাতিবৃদ্ধত্বে ক্ষিপ্রং দেহপাত-ভয়াত্তদ্ভজনকালবিলম্বাসহমানঃ শীঘ্রং তস্মিন্ প্রেমাণং প্রার্থয়তে দগ্ধমিতি। হে হরে ক্লেশহরণ শ্রীকৃষ্ণ হে স্বামিন্ প্রভো করুণয়া প্রেমসুধাদ্রবং প্রেমা এব সুধাদ্রবঃ সুধারসস্তং দ্রাক্ ঝটিতি মাং পায়য় পানপ্রযুক্তিবিষয়ং কুরু। মাং কন্তুতং বার্দ্ধকবন্যবহ্নি-ভির্বৃদ্ধত্বরূপ দাবাগ্নিভির্দগ্ধম্ উত্তপ্তম্ এবং দুরান্ধ্যাহিনা অতিশয়ান্ধত্বরূপ-সর্পেণ অলমতিশয়ং দষ্টং দংশনবিষয়ীকৃতম্। পুনঃ কিন্তুতম্ অতিপারবশ্যবিশিখৈরতিশয়-পরাধীনতারূপ-কামবাণৈর্বিদ্ধং তাড়িতম্ এবং ক্রোধাদিরূপ-সিংহৈর্র্দিতম্। যেন প্রেমসুধাদ্রবেণ এতান্ দুরান্ধ্যাদীন্ অবধীর্য্য অবজ্ঞায় ধীরঃ সন্নহং সন্ততং সর্ব্বকালং ভবন্তং ত্বামহং ভজে সেবে। যথামৃতং পীত্বা আন্ধ্যাদিকং হিত্বা দেবপ্রকৃতিং ভজতে তথা প্রেমাবির্ভাবহৃদয়েন স্বস্য প্রাকৃতমান্ধ্যাদিকং হিত্বা প্রেমনেত্রাদিনা দর্শনাদি পরমানন্দং ভজামীতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। এই ব্রজবিলাসস্তব শ্রীপাদের বার্ধক্যের রচনা বলিয়াই এই শ্লোক-দৃষ্টে জানা যায়। যতই অপ্রকটকাল আসন্ন হইতেছিল, ততই শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহে, শ্রীরাধারাণীর অদর্শনে প্রাণে অসহনীয় দাবদাহ সঞ্জাত হইতেছিল। তদুপরি শ্রীরূপ-সনাতনের অদর্শনে নিরন্তর নয়ন-যুগল হইতে শ্রাবণের ধারার ন্যায় অশ্রুধারা নির্গত হইয়া দৃষ্টিশক্তি লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। বার্ধক্যের উদয়ে স্বাভাবিক পারবশ্যে এবং ক্রোধাদির উদ্রেকে ভজন-নৈরন্তর্যের বিঘ্ন ঘটায় তাঁহার পক্ষে প্রাণধারণ করাই যেন প্রকৃত বিড়ম্বনা হইয়াছিল। যদিও শ্রীপাদের চিদানন্দময় পার্ষদ-শরীরে সে সকলের কিছুই প্রভাব ছিল না, তবু দৈন্যভরে এই শ্লোকে নিজের শোচনীয় দশার কথা ব্যক্ত করিয়া সাধকগণকে শিক্ষা দিয়াছেন। কেননা ভক্তিরত্নাকরে বার্ধক্যদশাতেও শ্রীপাদের অলৌকিক ভজননিয়ম-পালনের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়—

"শ্রীদাস গোসাঞীর কথা কহনে না যায়। নিরন্তর দগ্ধ হিয়া বিরহ-ব্যথায় ॥
'কোথা শ্রীস্বরূপ-রূপ, সনাতন'—বলি। ভাসয়ে নেত্রের জলে বিলুঠয়ে ধূলি ॥
অতি ক্ষীণ শরীর দুর্ব্বল ক্ষণে ক্ষণে। করয়ে ভক্ষণ কিছু দুই চারি দিনে ॥
যদ্যপি শুষ্কদেহ বাতাসে হালয়। তথাপি নিৰ্ব্বন্ধ ক্রিয়া সব সমাধয় ॥
ভূমে পড়ি' প্রণমি' উঠিতে নাহি পারে। ইথে যে নিষেধে কিছু না কহয়ে তারে ॥
অনুকূল হৈলে প্রশংসয়ে বার বার। দেখি' সাধনাগ্রহ দেবেও চমৎকার ॥
প্রভুদত্ত গোবর্ধনশিলা গুঞ্জাহারে। সেবে কি অদ্ভুত সুখে, আপনা পাসরে ॥

দিবানিশি না জানয়ে শ্রীনাম-গ্রহণে। নেত্রে নিদ্রা নাই অশ্রুধারা দু'নয়নে ॥
দাস গোস্বামীর চেষ্টা বুঝিতে কে পারে। সদা মগ্ন রাধাকৃষ্ণ-চৈতন্য-বিহারে ॥"

(ভঃ রঃ ৬ষ্ঠ তরঙ্গ)

অষ্টকাল ভজন করিয়াও ভজন-পিপাসার নিবৃত্তি নাই। এ যেন ঠিক সান্নিপাতিক রোগীর মত অবস্থা। অতৃপ্তিই ভক্তির স্বভাব। ভজনে তৃপ্তি আসিলেই ভজনের পরমায়ু হ্রাস হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ভজন-পিপাসাই ভজনরসাস্বাদনের পরিমাপক। যত পিপাসা ততই আস্বাদন, যত আস্বাদন ততই পিপাসা। উভয়েই উভয়ের বর্ধক ও পরিপোষক।

পূর্বশ্লোকে শ্রীপাদ কামাদি, রিপু এবং তাহাদের অমোঘাস্ত্র প্রতিষ্ঠার হাত হইতে রক্ষা পাইয়া শুদ্ধ ভজন-সৌভাগ্য লাভের নিমিত্ত বৈষ্ণবের কৃপা কামনা করিয়াছেন। আবার ভাবিতেছেন—'বৈষ্ণবের কৃপায় কামাদি রিপু ও প্রতিষ্ঠার কবল হইতে যদিও রক্ষা পাই, তবু আমার যে এই দেহই ভজনের প্রতিবন্ধক হইল। বার্ধক্যরূপ দাবানল যেন দেহকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে। এই দাবানলে জ্বলিয়া ক্রমশঃ ভজনশক্তি লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। শ্রীপাদ নিত্যপরিকর হইয়াও বিশ্বকে একটি সুন্দর শিক্ষা দিতেছেন। অনেকে যৌবনকালকে যথেচ্ছ বিষয়-ভোগে নিরত রাখিয়া বৃদ্ধাবস্থাকে ভজনের নিমিত্ত নিরূপিত করিয়া রাখেন। কিন্তু হায়! কৈশোর বা যৌবনের শক্তি বা উদ্দীপনাকে নশ্বর বিষয়ভোগে নিয়োজিত করিয়া অবিনশ্বর প্রেমসম্পদ্ লাভের নিমিত্ত বৃদ্ধাবস্থাকে বাছাই করিয়া রাখা বা শয়তানের (মায়ার) উচ্ছিষ্ট শ্রীভগবানকে প্রদান করার ইচ্ছা, বাতুলতা বা মূর্খতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? তাই শ্রীল প্রহ্লাদ মহাশয় তাঁহার সহাধ্যায়ী অসুরবালকগণের প্রতি বলিয়াছেন—

"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥
যথা হি পুরুষস্যেহ বিষ্ণোঃ পাদোপসর্পণম্।
যদেষ সর্ব্বভূতানাং প্রিয় আত্মেশ্বরঃ সুহৃৎ ॥
সুখমৈন্দ্রিয়কং দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাম্।
সর্ব্বত্র লভ্যতে দৈবাদ্‌যথা দুঃখমযত্নতঃ ॥
তৎপ্রয়াসো ন কর্ত্তব্যো যত আয়ুর্ব্যয়ঃ পরম্।
ন তথা বিন্দতে ক্ষেমং মুকুন্দচরণাম্বুজম্ ॥
ততো যতেত কুশলঃ ক্ষেমায় ভবমাশ্রিতঃ।
শরীরং পুরুষং যাবন্ন বিপদ্যেত পুষ্কলম্ ॥" (ভাঃ-৭।৬।১-৫)

'হে বয়স্যগণ! প্রাজ্ঞব্যক্তি বাল্যকালেই ভাগবতধর্মের আচরণ করিবেন। কেননা মনুষ্যজন্ম অতি দুর্লভ এবং পুরুষার্থপ্রদ হইলেও নশ্বর অর্থাৎ কখন বিনষ্ট হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। এই

সংসারে মানবগণের ভগবৎ-পাদপদ্মে শরণাগতিই পরম মঙ্গলপ্রদ, কারণ পরমেশ্বরই সকল প্রাণীর প্রিয় ও সুহৃদ্। হে দৈত্যগণ! ইন্দ্রিয়চর্যাজন্য যে সুখ, তাহা বিনা যত্নেই পূর্বাদৃষ্টবশে দুঃখের ন্যায় সর্বত্রই উপলব্ধ হয়, এমনকি পশুযোনীতেও তাহা উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব বিষয়-সেবন জনিত সুখের নিমিত্ত প্রয়াস স্বীকার করা উচিৎ নহে, তাহাতে কেবল আয়ুঃক্ষয়ই হইয়া থাকে। ভগবান্ মুকুন্দের চরণারবিন্দ-ভজন করিলে যে মঙ্গল লাভ হয়, তাহা বিষয়সেবায় কখনই হয় না। সুতরাং অনিত্য বিষয়সুখের জন্য প্রযত্ন না করিয়া বিবেকবান্ পুরুষ এই সংসারে যতক্ষণ পর্যন্ত রোগ-শোকাদি বা জরা-বার্ধক্যাদির দ্বারা অভিভূত হইয়া দেহটি অক্ষম বা বিনষ্ট না হয়, তাবৎকাল শ্রীগোবিন্দের চরণ-ভজনে পরম প্রযত্ন করিবেন।'

শ্রীপাদ রঘুনাথ জীবজগৎকে শিক্ষা দিতেছেন— 'ভজনের নিমিত্ত বার্ধক্যকে নির্ণয় করিয়া রাখিবেন না, বার্ধক্যে বহু বাধা।' নিজের দৃষ্টান্তে বাধাগুলি উল্লেখ করিতেছেন—"দষ্টং দুরান্ধ্যাহিনা" 'অন্ধতারূপ সর্গকর্তৃক আমি দষ্ট হইয়াছি। অন্ধতারূপ সর্পের দংশন-জনিত বিষের জ্বালায় দেহ-মন-প্রাণ জর্জ্জরিত। ভজনশক্তি খর্ব হইতে চলিয়াছে। এই দুঃখ রাখার স্থান নাই।' আবার "বিদ্ধ মামতি-পারবশ্য-বিশিখৈঃ" 'বৃদ্ধাবস্থায় দেহ, ইন্দ্রিয় অচল, সুতরাং দেহকার্য বা নিত্যক্রিয়াদি সম্পাদন-জন্য অন্যের সহায়তার বা অপেক্ষার প্রয়োজন। পরবশ দেহ। ইহা নিশিত শর দেহে বিদ্ধ হওয়ার মতই দুঃখপ্রদায়ী।' পরম বৈরাগী রঘুনাথ, বিপুল ঐশ্বর্য-সম্পদ্ ত্যাগ করিয়া নীলাচলে প্রভুর চরণে আসিয়া প্রথম যে দিন ভিক্ষাবৃত্তি আরম্ভ করিয়াছিলেন, সে দিন প্রভু অতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন—"ভাল কৈলা বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিলা॥ বৈরাগী করিব সদা নামসঙ্কীর্তন। মাগিয়া খাইয়া করে জীবন-রক্ষণ॥ বৈরাগী হইয়া যেই করে পরাপেক্ষা। কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥" (চৈঃ চঃ) প্রভুর সেই শ্রীমুখবাণী এখনো শ্রীপাদের স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠে; কিন্তু নিরুপায় হইয়া বার্ধক্যে অপরের সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়। ইহা প্রভুর শ্রীমুখবাণীর বিপরীত বলিয়া নিশিত শরের ন্যায় দুঃখ প্রদান করে।

আবার "ক্রোধাদি-সিংহৈর্বৃতম্" 'ক্রোধাদি সিংহকর্তৃক আমি আক্রান্ত!' বার্ধক্যে স্বভাবতঃই ক্রোধের উন্মেষ হয়। ইহা প্রকৃতিজাত দেহেরই স্বাভাবিক ধর্ম। ইহা দুরন্ত সিংহের আক্রমণের ন্যায় প্রাণ-বিঘাতক। কোন অরণ্যচারী পথিকের চারিদিকে যদি দৈবাৎ দাবানল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তৎকালেই কালসর্প তাহাকে দংশন করে, ঠিক ঐ সময়ই কোন ব্যাধ তাহাকে নিশিত শরে বিদ্ধ করে, আবার সিংহ সকল তাহাকে আক্রমণ করে, যুগপৎ এতগুলি দুঃখ যদি সমকালে আসিয়া পড়ে, সেই পথচারীর যে কি দুর্দৈব উপস্থিত হয়, তাহা সে ভিন্ন কেহই বুঝিতে পারে না। শ্রীপাদ বলিতেছেন—'আমি তদনুরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছি।'

নিরন্তর ভজন করিয়াও শ্রীপাদের মনে হইতেছে এই বার্ধক্যে তাহার দেহই ভজনবিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইল। ভজন-সিন্ধুতে নিরন্তর সন্তরণ করিয়াও শ্রীপাদের কি বিপুল ভজন-লালসা! ভাবিতেছেন,

অমৃতপানের দ্বারা বার্ধক্যাদি দূর হয়, দেহে নবশক্তির উন্মেষ হয় ; অমৃতপান করিয়াই দেবতাগণ নির্জর। বার্ধক্যের অপগম হইলেই বার্ধক্যজনিত দশাগুলিরও অপগম হইবে, তিনি নিশ্চিন্তে ভজন-সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিবেন। তাই শ্রীগোবিন্দচরণে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন—"স্বামিন্! প্রেমসুধাদ্রবং করুণয়া দ্রাক্ পায়য় শ্রীহরে যেনৈতানবধীর্য্য সন্ততমহং ধীরো ভবন্তং ভজে" 'হে স্বামিন্! হে হরে! তুমি কৃপা করিয়া তোমার প্রেমসুধারস শীঘ্র আমায় পান করাও, যাহাতে ঐ সকল উপদ্রবকে উপেক্ষা করিয়া আমি নিয়ত তোমার চরণারবিন্দ ভজন করিতে পারি।' সম্বোধনগুলির তাৎপর্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ 'স্বামী', তিনি কৃপা করিয়া প্রেমদান না করিলে কেহ সাধনবলে প্রেম অর্জন করিতে সমর্থ হয় না। সাধন কেবল সাধক-চিত্তকে পরিমার্জিত করিয়া প্রেমলাভের যোগ্য করিয়া থাকে। সেই যোগ্য আধারে শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া প্রেমদান করিয়া থাকেন। আবার তিনি 'হরি' অর্থাৎ শরণাগত সাধকের সর্ব অমঙ্গল হরণ করেন এবং প্রেম দিয়া মনটিকেও হরণ করিয়া থাকেন। "হরি-শব্দের বহু অর্থ দুই মুখ্যতম। সর্ব্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন॥" (চৈঃ চঃ)

স্বর্গের অমৃতপানে দেবতাগণ অমর হইলেও ইহা কৃষ্ণভক্ত সাধকের অনর্থ-বিশেষ। **প্রেমামৃতেই** তাঁহাদের ভজন-বিগ্রহের পরিপুষ্টি সাধিত হয়। প্রেমরসের আস্বাদন দেহ-দৈহিকাদির স্মৃতি ভুলাইয়া ভজনবিগ্রহ পুষ্ট করত নিরন্তর ভজনের শক্তি বিস্তার করিয়া থাকে। সাধকের ভজনামৃতরসের আস্বাদন যদি অন্তরাত্মা লাভ করিতে পারে তাহা হইলে ভজনের নিখিল প্রতিকূলতা দূরীভূত হইয়া নিরন্তর ভজন-সামর্থ্য লাভ হইয়া থাকে, ইহাই এ প্রসঙ্গে সাধকগণের সার-শিক্ষা।

"বার্দ্ধক্যরূপ দাবানলে, দগ্ধ করে তিলে তিলে,
ক্ষণে ক্ষণে মন উচাটন।
অন্ধতারূপ কালসর্প, ভয়াবহ যার দর্প,
দংশনেতে হই অচেতন॥
পারবশ্যরূপ বাণে, হিয়ার মাঝারে হানে,
তাহে বিদ্ধ করিয়াছে মোরে।
ক্রোধরূপ সিংহ মোরে, ঘিরিয়াছে চারিধারে,
পলাইতে কেবা শক্তি ধরে ?
হে স্বামিন্ হে হরে, ষড়ৈশ্বর্য সদা যাঁরে,
দাসী হয়ে নিত্যসেবা করে।
প্রেমামৃত কর দান, প্রাণভরি করি পান,
সঞ্জীবিত করহ আমারে॥

যন্মাধুরী-দিব্য-সুধারসাব্ধেঃ
স্মৃতেঃ কণেনাপ্যতিলোলিতাত্মা।
পদ্যৈর্ব্রজস্থানখিলান্ ব্রজঞ্চ
নত্বা স্বনাথৌ বত তৌ দিদৃক্ষে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। যাঁহাদের মাধুর্যরূপ সুদিব্য সুধাসিন্ধুর একবিন্দুর স্মৃতিতে আমি সাতিশয় লুব্ধচিত্ত হইয়া পড়িয়াছি, সুতরাং তদীয় ব্রজধাম ও নিখিল ব্রজবাসিগণকে পদ্যের দ্বারা প্রণামপূর্বক আমার পরমাভীষ্ট শ্রীশ্রীরাধামাধবকে দর্শন করিতে অভিলাষ করিতেছি ॥ ৩ ॥

টীকা। স্তব্যবস্তূনি স্বয়মেব প্রকাশয়তি—যদিতি। যস্য মাধুর্য্যেব দিব্যসুধারসঃ পরমামৃত-দ্রবঃ স এবাব্ধিঃ সমুদ্রস্তস্য স্মৃতেঃ স্মরণস্য কণেন লবেনাপি লোলিতাত্মা চঞ্চলান্তঃকরণঃ সন্ পদ্যৈঃ শ্লোকৈঃ স্বনাথৌ রাধাকৃষ্ণৌ দিদৃক্ষে দ্রষ্টুমিচ্ছামি। অন্যৎ সুগমম্ ॥ ৩ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথের বার্ধক্যদশায় যে কিরূপ বিপুল অনুরাগময় ভজনলালসা সঞ্জাত হইয়াছিল, তাহা পূর্বশ্লোকের মর্ম হইতে কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করা যাইতে পারে। তাঁহার মধ্যে যেমন একাধারে অলৌকিক বৈরাগ্য, ভজন-নিয়মাবলির কাঠোরতা, তদ্রূপ প্রেমভক্তির মৃদুলতা যুগপৎ উদিত হইয়া নিত্যকাল রাগ-ভক্তগণের ধ্রুবতারার ন্যায় আদর্শ লক্ষ্যস্থান হইয়া রহিয়াছে! রাধা-কুণ্ডতটে প্রগাঢ় ভজনাবেশে শ্রীপাদ রোদন করিতেছেন। সাক্ষাৎ দর্শন ব্যতীত আর প্রাণধারণ করিতে পারিবেন না। মধ্যে মধ্যে স্ফুরণ জাগিয়া অলৌকিক রাধামাধব-মাধুরীর আস্বাদনে চিত্তে অপার্থিব আনন্দের সঞ্চার করিতেছে। ক্ষণকাল পরে স্ফূর্তির বিরামে আবার দ্বিগুণ হাহাকার!! অমানিশার নিশীথে মেঘাবৃত আকাশের ক্ষণিক বিদ্যুৎ-বিকাশ পথিকের নেত্রে যেমন দ্বিগুণ অন্ধকার বর্ধিত করে তদ্রূপ। একবার নয়নে ভগবৎ-মাধুরী আস্বাদনের পর তাঁহার অদর্শনে প্রেমিকের যে বিচিত্র ভাবদশার উদয় হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ তাঁহার মাধুর্যকাদম্বিনী গ্রন্থে (৮ম বৃষ্টিঃ) তাহা বর্ণনা করিয়াছেন—"………………হন্ত হন্ত কেন বা অনির্ব্বচনীয়ভাগ্যেন স্বয়ং হস্তপ্রাপ্তো নিধিরজনি, কেন বা মহাপরাধেন ততশ্চ্যুতমিতি, নিশ্চেতুং নিশ্চেতনোঽহং ন প্রভবামি তদ্বাধাবাধিতধীঃ, ক্ব যামি কিং বা করোমি কমুপায়মত্র কমুহ বা পৃচ্ছামি মহাশূন্যমিব নিরাত্মকমিব নিঃশরণমিব দাবপ্লুষ্টমিব মাং নিগিলদিব ত্রিভুবনমবলোকে।" 'হায়! হায়! কোন অনির্বচনীয় সৌভাগ্যের ফলে সেই নিধি আমার হস্তগত হইয়াছিল। আবার কোন্ মহাপরাধের ফলেই বা তাহা হস্তচ্যুত হইল? আমি অজ্ঞ, ইহার কারণ কিছুই নিশ্চয়

আনন্দ-হৃদয়ে আমি, রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি,
ভজি তোমা এইত বাসনা।
সদা কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে, ভাসি প্রেমামৃত নীরে,
এই ভিক্ষা, করহ করুণা ॥" ২ ॥

করিতে পারিতেছি না। আমি মহামূর্খের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছি। কোথায় যাই? কি করি? কাহাকেই বা ইহার উপায় জিজ্ঞাসা করি? মহাশূন্যের ন্যায়, আত্মীয়হীনের ন্যায়, নিরাশ্রয়ের ন্যায়, দাবানল-দগ্ধের ন্যায়, আমাকে যেন ত্রিভুবন গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে।' সাধনসিদ্ধ প্রেমিকেরই যদি অনুভূত ভগবৎ-মাধুরী আস্বাদনের অভাবে এইরূপ অবস্থা হয়, তাহা হইলে নিত্যসিদ্ধ পরিকর শ্রীপাদের বিরহাবস্থার যে কত প্রাবল্য, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। স্ফূর্তির বিরামে তীব্র অভাববোধ এবং স্ফুরণেও সাক্ষাৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত নিবিড় লালসা। এইরূপ অবস্থাতেই শ্রীপাদ সাক্ষাৎপ্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ এই ব্রজবিলাসস্তবে শ্রীধাম ও পার্ষদগণসহ অভীষ্ট শ্রীরাধামাধবের স্তুতি করিয়াছেন।

এই শ্লোকে বলিতেছেন—"যন্মাধুরী-দিব্য-সুধারসাব্ধেঃ, স্মৃতেঃ কণেনাপ্যতিলোলিতাত্মা" 'যে শ্রীরাধামাধবের মাধুর্যরূপ সুদিব্য-সুধাসিন্ধুর একবিন্দুর স্মৃতিতে আমি সাতিশয় লুব্ধচিত্ত হইয়া পড়িয়াছি।' রাধামাধবমাধুরী সুদিব্য-সুধারসের কল্লোলিতসিন্ধু। স্ফুরণাদিতে সেই সুধাসিন্ধুর একবিন্দুর আস্বাদনেই শ্রীপাদ বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া বৈকুণ্ঠ-গোলোক পর্যন্ত, স্থাবর-জঙ্গম হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষ্মী-নারায়ণ এমনকি স্বয়ং গোলোকপতি নিজেকে পর্যন্ত স্বীয় অদ্ভুত মাধুর্যশক্তিদ্বারা আকর্ষণ করিয়া থাকেন বলিয়াই তাঁহার নাম 'কৃষ্ণ'।

"বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন-মদন।
কামগায়ত্রী-কামবীজে যাঁর উপাসন॥
পুরুষ-যোষিৎ কিবা স্থাবর-জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥
শৃঙ্গার-রসরাজময় মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্মপর্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর॥" (চৈঃ চঃ-মধ্য ৮ম পরিঃ)

সেই সর্বচিত্তাকর্ষক সান্দ্রীভূত শ্যামশোভায় শোভমান প্রতিক্ষণ নবনবায়মান কান্তিকন্দলদ্বারা সুকোমল শ্যামসুন্দরের মাধুরীসিন্ধুর সহিত "প্রেমের স্বরূপদেহ প্রেমবিভাবিত। কৃষ্ণের প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত॥" সেই মহাভাবময়ী নব-গোরোচনাগোরী-কাঞ্চন-প্রতিমা কৃষ্ণ-প্রিয়াবলী-মুখ্যা শ্রীমতী বার্ষভানবীর অতুলনীয় মাধুর্যসিন্ধুর মিলনে যে কলকল্লোল, তাহার প্রভাব যে কত অপরিসীম, তাহা কে বলিবে! যাহার একবিন্দুর স্মৃতিতেই শ্রীপাদ সাতিশয় প্রলুব্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীমৎ জীবগোস্বামি-পাদ স্বপ্রকাশ সেই রাধামাধব-মাধুরীর কিঞ্চিৎ ধারণা দিয়াছেন—

"গৌরশ্যামরুচোজ্জ্বলাভিরমলৈরক্ষোবিলাসোৎসবৈ-
র্নৃত্যন্তীভিরশেষমাদনকলাবৈদগ্ধ্যদিগ্ধাত্মভিঃ।
অন্যোন্যপ্রিয়তাসুধাপরিমলস্তোমোন্মদাভিঃ সদা
রাধামাধবমাধুরীভিরভিতশ্চিত্তং মমাক্রম্যতাম্॥" (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ-৫৮১)

অর্থাৎ 'গৌর-শ্যাম-দীপ্তিদ্বারা উজ্জ্বল, নয়ন-যুগলের অমল উৎসব-বিলাসে নৃত্যশীল, অশেষ মাদনকলা-বিদগ্ধতাদ্বারা লিপ্তস্বরূপ এবং পরস্পরের প্রিয়তা-সুধা-পরিমলদ্বারা পরমামোদিত— শ্রীশ্রীরাধামাধবের মাধুরীসমূহদ্বারা আমার চিত্ত সর্বতোভাবে আক্রান্ত হউক।'

তাৎপর্য এই যে, শ্রীশ্রীরাধামাধবের সম্মিলিত স্বপ্রকাশ অনির্বচনীয় রূপ এমনভাবে চিত্তে উদিত হউক, যেন তাহাতে অন্য স্ফূর্তির লেশও না থাকে এবং সে মাধুরী চিত্তকে কিছুতেই না ছাড়ে— শ্রীপাদের ইহাই কামনা। সেই মাধুরীর বর্ণনা করিতেছেন, তাহা গৌর এবং শ্যাম-কান্তিতে উজ্জ্বল, অর্থাৎ শ্যামের ইন্দ্রনীলমণিবর্ণ ও শ্রীরাধার কাঞ্চনমণিবর্ণের ছটায় যেন দিগন্ত উজলিত হইয়া আছে। প্রিয়সঙ্গ-হেতু শ্রীরাধার দক্ষিণ নয়ন এবং শ্রীকৃষ্ণের বাম নয়নের বিচিত্রভঙ্গীতে উল্লসিত হইয়া উভয়ের অনির্বচনীয় মাধুরী যেন নৃত্য করিতেছে! বৃষভানু-নন্দিনীর মাদনাখ্য-মহাভাবের অশেষ বিলাসনৈপুণ্যে উভয়ের অপরূপ তনু যেন পরিবৃত রহিয়াছে! অর্থাৎ রতি হইতে মহাভাব পর্যন্ত নিখিলভাবোদ্রেক-হেতু যে মাদনভাব হইতে অনন্তলীলা অভিব্যক্ত হয়, সেই মাদনের কলা অর্থাৎ মাদনের অনুভাব চুম্বনালিঙ্গনাদি অনন্ত অদ্ভুত লীলাদ্বারা তনুযুগল অশেষ মাধুরীমণ্ডিত !! আবার যে মাধুরী পরস্পরের প্রিয়তারূপ লেপনজন্য জনমনোহর গন্ধসমূহ তদ্দ্বারা আমোদিত। অর্থাৎ বিলাসী নায়ক-নায়িকা অঙ্গে যে কুঙ্কুমাদি লেপন করেন, তাহা তাঁহাদের অঙ্গকে সুরভিত করিয়া যেন পার্শ্ববর্তি সখীগণকেও আমোদিত করে, তদ্রূপ শ্রীরাধামাধবের পারস্পরিক প্রিয়তা-পরিমলে তাঁহাদের সুরভিত করিয়া সখীবৃন্দকেও পরমামোদিত করিয়া রাখিয়াছে! শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ বলিলেন— 'সেই মাধুরীদ্বারা আমার চিত্ত সর্বতোভাবে আক্রান্ত হউক।'

সেই নিরতিশয় প্রভাবশালী শ্রীরাধামাধব-মাধুরী-সিন্ধুর একবিন্দুর স্মৃতিতে শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্ত-মন সাতিশয় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে! বিপুল লোভের উদ্রেকে তিনি অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। সাক্ষাৎ সেই মাধুরীর আস্বাদন ব্যতিরেকে আর প্রাণধারণ করিতে পারিবেন না। "জল বিনা যেন মীন, দুঃখ পায় আয়ুঃহীন" সেইরূপ অবস্থা। দর্শন ব্যতীত আর সময় কাটে না। তাই নিরুপায় হইয়া স্বনাথ শ্রীশ্রীরাধামাধবের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তাঁহাদের দর্শনের অব্যভিচারী বা অমোঘ উপায় অখিল ব্রজধাম এবং ব্রজবাসিগণকে পদ্যের দ্বারা বা শ্লোকাবলীর দ্বারা প্রনামপূর্বক স্তুতি করিতেছেন। "পদ্যৈর্ব্রজস্থানখিলান্ ব্রজঞ্চ, নত্বা স্বনাথৌ বত তৌ দিদৃক্ষে" তাই এই স্তবের নাম **ব্রজবিলাসস্তব**। ব্রজধাম এবং ব্রজবাসিপার্ষদগণের কৃপা হইলে স্বীয় অভীষ্ট শ্রীশ্রীরাধামাধবের সাক্ষাৎ দর্শনলাভ অনায়াসেই সুসিদ্ধ হইবে, শ্রীপাদের ইহাই অটুট বিশ্বাস।

"যাঁদের মাধুরী-সিন্ধু, স্মরি তার একবিন্দু,
অতি লুব্ধ হইয়াছি আমি।

প্রাদুর্ভাব-সুধাদ্রবেণ নিতরামঙ্গিত্বমাপ্তা যয়ো-
র্গোষ্ঠেঽভীক্ষ্ণমনঙ্গ এষ পরিতঃ ক্রীড়াবিনোদং রসৈঃ।
প্রীত্যোল্লাসয়তীহ মুগ্ধমিথুনশ্রেণীবতংসাবিমৌ
গান্ধর্ব্বা-গিরিধারিণৌ বত কদা দ্রক্ষ্যামি রাগেণ তৌ ? ৪ ॥

অনুবাদ। যাঁহাদের আবির্ভাবরূপ সুধারসের তরঙ্গে সিঞ্চিত হইয়া অনঙ্গ অঙ্গলাভ করত প্রীতিপূর্বক শৃঙ্গারাদিরসদ্বারা নিরন্তর যাঁহাদের লীলাবিনোদ পরিবর্ধন করিতেছেন, যাঁহারা নিখিল মুগ্ধ-মিথুন-শ্রেণীর শিরোভূষণ—সেই শ্রীশ্রীরাধামাধবকে কবে অনুরাগ-নয়নে দর্শন করিব ? ৪ ॥

টীকা। কামক্রীড়ারত রাধাকৃষ্ণদর্শনমাশাস্তে—প্রাদুর্ভাবেতি। তাবিমৌ গান্ধর্ব্বাগিরিধারিণৌ রাধাকৃষ্ণৌ রাগেণানুরাগেণ কদা দ্রক্ষ্যামি—ইমাবিতি। মনসঃ সন্নিকর্ষত্বেনেদন্তয়া নির্দ্দেশঃ। কিম্ভূতৌ মুগ্ধমিথুন-শ্রেণীবতংসৌ মুগ্ধা সুন্দরী যা মিথুনশ্রেণী স্ত্রীপুরুষসমূহস্তস্যাবতংসৌ শিরোভূষণে। তচ্ছব্দো যচ্ছব্দার্থমাকাঙ্ক্ষতে ইত্যাকাঙ্ক্ষিতার্থমাহ অনঙ্গ ইতি। অনঙ্গঃ কন্দর্পঃ এষ শিবকোপানলদগ্ধশরীর ইত্যনুভূতার্থদ্যোতক এতচ্ছব্দঃ। ততশ্চায়মর্থঃ। এষোঽনঙ্গঃ গোষ্ঠে ব্রজে যয়োঃ প্রাদুর্ভাব-সুধাদ্রবেণ প্রাকট্য-রূপামৃতরসেন অঙ্গিত্বম্ অমৃতসঙ্গত্যামৃতঃ পুনর্জ্জীবতীতি প্রসিদ্ধিবশাৎ শরীরিত্বম্ আপ্তা প্রাপ্য রসৈঃ শৃঙ্গারাদিভিঃ করণৈরভীক্ষ্ণং নিরন্তরং যয়োঃ ক্রীড়াবিনোদং ক্রীড়াসুখং প্রীত্যা উল্লাসয়তি প্রকাশয়তি। যয়োরিতি কাকাক্ষিন্যায়েন প্রাদুর্ভাব ইত্যনেন ক্রীড়াবিনোদমিত্যনেন চ সম্বন্ধঃ। অনঙ্গস্যাঙ্গ প্রাপ্ত্যা তয়োঃ সর্ব্ব-কাল কন্দর্পলীলাশক্তির্ধ্বনিতা ॥ ৪ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। যুগল-মাধুরী শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে সুতীব্র লালসা জাগাইয়াছে। তীব্র লালসাই রাগভজনের প্রাণবস্তু। শ্রীপাদ অন্তরের নিবিড় অনুরাগ শ্লোকচ্ছন্দে অপূর্বকাব্যকলা-মাধুর্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার কাব্যরস-তটিনী নব নব সৌন্দর্য-মাধুর্য-তরঙ্গে আকুলা, নিত্য-নূতন ভাবচন্দ্রমার কমনীয় কিরণস্পর্শে আলোকিতা ও উচ্ছসিতা হইয়া ললিতলীলা-লাস্যে বিলাস-তরঙ্গভঙ্গে যেন শ্রীশ্রীরাধামাধবের মাধুর্যসিন্ধুতে অবগাহন-নিমিত্ত অবিরাম ছুটিয়া চলিয়াছে।

পূর্বশ্লোকে বলিয়াছেন—'যাঁহাদের সুদিব্য-মাধুরী-সিন্ধুর এক কণিকার স্মৃতি আমায় লোভে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছে, তাঁহাদের দর্শন-কামনায় এই 'ব্রজবিলাসস্তবে তাঁহাদের ধাম ও পার্ষদগণের স্তুতি

কতিপয় শ্লোক ক'রে, ব্রজধাম পরিকরে,
ভক্তিভরে তাঁহা সবে নমি ॥
এই বাঞ্ছা হয় প্রাণে, নিত্য করি দরশনে,
প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
ব্রজবাসিসঙ্গে বাস, এইমাত্র অভিলাষ,
(সবে) এই আশা পূর্ণ কর মোর ॥" ৩ ॥

করিতেছি।' প্রশ্ন হইতে পারে, 'শ্রীপাদ! আপনি যুগলকে কি ভাবে দেখিতে বাসনা করেন? তাঁহাদের সম্মীলিত রূপ একবার নয়নে দেখিলেই তো আপনার আকাঙ্ক্ষা মিটিবে?' তদুত্তরে এই শ্লোকের অবতারণা করিয়া বলিতেছেন—'সেই পরম রসময় লীলাবিনোদী শ্রীযুগলকে আমি অনঙ্গ-ক্রীড়ারসে মাতোয়ারা দেখিতে চাই।' অখণ্ড শৃঙ্গাররসের মূরতি শ্রীকৃষ্ণ, অখণ্ড মহাভাবের মূরতি শ্রীরাধা। এই শৃঙ্গার-রসঘন-মূরতি এবং প্রেমরসঘন-মূরতিকে যদি আস্বাদন করিতে হয়, তবে লীলায়িত অবস্থাতেই আস্বাদন করিতে হইবে। কারণ বিলাসের ভূমিতেই পরস্পরের রসরূপতার এবং প্রেমস্বরূপতার চরম অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। যদিও সাধারণভাবে তাঁহাদের দর্শনটিও অখিল নেত্রধারীর নয়নের চরম ফল। কারণ অপরের কথা কি, তাঁহারা নিজেও পরস্পরের দর্শনমাত্রেই বিমোহিত হইয়া পড়েন। শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—"রাধার দর্শনে আমার জুড়ায় নয়ন। আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান॥" (চৈঃ চঃ)। তবু শ্রীরাধার সখী-মঞ্জরীগণের লীলায়িত-যুগলের দর্শনই পরম অভীষ্ট।

এই শ্লোকে শ্রীপাদ বলিতেছেন—'যাঁহাদের আবির্ভাবামৃতরসে সিঞ্চিত হইয়া অনঙ্গ অঙ্গলাভ করত শৃঙ্গারাদি রসদ্বারা নিরন্তর যাঁহাদের লীলাবিনোদ-পরিবর্ধন করিতেছেন।' শ্রীরাধামাধবের বৃন্দাবন-লীলারূপ সুধাদ্রবে সিঞ্চিত হইয়া অনঙ্গ বা কন্দর্প যেন সাক্ষাৎ মূর্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছেন। তাৎপর্য এই যে, বৃন্দাবনে প্রাকৃত অনঙ্গের কোন প্রভাব নাই। এখানে স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনই **অপ্রাকৃত নবীনমদন** এবং পরম প্রেমবতী ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রেমের পরমসার মহাভাবদ্বারা এই অপ্রাকৃত নবীন-মদনের সেবা করেন, সেই প্রেমই **কাম** আখ্যা প্রাপ্ত। মহাপ্রেমিক বিজ্ঞশিরোমণি উদ্ধবাদি মহামনীষিগণ যে কামের (গোপী-প্রেমের) অনুভাব-দর্শনে সানন্দচমৎকারে অভিভূত হইয়া তাঁহাদের শ্রীচরণরেণু-কণায় অভিষিক্ত হওয়ার নিমিত্ত ব্রজে তৃণ-গুল্ম জন্ম প্রার্থনা করিয়াছেন।

আনন্দঘনমূরতি বা রসঘনমূরতি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন যাঁহার নামমাত্র শ্রবণ, কীর্তনে বিশ্বমানব নিখিল কামনা-বাসনা পরিহার করত প্রেমলাভে ধন্য হইয়া থাকেন, তিনি স্বয়ং শ্রীরাধাদি ব্রজ-গোপীগণের এই কামে বা পরমপ্রেমধারায় অজস্রভাবে স্নপিত হইয়া স্বয়ং সফল হইতেছেন, বিশ্বকে এবং **অনঙ্গ**কে সফল করিতেছেন।

"রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদি-বিলাস।
বাঞ্ছা ভরি আস্বাদিল রসের নির্য্যাস॥
কৈশোর-বয়স, **কাম** জগত সকল।
রাসাদি লীলায় তিন করিল সফল॥" (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিঃ)

তাৎপর্য এই যে, কামের ভিতরে নিজেন্দ্রিয়-চরিতার্থরূপ স্বার্থাভিসন্ধি একটি উপাধি। কামেরই একটি নাম 'অনঙ্গ' বা অঙ্গহীন। বিশুদ্ধ প্রীতির সহিত অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়সুখবাসনাশূন্য প্রিয়জনৈক-

সুখভাবনাময় প্রীতির সহিত ঐ কামের বা অনঙ্গের যোগ না হইলে অনঙ্গ সাঙ্গতালাভ করে না। শ্রীরাধিকাপ্রমুখ গোপীগণের প্রীতিটি সর্বপ্রকার উপাধি রহিত বলিয়া তাঁহাদের সহিত প্রীতিপূর্ণ বিলাস-দ্বারা কামের আলিঙ্গন-চুম্বনাদি অনন্ত অঙ্গ প্রকটিত হওয়ায় অনঙ্গের 'অনঙ্গ'রূপ কলঙ্ক বিদুরিত হইয়াছে, তিনি অঙ্গলাভে ধন্য হইয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাবময় বিলাসদ্বারাই মদন যথার্থতঃ পরিপূর্ণ কলেবরে সফল হইয়াছেন। তাই শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"হরিরেষ ন চেদবাতরিষ্যন্মথুরায়াং মধুরাক্ষি রাধিকা চ।
অভবিষ্যদিয়ং বৃথা বিসৃষ্টির্মকরাঙ্কস্তু বিশেষতস্তদাত্র ॥" (বিদগ্ধমাধবনাটক)

"হে মধুরাক্ষি! এই মথুরামণ্ডলে যদি এই হরি ও শ্রীরাধিকা অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে, এই সৃষ্টি বৃথা হইত এবং বিশেষভাবে কন্দর্প ব্যর্থ হইত।"

অতএব শ্রীশ্রীরাধামাধবের আবির্ভাবের ফলে 'অনঙ্গ' সাঙ্গ হইয়া প্রীতিপূর্বক শৃঙ্গারাদি রসদ্বারা নিয়ত সেই রসিক মিথুনের লীলাবিনোদরস-পরিবর্ধন করিতেছেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের অপ্রাকৃত প্রেমলীলায় তো প্রাকৃত অনঙ্গের স্থান হইতে পারে না। অনঙ্গ এই প্রেমময়-লীলায় কামক্রীড়ার সাদৃশ্য আছে বলিয়া নিজেকে সাঙ্গ এবং ধন্য বলিয়া মনে করেন করুন, কিন্তু প্রাকৃত অনঙ্গ কি শ্রীরাধামাধবের অপ্রাকৃত শৃঙ্গাররসলীলার পোষক বা বর্ধক হইতে পারেন?

এ বিষয়ে রাসলীলার "বাহুপ্রসার" ইত্যাদি (ভাঃ-১০৷২৯৷৪৬) শ্লোকের "উত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার" অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীগণের কামোদ্দীপন পূর্বক বিবিধভাবে তাঁহাদের সহিত রমণ করিতে লাগিলেন।' এই অংশের ব্যাখ্যায় শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ তাঁহার বৃহদ্ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় লিখিয়াছেন—"বস্তুতস্তু তাসাং প্রেমৈব সাহজিকঃ নতু কামঃ। তদভাবে সা লীলা সুরসা ন ভবতীতি স্বয়মেব তাসামসন্তমপি কামং বর্দ্ধয়ামাসেত্যর্থঃ। সতু কামঃ প্রাকৃতো ন ভবতি অপিতু স এব ভগবান্ যেনাংশেন কামাবতারো ভবতি স এবাংশস্তাসাং মনস্যাবেশিতঃ।" তাৎপর্য এই যে, প্রকৃতপক্ষে ব্রজ-রমণীগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা-বিহীন শুদ্ধপ্রেম-সম্বন্ধই স্বাভাবিক। তাঁহাদের চিত্তে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলক কাম-সম্বন্ধ থাকা কদাপি সম্ভবপর নহে। কিন্তু কাম-সম্বন্ধ ব্যতীত নায়ক-নায়িকার মিলনলীলা কদাপি সরস হয় না। সুতরাং শ্রীভগবান্ ব্রজসুন্দরীগণের হৃদয়ে কাম না থাকিলেও তাঁহাদের হৃদয়ে কাম-সঞ্চার করিয়া তাহা বর্ধিত করিলেন। কিন্তু সে কাম কখনই প্রাকৃত কাম নহে, কিন্তু শ্রীভগবান্ প্রাকৃত কামাধিষ্ঠাত্রী দেবতায় যে অংশ-সঞ্চার করিয়া তাহার দ্বারা জীবগণকে কামমোহিত করেন, তাঁহাদের চিত্তে সেই অংশের সঞ্চার করিলেন। সুতরাং যদিও এই লীলাতে প্রাকৃত অনঙ্গের প্রবেশাধিকার নাই, তবু এই লীলার নিমিত্ত অনঙ্গ নিজেকে সাঙ্গ মনে করিয়াছেন এবং অপ্রাকৃত অনঙ্গ যুগললীলারসের পরিবর্ধন করিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে।

বৈকুণ্ঠাদপি সোদরাত্মজবৃতা দ্বারাবতী সা প্রিয়া
যত্র শ্রীশত-নিন্দি-পট্টমহিষীবৃন্দৈঃ প্রভুঃ খেলতি।
প্রেমক্ষেত্রমসৌ ততোঽপি মথুরা শ্রেষ্ঠা হরের্জন্মতো
যত্র শ্রীব্রজ এব রাজতিতরাং তামেব নিত্যং ভজে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। যেখানে শত শত লক্ষ্মীগণ-শ্রেষ্ঠা রুক্মিণী, সত্যভামাদি পট্টমহিষীবৃন্দের সহিত প্রভু বিচিত্র বিহার করেন, যেস্থানে সহোদর শ্রীবলদেব ও পুত্র প্রদ্যুম্নাদি আত্মীয়গণে পরিবৃত ; সেই দ্বারাবতী শ্রীবৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা। আবার শুদ্ধ-প্রেম-ভূমি ব্রজধাম যাঁহার অন্তর্গত যেখানে শ্রীভগবান্ স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, দ্বারাবতী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ **শ্রীমথুরাপুরী**কে আমি নিয়ত ভজন করি ॥ ৫ ॥

টীকা। স্বয়ং ভগবতঃ প্রাদুর্ভাবস্থানত্বেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠাৎ মথুরাং স্তৌতি—বৈকুণ্ঠাদপীতি। প্রভুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীশত-নিন্দি-পট্টমহিষীবৃন্দৈঃ সহ যত্র খেলতি প্রিয়া দ্বারাবতী বৈকুণ্ঠাদপি সর্ব্বোদ্ধ্বকৃষ্ণধাম্নো গোলোকাদপি শ্রেষ্ঠা। শ্রীশতং লক্ষ্মীশতং তস্যাপি নিন্দীনি যানি পট্টমহিষীবৃন্দানি রুক্মিণী সত্যভামাদি-সমূহাস্তৈরিতি বৈকুণ্ঠাৎ শ্রেষ্ঠত্বে হেতুত্বমুক্তম্। অসৌ দ্বারাবতী কিম্ভূতা সোদরো বলরাম আত্মজাঃ প্রদ্যুম্নাদয়স্তৈরাবৃতা ততস্তস্যা দ্বারাবত্যাঃ সকাশাদ্ধরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য জন্মতঃ প্রাকট্যাৎ মথুরা শ্রেষ্ঠা। অস্যা জন্মস্থানত্বেন দ্বারাবত্যা ক্রীড়াস্থানত্বেন উভয়োঃ সাম্যে আপন্নে শ্রৈষ্ঠ্যে কারণান্তরমাহ—যত্রেতি। যত্র মথুরায়ামেব নতু দ্বারাবত্যাং ব্রজঃ স্বাত্যন্তাভীষ্ট গোপগোপীবৃন্দাশ্রয়ো রাজতিতরাম্ অতিশয়ং প্রকাশতে তাং মথুরামেব নিত্যং ভজে সেবে। মথুরামণ্ডলাবান্তরদেশ এব ব্রজঃ। তথা চ শ্রীভাগবতামৃতে শ্রীরূপ-

---

শ্রীপাদ বলিলেন—'মুগ্ধ-মিথুন-শ্রেণীর যাঁহারা শিরোভূষণ, অর্থাৎ প্রাকৃত বিশ্বের ত কথাই নাই, অপ্রাকৃত জগতেও অনন্ত ভগবৎস্বরূপগণ যে রমাগণের সঙ্গে বিহার করেন, সৌন্দর্য-মাধুর্যে, প্রেমে, লীলায় শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারী নিরুপম সকল মুগ্ধমিথুনের শিরোরত্ন। "ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ—নায়ক-শিরোমণি। নায়িকার শিরোমণি— রাধাঠাকুরাণী ॥" (চৈঃ চঃ) সেই শ্রীরাধা-গিরিধারীকে অনুরাগের সহিত দর্শনের ইচ্ছা করেন শ্রীপাদ। অনুরাগ আসিয়া দৃষ্টি-শক্তিকে সুরঞ্জিত না করিলে শ্রীশ্রীরাধামাধবের রহস্যময় লীলামাধুরীর আস্বাদন লাভ করা যায় না সুতরাং শ্রীপাদ রাধামাধবের লীলারসাস্বাদনলিপ্সু সাধকগণকে অনুরাগময় ভজনজীবন যাপনের প্রেরণা প্রদান করিতেছেন।

"প্রকটিত লীলারূপ অমৃত-পরশে।
অনঙ্গ যেন অঙ্গ লাভ করি ব্রজে ॥
শৃঙ্গারাদি রসদ্বারা তিহোঁ নিরন্তর।
সুচাতুর্য্যবৃদ্ধি করে নবীন-লীলার ॥
কামক্রীড়ারত সেই যুগল-কিশোর।
অনুরাগে সন্দর্শনে হইব বিভোর ॥" ৪ ॥

গোস্বামিচরণৈর্মথুরামিতি বিস্পষ্টং মথুরামণ্ডলে ব্রজমিত্যুক্তম্। ননু যত্রেত্যস্যান্তে এবশব্দমদত্বা ব্রজ-শব্দোত্তরদত্তত্বেনাস্থানপদদোষতারূপ-বাক্যদোষাপত্তিঃ স্যাৎ। অস্থানস্থপদম্ ইত্যনেন বাচকপদস্যৈব গ্রহণং এব শব্দস্য নির্দ্ধারণার্থদ্যোতকত্বেন ন বাচকত্বমিত্যদোষঃ। যথাহ সাহিত্যদর্পণকারঃ ইহ কেহপ্যাহুঃ পদশব্দেন বাচকমেব প্রায়ো নিগদ্যত ইতি ॥ ৫ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বাভীষ্টসিদ্ধিহেতু এই শ্লোকে প্রথমতঃ শ্রীমথুরা-মণ্ডলের স্তব করিতেছেন। শ্রীবৈকুণ্ঠ পরমধাম। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে—

"প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ ॥" (ভাঃ-২৷৯৷১০)

অর্থাৎ "শ্রীবৈকুণ্ঠে রজোগুণ, তমোগুণ ও রজস্তমোমিশ্রিত সত্ত্বগুণ নাই, কালের পরাক্রম সেখানে নাই, সেখানে মায়া নাই সুতরাং মায়িক কাম-ক্রোধাদির যে সম্বন্ধ নাই তাহা ত বলাই বাহুল্য। সেখানে সুরাসুর-বন্দিত বিষ্ণুপার্ষদগণ বিরাজ করিতেছেন।" বৃহদ্ভাগবতামৃতে দৃষ্ট হয় শ্রীগোপকুমার বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া তত্রস্থ বিমলানন্দের অনুভব প্রাপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—

"তেষু বৈ দৃশ্যমানেষু তদ্‌ব্রহ্মানুভবে সুখম্।
গচ্ছেৎ সুতুচ্ছতাং সদ্যো হ্রিয়েব বিরমেৎ সুখম্ ॥
....

অহো সুখং কীদৃগিদং দুরূহমহো পদং কীদৃগিদং মহিষ্ঠম্।
অহো মহাশ্চর্য্যতরঃ প্রভুশ্চ কীদৃক্ তথাশ্চর্য্যতরা কৃপাস্য ॥"

'সেই বৈকুণ্ঠ ও তত্রস্থ পদার্থ সকল দর্শন করিলে ব্রহ্মানুভব তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। তখন স্বতঃই লজ্জাবশতঃ মোক্ষসুখ বিরাম প্রাপ্ত হয়। অহো! বৈকুণ্ঠলোকে কি সুখ! আর এই পদও কি দুরূহ অর্থাৎ বাক্য-মনের অগোচর ও পরম মহিষ্ঠ। অহো! মহা আশ্চর্যতর এই লোকের প্রভুই বা কি প্রকার! আর মহা আশ্চর্যতম তাঁহার কৃপাই বা কীদৃশ!' অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোকের সবই মহা-মহিমায় মণ্ডিত। এই পরমধাম বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও দ্বারাবতী শ্রেষ্ঠ।

ব্রজভাবের উপাসক শ্রীগোপকুমার বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্যাদি দর্শনে আনন্দ লাভ করিতে না পারিয়া ক্রমে অযোধ্যা হইয়া যখন শ্রীদ্বারকায় উপনীত হইলেন তখন বৈকুণ্ঠ, অযোধ্যাদি ধাম অপেক্ষা দ্বারকার সুখাধিক্যের অনুভবে বলিয়াছিলেন—

"মোক্ষে সুখং ননু মহত্তমমুচ্যতে যত্তৎকোটিকোটিগুণিতং গদিতুং বিকুণ্ঠে।
যত্ত্যা কয়াচিদধিকং কিল কোশলায়াং যদ্দ্বারকাভবমিদং তু কথং নিরূপ্যম্ ॥"

(বৃঃ ভাঃ-২৷৫৷৩৭)

অর্থাৎ "মুমুক্ষুগণ মোক্ষে যে মহত্তম সুখের নিশ্চয় করিয়াছেন, সেই মোক্ষসুখ হইতেও কোটি কোটি গুণে অধিক সুখ বৈকুণ্ঠে বর্তমান এবং বৈকুণ্ঠের সুখ হইতেও অযোধ্যার সুখ অধিক বলিয়া ভগবদ্ভক্তগণ নিশ্চয় করিয়াছেন, পরন্তু দ্বারকার যে সুখ উহার পরিমাণ কেহই কোন প্রকারে নিরূপণ করিতে সমর্থ নহেন।" "যথা সেবারসবিশেষনিষ্ঠয়াযোধ্যায়াং বৈকুণ্ঠতোঽপি সুখাধিক্যং ঘটেত, তথা দ্বারকায়ামপি সৌহৃদরসবিশেষনিষ্ঠয়াযোধ্যাতোঽপি সুখবিশেষঃ সিধ্যত্যেব।" (বৃঃ ভাঃ টীকা-২।৫।৩৮) অর্থাৎ "বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা সেবারস-বিশেষ-নিষ্ঠাহেতু অযোধ্যাতে সুখাধিক্য সংঘটিত হইয়া থাকে। সেইরূপ দ্বারকাতে সৌহৃদরস-বিশেষ-নিষ্ঠাদ্বারা অযোধ্যা হইতেও সুখবিশেষ সিদ্ধ হইয়া থাকে।"

তাই বৈকুণ্ঠ হইতে দ্বারকার মহিমাধিক্য-প্রদর্শনে শ্রীপাদ সৌহৃদরস-নিষ্ঠার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—বলদেবাদি সহোদর ও প্রদ্যুম্নাদি পুত্রবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় শোভা পাইতেছেন এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়াবর্গহেতু অন্যান্য শত শত কমলাগণ হইতে শ্রেষ্ঠা রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি ষোড়শ সহস্র মহিষীর সহিত যিনি বিচিত্র বিহার করিতেছেন।

অতঃপর বলিলেন—'শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানহেতু শ্রীমথুরা সেই দ্বারাবতী অপেক্ষাও পরমশ্রেষ্ঠা। সপ্তপুরীর শ্রেষ্ঠা মথুরাপুরী রাজরাজেশ্বরীর ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"অদ্যাবন্তি! পতদ্গ্রহং কুরু করে মায়ে! শনৈর্বীজয়
ছত্রং কাঞ্চি! গৃহাণ কাশি! পুরতঃ পাদ্যুগং ধারয়।
নাযোধ্যে! ভজ সম্ভ্রমং স্তুতিকথাং নোদ্গারয় দ্বারকে!
দেবীয়ং ভবতীষু হন্ত মথুরা দৃষ্টিপ্রসাদং দধে॥"

(স্তবমালা-মথুরাস্তব-৪)

'হে অবন্তি! তুমি অদ্য চর্বিততাম্বূল ক্ষেপণের পাত্র (পিক্‌দানী) হস্তে গ্রহণ কর, হে মায়াপুরি! তুমি মৃদু চামর ব্যজন কর, হে কাঞ্চি! তুমি ছত্র গ্রহণ কর, হে কাশি! তুমি অগ্রে পাদুকাদ্বয় ধারণ কর, হে অযোধ্যে! তুমি আর ভীতা হইও না, হে দ্বারকে! তুমি অদ্য স্তুতিবাক্য প্রকাশ করিও না, যেহেতু কিঙ্করীস্বরূপ তোমাদের প্রতি প্রসন্না হইয়া এই মথুরা অদ্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাজমহিষী হইয়াছেন।'

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-স্থান বলিয়া মথুরার এতাদৃশ মহত্ত্ব। ততোধিক মথুরার মহত্ত্ব এই জন্যই যে, **শুদ্ধপ্রেমভূমি ব্রজধাম মথুরার অন্তর্গত।** ভগবান্ মথুরায় অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু ঐশ্বর্যজ্ঞানগন্ধশূন্য শুদ্ধমাধুর্যময় লীলা প্রেমধাম ব্রজেই প্রকাশ করিলেন। এখানেরই পার্ষদগণ সকলপ্রকার ঐশ্বর্য বিস্মৃত হইয়া 'মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি'ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভাল বাসিয়া আত্মহারা করিলেন। অতএব শুদ্ধপ্রেমধাম ব্রজের তুলনা নাই। ঐশ্বর্যজ্ঞান আসিয়া

যত্র ক্রীড়তি মাধবঃ প্রিয়তমৈঃ স্নিগ্ধঃ সখীনাং কুলৈ-
র্নিত্যং গাঢ়রসেন রামসহিতোঽপ্যদ্যাপি গোচারণৈঃ ॥
যস্যাপ্যদ্ভুত-মাধুরীরসবিদাং হৃদ্যেব কাপি স্ফুরেৎ
প্রেষ্ঠং তন্মথুরাপুরাদপি হরের্গোষ্ঠং তদেবাশ্রয়ে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামাদি পরমপ্রিয় সখাগণ ও বলদেবের সঙ্গে গাঢ় অনুরাগ-ভরে অদ্যাপি নিয়ত গোচারণাদি লীলা করিতেছেন, যাহার কোন অনির্বচনীয় রসমাধুরী সহৃদয় ভক্তগণের চিত্তে স্ফুরিত হইয়া থাকে, মথুরাপুর অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের সাতিশয় প্রিয় সেই **গোষ্ঠপ্রদেশ**কে আমি আশ্রয় করি ॥ ৬ ॥

টীকা। মথুরামণ্ডলৈকদেশত্বেঽপি শ্রীকৃষ্ণস্যাতিপ্রিয়ত্বেন স্বাতন্ত্র্যেণ ব্রজং স্তৌতি—যত্রেতি। তত্তস্মাদ্গোষ্ঠং ব্রজমাশ্রয়ে। আশ্রয়ণ হেতুমাহ তদ্বর্ণিতগুণ প্রসিদ্ধ মধুপুরাদপি হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেষ্ঠং প্রিয়ম্। অতএব যস্য গোষ্ঠস্য কাপ্যনিরুক্তাদদ্ভুত মাধুরীকর্ত্রী-রসবিদাং রসিকানাং হৃদ্যেব মনস্যেব স্ফুরেৎ প্রাদুর্ভবেৎ। তস্মাদপি মাধবঃ শ্রীকৃষ্ণোযত্র গোচারণৈঃ কৃত্বা প্রিয়তমৈঃ সখীনাং শ্রীদামাদীনাং

হৃদয়কে সঙ্কুচিত করিয়া তুলিলে প্রেমের উল্লাস কমিয়া যায়। প্রেম চায়, প্রীতির পাত্রকে নিঃসঙ্কোচে ভাল বাসিতে। সম্ভ্রম, সঙ্কোচ আসিলে প্রেমের বুক ভাঙ্গিয়া যায়। প্রেমের মাঝে ভক্ত ও ভগবান্ পরস্পর পরস্পরকে অন্তরতমভাবে জড়াইয়া ধরেন—ইহাই প্রেমের বৈশিষ্ট্য! শুদ্ধপ্রেমধাম ব্রজব্যতীত এইভাব অন্যত্র কুত্রাপি নাই। তাই ব্রজেই প্রেমমন্দাকিনী তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিতে তুলিতে অসীমের দিকে ছুটিতে থাকে। ব্রজের শুদ্ধমাধুর্যময় ভাব ব্যতীত এই প্রেমোল্লাস অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। ইহাই ব্রজপ্রেমের অনন্যসাধারণ মহত্ব বা গৌরব। শ্রীপাদ বলিলেন—'সেই প্রেমধাম ব্রজ যাঁহার অন্তর্ভুক্ত, সেই শ্রীমথুরাকে আমি নিয়ত ভজন করি।'

"পট্টমহিষী শ্রীরুক্মিণী সত্যভামা।
শত শত লক্ষ্মী নহে যাঁহার উপমা ॥
সহোদর বলদেব পুত্র-পরিকরে।
যে স্থানেতে শ্রীগোবিন্দ নিতুই বিহরে ॥
সেই ধাম দ্বারাবতী বৈকুণ্ঠ হইতে।
অধিক মহিমা বলি গায় ভাগবতে ॥
মথুরামণ্ডলে প্রেমক্ষেত্র ব্রজধাম।
যথা জন্ম অঙ্গী করে স্বয়ং ভগবান্ ॥
দ্বারাবতী হৈতে শ্রেষ্ঠ মথুরা-মণ্ডল।
সতত ভজনা করি সর্ব্ব সুমঙ্গল ॥" ৫ ॥

কুলৈঃ সমূহৈঃ সহ গাঢ়রসেন গাঢ়ানুরাগেণ রামসহিতোঽপি যথেষ্টম্ অদ্যাপি নিত্যং নিরন্তরমহরহর্বা স্নিগ্ধঃ স্নেহযুত সন্ ক্রীড়তি। 'অপি সম্ভাবনা প্রশ্ন শঙ্কা গর্হা সমুচ্চয়ে। তথাযুক্তপদার্থেঽপি কামচারক্রিয়াসু'চেতি মেদিনী। কামচারক্রিয়াত্র যথেষ্টাচরণং রসো গন্ধরসে জলে। শৃঙ্গারাদৌ বিষে বীর্য্যে তিক্তাদৌ দ্রবরাগয়োরিত্যাদি। স্নিগ্ধঃ স্নেহযুতে চিক্কণেঽপি স্যাদিতি চ মেদিনী। অদ্যাপীতি প্রয়োগেণ ক্রীড়তীতি বর্ত্তমান প্রয়োগেণ চ ব্রজবিহারস্য নিত্যত্বং ধ্বনিতম্ ॥ ৬ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ পূর্বশ্লোকে শ্রীমথুরানগরীর স্তব করিয়াছেন এবং শ্রীগোবিন্দের রহস্যময়-লীলামাধুরীর পূর্ণতম নিকেতন ব্রজমণ্ডলের স্থিতিহেতু যে মথুরা মহামহিমায় মণ্ডিত, তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রজমণ্ডলের স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীপাদের চিত্তে স্বপ্রকাশ ব্রজলীলা-মাধুরীর স্ফুরণ হইয়াছে। এই শ্লোকে শ্রীদামাদি সখাগণ ও বলদেবসহ শ্রীকৃষ্ণের মধুর গোষ্ঠলীলা স্মরণ করিয়া গোষ্ঠপ্রদেশের বন্দনা করিতেছেন।

যেদিন গোকুল ত্যাগ করত শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসিগণ নিরাপদ বাসস্থান শ্রীব্রজমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন, তখনি নিরুপম গোষ্ঠপ্রদেশ দর্শনে শিশু শ্রীরামকৃষ্ণের পরম সুখোদয় হইয়াছিল। "বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং যমুনাপুলিনানি চ। বীক্ষ্যাসীদুত্তমা প্রীতি রামমাধবয়োর্নৃপ ॥" (ভাঃ-১০।১১।৩৬) শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি বলিলেন—'হে রাজন্! বৃন্দাবন, গোবর্ধন ও যমুনাপুলিন-দর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণের পরমানন্দের উদ্রেক হইয়াছিল।' গোষ্ঠপ্রদেশের পরম মনোহরতার আকর্ষণে বাল্যকালেই শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীসুবলাদি সখাসঙ্গে গোবৎসচারণ ও রমণীয় গোষ্ঠক্রীড়ার সূত্রপাত হইয়াছিল। গোষ্ঠ-ক্রীড়ার আকর্ষণাধিক্য বা অনুরাগ এতই প্রবল যে, সেই বাল্যকালে পিতা, মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনাদির স্নেহময় ক্রোড়সঙ্গও তাঁহাদের গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে সক্ষম হয় নাই। শ্রীশুকদেব মুনি বলিয়াছেন—

"এবং ব্রজৌকসাং প্রীতিং যচ্ছন্তৌ বালবেষ্টিতৈঃ।
কলবাক্যৈঃ স্বকালেন বৎসপালৌ বভূবতুঃ ॥
অবিদূরে ব্রজভুবঃ সহ গোপালবালকৈঃ।
চারয়ামাসতুর্ব্বৎসান্ নানাক্রীড়াপরিচ্ছদৌ ॥
ক্বচিদ্বাদয়তো বেণুং ক্ষেপণৈঃ ক্ষিপতঃ ক্বচিৎ।
ক্বচিৎপাদৈঃ কিঙ্কিণীভিঃ ক্বচিৎ কৃত্রিমগোবৃষৈঃ ॥
বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরম্।
অনুকৃত্য রুতৈর্জন্তূংশ্চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা ॥" (ভাঃ- ১০।১১।৩৭-৪০)

'এই প্রকার বাল্যলীলায়ও নানাবিধ মধুরবচনে ব্রজবাসিগণের পরমানন্দবর্ধনশীল শ্রীরামকৃষ্ণ দুই ভাই যথাসময়ে গোবৎস-চারণ আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বেণু, বেত্র, শৃঙ্গ, কন্দুকাদি নানাবিধ খেলার সামগ্রী লইয়া শ্রীদাম-সুবলাদি গোপবালকগণ সহ নন্দালয়ের অনতিদূরে বৎসচারণ আরম্ভ

করিলেন। রামকৃষ্ণ দুই ভাই কখনও বেণু-বাদন করেন, কখনও বা ক্ষেপণী-যন্ত্রযোগে বিল্ব, আমলক্যাদি ফল ক্ষেপণ করেন, কখনও বা কিঙ্কিণী চরণে দিয়া তাহার বাদ্যের তালে তালে মধুর নৃত্য করেন, কখনও বা অঙ্গে কম্বলাদি আবরণ করিয়া কৃত্রিম গো-বৃষ সাজিয়া বৃষের ন্যায় গর্জন ও পরস্পর মাথামাথি যুদ্ধ করেন। কখনও বা ময়ূর, হংস, বানরাদির ধ্বনির অনুকরণ করেন, এইভাবে তাঁহারা প্রাকৃত বালকের ন্যায় নানাবিধ মধুর বিহার করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সহিত (পৌগণ্ডে) তাঁহাদের গোষ্ঠবিহার আরও মধুরতরভাবে রূপায়িত হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা স্বচ্ছন্দে সুদূর গোষ্ঠপ্রদেশে গমনপূর্বক বিচিত্র মধুর বিহার করিতে লাগিলেন। শ্রীপাদ শুকমুনি সুনিপুণ শিল্পীর ন্যায় সে গোষ্ঠবিহারের অতি মনোহর চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন—

"ফলপ্রবালস্তবক-সুমনঃ পিচ্ছধাতুভিঃ। কাচমুক্তামণিস্বর্ণ-ভূষিতা অপ্যভূষয়ন্॥
মুষ্ণন্তোঽন্যোন্যশিক্যাদীন্ জ্ঞাতানারাচ্চ চিক্ষিপুঃ। তত্রত্যাশ্চ পুনর্দূরাদ্ধসন্তশ্চ পুনর্দদুঃ॥
যদি দূরং গতঃ কৃষ্ণো বনশোভেক্ষণায় তম্। অহং পূর্ব্বমহং পূর্ব্বমিতি সংস্পৃশ্য রেমিরে॥
কেচিদ্বেণূন্ বাদয়ন্তো ধ্মান্তঃ শৃঙ্গাণি কেচন। কেচিদ্ভৃঙ্গৈঃ প্রগায়ন্তঃ কূজন্তঃ কোকিলৈঃ পরে॥
বিচ্ছায়াভিঃ প্রধাবন্তো গচ্ছন্তঃ সাধু হংসকৈঃ। বকৈরুপবিশন্তশ্চ নৃত্যন্তশ্চ কলাপিভিঃ॥
বিকর্ষন্তঃ কীশবালানারোহন্তশ্চ তৈর্দ্রুমান্। বিকুর্ব্বন্তশ্চ তৈঃ সাকং প্লবন্তশ্চ পলাশিষু॥
সাকং ভেকৈর্বিলঙ্ঘন্তঃ সরিৎ স্রবসংপ্লুতাঃ। বিহসন্তঃ প্রতিচ্ছায়াঃ শপন্তশ্চ প্রতিস্বনান্॥"

(ভাঃ-১০।১২।৪-১০)

"গোপবালকগণ তাঁহাদের মাতৃগণকর্তৃক পরিহিত কাঁচ, মুক্তা, মণি ও স্বর্ণাদি নির্মিত অলঙ্কারে ভূষিত থাকা সত্ত্বেও বনে আসিয়া নানাবিধ ফল, পল্লব, পুষ্পগুচ্ছ, পুষ্প, ময়ূরপুচ্ছ ও গৈরিকাদি ধাতুদ্বারা নিজ নিজ অঙ্গ বিভূষিত করিলেন, অতঃপর মধুর গোষ্ঠক্রীড়া সুরু হইল। কেহ কাহারো বেত্র-বেণু প্রভৃতি লুকাইয়া রাখেন, আবার ধরা পড়িলে উহা দূরে নিক্ষেপ করেন, নিক্ষিপ্ত বেত্র-বেণু প্রভৃতি আনিতে গেলে সেখানে যেসব গোপবালক থাকেন তাহারা তাহা লইয়া আরও দূরে নিক্ষেপ করেন, আবার হাসিতে হাসিতে যাহার জিনিষ তাহাকে প্রত্যর্পণ করেন।

কোন সময় বনশোভা দর্শনেচ্ছায় কৃষ্ণ গোপবালকগণকে ছাড়িয়া একটু দূরে গেলে গোপবালকগণ 'আমি আগে যাইব, আমি আগে যাইব' বলিতে বলিতে ছুটিয়া গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করত পরমানন্দে ভাসমান হন।

কেহ বা বেণুবাদন, কেহ বা শিঙা বাদ্য করেন, কেহ বা ভ্রমরের মত গুঞ্জন, কেহ বা কোকিলের মত কূজন করেন। কেহ বা আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষীর ভূমিতে পতিত সচল ছায়ার সহিত দৌড়াইয়া যান, কেহ বা হংসের গতির অনুকরণ করেন, কেহ বা জলের ধারে বকের মত বসিয়া থাকেন। কেহ বা ময়ূরের সঙ্গে নৃত্য করেন, কেহ বা বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট বানর-শিশুর লেজ ধরিয়া আকর্ষণ করেন,

তাহারা উচ্চডালে আরোহণ করিয়া মুখবিকৃত করিলে গোপবালকও তাহাদের মুখবিকৃতির অনুকরণ করিতে করিতে শাখা হইতে শাখান্তরে তাহাকে বিতাড়িত করিয়া যান। কেহ বা প্লুতগতিতে ভেকের অনুকরণ করিতে করিতে লাফ দিয়া ক্ষুদ্র জলধারা পার হন, কেহ বা স্বীয় প্রতিবিম্বের সঙ্গে হস্তপদাদি সঞ্চালন করত নানা রঙ্গ করেন, কেহ বা স্বীয় প্রতিধ্বনির সহিত কলহ করেন।" এই প্রকার গোপবালকগণসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র মধুর গোষ্ঠক্রীড়া বর্ণনা করিয়া শ্রীশুকমুনি সানন্দ-চমৎকারিতায় বলিলেন—

"ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥" (ঐ-১১)

"হে রাজন্। জ্ঞানী ও যোগীগণ যাঁহাকে নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দস্বরূপ বলিয়া থাকেন, দাস্যাদি ভক্তগণ যাঁহাকে পরমপুরুষ-পরমেশ্বররূপে উপাসনা করেন, মায়াবদ্ধ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণ যাঁহাকে সামান্য নরবালক মাত্র জ্ঞান করিয়া থাকেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অগণ্যপুণ্য-নিকেতন গোপবালকগণ নানাবিধ বাল্যক্রীড়া করিতে লাগিলেন।"

শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে বলদেব ও গোপবালকগণসঙ্গে বাল্য-পৌগণ্ডবয়সে শ্রীকৃষ্ণের প্রগাঢ় অনুরাগময় বিচিত্র গোষ্ঠবিহার বর্ণিত থাকিলেও শ্রীরাধারাণীর কিঙ্করী শ্রীপাদ রঘুনাথের শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গাররস-ভাবনাময় প্রগাঢ় অনুরাগরসরঞ্জিত কৈশোরের গোষ্ঠবিহারই পরম কাম্য। কৈশোরের আবির্ভাবে শৃঙ্গার-রসোদয়ে শ্রীরাধার রূপ, গুণ, লীলায় বিমুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণের মুখ্যতঃ শ্রীরাধার সহিত নির্জন গোবর্ধন, শ্রীরাধা-কুণ্ডে মিলন-বিহারাদির কামনাতেই যে গোষ্ঠবিহার, "রাখাল লইয়া বনে, সদা ফিরি ধেনু-সনে, তুয়া লাগি বনে বনচারী" "তোমার লাগিয়া বেড়াই ভ্রমিয়া, গিরি-নদী-বনে-বনে" (শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে মহাজন) ইত্যাদি বাক্যে তাহা জানা যায়। বলদেব ও সখাগণের সহিত মধুর গোষ্ঠবিহার করিতে করিতেই বনশোভা দর্শনাদির ছলে প্রিয়নর্ম সখা সুবল, মধুমঙ্গলাদির সঙ্গে শ্রীরাধার সখী-মঞ্জরীগণের যোগাযোগে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকুণ্ডতীরে মহা অনুরাগরসময় মধুর রসবিহার! যে বিহাররস পারাপারের অনন্ত উৎস দিক্‌দিগন্তে প্রবাহিত হইয়া তজ্জাতীয় সহৃদয় সামাজিক ভক্তগণের হৃদয়ক্ষেত্রকে আপ্লাবিত করিয়া থাকে। শ্লোকের 'নিত্যং' শব্দে এই সকল লীলারই নিত্যতা সূচিত হইয়াছে। এই জন্যই শ্রীপাদ বলিয়াছেন—"যস্যাপ্যদ্ভুত-মাধুরীরসবিদাং হৃদ্যেব কাপি স্ফুরেৎ" 'যাহার কোন অনির্বচনীয় রসমাধুরী তাদৃশ সহৃদয় ভক্তগণের চিত্তে স্ফুরিত হইয়া থাকে। তাই গোষ্ঠপ্রদেশ শ্রীকৃষ্ণের মথুরা হইতেও সাতিশয় প্রিয়। সেই গোষ্ঠপ্রদেশকে আমি আশ্রয় করি।'

"শ্রীদামাদি সখাসঙ্গে কৃষ্ণ-বলদেবে।
গোচারণে নিত্য খেলা গাঢ় অনুরাগে॥

বৈদগ্ধ্যোত্তরনর্ম্ম-কর্ম্মঠ-সখীবৃন্দৈঃ পরীতং রসৈঃ
প্রত্যেকং তরু-কুঞ্জবল্লরিগিরিদ্রোণীষু রাত্রিন্দিবম্।
নানাকেলিভরেণ যত্র রমতে তন্নব্যযূনোর্যুগং
তৎপাদাম্বুজগন্ধবন্ধুরতরং বৃন্দাবনং তদ্ভজে॥ ৭॥

অনুবাদ। যেস্থানে হাস্য-পরিহাসাদি মধুররসময় বিবিধ কলানিপুণা ললিতাদি সখীগণে পরিবৃত হইয়া অনুরাগভরে বিচিত্র রসকেলিবিলাস-নিমগ্ন শ্রীশ্রীরাধামাধব তরু, লতা ও ঘন পল্লবাদি সমাচ্ছন্ন কুঞ্জে এবং গিরি-গুহায় দিবারাত্র বিহার করিতেছেন, সেই যুগলকিশোরের পাদপদ্ম-সৌরভে অতীব রমণীয় **শ্রীবৃন্দাবন**কে আমি ভজন করি ॥ ৭॥

টীকা। বৃন্দাবনং সংপ্রবিশ্য সর্ব্বকাল সুখাবহং তত্র চক্রুর্ব্রজাবাসং শকটৈরর্দ্ধচন্দ্রবদিতি দিশা শ্রীবৃন্দাবনৈকপ্রদেশং নিবাসাদি গো-প্রচারণযোগ্যস্থানং ব্রজং স্তুত্বা অন্তরঙ্গ-লীলাসাধন-গহনপ্রদেশ-রূপং শ্রীবৃন্দাবনং স্তৌতি—বৈদগ্ধ্যেত্যাদি। তদ্বৃন্দাবনমহং ভজে ইত্যন্বয়ঃ। কিম্ভূতং তৎপাদাম্বুজ-গন্ধবন্ধুরতরং তস্য যূনোর্যুগস্য পাদাম্বুজস্য পাদপদ্মস্য গন্ধেন বন্ধুরতরমতিশয় রম্যম্। 'বন্ধুরং মুকুটে পুংসি স্ত্রীলিঙ্গং তৈলকল্কয়োঃ। বন্ধুরোবধিরে হংসে ত্রিষু স্যাদ্রম্যনম্রয়োরি'তি মেদিনী। কিমিদং বৃন্দাবনং তত্রাহ যত্র তন্নব্যযূনোর্যুগং রাধাকৃষ্ণয়োর্যুগলং কর্ত্তৃ যত্র প্রত্যেকং ক্রমশঃ তরুকুঞ্জবল্লরিগিরিদ্রোণীষু রাত্রিন্দিবং নানাকেলিভরেণ বিবিধ ক্রীড়াতিশয়েনোপলক্ষিতং রমতে ক্রীড়তি। তরুনির্ম্মিত কুঞ্জাশ্চ বল্লর্য্যঃ ক্রীড়োপযোগিন্যো লতাশ্চ গিরিদ্রোণ্যশ্চ তাসু। পুনঃ কিম্ভূতং বৈদগ্ধ্যোত্তর-নর্ম্মকর্ম্মঠ-সখীবৃন্দৈঃ কর্ত্তৃভিঃ রসৈরনুরাগৈঃ পরীতং ব্যাপ্তম্। বৈদগ্ধ্যমেবোত্তরম্ উত্তমং যত্র এবং যন্নর্ম্ম কৌতুকং তত্র কর্ম্মঠা নিপুণা যাঃ সখ্যো ললিতাদয়স্তাসাং বৃন্দৈরিত্যর্থঃ। উত্তরাদিগ্বিশেষে চ স্নুষায়ামজ্জুনস্য চ। বিরাটস্য সুতেনাস্যাদুর্দ্ধ্বোদিব্যোত্তমে ত্রিম্বিতি মেদিনী ॥ ৭ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে গোষ্ঠলীলার স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে সখীগণ-সহ শ্রীশ্রীরাধামাধবের অনুরাগময় শৃঙ্গাররসকেলি-বিলাসের মধুর স্ফুরণ জাগিয়াছে। তিনি সেই রসময়ী লীলার আনন্দ-নিকেতন শ্রীবৃন্দাবনের বন্দনা করিতেছেন। অশেষ-বিশেষ রসনির্য্যাস আস্বাদনই অখিল-রসামৃতমূর্তি শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। তিনি রসময় ও করুণাময়, এই দুইটি স্বভাব তাঁহাকে চিন্ময় অপ্রাকৃত গোলোক-বৃন্দাবন হইতে ধাম-পার্ষদাদি সহ ভূলোকে নামাইয়া আনে। স্বয়ং অবতারীর অবতার, এ এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। "রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ। এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার

অদ্ভুত রসকেলি মাধুর্য-বিশেষে।
সতত জাগিছে যাহা রসিক-মানসে॥
মধুপুরী হৈতে শ্রেষ্ঠ সেই ব্রজধাম।
শ্রীগোবিন্দ-লীলাভূমি নয়নাভিরাম॥" ৬॥

উদ্গম ॥" (চৈঃ চঃ) চমৎকারিতাই রসের বা লীলার প্রাণ। চমৎকারিতা না থাকিলে লীলার মাধুর্য থাকে না। তাই তাঁহার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি যোগমায়া বিশ্বপ্রপঞ্চে অবতীর্ণ স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে বিবিধ চমৎকারিতাপূর্ণ লীলায় পার্ষদগণসহ মিলন করাইয়া প্রতিনিয়ত আনন্দচিন্ময়রসে বিভোর করিয়া রাখেন।

অখিল ভগবৎস্বরূপের লীলার মধ্যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাই সর্বোত্তম। শ্রীকৃষ্ণলীলার মধ্যেও আবার শুদ্ধমাধুর্যময় বৃন্দাবনলীলাই সর্বাপেক্ষা মধুময়ী। শ্রীবৃন্দাবন-লীলার মধ্যেও আবার মহা-ভাববতী গোপিকাগণের সঙ্গে গোপীজনবল্লভের মধুর রসময় লীলাই সর্বাদ্ভুত চমৎকারিতাপূর্ণ। আবার মাদনাখ্য মহাভাববতী শ্রীরাধারাণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের মধুর রসবিলাসেই লীলারসাস্বাদন-চমৎকারিতার পরাকাষ্ঠা। সেই পরম রসময়ী লীলার রহস্যময় নিকেতন শ্রীবৃন্দাবন।

শ্রীশ্রীরাধামাধবের শৃঙ্গাররসবিলাসের পরমাস্পদ বিচিত্র তরু, লতা ও তাহাদের ঘন-পল্লব-সমাবিষ্ট মনোহর কুঞ্জভবনসমূহে বৃন্দাবন সমাচ্ছন্ন। সেই তরু, লতাসমূহ সাধারণ নহে।

"রাধাকৃষ্ণৌ পরমকুতুকাৎ খেলতো যত্তলেষু, ভুঞ্জাতে যৎফলমতিরসং যৎপ্রসূনাদি-ভূষৌ।
যচ্ছাখাস্থৈঃ সুরুচিরখগৈর্মৌনিভির্নিনিমেষৈঃ, পীতালাপামৃতরুচিসুধৌ তাংস্তরূং শ্চিন্তয়ামি ॥
নানাকারান্ দিব্যনানাফলাদীন্, রাধাকৃষ্ণপ্রীতয়ে যে বহন্তি।
নানাসংস্থানোদ্ভবান্তর্দ্ধিভাজো, বন্দে বৃন্দারণ্যধন্যদ্রুমাংস্তান্ ॥
রাধাকৃষ্ণানুরাগান্মুকুলপুলকিনো মাকরন্দৌঘবাষ্পান্,
তত্তাদৃগ্বাতচঞ্চৎ কিশলয়করতো দিব্যনৃত্যং দধানাঃ।
সৎপুষ্পশ্রেণহাসাঃ খগকুলবিরুতৈঃ সংস্তুবন্তঃ ফলাদে-
র্ভারৈর্ণম্রা দ্রুমাস্তে মম পরমমুদে সন্তু বৃন্দাবনীয়াঃ ॥" (বৃঃ মঃ ৬।১১-১৩)

"যে সমস্ত বৃক্ষের তলদেশে শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরম কৌতুকবশতঃ খেলা করেন, যাহাদের অতি রসাল ফল ভোজন করেন, পুষ্প প্রভৃতিতে ভূষণাদি করেন, শাখাস্থিত মৌনী মনোজ্ঞ বিহঙ্গমকুলকর্তৃক (উপহৃত) আলাপামৃত ও লাবণ্যামৃতরসে আপ্যায়িত হন, সেই তরু সমূহকে চিন্তা করি।

নানাকৃতি-বিশিষ্ট দিব্য দিব্য ফলরাশি যাহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রীতির জন্য ধারণ করে এবং নানাভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়া আবির্ভাব ও তিরোভাব করিয়া থাকে—বৃন্দাবনস্থ সেই ধন্য তরুগণকে বন্দনা করি।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগবশতঃ তাহারা মুকুলরূপে পুলক ধারণ করিয়াছে, মধু-প্রবাহচ্ছলে অশ্রুধারা মোচন করিতেছে, মৃদুমন্দ বায়ুপ্রবাহে দোলায়মান পল্লবরূপ হস্তভঙ্গীতে দিব্য নৃত্য করিতেছে, উত্তম পুষ্পবিকাশছলে হাস্য করিতেছে, পক্ষিগণের কাকলিধ্বনিরূপে সম্যক্ প্রকারে স্তবগান করিতেছে,—ফলাদির ভারে অবনত সেই বৃন্দাবনীয় বৃক্ষরাজি আমার পরমানন্দ বিস্তার করুক্।" এই সমস্ত বৃক্ষ

যত্র শ্রীঃ পরিতোভ্রমত্যবিরতং তাস্তা মহাসিদ্ধয়ঃ
স্ফীতাঃ স্বষ্টিরলং গবামুদয়নী বাসোঽপি গোষ্ঠৌকসাম্।
বাৎসল্যাৎ পরিপালিতো বিহরতে কৃষ্ণঃ পিতৃভ্যাং সুখে-
স্তন্নন্দীশ্বরমালয়ং ব্রজপতের্গোষ্ঠোত্তমাঙ্গং ভজে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। যে স্থানে সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কমলা মূর্তিমতী হইয়া পরিচারিকার ন্যায় সতত ভ্রমণ করিতেছেন, যে স্থানে অণিমাদি অষ্ট মহাসিদ্ধিসমূহ পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছে, ধেনুগণের উন্নয়ন বা শ্রীবৃদ্ধির জন্যই যাঁহার আবির্ভাব হইয়াছে, যিনি ব্রজবাসিগণের পরম সুখনিবাস-স্থান, জনক-

---

ও অনুরূপ গুণ-মহিমা সমন্বিত লতারাজির ঘন পল্লবাদিতে সমাচ্ছন্ন কত শত কুঞ্জগৃহ বৃন্দাবনে অপূর্ব শ্রী-বিস্তার করিয়া শোভা পাইতেছে। সেই সমস্ত কুঞ্জগৃহে এবং নির্জন ও মনোহর গিরিগুহাতে নব-কিশোরযুগল শ্রীশ্রীরাধামাধবের দিবারাত্র বিচিত্র মধুর রসবিলাস অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। "রাত্রিদিন কুঞ্জক্রীড়া করে রাধাসঙ্গে। কৈশোর বয়স সকল কৈল ক্রীড়া-রঙ্গে ॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীপাদ বলিতেছেন—শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেই বিচিত্র বিলাসসিন্ধু নর্ম-চতুরা শ্রীললিতাদি সখীগণের হাস্য-পরিহাস-রসতরঙ্গে প্রতিনিয়ত যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। "বৈদগ্ধ্যোত্তর-নর্ম্ম-কর্ম্মঠ-সখীবৃন্দৈঃ পরীতং রসৈঃ।" সখীগণই এই পরম রসময়ী লীলার পুষ্টিকারিণী ও বিস্তারকারিণী। শ্রীরাধারাণী যেন পারাপারশূন্য মহাভাবসিন্ধু এবং শ্যামসুন্দর অনন্ত চিন্ময়রসসিন্ধু। পারস্পরিক মিলনে সেই ভাবসিন্ধু ও রসসিন্ধু স্বভাবতই নানাভাবতরঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়। তদুপরি বিচিত্র পরিহাসরসকলা-নিপুণা ললিতাদি সখীগণের পরিহাস-ঝঞ্ঝাবাতে সেই সিন্ধু উত্তাল হইয়া বিপুলভাবে সমুচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। সেই সমুচ্ছ্বাসত তরঙ্গগর্ভে যুগলের চিত্ততরী যেন কোথায় হারাইয়া যায়। শ্রীপাদ বলিলেন—'এইরূপ প্রতিনিয়ত মধুরাতিমধুর লীলাপরায়ণ শ্রীশ্রীরাধামাধবের পাদপদ্মের সৌরভে যে স্থান সতত অতি সুরভিত রহিয়াছে, সেই পরম রমণীয় **শ্রীবৃন্দাবন**কে আমি ভজন করি।'

"প্রিয়নর্ম সখী-সনে যুগল-কিশোর।
যে স্থানেতে বিহরিছে রসেতে বিভোর ॥
কেলি-পরায়ণ সেই নবীন যুগলে।
প্রতি তরু, কুঞ্জ, গুহায়, লতার আড়ালে ॥
রসের বাদর করে হাস্য-পরিহাসে।
কুঞ্জবন মনোরম অঙ্গের সুবাসে ॥
দিব্য-চিন্তামণিধাম সেই বৃন্দাবন।
সতত ভজন করি লইয়া শরণ ॥" ৭ ॥

জননী-কর্তৃক প্রগাঢ় বাৎসল্যরসে পরিপালিত হইয়া যেখানে শ্রীকৃষ্ণ পরমসুখে বিহার করিয়া থাকেন—সেই গোষ্ঠপ্রদেশের শীর্ষস্থান ব্রজপতি শ্রীনন্দের আলয় **নন্দীশ্বর**গিরিকে আমি ভজন করি ॥ ৮ ॥

টীকা। তস্যৈবাবান্তরপ্রদেশং নন্দীশ্বরং স্তৌতি—যত্রেতি। ব্রজপতেঃ শ্রীনন্দস্য তমালয়ং নিকেতনং ভজে। কিম্ভূতং গোষ্ঠোত্তমাঙ্গং শ্রীবৃন্দাবনৈকপ্রদেশে ব্রজে নিবসতা নন্দেন স্বাত্মজস্য নৈর্বিঘ্ন্যাকাঙ্ক্ষয়া স্থান সাদ্গুণ্যাৎ কৃতত্বেন। গোষ্ঠস্য মস্তকমিব পূজ্যমিত্যর্থঃ। তৎসাধন-বিশেষণান্যাহ। যত্র শ্রীনন্দীশ্বরে শ্রীর্লক্ষ্মীঃ সম্পত্তিরূপা পরিতঃ সর্ব্বতঃ অবিরতং নিরন্তরং ভ্রমতি কর্ম্মকরীব ইতস্ততো গচ্ছতি এবং যত্র তা তাস্তাঃ প্রসিদ্ধা অণিমাদয়োঽষ্টৌ মহাসিদ্ধয়ঃ স্ফীতাঃ পরিপূর্ণা বর্ত্তন্ত ইতি শেষঃ। এবং যত্র সৃষ্টির্যা কাচিন্নির্ম্মিতিঃ ক্রিয়েতি যাবৎ গবাম্ উদয়নী গবাং পশুবিশেষাণাং বর্দ্ধনী। যত্র চ গোষ্ঠৌকসাং ব্রজনিবাসিনাং বাসঃ। এবং যত্র পিতৃভ্যাং যশোদানন্দাভ্যাং পরিপালিতঃ সন্ কৃষ্ণঃ সুখৈর্বিহরতে। সুখস্য বহুপ্রকারত্বেন বহুবচনম্ ॥ ৮ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। ব্রজরসমাধুর্যে শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্ত ভরপূর। যাঁহাদের হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাব হইয়াছে, কোনরূপে শ্রীভগবান্, তদীয় ভক্ত বা ধামাদির স্মৃতি তাঁহাদের চিত্তে উদিত হইলেই প্রেম রসতা বা আস্বাদ্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। "যথা প্রাবৃষি তৃণাঙ্কুরস্যোদ্ভেদেন তদ্বীজ-সত্তানুমীয়তে" (ব্যাস-ভাস্য) অর্থাৎ বর্ষাকালে তৃণাঙ্কুরের উদ্গম দেখিয়া যেমন পৃথিবীতে তাহার বীজের বিদ্যমানতা অনুমিত হয়, তদ্রূপ শ্রীভগবান্, তাঁহার লীলাপরিকর বা ধামাদির বিষয় শ্রবণে, কীর্তনে ও স্মরণে যাঁহাদের চিত্তে আনন্দের উন্মেষ হয়, তাঁহাদের চিত্তে প্রীতির অস্তিত্বের অনুভব করা যায়। "প্রেমাদিমতান্তু যথাকথঞ্চিৎ স্মরণমপি তত্র হেতুঃ" (শ্রীজীবপাদ) জাতরতি সাধকেরও ভগবৎ-সম্বন্ধমাত্রে আনন্দের আবির্ভাব-প্রকার দৃষ্ট হয়, প্রেমস্তরে স্বল্পমাত্র বিভাবাদি দ্বারা কিঞ্চিৎ আস্বাদ-বিশেষের যোগ্যতা লাভ হইলেই তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণরতি রসতা প্রাপ্তি করিয়া থাকে। শ্রীপাদ রঘুনাথ মহাভাবরাজ্যে, অতএব তাঁহার চিত্তে মন্দাকিনী-ধারার ন্যায় ব্রজরসের অফুরন্ত উৎস নিয়ত প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে!

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের পিত্রালয় শ্রীনন্দীশ্বরের মহিমা শ্রীপাদের চিত্তে উদিত হইয়াছে। প্রথমেই বলিতেছেন—"যত্র শ্রীঃ পরিতো-ভ্রমত্যবিরতং" 'যে নন্দীশ্বরে সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কমলা মূর্তিমতী হইয়া পরিচারিকার ন্যায় সতত ভ্রমণ করিতেছেন।' ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পর শ্রীনন্দ মহারাজের অপরিমিত মণি-মাণিক্য, ধন-রত্নাদি দানের কথা শ্রবণে মহারাজ পরীক্ষিতের মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল যে, পৃথিবীপতি রাজরাজেশ্বরগণের পক্ষেও যে সব ধন-রত্নাদি দান করা সম্ভবপর নহে, মথুরার সামান্য করদরাজ্য ব্রজমণ্ডলের অধিপতি মহারাজ নন্দের পক্ষে এই দান কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? সর্বজ্ঞ শ্রীপাদ শুকমুনি তাঁহার মনোভাব অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন—

"তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্।
হরের্নিবাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়মভূন্নৃপ ॥" (ভাঃ-১০।৫।১৮)

"হে রাজন্! ব্রজ শ্রীভগবানের নিত্য-নিবাসভূমি, সুতরাং স্বতঃই সর্বসম্পদে পরিপূর্ণ, শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন হইতে আবার ঐ স্থান রমার বিহারভূমি হইয়া উঠিল।" তাৎপর্য এই যে, স্বভাবতঃই সর্ব-সমৃদ্ধিপূর্ণ ব্রজধাম, যাঁহার একটি রজঃকণার মধ্যে অনন্ত বৈকুণ্ঠের সম্পদ্ নিহিত রহিয়াছে, সে স্থানের সম্পদ্ বৃদ্ধির নিমিত্ত সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রমার সহায়তার কোনই প্রয়োজন নাই। তবু শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার পার্ষদগণের সেবাতেই সকলের সর্বপ্রকার সার্থকতা হইয়া থাকে ভাবিয়া সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রমা যেন এখানে মূর্তিমতী হইয়া পরিচারিকার ন্যায় চারিদিকে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছেন। নন্দীশ্বরের অতুলনীয় বৈভবের অনুভবেই এই প্রকার উক্তি।

অথবা মহালক্ষ্মীগণেরও অর্চনীয়-চরণা শ্রীরাধাদি সহস্র সহস্র ব্রজসুন্দরীগণ প্রত্যহ যেখানে চারিদিকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। প্রতিদিনই শত সহস্র সখীগণসঙ্গে শ্রীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের জন্য রন্ধননিমিত্ত নন্দীশ্বরে গমন করেন, নন্দীশ্বরের উপত্যকাদিতে পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ সেবা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মসংহিতায় বর্ণিত—

"চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

"যেখানের গৃহাবলী চিন্তামণি-নির্মিত, যেখানে লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষের বন, সেই সুরম্য শ্রীবৃন্দাবনে শত সহস্র মহালক্ষ্মীগণ-কর্তৃক সসম্ভ্রমে সেব্যমান গোচারণ-পরায়ণ শ্রীগোবিন্দকে ভজন করি।"

অথবা 'শ্রী' অর্থে শোভা, শোভা যেন সাক্ষাৎ মূর্তিমতী হইয়া নন্দীশ্বর-গিরির চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে। যে দিকে নয়ন যায়, সেই দিকেই যেন অতুলনীয় নৈসর্গীক শোভা-সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া বিরাজমান নন্দীশ্বরগিরি। রসাল, পনস, অর্জুন, নারিকেল, গুবাক, তমাল, কদম্ব, বকুল, পুন্নাগাদি বৃক্ষসমূহ; জাতি, যূথি, নবমল্লিকা, লবঙ্গ, অতিমুক্তা প্রভৃতি লতাসমূহে বেষ্টিত হইয়া মনোরম শ্রী-ধারণ করিয়াছে। তরুলতাদিতে নানাবিধ কুসুম বিকসিত হইয়া সৌরভে দিগন্ত আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। সেই সৌরভে সমাকৃষ্ট হইয়া ভৃঙ্গের দল কুসুমের স্তবকে স্তবকে মধুর গুঞ্জার করত পুষ্পমধু পান করি-তেছে। কোকিলাদি পক্ষীর কলকূজনে মুখরিত গিরির বনভূমি। স্থানে স্থানে স্বচ্ছ জলপূর্ণ তড়াগ, সরোবরাদিতে প্রস্ফুটিত হইয়াছে কমল, কহ্লারাদি জলজকুসুম। চক্রবাক, হংস, সারস, কারণ্ডবাদি পক্ষিসমূহের কলকূজনে জলাশয়গুলি মুখরিত। গিরির চারিপার্শ্বে এই প্রকার নৈসর্গীক শোভা পরিবেশের মধ্যে শত শত অমরাবতির শোভাসম্পদ্ দ্বারা নন্দীশ্বরপুর পরিশোভিত। যে দিকে দৃষ্টি যায়, সেই দিকেই মণি, মাণিক্য, হীরক, রত্নাদির অপূর্ব শিল্পচাতুর্য! নিখিল সুখদ শোভামাধুরীর অফুরন্ত উৎসে পুরদেশ পরিপূর্ণ রহিয়াছে!

অতঃপর বলিলেন—"তাস্তা মহাসিদ্ধয়ঃ স্ফীতাঃ" 'যত্র তাস্তাঃ প্রসিদ্ধা অণিমাদয়োঽষ্টৌ মহা-সিদ্ধয়ঃ স্ফীতাঃ পরিপূর্ণা বর্ত্তন্ত ইতি শেষঃ' অর্থাৎ 'যেখানে অণিমাদি অষ্টমহাসিদ্ধি পরিপূর্ণরূপে বিরাজ

করিতেছে। অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, বশিত্ব, ঈশিত্ব, কামবসায়িতা—এই অষ্ট মহাসিদ্ধি। অণিমা শরীরকে অনুর মত করিবার শক্তি; ইহাদ্বারা পাষাণের ভিতরেও প্রবেশ করা যায়। মহিমা—যত ইচ্ছা বড় হইবার ক্ষমতা। লঘিমা—যতটুকু ইচ্ছা হাল্কা হইবার ক্ষমতা। প্রাপ্তি—যাহাতে অঙ্গুলিদ্বারা চন্দ্রকেও স্পর্শ করা যায়। প্রাকাম্য—দূরস্থ বস্তুকে নিকটে আনয়নের শক্তি। বশিত্ব—ভৌতিক পদার্থকে বশীভূত করিবার শক্তি। ঈশিত্ব—ভৌতিক পদার্থসমূহের উপর প্রভুত্ব করিবার শক্তি। কামবসায়িতা ভূত বা ভৌতিক পদার্থ-সম্বন্ধে যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ করিবার শক্তি। যাঁহারা শুদ্ধ-ভক্তিপথাশ্রয়পূর্বক সাধন-ভজনাদি করেন, তাঁহারা এইসব সিদ্ধিকে কখনই কামনা করেন না। বরং শুদ্ধভক্তির বিঘাতকজ্ঞানে দূরতঃ এইগুলিকে পরিহার করিয়া থাকেন। কারণ এইগুলির বাসনাও যদি মনে থাকে, তাহা হইলে ভজন করিলেও প্রেমলাভ করা যায় না। "ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি-বাঞ্ছা মনে যদি রয়। সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয়॥" (চৈঃ চঃ) তবে ভক্ত কামনা না করিলেও ভক্তিমহা-রাণীর দাসীর ন্যায় ইহারা যে-হৃদয়ে ভক্তি বিরাজ করেন, সেই স্থানে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়। "হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদি-সিদ্ধয়ঃ। ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ॥" (নারদপঞ্চরাত্র) অর্থাৎ 'মুক্তি প্রভৃতি সকল সিদ্ধি, অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয়ভোগাদিও হরিভক্তিরূপা মহাদেবীর দাসীর ন্যায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকে।' সুতরাং এই মহাসিদ্ধিসমূহ স্বয়ং ধন্য হইবার বাসনায় স্বাভাবিক নিখিল সম্পদে পরম সমৃদ্ধ শ্রীনন্দীশ্বরগিরিতে পূর্ণরূপে বিরাজ করিয়া থাকে।

আবার বলিয়াছেন—ধেণুগণের উন্নয়ন বা শ্রীবৃদ্ধির জন্যই যেন গিরির আবির্ভাব হইয়াছে—"সৃষ্টিরলং গবামুদয়নী।" শ্রীনন্দমহারাজের নব লক্ষ গাভী ও অন্যান্য গোপগণের সহস্র সহস্র গাভীর সমৃদ্ধি, তাহাদের পরিপুষ্টি, আনন্দ ও অদ্ভুত অমৃতাস্বাদী বিপুল দুগ্ধদানের ক্ষমতা দর্শনে মনে হয়, যেন গাভীর সমৃদ্ধির নিমিত্তই শ্রীগিরির প্রকাশ হইয়াছে। আসলে "অনন্ত কামধেনু যাঁহা চরে বনে বনে" সুতরাং তাঁহাদের শ্রীবৃদ্ধির কোন প্রশ্ন না থাকিলেও অসংখ্য গাভীকুলের মহাহর্ষান্বিত হাম্বারব ও গোপাল-গণের আনন্দ-কোলাহলের স্ফূর্তিতেই ঐরূপ উক্তি। শ্রীপাদ বিলাপকুসুমাঞ্জলিতে (৬০) বলিয়াছেন—

"হম্বারবৈরিহ গবামপি বল্লভানাং, কোলাহলৈর্বিবিধ-বন্দিকলাবতাং তৈঃ।
সম্ভাজতে প্রিয়তয়া ব্রজরাজসূনো, র্গোবর্দ্ধনাদপি গুরুর্ব্রজবন্দিতাদ্যঃ॥"

"শ্রীনন্দীশ্বরগিরি গো-গণের হাম্বারবে, গোপগণের ও স্তুতিপাঠকাদি বিবিধ কলাকারগণের কোলাহলে নিয়ত শোভা পাইতেছেন, শ্রীনন্দনন্দনের প্রিয়তাহেতু ব্রজজনপূজ্য গোবর্ধন অপেক্ষাও যিনি শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছেন।" এই জন্যই তিনি ব্রজজনের পরম সুখনিবাসস্থলী "বাসোঽপি গোষ্ঠৌক-সাম্।" যেখানে অফুরন্ত প্রেম, আনন্দ ও সুখসমৃদ্ধিতে গোপগণ পরমসুখে বসবাস করিয়া থাকেন।

আবার "বাৎসল্যাৎ পরিপালিতো বিহরতে কৃষ্ণঃ পিতৃভ্যাং সুখৈঃ" 'জনক-জননী শ্রীনন্দযশোদা-কর্তৃক প্রগাঢ় বাৎসল্যরসে পরিপালিত হইয়া যেখানে শ্রীকৃষ্ণ পরমসুখে বিহার করিয়া থাকেন।' ভক্তের

পুত্রস্যাভ্যুদয়ার্থমাদরভরৈর্মিষ্টান্নপানোৎকরৈ-
র্দিব্যানাঞ্চ গবাং মণিব্রজযুষাং দানৈরিহ প্রত্যহম্।
যো বিপ্রান্ গণশঃ প্রতোষয়তি তদ্ভব্যস্য বার্ত্তাং মুহুঃ
স্নেহাৎ পৃচ্ছতি যশ্চ তদ্গতমনাস্তং গোকুলেন্দ্রং ভজে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। যিনি এই নন্দীশ্বরে সন্তানের অভ্যুদয়ার্থ পরম সমাদরে নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রভৃতি ভোজন, পানাদিদ্বারা ও মণি-রত্নাদি ভূষিত দিব্যগাভীদানে প্রত্যহ ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করেন এবং তদ্গতচিত্তে পরম স্নেহভরে ব্রাহ্মণগণের নিকট নিজ পুত্রের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করেন—সেই গোকুলেন্দ্র **শ্রীনন্দমহারাজের** ভজন করি ॥ ৯ ॥

টীকা। শ্রীনন্দং স্তৌতি—পুত্রেতি। তং গোকুলেন্দ্রং শ্রীনন্দং ভজে। যো নন্দঃ পুত্রস্য অভ্যুদয়ার্থং সমুন্নতয়ে বৃদ্ধয়ে ইতি যাবৎ। প্রত্যহমহরহো গণশঃ প্রতিগণং বিপ্রান্ প্রতোষয়তি। 'উদয়স্তু পুমান্ পর্ব্ব পর্ব্বতে চ সমুন্নতাবি'তি মেদিনী। কৈঃ কৃত্বা আদরভরৈরাদরাতিশয়ৈরেবং মিষ্টান্নপানোৎ-করৈর্গবাং দানৈশ্চ। কিম্ভূতানাং মণিব্রজযুষাং মণিবৃন্দযুক্তানাম্। 'ব্রজোগোষ্ঠাধ্ববৃন্দেষ্বি'তি মেদিনী। যশ্চ তদ্গতমনাঃ কৃষ্ণগতচিত্তঃ সন্ মুহুর্বারং বারং তদ্ভব্যস্য বার্ত্তাং তৎকল্যাণস্য বৃত্তান্তং স্নেহাৎ পৃচ্ছতি ॥ ৯ ॥

প্রেম স্বীয় জাতি এবং পরিমাণ অনুরূপ শ্রীভগবানের প্রেমবশ্যতা স্বভাবের উদ্গম করাইয়া থাকে। ভক্তের প্রেমমাধুরী আস্বাদনই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার মুখ্যতম উদ্দেশ্য। নন্দ-যশোদার শুদ্ধ বাৎসল্যরসের ছাঁচে ঢালাই করা সচ্চিদানন্দঘন প্রেমরসবুভুক্ষু শ্রীভগবান্ তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য ভুলিয়া তাঁহাদের বাৎসল্যরসসিন্ধুতে নিরন্তর পরমানন্দে সন্তরণসুখাস্বাদন করিয়া থাকেন। সেই গোষ্ঠপ্রদেশ বা ব্রজমণ্ডলের শিরোদেশ ব্রজপতি শ্রীনন্দের রাজধানী শ্রীনন্দীশ্বরকে শ্রীপাদ বন্দনা করিতেছেন—

"যে স্থানেতে স্বয়ং লক্ষ্মী মূর্তিমতী হৈয়া।
ইতস্ততঃ বুলে সদা সেবার লাগিয়া ॥
যে স্থানেতে অষ্টসিদ্ধি সেবা-আকাঙ্ক্ষায়।
পরিপূর্ণ হৈয়া আছে নন্দ-আঙ্গিনায় ॥
ধেনুগণের শ্রীবৃদ্ধি সতত বিহার।
কৃষ্ণ-নিত্যধাম ব্রজ সুখের পাথার ॥
ব্রজবাসিগণ সুখে অবস্থান করে।
বাৎসল্যেতে মাতা-পিতা লালনাদি করে ॥
শ্রীনন্দের রাজধানী নাম নন্দীশ্বরে।
ভজনা করিব এই লালসা অন্তরে ॥" ৮ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীনন্দীশ্বরগিরি-বর্ণনায় নন্দ-যশোদার স্মৃতি চিত্তে সমুদিত হওয়াতে শ্রীপাদ দুইটি শ্লোকে শ্রীনন্দ-যশোদার বন্দনা করিতেছেন। ব্রজরাজ ব্রজেশ্বরী শ্রীনন্দ-যশোদাতেই যে ঐশ্বর্যজ্ঞান-গন্ধশূন্য শুদ্ধমাধুর্যময় বাৎসল্যপ্রেমের পরাকাষ্ঠা—ইহা শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র হইতে স্পষ্টতঃ জানা যায়। সুবিশাল বাৎসল্য-রসসিন্ধু, হিমাদ্রির ন্যায় ঐশ্বর্য-পর্বত নিপাতেও ক্ষুভিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। তাই শ্রীনন্দের বন্দনায় এই শ্লোকে প্রথমেই বলা হইয়াছে—"পুত্রস্যাভ্যুদয়ার্থমাদরভরৈ-র্মিষ্টান্নপানোৎকরৈর্দিব্যানাঞ্চ গবাং মণিব্রজযুজাং দানৈরিহ প্রত্যহম্।" অর্থাৎ 'পুত্রের অভ্যুদয়ার্থ বা কৃষ্ণের কল্যাণ-কামনায় যিনি প্রত্যহ পরম সমাদরে ব্রাহ্মণগণকে মিষ্টান্নাদি ভোজন করাইয়া মণি-রত্নাদি ভূষিত দিব্য গাভীদানে তাঁহাদের সন্তুষ্ট করেন।' শ্রীনন্দমহারাজের শুদ্ধবাৎসল্যভাব শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্যদর্শনেও কিছুমাত্র শিথিল না হইয়া কি ভাবে তাহাতে তাঁহার পুত্রভাবের পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে বিপুলভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

পূতনারাক্ষসীর নিধনান্তে মথুরা হইতে সমাগত শ্রীনন্দমহারাজ স্বচক্ষে পূতনার বিশাল দেহ দর্শন করিলেন, বসুদেব মহাশয়ের নিকট এই জাতীয় উপদ্রবের কথা পূর্বেই শ্রবণ করিয়াছিলেন—তবু পূতনারি শ্রীবালগোপালকে দেখিয়া তাহার বিশাল বাৎসল্যসিন্ধু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। "নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রোষ্যাগতমুদারধীঃ। মূর্ধ্ন্যুপাঘ্রায় পরমাং মুদং লেভে কুরূদ্বহ॥" (ভাঃ-১০।৬।৪৩) শ্রীশুকদেব বলিলেন—'হে মহারাজ পরীক্ষিত! মথুরা প্রবাস হইতে সমাগত উদারচিত্ত শ্রীনন্দ নিজ-পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ ও মস্তকাঘ্রাণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন।' শ্রীরূপপাদ বলিয়াছেন—"অনু-ভাবাঃ শিরোঘ্রাণম্" মস্তকাঘ্রাণ বাৎসল্যরসের একটি অন্যতম অনুভাব।

যেদিন ঔত্থানিক পর্বে মহাশকটের নিম্নে শায়িত শ্রীনন্দনন্দন মাতৃস্তন্যের নিমিত্ত রোদন করিতে করিতে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত তাঁহার সুকোমল চরণের স্পর্শেই অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে বিশাল শকটকে বিপর্যস্ত করত শকটাসুরকে নিধন করিলেন, সেদিন তাঁহার নিকটে স্থিত বালকগণ 'নন্দনন্দনই পদক্ষেপদ্বারা শকট-খানি বিপর্যস্ত করিয়াছে' বলিলে নন্দাদি বাৎসল্য-প্রেমিকগণ তাহাতে বিশ্বাস-স্থাপন করিতে পারেন নাই। "ন তে শ্রদ্দধিরে গোপা বালভাষিতমিত্যুত। অপ্রমেয়ং বলং তস্য বালকস্য ন তে বিদুঃ॥" (ভাঃ-১০।৭।১০) অর্থাৎ 'নন্দাদি গোপগণ অল্পমতি বালকগণের কথায় বিশ্বাস-স্থাপন করিতে পারেন নাই, কারণ তাঁহারা স্বীয় বাৎসল্যপ্রেমের ধারণায় নন্দনন্দনের অচিন্ত্য-মহাপ্রভাবের অনুসন্ধান রাখেন না।' বরং শ্রীনন্দ-মহারাজ তাঁহার পুত্রের অনিষ্টাশঙ্কায় অতিশয় কাতর হইয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা সন্তানের বিবিধ মাঙ্গলিক কার্য-সম্পন্ন করাইয়াছিলেন।

"ইতি বালকমাদায় সামর্গ্যজুরুপাকৃতৈঃ।
জলৈঃ পবিত্রৌষধিভিরভিষিচ্য দ্বিজোত্তমৈঃ॥

বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং নন্দগোপঃ সমাহিতঃ।
হুত্বা চাগ্নিং দ্বিজাতিভ্যঃ প্রাদাদন্নং মহাগুণম্ ॥
গাবঃ সর্ব্বগুণোপেতা বাসঃ স্রগ্রুক্মমালিনীঃ।
আত্মজাভ্যুদয়ার্থায় প্রাদাত্তে চান্বযুঞ্জত ॥" (ভাঃ-১০।৭।১৪-১৬)

"মহারাজ নন্দ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণদ্বারা সামাদি বেদত্রয়োক্তমন্ত্রে সংস্কৃত কুশ, সর্ব্বৌষধি, মহৌষধি প্রভৃতি মিশ্রিতজল-প্রোক্ষণদ্বারা নিজপুত্রের অভিষেক করাইলেন। তদনন্তর মাঙ্গলিক কর্ম ও মাঙ্গলিক হোমাদি করাইয়া ব্রাহ্মণগণকে ভোজ্যাদি প্রদান করিলেন। অতঃপর পুত্রের অভ্যুদয় বা কল্যাণার্থে সুবর্ণরঞ্জিত বস্ত্র ও সুবর্ণ-মাল্যাদি পরিশোভিত দুগ্ধবতী গাভী দান করিলেন। ব্রাহ্মণগণও নন্দের দান গ্রহণ করত নন্দনন্দনকে আশীর্বাদ দান করিলেন।" তৃণাবর্ত-বধ, যমলার্জুন-ভঞ্জনাদিতেও শ্রীনন্দাদি গোপগণের বাৎসল্যরসময় অনুরূপ চেষ্টা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবাসী সর্বজনসমক্ষে সপ্ত অহোরাত্র গিরিরাজ গোবর্ধন-ধারণের অচিন্ত্য ঐশ্বর্য দর্শনে গোপগণ বিস্মিত হইয়া শ্রীনন্দমহারাজের নিকট শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তির কথা ব্যক্ত করিলে শ্রীনন্দের শুদ্ধ-মাধুর্যের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। বরং তিনি গর্গমুনির কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীনারায়ণের শক্তি তাঁহার পুত্রে সঞ্চারিত হইয়া নানা আপদ্-বিপদে তাঁহাদের রক্ষা করিয়া থাকে, একথা বুঝাইয়া দিয়া তাঁহাদের সন্দেহ নাশ করিয়াছিলেন। শ্রীনন্দের শুদ্ধ-বাৎসল্যসিন্ধু হইতে উত্থিত বচনামৃতরসাস্বাদনে গোপগণের সাময়িক ঐশ্বর্য-গিরিনিপাতে আলোড়িত মাধুর্যসিন্ধু স্ব-স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া চিরস্থির হইয়াছিল। তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণকে নিশ্চিত শ্রীনন্দনন্দনরূপেই অনুভব করিয়া পরমানন্দসিন্ধুতে ভাসমান হইয়াছিলেন।

মাথুর-বিরহে বিজ্ঞশিরোমণি ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীউদ্ধব মহাশয় শ্রীনন্দ-যশোদার পুত্রবাৎসল্যময় ভাব দর্শনে চমৎকৃত হইয়া বলিয়াছিলেন—"যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ নূনং দেহিনামিহ মানদ। নারায়ণেঽখিলগুরৌ যৎকৃতা মতিরীদৃশী ॥" 'হে মানদ! আপনারা অখিল দেহধারীগণমধ্যে প্রশংসনীয়তম, যেহেতু অখিল গুরু শ্রীনারায়ণে আপনাদের এতাদৃশ পুত্রবাৎসল্যময় বুদ্ধি রহিয়াছে।' শ্রীউদ্ধব মহাশয় তাঁহাদের শোকাপনোদনজন্য শ্রীকৃষ্ণ যে পরমেশ্বর, এইরূপ বহু কথাই বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের বাৎসল্য-ভাবকে বিন্দুমাত্রও শিথিল করিতে পারেন নাই।

আমরা বলিয়াছি—ভক্তের প্রেম শ্রীভগবানের স্বভাবের উদগম ঘটায়। শ্রীনন্দমহারাজের বিশুদ্ধ বাৎসল্যপ্রেমের অধীন শ্রীভগবানও নিজের সমগ্র ঐশ্বর্যের কথা বিস্মৃত হইয়া নিজেকে শ্রীনন্দনন্দন বলিয়াই মনে করেন, সর্বারাধ্যতত্ত্ব হইয়াও নিত্য পিতার শ্রীচরণরেণু ভক্তিভরে মস্তকে ধারণ করেন। ব্রহ্ম শিবাদির বন্দনীয়চরণ শ্রীভগবান্ পিতার পাদুকাযুগল মস্তকে বহন করিয়া পিতার নিকট আনয়ন করিলে পিতা নন্দ আনন্দসাগরে ভাসমান হন।

পুত্রস্নেহভরৈঃ সদাস্নুতকুচদ্বন্দ্বা তদীয়োচ্ছল-
দ্ঘর্ম্মস্যাপি লবস্য রক্ষণবিধৌ স্বপ্রাণদেহার্ব্বুদৈঃ।
আসক্তা ক্ষণমাত্রমপ্যকলনাৎ সদ্যঃপ্রসূতেব গৌ-
র্ব্যগ্রা যা বিলপত্যলং বহুভয়াৎ সা পাতু গোষ্ঠেশ্বরী ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। পুত্রস্নেহবশতঃ যাঁহার স্তন হইতে অবিরত দুগ্ধধারা ক্ষরিত হইয়া থাকে, পুত্রের অঙ্গে ঘর্মবিন্দুমাত্র দর্শনে যিনি অর্বুদ-পরিমিত প্রাণদ্বারা উহার উপশম-বিধানের প্রযত্ন করেন, ক্ষণকাল মাত্রও পুত্রমুখ দর্শন না করিলে যিনি সদ্যপ্রসূতা গাভীর ন্যায় সাতিশয় ভয়বিহ্বলা ও ব্যগ্রা হইয়া বিলাপ করেন—সেই গোষ্ঠেশ্বরী **শ্রীযশোদা** আমায় রক্ষা করুন্ ॥ ১০ ॥

টীকা। শ্রীযশোদাং স্তৌতি—পুত্রেতি। সা গোষ্ঠেশ্বরী যশোদা পাতু রক্ষতু। যা যশোদা পুত্রে শ্রীকৃষ্ণে যে স্নেহভরাঃ স্নেহাতিশয়াস্তৈঃ সদা সর্ব্বকালং স্নুতকুচদ্বন্দ্বা স্নুতং স্রবৎ কুচদ্বন্দ্বং যস্যাঃ স্বয়ং এবম্ভূতাপি তদীয়োচ্ছলদ্ঘর্ম্মস্যাপি লবস্য তস্য পুত্রস্য উচ্ছলন্ হৃদয়াদ্গলন্ যোঘর্ম্মঃ স্বেদস্তস্য লবস্য কণায়াঃ অপি সম্ভাবিতস্য স্বপ্রাণদেহার্ব্বুদৈঃ করণৈঃ রক্ষণবিধৌ ঘর্ম্মাভাব-সাধনপ্রকারে আসক্তা সদোদ্যুক্তা। এবং ক্ষণমাত্রমপি অকলনাদস্যাদর্শনাৎ সদ্যঃপ্রসূতা নবপ্রসূতা গৌরিব ব্যগ্রা সোৎকণ্ঠা। অত্র প্রকরণমর্য্যাদয়া অকলনাদিত্যত্র পুত্রপদাভাবেহপি তদর্থপ্রতীতে র্ন ন্যূনপদতা দোষঃ ॥ ১০ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ পূর্বশ্লোকে শ্রীল নন্দমহারাজের শুদ্ধবাৎসল্যরসময় প্রেম-পরিপাটীর কথা উল্লেখ করিয়া এই শ্লোকে বাৎসল্যরসের ঘনীভূতমূর্তি মাতা যশোদার স্তব করিয়া

তাই শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিলেন—'এই নন্দীশ্বরে যিনি প্রত্যহ সন্তানের কল্যাণার্থে বিবিধ মিষ্টান্নাদি ও মণি-রত্নাদি ভূষিত গাভীদানে ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করেন এবং পুত্রভাবগতচিত্তে পরম স্নেহভরে শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল ব্রাহ্মণগণের নিকট জিজ্ঞাসা করেন—সেই **গোকুলেন্দ্র শ্রীনন্দ-মহারাজের** ভজন করি।'

"পুত্রের কল্যাণে যিনি অতি সমাদরে।
নানাবিধ মিষ্টান্ন রত্নথালা ভরে ॥

সুদিব্য গাভীগণে রত্ন-অলঙ্কারে।
ভূষিত করিয়া দান করে ব্রাহ্মণেরে ॥

পুত্রস্নেহে তদগত-চিন্তিত অন্তরে।
মঙ্গল জিজ্ঞাসা সদা করে ব্রাহ্মণেরে ॥
পুত্রের মঙ্গল-লাগি ব্যাকুলিত যিনি।
গোকুলেন্দ্র শ্রীনন্দে ভজন করি আমি ॥" ৯ ॥

স্বাভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহার শ্রীচরণে প্রপন্ন হইতেছেন। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ বাৎসল্যরসের আশ্রয়-আলম্বন বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

"ভূর্য্যনুগ্রহচিতেন চেতসা, লালনোৎকমভিতঃ কৃপাকুলম্।
গৌরবেণ গুরুণা জগদ্গুরো-র্গৌরবং গণমগণ্যমাশ্রয়ে॥" (ভঃ রঃ সিঃ-৩।৪।৯)

অর্থাৎ "যাঁহারা প্রচুরতর অনুগ্রহ-সমাযুক্ত-চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের লালনাদি ব্যাপারে সর্বদা সমুৎসুক এবং সর্বথা কৃপাকুল, সেই জগদ্গুরুর গুরুগণকে আশ্রয় করি।" তৎপরে শ্রীপাদ তাঁহাদের পরিচয় উল্লেখ করিতে গিয়া বলিলেন—

"তে তু তস্যাত্র কথিতা ব্রজরাজ্ঞী ব্রজেশ্বরঃ।
রোহিণী তাশ্চ বল্লব্যো যাঃ পদ্মজহৃতাত্মজাঃ॥
দেবকী তৎসপত্ন্যশ্চ কুন্তী চানকদুন্দুভিঃ।
সান্দীপনিমুখাশ্চান্যে যথাপূর্ব্বমমী বরাঃ॥
ব্রজেশ্বরী ব্রজাধীশৌ শ্রেষ্ঠৌ গুরুজনেষ্বিমৌ॥" (ভঃ রঃ সিঃ-৩।৪।১০৬-১১)

ব্রজরাজ্ঞী, ব্রজেশ্বর, রোহিণী, (উপলক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য ও তৎপত্নীগণ) ব্রহ্মাকর্তৃক হৃতপুত্রা গোপীগণ, দেবকী, তাঁহার সপত্নীগণ, কুন্তী, বসুদেব, সান্দীপনি প্রমুখ মুনিগণ—ইঁহারাই শ্রীকৃষ্ণের গুরুজন, ইঁহাদের মধ্যে পূর্বপূর্বজন উত্তরোত্তর হইতে শ্রেষ্ঠ। সমুদয় গুরুবর্গমধ্যে কিন্তু ব্রজেশ্বরী ও ব্রজরাজই শ্রেষ্ঠ। এই মর্মে মাতা **যশোমতী**কে বাৎসল্যরসের **শিরোরত্ন**রূপে পাওয়া যায়। অধিক কি তিনি যেন নিখিল বাৎসল্যরসের ঘনীভূত মূরতি।

"তনৌ মন্ত্রন্যাসং প্রণয়তি হরের্গদ্গদময়ী, সবাষ্পাক্ষী রক্ষা-তিলকমলিকে কল্পয়তি চ।
স্নুবানা প্রত্যূষে দিশতি চ ভুজে কার্ম্মণমসৌ, যশোদা মূর্ত্তেব স্ফুরতি সুতবাৎসল্যপটলী॥"
(ঐ-৩।৪।১৪)

অর্থাৎ "প্রত্যহ প্রত্যূষে মা যশোদা শ্রীহরির দেহে গদ্গদবাক্যে মন্ত্রন্যাস অশ্রুপূর্ণলোচনে ললাটে রক্ষাতিলক-রচনা এবং ভুজে রক্ষা-বন্ধন করেন—পুত্রস্নেহে স্নুতস্তন্যা যশোদা যেন মূর্ত পুত্রবাৎসল্য-সমূহরূপে বিরাজ করিতেছেন।"

পূর্বশ্লোকের ব্যাখ্যায় আমরা শ্রীনন্দমহারাজের ঐশ্বর্যজ্ঞান-গন্ধশূন্য বিশুদ্ধ বাৎসল্যভাবের কথা বলিয়াছি। মাতা যশোদাতে এই ভাব আরও অধিক চমৎকারিত্বপূর্ণ! শ্রীকৃষ্ণের গিরিধারণে গোপকুল শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যদর্শনে বিচলিত হইলে শ্রীনন্দমহারাজ তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার সন্তানের ভিতর নারায়ণীশক্তি বিকাশলাভ করিয়া এই সব অসাধারণ কার্য-সম্পাদন করিয়া থাকে। কিন্তু যশোমতী একথাও ভাবিতে পারেন না। তাঁহার ধারণায় তাঁহার কোমল শিশুর মধ্য দিয়া কি কখনও নারায়ণীশক্তির বিকাশ হইতে পারে? নারায়ণের কৃপাতেই তাঁহার শিরিষকুসুম-কোমলাঙ্গ সন্তান নানা

আপদ্-বিপদ্ হইতে বার বার রক্ষা পাইতেছে এবং ইহাও শ্রীগোপরাজের নিষ্কপট নারায়ণ-উপাসনারই মূর্ত ফল। যে-জন্য এই পরিণত বয়সে তিনি এমন ভুবন আলো করা সন্তান ক্রোড়ে পাইয়াছেন। শ্রীনন্দ-মহারাজ অপেক্ষাও শুদ্ধ-বাৎসল্য-পয়োনিধি মা যশোদার এইখানেই বৈশিষ্ট্য। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"বিষ্ণুর্নিত্যমুপাস্যতে সখি ! ময়া তেনাত্র নীতাঃ ক্ষয়ং
শঙ্কে পূতনিকাদয়ঃ ক্ষিতিরুহৌ তৌ বাত্যয়োন্মূলিতৌ।
প্রত্যক্ষং গিরিরেষ গোষ্ঠপতিনা রামেণ সার্দ্ধং ধৃত-
স্তত্তৎ কর্ম্ম দুরন্বয়ং মম শিশোঃ কেনাস্য সংভাব্যতে ?" (ঐ-৩।৪।৭)

শ্রীযশোদা তাঁহার কোন সমপ্রাণা গোপীকে বলিলেন—"হে সখি ! আমার সহিত গোষ্ঠপতি যে নিত্যই শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করেন, তাঁহারই প্রসাদে মনে হয় পূতনাদি বিনষ্ট হইয়াছে, ঐ যমলার্জুন বৃক্ষদ্বয়ও বাত্যা-কর্তৃক উন্মূলিত হইয়াছে, তাহাতে পুত্রের কোন সম্বন্ধ নাই, বরং বিষ্ণুর প্রসাদেই পুত্রটি রক্ষা পাইয়াছে। গিরিরাজও ব্রজরাজই বিষ্ণুপ্রসাদে ধারণ করিয়াছেন। যদি আমার শিশুটি ঐ দুরন্ত কার্য-গুলি করিতে পারিত, তবে বলরামও তাহা করিতে পারে না কেন ? সুতরাং আমার পুত্রের পক্ষে ঐসব দুরূহকার্য-সম্পাদন করা কখনই সম্ভবপর নহে।" তাই শ্রীপাদ বলিলেন—"পুত্রস্নেহভরৈঃ সদা স্নুতকুচ-দ্বন্দ্বা" 'ঐশ্বর্যজ্ঞানগন্ধশূন্য বিপুল বাৎসল্যভরে মাতা যশোদার স্তন হইতে নিয়ত দুগ্ধধারা ক্ষরিত হইয়া থাকে।' বাৎসল্যরসের ইহা অনন্য-সাধারণ সাত্ত্বিকভাব।

"নিচুলিত-গিরিধাতু-স্ফীতপত্রাবলীকা,-নখিলসুরভিরেণূন্ ক্ষালয়ন্ত্যির্যশোদা।
কুচকলসবিমুক্তৈঃ স্নেহমাধ্বীকমেধ্যৈ,-স্তব নবমভিষেকং দুগ্ধপূরৈঃ করোতি ॥"
(ললিতমাধব-নাটক)

"হে কৃষ্ণ ! তোমার সুব্যক্ত পত্রাবলি-রচনাদি গোরজসমূহে বিলুপ্ত হইয়াছিল, মা যশোদা কুচ-কলসবিমুক্ত স্নেহময় মাধ্বীকপূর্ণ পরম পবিত্র দুগ্ধধারায় ঐ ধূলি প্রক্ষালনপূর্বক তোমার অভিনব অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন।"

শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনেও শ্রীকৃষ্ণের কথামাত্র শ্রবণে মাতা যশোদার এই স্তন্যস্রাবরূপ-সাত্ত্বিক ভাবটির অতিশয় প্রাবল্য দেখা যায়। মাথুর-বিরহে শ্রীনন্দযশোদাদির সান্ত্বনার জন্য যখন শ্রীউদ্ধব মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রেরিত হইয়া ব্রজে আগমন করেন এবং নন্দালয়ে শ্রীনন্দমহারাজের সঙ্গে কৃষ্ণকথা-আলাপন করেন, তখন সেই দীর্ঘ-অনাহার-কৃশা মাতা যশোমতীর বিপুল স্তন্যস্রাবের কথা শ্রীপাদ শুকমুনি বর্ণনা করিয়াছেন—"যশোদা বর্ণ্যমানানি পুত্রস্য চরিতানি চ। শৃণ্বন্ত্যশ্রূণ্যবাস্রাক্ষীৎ স্নেহস্নুতপয়োধরা ॥" 'যখন শ্রীল ব্রজরাজ শ্রীউদ্ধবের নিকট নিজপুত্রের প্রভাবময় চরিত্র-বর্ণন করিতেছিলেন, তখন নিজপুত্রের

কথা শুনিতে শুনিতে পুত্রস্নেহে যশোদার স্তন হইতে মেঘমুক্ত জলধারার ন্যায় দুগ্ধধারা বর্ষিত হইতেছিল এবং নয়ন হইতে বিগলিত শোকাশ্রু-ধারায় পরিহিত বসন ভাসিয়া যাইতেছিল।'

এই প্রকার পুত্রস্নেহভরেই মাতা যশোমতী তাঁহার পুত্রের অঙ্গে ঘর্মবিন্দুর লেশমাত্র দর্শনে তাঁহার সুকোমলাঙ্গ শিশুর পরিশ্রম চিন্তা করিয়া অর্বুদ-প্রাণ ও দেহদ্বারা ঐ ঘর্মবিন্দুর উপশম-বিধানের নিমিত্ত প্রযত্ন করিয়া থাকেন। "তদীয়োচ্ছলদ্ঘর্ম্মস্যাপি লবস্য রক্ষণবিধৌ স্বপ্রাণদেহার্বুদৈঃ" মাতা যশোদার বাৎসল্য-স্নেহের সাক্ষাৎ অনুভব ব্যতীত কোনও বিদ্বান্ বা কবি তাঁহাদের বিদ্যাবত্তা বা কাব্যে যে এইরূপ বর্ণনা প্রকাশ করিতে পারেন, ইহা ধারণারও অতীত। শ্রীপাদ রঘুনাথের এই বর্ণনার পোষক যে কোন দৃষ্টান্তই দেওয়া যাক না কেন, সবই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইবে সন্দেহ নাই। ব্রজরসের মহাশিল্পী শ্রীপাদ রঘুনাথের মা যশোদার বাৎসল্যরসের এই অপূর্ব চিত্রাঙ্কনের তুলনা নাই।

শেষে বলিলেন—"ক্ষণমাত্রমপ্যকলনাৎ সদ্যঃপ্রসূতেব গৌর্ব্যগ্রা যা বিলপত্যলং বহুভয়াৎ সা পাতু গোষ্ঠেশ্বরী" 'ক্ষণকাল মাত্রও পুত্রমুখ না দেখিলে যিনি সদ্যপ্রসূতা গাভীর ন্যায় সাতিশয় ব্যগ্রা ও ভয়বিহ্বলা হইয়া বিলাপ করিতে থাকেন—সেই শ্রীগোষ্ঠেশ্বরী মাতা যশোদা আমায় রক্ষা করুন্।' তাই শ্রীকৃষ্ণের বন-গমনের প্রাক্কালে মাতা যশোদার ব্যাকুলতা মহাজন বর্ণনা করিয়াছেন—

"দেখ দেখ ব্রজেশ্বরী-নেহ।
গোধন-সঙ্গে বিজয় করু নিজ সুতে
কি করব না পায়ই থেহ॥
মুখ ধরি চুম্বন করতহিঁ পুন পুন
নয়নে গলয়ে জলধার।
স্তন-গত বসন ভিগি পড়য়ে ঘন
ক্ষীর-ধারা অনিবার॥
বিনিহিত নয়ন বয়ন-কমল পর
যৈছন চাঁন্দ-চকোর।
দিন অবসানে কিয়ে পুন হেরব
অনুমানি হোয়ত বিভোর॥
কো বিহি অদভুত প্রেম ঘটাওল
তাহে পুন ইহ পরমাদ।
ভণ রাধামোহন অনুদিন ঐছন
হোয়ত রসমরিযাদ॥

পুত্রাদুচ্চৈরপি হলধরাৎ সিঞ্চতি স্নেহপূরৈ-
র্গোবিন্দং যাদ্ভুতরসবতী প্রক্রিয়াসু প্রবীণা।
সখ্যশ্রীভির্ব্রজপুরমহারাজরাজ্ঞীং নয়েত্তদ্-
গোপেন্দ্রং যা সুখয়তি ভজে রোহিণীমিশ্বরীং তাম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। যিনি নিজপুত্র বলদেব অপেক্ষাও শ্রীগোবিন্দকে সমধিক স্নেহরসে অভিষিক্ত করেন, যিনি অদ্ভুত পাকাদি কার্যে পরম প্রবীণা, ব্রজপুররাজ্ঞী যশোদার সহিত যাঁহার একান্ত সখ্যভাব, নীতি-কুশলতায় গোপেশ্বর শ্রীনন্দের যিনি সমধিক প্রীতি-বর্ধন করেন, সেই ঈশ্বরী **শ্রীরোহিণীদেবীকে** আমি ভজন করি ॥ ১১ ॥

সায়ংকালে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ হইতে গৃহাগমনের কাল যতই সন্নিকট হইতে থাকে, কৃষ্ণবিরহে পরম ব্যগ্রা ও ভয়বিহ্বলা জননী যশোদা বার বার ঘর ও বাহির গতাগতি করিয়া সদ্যপ্রসূতা কোটি কোটি গাভীর বাৎসল্যকেও তিরস্কৃত করেন।

"যান্তী গেহাদজিরমজিরাদ্‌গেহমায়ান্ত্যথো যা
শুষ্যদ্বক্ত্রানয়দতিরুজৈবান্তিমং যামমহ্নঃ
সা গোষ্ঠেশা-তরণিতনয়ে নেত্রযুগ্মাৎ কুচাভ্যাং
জহ্নোঃ কন্যে অসৃজদিব তং প্রেক্ষ্য সূনুং সমীপে ॥" (কৃঃ ভাঃ-১৭।১২)

"গোষ্ঠেশ্বরী তনয়ের গৃহে আসিতে বিলম্ব দেখিয়া বারে বারে গৃহ হইতে অঙ্গনে এবং অঙ্গন হইতে গৃহে যাতায়াত করিতেছিলেন এবং তনয়ের প্রতি বিবিধ শঙ্কায় তাঁহার বদন শুকাইয়া গিয়াছিল, তন্নিমিত্ত যিনি অত্যন্ত বেদনার সহিত দিবসের শেষ যাম অতিবাহিত করিতেছিলেন, তিনি হঠাৎ প্রাণাধিক তনয়কে নিকটে বিলোকন করিয়া নেত্রদ্বয় হইতে দুইটি যমুনার ও কুচযুগল হইতে দুইটি গঙ্গাধারার সৃষ্টি করিলেন।" মাতা যশোদার বাৎসল্যপ্রেমের তুলনা নাই। তাই শ্রীপাদ রঘুনাথের প্রার্থনা—

"পুত্রস্নেহে বিগলিত যাঁহার অন্তর।
স্তনক্ষীরে আঁখি-নীরে ভাসে নিরন্তর ॥
পুত্র-অঙ্গে ঘর্ম হেরি অতি ব্যগ্র হ'য়ে।
শান্তি বিধান করে কোটি দেহ-প্রাণ দিয়ে ॥
ক্ষণকাল অদর্শনে গোবিন্দবদন।
প্রসূত-গাভীর ন্যায় ব্যাকুলিতা হন ॥
ভয়ে ব্যগ্র হৈয়া যিনি করেন বিলাপ।
যশোমতি রক্ষা করু করি আশীর্বাদ ॥" ১০ ॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণে পরমস্নেহবতীং রোহিণীং স্তৌতি—পুত্রাদিত্যাদি। তামীশ্বরীং স্বামিনীং রোহিণীং রামজননীং ভজে। যা হলধরাদ্রামাৎ পুত্রাদপি উচ্চৈঃ স্নেহপূরৈরতিশয়ৈঃ স্নেহরূপ জলসমূহৈ-র্গোবিন্দং সিঞ্চতি অভিষিঞ্চতি পুত্রাদিতি। যজগর্ত্তাদিত্বাৎ পঞ্চমী পুত্রমতীত্যেত্যর্থঃ। হলধরাদিতি বিশেষণং রোহিণ্যাঃ পুত্রান্তরব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। পূরো জলসমূহে স্যাদ্‌ব্রণসংশুদ্ধি খাদ্যয়োরিতি মেদিনী। অদ্ভুতাশ্চ তা রসবত্যঃ প্রক্রিয়া রন্ধনপ্রকারাশ্চেতি তাসু প্রবীণা পটুঃ এবং সখ্য শ্রীভির্বন্ধুতাপরিপাটীভির্ব্রজপুর মহারাজরাজ্ঞী যশোদা তামিবেতি লুপ্তোপমা। এবং নয়ৈঃ কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্যসূচক নীতিভির্গোপেন্দ্রং নন্দং সুখয়তি সুখিনং করোতি ॥ ১১ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ দাসগোস্বামি-চরণের চিত্ত-মন ব্রজরসের অমৃতপ্রবাহে যেন ভাসিয়া চলিয়াছে। ব্রজপরিকরগণের অনন্তমধুর ভাব-পরিপাটী শ্রীপাদের নয়ন-সম্মুখে খেলিয়া বেড়াইতেছে। এই শ্লোকে রোহিণীমাতার বাৎসল্য-প্রীতির উল্লেখ করিয়া তাঁহার স্তব করিতেছেন। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ বাৎসল্য-প্রেমিকগণের মধ্যে শ্রীনন্দ-যশোদার পরই রোহিণীমাতার উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীপাদ এই শ্লোকে প্রথমতঃ বলিতেছেন—"পুত্রাদুচ্চৈরপি হলধরাৎ সিঞ্চতি স্নেহপূরৈ র্গোবিন্দং যা" মাতা রোহিণী স্বপুত্র হলধর অপেক্ষাও শ্রীগোবিন্দকে সমধিক স্নেহরসে অভিসিঞ্চিত করেন। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকায় লিখিয়াছেন—

"রোহিণী বৃহদম্বাস্য প্রহর্ষারোহিণী সদা। স্নেহং যা কুরুতে রামস্নেহাৎ কোটিগুণং হরৌ ॥"

অর্থাৎ রোহিণী আনন্দময়ী ও শ্রীকৃষ্ণের "বড় মা" বলিয়া বিখ্যাতা। বলরাম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণকে কোটি গুণ স্নেহ করেন। শ্রীপাদ শুকমুনি শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রজের বাৎসল্যভাবের গোপ-গোপীগণের আপনা-পন সন্তান অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণেই সমধিক প্রীতির কথা বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ দেখাইতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—"কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্‌" অর্থাৎ 'নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই সকলের আত্মার আত্মা।' ব্রজবালকগণ সব শ্রীকৃষ্ণের লীলাপরিকর, সুতরাং তাঁহাদের মাতা-পিতার আত্মার আত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আপন সন্তান অপেক্ষা অধিক প্রীতি থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু বলদেব সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নবিগ্রহ হইলেও যে রোহিণীমাতার নিজপুত্র বলদেবাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে অধিক প্রীতি ইহা তাঁহার অসা-ধারণ বৈশিষ্ট্য। তাৎপর্য এই যে, কৃষ্ণ এবং বলদেব উভয়কেই যশোদা ও রোহিণী আপন সন্তান বলিয়াই মনে করেন। বিন্দুমাত্র কিছু ভেদজ্ঞান থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবতে "তন্মাতরৌ নিজসুতৌ" ইত্যাদি (১০।৮।২৩) শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী-ব্যাখ্যায় লিখিত আছে—"নিজৌ স্বীয়ৌ সুতৌ ইতি তয়োর্দ্বৌ প্রত্যেবং স্নেহভর উক্তঃ নিজনিজেত্যনুক্তত্বাৎ" অর্থাৎ রাম ও কৃষ্ণের জননী যশোদা ও রোহিণী নিজপুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন এইরূপ উক্তি হইতে জানা যায়, তাঁহাদের কৃষ্ণ, বলদেবে কোন ভেদদৃষ্টি ছিল না। ভেদদৃষ্টি থাকিলে শ্রীশুকদেব "নিজপুত্র" না বলিয়া "নিজ নিজ পুত্র" এইরূপ বলিতেন। কেবল রাম,

কৃষ্ণের বাল্যেই নহে, পৌগণ্ড এবং কৈশোরেও শ্রীশুকমুনি যশোদা, রোহিণীর সমভাবে নিজপুত্র রাম-কৃষ্ণের লালনাদির কথা বলিয়াছেন।

"তয়োর্যশোদারোহিণ্যৌ পুত্রয়োঃ পুত্রবৎসলে।
যথাকামং যথাকালং ব্যধত্তাং পরমাশীষঃ॥
গতাধ্বানশ্রমৌ তত্র মজ্জনোন্মর্দনাদিভিঃ।
নীবীং বসিত্বা রুচিরাং দিব্যস্রগ্গন্ধমণ্ডিতৌ॥
জনন্যুপহৃতং প্রাশ্য স্বাদ্বন্নমুপলালিতৌ।
সংবিশ্য বরশয্যায়াং সুখং সুষুপতুর্ব্রজে॥" (ভাঃ-১০।১৫।৪৫-৪৭)

"পুত্রবৎসলা যশোদা ও রোহিণী গৃহাগত কৃষ্ণ ও বলরামের ইচ্ছানুরূপ সময়োচিত নানাবিধ ভোগ্যবস্তু সম্পাদন করিলেন। তাঁহারা স্নান ও অঙ্গ-মার্জনাদিদ্বারা কৃষ্ণ-বলদেবের বনবিহার-শ্রমাপনোদন করিলেন, তদন্তর তাঁহারা দিব্যবস্ত্র পরিধান ও মাল্য-চন্দনাদিতে ভূষিত হইয়া জননীপ্রদত্ত সুস্বাদু মিষ্টান্নাদি ভোজন করত পরমসুখে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিলেন।" সর্বত্র এইরূপ সমান স্নেহ-ব্যবহার দৃষ্ট হইলেও কিন্তু শ্রীরোহিণীমাতা অন্তরে স্বপুত্র বলদেবাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে সমধিক প্রীতি বহন করিয়া থাকেন। যদিও বলদেব শ্রীকৃষ্ণেরই অভিন্ন বিগ্রহ তবু শ্রীকৃষ্ণই মূলস্বরূপ এবং কৃষ্ণপ্রেমিকগণের চিত্তও শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ বলিয়া রোহিণীমাতার শ্রীকৃষ্ণে বলদেবাপেক্ষা অধিক স্নেহই সমীচীন। বিশেষতঃ ব্রজবাসিপার্ষদ সকলেরই শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি সম্পর্কিত হইয়াই দেহ, গেহ, পুত্রাদি আত্মীয়-স্বজনে প্রীতি বা ভালবাসা প্রকাশিত হইয়া থাকে, স্বতন্ত্রভাবে নহে। শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবানের স্তুতিপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে" (ভাঃ-১০।১৪।৩৫) "হে দেব! ব্রজবাসিগণের গৃহ, ধন, মিত্র প্রভৃতি সর্ববিধ প্রীত্যাস্পদ বস্তুই একমাত্র আপনারই জন্য।" এই জন্যও বলদেবাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ রোহিণী-মায়ের সমধিক স্নেহাস্পদ।

তৎপরে বলিলেন—"যাহদ্ভুতরসবতীপ্রক্রিয়াসু প্রবীণা" 'যিনি অদ্ভুত পাকাদি কার্যে সুনিপুণা।' পরম আসক্তির সহিত যিনি শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের নিমিত্ত অতি অদ্ভুত অর্থাৎ চমৎকার স্বাদিষ্ট অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া থাকেন। শ্রীশুকদেব মুনির বর্ণনা হইতে জানা যায়—

"সরিত্তীরগতং কৃষ্ণং ভগ্নার্জ্জুনমথাহ্বয়ৎ। রামঞ্চ রোহিণী দেবী ক্রীড়ন্তং বালকৈর্ভৃশম্॥
নোপেয়াতাং যদাহূতৌ ক্রীড়াসঙ্গেন পুত্রকৌ। যশোদাং প্রেষয়ামাস রোহিণী পুত্রবৎসলাম্॥"
(ভাঃ-১০।১১।১২ ও ১৩)

অর্থাৎ "যমলার্জুনভঙ্গের কিছুদিন পরে একদিন কৃষ্ণ জলাশয়-তীরে ক্রীড়া করিতেছিলেন। ইত্যবসরে বলদেব-জননী রোহিণী তাঁহাকে এবং বলদেবকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু তাঁহারা ক্রীড়াবেশে

মত্ত থাকায় নিকটে আসিলেন না ; তাহা দেখিয়া পুত্রবৎসলা শ্রীরোহিণী তাঁহাদিগকে আনিবার জন্য যশোদাকে পাঠাইয়া দিলেন।" এই প্রসঙ্গে শ্রীবৈষ্ণবতোষণী-টীকায় লিখিত আছে—"রোহিণী তদ্ভোজন-সাধনাত্যাসক্তয়া শ্রীযশোদয়ৈব প্রেষিতেতি জ্ঞেয়ম্" অর্থাৎ 'মূলে যে রোহিণীকে 'পুত্রবৎসলা' বলা হইয়াছে, তাহার কারণ রোহিণীদেবীর শ্রীরামকৃষ্ণের ভোজ্যদ্রব্য রন্ধনেতে অতিশয় আসক্তিহেতু রামকৃষ্ণকে আহ্বানের নিমিত্ত তিনি যশোদাকেই প্রেরণ করিলেন।'

শ্রীপাদ রঘুনাথ ব্রজের নিত্যসিদ্ধা মঞ্জরী—শ্রীরাধার দাসী, সুতরাং রোহিণীমাতার রন্ধন-নৈপুণ্য গুণটি তাঁহার সম্যক্‌রূপেই অনুভূত। কারণ প্রতিদিন মাতা যশোদা শ্রীরাধারাণীকে রন্ধনের নিমিত্ত নন্দীশ্বরে আহ্বান করেন। শ্রীরাধারাণীর সহিত ছায়ার মত তুলসীমঞ্জরী (রঘুনাথ) নিত্য নন্দালয়ে গমন করেন ও শ্রীমতীর রন্ধন-কার্যের সহায়তা করেন। সুতরাং ব্রজে প্রসিদ্ধা অদ্ভুত পাচিকা রোহিণীমায়ের পাককার্যের পারদর্শিতা তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভূত।

অতঃপর শ্রীপাদ বলিলেন—"সখ্যশ্রীভির্ব্রজপুরমহারাজরাজ্ঞীম্" 'ব্রজপুর-মহারাজ্ঞী শ্রীযশোদার সহিত যাঁহার অতি মধুর সখ্যভাব। উভয়েরই যেন বাৎসল্যরসময় একটি প্রাণ, দুইটি দেহ। এ-যেন বাৎসল্যরসের যমুনা, জাহ্নবীর মহাপুণ্যময় মিলন! এই অলৌকিক ত্রিবেণী-সঙ্গমে অবগাহনকারীও বাৎসল্যরসাস্বাদনে চির ধন্য বা কৃতার্থ হইবেন সন্দেহ নাই। ভক্তে ভক্তে সৌহার্দ হয় কৃষ্ণকে মধ্যে রাখিয়া, ইহা জাগতিক সখ্য বা সৌহার্দের মত অনিত্য নয়, ইহা নিত্য শাশ্বত। অতএব কৃষ্ণ, বলদেবকে মধ্যে রাখিয়া তাঁহাদের নিত্যজননী যশোদা, রোহিণীর সখ্যের নিত্যতার ও মধুরতার কথা কে বলিবে? যশোদার ত কথাই নাই, সারা ব্রজবাসিজনের প্রতিই রোহিণীমায়ের অলৌকিক বা অকৃত্রিম প্রীতি-সৌহার্দের কথা বৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থে বর্ণিত দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-লীলায় বসুদেবকর্তৃক রোহিণীমাতা দ্বারকায় নীতা হইয়াও এবং রাম, কৃষ্ণকে বসুদেব-নন্দনরূপে পাইয়াও ব্রজের সৌহার্দ ভুলিতে পারেন নাই। ব্রজপ্রেমস্মরণে শ্রীদ্বারকানাথের প্রেমবিহ্বলতা কালে শ্রীউদ্ধব যখন শ্রীনারদের নিকট ব্রজপ্রেমের মহত্ত্বের কথা বলিতেছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া রোহিণীমাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন—

"আস্তান্ শ্রীহরিদাস ত্বং মহাদুর্দ্দৈবমারিতান্। সৌভাগ্যগন্ধরহিতান্ নিমগ্নান্ দৈন্যসাগরে॥
তত্তদ্বাড়ববহ্ন্যচিন্তাপ্যমানান্ বিষাকুলান্। ক্ষণাচিন্তাসুখিন্যা মে মা স্মৃতেঃ পদবীং নয়॥
অহং শ্রীবসুদেবেন সমানীতা ততো যদা। যশোদায়া মহার্ত্তায়াস্তদানীন্তনরোদনৈঃ॥
গ্রাবোঽপি রোদিত্যশনেরপ্যন্তর্দলতি ধ্রুবম্। জীবন্মৃতানামন্যাসাং বার্ত্তাং কোঽপি মুখং নয়েৎ॥
অথাগতং গুরুগৃহাৎ ত্বৎপ্রভুং প্রতি কিঞ্চন। সংক্ষেপেণৈব তদ্বৃত্তং দুঃখাদকথয়ং কুধীঃ॥
ন হি কোমলিতং চিত্তং তেনাপ্যস্য যতো ভবান্। সন্দেশ-চাতুরীবিদ্যাপ্রগল্ভঃ প্রেষিতঃ পরম্॥"

(বৃঃ ভাঃ-১৬৷২৯-৩৪)

উদ্যচ্ছুভ্রাংশুকোটিদ্যুতিনিকরতিরস্কারকায়ু্যজ্জ্বলশ্রী-
র্দুর্ব্বারোদ্দামধাম-প্রকর-রিপুঘটোন্মাদ-বিধ্বংসিগন্ধঃ।
স্নেহাদপ্যুন্নিমেষং নিজমনুজমিতোঽরণ্যভুমৌ স্ববীতং
তদ্বীর্য্যজ্ঞোঽপি যো ন ক্ষণমুপনয়তে স্তৌমি তং ধেনুকারিম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ। উদীয়মান কোটিচন্দ্রের প্রভাহারী যাঁহার শ্রীঅঙ্গরে উজ্জ্বল শুভ্রকান্তি, যিনি অনায়াসে অতিশয় দুর্বার ও দুর্দমনীয় রিপুকুলের মদগর্ব বিধ্বংস করিয়াছেন, যিনি গোষ্ঠারণ্যে

"হে হরিদাস উদ্ধব! তুমি ক্ষান্ত হও, আমি যাঁহাদিগের চিন্তা ত্যাগ করিয়া কথঞ্চিৎ সুখী হইয়াছি, সেই মহাদুর্দৈবহত, সৌভাগ্যগন্ধরহিত, দৈন্য-সাগরে নিমগ্ন, ভীষণ বাড়বানল-শিখাসন্তপ্ত, বিরহ-বিষে জর্জরিত ব্রজবাসিদিগকে আর স্মৃতিপথে আনয়ন করিও না! শ্রীবসুদেব যখন আমায় গোকুল হইতে আনয়ন করেন, তদানীন্তন মহার্তা যশোদার রোদনে কঠিন পাষাণও রোদন করিয়াছিল; বজ্রও বিদীর্ণ হইয়াছিল; আর অন্যান্য জীবন্মৃত গোপীগণের কথা কে মুখে আনিতে পারে? হে শ্রীমান্ উদ্ধব! তোমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণ যখন গুরু সান্দীপনির গৃহ হইতে মথুরায় প্রত্যাবর্তন করেন, তখন আমি কুবুদ্ধি বলিয়াই দুঃখভরে তোমার প্রভুকে অতি সংক্ষেপে ব্রজের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। আমার কথায় তোমার প্রভুর চিত্ত নিশ্চয়ই কোমল হয় নাই, যেহেতু, তিনি স্বয়ং ব্রজে গমন না করিয়া সন্দেশ-চতুরী বিদ্যা-কুশল তোমায় ব্রজে প্রেরণ করিয়াছিলেন।" এই কথাই মাতা রোহিণীর অকৃত্রিম ব্রজ-সৌহার্দের উজ্জ্বল সাক্ষ্য দিতেছে!

পরিশেষে বলিলেন—"নয়ৈস্তদ্‌গোপেন্দ্রং যা সুখয়তি ভজে রোহিণীমীশ্বরীং তাম্" অর্থাৎ 'নীতি-কুশলতায় যিনি গোপেশ্বর নন্দের সমধিক প্রীতি বর্ধন করেন।' গোপরাজ তাঁহার অভিন্নহৃদয় শ্রীবসুদেব মহাশয়ের মহাপতিব্রতা পত্নী রোহিণীর অদ্ভুত নীতি-কুশলতা দর্শনে ভাবিতেন—'এই পরম নীতিজ্ঞা মহাপতিব্রতার আগমনেই তাঁহার এই বিশ্ব-বিমোহন সন্তানলাভ ও এতাদৃশ বিশাল সুখ-সমৃদ্ধি উপলব্ধ হইয়াছে।' তাই তাঁহার গৃহে রোহিণীর স্থিতিতে তিনি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া মহাসুখ পাই-তেন। সেই 'ঈশ্বরী' অর্থাৎ যশোদা, দেবকীর ন্যায়ই শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহা **শ্রীরোহিণী**কে বন্দনা করিয়া শ্রীপাদ রঘুনাথ তাঁহার পাদপদ্ম-ভজন কামনা করিতেছেন—

"বলদেব হৈতে যেই অধিক আনন্দে।
স্নেহরসে অভিষিক্ত করে শ্রীগোবিন্দে॥
পাককার্য্যে সুপ্রবীণা ব্রজেতে সুখ্যাতি।
যাঁর শুদ্ধ-সখ্যে সুখী নন্দ-যশোমতি॥
সে ঈশ্বরী রোহিণীকে সদা নমস্করি।
তাঁহার চরণে ভক্তি সংপ্রার্থনা করি॥" ১১॥

স্নেহাধিক্যবশতঃ চঞ্চল কৃষ্ণকে নিমেষের জন্যও নয়নের আড়াল করিতেন না, শ্রীকৃষ্ণের নিখিল ঐশ্বর্য অবগত হইয়াও যাঁহার এতাদৃশ স্নেহব্যবহার অতি সমীচীনই হইয়াছে—সেই ধেনুকারি **শ্রীবলদেবকে** আমি স্তব করি ॥ ১২ ॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যতিবাৎসল্যাৎ বলং শ্রীবলদেবং স্তৌতি—উদ্যদিত্যাদি। তং ধেনুকারিং বলদেবং স্তৌমি। যো বলদেবঃ উদ্যৎ শুভ্রাংশুকোটেঃ প্রকাশমান-চন্দ্রকোটের্দ্যুতিনিকরস্য দ্যুতিসমূহস্য তিরস্কারকারিণী উজ্জ্বলা দেদীপ্যমানা শ্রীঃ শোভা যস্য সঃ। এবং দুর্বারোদুঃখেন নিবারণীয় উদ্দামঃ স্বতন্ত্রঃ স্বতঃসিদ্ধ ইতি যাবৎ। ধাম্নঃ প্রভাবস্য প্রকরোনিচয়ো যাসাং এবম্ভূতা রিপুঘটাঃ শত্রুসমূহা-স্তাসামুন্মাদবিধ্বংসী অহঙ্কারবিনাশী গন্ধঃ সম্বন্ধো যস্য সঃ। উদ্দামোবন্ধরহিতে স্বতন্ত্রে চ প্রচেতসীতি। ধাম দেহে গৃহে রশ্মৌ স্থানে জন্ম প্রভাবয়োরিতি। প্রকরঃ স্যাৎ পুমান্ সঙ্ঘে বিকীর্ণ কুসুমাদিষু ইত্যাদি চ মেদিনী। অপি চ যঃ স্নেহাদপি অপিকারাত্তাড়নাদেরপি এতেন বলদেবস্য শুদ্ধবাৎসল্যং ধ্বনিতম্। উন্নিমেষম্ উদত্যন্ত সূক্ষ্মকালং স্ববীতং সুষ্টুববীতং চঞ্চলমিতি যাবৎ। নিজমনুজং শ্রীকৃষ্ণং অরণ্যভূমৌ বনস্থানে ইতোভবতি পালনার্থমনুগতো ভবতি। যদ্বা উন্নিমেষম্ উদ্গতাক্ষি নিমীলনং যথা স্যাদিতি ক্রিয়া-বিশেষণং নিমেষেণাপি তেন বিচ্ছিনো ন ভবতীত্যর্থঃ। নিমেষনিমিষৌ কালপ্রভেদেহক্ষিনিমীলনে ইতি মেদিনী। ননু স্বয়ং ভগবতস্তস্য স্ববীতত্বে কা শঙ্কা বলদেবস্যাপি তদ্রক্ষণ-প্রয়াসে তদৈশ্বর্য্যাজ্ঞত্বেন মায়িকত্বমাপদ্যত ইত্যত্রাহ তদ্বীর্য্যজ্ঞোহপি ক্ষণমপি নাপনয়তে অপন্যায়ং ন করোতি। অয়ং ভাবঃ স্বয়ং ভগবতো মনুষ্যাকারলীলায়াং তৎ সহচরস্য যদীশ্বরত্বাবলম্বিনী ক্রিয়া ভবেৎ তদৈব তৎক্রিয়ায়া ভগবল্লীলা-পোষকত্বাভাবাদপন্যায়োঽনুপযুক্ততা ভবেৎ তদভাবে তু ন্যায় এবেতি স্বরীতমিতি রেফোপান্ত পাঠে নবীনা বকারোপান্তংকল্পয়িত্বা সুষ্ঠু অবীতং রক্ষিতমিতি তদতীবমন্দম্ অব রক্ষণ ইত্যস্মাৎ ক্ত প্রত্যয়ে কৃতে অবিতমিতি হ্রস্বেকারান্ত পাঠাপত্তেঃ ॥ ১২ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ কোটিসমুদ্রগম্ভীর ব্রজপার্ষদগণের ভাব-চেষ্টাদির স্ফুরণধারা প্রাপ্ত হইয়া চলিয়াছেন। শ্রীপাদের বিশুদ্ধসত্ত্ব-ভাবিত-চিত্তে স্বপ্রকাশ ব্রজপার্ষদগণের রূপ, গুণাদি স্বয়ংই স্ফুরিত হইতেছেন। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নতনু শ্রীশ্রীবলদেবের কিঞ্চিৎ রূপ-গুণাদির উল্লেখ করিয়া তাঁহার স্তুতি করিতেছেন। প্রথমতঃ বলিতেছেন—"উদ্যচ্ছুভ্রাংশুকোটিদ্যুতিনিকরতিরস্কা-র্য্যুজ্জ্বলশ্রীঃ" অর্থাৎ 'উদীয়মান কোটিচন্দ্রের প্রভাহারী যাঁহার শ্রীঅঙ্গের উজ্জ্বল শুভ্রকান্তি।' কোটিচন্দ্রের সহিত দৃষ্টান্ত দেওয়া অঙ্গের কান্তির সঙ্গে লাবণ্য-সৌন্দর্যাদিও ব্যঞ্জিত হইয়াছে। শ্রীরূপপাদ লিখিয়াছেন—

> "শুভ্রঃ স্ফটিকবর্ণাঢ্যো বলরামো মহাবলঃ। নীলবস্ত্রপরিধানো বনমালাবিরাজিতঃ ॥
> দীর্ঘকেশঃ সুলাবণ্যশ্চূড়া চারুর্মনোহরা। রত্নকুণ্ডলযুগ্মঞ্চ কর্ণযুগ্মে বিরাজিতম্ ॥
> নানাপুষ্পমণিহারঃ কণ্ঠদেশে সুশোভিতঃ। কেয়ূরবলয়ৌ যুগ্মৌ বাহুযুগ্মে বিরাজিতৌ ॥

রত্ননূপুরযুগমঞ্চ পাদযুগ্মে সুশোভিতম্ । বসুদেবঃ পিতা তস্য মাতা চ রোহিণী ভবেৎ ॥"

(শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা-৭০)

"শ্রীবলরামের অঙ্গপ্রভা স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র, মহাবল-পরাক্রান্তহেতু নাম 'বলরাম', পরিধানে নীলাম্বর, বনমালায় সুশোভিত, কেশপাশ দীর্ঘ, সুন্দর ও লাবণ্যপূর্ণ, চূড়া সুন্দর ও মনোহারিণী, যুগলকর্ণে রত্নকুণ্ডল পরিশোভিত, নানাবিধ কুসুমহার ও মণিহার কণ্ঠদেশে বিরাজিত, কেয়ূর ও বলয়-যুগল বাহুদ্বয়ে সুশোভিত, পাদপদ্মে রত্ননূপুর বিরাজমান। ইঁহার পিতা বসুদেব ও মাতা রোহিণী।" শ্রীগর্গাচার্যও নামকরণকালে শ্রীবলদেবের রূপ, গুণ ও বলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—

"অয়ং হি রোহিণীপুত্রো রময়ন্ সুহৃদো গুণৈঃ।
আখ্যাস্যতে রাম ইতি বলাধিক্যাদ্বলং বিদুঃ।
যদূনামপৃথগ্‌ভাবাৎ সঙ্কর্ষণমুশন্ত্যপি ॥" (ভাঃ-১০।৮।১২)

"এই রোহিণীপুত্রের তিনটি নাম রাম, বলদেব ও সঙ্কর্ষণ। ইনি বিবিধ গুণে আত্মীয়-স্বজনের চিত্তে আনন্দদান করিবেন, এইজন্য ইঁহার নাম 'রাম', ইনি অসাধারণ বলবান্ হইবেন এইজন্য ইঁহার নাম 'বল'; আবার ইনি পৃথক্ ভাববিশিষ্ট যদুবংশীয় লোকদিগকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়া সকলের একমন, একপ্রাণ করিয়া তুলিবেন—এইজন্য ইঁহার নাম হইবে 'সঙ্কর্ষণ'। অতএব শ্রীবলদেব রূপ, গুণ ও বলের সিন্ধু। শ্রীপাদ বলিলেন—"দুর্ব্বারোদ্দামধামপ্রকররিপুঘটোন্মাদবিধ্বংসিগন্ধঃ" 'যিনি অনায়াসেই অতিশয় দুর্বার ও উদ্দাম বা দুর্দমনীয় রিপুগণের গর্ব খর্ব করিয়াছেন।' ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ লীলা-পুরুষোত্তম, ব্রজপরিকরগণসঙ্গে ঐশ্বর্যজ্ঞান-গন্ধশূন্য শুদ্ধমাধুর্যময়-লীলারস আস্বাদনই তাঁহার আবির্ভাবের মুখ্য উদ্দেশ্য। অসুরমারণ, ধরাভার-হরণাদি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কার্য নহে। তবু শ্রীকৃষ্ণের যে অসুর-মারণাদি কার্য দেখা যায়, ইহা শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহে শ্রীবিষ্ণুই করিয়া থাকেন।

"স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভারহরণ। স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগত-পালন ॥
কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল। ভারহরণকাল তাতে হইল মিশাল ॥
পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে ॥
নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার। যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর ॥
সভে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হন অবতীর্ণ। ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ ॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে। বিষ্ণুদ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর-সংহারে ॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিঃ)

বিষ্ণুদ্বারে শ্রীকৃষ্ণ যেমন, অসুরসংহার করিয়া থাকেন, তদ্রূপ অগ্রজ বলদেবের মহিমা প্রকাশের নিমিত্ত তাঁহার দ্বারা মহাদুর্দ্ধর্ষ ও প্রবল-বলশালী অসুরগণের নিধন-সাধন করান। ধেনুকাসুর, প্রলম্বাসুর প্রভৃতি দেবগণেরও দুর্বার ও দুর্দমনীয় মহাশক্তিশালী অসুরগণকে ক্রীড়াচ্ছলে অতি অনায়াসেই নিধন

করেন শ্রীবলদেব। এই প্রসঙ্গে শ্রীশুকমুনি বলিয়াছেন—"নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে। ওত-প্রোতমিদং যস্মিংস্তন্তুষ্বঙ্গ যথা পটঃ ॥" (ভাঃ-১০।১৫।৩৬) 'হে রাজন্! সূত্রে যেমন ওতপ্রোতভাবে বস্ত্র অধিষ্ঠিত, সেই প্রকার যে সর্বৈশ্বর্যসম্পন্ন, অপরিচ্ছিন্ন ও জগন্নিয়ন্তা তৎকর্ষণে ওতঃপ্রোতভাবে অখিল ব্রহ্মাণ্ড অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাঁহার পক্ষে এই ধেনুকাসুরমর্দনাদি কিছুমাত্র আশ্চর্যজনক কার্য নহে।' তাৎপর্য এই যে, শ্রীবলদেব অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয়ব্যূহ মূলসঙ্কর্ষণ; সুতরাং তিনি তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন নহেন। এই সঙ্কর্ষণেরই অংশ প্রথম পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু হইতে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং মৎস্য-কূর্মাদি অনন্ত অবতারের প্রকাশ হইয়া থাকে। এই সঙ্কর্ষণের অংশাংশই সর্বজীবের অন্তর্যামিপুরুষ; সুতরাং তিনিই সর্বজগতের ঈশ্বর ও নিয়ন্তা; তাঁহার শক্তির অসাধ্য কিছুই নাই। মহাপ্রলয়ে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডকে যিনি আকর্ষণ করেন এবং সেই ব্রহ্মাণ্ডগুলি তাঁহাতেই বিলীন হইয়া যায়, ক্ষুদ্র অসুরবিনাশ-কার্য তাঁহার পক্ষে আর বিচিত্রতা কি? সুতরাং অসুরমারণাদি শক্তির কথা নরলীলাকে অবলম্বন করিয়াই আশ্চর্যের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে, ঐশ্বর্যলীলা চিন্তা করিলে ইহা অতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার। "নরলীলয়ৈব কৃতমিত্যাশ্চর্যত্বেন বর্ণ্যতে ন তু ঐশ্বর্য্য-লীলয়েত্যাহ নৈতদিতি" (বৈষ্ণবতোষণী)।

শেষে বলিলেন—"স্নেহাদপ্যুন্নিমেষং নিজমনুজমিতোহরণ্যভূমৌ স্ববীতং তদ্বীর্য্যজ্ঞোহপি যো ন ক্ষণমুপনয়তে" 'যিনি গোষ্ঠারণ্যে স্নেহাধিক্যবশতঃ চঞ্চল কৃষ্ণকে নিমেষের জন্যও নয়নের আড়াল করিতেন না; শ্রীকৃষ্ণের নিখিল ঐশ্বর্য অবগত হইয়াও যাঁহার এতাদৃশ স্নেহ-ব্যবহার সমীচীনই হইয়াছে।' বলদেবের বাৎসল্যমিশ্রিত শুদ্ধসখ্যরস, "যাঁর ভাব—শুদ্ধসখ্য বাৎসল্যাদিময়" (চৈঃ চঃ) প্রচুর বাৎসল্যভাব মিশ্রিত সখ্য বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বলদেবের এতাদৃশ স্নেহ-ব্যবহার প্রকাশিত হইয়া থাকে। ভক্তের প্রেমানুরূপ শ্রীভগবানেরও প্রেমবশ্যতা গুণের অভিব্যক্তি হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণেরও অগ্রজ বলদেবের প্রতি পরম ভক্তির প্রকাশ দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত, একদা কৃষ্ণ গোষ্ঠারণ্যে গিয়া অগ্রজের প্রতি স্তুতি-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"অহো অমী দেববরামরার্চ্চিতং পাদাম্বুজং তে সুমনঃ ফলার্হনম্।
নমন্ত্যপাদায় শিখাভিরাত্মনস্তমোহপহত্যৈ তরুজন্ম যৎকৃতম্ ॥
এতেহলিনস্তব যশোহখিললোকতীর্থং গায়ন্ত আদিপুরুষানুপদং ভজন্তে।
প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয়মুখ্যা গূঢ়ং বনেহপি ন জহত্যনঘাত্মদৈবম্ ॥
নৃত্যন্ত্যমী শিখিন ঈড্য মুদা হরিণ্যঃ কুর্ব্বন্তি গোপ্য ইব তে প্রিয়মীক্ষণেন।
সূক্তৈশ্চ কোকিলগণা গৃহমাগতায় ধন্যা বনৌকস ইয়ান্ হি সতাং নিসর্গঃ ॥
ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্ত্বৎ-পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোহদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈর্গোপ্যোহন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ ॥"
(ভাঃ-১০।১৫।৫-৮)

"হে দেবশ্রেষ্ঠ ! এইসব বৃক্ষগণ পূর্বজন্মকৃত যে অপরাধে বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই অপরাধ হইতে মুক্ত হইবার জন্য শাখাগ্ররূপ মস্তকে ফল-পুষ্পাদি গ্রহণ করিয়া আপনার অমর-বন্দিত চরণে প্রণাম করিতেছে। আগনি এই বৃন্দাবনে নিজরূপ গোপন করিয়া বাল্যক্রীড়ারসে প্রমত্ত রহিয়াছেন, তথাপি আপনার ভক্তশ্রেষ্ঠ মুনিগণ আপনাকে চিনিতে পারিয়াছে, তাই ভ্রমররূপে আপন ভুবনপাবন যশোগান করিয়া বেড়াইতেছে। আপনার দর্শনে ময়ূরগণ পরমানন্দে নৃত্য করিতেছে, হরিণীগণ গোপী-গণের ন্যায় আপনার প্রতি সপ্রেম দৃষ্টিপাত করিতেছে। কোকিলগণ মধুররবে আপনার সাদর সম্ভাষণ করিতেছে। কেননা গৃহাগত অতিথিকে অভ্যর্থনা করাই সাধুর স্বভাব। আপনার পাদস্পর্শে ধরণী ও তাহার তৃণগুল্মাদি ধন্য হইয়াছে, পুষ্পাদি চয়নকালে আপনার করাগ্রস্পর্শে বৃক্ষলতাদি কৃতার্থ হইয়াছে এবং আপনার লক্ষ্মীবাঞ্ছিত বক্ষস্পর্শে গোপীগণ ধন্য হইয়াছে।"

শ্রীবলদেবও অনুজ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরূপ স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অরণ্যপ্রদেশে নিমেষ-কালও শ্রীকৃষ্ণকে নয়নের আড়াল করেন না। মাতা যশোমতীও বনগমনের প্রাক্কালে অনুরূপভাবে শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করার নিমিত্ত তাঁহার গোপালকে বলদেবের হস্তে সমর্পণ করেন।

"শ্রীদাম সুদাম দাম　　　　শুন ওরে বলরাম
　　মিনতি করিয়ে তো সবারে।
বন কত অতি দূর　　　　নব তৃণ কুশাঙ্কুর
　　গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে॥
সখাগণ আগে পাছে　　　　গোপাল করিয়া মাঝে
　　ধীরে ধীরে করিহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে　　　　রাঙ্গা পায় নাহি লাগে
　　প্রবোধ না মানে মায়ের মন॥
　　..................................
　　গোপাল আমার পরাণ-পুতলী।
তোমারে সঁপিয়া রাম　　　　কিছুই সন্দেহ নাই
　　তমু প্রাণ করয়ে ব্যাকুলী॥" (পদকল্পতরু)

যদিও বলদেব শ্রীকৃষ্ণের নিখিল ঐশ্বর্য অবগত আছেন, তবু স্নেহাধিক্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের মধুর নরলীলায় বলদেবের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কা সতত জাগরিত হয়। শুদ্ধ প্রেমের ইহাই স্বভাব, সুতরাং এতাদৃশ অনিষ্টাশঙ্কাই মাধুর্যভাবময় ব্রজলীলায় সমীচীন হইয়াছে। শ্রীপাদ বলিলেন—"স্তৌমি তং ধেনুকারিম্" ধেনুকাসুর-নিধনকারী সেই বলদেবের স্তব করি।

পর্জ্জন্য-নামা নিজনপ্তৃ-গর্ব্বৈঃ
পর্জ্জন্যলক্ষাণ্যভিতো বিনিন্দন্।
যো নর্ম্ম তন্বন্ রমতেঽস্য কর্ণে
নমাম্যহো কৃষ্ণপিতামহং তম্ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ। অহো! যিনি পৌত্রের গর্বে মেঘসমূহকে নিয়ত নিন্দা করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে তাঁহার শ্রুতিসুখদায়ক মধুর নর্মকথা বিস্তার করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ-পিতামহ **পর্জন্য**নামক গোপকে আমি প্রণাম করি ॥ ১৩ ॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণস্য স্বনপ্তৃত্বেনাপ্ত পরমানন্দং তৎপিতামহং শ্রীপর্য্যন্যনামানং স্তৌতি—পর্য-ন্যেতি। অহো সমর্থং কৃষ্ণপিতামহং তং নমামি। অহো প্রশ্নে বিতর্কে চ সহসা কল্য ইষ্যতে। বিদ্যমানে চ সাদৃশ্য যৌগপদ্য সমৃদ্ধিষু। সমর্থে চেতি মেদিনী। নমাম্যহং কৃষ্ণপিতামহমিতি বা পাঠঃ। যঃ পর্য্যন্যনামা সন্ নপ্তৃগর্ব্বৈঃ নপ্ত্রা কৃষ্ণেন বর্ণনদ্বারা গর্ব্বৈঃ পর্ব্বতোদ্ধরণাদি অতিমর্ত্ত্যকর্ম্মকর্ত্তা মম নপ্তা অতো মৎসদৃশঃ কোঽন্যঃ পৃথিব্যামস্তীত্যহঙ্কার বাক্যৈশ্চ গাম্ভীর্য্যেণাভিত উভয়তঃ পর্য্যন্যলক্ষাণি মেঘসমূহান্ বিনিন্দন্ ন্যক্কুর্ব্বন্ অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কর্ণে রমতে শ্রবণেন্দ্রিয়ে ক্রীড়তি শ্রীকৃষ্ণশ্রবণবিষয়ো ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা নপ্তুঃ কৃষ্ণাৎ যে গর্ব্বাস্তৈরুভয়তো গম্ভীর-বচসা ধনাদি বিতরণেন চ গাম্ভীর্য্যজল-দানেন চ বিনিন্দন্ ইতি অন্যৎ সমানম্। পিতামহো হরের্গৌরঃ সিতকেশঃ সিতাম্বরঃ। মঙ্গলামৃত-পর্য্যন্যঃ পর্য্যন্যাভিধ উচ্যত ইতি দীপিকা ॥ ১৩ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। নিত্যপরিকর শ্রীপাদ রঘুনাথের ব্রজপরিকরগণের ভাবমাধুরী প্রত্যক্ষানুভূত। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের উৎকর্ষ যেন রসাংশেই, অর্থাৎ নিখিল ভগবৎস্বরূপ-রসময়ই বটে কিন্তু অখিলরসামৃতমূর্তি শ্রীকৃষ্ণেই যেন রসের চরম পর্যাবসান, তদ্রূপ ভগবৎ-পার্ষদগণের ভাবমাধুরীর উৎকর্ষ ভাবাংশেই, নিখিল ভগবৎপার্ষদগণ স্ব-স্বভাবে ভগবৎমাধুরী আস্বাদন করিলেও শুদ্ধমাধুর্যের ধাম ব্রজেই পরিকরগণের ভাবের চরম বিকাশ। এই শ্লোকে শ্রীপাদ শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ **পর্জন্য** গোপের

"কোটিচন্দ্র জিনি অঙ্গকান্তির বৈভব।
দুর্দ্দান্ত প্রতাপরিপু মানে পরাভব ॥
অরণ্য-প্রদেশে শুদ্ধ স্নেহ-অনুগত।
চঞ্চল গোবিন্দ-সঙ্গে বিহরে সতত ॥
শ্রীকৃষ্ণের বলবীর্য্য পরিজ্ঞাত হৈয়া।
সদা শিক্ষা দেন যিনি অনুজ বলিয়া ॥
সেই ধেনুকারি বীর শ্রীবলদেবে।
সদা স্তুতি করি আমি আপনা শোধিতে ॥" ১২ ॥

ভাবমাধুরীর উল্লেখ করিতেছেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকায় (১৫-১৮) বর্ণিত—

"পিতামহো হরেগৌরঃ সিতকেশঃ সিতাম্বরঃ। মঙ্গলামৃতপর্জন্যঃ পর্জন্যো নাম বল্লবঃ॥
যঃ সুরর্ষেনির্দেশেন লক্ষ্মীভর্তুরুপাসনাম্। বরিষ্ঠো ব্রজগোষ্ঠীনাং স কৃষ্ণস্য পিতামহঃ॥
পুরা নন্দীশ্বরে চক্রে শ্রেষ্ঠসন্ততিকাঙ্ক্ষয়া। বাঙ্‌মূর্তা ততো ব্যোম্নি প্রাদুরাসীৎ প্রিয়ঙ্করী॥
তপসানেন ধন্যেন ভাবিনঃ পঞ্চ তে সুতাঃ। বরীয়ান্ মধ্যমস্তেষাং নন্দনামা ভবিষ্যতি॥
নন্দনস্তস্য বিজয়ী ভবিতা ব্রজনন্দনঃ। সুরাসুরশিখারত্ন-নীরাজিতপদাম্বুজঃ॥"

"শ্রীকৃষ্ণের পিতামহের নাম পর্জন্য, ইনি মঙ্গলরূপ সুধাবর্ষণকারী পর্জন্য অর্থাৎ মেঘের তুল্য (মেঘের একটি নাম পর্জন্য)। ইঁহার বর্ণ গৌর ও কেশ শুভ্র। ইনি সমস্ত ব্রজগোষ্ঠীর মাননীয়। পূর্বকালে নন্দীশ্বর-প্রদেশে ইনি দেবর্ষি নারদের উপদেশে উৎকৃষ্ট সন্তান-কামনায় শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা করেন। বিপুল তপস্যা করিলে পর তাঁহার পরম প্রীতিদায়ক আকাশবাণী হইয়াছিল— 'হে পর্জন্য! তোমার এই ধন্য-তপস্যার ফলে পাঁচটি সন্তান হইবে, তন্মধ্যে মধ্যমটিই সর্বশ্রেষ্ঠ ও **নন্দ** নামে খ্যাত হইবে। সেই **নন্দের পুত্র** বিজয়ী ও ব্রজের আনন্দদাতা হইবেন। সুরাসুর সকলেরই শিরো-রত্নদ্বারা তাঁহার পাদপদ্ম নীরাজিত হইবে।"

সেই পরম কামনার পৌত্ররত্ন লাভ করিয়া পর্জন্য পৌত্রগর্বে লক্ষ মেঘকে বা নিখিল মেঘসমূহকে নিন্দা করিয়া থাকেন। একে ত পর্জন্য স্বয়ং সর্বগুণে অলঙ্কৃত হইয়া বিশ্বের মঙ্গলবর্ষণকারী পর্জন্য বা মেঘস্বরূপ হইয়া অন্বর্থ বা সার্থকনামা হইয়াছিলেন। শ্রীগোপালচম্পূতে শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদের-বর্ণনা হইতে জানা যায়—"স চ শ্রীমান্ পর্জন্যঃ সৌজন্যবর্য্যৈনার্জিতেন নিজৈশ্বর্য্যেনাপি বৈশ্যান্তরসাধারণ্য-মতীতায়, তচ্চ নাশ্চর্য্যম্ ; যতঃ স্বাশ্রিতদেশপালকতা-মান্যতয়া বদান্যতয়া ক্ষীরবৈভবপ্লাবিতসর্ব্বজনতালব্ধ প্রাধান্যতয়া চ পর্জন্যসামান্যতামাপঃ—যঃ খলু প্রহ্লাদঃ শ্রবসি, ধ্রুবঃ প্রতিশ্রুতি, পৃথুর্মহিমনি, ভীষ্ম দুর্হৃদি, শঙ্করঃ সুহৃদি, স্বয়ম্ভুর্গরিমণি, হরিস্তেজসি বভূব।" অর্থাৎ 'শ্রীমান্ পর্জন্য যে স্বীয় সৌজন্যে এবং স্বোপার্জিত ঐশ্বর্যদ্বারা বৈশ্যকুলে সর্বশ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে। কারণ ইনি স্বীয় আশ্রিতদেশ-পালন-তৎপরতায় ও বদান্যতায় দুগ্ধ-সম্পদদ্বারা সর্বজনকে প্লাবিত করত পরম মান্যতা প্রাপ্ত হইয়া যেন পর্জন্যতা বা মেঘস্বরূপতাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন! যিনি নিশ্চিতরূপে যশে প্রহ্লাদ, প্রতিজ্ঞায় ধ্রুব, মহিমায় পৃথু, শত্রু শাসনে ভীষ্ম, সৌহার্দে শঙ্কর, গরিমায় ব্রহ্মা এবং তেজে শ্রীহরির ন্যায় ছিলেন।' সুতরাং স্বভাবতঃই তাঁহার গুণেই মেঘসমূহ নিন্দিত হইয়াছিল, তদুপরি স্বীয় পৌত্র শ্রীকৃষ্ণের রূপে ও গুণে মেঘসমূহের সর্বথা পরাভব হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের নিরুপম শ্যামল কান্তিতে এবং তাঁহার অলৌকিক গুণামৃত বা লীলামৃত-বর্ষণে অতিশয়রূপে মেঘ নিন্দিত হইয়াছিল।

প্রিয়স্য নপ্তুঃ সুখতোঽতিগর্ব্বাৎ
পাদৌ ন যস্যাঃ পততঃ পৃথিব্যাম্।
নমামি নর্ম্মার্চ্চিত-নপ্তৃ-চন্দ্রাং
বরীয়সীং কৃষ্ণপিতামহীং তাম্ ॥ ১৪ ॥

"মুক্তাহার বকপাঁতি,   ইন্দ্রধনু পিঞ্ছ ততি,
পীতাম্বর বিজুরী-সঞ্চার।
কৃষ্ণ নবজলধর,   জগৎ-শস্য-উপর,
বরিষয়ে লীলামৃতধার ॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সপ্তমবর্ষ বয়সে ইন্দ্রযাগ খণ্ডন করিয়া শ্রীগোবর্ধনযাগের প্রবর্তনা করিলে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া প্রলয়কালীন মেঘসমূহকে ব্রজভূমি-ধ্বংসের জন্য প্রেরণ করেন। তখন ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্র-পাতাদিতে আর্ত ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বাম করের কনিষ্ঠাঙ্গুলীতেই শ্রীগোবর্ধন-ধারণ করত সপ্ত অহোরাত্র নিশ্চলভাবে অবস্থান করিয়া ব্রজবাসিসকলকে পরমানন্দ দান করেন। তৎকালে শ্রীপর্জন্য পরিহাসের ভঙ্গীতে মেঘসমূহে নিন্দা করিয়া বলিয়াছিলেন—'ওহে মেঘগণ! আমার নামও পর্জন্য বা মেঘ, আমি বিদ্যমান থাকিতে আমার রাজ্য প্লাবিত করার জন্য তোমাদের এত আস্পর্ধা! তোমরা আগে আমার এই ছোট পৌত্রটিকেই নির্জিত কর দেখি, তারপর আমার সহিত তোমাদের প্রতিবাদ হইবে।'

শ্রীপাদ বলিলেন—'যিনি শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে তাঁহার শ্রুতি-সুখদায়ক মধুর নর্মকথা বিস্তার করেন।' পিতামহের সেই পরিহাস-বাণীগুলি শ্রীকৃষ্ণের পরম আনন্দদায়ক হয়, তাই তিনি সব সময় পিতামহের গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া অতিশয় কৌতুহলের সহিত তাঁহার পরিহাস-বাণীগুলি শ্রবণ করেন, সেই রসময় পরিহাসবাণী শ্রবণের নিমিত্ত রসময়ের লোভের অন্ত নাই। শ্রুতি যাঁহাকে সর্বরস, সর্বগন্ধ, সর্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারও এতাদৃশ লালসার উদ্রেক করে—ব্রজপরিকরগণের প্রেম। ধন্য ব্রজধাম! ধন্য ব্রজলীলা!! শ্রীপাদ বলিলেন—'সেই শ্রীকৃষ্ণপিতামহ পর্জন্যকে আমি সর্বদা প্রণাম করি।'

"'শ্রীকৃষ্ণ আমার পৌত্র' এই অহঙ্কারে।
মেঘগণে দিবানিশি যে অবজ্ঞা করে ॥
যাঁহার মুখের বাণী করিতে শ্রবণ।
শ্রীগোবিন্দ অতিশয় উল্লসিত হন ॥
শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ শ্রীপর্জন্য নাম।
লুণ্ঠিত হইয়া পদে করিয়ে প্রণাম ॥" ১৩ ॥

অনুবাদ। পরম প্রিয় পৌত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখ-সমৃদ্ধিতে গর্বে ধরণীতে যাঁহার পা পড়ে না, যিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত সর্বদা হাস্য-পরিহাসাদি করেন ; সেই **বরীয়সী**নাম্নী শ্রীকৃষ্ণের পিতামহীকে আমি প্রণাম করি ॥ ১৪ ॥

টীকা। কৃষ্ণসুখসুখিনীত্বেন তৎপিতামহীং স্তৌতি—প্রিয়স্যেতি। তাং কৃষ্ণপিতামহীং বরীয়সীমেতন্নাম্না প্রসিদ্ধাং গোপীং নমামি যস্যা বরীয়স্যাঃ পাদৌ চরণৌ পৃথিব্যাং ন পতত ইতি লোকোক্তিঃ কস্মাৎ প্রিয়স্য নপ্তুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য যৎসুখং তস্মাদ্যোঽহতিগর্ব্বস্তস্মাৎ। কিন্তূতা নর্ম্মনা কৌতুকেন অর্চ্চিতঃ সুখীকৃতো নপ্তৃ চন্দ্রঃ ন্যাত্যাচাঁদ্ ইতি নীচোক্ত্যাব্যবহৃতঃ কৃষ্ণচন্দ্রো যয়া তাম্। স্বস্য সিদ্ধাবস্থায়াং তন্নর্ম্মানুভবেন কবেরপি নর্ম্মনৈবোক্তিরিয়মিতি গম্যতে। পিতামহী মহীমান্যা কুসুম্ভাভা হরিৎপটা। বরীয়সীতি বিখ্যাতা খর্ব্বা ক্ষীরাভকুন্তলা ॥ ইতি দীপিকা ॥ ১৪ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে লীলাশক্তি ব্রজপরিকরগণের ভাবমাধুরীর মধুর চিত্রাঙ্কন করিয়া চলিয়াছেন। শ্রীপাদ সেই ভাবমাধুরী স্বয়ং আস্বাদন করিয়া বিশ্বসাধকগণের জন্য অধরামৃত রাখিয়াছেন। যাহার শ্রবণ-কীর্তনে সাধকের চিত্তে ইষ্টের প্রতি ভাবানুরূপ অভিমান জাগরিত হইবে এবং তদনুরূপ প্রেমেরও সঞ্চার হইবে।

"এই অমৃত অনুক্ষণ, সাধু-মহান্ত মেঘগণ,
বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ।
তা'তে ফলে প্রেমফল, ভক্ত খায় নিরন্তর,
তার শেষে জীয়ে জগজন ॥" (চৈঃ চঃ)

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-পিতামহী বরীয়সী গোপীর ভাব-পরিপাটীর পরিচয় দিতেছেন শ্রীপাদ রঘুনাথ। "পিতামহী মহীমান্যা কুসুম্ভাভা হরিৎপটা। বরীয়সীতি বিখ্যাতা খর্ব্বা ক্ষীরাভকুন্তলা ॥" 'শ্রীকৃষ্ণের পিতামহীর নাম বরীয়সী, ইনি ব্রজমণ্ডলের মাননীয়া। ইঁহার বর্ণ কুসুম্ভপুষ্পের ন্যায়, বসন হরিদ্বর্ণ, আকার খর্ব এবং কেশ দুগ্ধের ন্যায় ধবল।' পরম প্রিয় পৌত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখ-সমৃদ্ধির **গর্বে** ইঁহার মাটিতে পা পড়ে না বলিয়া জনশ্রুতি আছে। এই **গর্ব** প্রাকৃত রজস্তমোগুণের বৃত্তি নহে, ইহা শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তি। প্রেম হইতেই এই অভিমানের উদ্ভব হইয়া থাকে। "প্রীতিঃ খলু ভক্তচিত্তমুল্লাসয়তি মমতয়া যোজয়তি, বিশ্রম্ভয়তি, **প্রিয়ত্বাতিশয়েনাভিমানয়তি,** দ্রাবয়তি, স্ববিষয়ং প্রত্যভিলাষাতিশয়েন যোজয়তি, প্রতিক্ষণমেব স্ববিষয়ং নবনবত্বেনানুভাবয়তি, অসমোর্দ্ধচমৎকারেণোন্মাদয়তি চ" (প্রীতিসন্দর্ভঃ-৮৪ অনুঃ) অর্থাৎ "প্রীতি ভক্ত-চিত্তকে উল্লসিত করে, মমতাদ্বারা যোজনা করে, বিশ্বাসযুক্ত করে, প্রিয়তাতিশয়দ্বারা **অভিমান-বিশিষ্ট** করে, বিগলিত করে, নিজ বিষয় শ্রীভগবানের প্রতি অভিলাষাতিশয় (প্রচুর লোভ) দ্বারা আসক্ত করে, প্রতিক্ষণে নিজবিষয় ভগবানকে নূতন হইতে নূতনতর-রূপে অনুভব করায় এবং অসমোর্ধ্ব চমৎকারিতাদ্বারা উন্মাদিত করে।" এই স্তরগুলিই ভক্তিশাস্ত্রে যথাক্রমে,

শ্বেত-শ্মশ্রুভারেণ সুন্দরমুখঃ শ্যামঃ কৃতী মন্ত্রণা-
ভিজ্ঞঃ সংসদি সন্ততং ব্রজপতেঃ কুর্ব্বন্ স্থিতিং যোঽর্চ্চিতঃ।
স্বপ্রাণার্ব্বুদখণ্ডনৈর্ম্মুরভিদং ভ্রাতুঃ সুতং তোষয়েৎ
সাহারে নিবসন্ স গোষ্ঠমবতান্নাম্নোপনন্দঃ সদা ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। শ্বেতবর্ণ শমশ্রুরাজিতে যাঁহার মুখমণ্ডল অতি সুশোভিত যিনি শ্যামবর্ণ, বিদ্বান্ ও লন্ত্রণাভিজ্ঞ। ব্রজরাজের সভায় নিয়ত অবস্থানপূর্বক যিনি পূজিত হন, অর্বুদপ্রাণদ্বারা ভ্রাতুষ্পুত্র

রতি, প্রেম, প্রণয়, মান, স্নেহ, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে। এই অভিমান বা গর্ব বুকে লইয়াই শ্রীরাধারাণী বলিয়াছেন—"বঁধু, তোমার গরবে গরবিণী হাম" প্রেম এই অভিমানকে কোন সময়ের জন্যও ছাড়িতে চাহে না। 'প্রেমের সদাই অভিমান, প্রেম চায় ষোল আনা প্রাণ।' প্রেমিকের আর গর্ব কাহাকে লইয়া? শ্রীভগবানই যে তাঁহার প্রাণসর্বস্ব! অনুভবী জানেন, এই প্রেমাভিমানের মূল্য কত গুরুত্বপূর্ণ! প্রেমাত্মক-জ্ঞান তাঁহাকে সব দিক্ দিয়া ভালরূপে জড়াইয়া ধরিতে চাহে।

কৃষ্ণপিতামহী বরীয়সীর প্রেমাভিমানটি যে কত মহত্বপূর্ণ তাহা এই শ্লোক হইতে জানা যায়। যিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত সর্বদা হাস্য-পরিহাসাদি কৌতুক করিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণও তাহা শুনিয়া পরমানন্দ-সাগরে ভাসমান হন।

পিতামহী শ্রীকৃষ্ণকে হাস্য-পরিহাসাদি কৌতুকে সুখী দেখিয়া 'ওরে নাতিচাঁদ! এইদিকে আয়' বলিয়া বার বার আহ্বান করিয়া থাকেন। মহাজনগণ বলেন—পরতত্ত্বরূপে যাঁহারা কৃষ্ণকে বুঝিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে সম্যক্ জানিতে পারেন নাই, মাধুর্য-মূরতি শ্রীগোবিন্দকে মাধুর্যজ্ঞানদ্বারাই সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করা যায়। ইহাতে এইরূপ মনে করিতে হইবে না যে, তাহাতে পরতত্ত্ব শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য-জ্ঞানের কিছু হানি হইয়া থাকে। মাধুর্যজ্ঞানের মধ্যে ত্রিবেণী-প্রবাহে সরস্বতী-ধারার ন্যায় ঐশ্বর্যজ্ঞান সতত অনুস্যূত থাকে। বিরহাদি অবসরে তাহা প্রকাশিত হইয়া প্রেমিকের বিরহকাতর প্রাণকে রক্ষা করিয়া থাকে। শ্রীপাদ পরম মাধুর্যজ্ঞানবতী কৃষ্ণপিতামহী বরীয়সীর শ্রীচরণে প্রণাম করিতেছেন—

"'কৃষ্ণ মোর নাতি' বলি গর্বে বুক ভরা।
কৃষ্ণ-সুখ-সম্পদ্ হেরি সুখে আত্মহারা ॥
পৌত্র-গর্ব্বে পা ফেলে না কভু ধরণীতে।
হাস্য-পরিহাসে মগ্ন গোবিন্দ-সহিতে ॥
কৃষ্ণ-পিতামহী বলি যাঁর কৌতুক কথা।
উল্লাসেতে শুনে সবে প্রসঙ্গ হয় যথা ॥
সেই বরীয়সী কৃষ্ণ-পিতামহী যিনি।
কৃপালোভে সদা পদে প্রণত যে আমি ॥" ১৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে যিনি সুখী করেন, সাহারে যাঁহার বসতি ; সেই শ্রীকৃষ্ণ-পিতৃব্য **উপনন্দ** এই গোষ্ঠকে নিয়ত রক্ষা করুন্ ॥ ১৫ ॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণস্নেহপরবশং তৎপিতৃব্যং স্তৌতি—শ্বেত ইতি। স নাম্না উপনন্দঃ শ্রীকৃষ্ণ-পিতৃব্যোগোষ্ঠমবতাদ্রক্ষতু স্বস্য গোষ্ঠনিবাসিত্বেন তদ্রক্ষণে স্বস্যাপি রক্ষণমিতি স্তুতির্ব্যজ্যতে। যঃ সংসদি সভায়াং ব্রজপতের্নন্দস্য স্থিতিং মর্য্যাদাং জ্যেষ্ঠোঽপি সন্ কুর্ব্বন্নচ্চিতস্তেনেতি শেষঃ। কিম্ভূতঃ শ্বেতশ্মশ্রু-ভরেণ শুক্লবর্ণমুখলোমাতিশয়েন সুন্দরং মুখং যস্য সঃ শ্যামোদুর্ব্বাদলমিব হরিদ্বর্ণঃ। তথা চামরঃ। ত্রিষু শ্যামৌ হরিৎকৃষ্ণাবিতি। উপনন্দোঽপি নন্দশ্চ পিতৃব্যৌ পূর্ব্বজৌ পিতুঃ। পিতৃব্যৌতু কনীয়াংসৌ স্যাতাং সন্নন্দনন্দনৌ। আদ্যঃ সিতারুণরুচি-দীর্ঘকূর্চ্চো হরিৎপট ইতি দীপিকা। কৃতী যোগ্যতাবান্ যতো মন্ত্রণায়ামভিজ্ঞঃ পণ্ডিতঃ। এবং যঃ সাহারে অরণং গমনং অরঃ সাহারঃ সহ গমনং সাহিত্যমিতি যাবৎ তত্র বসন্ তিষ্ঠন্ ভ্রাতুর্নন্দস্য সুতং কৃষ্ণং স্বস্য প্রাণাব্বুদখণ্ডনৈরিত্যত্র অপিকারাভাবে। উক্তাবা-নন্দমগ্লাদেঃ স্যান্ন্যূনপদতাগুণ ইতি দিশা ন্যূনপদতা দোষোঽদোষ এব ॥ ১৫ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ গোস্বামিচরণ এই শ্লোকে মহারাজ নন্দের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও মন্ত্রী শ্রীউপনন্দের স্তব করিতেছেন। "উপনন্দোঽভিনন্দশ্চ পিতৃব্যৌ পূর্ব্বজৌ পিতুঃ। পিতৃব্যৌ তু কনীয়াং-সৌ স্যাতাং সন্নন্দ-নন্দনৌ॥" (দীপিকা) অর্থাৎ "নন্দের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দুইজন উপনন্দ ও অভিনন্দ। সন্নন্দ ও নন্দন এই দুইজন নন্দের কনিষ্ঠভ্রাতা। ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য।" পর্জন্যমহারাজের সর্বজ্যেষ্ঠপুত্র উপনন্দ থাকিতে তৃতীয়পুত্র শ্রীনন্দের রাজ্যপ্রাপ্তির একমাত্র হেতু উপনন্দের ঔদার্য। শ্রীগোপালচম্পূ-গ্রন্থে বর্ণিত আছে—মহারাজ পর্জন্য পুত্রগণের যোগ্যতা দেখিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র উপনন্দকে রাজ্য-ভার সমর্পণ করত স্বয়ং নিশ্চিন্ত মনে শ্রীহরিভজনের নিমিত্ত ব্যগ্র হইলেন এবং বসুদেবাদি গণমান্য রাজন্য-বর্গকে ও গর্গাদি ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করত সভামধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীউপনন্দকে রাজতিলক দান করিলেন।

"সঃ পুনঃ পিতুরাজ্ঞামঙ্গীকৃত্য কৃতকৃত্যস্তস্যামেব শ্রীবসুদেবাদি-সম্বলিতমহানুভাবানাং সভায়া-মাহূয় সভাবমুৎসঙ্গসঙ্গিনং বিধায় মধ্যমমেব নিজানুজং তেন তিলকেন গোকুলরাজতয়া সভাজয়ামাস।"

"অথ তত্রানুজে সঙ্কুচতি সর্ব্ব এব চ জনে বিস্ময়ং সচ মানে পিতরি চ রোচমানেলোচনে সচোবাচ—'ময়েদং নাবিচারমাচরিতং যতঃ সর্ব্ব এব স্নেহপরম্পরায়াঃ পরাধীনঃ ; সা চ সাদ্‌গুণ্যস্য তচ্চ সর্ব্বসমঞ্জসতায়াঃ সা চাত্র যথা তথা ন মদ্বিধে ; সৈব চ খলু সর্ব্ববশীকারিতায়াং স্বৈরিতামর্হতি।"

'কিঞ্চ, সর্ব্বান্তর্যাম্যপ্যেনমেবোররীচরীকরোতি। দৃশ্যতামস্যাং ভাসমানায়াং সভায়াং সর্ব্বেষাং নেত্রপটলীষট্‌পদবল্লীলায়মানা কেবলমস্য মুখং কমলমিব সংবলতে। তথা প্রথমতঃ এব তদানুকূল্যমত্রা-কল্প্যতে পরিকল্প্যতামপীদং মম নাম্নৈব ; তস্মাদস্মাকময়মেব রাজেতি।'

"অথাভবৎ কুসুমজবৃষ্টিভিঃ সমং, স্ফুটধ্বনির্দিবমনু সাধু সাধ্বিতি।
সভাসদামিহ চ বিকাসিদৃষ্টিভি-র্যথাস্ফুরজ্জয়-জয়-শব্দমঙ্গলম্॥"

(গোঃ চঃ পূর্ব-৩য়-৩১-৩৪)

"শ্রীউপনন্দ পিতার আদেশ শিরোধার্য করত নিজেকে ধন্য মনে করিলেন এবং বসুদেবাদি মহানুভবগণের উপস্থিতিতে সেই সভামধ্যে মধ্যম ভ্রাতা শ্রীনন্দকে আহ্বান করত স্নেহ-প্রীতিপূর্ণ চিত্তে আলিঙ্গনপূর্বক ঐ তিলকদ্বারা অনুজ নন্দকে গোকুলের রাজত্ব প্রদান করিলেন এবং গোকুলরাজরূপে তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন।"

"জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এতাদৃশ অসম্ভাবিত আচরণে শ্রীনন্দ সঙ্কুচিত হইলেন, অন্যান্য সভাসদ সকলে বিস্মিত হইলেন এবং পিতা পর্জন্য আনন্দোৎফুল্ল নেত্রে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন (নন্দের অপার সাদ্গুণ্যে পর্জন্যের তাঁহাকে রাজ্যদান করিবার বাসনা থাকিলেও জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হয় বলিয়া তিনি সেই নীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন)। তদ্দর্শনে শ্রীউপনন্দ বলিলেন—আমি ইহা কিছু অবিচারের কার্য করি নাই, কারণ সকলেই স্নেহ-পরম্পরার অধীন হইয়া থাকে। শ্রীনন্দের সাদ্গুণ্যেই এই বিষয়ের (বড় ভাই বিদ্যমান থাকিতে কনিষ্ঠকে রাজ্যদানের) সামঞ্জস্য বিধান করিতেছে। সুতরাং ইহা আমার স্বেচ্ছাচার নহে, সদ্গুণেরই সর্ববশীকারিতা শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে।

'আবার ইহা সর্বান্তর্যামী শ্রীনারায়ণেরই প্রেরণা। তাহার কারণ সকলের নেত্রভৃঙ্গ শ্রীনন্দের মুখকমলের শোভা-মকরন্দ পান করিতেছে। পূর্ব হইতেই শ্রীনারায়ণের এই ইচ্ছা নিশ্চিতরূপে ছিল। আবার নামেও ইনি 'নন্দ', আমি 'উপনন্দ', 'উপ' শব্দটি হীনার্থে বা সাহায্যার্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব ইনিই গোকুলের রাজা, আমি ইঁহার সহায়ক।'

শ্রীউপনন্দের বাক্য শ্রবণে দেবগণ আকাশ হইতে প্রচুর পুষ্পবৃষ্টি করিয়া 'সাধু সাধু' বলিয়া সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। সকলেরই নয়নকমল প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল। 'জয় জয়' মঙ্গলরবে বিশ্ব ব্যাপ্ত হইল।" সেই দিন হইতে সর্বসদ্গুণখনি শ্রীনন্দ গোকুলের রাজা ও উপনন্দ মন্ত্রীপদে অভিষিক্ত হইলেন।

এই জন্যই বলা হইয়াছে—উপনন্দ বিদ্বান্ ও মন্ত্রণাভিজ্ঞ। তাঁহার অঙ্গের গভীর শ্যামবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ শ্মশ্রুরাজিতে শোভিত বদনমণ্ডল বুদ্ধিমত্তার ও মন্ত্রণাভিজ্ঞতার সাক্ষ্য দিতেছে। যাঁহার মন্ত্রণা-চাতুর্যে নন্দব্রজ সকলপ্রকার সুখ-সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইয়াছিল। গোকুলে অসুরাদির উপদ্রব হইতে থাকিলে শ্রীউপনন্দই গোকুল ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে নিরুপদ্রব-স্থানে বসবাস করিয়া তাঁহার প্রাণকোটি প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীকৃষ্ণের রক্ষাবিধানের পরামর্শ দিয়াছিলেন। তাঁহারই পরামর্শে সুরক্ষিত স্থান নন্দীশ্বরগিরিতে ব্রজরাজের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। শ্রীপাদ বলিলেন—'সাহার নামক গ্রামে যাঁহার বসতি, সেই শ্রীউপনন্দ গোষ্ঠকে নিয়ত রক্ষা করুন্।' গোষ্ঠবাসীর সুরক্ষা হইলে গোষ্ঠাশ্রয়ী শ্রীপাদ রঘুনাথও রক্ষিত হইবেন এবং তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে—ইহাই ব্যঞ্জনা।

"শ্বেত-শ্মশ্রুভরে যাঁর বদন সুন্দর।
শ্যামরুচি অঙ্গ-শোভা অতি মনোহর ॥

গৌরঃ কোমলধীরুদারচরিতঃ স্নিগ্ধো ব্রজেন্দ্রানুজঃ
শ্যামশ্মশ্রুরলং তদীয়চরণে ভক্তঃ সুনন্দাপিতা।
যঃ প্রাণৈঃ পরিমঞ্জ্য মাধবসুখং দধ্না মহিষ্যাঃ পরং
সন্নন্দস্তনুতে স পাতু নিতরাং নঃ কাসরীণাং পতিঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। যিনি গৌরবর্ণ, সুকোমলমতি, উদারচরিত, স্নিগ্ধ, শ্যামবর্ণ শ্মশ্রুরাজিতে যাঁহার মুখ অতি সুশোভন, শ্রীনন্দের প্রতি যাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি, যিনি প্রাণের সহিত মহিষদধিদ্বারা মাধবের নির্মঞ্ছন করত তাঁহার সাতিশয় সুখ-বিস্তার করিয়া থাকেন, সেই শ্রীনন্দের কনিষ্ঠভ্রাতা, সুনন্দার পিতা মহিষীপতি **সন্নন্দ** আমাদের রক্ষা করুন ॥ ১৬ ॥

টীকা। তস্মিন্ স্নেহার্দ্রং তৎপিতুঃ কনিষ্ঠভ্রাতরং সন্নন্দং স্তৌতি—গৌর ইত্যাদি। স কাসরীণাং মহিষীণাং পতিঃ পালকঃ সন্নন্দোনোঽস্মান্নিতরাং সর্ব্বথা পাতু রক্ষতু স ক ইত্যাহ ব্রজেন্দ্রানুজঃ নন্দকনিষ্ঠঃ। কিম্ভূতঃ গৌরঃ শ্বেতবর্ণঃ গৌরঃ পীতেঽরুণে শ্বেতে বিশুদ্ধে চাভিধেয়বৎ। নাশ্বেত সর্ষপে চন্দ্রে নদ্বয়োঃ পদ্মকেশরে ইতি মেদিনী। সুনন্দাপরপর্য্যায়ঃ সন্নন্দঃ কুন্দপাণ্ডুরঃ। শ্যামচেলঃ সিত-দ্বিত্রি কেশোঽয়ং কেশবপ্রিয় ইতি দীপিকা। তদীয় চরণে কৃষ্ণচরণে সুনন্দায়াঃ পিতা। প্রাণৈ পরিমঞ্জ্যং নির্মঞ্জ্যং যন্মাধবসুখং তৎপরং কেবলং মহিষ্যা দধ্না যস্তনুতে বিস্তারয়তি স ইত্যর্থঃ। অন্যৎ স্পষ্টম্ ॥ ১৬ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। বিভিন্ন পরিকরের ভিন্ন ভিন্ন ভাব-পরিপাটীতে ব্রজধাম সমৃদ্ধ। নিত্যপরিকরগণের স্বতঃসিদ্ধ প্রেমরস তদ্দ্বারা তাঁহারা সকলেই আপনাপন ভাবে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুরী আস্বাদন করিয়া থাকেন। "নিজভাবে করে কৃষ্ণ রস-আস্বাদনে" (চৈঃ চঃ)। প্রেমের বিষয় শ্রীকৃষ্ণও নিজের নিখিল ঐশ্বর্য ও পূর্ণতা ভুলিয়া অপূর্ণের ন্যায় তাঁহাদের স্বতঃসিদ্ধ প্রেমমাধুরী তাঁহাদের ভাবানুসারে আস্বাদন করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করেন। ইহাই ব্রজপ্রেমের বৈশিষ্ট্য। মাধুর্যের পূর্ণ পরিণতি যেখানে, রসেরও শ্রেষ্ঠ বিকাশ সেখানেই। ব্রজলীলা-আলোচনায় এই তত্ত্বের সম্যক্ উপলব্ধি হইয়া থাকে। ব্রজভাবের উপাসনায় সাধকের চিত্ত যতই বিশুদ্ধ হইতে থাকে, তাঁহার হৃদয় যতই উচ্চ হইতে উচ্চতর

মন্ত্রণায় মহাবিজ্ঞ নন্দ-সভা-মাঝে।
পূজিত হয়েন যিনি পণ্ডিত-সমাজে ॥
ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীগোবিন্দে কোলেতে করিয়া।
সন্তোষ-বিধান করে মরম বুঝিয়া ॥
সেই কৃষ্ণপিতৃব্য শ্রীউপনন্দ নাম।
গোষ্ঠরক্ষা করুন তিনি এই নিবেদন ॥" ১৫ ॥

সোপানে উন্নীত হয় ; ততই বিশুদ্ধ মাধুর্য্যানুভূতি লাভে তিনি ধন্য হইতে থাকেন। সেই ব্রজভাবের উপাসনার মধ্যে ব্রজপরিকরগণের মাধুর্যময় ভাবপরিপাটীর শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ।

শ্রীপাদ এই শ্লোকে ব্রজেন্দ্র শ্রীনন্দমহারাজের অনুজ ও সুনন্দার পিতা সন্নন্দের স্তুতি করিতেছেন। 'সুনন্দাপরপর্য্যায় সন্নন্দ কুন্দপাণ্ডরঃ। শ্যামচেলঃ সিতদ্বিত্রিকেশোঽয়ং কেশবপ্রিয়ঃ ॥ (দীপিকা) অর্থাৎ 'সন্নন্দের অপর নাম সুনন্দ, ইঁহার বর্ণ পাণ্ডুর, শ্যাম ও ধবলবর্ণ বসন, কেশের মধ্যে দুই তিনটি কেশ শ্বেতবর্ণ, মহিষ ইঁহার অতি প্রিয়। মহিষদুগ্ধে শ্রীকৃষ্ণের দেহপুষ্টি হইবে বলিয়া মহিষ রাখেন, এই জন্যই ইনি মহিষপতি। যাঁহাদের অখিল বস্তুর প্রতি প্রিয়তা কেবল শ্রীকৃষ্ণসুখের জন্যই। ইনি মহিষদধিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নির্মঞ্ছন করেন। নির্মঞ্ছন বড়ই প্রীতির অনুষ্ঠান। যাহাতে প্রিয়জনের আপদ্-বিপদ্ বা আলাই-বালাই নিছিয়া মুছিয়া নেওয়া হয়। প্রিয়বস্তু ও মাঙ্গলিক বস্তুদ্বারাই প্রিয়জনের নির্মঞ্ছন করা হয়। মহিষদধি ইঁহার অতি প্রিয়বস্তু ও স্বভাবতঃই মাঙ্গলিক দ্রব্য ; তাই মহিষ-দধিদ্বারা নির্মঞ্ছন। শ্রীপাদ বলিতেছেন—"যঃ প্রাণৈঃ পরিমঞ্ছ্য মাধবসুখং দধ্না মহিষ্যাঃ পরং" অর্থাৎ যিনি মহিষদধিদ্বারা প্রাণের সহিত নির্মঞ্ছন বা নীরাজনে তৎপর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখ-সন্ততি বিস্তার করিয়া থাকেন। ইঁহার নির্মঞ্ছন দেখিয়া মনে হয়, দধি দিয়া ত নয় ; প্রাণদ্বারাই যেন নীরাজন করিতেছেন। তাই ইহাতে ভক্ত-প্রেমাস্বাদনপরায়ণ মাধবের এত সুখ লাভ হইয়া থাকে।

'মাধব' শব্দের অর্থ লক্ষ্মীপতি বা পরমৈশ্বর্যের অধিপতি স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও কৃষ্ণ ব্রজবাসিগণের শুদ্ধমাধুর্যময় প্রেমমাত্রই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পূতনা, অঘাসুর, বকাসুরাদি বধ, গোবর্ধন-ধারণ, কালীয়-দমন, দাবানল ভক্ষণ, রাসাদি-লীলাতে এতই বিশাল বিপুল ঐশ্বর্যের প্রকাশ হইয়াছে যে, তাহা চিন্তারও অতীত। কিন্তু এতাদৃশ ঐশ্বর্যও অসমোর্ধ্ব-মাধুর্য-সিন্ধুর অতলতলে বিলীন হইয়া কেবল মাধুর্যকেই পুষ্ট করিয়াছে! এই অসীম ঐশ্বর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যে অনন্ত মাধুর্য, তাহারই গৌরব—ইহাই সর্বজন-চিত্তাকর্ষক। ব্রজবাসিগণের শুদ্ধমাধুর্যময় প্রেমের সান্নিধ্যই ইহার একমাত্র হেতু। তাই ব্রজবাসিগণের এইপ্রকার অসাধারণ প্রেমমাধুর্যে চমৎকৃত হইয়া শ্রীব্রহ্মা, উদ্ধবাদি ইঁহাদের পাদরেণুতে অভিষিক্ত হওয়ার কামনায় ব্রজে তৃণ-গুল্ম জন্ম প্রার্থনা করিয়াছেন।

শ্লোকে সন্নন্দের সুকোমল মতিত্ব, উদার চরিতত্ব, স্নিগ্ধতা প্রভৃতি যে গুণগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে—সবই তাঁহার স্বাভাবিক প্রেমভক্তি হইতে উদ্ভূত, এইরূপ সর্বত্রই জানিতে হইবে। "যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ" (ভাঃ-৫।১৮।১২) "শ্রীভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, সমস্ত গুণের সহিত সমস্ত দেবগণ তাঁহাতে নিত্য বাস করিয়া থাকেন।" শ্রীপাদের প্রার্থনা—

"গৌরবর্ণ সুকোমল, উদার চরিত।
নন্দের কনিষ্ঠভ্রাতা অতি স্নেহরীত ॥

শ্যামঃ সূক্ষ্মমতির্যুবাতি-মধুরো জ্যোতির্বিদামগ্রণীঃ
পাণ্ডিত্যৈর্জিত-গীষ্পতির্ব্রজপতেঃ সব্যে কৃতাবস্থিতিঃ।
কৃষ্ণং পালয়তীহ যঃ প্রিয়তয়া প্রাণার্ব্বুদৈরপ্যলং
মন্ত্রেণাপ্যুপনন্দসূনুমিহ তং প্রীত্যা সুভদ্রং নুমঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। যিনি শ্যামবর্ণ, সূক্ষ্মমতি, যুবা, প্রিয়দর্শন, জ্যোতির্বিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ, যিনি পাণ্ডিত্যে বৃহস্পতিকেও জয় করিয়াছেন, যিনি ব্রজপতি নন্দের বামে অবস্থান করেন, পরম প্রিয়-বিধায় যিনি অর্বুদ প্রাণদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পালন ও মন্ত্রণা দান করেন, আমি প্রীতির সহিত সেই উপনন্দ-পুত্র **সুভদ্র**কে প্রণাম করি ।। ১৭ ॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণ-পালকত্বেন শ্রীকৃষ্ণপিতৃব্যপুত্রং স্তৌতি—শ্যাম ইত্যাদি। ইহ ব্রজে তম্ উপনন্দপুত্রং সুভদ্রং নুম স্তুমঃ অস্মদোঽবিশেষণস্য দ্বিত্বে চেত্যনেনাস্মৎ শব্দস্য বহুত্বান্নুম ইতি বহুবচনম্। যদ্বা সুভদ্রে স্মরণ পথি প্রত্যক্ষত্বমানীতে আত্মনো বহুমননাদ্গৌরবেণ বহুত্বম্। যো ব্রজপতেঃ সব্যে বামে কৃতাবস্থিতিঃ তৎ পালনানুমোদনার্থং বামপার্শ্বেস্থিতং কৃষ্ণং প্রাণার্বুদৈরপি অলমতিশয়মন্ত্রেণ মন্ত্রণয়াপি প্রিয়তয়া প্রিয়ত্বেন পালয়তি তং সব্যে কৃতাবস্থিতিরিতি প্রথমান্ত পাঠে যঃ ইত্যস্য বিশেষণং যঃ কিম্ভূতঃ শ্যাম ইত্যাদি স্পষ্টম্। জ্যোতির্বিদাং জ্যোতিঃ শাস্ত্রাভিজ্ঞানাং অগ্রণীঃ প্রধানং গীষ্পতির্বৃহস্পতিঃ ॥ ১৭ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। ভক্ত ও ভগবানের পারস্পরিক প্রীতিমাধুরী আস্বাদনের মহান্ কেন্দ্র ব্রজধাম। ব্রজপার্ষদগণ আনন্দঘনমূরতি শ্রীগোবিন্দের প্রেমরসাস্বাদনে অদ্বিতীয়। অধিক কি, ইঁহারা শুদ্ধ প্রেমেরই মূরতি। স্বতঃপূর্ণ শ্রীভগবানও কেবল ভক্তের প্রীতি-সুখে আকৃষ্ট হইয়া ভক্তে একান্ত আবিষ্ট হন, এমন কি আত্মহারা পর্যন্ত হইয়া যান। স্বীয় আশ্রয় ও বিষয়ে প্রেমভক্তির আনন্দাতিশয্য-প্রকাশের ইহাই পরিচায়ক। অতএব ভক্তের সম্ভ্রম-সঙ্কোচহীন সুনির্মল প্রীতিই শ্রীভগবানের একান্ত কাম্য। তাই শুদ্ধ প্রীতিমান্ ব্রজভক্তের ত কথাই নাই, ঐশ্বর্যজ্ঞান-পরায়ণ ভক্তের নিকটেও শ্রীভগবানের

শ্যামবর্ণ শমশ্রুভরে শ্রীমুখ-সুন্দর।
নন্দপ্রতি ভক্তি যাঁর অতি গাঢ়তর ॥
সুনন্দার পিতা বলি ব্রজবাসী জানে।
প্রাণপণে দধি দিয়া (করে) কৃষ্ণ নীরাজনে ॥
মহিষী-রক্ষক সে সন্নন্দ নাম যাঁর।
রক্ষা করুন মোরে এই মিনতি আমার ।।” ১৬ ॥

সম্ভ্রম-সঙ্কোচশূন্য প্রীতিময় কথা শ্রবণের বাসনা জাগে। হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীপ্রহ্লাদের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তিতে দৃষ্ট হয়—

"সভয়ং সম্ভ্রমং বৎস মদ্গৌরবকৃতং ত্যজ। নৈষ প্রিয়ো মে ভক্তেষু স্বাধীন প্রণয়ীভব ॥
অপি মে পূর্ণকামস্য নবং নবমিদং প্রিয়ম্। নিঃশঙ্কপ্রণয়াদ্ভক্তো যন্মাং পশ্যসি ভাষতে ॥
সদা মুক্তোঽপি বদ্ধোঽস্মি ভক্তেষু স্নেহরজ্জুভিঃ। অজিতোঽপি জিতোঽহন্তৈরবশ্যোঽপি বশীকৃতঃ ॥"

'হে বৎস! আমার প্রতি গৌরব প্রকাশ করায় তোমার যে ভয় ও সম্ভ্রমের উদয় হইয়াছে, তুমি উহা ত্যাগ কর। ভক্তগণের এইরূপ গৌরবময় ব্যবহার আমার প্রিয় নহে। তুমি স্বাধীনভাবে আমার প্রতি প্রণয়-প্রকাশ কর। নিঃশঙ্ক প্রণয়সহকারে ভক্ত আমায় দর্শন করেন ও কথা বলেন। আমি পূর্ণকাম হইলেও উহা আমার নিকট নূতন হইতে নূতনতর প্রিয় বোধ হয়। নিত্য-মুক্ত হইলেও আমি তাদৃশ ভক্তের স্নেহরজ্জুর দ্বারা বদ্ধ, অজিত হইলেও পরাজিত ও অন্যের অবশীভূত হইলেও তাঁহাদের একান্ত বশীভূত হইয়া থাকি।' এই মর্মে ব্রজপরিকরগণের বিপুল মহিমাধিক্য অবগত হওয়া যায়। কেননা ব্রজপরিকরগণে এই সম্ভ্রম-সঙ্কোচহীন নির্ভর গভীর প্রেমের পরাকাষ্ঠা। তাঁহাদের বিশুদ্ধ লৌকিক সম্বন্ধবৎ প্রীতি পরমাবেশময়ী। ইহাকেই মহাজনগণ রাগাত্মিকা ভক্তি আখ্যা দিয়া থাকেন। এই সুমহান্ রাগযজ্ঞে ব্রজপরিকরগণ প্রত্যেকেই এক একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। এই শ্লোকে শ্রীপাদ শ্রীউপনন্দ-পুত্র সুভদ্রের স্তব করিতেছেন।

"সুচিক্কণো নীলবর্ণঃ সুভদ্রো দীপ্তিমান্ ভবেৎ।
পীতবস্ত্র-পরীধানো নানাভরণশোভিতঃ ॥
উপনন্দঃ পিতা তস্য তুলা মাতা পতিব্রতা।
পরমোজ্জ্বলকৈশোরঃ পত্নী কুন্দলতা ভবেৎ ॥" (দীপিকা)

"সুভদ্রের দেহপ্রভা সুচিক্কণ, নীলবর্ণ ও দীপ্তিময়। পরিধানে পীতবসন এবং নানাবিধ আভরণে ভূষিত। ইঁহার পিতা উপনন্দ, মাতা তুলা, ইনি বিশেষ পতিব্রতা। সুভদ্রের বয়স পরমোজ্জ্বল-কৈশোরভাবে পরিপূর্ণ। ইঁহার পত্নীর নাম কুন্দলতা।" † ইনি শ্যামবর্ণ, সূক্ষ্মমতি, যুবা, প্রিয়দর্শন ও জ্যোতির্বিদ্গণের অগ্রণী বা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণকে এবং কৃষ্ণপ্রীতিকে কেন্দ্র করিয়াই ইঁহার জ্যোতির্বিদ্যা সফল হইতেছে। তাৎপর্য এই যে, জ্যোতিষশাস্ত্রের আদি প্রণেতা সর্বজ্ঞ মহামুনি শ্রীগর্গাচার্য বসুদেব-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের নাম-করণের নিমিত্ত গোকুলে আসিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নন্দ-যশোদার শুদ্ধ বাৎসল্য-দর্শনে গর্গাচার্যের ঐশ্বর্যবুদ্ধি স্তম্ভিত হইয়াছিল। ইনি শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ-কালে ইঁহাদের প্রীতির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই দ্ব্যর্থঘটিত ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের নাম-করণ করত স্বীয় জ্যোতিষবিদ্যাকে সফলিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সুভদ্র যথার্থই শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কায়

† ইনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের শৃঙ্গাররসলীলার শ্রেষ্ঠ সহায়িকা। এই ব্রজবিলাসে ৩২ সংখ্যক শ্লোকে ইঁহার বন্দনা রহিয়াছে।

দৈত্যাদ্ভীতেরতিবিকলধীঃ কোমলাঙ্গস্য সূনোঃ
কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ সততমবনে বৎসলা ব্যগ্রচিত্তা ।
কৃচ্ছ্রৈরম্বাং বহুভিরভিতো হন্ত সন্তোষ্য শূরং
দৈত্যঘ্নং যা সুতমজনয়ৎ সাম্বিকা পাতু ধাত্রী ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। যিনি দৈত্যভয়ে সাতিশয় ব্যাকুলচিত্তা হইয়া কোমলাঙ্গ পুত্র শ্রীকৃষ্ণের রক্ষার নিমিত্ত বহু কৃচ্ছ্র-ব্রতাবলম্বনে জগন্মাতা ভগবতীকে সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট করত তাঁহার অনুগ্রহে দৈত্যঘাতী বীরপুত্র প্রসব করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের ধাত্রীমাতা সেই **অম্বিকা** আমাদের রক্ষা করুন ॥ ১৮ ॥

ব্যাকুলিতচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলামঙ্গল গণনা করিয়া তাঁহার মাধুর্যাবগাহী জ্যোতিষবিদ্যাকে সফল করিতেছেন। ইহাই ইঁহার জ্যোতিষবিদ্যার বৈশিষ্ট্য, তাই ইঁহাকে জ্যোতিষবিদ্যার অগ্রণী বা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে।

ইনি পাণ্ডিত্যে বা বুদ্ধিমত্তায় বৃহস্পতিকেও জয় করিয়াছেন। ইহা সুভদ্রের পাণ্ডিত্যের বা বুদ্ধির প্রাখর্য দর্শনেই লোকোক্তি করা হইয়াছে। নচেৎ প্রকৃতপক্ষে ব্রজের সকলেই পাণ্ডিত্যে বা বুদ্ধিমত্তায় বিশ্বে অতুলন। কেননা শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীমুখে বলিয়াছেন—"এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধি-র্মনীষা চ মনীষিণাম্। যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্ ॥" (ভাঃ-১১।২৯।২২) অর্থাৎ 'আমার ভজনই বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধির ও মনীষিগণের মনীষার চরমসীমা, কেননা ইহাতে ক্ষণভঙ্গুর এই মনুষ্যদেহ-দ্বারা এই জন্মেই পরম সত্য ও অমৃতস্বরূপ আমাকে লাভ করিয়া মানবকুল ধন্য হইতে পারে।' সুতরাং ব্রজপরিকরগণের বুদ্ধিমত্তার ইয়ত্তা কে করিবে?

যিনি মন্ত্রণাদি কার্যের নিমিত্ত ব্রজপতি শ্রীনন্দের বামে অবস্থান করেন ও শ্রীনন্দনন্দনকে অর্বুদ-প্রাণদ্বারা পালন ও মন্ত্রণা দান করিয়া থাকেন। অখণ্ড জ্ঞানশক্তি সতত যাঁহাকে সেবা করিয়া থাকে, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও পরম জ্যোতিষী সুভদ্রের মন্ত্রণানুসারেই কার্য করিয়া থাকেন—ইহাই প্রীতির স্বভাব। শ্রীপাদ বলিতেছেন—'সেই উপনন্দ-পুত্র সুভদ্রকে আমি প্রীতির সহিত প্রণাম করি।'

"শ্যামবর্ণ সূক্ষ্মমতি নবীন-যৌবন।
জ্যোতির্ব্বিদ্ সুপণ্ডিত প্রিয়-দরশন ॥
বৃহস্পতি-জিনি যাঁর পাণ্ডিত্য-প্রতিভা।
ব্রজপতি নন্দ-বামে করিতেছে শোভা ॥
প্রাণপ্রিয় শ্রীগোবিন্দে করিতেছে রক্ষা।
উপদেশছলে দান করে নানা শিক্ষা ॥
সেই উপনন্দ-পুত্র সুভদ্র যাঁর নাম।
নিরন্তর স্তব করি পদেতে প্রণাম ॥" ১৭ ॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণ-শুভানুধ্যায়িনীং তদ্ধাত্রীং স্তৌতি—দৈত্যেতি। সা অম্বিকা চ কিলিম্বা চ ধাত্রিকে স্তন্যদাত্রিকে ইতি দীপিকানুসারেণ এতন্নাম্নী ধাত্রী পাতু রক্ষতু। যা দৈত্যাদ্ভীতের্হেতোরতিবিকল-বুদ্ধিঃ সতী শূরং বলবন্তং সুতং বিজয়-নামানমজনয়ৎ প্রসূতবতী। কিং কৃত্বা বহুভিঃ কৃচ্ছ্রৈর্দ্বাদশরাত্রা-দিভির্বহুভির্ব্রতৈরম্বাং দেবমাতরং দুর্গাম্ অভিতঃ সর্ব্বতোভাবেন সংতোষ্য। হন্ত ইতি খেদে হা কদা এবম্ভূতানাং সঙ্গিনী ভবিষ্যামীত্যাত্মগতঃ খেদঃ। নন্বম্বায়া আত্মন এব দৈত্যঘ্নত্বং ন প্রার্থ্য কথং তাদৃশ সুতমজনয়দিত্যাহ। কোমলাঙ্গস্য সূনোঃ পুত্রতুলস্য কৃষ্ণস্য সততমবনে নিরন্তর রক্ষণে উচ্চৈর্ব্যগ্রচিত্তা। যতো বৎসলা নিয়ত স্নেহার্দ্রচিত্তা। স্বস্য স্ত্রীত্বাদ্বনাদৌ তৎ সঙ্গত্যা তদবনমনুচিতমিতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ দাসগোস্বামিচরণ এই শ্লোকে ধাত্রীমাতা অম্বিকার ভাব-চিত্রটি অঙ্কন করিতেছেন। বিশুদ্ধ বাৎসল্যরসের আধার শ্রীকৃষ্ণের ধাত্রীমাতা অম্বিকা। "অম্বিকা চ কিলিম্বা চ ধাতৃকে স্তন্যদাত্রিকে।" (দীপিকা) শ্রীকৃষ্ণের স্তন্যদায়িনী ধাত্রী মা 'অম্বিকা' ও 'কিলিম্বা'। ইঁহাদের মধ্যে অম্বিকাই শ্রেষ্ঠা, ইনি ব্রজেশ্বরী যশোদার প্রিয় সখী। "অম্বিকেয়ং তয়োর্মুখ্যা ব্রজেশ্বর্য্যাঃ প্রিয়া সখী।" (ঐ) ইনিই দেবী দুর্গার আরাধনা করিয়া দেবীর কৃপায় বিজয় নামক বীরপুত্র প্রসব করেন। "অত্রাধ্যক্ষোঽম্বিকাসূনুর্বিজয়াখ্যস্তপস্যয়া। যঃ কিলাম্বিকয়া লেভে ধাত্র্যোপাস্য সদাম্বিকাম্ ॥" (ঐ) "শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠকল্প দেহরক্ষী সখাগণের মধ্যে অম্বিকাপুত্র বিজয়াক্ষ সকলের অধ্যক্ষ। ইঁহার মাতা অম্বিকা পুত্রার্থে তপস্যা করত অম্বিকা বা পার্বতীর উপাসনাবলে এই বীরপুত্রটি লাভ করেন।"

ইনি দৈত্যভয়ে সাতিশয় ভীতা ও ব্যগ্রচিত্তা হইয়া কোমলাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের রক্ষার নিমিত্ত ব্যাকুলিত হইয়া পড়েন। শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট-চিন্তায় সর্বদা আত্মহারা ধাত্রীমাতা অম্বিকা, জগৎরক্ষক শ্রীকৃষ্ণেরও রক্ষার চিন্তায় ব্যগ্রচিত্তা। ইহাই শুদ্ধবাৎসল্যস্নেহের কার্য। শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—স্নেহমাত্রেরই কার্য অনিষ্টাশঙ্কার উদ্ভব করানো—"যস্মিন্ জাতে তৎসম্বন্ধাভাসেনাপি মহাবাষ্পাদিবিকারঃ প্রিয়দর্শনাদ্যতৃপ্তিস্তস্য পরমসামর্থ্যাদৌ সত্যপি কেষাঞ্চিদনিষ্টাশঙ্কা চ জায়তে।"(প্রীতি সঃ) অর্থাৎ "স্নেহের উদয় হইলে শ্রীভগবানের সম্বন্ধাভাসেই মহাবাষ্পাদি বিকার, তাঁহার দর্শনাদিতে অতৃপ্তি এবং শ্রীভগবানের অত্যন্ত সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কাহারো নিকট হইতে তাঁহার অনিষ্টাশঙ্কার উদ্ভব হয়।" আবার বাৎসল্যস্নেহে শ্রীকৃষ্ণের কোমলাঙ্গ দর্শনে এই অনিষ্টাশঙ্কা অতিশয় প্রবলাকার ধারণ করে। তাই অসুরের ভয়ে মাতা অম্বিকা সর্বদা ব্যগ্রা। 'এই বুঝি অসুর আসিল, এই বুঝি শ্রীকৃষ্ণের সর্বনাশ-সাধন করিল'—ইত্যাদি চিন্তায় কাতরা মা অম্বিকা অনন্যোপায় হইয়া শেষে অতি কৃচ্ছ্র ব্রতাদি অবলম্বনে দুর্গার আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। উদ্দেশ্য, শ্রীকৃষ্ণের রক্ষার নিমিত্ত বলশালী সন্তান লাভ করা।

শুদ্ধ-ভক্তিমার্গে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য দেব-দেবীর উপাসনায় এবং দেব-দেবীর নিকট ভক্তি ব্যতীত, অন্য ধন, পুত্রাদি বর প্রার্থনায় শুদ্ধভক্তির হানি হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রজপরিকরগণের যে অন্য দেব-দেবীর উপাসনা এবং তাঁহাদের নিকট পুত্রাদি বর কামনা দেখা যায়, তাহা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের রূপান্তর

ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ব্রজকুমারিকাগণের শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করার জন্য কাত্যায়নীদেবীর উপাসনা-প্রসঙ্গে শ্রীল গোস্বামিপাদ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"ততো বৃজস্য লোকবল্লীলত্বাৎ মায়োপাসনমেব লভ্যতে, তাসাঞ্চ পরমপ্রেমোল্লাস-বিলসিতমেব তথোপাসনং প্রেম্নৈব চ, তথা তৎপ্রাপ্তির্ন তথোপাসনেন ইতি বিবেক্তব্যম্। অত্র কেচিদন্যন্মন্যা যদন্যথা মন্যন্তে তে ন তদীয়প্রেমগন্ধসম্বন্ধগন্ধবাহমপি স্পৃশন্তি সর্ব্বত্র শুদ্ধভগবৎপ্রেমৈব হি পুরুষার্থঃ। সর্ব্বমনন্যদেবতোপাসনাদিকন্তু তৎসাধনমেবেতি শ্রীমদ্ভাগবতসিদ্ধান্তঃ" (ভাঃ-১০৷২২৷৪ শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকা) তাৎপর্য এই যে—"বৃজে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার পার্ষদগণের নরবৎ লীলা বলিয়া ধন, পুত্রাদির কামনায় পার্ষদগণের মায়াদেবীর উপাসনা দেখা যায় (দেবী কাত্যায়নী চিচ্ছক্তি হইলেও উপাসক ধন-জনাদি কামনা করিলে তাহা তিনি মায়াশক্তির দ্বারেই দিয়া থাকেন), কিন্তু ইহা তাঁহাদের পরম প্রেমোল্লাসের বিলাস বলিয়াই জানিতে হইবে। ইঁহাদের এই উপাসনাটিও প্রেম-ব্যতীত আর কিছুই নহে, যেহেতু ইঁহাদের কাত্যায়নী-উপাসনার ফল কাত্যায়নী প্রাপ্তি নয়, ভগবৎপ্রাপ্তিই। সুতরাং কেহ কেহ যে সাধ্য-সাধন বিচারের কথা ভুলিয়া গিয়া 'বৃজদেবীগণও কাত্যায়নী-সেবা করিয়াছেন, অতএব তাঁহার আরাধনা ব্যতীত কৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তির বা কৃষ্ণপ্রাপ্তির কোন উপায়ই নাই অথবা কাত্যায়নী-উপাসনাই একমাত্র পুরুষার্থ, এইরূপ মনে করেন, তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেমগন্ধের সম্পর্কিত বায়ুরও কোন দিন স্পর্শপ্রাপ্ত হন নাই। সর্বত্র শুদ্ধ ভগবৎপ্রেমই পুরুষার্থ। অন্যান্য দেবোপাসনাও মূলতঃ ভগবৎসাধনই, কারণ তিনি সর্বদেবময়, 2 ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতাদি শুদ্ধভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। স্বতঃসিদ্ধ প্রেমবান্ নিত্য-পরিকরগণের **সাধনার** কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ-বাৎসল্য-প্রেমসিন্ধুতে সন্তরণশীলা মাতা অম্বিকা বৃজে পুনঃ পুনঃ অসুরাদির উৎপাত দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কায় ব্যাকুলিতা হইয়া তপস্যার দ্বারা দেবী ভগবতীকে প্রসন্ন করিয়া দৈত্যঘাতী পুত্রবর কামনা করিয়াছেন এবং দেবীর অনুগ্রহে বীরপুত্র বিজয়কে প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীপাদ বলিলেন—'সেই দেবী অম্বিকা আমাদের সতত রক্ষা করুন।'

"বাৎসল্যে ব্যাকুল চিত্তা দৈত্যের ভয়েতে।
কোমলাঙ্গ পুত্র কৃষ্ণের সতত রক্ষার্থে॥
ব্যাকুলিত হৈয়া যেই করে উপবাস।
জগন্মাতা ভগবতীর মাগে আশীর্ব্বাদ॥
তাঁর অনুগ্রহে যিনি দৈত্যঘাতী-পুত্র।
প্রসব করিল কৃষ্ণ রক্ষী সুপবিত্র॥

---

2 অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনাটি কৃষ্ণকেই পায়, কারণ তিনি সর্বদেবময়; কিন্তু কৃষ্ণেতর বস্তুর কামনাশীল উপাসক তাঁহাকে পায় না। এই জন্যই অন্য দেবোপাসনাকে অনন্য-ভক্তির হানিকর বলা হইয়াছে। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টচিন্তায় অধীর হইয়া তাঁহার মঙ্গলের নিমিত্ত অন্য দেবদেবীর উপাসনা করেন, সেই কৃষ্ণপার্ষদগণের অন্য দেবোপাসনা সাধকজীবের জ্ঞানবুদ্ধির বহির্ভূত ব্যাপার।

নাদৈর্যস্য স্ফুটতি পরিতো দিব্যবিধ্যণ্ডকোটিঃ
কে তে তাবৎ কিল দিতিসুতাঃ ক্ষুদ্রকাৎ ক্ষুদ্রজীবাঃ।
স্নেহান্মাত্রা বিজয়মভিতো রক্ষণে সন্নিযুক্তং
কৃষ্ণস্যারাৎ পরমিহ ভজে হন্ত ধাত্রী-সুতং তম্ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। যাঁহার নাদে বা হুঙ্কারে দিব্যকোটি ব্রহ্মাণ্ড স্ফুটিত হইয়া থাকে, সেখানে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীব দৈত্যগণের আর কথা কি? স্নেহের সহিত মাতা অম্বিকা সতত যাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত নিযুক্ত রাখেন, এই ব্রজে সেই ধাত্রীপুত্র **বিজয়**কে আমি ভজন করি ॥১৯॥

টীকা। নৈবিম্নায় কৃষ্ণসহচরং ধাত্রীসুনুং স্তৌতি—নাদৈরিতি। হন্ত ইতি খেদে। তং ধাত্রীসুতং বিজয়ং বিজয়নামানং ইহ ব্রজে ভজে যস্য নাদৈর্বীরত্বসূচকশব্দৈর্দিব্য ব্রহ্মাণ্ডকোটিঃ পরিতঃ সর্ব্বতোভাবেন স্ফুটতি বিদীর্ণা ভবতি। যদ্যেবং তর্হি তাবৎ তে দিতিসুতা দৈতেয়াঃ কে দূরত এব ত্যাজ্যা ইত্যর্থঃ। তে কিম্ভূতাঃ ক্ষুদ্রকাদল্পকাদপি ক্ষুদ্রজীবাঃ অত্যল্পজীবাঃ। তং কিম্ভূতং মাত্রা অম্বিকয়া অভিতঃ সর্ব্বতোরক্ষণে কৃষ্ণস্য আরান্নিকটে সংনিযুক্তম্ ॥ ১৯ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে সেই ধাত্রীপুত্র বিজয়ের স্তব করিতে-ছেন। অনাদিকাল হইতে সারা বিশ্ব-জগতের বুদ্ধিমান্ মানবগণ বিবিধ অনিষ্টের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্ত যাঁহার অভয় ও অমৃতচরণে প্রতিনিয়ত আশ্রয় লইতেছেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের অনিষ্টাশঙ্কায় ব্যাকুলা ধাত্রীমাতা অম্বিকার গৌরী-আরাধনা সফল হইয়াছে; সত্যসত্যই দেবীর কৃপায় তিনি মহাবীর পুত্র-সন্তান লাভ করিয়াছেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের সুহৃদ্ সখা **বিজয়**। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"বাৎসল্যগন্ধি-সখ্যাস্তু কিঞ্চিত্তে বয়সাধিকাঃ। সায়ুধাস্তস্য দুষ্টেভ্যঃ সদা রক্ষা-পরায়ণাঃ ॥
সুভদ্র-মণ্ডলীভদ্র-ভদ্রবর্দ্ধন-গোভটাঃ। যক্ষেন্দ্রভট-ভদ্রাঙ্গ-বীরভদ্রা মহাগুণাঃ ॥
বিজয়ো বলভদ্রাদ্যাঃ সুহৃদস্তস্য কীর্তিতাঃ ॥" (ভঃ রঃ সিঃ-৩।৩।২২, ২৩)

অর্থাৎ "সুহৃদ্ সখাগণের বাৎসল্যগন্ধযুক্ত সখ্য, বয়সও শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা কিছু অধিক, ইঁহারা অস্ত্রধারী দুষ্ট অসুরাদি হইতে শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করিতে সর্বদা প্রয়াসী। সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র, ভদ্রবর্ধন, গোভট, যক্ষ, ইন্দ্রভট, ভদ্রাঙ্গ, বীরভদ্র, মহাগুণ, বিজয় ও বলদেব প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের সুহৃৎ বলিয়া কীর্তিত।" ইঁহারা গোষ্ঠলীলায় নানা অস্ত্র ধারণপূর্বক শ্রীকৃষ্ণ-রক্ষার্থে সতত সাবধান থাকেন, কিছুমাত্র অনিষ্টাশঙ্কার সূচনা মাত্রেই অস্ত্র লইয়া ধাবমান হন। শ্রীরূপপাদ ইঁহাদের সখ্যের দৃষ্টান্তে লিখিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণের ধাত্রীমাতা নাম সে অম্বিকা।
সদা রক্ষা করুন মোরে বাৎসল্যে অধিকা ॥" ১৮ ॥

"ধুন্বন্ ধাবসি মণ্ডলাগ্রমমলং ত্বং মণ্ডলীভদ্র ! কিং,
গুর্ব্বীং নার্য্য ! গদাং গৃহাণ বিজয় ! ক্ষোভং বৃথা মা কৃথাঃ ।
শক্তিং ন ক্ষিপ ভদ্রবর্দ্ধন ! পুরো গোবর্দ্ধনং গাহতে,
গর্জ্জন্নেষ ঘনো বলী ন তু বলীবর্দ্দাকৃতির্দানবঃ ॥" (ঐ-২৪)

"ওহে মণ্ডলীভদ্র ! তুমি কেন বিমল খড়্গ ঘুরাইয়া ধাবিত হইতেছ ? হে আর্য ! আপনি গুরুতর গদা গ্রহণ করিবেন না, বিজয় ! তুমি বৃথা ক্ষোভ করিও না, হে ভদ্রবর্ধন ! তুমি আর বৃথা শক্তি নিক্ষেপ করিও না ; ঐ দেখ, অগ্রবর্তী মেঘই গর্জন করিতে করিতে গোবর্ধনে পতিত হইতেছে, ওটা বলবান্ বৃষাকৃতি দানব (অরিষ্টাসুর) নহে।"

শ্রীপাদ বলিয়াছেন—বিজয়ের বীরত্বসূচক সিংহনাদে যেন দিব্য ব্রহ্মাণ্ডকোটি স্ফুটিত হইয়া যায়। ইহা কিছু আশ্চর্যের কথা নহে, কারণ পার্ষদগণও শ্রীকৃষ্ণের মতই গুণশালী। তবে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যও যেমন ব্রজধামে মধুররূপেই প্রকাশ পায়, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অসুরমারণাদি দর্শনেও যেমন সখাগণের কোন সম্ভ্রম, গৌরবাদির উদয় না হইয়া, 'আমার সখা এত বলবান্, অতএব আর আমাদের স্বচ্ছন্দ-বন্যবিহারে কোনই ভয় নাই' এইভাবে যেন মাধুর্য-লীলারই পুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ বিজয়াদির তাদৃশ বীরত্ব-সূচক হুঙ্কারেও সখ্যরসের পুষ্টিই সাধিত হয়। কিন্তু দৈত্যগণের নিকট তাহা সত্যই ভয়াবহ, তাই বলিয়াছেন, বিজয়ের শক্তির নিকট সামান্য ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র-জীব দৈত্যগণের আর কথা কি ?

পরম স্নেহপারবশ্যে মাতা অম্বিকা বিজয়কে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত রাখেন। শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্তই ইঁহাদের দেহ, গেহ, পুত্র, স্বজনাদি সবই উৎসর্গীকৃত। "যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়-প্রাণাশয়াস্তৎকৃতে" (ভাঃ-১০।১৪।৩৫) যাহা আছে, তাহা সব শ্রীকৃষ্ণের জন্যই, যাহা নাই তাহার অভাবটিও শ্রীকৃষ্ণের জন্যই পূরণ করার বাসনা জাগে। ধন্য সুনির্মল ব্রজপ্রেমের বিচিত্র পরিপাটি।

"ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সেই দিতিপুত্রগণ।
কেবা তাঁদের বীর বলি করয়ে গণন ?
ব্রহ্মাণ্ডকোটি যাঁর হুহুঙ্কার-স্বরে।
স্ফুটিত হইল বলি সবে মনে করে॥
স্নেহ-পরতন্ত্র হৈয়া কৃষ্ণের পালনে।
জননী অম্বিকা দিলা রক্ষণাবেক্ষণে॥
সেই ধাত্রীসুতবীর 'বিজয়' যাঁর নাম।
সতত ভজনা করি—কর পরিত্রাণ॥" ১৯॥

মন্ত্রন্যাসৈরিহ মুররিপোস্তৎপুরোধাঃ পুরস্তাৎ
সর্ব্বাঙ্গানি প্রকট-নিগমো ভাগুরির্যোঽভিরক্ষ্য।
আশীর্ভিশ্চ প্রতিদিনমহো তচ্ছিরো জিঘ্রতীদং
বন্দে তাবন্মুনি-সুরপতেস্তস্য পাদাব্জযুগ্মম্ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। যিনি এই নন্দব্রজে পুরোহিত হইয়া প্রতিদিন প্রথমতঃ মন্ত্রপাঠ ও আশীর্বাদ পুরঃসরঃ শ্রীকৃষ্ণের সর্বাঙ্গের রক্ষাবিধান করত মস্তকাঘ্রাণ করেন, বেদসমূহ মূর্তিমান্ হইয়া যাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছে, সেই মুনীন্দ্র **শ্রীভাগুরীর** শ্রীপাদপদ্ম-যুগল বন্দনা করি ॥ ২০ ।

টীকা। শ্রীকৃষ্ণহিতানুশংসিনং তৎ পুরোধসং শ্রীভাগুরিমুনিং সংস্তৌতি—মন্ত্রেতি। তস্য মুনিসুরপতের্মুনীন্দ্রস্য ভাগুরেঃ পাদযুগ্মং তাবৎ সসম্ভ্রমং বন্দে। তাবন্মানেঽবধারণে সম্ভ্রমে ইতি মেদিনী। অহো হে কৃষ্ণভক্তাঃ শৃণুত ইতি শেষঃ। য ইহ ব্রজে তৎ পুরোধাঃ পুরোহিতঃ সন্ পুরস্তাৎ প্রথমতো মুররিপোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বাঙ্গানি মন্ত্রন্যাসৈরাশীভিরাশীর্ব্বাদৈশ্চ অভিরক্ষ্য প্রতিদিনম্ ইদং তচ্ছিরস্তচ্চ তৎ শিরশ্চেতি তচ্ছিরঃ কৃষ্ণমস্তকং জিঘ্রতি মস্তকগন্ধং গৃহ্নাতীত্যন্বয়ঃ। সাধকাবস্থায়াং বর্ণনসময় এবা-কস্মাৎ সিদ্ধাবস্থা স্ফূর্ত্ত্যা তদ্রূপস্য সাক্ষাৎ প্রতীতৌ তচ্ছির ইত্যুক্ত্বা প্রত্যভিজ্ঞয়া ইদমিত্যুক্তিরিতি ন দোষঃ। স কঃ ভাগুরিরেতন্নাম্না প্রসিদ্ধঃ। কিম্ভূতঃ প্রকটো মূর্তিমান্নিগমো বেদা যত্র সঃ ॥ ২০ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ এই শ্লোকে ব্রজ-পুরোহিত মহামুনি ভাগুরীর স্তব করিতে-ছেন। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"মহীসুরাস্তু দ্বিবিধা গোকুলান্তর্বসন্তি যে। কুলমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে কেচিদন্যে পুরোহিতাঃ ॥ বেদগর্ভো মহাযজ্ঞাভাগুর্য্যাদ্যাঃ পুরোধসঃ ॥" (দীপিকা) অর্থাৎ "যাঁহারা গোকুলমধ্যে বসবাস করেন, এই প্রকার ব্রাহ্মণগণ দুইভাগে বিভক্ত। কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণের পিতৃকুলের আশ্রিত, অন্য একপ্রকার পুরোহিতগণ। বেদগর্ভ অর্থাৎ মহাবেদজ্ঞ ও মহাযজ্ঞা অর্থাৎ বেদবিধানমতে মহাযজ্ঞকারী ভাগুরী প্রভৃতি পুরোহিত।" ব্রজ-পুরোহিত শ্রীভাগুরী মুনির শ্রীকৃষ্ণে শুদ্ধ-বাৎসল্যরস। এই শ্লোকে তাঁহার শুদ্ধ-বাৎসল্যরসের ভাব-পরিপাটীই বর্ণিত হইতেছে।

নিত্যই শ্রীনন্দ-পুরোহিত শ্রীভাগুরীমুনি শ্রীনন্দনন্দনের রক্ষাবন্ধন এবং আশীর্বাদাদি দ্বারা তাঁহার মঙ্গল-কামনায় নন্দালয়ে আগমন করেন। শ্রীনন্দ-যশোদা প্রভৃতি শুদ্ধবাৎসল্য-প্রেমিকগণের ধারণা এই যে, যে সমস্ত ব্রাহ্মণ অসূয়া, অনৃত, দম্ভ, ঈর্ষা, হিংসা ও অভিমানাদি শূন্য, সেই সকল সত্যনিষ্ঠ, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদ কখনই মিথ্যা হয় না। "যেঽসূয়ানৃতদম্ভের্ষ্যা-হিংসামানবিবর্জ্জিতাঃ। ন তেষাং সত্যশীলানামাশিষো বিফলাঃ কৃতাঃ ॥" (ভাঃ-১০।৭।১৩) এই জন্যই নানা অসুর, রাক্ষসাদির উৎপাতে শঙ্কিতচিত্ত নন্দ-যশোমতী নিত্যই মহাবেদজ্ঞ ভাগুরীমুনিকে শ্রীনন্দনন্দনের রক্ষাবিধান ও আশীর্বাদ-দানের নিমিত্ত নন্দালয়ে আহ্বান করেন। মুনীন্দ্র শ্রীভাগুরী নন্দালয়ে প্রবেশ করিলে শ্রীনন্দ-যশোদাদির মনে হয়, অখিলবেদই যেন মূর্তিমান্ হইয়া ইঁহার মধ্যে বিরাজ করিতেছে। বস্তুতঃ নিখিল বেদ বেদ্য

শ্রীনন্দনন্দনের যৎকিঞ্চিৎ সেবা করিয়া ধন্য হইবার জন্যই মনে হয় বেদসমূহ নন্দ-পুরোহিতকে স্বয়ং আশ্রয় করিয়াছেন।

বেদসমূহ মুনীন্দ্র শ্রীভাগুরীকে স্বয়ং আশ্রয় করিলেও ব্রজবাসী বলিয়া শ্রীনন্দনন্দনে তাঁহার কোনরূপ ঐশ্বর্য-জ্ঞান-গন্ধেরও প্রকাশ নাই। শুদ্ধমাধুর্যময়ভাবে তিনি নন্দালয়ে প্রবেশ করিয়াই প্রথমতঃ মন্ত্রের দ্বারা মুরারী শ্রীকৃষ্ণের সর্বাঙ্গের রক্ষাবিধান করত আশীর্বাদ দান করেন এবং পরম বাৎসল্যভরে তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করেন। শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ বাৎসল্যরসের অনুভাবগুলি বর্ণনা করিয়াছেন—

"অনুভাবাঃ শিরোঘ্রাণং করেণাঙ্গাভিমার্জ্জনম্।
আশীর্ব্বাদো নিদেশশ্চ লালনং প্রতিপালনম্।
হিতোপদেশদানাদ্যা বৎসলে পরিকীর্ত্তিতাঃ॥" (ভঃ রঃ সিঃ-৩।৪।৪১)

অর্থাৎ "মস্তকাঘ্রাণ, হস্তদ্বারা অঙ্গমার্জন, আশীর্বাদ, আজ্ঞাকরণ, লালন, প্রতিপালন এবং হিতোপদেশ দানাদি বৎসলরসের অনুভাব বলিয়া কীর্তিত।" শ্লোকে শ্রীপাদ 'মুররিপু' বা 'মুর নামক অসুরের শত্রু' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় দিয়াছেন। তাৎপর্য এই যে, এই প্রকার মহাপরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কায় রক্ষাবন্ধনাদি বাৎসল্যরসের আশ্রয় ঐশ্বর্যজ্ঞান-গন্ধশূন্য শুদ্ধপ্রেমিকগণের পক্ষেই সম্ভবপর হইয়া থাকে। অগ্নির দাহিকাশক্তি সর্বত্র প্রকাশিত হইলেও চন্দ্রকান্তমণির নিকট উহা স্তম্ভিত হইয়া যায়। মাতা যশোদার বাৎসল্যের অসাধারণ প্রভাব ব্যক্ত করিতে গিয়া শ্রীপাদ শুকমুনি বলিয়াছেন—

"ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামান্যতাত্মজম্॥" (ভাঃ-১০।৮।৪৫)

"বেদত্রয়, উপনিষদ্, সাংখ্য, যোগ এবং সাত্বতশাস্ত্রে যাঁহার মাহাত্ম্য নিয়ত কীর্তিত হইয়া থাকে, সেই শ্রীহরিকে যশোদা পুত্রবুদ্ধিই করিতেন।" শুদ্ধবাৎসল্যের প্রভাবই এই প্রকার। তাই শুদ্ধ-বাৎসল্যভাবে শ্রীভাগুরীর শ্রীকৃষ্ণে নন্দনন্দনত্ব বুদ্ধিরই স্ফুরণ হইয়া থাকে। শ্রীপাদ বলিতেছেন—'সেই মুনীন্দ্র শ্রীভাগুরীর পাদপদ্ম-যুগল বন্দনা করি।'

"পুরোহিত-শ্রেষ্ঠ যেই এই ব্রজধামে।
মন্ত্রপাঠে আশীষ করে শ্রীনন্দনন্দনে॥
গোবিন্দের শান্তি হউক বাসনা অন্তরে।
মস্তক আঘ্রাণ করে অতি স্নেহভরে॥
নিখিল নিগমশাস্ত্র মূর্তিমান্ হৈয়া।
(যাঁরে) আশ্রয় করেছে ধন্য হ'বার লাগিয়া॥
সে মুনীন্দ্র ভাগুরীর যুগলচরণ।
প্রত্যহ বন্দনা করি লইয়া শরণ॥" ২০॥

কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ সংপ্রবীণঃ সখীনাং
শ্যামাঙ্গস্তৎ-সমগুণ-বয়ো-বেশ-সৌন্দর্য্য-দর্পঃ।
স্নেহাদ্বন্ধোঃ ক্ষণমকলনাজ্জায়তে যোহবধূতঃ
শ্রীদামানং হরিসহচরং সর্ব্বদা তং প্রপদ্যে ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। যিনি শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রণয়পাত্র, শ্রীকৃষ্ণ-সখাগণমধ্যে যিনি অতিশয় প্রবীণ, যিনি শ্যামবর্ণ, গুণ, বয়স, বেশ, সৌন্দর্যাদি শ্রীকৃষ্ণের সমান বলিয়া যাঁহার গর্ব রহিয়াছে, সখা কৃষ্ণের ক্ষণকাল-মাত্র অদর্শনে যিনি স্নেহবশতঃ নিতান্ত অধীর হইয়া পড়েন, সেই শ্রীকৃষ্ণের সখা **শ্রীদামের** চরণে আমি সর্বদা শরণাগত হই ॥ ২১ ॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণসখং শ্রীদামানং স্তৌতি—কৃষ্ণস্যেতি। তং হরিসহচরং শ্রীদামানং সর্ব্বদা সর্ব্বকালং প্রপদ্যেঽনুগচ্ছামি। যো বন্ধোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ক্ষণমপ্যকলনাদদর্শনাৎ স্নেহাদবধূতঃ কম্পিতো জায়তে ভবতি। স কিম্ভূতঃ কৃষ্ণস্যোচ্চৈরত্যন্তং প্রণয়বসতিঃ প্রীতিস্থানম্। এবং সখীনাং মধ্যে সংপ্রবীণঃ সম্যগ্‌জ্ঞানবান্ তস্য কৃষ্ণস্য সমাঃ সমানাগুণবয়োবেশ সৌন্দর্য্যদর্পা যস্য সঃ ॥ ২১ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। যিনি পরম ও চরম রসঘনরূপে শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য নব নব লীলায় পার্ষদগণসঙ্গে প্রেমরসাস্বাদনে মগ্ন, তাঁহাতেই রসের চরমাবধি, শ্রুতিসম্মত এই নিগূঢ়তত্ত্ব শ্রীগোস্বামিপাদ-গণ বিশ্বে প্রচার করিয়াছেন। ব্রজপার্ষদগণসঙ্গে রসঘনবিগ্রহ শ্যামসুন্দরের বিচিত্র মধুর ভাবপরিপাটীর শ্রবণ, কীর্তনে সেই স্বপ্রকাশ চিন্ময়ানন্দরস সাধকভক্তেও সঞ্চারিত হয়, ইহাই শ্রীল গোস্বামিপাদগণের শিক্ষা। এই 'ব্রজবিলাসস্তব' শ্রবণ, কীর্তনের ইহাই সার্থকতা। এই শ্লোকে শ্রীপাদ সখ্যরসের পরিকর শ্রীদামের ভাবপরিপাটীর বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

"বয়স্তুল্যাঃ প্রিয়সখাঃ সখ্যং কেবলমাশ্রিতাঃ। শ্রীদামা চ সুদামা চ দামা চ বসুদামকঃ ॥
কিঙ্কিণী-স্তোককৃষ্ণাংশু-ভদ্রসেন-বিলাসিনঃ। পুণ্ডরীক-বীটঙ্কাক্ষ-কলবিঙ্কাদয়োঽপ্যমী ॥
রময়ন্তি প্রিয়সখাঃ কেলিভির্বিবিধৈঃ সদা। নিযুদ্ধ-দণ্ডযুদ্ধাদি-কৌতুকৈরপি কেশবম্ ॥"

(ভঃ রঃ সিঃ-৩।৩।৩৬-৩৮)

"যাঁহারা বয়সে সমান এবং কেবল সখ্যরসাশ্রয়ী, তাঁহারাই 'প্রিয়সখা'। শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, কিঙ্কিণী, স্তোককৃষ্ণ, অংশু, ভদ্রসেন, বিলাসী, পুণ্ডরীক, বিটঙ্ক ও কলবিঙ্ক ইত্যাদি প্রিয়সখাগণ সদা বিবিধ কেলিদ্বারা এবং বাহযুদ্ধ, দণ্ডাদণ্ডী ইত্যাদি কৌতুকেও শ্রীকৃষ্ণকে সুখদান করেন।" "এষু প্রিয়বয়স্যেষু শ্রীদামা প্রবরো মতঃ" (ঐ-৪০) এই প্রিয়সখাগণের মধ্যে **শ্রীদামই** শ্রেষ্ঠ। শ্রীদামের রূপ-সম্বন্ধে শ্রীরূপপাদ লিখিয়াছেন—

"বাসঃ পিঙ্গং বিভ্রতং শৃঙ্গপানিং, বদ্ধস্পর্দ্ধং সৌহৃদান্মাধবেন।
তাম্রোষ্ণীষং শ্যামধামাভিরামং, শ্রীদামানং দামভাজং ভজামি ॥" (ঐ-৪১)

"যাঁহার পরিধানে পিঙ্গল (নীলপীতমিশ্র) বসন, হস্তে শৃঙ্গ, মস্তকে তাম্রবর্ণ-উষ্ণীষ, দেহ শ্যামলবর্ণ ও অতিরমণীয় এবং গলদেশে মালা—যিনি সৌহার্দবশতঃ মাধবের সহিত স্পর্ধা করিতেছেন, সেই শ্রীদামকে ভজন করি।" ইঁহার সখ্যও অতি নিরুপম।

"ত্বং নঃ প্রোজ্ঝ্য কঠোর! যামুনতটে কস্মাদকস্মাদ্‌গতো
দিষ্ট্যা দৃষ্টিমিতোঽসি হন্ত নিবিড়াশ্লেষৈঃ সখীন্ প্রীণয়।
ব্রূমঃ সত্যমদর্শনে তব মনাক্ কা ধেনবঃ কে বয়ং
কিং গোষ্ঠং কিমভীষ্টমিত্যচিরতঃ সর্ব্বং বিপর্য্যস্যতি॥" (ঐ-৪২)

"হে কঠোর! তুমি আমাদিগকে যমুনাতটে হঠাৎ ত্যাগ করত গিয়াছ কেন? ভাগ্যবশতঃ এক্ষণে তোমায় দেখিলাম। অহো! নিবিড় আলিঙ্গনদানে এই সখাগণকে সন্তুষ্ট কর। হে কৃষ্ণ! সত্যই বলিতেছি—তোমার বিন্দুমাত্র অদর্শনেও কি ধেনুগণ, কি আমরা, কি গোষ্ঠ, কি অভীষ্ট সকল বিষয়ই অল্পক্ষণের মধ্যে বিপর্যস্ত বা মনের প্রতিকূল হইয়া যায়।" এই জন্যই মূলে বলা হইয়াছে—"স্নেহাদ্বন্ধোঃ ক্ষণমকলনাজ্জায়তে যোঽবধূতঃ" 'সখা কৃষ্ণের ক্ষণকাল মাত্র অদর্শনে যিনি স্নেহবশতঃ নিতান্ত অধীর হইয়া পড়েন।' শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ ব্রজের সব সখাগণেরই কৃষ্ণে এইরূপ স্নেহাধিক্য ও তদেকজীবনতা বর্ণনা করিয়াছেন—"ক্ষণাদর্শনতো দীনাঃ সদা সহ-বিহারিণঃ। তদেকজীবিতাঃ প্রোক্তা বয়স্যা ব্রজবাসিনঃ॥" "যাঁহারা কৃষ্ণের ক্ষণকাল অদর্শনেই অতিশয় কাতর হইয়া পড়েন, সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করেন এবং শ্রীকৃষ্ণই যাঁহাদের জীবন, তাঁহারাই ব্রজবাসী সখা।"

"কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ" 'শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণের পরম **প্রণয়পাত্র**।' প্রেমের কোন উচ্চতন-স্তর বিশ্রম্ভকে প্রাপ্ত হইয়া প্রণয় হইয়া থাকে। "বিশ্রম্ভঃ প্রিয়জনেন সহ সস্যাভেদমননম্" 'প্রিয়জনের সঙ্গে নিজের অভেদ মননকেই বিশ্রম্ভ বলা হয়।' অর্থাৎ প্রিয়জনের হস্ত-পদাদি অঙ্গকে নিজের হস্ত-পদাদি হইতে অভিন্ন মনে হয়। প্রণয়ই সখ্যরসের উৎপত্তিভূমি, শ্রীদাম প্রিয়সখাগণের মধ্যে প্রধান, অতএব প্রণয়েও তিনি শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছেন। তাই "তৎ-সমগুণ-বয়ো-বেশ-সৌন্দর্য-দর্পঃ" "গুণ, বয়স, বেশ, সৌন্দর্য শ্রীকৃষ্ণের সমান বলিয়া যে শ্রীদামের সে-বিষয়ে একটি গর্ব রহিয়াছে। বস্তুতঃ যাঁহারা রূপে, গুণে ও বেশে শ্রীহরির সমান, দাসের ন্যায় সম্ভ্রম-সঙ্কোচাদি যাঁহাদের বিন্দুমাত্রও নাই এবং যাঁহারা প্রগাঢ় বিশ্বাসময় তাঁহারাই 'বয়স্য' বলিয়া কীর্তিত হন। "রূপবেষগুণাদ্যৈস্ত সমাঃ সম্যগযন্ত্রিতাঃ। বিশ্রম্ভসংভৃতাত্মানো বয়স্যাস্তস্য কীর্ত্তিতাঃ॥" (ভঃ রঃ সিঃ-৩।৩।১৮) শ্রীকৃষ্ণের সব বয়স্যগণ-সম্বন্ধে ইহা কথিত হইলেও এ-বিষয়ে শ্রীদামের একটি বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে—ইহা অন্যান্য দাসগণও জানেন। তাই গিরিধারণকালে শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

"উন্নিদ্রস্য যযুস্তবাত্র বিরতিং সপ্ত ক্ষপাস্তিষ্ঠতো,
হন্ত শ্রান্ত ইবাসি নিক্ষিপ সখে! শ্রীদামপাণৌ গিরিম্।

আধিবিঁধ্যতি নস্ত্বমর্পয় করে কিংবা ক্ষণং দক্ষিণে
দোষ্ণস্তে করবাম কামমধুনা সব্যস্য সম্বাহনম্ ॥” (ঐ-১৮)

“হে সখে ! তুমি নিদ্রা পরিত্যাগে সপ্তরাত্রি দণ্ডায়মান হইয়া অতিবাহিত করিয়াছ ; অহো ! এখন বোধ হয় শ্রান্ত হইয়াছ, অতএব **শ্রীদামের** হস্তে গিরিরাজকে অর্পণ কর। তোমার কষ্ট দেখিয়া আমাদের মনঃপীড়া হইতেছে, নতুবা ক্ষণকালের জন্য দক্ষিণহস্তে পর্বতটা ধর ; আমরা তোমার বাম-হস্তটি উত্তমরূপে মর্দন করিয়া দিতেছি।” এখানে শ্রীদামের হস্তে গিরিরাজকে অর্পণ করিতে বলায়, সব সখাগণেরই ধারণা যে, সর্ববিষয়েই শ্রীদামই শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ।

শ্লোকে যে শ্রীদামের দর্প বা গর্বের কথা বলা হইয়াছে, ইহা সখ্যপ্রেমের সঞ্চারিভাব। ভাবের গতিকে সঞ্চারণ করে বলিয়াই ‘সঞ্চারী’। ইহাতেই সখ্যভাবে উৎসাহরতির সঞ্চার হয় এবং মল্লক্রীড়াদির দ্বারা কোটিপ্রাণপ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করা যায়।

“কালিন্দীতটভুবি পত্রশৃঙ্গবংশী,-নিক্কাণৈরিহ মুখরীকৃতাম্বরায়াম্।
বিস্ফুর্জ্জন্নঘদমনেন যোদ্ধুকামঃ, শ্রীদামা পরিকরমুদ্ভটং ববন্ধ ॥”

(ভঃ রঃ সিঃ-২।৩।৫৯)

অর্থাৎ “যমুনাতটে পত্র, শৃঙ্গ ও বংশী প্রভৃতির নিনাদে আকাশ মুখরিত হইতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত শ্রীদাম অহঙ্কার-প্রকাশ করত দৃঢ়ভাবে পরিকর (কটিদেশ) বন্ধন করিলেন।” এই গর্ব পরস্পর মল্লযুদ্ধাদির রসকে কিরূপ পুষ্ট করিয়া থাকে, তাহা শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত গ্রন্থ হইতে আমরা উত্তমরূপে জানিতে পারি।

“অরে কিং শ্রীদামন্ ! বদসি মম দোরর্গলবলত্তটী লোঠীঘট্টপ্রঘটননিপিষ্টাখিলতনো !
বিরম্যাজের্নাস্মোহগ্যপসর মদাড়ম্বরলবস্ফুটৎকর্ণোহভ্যর্ণাদ্ যদি সপদি শং বাঞ্ছসি ভৃশম্ ॥
জয়শ্রীঃ শ্রীদাম্নি প্রথিত মহসাং ধাম্নি সহসাং ব্যরাজীদ্রাজিষ্যত্যবকলয়রাজত্যপি সদা।
তবৈবাংসঃ সাক্ষী ভবতি তদপি ত্বং ভজসি কিং মুখাটোপী কোপী স্বমহিমবিলোপী চপলতাম্ ॥
বকীং মন্ত্রৈর্বিপ্রা নিধনমনয়ন্ যঃ পুনরঘস্তদন্তস্ত্বং সর্ব্বে বয়মপি ন কিং হন্ত ! যয়িম।
বকঃ কৈর্বাগণ্যো গিরিরপি তদেষ্টঃ স্বয়মহো বিয়ত্যস্থাদস্তৌজসি ভবতি গর্ব্বঃ কথমভূৎ ॥
স ইত্থং তৎপ্রাণার্ব্বুদনিযুত নির্ম্মঞ্ছ্যকিরণো রণোৎসাহং সাহঙ্কৃতিভণিত–পীযূষ-পৃষতৈঃ।
সমং মিত্রৈর্দ্বিত্রৈরুপসরিদমন্দং বিপুলয়ন্ ক্ষণং নিন্যে মূর্ত্তপ্রণয়রস এব প্রণয়িভিঃ ॥”

(কৃঃ ভাঃ-১৬।৫-৮)

“শ্রীদাম খেলায় গর্ব-প্রকাশ করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—‘ওরে শ্রীদাম ! তুই কি বলিতেছিস্ ? মনে নাই বুঝি ? আমার বাহুরূপ অর্গলের তটীরূপ নোড়া চালনদ্বারা তোর নিখিল তনু পিষ্ট হয়, আমার আড়ম্বর ঘটাদ্বারা তোর কর্ণ স্ফুটিত হয়, এখনো যদি মঙ্গল লাভের বাসনা থাকে, তবে

**গাঢ়ানুরাগ-ভরতো বিরহস্য ভীত্যা স্বপ্নেঽপি গোকুলবিধোর্ন জহাতি হস্তম্।
যো রাধিকাপ্রণয়নির্ঝরসিক্তচেতাস্তং প্রেমবিহ্বলতনুং সুবলং নমামি ॥ ২২ ॥**

অনুবাদ। গাঢ়ানুরাগহেতু বিরহ-ভয়ে যিনি স্বপ্নেও গোকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের হস্ত পরিত্যাগ করেন না, যাঁহার চিত্ত শ্রীরাধার প্রণয়-প্রবাহে সতত নিষিক্ত—সেই প্রেমবিহ্বল-তনু **শ্রীসুবল**কে আমি প্রণাম করি ॥ ২২ ॥

বাহুযুদ্ধের আর নাম না করিয়া এখান হইতে অপসারণ কর্।' তাহা শুনিয়া শ্রীদাম বলিলেন—প্রথিত প্রভাবের ধাম শ্রীদামের চিরদিন জয়শ্রী বিদ্যমান আছে ; অর্থাৎ পূর্বে শ্রীদামের জয়, এখনো শ্রীদামের জয় ও পরেও শ্রীদামের জয় হইবে ; এ-বিষয়ে তোমার স্কন্ধই সাক্ষী আছে (শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকমুনি সবিনোদ সাক্ষ্য দিয়াছেন—"উবাহ শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ" শ্রীদামকর্তৃক পরাজিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে স্কন্ধে বহন করিয়াছিলেন) তথাপি তুমি মুধাটোপী কোপী হইয়া নিজ মহিমা বিলোপ করিবার জন্য চপলতা প্রকাশ করিতেছ ?

হে কৃষ্ণ ! তুমি অসুর-সংহারী বলিয়া যে গর্ব করিয়া থাক, তাহা অকিঞ্চিৎকর ; যেহেতু ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রদ্বারা পূতনাকে বধ করিয়াছেন ; যদি বল—'অঘাসুরের উদরে প্রবেশ করিয়া আমি তাহাকে বধ করিয়াছি', ওহে কৃষ্ণ ! তুমি কি একাকীই অঘাসুরের উদরে প্রবেশ করিয়াছিলে, আমরা কি প্রবেশ করি নাই ? বকাসুর অতি তুচ্ছ, তাহাকে কে গণনা করে ? যদি বল—'আমি গিরিধারণ করিয়াছি', তবে শুন—ব্রজবাসিগণের পূজা গ্রহণপূর্বক গিরিরাজ স্বয়ংই ব্রজরক্ষার জন্য আকাশে উঠিয়াছিলেন ; তুমি তাহার নিম্নে হস্তস্পর্শ করিয়াছিলে মাত্র ; অতএব ইহাতে তোমার গর্বের যে কি আছে, তাহা জানি না। যে শ্রীদামাদি প্রিয়সখাগণ অর্বুদকোটি প্রাণদ্বারা যাঁহার পদনখ-কিরণকে নির্মঞ্ছন করিয়া থাকেন, সেই শ্রীদামের এই প্রকার অহঙ্কারব্যঞ্জক বচনামৃত-বিন্দুদ্বারা সেই মূর্ত্ত-প্রণয়রস-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ রণোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া দুই তিন জন প্রিয়সখার সঙ্গে যমুনাতটে অতি সুখে ক্ষণকাল অতিবাহিত করিলেন।"
শ্রীপাদ বলিলেন—সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা শ্রীদামের চরণে আমি শরণাগত হই।

"শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়পাত্র যিনি।
বয়স্যগণমধ্যে যাঁরে সুপ্রবীণ গণি ॥
সৌন্দর্য্য, গুণ, বেশ, বয়স সমান।
সর্ব্বদা আনন্দে যেই করে অভিমান ॥
ক্ষণকাল শ্রীগোবিন্দ হ'লে অদর্শন।
স্নেহেতে অধিক যিনি ব্যাকুলিত হন ॥
শ্রীগোবিন্দ-প্রিয়সখা শ্রীদাম নাম যাঁর।
সর্ব্বদা তাঁহারে পাই আকাঙ্ক্ষা আমার ॥" ২১ ॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণ-ক্রীড়াবিশেষ-সাহায্যকারিণং সুবলং স্তৌতি—গাঢ়েত্যাদি। প্রেমবিহ্বলতনুং প্রেম্ণা বিহ্বলা কৃষ্ণসম্বন্ধ-রহিতস্থানে স্থাতুমশক্তা তনুর্যস্য এবম্ভূতং সুবলং নমামি। যো বিরহস্য ভীত্যা ভয়েন অনুরাগভরতোঽনুরাগাতিশয়াৎ গোকুলবিধোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য হস্তং করং রশ্মিং ছায়ামিতি যাবৎ ন জহাতি ন ত্যজতি। এবং রাধিকায়াং যঃ প্রণয়ঃ স্নেহঃ স এব নির্ঝরোজ্জ্বলপ্রবাহস্তেন সিক্তং চেতোঽন্তঃ-করণং যস্য তম্ ॥ ২২ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে প্রিয়নর্মসখাগণের শ্রেষ্ঠ শ্রীসুবলের স্তব করিতেছেন। নিখিল ব্রজসখাগণ হইতে প্রিয়-নর্মসখাগণ শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহাদের মধ্যেও সুবল প্রধান। "প্রিয়নর্ম্মবয়স্যাস্তু পূর্ব্বতোঽপ্যভিতো বরাঃ। অত্যন্তিকরহস্যেষু যুক্তা ভাববিশেষিণঃ। সুবলাৰ্জ্জুন-গন্ধর্ব্বাস্তে বসন্তোজ্জ্বলাদয়ঃ ॥" (ভঃ রঃ সিঃ-৩।৩।৪৩) "সুহৃৎ, সখা ও প্রিয়সখা হইতেও প্রিয়নর্মসখাগণ শ্রেষ্ঠ। যেহেতু ইঁহারা ভাববিশেষযুক্ত (সখীভাবাবিষ্ট) এবং আত্যন্তিক রহস্যকার্যে (প্রেয়সী-সাহায্যময় গোপনকার্য-বিশেষে) নিযুক্ত থাকেন। সুবল, অর্জ্জুন, গন্ধর্ব, বসন্ত, উজ্জ্বল, মধুমঙ্গলাদি প্রিয়নর্মবয়স্য।" ইঁহাদের রহস্যময় সখ্যের ভাবচিত্র এইরূপ—

"রাধাসন্দেশবৃন্দং কথয়তি সুবলঃ পশ্য কৃষ্ণস্য কর্ণে
শ্যামা-কন্দর্পলেখং নিভৃতমুপহরত্যুজ্জ্বলঃ পানিপদ্মে।
পালী-তাম্বূলমাস্যে বিতরতি চতুরঃ কোকিলো মূর্দ্ধ্নিধত্তে
তারা-দামেতি নর্ম্মপ্রণয়ি-সহচরাস্তন্বি! তন্বন্তি সেবাম্ ॥" (ঐ-৪৪)

"শ্রীকৃষ্ণের কোন দূতী অপরা দূতীকে বলিলেন—ঐ দেখ, সুবল শ্রীরাধার বার্তাসকল শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে বলিতেছেন, উজ্জ্বল শ্যামার কামলেখ নিভৃতে উঁহার হস্তকমলে সমর্পণ করিতেছেন, চতুর পালী-দত্ত তাম্বূল উঁহার বদনে দিতেছেন এবং কোকিল তারা-প্রদত্ত মালা উঁহার মস্তকে পরাইতেছেন। এইভাবে প্রিয়নর্মসখাগণ শ্রীকৃষ্ণের সেবাকার্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন।" "প্রিয়নর্ম্মবয়স্যেষু প্রবলৌ সুবলোজ্জ্বলৌ" (ঐ-৪৫) 'প্রিয়নর্মসখাগণ-মধ্যে সুবল ও উজ্জ্বলই শ্রেষ্ঠ।' সুবলের রূপটিও অতি অপূর্ব—

"তনুরুচি-বিজিতহিরণ্যং হরিদয়িতং হারিণং হরিদ্বসনম্।
সুবলং কুবলয়নয়নং নয়নন্দিত-বান্ধবং বন্দে ॥" (ঐ-৪৬)

"যাঁহার অঙ্গকান্তিতে সুবর্ণের কান্তিও পরাভূত হইয়াছে, যাঁহার গলে হার, পরিধানে হরিদ্বর্ণ-বসন, ইন্দীবর-সদৃশ নয়ন ও নীতিদ্বারা বান্ধবগণকে যিনি আনন্দ দান করেন, সেই হরিপ্রিয় সুবলকে বন্দনা করি।"

শ্রীপাদ বলিতেছেন—গাঢ়ানুরাগহেতু বিরহ-ভয়ে যিনি স্বপ্নেও শ্রীগোকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের হস্ত পরিত্যাগ করেন না। অনুরাগী প্রিয়জনের বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারেন না। সখ্যভাবে স্বভাবতই প্রিয়-বিরহ প্রবল হইয়া থাকে। শান্ত ভক্তে মিলন ও বিরহ নাই, তাঁহারা জানেন, পরব্রহ্ম ভগবান্ নিখিল

বিশ্বে ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান রহিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের হৃদয় প্রশান্তসাগরের মত শান্ত, নীরব ; মিলন-বিরহের তরঙ্গাঘাতে তাঁহাদের হৃদয়সিন্ধু আলোড়িত হয় না। তাঁহারা অন্তরেই ভগবদ্দর্শন করিয়া সদা তুষ্ট থাকেন। দাসভক্তগণ কিন্তু প্রভুকে অন্তরে দেখিয়াই সন্তোষ লাভ করিতে পারেন না, তাঁহারা শ্রীভগবানের শ্রীচরণসেবা লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল। সুতরাং ইঁহাদের মিলন-বিরহের অনুভূতি আছে। তবু তাঁহারা সম্ভ্রম, সঙ্কোচ-বশতঃ প্রভুর কৃপা-ব্যতীত নিজ চেষ্টায় বিরহের অপগম সম্ভব নহে ভাবিয়া কৃপার দিকে চাহিয়া খানিকটা ধৈর্য-ধারণ করিতে পারেন। কিন্তু ব্রজের সখাগণ ক্ষণকালও শ্রীকৃষ্ণকে না দেখিলেই শোকে, দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন। তন্মধ্যেও প্রিয়নর্মসখা সুবল গাঢ়ানুরাগী বলিয়া বিরহভয়ে জাগ্রত অবস্থাতে তো নহেই, স্বপ্নেও শ্রীকৃষ্ণের হস্ত পরিত্যাগ করেন না। শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে 'গোকুলবিধু' বা গোকুলচন্দ্র বলার তাৎপর্য এই যে, শ্রীসুবলের বিরহতপ্ত 'গো' অর্থাৎ ইন্দ্রিয় 'কুল' বা সমূহকে শীতল করেন বলিয়াই 'গোকুলবিধু'।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাদি প্রেয়সীগণসঙ্গে মিলনাদি লীলাকালে অন্যান্য সখাদের সাময়িক বিচ্ছেদ লীলাশক্তির ইচ্ছায় সংঘটিত হইয়া থাকে। কিন্তু সুবলাদি প্রিয়নর্মসখাগণ সখীভাবাশ্রিত বলিয়া প্রেয়সী-মিলন-লীলাকালেও শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরহের সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই শ্রীপাদ বলিয়াছেন—"যো রাধিকাপ্রণয়-নির্ঝরসিক্তচেতাঃ" 'যাঁহার চিত্ত শ্রীরাধার প্রণয়নির্ঝরে সতত পরিষিক্ত হইয়া থাকে।' শ্রীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণ-মিলনের পরম সহায় সুবলকে প্রাণাপেক্ষাও বেশী প্রীতি করেন। যাহার পরিণতিস্বরূপ সখীভাবাশ্রিত শ্রীসুবল শ্রীমতীর করুণায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনলীলায় রহস্যময় সেবাধিকার লাভে ধন্য হইয়া থাকেন।

"প্রত্যাবর্ত্তয়তি প্রসাদ্য ললনাং ক্রীড়া-কলিপ্রস্থিতাং,
শয্যাং কুঞ্জগৃহে করোত্যঘভিদঃ কন্দর্পলীলোচিতাম্।
স্বিন্নং বীজয়তি প্রিয়া-হৃদি পরিস্রস্তাঙ্গমুচ্চৈরমুং,
ক্ব শ্রীমানধিকারিতাং নঃ সুবলঃ সেবা-বিধৌ বিন্দতি ?" (উঃ নীঃ-২।১৪)

শ্রীরূপমঞ্জরী সুবলের প্রতি ভক্তিমতী স্বীয় সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'সখি! শ্রীমান্ সুবল শ্রীকৃষ্ণের কোন্ সেবার না অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন ?' কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে কলহ করিয়া প্রস্থান করিলে সুবল গিয়া বিবিধ বিনয়বাক্যে তাঁহাদের প্রসন্ন করিয়া ফিরাইয়া আনেন। কুঞ্জগৃহে শ্রীকৃষ্ণের কন্দর্পলীলোচিত অপূর্ব শয্যা রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ স্মরসমরে ক্লান্ত হইয়া প্রিয়ার (শ্রীরাধার) হৃদয়োপরি নিপতিত হইয়া থাকিলে সুবল চামর গ্রহণপূর্বক বীজন করিতে থাকেন। অথবা আমরা বলিয়াছি—'প্রণয়' শব্দের অর্থ প্রিয়জনের সহিত অভেদমনন বা নিজের হস্ত, পদাদিকে প্রিয়জনের হস্ত-পদাদির সঙ্গে অভিন্ন মনে করা। লীলাশক্তির এমনি অপূর্ব বৈচিত্রী সুবলের মুখ, হস্ত, পদাদির শ্রীরাধারাণীর মুখাদির সহিত এমনি অদ্ভুত মিল যে, সুবল রাধাবেশ ধারণ

বৃত্বৈকত্র গবাং কুলানি পরিতঃ কৃষ্ণেন সার্দ্ধং মুদা
হস্তাহস্তি-বিনোদনর্ম্ম-কথনৈঃ খেলন্তি মিত্রোৎকরাঃ।
প্রেমাম্ভোধিবিধৌত-গৌরবমহা-পঙ্কাস্তদঙ্কার্চ্চিতা-
স্তৎপাদার্পিত-চিত্তজীবিতকলা যে তান্ প্রপদ্যামহে ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ। যাঁহারা নানাস্থান-স্থিত গাভীকুলকে একত্রিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত হস্তাহস্তি-বিনোদ ও হাস্য-পরিহাসাদি কৌতুকবাক্যে খেলা করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মিত্রতাহেতু যাঁহাদের শুদ্ধ-সখ্যপ্রেম-সিন্ধুর জলে গৌরবরূপ মহাপঙ্ক প্রক্ষালিত হইয়াছে, যাঁহারা শৃঙ্গ-বেত্রাদি গোচারণের বেশভূষায়-ভূষিত ; যাঁহাদের ধন, মন, প্রাণ সর্ব্বস্বই শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে সমর্পিত, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণ-সহচরগণের শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ২৩ ॥

টীকা। বাহুল্য-ভীত্যা সর্ব্বান্ কৃষ্ণসখীনেকদৈব স্তৌতি—বৃত্বেতি। তান্ প্রপদ্যামহে অনুগচ্ছামঃ। কানিত্যপেক্ষায়ামাহ যে মিত্রোৎকরা মিত্রসমূহাঃ স্তোক-কৃষ্ণাদয়ঃ কৃষ্ণেন সহ হস্তাহস্তি বিনোদনর্ম্ম-কথনৈর্বিহরন্তি। হস্তেশ্চ হস্তেশ্চ গৃহীত্বা ইদং নর্ম্ম প্রবৃত্তং হস্তাহস্তি এবম্ভূতং যদ্বিনোদ-নর্ম্ম সুখদ কৌতুকং তেন যানি কথনানি ব্যাহারাস্তৈঃ কিং কৃত্বা পরিতঃ সর্ব্বতো গবাং কুলং গোসমূহমে-কত্র কৃত্বা একস্থানে মেলয়িত্বা কিম্ভূতাঃ প্রেম এবাম্ভোধিঃ সমুদ্রস্তেন বিশেষেণ ধৌতঃ প্রক্ষালিতো গৌরবরূপ আদররূপ মহাপঙ্কো যৈস্তে। পুনঃ কিম্ভূতাস্তস্য কৃষ্ণস্য অঙ্কৈঃ শৃঙ্গবেত্রাদিভিশ্চিহ্নৈরর্চ্চিতাঃ শোভিতাঃ। অথবা তেন হেতুনা যে অঙ্কাঃ ভূষণানি অলঙ্কারসাধনানি গৈরিকাদীনি তৈরর্চ্চিতা ভূষিতাঃ। পুনঃ কিম্ভূতাস্তস্য পাদে চরণে অর্পিতা স্থাপিতা চিত্ত জীবিতা কলা যৈস্তে। জীবিতং জীবনং কলা মহদ্ধনম্। তথা চ মেদিনী। কলা স্যান্মূলরৈ বৃদ্ধৌ শিল্পাদাবংশমাত্রকে ইত্যাদি ॥ ২৩ ॥

করিয়া জটিলার গৃহে অবস্থান করিলে এবং শ্রীরাধাকে সুবলবেশে সাজাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট অভিসারে পাঠাইলে জটিলা, কুটিলাদি তাঁহাদের দেখিয়াও কিছুই বুঝিতে পারেন না। এই অদ্ভুত সেবাটি সম্পন্ন করিয়া বিরহিণী শ্রীরাধার প্রাণরক্ষা করেন বলিয়া সুবল শ্রীরাধার প্রণয়নির্ঝরে নিয়ত সিক্ত হইয়া থাকেন। শ্রীপাদ সেই প্রেমবিহ্বলতনু অর্থাৎ সেবানন্দরসে প্রেমবিবশ শ্রীসুবলকে প্রণাম করিতেছেন।

"গাঢ় অনুরাগে যেই বিরহ-ভয়েতে।
স্বপ্নেও গোবিন্দ-হস্ত না পারে ছাড়িতে ॥
শ্রীরাধার অফুরন্ত প্রণয়-নির্ঝরে।
চিত্ত অভিষিক্ত যাঁর হয় নিরন্তরে ॥
প্রেম-পরিপূর্ণ যাঁর শুদ্ধ কলেবর।
কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সে সুবল-সখায় নমস্কার ॥" ২২ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ দাসগোস্বামিচরণ এই শ্লোকে ব্রজের শুদ্ধ-সখ্যরসাশ্রিত নিখিল শ্রীকৃষ্ণ-সখাগণের স্তব করিতেছেন। যাঁহাদের সহিত নানা পরিহাসরসমগ্ন শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র মধুর গোষ্ঠবিহার সম্পন্ন হইয়া থাকে। "নিজ সম সখাসঙ্গে, গোগণ-চারণ-রঙ্গে, বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দ বিহার।" (চৈঃ চঃ)। যাঁহারা বিচিত্র মধুর ভাবদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সুখ-বিধান করিয়া থাকেন।

"কেচিদেষু স্থিরা জাত্যা মন্ত্রিবত্তমুপাসতে। তং হাসয়ন্তি চপলাঃ কেচিদ্বৈহাসিকোপমাঃ ॥
কেচিদার্জ্জবসারেণ সরলাঃ শীলয়ন্তি তম্। বামা বক্রিমচক্রেণ কেচিদ্বিস্মায়য়ন্ত্যমুম্ ॥
কেচিৎ প্রগল্ভাঃ কুর্ব্বন্তি বিতণ্ডামমুনা সমম্। সৌম্যাঃ সুনৃতয়া বাচা ধন্যা ধিন্বন্তি তং পরে ॥
এবং বিবিধয়া সর্ব্বে প্রকৃত্যা মধুরা অমী। পবিত্র-মৈত্রীবৈচিত্রী-চারুতামুপচিন্বতে ॥"
(ভঃ রঃ সিঃ-৩।৩।৫৩-৫৬)

"কোন কোন সখা স্বভাবতঃ স্থির এবং মন্ত্রীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে পরামর্শ দেন। কেহ কেহ চপল-স্বভাববশতঃ নিজে হাসিতে হাসিতে শ্রীকৃষ্ণকে হাসাইয়া থাকেন। কেহ বা সরলস্বভাবে এবং সরল ব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিয়া থাকেন। কেহ বা বাম্য (বক্র) স্বভাবে তাঁহাকে বিস্ময়ান্বিত করেন। কেহ বা প্রগল্ভ-স্বভাবে তাঁহার সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা করেন, কোন সৌম্য ও ধন্য সখা আবার সুমিষ্টবাক্যে তাঁহার প্রীতিবিধান করেন। এই প্রকার বিবিধ মধুর প্রকৃতিদ্বারা সকল সখাই পবিত্র মৈত্রীর বৈচিত্রী-বিষয়ে সুচারুতা (সুকৌশল) অর্জন করিয়াছেন।"

শ্রীপাদ শ্রীকৃষ্ণের উত্তরগোষ্ঠ-কালের স্মৃতি লইয়াই এই শ্লোকে সখাগণের মধুর চেষ্টা বর্ণনা করত তাঁহাদের বন্দনা করিতেছেন। শ্রীবৃন্দাবনের বিস্তৃত তৃণক্ষেত্রে গাভীদের ছাড়িয়া দিয়া রাখাল সব শ্রীকৃষ্ণের সহিত নানা খেলায় প্রমত্ত হইয়াছিলেন। উত্তরগোষ্ঠকাল সমাগত। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে লক্ষ্য করিয়া সখাদের বলিতেছেন—

"পাল জড় কর শ্রীদাম, সান দেও শিঙ্গায়।
সঘনে বিষম খাই, নাম করে মায় ॥
আজি মাঠে আমাদের বিলম্ব দেখিয়া।
হেন বুঝি কান্দে মায় পথপানে চাইয়া ॥
বেলি অবসান হৈল চল যাই ঘরে।
মায়ে না দেখিয়া প্রাণ কেমন জানি করে ।
বলরামদাস কহে শুনি' কানাইর বোল।
সকল রাখাল-মাঝে পড়ে উতরোল ॥" (পদকল্পতরু)

শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণে সব সখাগণ বনমধ্যে নানাদিকে বিচরণশীলা গাভীদের একত্রিত করিলেন। পরিশ্রমহেতু সজোরে শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সখাগণ পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণের সহিত হস্তাহস্তি বিনোদ বা তাঁহার করমর্দনপূর্বক আনন্দ-প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং বিচিত্র হাস্য-পরিহাসাদি কৌতুকবাক্যে খেলা করিতে করিতে গাভীকুলকে লইয়া গৃহের দিকে চলিলেন।

গোষ্ঠ হইতে গৃহ-গমনকালে প্রত্যহ ব্রহ্মা, মহাদেবাদি দেবশ্রেষ্ঠগণ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে আসিয়া তাঁহার ঐশীভাবময় বিবিধ স্তব করিয়া আপনাপন স্থানে গমন করেন। দেবগণের স্তবকালে শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ একদিকে দাঁড়াইয়া সব শ্রবণ করেন; তাঁহারা চলিয়া গেলে সখাগণ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে আসিয়া দেবগণের বাক্যের ও চেষ্টার অনুকরণ করিয়া নিজেরা হাসেন ও শ্রীকৃষ্ণকেও হাসাইতে থাকেন। শুদ্ধ-সখ্যভাবাশ্রয়ী সখাগণের ধারণা, 'দেবগণ আর আমাদের সখাকে কতটুকুই বা জানেন? তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অসুরমারণাদি দেখিয়া ভ্রান্তিবশতঃ ইঁহাকে পরমেশ্বর বলিয়া স্তব করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার রহস্য কেবল আমরাই জানি। ব্রজরাজ শ্রীনন্দের নারায়ণ-উপাসনার ফলে আমাদের সখা শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে নারায়ণীশক্তি-বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া অসুরমারণাদি কার্য করিয়া থাকে। দেবগণ এই রহস্য অবগত নহেন বলিয়াই আমাদের সখাকেই ঈশ্বর বলিয়া স্তব করেন। আমাদের সখা যদি ভগবানই হন, তবে আমাদের উচ্ছিষ্ট ফলাদি কাড়িয়া খাইবেন কেন? অথবা আমাদের সঙ্গে খেলায় বা হারিবেনই কেন?' শুদ্ধ-সখ্যভাবাশ্রয়ী সখাগণ এইরূপ মনে করিয়া দেবগণের স্তবের অনুকরণ করত কৃষ্ণকে পরিহাস করিতে থাকেন। শ্রীপাদ বলিলেন—"প্রেমাম্ভোধিবিধৌত-গৌরবমহা-পঙ্কাঃ" 'শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মিত্রতাহেতু শুদ্ধ-সখ্যপ্রেমরূপ মহাসিন্ধুর জলে যাঁহাদের গৌরব বা সম্ভ্রম-সঙ্কোচরূপ মহাপঙ্ক প্রক্ষালিত হইয়াছে।' যাঁহারা ধন, মন, প্রাণ, যথাসর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণচরণে সমর্পণ করিয়াছেন। জাগরণে তো নহেই, স্বপ্নেও শ্রীকৃষ্ণ-ব্যতীত আর কিছুই জানেন না। রাত্রিকালে মায়ের ক্রোড়ে শুইয়া যাঁহারা 'কানাই' 'কানাই' বলিয়া চমকিয়া উঠেন! সেই শৃঙ্গ-বেত্রাদি গোচারণের মধুর বেশভূষায় ভূষিত কৃষ্ণসহচরগণের শ্রীচরণে শ্রীপাদ শরণাগতি কামনা করিতেছেন।

"বিক্ষিপ্ত গাভীগণে একত্র করিয়া।
গোবিন্দের সঙ্গে যাঁরা আনন্দে মাতিয়া॥
হস্তাহস্তি করি যাঁরা গোবিন্দ-সহিতে।
হাস্য-পরিহাসে খেলে কৌতুক-বাক্যেতে॥
কৃষ্ণের পরমমিত্র খ্যাতি সর্ব্বকালে।
অভিমান-মহাপঙ্ক প্রেমাম্ভোধি-জলে॥
প্রক্ষালন করিয়াছে যাঁদের শুদ্ধ মন।
গোচারণ-বেশ যাঁদের অঙ্গের ভূষণ॥

মূর্ত্তো হাস্যরসঃ সদৈব সুমনাঃ কামং বুভুক্ষাতুরঃ
প্রাণপ্রেষ্ঠবয়স্যয়োরনুদিনং বাগ্দেহভঙ্গ্যুৎকরৈঃ।
হাস্যং যো মধুমঙ্গলঃ প্রকটয়ন্ সংভ্রাজতে কৌতুকী
তং বৃন্দাবনচন্দ্রনর্ম্মসচিবং প্রীত্যাশু বন্দামহে ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ। যিনি মূর্তিমান্ হাস্যরস, সর্বদা প্রসন্নচিত্ত, অতিশয় বুভুক্ষাপরবশ, যিনি বাগ্ভঙ্গী ও দেহভঙ্গীদ্বারা প্রতিদিন প্রাণপ্রেষ্ঠবয়স্য শ্রীরাধাকৃষ্ণকে হাস্যরসে নিমগ্ন করিয়া বিরাজ করিতেছেন, সেই পরমকৌতুকী শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের নর্মসচিব **শ্রীমধুমঙ্গল**কে আমি প্রীতিসহকারে বন্দনা করি ॥ ২৪ ॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণকৌতুকাস্পদং মধুমঙ্গলং স্তৌতি—মূর্ত্ত ইতি। বৃন্দাবনচন্দ্রস্য শ্রীকৃষ্ণস্য নর্ম্ম-সচিবং কৌতুকসহায়ং তমাশু শীঘ্রং প্রীত্যা প্রেম্না ভজে। স ক ইত্যাহ। মধুমঙ্গলঃ যো বাগ্দেহ-ভঙ্গ্যুৎকরৈরনুদিনং প্রাণপ্রেষ্ঠ-বয়স্যয়োর্হাস্যং প্রকটয়ন্ কৌতুকী সন্ সংভ্রাজতে প্রকাশতে। বাক্ চ দেহশ্চ তয়োর্যা ভঙ্গী বৈকৃতং তস্য উৎকরৈঃ সমূহৈঃ। প্রাণাদপি প্রেষ্ঠৌ প্রিয়তমৌ বয়স্যৌ বয়স্যশ্চ বয়স্যা চ তৌ রাধাকৃষ্ণৌ তয়োঃ। নন্বতি প্রামাণিকস্য সান্দীপনি মুনেঃ পুত্রস্য মধুমঙ্গলস্যৈতাদৃশৌদ্ধত্যমনুচিত-মিত্যাহ—মূর্ত্তো হাস্যরসঃ হাস্যরস এব মধুমঙ্গলরূপেণ প্রকটো ভূত্বা এবমাচরতীতি ভাবঃ। ননু দেহ-ধর্ম্মে সুখ-দুঃখাদৌ সতি হাস্য-প্রকটনস্য কাদাচিৎকত্বমাপদ্যতে কথমনুদিনমিত্যাহ। সদৈব সুমনাঃ সদা নির্ম্মলচিত্তাঃ। অন্যমপি হাস্য-প্রকট-প্রকারমাহ কামং যথেষ্টং যা বুভুক্ষা ভোজনেচ্ছা তয়া আতুরঃ পরবশঃ। যদ্বা কামম্ অসূয়য়া অভোজয়ন্তং প্রতি দোষারোপেণ যা বুভুক্ষা তয়া কামমিতি মান্তমব্যয়ম্। তথা চ মেদিনী। কামঞ্চানুমতৌ স্মৃতম্। প্রকামে চাপ্যসূয়ায়াং তথানুগমনেঽপি চেতি ॥ ২৪ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্মসখা হাস্যরসরসিক শ্রীমধু-মঙ্গলের স্তুতি করিতেছেন। ইঁহার পরিচয়-প্রসঙ্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকায় লিখিত আছে—

"ঈষচ্ছ্যামলবর্ণোঽপি শ্রীমধুমঙ্গলো ভবেৎ।
বসনং গৌরবর্ণাঢ্যং বনমালা-বিরাজিতঃ ॥
পিতা সান্দীপনির্দেবো মাতা চ সুমুখী সতী।
নান্দীমুখী চ ভগিনী পৌর্ণমাসী পিতামহী ॥
বিদূষকঃ কৃষ্ণসখঃ শ্রীমধুমঙ্গলঃ সদা ॥"

যাঁরা নিজ মন, প্রাণ, সরবস ধন।
শ্রীগোবিন্দ-পাদপদ্মে করেছে অর্পণ ॥
সেই কৃষ্ণ-সহচরে শ্রীবৃন্দাবনে।
ভজনা করিব আমি আর কত দিনে ?" ২৩ ॥

"শ্রীমধুমঙ্গল ঈষৎ শ্যামবর্ণ, বসন গৌরবর্ণ, দেহ বনমালায় বিভূষিত, পিতা শ্রীসান্দীপনি মুনি, মাতা পতিব্রতা সুমুখী, নান্দীমুখী ইঁহার ভগিনী, পৌর্ণমাসী পিতামহী। মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের একজন মুখ্য সখা ও বিদূষক। "বিকৃতাঙ্গবচোবেশৈর্হাস্যকারী বিদূষকঃ" অর্থাৎ বিদূষক বিকৃত অঙ্গভঙ্গী, বাক্য ও বেশদ্বারা সর্বদাই হাস্যরস জন্মাইয়া থাকেন।

"কুসুমবসন্তাদ্যভিধঃ কর্ম্মবপুর্বেশভাষাদ্যৈঃ।
হাস্যকরঃ কলহরতির্বিদূষকঃ স্যাৎ স্বকর্ম্মজ্ঞঃ॥" (সাহিত্যদর্পণ)

অর্থাৎ "বিদূষকের নাম কোন পুষ্প বা বসন্তাদি ঋতুর নামের অনুরূপ হইয়া থাকে। কার্য, শরীর, বেষভূষা ও বাক্য-কথনদ্বারা হাস্যরসের উৎপাদক এবং সর্বদাই কলহপ্রিয়, এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত সখাকে বিদূষক বলে। ইনি ভোজনাদি কার্যে পারদর্শী।" ব্রজে হাস্যরসের শ্রেষ্ঠ আলম্বন **মধুমঙ্গল**। তিনি যেন **মূর্তিমান্ হাস্যরস**। অর্থাৎ মধুমঙ্গলের অনুপস্থিতিতেও তাঁহার স্মৃতি চিত্তে উদিত হইলেই তাহার আলোচনায় সখাগণের সহিত বা শ্রীরাধাদি ব্রজসুন্দরীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ মধুর হাস্যরস আস্বাদন করিয়া থাকেন। তিনি সম্মুখে উপস্থিত থাকিলে তাঁহার স্বাভাবিক বেশ, ভূষা, দেহভঙ্গী, বাক্য-ভঙ্গী, কণ্ঠস্বরাদি সবই হাস্যরসের চরম উদ্দীপক হইয়া থাকে। আবার তিনি যখন কোন পরিহাসময় চেষ্টা বা বাক্যের অবতারণা করেন—তখন তো কথাই নাই।

আমরা বলিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ সকলেই স্বভাবতই মধুর স্বভাবসম্পন্ন, বিভিন্ন ভাব ও চেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-বিধান করিয়া থাকেন। 'হাস্য' একটি গৌণ-ভক্তিরস, পঞ্চবিধ শান্তাদি রসের আলম্বন-মধ্যে সঞ্চারিত্ব প্রাপ্ত হইয়া আস্বাদ্য হইয়া থাকে।

"শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুররস নাম।
কৃষ্ণভক্তি-রসমধ্যে এ পঞ্চ প্রধান॥
হাস্যাদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র বিভৎস ভয়।
পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয়॥
পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপী রহে ভক্তমনে।
সপ্ত গৌণ আগন্তুক পাইয়ে কারণে॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ১৯ পরিঃ)

বাক্য, বেশ ও চেষ্টাদির বিকৃতিবশতঃ যে চিত্তবিকাশ, তাহাকে 'হাস' বলে। ইহাতে স্বীয় নেত্রের বিকাশ, নাসা, ওষ্ঠ ও কপোলের স্পন্দনাদি প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণসম্বন্ধি-চেষ্টাজাত সুখবিশেষে ব্যাপ্ত এবং স্বয়ং সঙ্কোচ-স্বভাবা রতি-কর্তৃক অনুগৃহীত হাসই এই 'হাসরতি' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

"চেতোবিকাসো হাসঃ স্যাদ্বাগ্বেষেহাদিবৈকৃতাৎ।
স দৃগ্বিকাসনাসৌষ্ঠ-কপোলস্পন্দনাদিকৃৎ॥

গূঢ়ং তৎস্থবিদগ্ধতার্চ্চিত-সখীদ্বারোন্নয়ন্তী তয়োঃ
প্রেম্না সুষ্ঠুবিদগ্ধয়োরনুদিনং মানাভিসারোৎসবম্।
রাধামাধবয়োঃ সুখামৃতরসং যৈবোপভুঙ্‌ক্তে মুহু-
র্গোষ্ঠে ভব্যবিধায়িনীং ভগবতীং তাং পৌর্ণমাসীং ভজে ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ। যিনি প্রতিদিন নিগূঢ়ভাবে পরম সুবিদগ্ধা ললিতাদি সখীগণদ্বারা প্রেমভরে সুষ্ঠুরূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মান, অভিসারোৎসবাদি পরিপুষ্ট করত তদুত্থিত সুখামৃতরস পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করিতেছেন, সেই ব্রজধামের নিয়ত কল্যাণকারিণী ভগবতী **পৌর্ণমাসী**দেবীর ভজন করি ॥২৫

কৃষ্ণসম্বন্ধিচেষ্টাথঃ স্বয়ং সঙ্কুচদাত্মনা।
রত্যানুগৃহ্যমাণোঽয়ং হাসো হাসরতির্ভবেৎ ॥" (ভঃ রঃ সিঃ-২।৫।৫২ ও ৫৩)

হাস্যরসিক বটু মধুমঙ্গল সর্বদা প্রসন্নচিত্ত, বুভুক্ষাপরবশ অর্থাৎ ভোজনলম্পট। প্রাতর্লীলায় নন্দালয়ে ভোজনকালে মধুমঙ্গলের ভোজনলাম্পট্য, বিবিধ পরিহাসবাক্যে সখাগণসহ শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের, সখীগণসহ শ্রীরাধারাণীর ও যশোদা, রোহিণী প্রভৃতি মাতৃগণের অপূর্ব হাস্যরসাস্বাদনের বর্ণনা শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত, শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতাদি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। গোষ্ঠলীলায় সখাগণসহ শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবকে, মধ্যাহ্নলীলায় শ্রীরাধাকুণ্ড-বিহারে জলক্রীড়া, ভোজন, পাশাখেলা, সূর্যপূজা প্রভৃতিতে সখীগণসহ শ্রীরাধা-কৃষ্ণকে অপূর্ব হাস্যরসে নিমজ্জিত করেন শ্রীমধুমঙ্গল। † শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিলেন—'পরম কৌতুকী শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের নর্ম-সচিব সেই শ্রীমধুমঙ্গলকে প্রীতি সহকারে বন্দনা করি।'

"মূর্ত্তিমান্ হাস্যরস সদা হৃষ্ট মন।
বুভুক্ষার পরবশ হয় যেই জন ॥
বাগ্-দেহ-ভঙ্গীদ্বারা যেই প্রতিদিন।
বৃন্দাবনে প্রাণাধিক যুগল নবীন ॥
হাস্যরসে নিমগন করিতেছে সদা।
কৌতুক-লীলার সহায় ব্রজেতে সর্বদা ॥
কৌতুক-প্রিয় যেই বৃন্দাবনচন্দ্র।
তাঁহার আনন্দদাতা করিয়া প্রবন্ধ ॥
মধুর মঙ্গল নাম "শ্রীমধুমঙ্গল"।
সবে ডাকে 'বটু বটু' অতীব সরল ॥
শুদ্ধসখ্যভাবে যেই গোবিন্দ-সঙ্গেতে।
সর্বদা বিহরে সদা বন্দিয়ে তাঁহাকে ॥" ২৪ ॥

---

† শ্রীগোবিন্দলীলামৃত, কৃষ্ণভাবনামৃতাদি-লীলাগ্রন্থ ও মৎপ্রণীত শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দলীলামৃত গুটিকা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

টীকা। শ্রীকৃষ্ণলীলাসুখমসহমানান্ যুক্ত্যা প্রতার্য্য যথেষ্টং তং ক্রীড়য়ন্তীং পৌর্ণমাসীং স্তৌতি—গূঢ়মিতি। তাং ভগবতীং পৌর্ণমাসীং ভজে। কিম্ভূতাং গোষ্ঠে ব্রজে যদ্ভব্যং বিরোধিজন-প্রতারণেন কুশলং তস্য বিধায়িনীং কর্ত্রীম্। এবং রাধামাধবয়োঃ সুখমেবামৃতরসস্তমনুদিনং প্রতিদিনং যা এব ভুঙ্‌ক্তে নান্যা। কথমিত্যাহ—গূঢ়ং নিগূঢ়ং যথাস্যাত্তথা তয়োর্যাসু বিদগ্ধতাঞ্চিত সখীসু বৈদগ্ধ্য পূজিত সখী ললিতাদিস্তদ্দ্বারা প্রেম্ণা উন্নয়ন্তী অনুভবন্তী। তয়োঃ কিম্ভূতয়োঃ শোভন বিদগ্ধয়োঃ। সুখামৃতরসং কিম্ভূতং মানশ্চ অভিসারশ্চ তয়োরুৎসব উৎসেকোঽভিষেকো যস্মাত্তম্। উভয়োর্মানাভি-সারাবুভয়োঃ সুখপ্রদাবিতি ভাবঃ। উৎসবোমহ উৎসেকে ইচ্ছা প্রসর কোপয়োরিতি মেদিনী ॥ ২৫ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের অঘটন-ঘটন-পটীয়সীশক্তি যোগমায়া ভগবতী শ্রীপৌর্ণমাসীদেবীর স্তব করিতেছেন।

"পৌর্ণমাসী ভগবতী সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনী।
কাষায়বসনা গৌরী কাশকেশী দরায়তা॥
মান্যা ব্রজেশ্বরাদীনাং সর্ব্বেষাং ব্রজবাসিনাম্।
দেবর্ষেঃ প্রিয়শিষ্যেয়মুপদেশেন তস্য যা॥
সান্দীপনিং সুতং প্রেষ্ঠং হিত্বাবন্তীপুরীমপি।
স্বাভীষ্টদৈবতপ্রেম্না ব্যাকুলা গোকুলং গতা॥
....
পিতা সুরতদেবশ্চ মাতা চন্দ্রকলা সতী।
প্রবলস্তু পতিস্তস্যা মহাবিদ্যা যশস্করী॥
ভ্রাতাপি দেবপ্রস্থশ্চ ব্রজে সিদ্ধা-শিরোমণিঃ।
নানাসন্ধানকুশলা দ্বয়োঃ সঙ্গমকারিণী॥" (দীপিকা)

"ভগবতী পৌর্ণমাসী সর্বসিদ্ধি-বিধায়িনী (কৃষ্ণলীলার সকল বিষয়ে নির্বাহকারিণী, কারণ ইনিই যোগমায়া), ইহার বসন কাষায়রঞ্জিত, বর্ণ গৌর, কেশ কাশকুসুমের ন্যায় শুভ্র, দেহ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ। ব্রজেশ্বর নন্দ প্রভৃতি সকল ব্রজবাসিজনের মান্যা। ইনি দেবর্ষি নারদের প্রিয়শিষ্যা এবং তাঁহারই উপ-দেশে বিখ্যাত সান্দীপনি মুনি নামক (শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের অধ্যাপক) নিজপুত্রকে ত্যাগ করত অবন্তীপুর হইতে আসিয়া স্বীয় অভীষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমবশতঃ গোকুলে বসবাস করেন। ইঁহার পিতা সুরতদেব, মাতা পতিব্রতা চন্দ্রকলা, পতি প্রবল। নিজে মহাবিদ্যায় বিশেষ যশস্বিনী ও ব্রজমণ্ডলে সিদ্ধা বা যোগীন্দ্রাণী বলিয়া খ্যাতা। ইঁহার ভ্রাতার নাম দেবপ্রস্থ। ইনি নানাবিষয়ে অনুসন্ধান কুশলা ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রহস্যময় মিলন-সম্পাদন কারিণী।"

ব্রজধাম যেন নানাবিধ প্রেম-কুসুমের একটি মনোরম উদ্যান। পরিকরগণ ভাব-মকরন্দে ভরপুর একটি একটি ফুটন্ত প্রেমকুসুম, কৃষ্ণ-ষট্‌পদের প্রাণে নিয়ত রসোন্মাদনা জাগাইয়া থাকেন। শাস্ত্রে দেখা যায়, শ্রীভগবান্ অনন্ত হইয়াও ভক্তের নিকট সান্ত হইয়া আসেন, অসীম হইয়াও ভক্তের বাহুপাশে সসীম হইয়া ধরা দেন ; নিরাকার (প্রাকৃত আকার রহিত) হইয়াও ভক্তের প্রেম-নেত্রে পূর্ণ রসময়বিগ্রহ প্রকাশ করেন। ব্রজপরিকরগণের সৌভাগ্যাতিশয্যের সীমা নাই। যেখানে লৌকিকরীতিতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতির আতিশয্য তাঁহার নিখিল ঐশ্বর্যানুভূতিকে ছাপাইয়া 'মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি' রূপে তাঁহাকে ব্রজপরিকরগণের একান্ত আপনার করিয়া দিয়াছে। এইসব অঘটন-ঘটন-কার্যের সমাধান কর্ত্রী ভগবতী **পৌর্ণমাসী যোগমায়া**। শ্রীভগবানের আত্মমোহিনী বা উন্মুখ-মোহিনী অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়ার কার্য ব্রজলীলায় সর্বাধিক। যেখানে স্বরূপে ভ্রম নাই, সেখানে লীলা নাই। যেমন মায়াশক্তিদ্বারা স্বরূপ-ভ্রান্ত জীবের মায়াময়ী সংসার-লীলা, তদ্রূপ স্বরূপশক্তির বৃত্তি-রূপা যোগমায়াশক্তির দ্বারা আত্ম-বিস্মৃত শ্রীভগবান্ ও ভক্তগণের পরমানন্দময়ী স্বরূপভূতা নিত্যলীলা। শ্রীভগবানের নিখিল স্বরূপ ও ঐশ্বর্যকে আবৃত করিয়া তাঁহাকে ব্রজপার্ষদগণের মনের মত ছাঁচে ঢালাই করিয়া ব্রজজনের নিত্যকল্যাণ-সাধন করিতেছেন— ভগবতী যোগমায়া পৌর্ণমাসীদেবী। তাই ইঁহাকে গোষ্ঠে **ভব্যবিধায়িনী** বলা হইয়াছে।

শ্রীবৃন্দাবনীয় নিখিল কৃষ্ণলীলাতেই ভগবতী যোগমায়ার বিপুল সহায়তা থাকিলেও শ্রীগোপিকা-গণসহ শ্রীগোপীনাথের রহস্যময় শৃঙ্গার-রসলীলায় ইঁহার কার্যকারিতা সর্বাধিক।

"মো-বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন-প্রভাবে॥
আমিহ না জানি তাহা— না জানে গোপীগণ।
দোঁহার রূপ-গুণে দোঁহার নিত্য হরে মন॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দোঁহে করায় মিলন।
কভু মিলে, কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥" (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিঃ)

স্বরূপতঃ ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হইলেও কৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যে প্রগাঢ় অনুরাগ, তাহা ধর্ম ছাড়াইয়া, কর্তব্যাকর্তব্য-বিচারে জ্ঞানশূন্য করিয়া কেবল রাগের ঔৎকট্যে পরস্পরের মিলন-সম্পাদন করাইয়া থাকে। ইহাই ব্রজদেবীগণের উপপতিভাব। ইহাতেই কান্তাপ্রীতিরস আস্বাদনের চরমাবস্থা। এইরূপ মিলনই মধুর প্রেমরসের পরমোৎকৃষ্ট পর্যায়। "পরকীয়ভাবে অতি রসের উল্লাস" (ঐ) কারণ নায়ক-নায়িকার মিলনটি যদি ইচ্ছামাত্রেই সম্পন্ন হয়, তবে সে মিলনে আনন্দের বা রসের উৎকর্ষ থাকিতে পারে না। মিলনে বহু বাধা না আসিলে মিলনোৎ-কণ্ঠা উচ্ছ্বসিত হওয়ার সুযোগ পায় না। ফলতঃ বিপুল উৎকণ্ঠা বা মিলনতৃষ্ণা-ব্যতীত মিলনরসাস্বাদনের

থর্ব্বশ্মশ্রুমুদারমুজ্জ্বলকুলং গৌরং সমানং স্ফুরৎ-
পঞ্চাশত্তমবর্ষ-বন্দিত বয়ঃক্রান্তিং প্রবীণং ব্রজে।
গোষ্ঠেশস্য সখায়মুন্নততর-শ্রীদামতোঽপি প্রিয়-
শ্রীরাধং বৃষভানুমুদ্ভট-যশোব্রাতং সদা তং ভজে ॥ ২৬ ॥

উৎকর্ষটি কমিয়া যায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি নিত্যকান্তাগণের মধ্যে কিরূপে পরকীয়ভাবের অভিমান জাগাইতে হইবে, কিভাবে নিরতিশয় ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠার ভিতর দিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের পারস্পরিক বিপুল উচ্ছ্বাসময়ী মিলন-সম্পাদন করিতে হইবে, এই সমস্ত কার্যভার যাঁহার উপরে ন্যস্ত, (ি যোগমায়া ভগবতী পৌর্ণমাসী।

কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধারাণীর ভাবপুষ্টির নিমিত্তই ব্রজে শতকোটি গোপীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি বিহার সম্পন্ন হইয়া থাকে। "বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস" (ঐ) শ্রীপৌর্ণমাসী-দেবী প্রত্যহ পরম সুবিদগ্ধা ললিতাদি সখীগণের দ্বারা প্রেমভরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অভিসার, মান, মিলনাদি লীলা সুসম্পন্ন করাইয়া সেই যুগললীলা-রসসিন্ধুতে মহাসুখে সন্তরণ করিয়া থাকেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন— 'সেই ভগবতী পৌর্ণমাসী দেবীর চরণ ভজন করি।' ভক্তিমান্ সাধকেরও যোগমায়ার ভজন একান্ত অপেক্ষিত। কারণ ভাগবতী ভক্তিশক্তির সম্বিদংশের যে বৃত্তিটি প্রধানা হইয়া স্বপ্রকাশতালক্ষণ জ্ঞাপন জ্ঞানবৃত্তির দ্বারা ভক্তহৃদয়ে ভগবত্তত্ত্বকে প্রকাশিত করেন এবং ভক্তকেও অনুভব করান, চিৎপ্রধানা সেই স্বরূপশক্তিবৃত্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবীই 'যোগমায়া'। যিনি ভক্তসাধকের উপাদানাংশ দ্রব্যবৃত্তিদ্বারা প্রেমবৎ পার্ষদদেহের প্রকাশ এবং অভিমানময়ী গুণবৃত্তির দ্বারা নিজ নিজ দাস্য, সখ্য, মধুরাদি ভাবে অভিমান স্থাপন করাইয়া সাধনার সিদ্ধিতে সেই পার্ষদ-দেহকেই গোপীগর্ভে সঞ্চার করিয়া ব্রজের লৌকিক লীলায় সাক্ষাৎসেবা প্রদানে সাধককে ধন্য বা কৃতার্থ করিয়া থাকেন, সেই যোগমায়াশক্তিই মূর্তিমতী হইয়া ব্রজে শ্রীপৌর্ণমাসীরূপে বিরাজ করিতেছেন। অতএব সাধকের অভীষ্টসিদ্ধিহেতু ইঁহার কৃপা অপরিহার্য।

"বৈদগ্ধ্য-চতুরা সখী ললিতাদি-দ্বারে।
চাতুর্যে করান যিনি মান-অভিসারে ॥
নবীন শ্রীযুগলের মিলন-রসরঙ্গে।
উপভোগ করে যেই পরম আনন্দে ॥
এই ব্রজমণ্ডলের কল্যাণ-কামনা।
এই যাঁর ব্রত, ধ্যান, এই ত সাধনা ॥
সেই পৌর্ণমাসীর শ্রীচরণ ভজিব।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা তবে ত পাইব ॥" ২৫।

অনুবাদ। যিনি খর্ব-শমশ্রু, উদার চরিত, উজ্জ্বল কুলশীল-সম্পন্ন, গৌরবর্ণ, অতিশয় সম্ভ্রান্ত, পঞ্চাশৎবর্ষ বয়স্ক, ব্রজে যিনি অতিশয় প্রবীণ, শ্রীনন্দের পরমবান্ধব, পুত্র শ্রীদাম অপেক্ষাও কন্যা শ্রীরাধারাণীকে যিনি অতিশয় স্নেহ করেন, সেই সমুন্নত-কীর্তি মহারাজ **বৃষভানু**কে আমি সতত ভজন করি ॥২৬

টীকা। স্বপ্রাণেশ্বরী-পিতরং তস্যামিতি স্নেহবন্তং বৃষভানুং স্তৌতি—খর্ব্বেতি। তং প্রসিদ্ধং বৃষভানুং সদা নিরন্তরং ভজে। কিম্ভূতং খর্ব্বাণি হ্রস্বানি শমশ্রূণি মুখলোমানি যস্য তম্। উদারং মহান্তং দাতারং বা। উজ্জ্বলং শ্রীরাধিকা-প্রাকট্যাশ্রয়ত্বেন খ্যাতং কুলং যস্য তম্। গৌরং গৌরবর্ণম্। মানেন পুত্র্যাঃ পরমোদয়ার্থং বিপ্রাদি পূজয়া সহ বর্ত্তমানম্। স্ফুরৎ প্রকাশমানং যৎ পঞ্চাশত্তমবর্ষৈর্বন্দিতম্ অনুগতং বয়স্তস্য ক্রান্তিরাক্রমণং যত্র পঞ্চাশদ্বর্ষ-বয়সমিতি যাবৎ। গোষ্ঠেশস্য নন্দস্য উন্নততর উৎকণ্ঠাশয়ো যঃ শ্রীদামা তস্মাদপি প্রিয়া স্নেহপাত্রং রাধা যস্য তম্। উদ্ভটমতিশয়িতং যশোব্রাতং যশসমূহো যস্য তাম্ ॥ ২৬ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। স্বাভীষ্ট-সিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে মহারাজ বৃষভানুর স্তব করিতেছেন। মহারাজ বৃষভানু শ্রীরাধার পিতা, জ্যৈষ্ঠ মাসের সূর্যের ন্যায় সর্ববিষয়ে সমুজ্জ্বল। "বৃষভানুঃ পিতা তস্যা বৃষভানুরিবোজ্জ্বলঃ।" বাৎসল্যপ্রেমের ঘনীভূত আধার মহারাজ বৃষভানু, কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা স্বয়ং লক্ষ্মী শ্রীরাধারাণী যাঁহার কন্যারূপে আবির্ভূতা। শ্রীরাধার যৎকিঞ্চিৎ তত্ত্বানুভূতি ব্যতীত বৃষভানুরাজার মহত্ত্বের উপলব্ধি হয় না।

"রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপশক্তি 'হ্লাদিনী' নাম যাঁহার ॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী-দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ ॥
....
হ্লাদিনীর সার—'প্রেম', প্রেমসার—'ভাব'।
ভাবের পরমকাষ্ঠা—নাম 'মহাভাব' ॥
মহাভাব-স্বরূপা—শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ-খনি কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি ॥" (চৈঃ চঃ)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যেমন অখণ্ড রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রকট আছে, তদ্রূপ অখণ্ড মহাভাব-ভাবিত চক্ষু, রসনা, নাসা, ত্বক্ ও শ্রোত্রের অভিব্যক্তি না হইলে সেই অখণ্ড রূপাদির আস্বাদন সম্ভবপর হয় না। আবার অখণ্ড মূলাশক্তি ব্যতীত অখণ্ড মহাভাব ধারণ করার শক্তি কাহারও থাকিতে পারে না। যিনি স্বয়ং নিখিল কৃষ্ণমাধুরী আস্বাদন করত ভক্তকোটির মধ্যে বৃত্তিরূপে প্রবেশ করিয়া

প্রেমদানে ভক্তের পোষণ করেন, আবার অন্তরে হ্লাদিনীরূপে শ্রীকৃষ্ণকে স্বরূপানন্দ আস্বাদন করাইয়া বাহিরে মূর্তরূপে তাঁহাকে বিচিত্র লীলারস আস্বাদন করান, যিনি প্রেমের সারাৎসার সাক্ষাৎ মহাভাব-স্বরূপা, সেই অখিল গুণখনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধারাণী স্বয়ং যাঁহার কন্যারূপে বিরাজমান তাঁহার মহত্ত্বের কি কোন সীমা পরিসীমা আছে ?

শ্রীপাদ বলিয়াছেন—বৃষভানুরাজার বংশ অতি উজ্জ্বল। শ্রীনন্দমহারাজের কুলও নিশ্চয়ই অতিশয় উজ্জ্বল, কারণ যে কুলে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু বৃষভানু মহারাজের কুল ততোধিক উজ্জ্বল ; কারণ এই কুলে স্বয়ং প্রেমের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। যেহেতু প্রেম বিনা ভগবানকে পাইলেও তাঁহার মাধুর্যাস্বাদনে সর্বথা বঞ্চিত থাকিতে হয়। এইজন্য শ্রীভগবান্ স্বয়ংই নিজ অপেক্ষা প্রেমের সমধিক মহত্ব স্থাপন করিয়াছেন। সাক্ষাৎ প্রেমলক্ষ্মী, প্রেমেরই ঘনীভূত মূরতি শ্রীরাধারাণী স্বয়ং যে বংশে কন্যারূপে অবতীর্ণা—সেই বৃষভানুকুলের মহত্ব কে বর্ণনা করিবে ?

শ্রীপাদ বলিয়াছেন—"শ্রীদামোঽপি প্রিয় শ্রীরাধং" পুত্র শ্রীদাম অপেক্ষাও কন্যা শ্রীরাধাতে যাঁহার সমধিক স্নেহ। এতবড় বিশাল মহামহত্বপূর্ণ তত্ত্ব, স্বয়ং ভগবানও যাঁহার মহত্ত্বের অন্ত পান না, "যাঁর সদ্গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার।" (চৈঃ চঃ)। তিনি গৃহে কন্যারূপে অবতীর্ণা, অথচ ঐশ্বর্যানুভূতির লেশমাত্রও অন্তরে নাই, বিশুদ্ধ মাধুর্যময় স্নেহাতিশয্যে যাঁহাকে কন্যারূপে লালন-পালন করিতেছেন মহারাজ বৃষভানু। পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডে শ্রীনারদের বালিকারূপী শ্রীরাধার দর্শন-প্রসঙ্গে লিখিত আছে—কৃষ্ণপ্রেমবিবশা শ্রীরাধা আবির্ভূতা হইয়া প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদর্শন ব্যতীত বিশ্বকে দেখিবেন না ভাবিয়া নয়ন-যুগল নিমীলনপূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎকালে একদা শ্রীরাধার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় স্বয়ং সমাগত দেবর্ষি নারদকে বালিকার সুস্থতা-সম্পাদন নিমিত্ত নিবেদন জানাইয়া বৃষভানু তাঁহাকে বলিলেন—

"একাস্তি পুত্রিকা দেব দেবপত্ন্যুপমা মম।
কনীয়সী শিশোরস্য জড়ান্ধবধিরাকৃতিঃ ॥
উৎসাহাদ্বৃদ্ধয়ে যাচে ত্বাং বরং ভগবত্তম।
প্রসন্ন দৃষ্টিমাত্রেণ সুস্থিরাং কুরু বালিকাম্ ॥" (পদ্মপুরাণ)

"হে দেব ! দেবপত্নী-সমানা আমার এক কন্যা আছে, সে এই শিশুর (শ্রীদামের) কনিষ্ঠ ; কিন্তু সে জড়া, অন্ধা এবং বধিরা। হে ভগবত্তম ! আমি তাহার লালন-পালনাদিতে উৎসাহবশতঃ আপনার নিকট এই বর প্রার্থনা করি যে, আপনি প্রসন্ন-দৃষ্টিদ্বারা বালিকাকে প্রকৃতিস্থা করুন।" অনন্তর নারদ গৃহে প্রবেশ করিয়া শ্রীরাধার দর্শনে মহাপ্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং শ্রীরাধার ঐশ্বর্য-মাধুর্যময় নানাবিধ স্তুতি করিলেন। অতঃপর—

"আহূয় ভানুং প্রোবাচ নারদঃ সর্বশোভনাম্।
এবং স্বভাবা বালেয়ং ন সাধ্যা দৈবতৈরপি ॥

অনুদিনমিহ মাত্রা রাধিকাভব্যবার্ত্তাঃ
কলয়িতুমতিযত্নাৎ প্রেষ্যতে ধাত্রিকায়াঃ।
দুহিতৃযুগলমুচ্চৈঃ প্রেমপূরপ্রপঞ্চৈ
র্বিকলমতি যয়াসৌ কীর্ত্তিদা সাবতান্নঃ॥ ২৭॥

কিন্তু যদ্গৃহমেতস্যাঃ পদচিহ্নবিভূষিতম্।
তত্র নারায়ণো দেবঃ সর্ব্বদেবগণৈঃ সহ॥
লক্ষ্মীশ্চ বসতে নিত্যং সর্ব্বাভিশ্চৈব সিদ্ধিভিঃ।
অদ্য এনাং বরারোহাং সর্ব্বভূষণভূষণাম্।
দেবীমিব পরাং গেহে রক্ষ যত্নেন সত্তম॥" (ঐ)

"শ্রীনারদ বৃষভানুকে ডাকিয়া পরম শোভনা সেই বালিকার বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। হে রাজন্! এই বালিকার এইরূপই স্বভাব। ইঁহাকে প্রকৃতিস্থ করা দেবগণেরও অসাধ্য, কিন্তু যাঁহার গৃহ ইঁহার পদচিহ্নে ভূষিত থাকে, তথায় সর্বদেবগণের সহিত ভগবান্ শ্রীনারায়ণ ও ভগবতী লক্ষ্মী সর্ব-সিদ্ধির সহিত বসবাস করেন। হে সত্তম! অদ্য এই বরারোহা সর্বভূষণের ভূষণস্বরূপা কন্যাকে পরমা দেবীর ন্যায় জ্ঞান করিয়া পরম যত্নে গৃহে রক্ষা কর।" শ্রীনারদ দেবী শ্রীরাধার এইরূপ বিবিধ ঐশ্বর্যের কথা বলিয়া গেলেও মহারাজ বৃষভানুর বাৎসল্যসিন্ধুকে কিছুমাত্র আলোড়িত করিতে পারেন নাই। বৃষভানু কন্যাস্নেহেই তাঁহাকে লালন-পালন করিয়াছেন।

শ্রীল গোস্বামিপাদ সেই বৃষভানুরাজার পরিচয় দিতে গিয়া বলিলেন—'যিনি খর্বশ্মশ্রু, উদার-চরিত বা পরমবদান্য প্রেমবলে প্রেমলক্ষ্মীকে কন্যারূপে আবির্ভূত করাইয়া বিশ্বমানবকে প্রেমসম্পদ্ দানে ধন্য করিয়াছেন। গৌরবর্ণ, অতিশয় সম্ভ্রান্ত, পঞ্চাশবর্ষ বয়স্ক ব্রজে অতি প্রবীণ শ্রীনন্দমহারাজের পরম বান্ধব, সেই সমুন্নতকীর্তি বৃষভানুকে আমি সতত ভজন করি।'

"খর্ব্বশ্মশ্রু উদারচরিত সদ্বংশ জাত।
গৌরবর্ণ সম্ভ্রান্ত যাঁর বয়স পঞ্চাশত॥
ব্রজমধ্যে হন যিনি অতীব প্রবীণ।
শ্রীনন্দের পরম সহায় খ্যাতিতে কুলীন॥
শ্রীদাম হয়েন প্রিয় যাঁর জ্যেষ্ঠ-সন্তান।
(তথাপি) কনিষ্ঠা শ্রীরাধাপ্রতি অতি স্নেহবান্॥
সমুন্নত কীর্তি যাঁর 'বৃষভানু' নাম।
সর্ব্বদা তাঁহারে ভজি পূর্ণ হবে কাম॥" ২৬॥

অনুবাদ। যিনি প্রত্যহ এই ব্রজধামে শ্রীরাধার কুশলবার্তা জানিবার নিমিত্ত ব্যাকুলচিত্তে যত্ন ও প্রীতি সহকারে ধাত্রীকন্যাদ্বয়কে প্রেরণ করেন, সেই শ্রীরাধার জননী **কীর্তিদা** মাতা আমাদের রক্ষা করুন ॥ ২৭ ॥

টীকা। শ্রীরাধিকামাতরং কীর্ত্তিদাং স্তৌতি—অন্বিতি। সা কীর্ত্তিদা এতন্নাম্নী শ্রীরাধিকা-মাতা নোঽস্মান্ অবতাদ্রক্ষতু। যয়া মাত্রা রাধিকা-কুশল-বার্ত্তা প্রবৃত্তীঃ কলয়িতুং জ্ঞাতুং বিকলমতি ব্যাকুলবুদ্ধি যথাস্যাত্তথা উচ্চৈঃ প্রেমপূরৈ-র্ধাত্রিকায়া দুহিতৃযুগলং কন্যাদ্বয়ং প্রেষ্যতে প্রের্য্যতে ইত্যন্বয়ঃ ॥২৭

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধার জননী মাতা কীর্তিদার বন্দনা করিয়া তাঁহার চরণে শরণাগত হইতেছেন। 'কীর্তিদা' যথাযথই কীর্তিদা বা কীর্তিদাত্রী। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রামানন্দরায়কে গোদাবরীতটে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"কীর্তিগণমধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্তি ?" রামরায় এক কথায় উত্তর দিয়াছিলেন—"কৃষ্ণ-প্রেমভক্ত বলি যাঁর হয় খ্যাতি ॥" (চৈঃ চঃ)। নিখিল বিশ্বে কৃষ্ণ-প্রেমিকগণই যথার্থ যশস্বী। মাতা কীর্তিদা তাঁহার বাৎসল্যপ্রেমজালে প্রেমের অধিষ্ঠাত্রীদেবী বা প্রেমলক্ষ্মী সাক্ষাৎ শ্রীরাধারাণীকে কন্যারূপে আবদ্ধ করিয়া বিশ্বসাধকগণকে প্রেমলাভের সুযোগ বা সৌভাগ্য দান করিয়া যথার্থতই বিশ্বের কীর্তিদা বা যশোদাত্রী হইয়াছেন। শ্রীপাদ বলিতেছেন—'শ্রীরাধারাণীর শ্বশুরালয়ে বা যাবটে অবস্থানকালে স্নেহবিকলা মাতা কীর্তিদা প্রতিদিন শ্রীরাধার কুশলবার্তা জানিবার জন্য স্নেহ-প্রীতির সহিত ধাত্রীকন্যাদ্বয়কে শ্রীরাধার নিকট প্রেরণ করেন।' শ্রীপাদ শ্রীরাধিকার শতনামস্তোত্রে শ্রীমতীর "মাতৃস্নেহপীযূষপুত্রিকা" বলিয়া একটি নাম উল্লেখ করিয়াছেন। মাতা কীর্তিদার স্নেহামৃতরসেরই মূরতি শ্রীরাধারাণী। যিনি সাক্ষাৎ প্রেমস্বরূপিণী, প্রেমদানে অখিল বিশ্বের পরম কল্যাণকারিণী, তাঁহারও অকল্যাণ বা অমঙ্গলচিন্তায় মা কীর্তিদা সততই ব্যাকুলা। ইহাই প্রীতির স্বভাব। প্রীতিমানের চিত্তে প্রিয়জনের অমঙ্গলের আশঙ্কা সর্বদাই জাগরূক্ থাকে। মঙ্গলের চিন্তা সর্বদাই হৃদয়ে থাকে বলিয়া তাহার পাশে পাশে—"এই বুঝি অমঙ্গল হইল, এই বুঝি অমঙ্গল হইল" এই প্রকার একটি আশঙ্কাও সতত চিত্তে বিদ্যমান থাকে। "অনিষ্টাশঙ্কীনি বন্ধুহৃদয়ানি ভবন্তি হি" (অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক-৪) "বন্ধুদিগের হৃদয়ে অনিষ্টের আশঙ্কাই উদিত হইয়া থাকে।" ঐ নাটকে "সিনেহো পাপমাসঙ্কাদি" এই প্রকার দৃষ্ট হয়। ইহা প্রাকৃতভাষা, ইহার সংস্কৃত—"স্নেহঃ পাপম্ আশঙ্কতে" অর্থাৎ 'স্নেহ পাপ (অমঙ্গল) আশঙ্কা করিয়া থাকে।' সর্বদাই যেন প্রিয়জনের অমঙ্গল হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়।

স্নেহবিকলা মাতা কীর্তিদা এই আশঙ্কার বশবর্তী হইয়াই নিত্য দুইটি ধাত্রীকন্যাকে শ্রীরাধার মঙ্গল জানিবার নিমিত্ত পরম প্রেমভরে ও যত্নের সহিত যাবটে প্রেরণ করিয়া থাকেন। বাৎসল্যরসের ঘনীভূত মূর্তি মা কীর্তিদা জানেন, তিনি ভিন্ন আর শ্রীরাধার তত্ত্বাবধান বা হিতাকাঙ্ক্ষা কে করিবে ? মাতা কীর্তিদা শ্রীরাধারাণীকে নয়নের আড়াল করিতে অনিচ্ছুক, 'কিন্তু হায় ! বিধাতার কি বিধান, তিনি কেনই বা পরাধীন নারীজীবন সৃষ্টি করিয়াছিলেন' এই ভাবনায় মা স্নেহনীরে ভাসিতে ভাসিতে

প্রথম-রসবিলাসে হন্ত রোষেণ তাবৎ
প্রকটমিব বিরোধং সন্দধানাপি ভঙ্গ্যা।
প্রবলয়তি সুখং যা নব্যযূনোঃ স্বনপ্ত্রোঃ
পরমিহ মুখরাং তাং মূর্দ্ধ্নি বৃদ্ধাং বহামি ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। যিনি এই ব্রজে নবতরুণযুগল শ্রীশ্রীরাধামাধব নপ্তৃ (নাতী) দ্বয়ের শৃঙ্গাররস-বিলাসে প্রকাশ্যে যেন বিরোধ উপস্থিত করত চাতুর্যের সহিত তাঁহাদের অপার আনন্দ পরিবর্ধিত করিতে-ছেন, শ্রীরাধার মাতামহী বৃদ্ধা মুখরাকে আমি মস্তকে বহন করি ॥ ২৮ ॥

টীকা। শ্রীরাধিকামাতামহীং মুখরাং স্তৌতি—প্রথমেতি। তাং মুখরামেতন্নাম্নীং বৃদ্ধাং গোপীং মূর্ধ্নিমস্তকে বহামি শিরোধার্য্যং করোমীত্যর্থঃ। যা স্বনপ্ত্রোর্নব্যযূনো রাধাকৃষ্ণয়োঃ সুখং প্রবলয়তি প্রচুরয়তি। মুখরায়া মাতামহী সমাত্বেন কৃষ্ণস্য তন্নপ্তৃত্বেনোক্তিঃ। তথা চ দীপিকা। "ভারুণ্ডা জটিলা ভেলা করালা করবালিকা। ঘর্ঘরা মুখরা ঘোরা ঘণ্টা ঘোণী সুঘণ্টিকা ॥ চক্কিনী চোণ্ডিকা চণ্ডী ডিণ্ডিমা পুণ্ডবাণিকাঃ। ডামনী-ডামরী-ডুম্বি-ডঙ্কা মাতামহী সমেতি ॥" কিম্ভূতা সতী প্রবলয়তি তত্রাহ—প্রথম রসবিলাসে শৃঙ্গাররসক্রীড়ায়াং, হন্ত হর্ষে রোষেণেব প্রকটবিরোধং সংদধানা কুর্ব্বাণা সতী। হন্ত বাক্যারম্ভ খেদে বিবাদে হর্ষ সংভ্রমে ইতি মেদিনী ॥ ২৮ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদের বিশুদ্ধসত্ত্বভাবিত চিত্তে ব্রজপরিকরগণের ভাবামৃতের উৎস অফুরন্তধারায় উৎসারিত হইয়া চলিয়াছে। এই শ্লোকে শ্রীরাধার মাতামহী মুখরার স্তব করিতে-ছেন। শ্রীশ্রীরাধামাধবের শৃঙ্গাররসমাধুরীর পরিপুষ্টি বা বৈচিত্রী সম্পাদনের নিমিত্ত জ্ঞাতসারে হউক বা

ধাত্রীকন্যাদের কত যত্ন প্রীতির সহিত শ্রীরাধার কুশল জ্ঞাতার্থে প্রেরণ করেন। যে নদী সিন্ধুর যত নিকটে তাহাতে ততই জোয়ার-ভাটা দেখা যায়। তেমনি প্রেমের সিন্ধু শ্রীরাধার মাতা কীর্তিদা যে অতি নিকটে, শ্রীরাধারাণীরও শ্রীমুখোক্তিতে দেখা যায়—"শিশুকাল হৈতে মায়ের সোহাগে, সোহাগিণী বড় আমি।" তাই মায়ের হৃদয়-তটিনীতে শ্রীরাধা মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা নিত্য কল্লোলময়ী ঊর্মিমালার ন্যায় উচ্ছলিত হইয়া উঠে। ধাত্রীকন্যা ফিরিয়া আসিয়া শ্রীরাধার কুশল জ্ঞাপন করিলে মাতা সুস্থ হইয়া স্নানাহারাদি করিয়া থাকেন। শ্রীপাদ বলিলেন—'সেই মাতা কীর্তিদা আমাদের রক্ষা করুন।'

"শ্রীরাধার কুশল-বার্তা জানিবার তরে।
অতীব ব্যাকুল হৈয়া চিন্তিত অন্তরে ॥
প্রীতি-সহকারে পাঠায় ধাত্রীকন্যাদ্বয়ে।
প্রতিদিন ইহা যাঁর কার্যসূচী হয়ে ॥
ব্রজমাঝে খ্যাতি যাঁর শ্রীরাধার মাতা।
আমারে করুন রক্ষা সে মাতা কীর্তিদা ॥" ২৭ ॥

অজ্ঞাতসারে হউক ব্রজপরিকরগণ সকলেই এক একটি অভিনব অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা আচার্যপাদগণের অনুভব লব্ধ সিদ্ধান্ত। যেমন প্রত্যক্ষে যুগললীলাপুষ্টির সহায়ক শ্রীরাধার সখী-মঞ্জরীগণ, শ্রীরাধার মানাদি রসপরিপুষ্টির সহায় বিপক্ষা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি কান্তাগণ, সুহৃৎপক্ষা, তটস্থপক্ষা গোপীগণ এবং সুবলাদি প্রিয়নর্মসখাগণও প্রত্যক্ষ সহায়; তদ্রূপ পিতা, মাতা, শ্বশুর, শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, পিতামহী, মাতামহী সব পরোক্ষ সহায়। পরকীয়-ভাবময় প্রচ্ছন্নকামতাকে যে দুর্লভত্ব এবং বহুবার্যমানত্ব নিরন্তর অভিনবরূপে পরিপুষ্ট বা সমৃদ্ধ করিয়া চলিয়াছে, ব্রজের সব পরিকরই নিজ নিজ ভাবে কৃষ্ণরস-মাধুরী আস্বাদন করিয়াও লীলাশক্তির প্রেরণায় শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেই রসরাট্ শৃঙ্গাররসপুষ্টির জন্য এক একটি করিয়া সুন্দর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন।

মাতামহী মুখরার ভূমিকাটি অভিনব। শ্লোকে মুখরাকে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলেরই মাতামহী বলা হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণ অভিন্ন প্রাণ বলিয়া শ্রীরাধার মাতামহী শ্রীকৃষ্ণেরও মাতামহী। অথবা কয়েকজন বৃদ্ধা গোপী ব্রজে সাধারণতঃ সকলের মাতামহী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

"ভারুণ্ডা জটিলা ভেলা করালা করবালিকা।
ঘর্ঘরা মুখরা ঘোরা ঘণ্টা ঘোণী সুঘন্টিকা॥
চক্কিনী ঢোণ্ডিকা চণ্ডী ডিণ্ডিমা পুণ্ডবাণিকাঃ।
ডামনী-ডামরী-ডুম্বি-ডঙ্কা মাতামহী সমাঃ॥" (দীপিকা)

"ভারুণ্ডা, জটিলা, ভেলা, করালা, করবালিকা, ঘর্ঘরা, মুখরা, ঘোরা, ঘণ্টা, ঘোণী, সুঘণ্টী, চক্কিণী, ঢোণ্ডিকা, চুণ্ডী, ডিণ্ডিমা, পুণ্ডবাণী, ডামনী, ডামরী, ডুম্বি, ডঙ্কা ইঁহারা সকলেই বৃদ্ধা ও মাতামহী তুল্যা।"

বৃদ্ধা মাতামহী মুখরা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রসবিলাসে বা মিলনলীলায় প্রকাশ্যে বিরোধ আচরণ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু চাতুর্য বা ভঙ্গীক্রমে এই মিলনলীলার পুষ্টিই সাধন করিয়া থাকেন। বাহ্যে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তিরস্কারাদি করিয়া থাকেন, কিন্তু মনে আছে পরস্পরের মিলন হইলেই ভাল হয়। মুখরার এই ভাবে শ্রীরাধামাধব পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন।

প্রাতঃকাল। ব্রাহ্মণগণের বেদধ্বনিতে, গাভীর হাম্বারবে, দুগ্ধ-দোহন ও দধিমন্থন-ধ্বনিতে গোপাবাস মুখরিত। পূর্বাশায় উদিত হইয়াছেন তপনদেব। পূর্বদিগ্‌বধূর ললাটে যেন রক্তরাঙ্গা সিন্দূরের টিপ। সব ব্রজবাসীই জাগরিত হইয়াছেন। যাবটে শ্রীরাধার শয়নকক্ষে কেবল বিশাখাদি সখীসঙ্গে রাসাদি বিলাসশ্রমে গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন শ্রীমতী রাধারাণী।

"নপ্ত্রী-মুখাম্বুজ-বিলোকন-জীবিতায়াং তত্রোপসৃত্য সহসা মুখরাভিধায়াম্।
বাৎসল্যরত্নপটলী-ভৃতপেটিকায়াং রাধে! ক্ব পুত্রি! ভবসীতি সমাহ্বয়ন্ত্যাম্॥"

(কৃঃ ভাঃ-৩।১৩)

"ইত্যবসরে নাতিনী শ্রীরাধার মুখাবলোকনই যাঁহার জীবাতু এবং যিনি বাৎসল্য-রত্নসমূহের মনোহর মঞ্জুষা, সেই মুখরা শ্রীরাধার মন্দিরে আগমন করত 'হে রাধে! হে পুত্রি! কোথায় আছ?' বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন।" জটিলাও মুখরাকে দেখিয়া পুত্রের মঙ্গলকামনায় শীঘ্র বধূকে জাগরিত করিয়া সূর্যপূজায় প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত মুখরাকে অনুরোধ করিলেন। মুখরা বার বার 'নাতিনি নাতিনি' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে শ্রীরাধার শয়নকক্ষে প্রবেশ করত বলিলেন—

"উত্তিষ্ঠ বৎসে শয়নাৎ প্রমুগ্ধে, ব্যস্মারি বারোঽদ্য রবেস্ত্বয়া কিম্?
স্নাত্বা প্রভাতার্ঘ্যবিধানমস্মৈ, পূজোপহারং রচয়াস্য চাশু।।" (গোঃ লীঃ-২।৪৯)

"বৎসে! শয্যা হইতে গাত্রোত্থান কর! হে প্রমুগ্ধে! অদ্য যে রবিবার, তাহাও কি ভুলিয়াছ? স্নান করিয়া সূর্যদেবের প্রভাতকালীন অর্ঘ্য দান করত শীঘ্র তাঁহার পূজার আয়োজন কর।" মুখরার কণ্ঠস্বরে জাগরিতা হইয়া বিশাখাদি সখীগণ শ্রীমতীকে জাগাইলে শ্রীরাধা আলস্য-জড়িমাঙ্গে ধীরে ধীরে শয্যার উপরে উঠিয়া বসিলেন। সহসা মুখরা পীতবসনে আবৃতাঙ্গী শ্রীরাধার দর্শনে বলিলেন—

"দ্রুতকনক-সবর্ণং সায়মেতন্মুরারের্বসনমুরসি দৃষ্টং যৎ সখী তে বিভর্ত্তি।
কিমিদময়ি বিশাখে! হা প্রমাদঃ প্রমাদো ব্যবসিতমিদমস্যাঃ পশ্য শুদ্ধান্বয়ায়াঃ।।"
(ঐ-২।৫৪)

"অয়ি বিশাখে! গতকল্য সন্ধ্যাকালে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে যে উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণ পীতবস্ত্র দেখিয়াছিলাম, তাহাই ত তোমার সখী ধারণ করিয়াছে!! হায়! কি প্রমাদ! কি প্রমাদ! অকলঙ্ক-কুলোৎপন্নার কি ব্যবহার দেখ দেখি!!" মুখরার বাক্য শ্রবণে বিশাখা গবাক্ষরন্ধ্রে গৃহমধ্যগত রবিকিরণ স্পর্শে শ্রীরাধার স্বর্ণোজ্জ্বল অঙ্গকান্তিতে নীলবসনই পীতবর্ণ দেখাইতেছে বলিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিলেন। মুখরাও তাহা শুনিয়া চলিয়া গেলেন। সাবধান করিয়া দিয়া গেলেন, দৈবাৎ ইহা বিপক্ষা জটিলাদির চক্ষে পড়িলে কি অনর্থ হইবে। শ্রীপাদ বলিলেন—'যাঁহার অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার ন্যায় এইরূপ মধুর ভাবধারায় নবীন যুগল শ্রীরাধামাধব পরম সুখী হইয়া থাকেন; সেই শ্রীরাধার মাতামহী মুখরাকে আমি নিজ মস্তকে বহন করি।'

"ব্রজমাঝে নব্য যুবা নবীনা যুবতী।
রাধাকৃষ্ণ দুঁহু জন হয় যাঁর নাতী।।
শৃঙ্গার-রসকেলি নবীন-যুগলে।
ভঙ্গি করি বাধাদান করিবার ছলে।।
পরোক্ষে আনন্দ-দান করিছে-দোহাঁর।
মাতামহী রাধার মুখরা নাম যাঁর।।
আনন্দে মগন হৈয়া আমার মস্তকে।
তাঁহারে বহন করি অতীব কৌতুকে।।" ২৮।।

সান্দ্রপ্রেমরসৈঃ প্লুতা প্রিয়তয়া প্রাগল্ভ্যমাপ্তা তয়োঃ
প্রাণপ্রেষ্ঠবয়স্যয়োরনুদিনং লীলাভিসারং ক্রমৈঃ।
বৈদগ্ধ্যেন তথা সখীং প্রতি সদা মানস্য শিক্ষাং রসৈ-
র্যেয়ং কারয়তীহ হন্ত ললিতা গৃহ্ণাতু সা মাং গণৈঃ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। যিনি প্রগাঢ় প্রেমরসে নিমগ্ন হইয়া প্রিয়তাহেতু কিঞ্চিৎ প্রাগলভ্য বা ঔদ্ধত্য অবলম্বনপূর্বক প্রাণপ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অভিসারাদি লীলা সুসম্পন্ন করত পরম বিদগ্ধতার সহিত নিজসখী শ্রীরাধাকে সর্বদা সরস মান-শিক্ষা দিয়া থাকেন, সেই **ললিতা** আমায় নিজগণমধ্যে গ্রহণ করুন ॥ ২৯ ॥

টীকা। শ্রীরাধা-শিক্ষাবিধায়িনীং তৎ সখীং ললিতাং স্তৌতি—সান্দ্রেতি। সা ললিতা গণৈঃ সহ মাং গৃহ্ণাতু স্বীকরোতু। যা ইয়ং প্রতিদিনং সখীং শ্রীরাধিকাং মানস্য শিক্ষাং কারয়তি। কৈঃ সহ লীলাভিসারক্রমৈঃ লীলা চ অভিসারশ্চ তয়োঃ ক্রমৈঃ পুরা এতৎ কর্ত্তব্যং পরত এতদিত্যাকারৈঃ সহ। তথা বৈদগ্ধ্যেন সহ প্রতি অভিমুখে রসৈঃ শিক্ষিতস্যাকরণে তদ্ধারণার্থং গর্ব্ববাক্যৈঃ। রসো গন্ধরসে জলে। শৃঙ্গারাদৌ বিষেবীর্য্যে তিক্তাদবিত্যাদি। প্রতি প্রতিনিধাবিথং ভূতাখ্যানাভিমুখ্যয়োরিতি চ মেদিনী। ননু সখী সতী কথং রসৈঃ কারয়তীত্যাহ— সান্দ্রপ্রেমরসৈঃ নিবিড়প্রেমা এব রসো জলং তেন প্লুতা। প্রাণাদপি প্রেষ্ঠৌ প্রিয়তমৌ যৌ বয়স্যৌ রাধাকৃষ্ণৌ তয়োঃ প্রিয়তয়া প্রিয়ত্বেন হিতাশংসিতয়া চ নৈতদ্বিরুদ্ধাচরিতমিতি ভাবঃ। নন্বিদমেতদদস্ শব্দান্তচ্ছব্দা সমানার্থাস্তৎকথং সা মামিত্যুক্ত্বা যেয়মিত্যত্রেদং শব্দ প্রয়োগঃ অধিকপদদোষাপত্তেঃ। উচ্যতে। সাবধারণার্থে অধিকপদং গুণঃ। তথা চ যেয়ং যৈব মানস্য শিক্ষাং কারয়তি নত্বন্যা ইতি দিক্ ॥ ২৯ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ পূর্ব শ্লোকে শ্রীশ্রীরাধামাধবের শৃঙ্গাররসের পরোক্ষ সহায়কারিণী মাতামহী মুখরার স্তব করিয়াছেন। এক্ষণে শ্রীযুগলের শৃঙ্গাররসলীলার স্ফূর্তিহেতু কয়েকটি শ্লোকে পরম রসময়ী সেই মধুর লীলার সহায়কারিণী সখী-মঞ্জরীগণের স্তব করিতেছেন। শ্রীমৎ রূপ-গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"প্রেমলীলাবিহারাণাং সম্যগ্বিস্তারিকা সখী। বিশ্রম্ভরত্নপেটী চ ততঃ সুষ্ঠু বিবিচ্যতে ॥" (উঃ নীঃ সখীপ্রঃ-১) 'সখীগণ শ্রীশ্রীরাধামাধবের প্রেম, লীলা ও বিহারাদির সম্যক্ বিস্তারকারিণী এবং বিশ্বাসরূপ রত্নের পেটিকা বা সবিশেষ বিশ্বাসের পাত্রী, তাই উত্তমরূপে সখীভেদ হইতেছে।' "ন কেবলং দূত্য এব তাসাং সখীনাং প্রাধান্যং কিন্তু রসস্য সর্ব্ব এব নির্ব্বাহস্তন্নিদানকএবেত্যাহ প্রে:মতি। বিস্তারোঽত্র বিখ্যাপনং বিবর্দ্ধনঞ্চ। তত্র নায়কস্য প্রেমা নায়িকায়াং, নায়িকায়াঃ প্রেমা নায়কে সখ্যা বিখ্যাপতে তত এব বিবর্দ্ধতে চ। লীলা-চাভিসারাদিভিঃ প্রাপ্ত মিলনয়োর্নায়কয়োঃ স্বস্থিত্যা নায়িকা-বাম্যাতিশয়োত্থাপনেন চ হাস-পরিহাসাদিভিশ্চ বিবর্দ্ধতে স্থানান্তরে সময়ান্তরে চ বিখ্যাপ্যতে চ। বিহারশ্চ সংপ্রয়োগাত্মকো গুরুপত্যাদিসর্ব্বসমাধানাঙ্গীকারেণ সাহসদানাদ্বিবর্দ্ধ্যতে সময়ান্তরে চ সংভুক্তয়া নায়িকয়া

সহ রসোদ্গারাদ্বিখ্যাপ্যতে চেতি সম্যগিতি স্বাভিযোগাদৌ বিনাপি সখীং তত্তৎসিদ্ধেরসম্যকত্বমিত্যর্থঃ" (ঐ শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা টীকা)। অর্থাৎ "সখীগণের যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর মিলনকার্যের দৌত্যেরই প্রাধান্য আছে, তাই নহে ; পরন্তু সখীই যে শ্রীযুগলের সর্বপ্রকার রস-নির্বাহের নিদান, তাহাই "প্রেমলীলাবিহারাণাং" শ্লোকে বলা হইয়াছে। 'বিস্তার' অর্থে 'বিখ্যাপন' ও 'বিবর্ধন'। নায়কের প্রেম নায়িকায় ও নায়িকার প্রেম নায়কে সখীগণ বিখ্যাপন ও বিবর্ধন করিয়া থাকেন। লীলা বলিতে অভি-সারাদিদ্বারা যুগলকে মিলিত করিয়া নিজমধ্যে অবস্থিতা নায়িকার বাম্যাতিশয় উত্থাপন তথা হাস্য-পরিহাসাদিতে লীলারসকে বিবর্ধন করেন ও স্থানান্তরে বা সময়ান্তরে তাহা বিখ্যাপনও করেন। তেমনি বিহার অর্থে সম্প্রয়োগাদি, গুরুজন, পতি প্রভৃতির সর্বসমস্যার সমাধান করত সাহায্য-দানাদিদ্বারা বিহারের বর্ধন করেন এবং নায়িকার রসোদ্গারাদিতে বিখ্যাপনও করিয়া থাকেন। 'সম্যক্' অর্থে সখী-গণের সহায়তা ব্যতীত স্বাভিযোগাদিতে ঐ সমস্ত রসের সুচারুসিদ্ধি কখনই সম্ভবপর নহে।"

শ্রীপাদ এই শ্লোকে শ্রীরাধারাণীর সখীগণের শ্রেষ্ঠা বা সর্বপ্রধানা সখী ললিতার স্তব করিতেছেন। ললিতা মদীয়তাময় প্রেমাভিমাণের নিবিড়তায় এমনি আপ্লুতা যে, প্রেমাভিমাণে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে নিজসখী শ্রীরাধার একান্ত বশীভূত বা অধীন বলিয়া মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরূপ বশ্যতার দাবীও রাখেন। সুতরাং শ্রীরাধাকে যত্নের সহিত অভিসার করাইয়া যদি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার বশ্যতাভাবের কোন ব্যতিক্রম দেখিতে পান, তখন প্রেমাভিমাণে গুরুতর আঘাত লাগে। তখন নিজসখী শ্রীরাধাকে সতত বাম্য বা মান-বৈদগ্ধী শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই জন্যই ললিতাকে সখীস্বভাবে "অধিক প্রখরা" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

"প্রেমসৌভাগ্যসাদ্গুণ্যাদ্যাধিক্যাদধিকা সখী।
দুর্লঙ্ঘ্যবাক্যপ্রখরা প্রখ্যাতা গৌরবোচিতা ॥" (উঃ নীঃ সখী প্রঃ-৩)

"সখীগণমধ্যে সর্বাপেক্ষা যাঁহার প্রেম, সৌভাগ্য ও সাদ্গুণ্যের আধিক্য, তাঁহাকে 'অধিকা' এবং যাঁহার বাক্য কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না, তাঁহাকে 'প্রখরা' বলা হয়, প্রখরা সতত গৌরবান্বিতা হইয়া থাকেন।" এই অধিক প্রখরা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার প্রতি একান্তবশ্যতার কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিলে শ্রীরাধাকে মানশিক্ষা দিয়া থাকেন এবং কোন সখী এই মানের শৈথিল্যে যত্নশীলা হইতে তাহা সহ্য করিতে পারেন না। যথা—

"মুগ্ধে তূষ্ণীং ভব শঠকলামণ্ডলাখণ্ডলেন, ত্বং মন্ত্রেণ স্ফুটমিহ বশীকৃত্য তেনানুশিষ্টা।
কুঞ্জে গোবর্দ্ধনশিখরিণো জাগরেণাদ্য রাধাং, দৃষ্ট্বাপ্যুচ্চৈঃ সখি যদসি মে চাটুবাদে প্রবৃত্তা ॥"

(ঐ-১৫)

"চিত্রা মানিনী শ্রীরাধার মান-প্রসাদনের জন্য প্রযত্ন করিলে শ্রীললিতা তাঁহাকে বলিলেন— মুগ্ধে! চুপ কর! নিশ্চয় জানিলাম, ঐ শঠরাজ শিক্ষা দিয়া তোমায় বশীভূত করিয়াছে। কি আশ্চর্য! তোমার স্বভাবের বলিহারী যাই! শ্রীরাধা এ যাবৎ গোবর্ধনোপরি কুঞ্জগৃহে গুরুতর জাগরণ করিতেছেন, ইহা দেখিয়াও তুমি কি না চাটুবাক্যে প্রবৃত্তা হইয়াছ? যাহা হউক, এই পর্যন্তই ভাল; আর অনুনয়ে প্রয়োজন নাই, শীঘ্রই এস্থান হইতে অপসারিত হও।"

ললিতা মান-শিক্ষা দিলে অন্যের কথা দূরে থাকুক, ললিতার ইচ্ছা ব্যতীত শ্রীমতী নিজের ইচ্ছাতেও মান ত্যাগ করিতে পারেন না। এইজন্য শ্রীরাধার একটি নাম—"ললিতা-ভীতি-মানিনী"। শ্রীরাধার এই মান শ্রীকৃষ্ণ-সেবার শ্রেষ্ঠ ও অনন্যোপচার। "বাম্যস্বভাবে 'মান' উঠে নিরন্তর। উঁহার বাম্যে উঠে কৃষ্ণের আনন্দ-সাগর॥" (চৈঃ চঃ)। শ্রীরাধার প্রেমসিন্ধুকে অসীমভাবে উচ্ছলিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধারস-মাধুরীর বিচিত্র মধুর আস্বাদন দানের নিমিত্তই ললিতার শ্রীমতীকে মান-শিক্ষাপ্রদান করা। সুতরাং ইহা তাঁহার বিশেষ প্রেম-বৈদগ্ধী। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ মানের স্বরূপ-নিরূপণ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"স্নেহস্তূৎকৃষ্টতাবাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবম্।
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ত্যতে।।" (উঃ নীঃ স্থায়ি প্রঃ-৯৬)

অর্থাৎ "স্নেহ যখন উৎকৃষ্টতা-প্রাপ্তিহেতু অভিনব মাধুর্য অনুভব করায় এবং স্বয়ং অদাক্ষিণ্য বা কৌটিল্য ধারণ করে, তখন তাহাকে 'মান' বলা হয়।" ফলতঃ প্রেমের গতিকে সরস, সবেগ ও অভিনব রাখার জন্যই মানের উদ্ভব হয়। মান নিয়ত আস্বাদ্য বস্তুকে অভিনব মাধুর্যে সুমধুর ও প্রলোভনীয় করিয়া তুলে। সুতরাং শ্রীরাধার বাম্যভাব বা মানের পরিপুষ্টিতে শ্রীললিতার পরম বিদগ্ধতার বা রসচাতুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীপাদ বলিলেন—'সেই ললিতা আমায় নিজ গণমধ্যে গ্রহণ করুন।'

"নিমগন হৈয়া যেই গাঢ় প্রেমরসে।
প্রিয়তা হেতু কিঞ্চিৎ ঔদ্ধত্যপ্রকাশে॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলার পুষ্টির কারণ।
রস-বাক্যাবলী সদা করয়ে বর্ষণ॥
বাম্যের মর্য্যাদা সদা বৃদ্ধির কারণ।
শ্রীরাধায় মান-শিক্ষা দেন বিলক্ষণ॥
সেই ত ললিতা মোরে নিজগণ-মধ্যে।
গ্রহণ করিয়া কবে কৃতার্থ করিবে?" ২৯॥

প্রণয়-ললিত-নর্ম্মস্ফার-ভূমিস্তয়োর্যা ব্রজপুর-নবযূনোর্যা চ কণ্ঠান্ পিকানাম্ ।
নয়তি পরমধস্তাদ্দিব্যগানেন তুষ্ট্যা প্রথয়তু মম দীক্ষাং হন্ত সেয়ং বিশাখা ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। যিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয় ও সুললিত কৌতুকের পাত্রী, যিনি সুদিব্য সঙ্গীতদ্বারা কোকিলের স্বরকেও পরাজিত করিতেছেন, সেই **বিশাখা** অনুগ্রহপূর্বক সন্তুষ্ট হইয়া আমায় গান-শিক্ষা প্রদান করুন ॥ ৩০ ॥

টীকা। স্বগীতি পরিপাট্যা প্রাণার্বুদকোটি-প্রেষ্ঠযুবমিথুনমানন্দয়িতুং তৎ প্রধানং বিশাখাং স্তৌতি—প্রণয়েতি। সেয়ং বিশাখা প্রীত্যা আনুকূল্যেন মম দীক্ষাং অর্থাদ্গানস্য শিক্ষাং প্রথয়তু বিস্তারয়তু। সেয়মিতি সিদ্ধাবস্থায়াং তস্যাঃ প্রত্যক্ষত্বেন প্রত্যভিজ্ঞয়া প্রয়োগঃ। অতএব নাধিকপদতা দোষঃ। যা তয়োর্ব্রজপুর-নবযূনো রাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রণয়ললিত নমস্কারভূমিঃ। প্রণয়েণ প্রীত্যা যল্ললিত-নর্ম্ম মনোহর কৌতুকং তস্য স্ফার-ভূমির্বিস্তৃতস্থানম্। যাচ দিব্যগানেন পিকানাং কোকিলানাং কণ্ঠধ্বনিং পরং রে মূঢ় কোকিলধ্বনে দূরীভব অত্র ন স্থাতব্যমিতি নিয়োগং যথাস্যাত্তথা যা অধস্তান্নয়তি কুণ্ঠী করোতি। কণ্ঠো গলে সন্নিধানে ধ্বনৌ মদনপাদপে ইতি পরং নিয়োগে তিতিক্ষায়ামিতি চ মেদিনী ॥৩০॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বরূপে ব্রজের নিত্যসিদ্ধা মঞ্জরী। রসরাজ-মহাভাব মিলিত মূরতি শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছেন—বিশ্বসাধকগণকে ব্রজরসের উপাসনা শিক্ষা দিয়া শ্রীরাধার দাসীরূপে ব্রজের নিকুঞ্জমন্দিরে লইয়া যাওয়ার জন্য। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য ও শ্রীরাধার মহাভাবের বিষয় পূর্বে লোকে শাস্ত্রে পাঠ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা মানবের ধারণার অতীত বস্তু ছিল। শ্রীল গোস্বামিপাদগণ শাস্ত্রযুক্তি ও স্বানুভব-প্রমাণের অচল ভিত্তির উপরে ব্রজের মধুর ভজনের বিশাল রত্ন-সৌধ নির্মাণ করিলেন। যাঁহাদের আনুগত্যে সাধক সেই মণিমন্দিরে প্রবেশ লাভ করিয়া অভীষ্ট শ্রীরাধামাধবের প্রেমসেবা লাভ করত ধন্য হইতে পারিবেন, সেই ব্রজপার্ষদগণের মধুর ভাবপরিপাটী শ্রীপাদ রঘুনাথ এই ব্রজবিলাসস্তবে বর্ণনা করিয়া চলিয়াছেন।

শ্রীপাদ শ্রীরাধার পরমপ্রেষ্ঠ সখীগণের মধ্যে পূর্বশ্লোকে শ্রীললিতার ভাবপরিপাটীর কথা বলিয়া এই শ্লোকে শ্রীবিশাখার ভাবের ইঙ্গিত করত তাঁহার নিকট গান-শিক্ষার অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন। প্রথমতঃ বলিতেছেন – "প্রণয়-ললিত-নর্ম্ম-স্ফার-ভূমিস্তয়োর্যা" যিনি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয় ও সুন্দর কৌতুকের পাত্রী। শ্রীবিশাখানন্দদ-স্তোত্রে বলিয়াছেন—"ভাবনাম-গুণাদীনামৈক্যাৎ শ্রীরাধিকৈব যা।" অর্থাৎ 'ভাব, নাম, গুণাদির ঐক্যহেতু যিনি শ্রীরাধিকারই ন্যায়।' অধিকপ্রখরা বলিয়া শ্রীরাধামাধব শ্রীললিতার প্রতি একটু সম্ভ্রম বা ভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীবিশাখা শ্রীরাধার যূথে অধিকমধ্যা স্বভাবপ্রাপ্তা, তাই প্রেম, সৌভাগ্য, সাদ্গুণ্যাদিতে সকলের মান্যা হইয়াও শ্রীরাধার অভিন্নপ্রাণাহেতু শ্রীযুগলের প্রণয় ও নর্মের বিস্তৃত-ভূমি।

"বিশাখা-গূঢ়-নর্ম্মোক্তি-জিত-কৃষ্ণার্পিত-স্মিতা।
নর্ম্মাধ্যায়-বরাচার্য্যা ভারতী-জয়ি-বাগ্মিতা ॥
বিশাখাগ্রে রহঃকেলি কথোদ্ঘাটকমাধবম্।
তাড়য়ন্তী দ্বিরব্জেন সভ্রূভঙ্গেন লীলয়া ॥" (ঐ-১০৫ ও ৬)

"বিশাখার গূঢ় পরিহাসোক্তিদ্বারা পরাজিত শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে যিনি (শ্রীরাধা) মৃদুমন্দ হাস্য করেন, পরিহাসরসের যিনি শ্রেষ্ঠা অধ্যাপিকা, যাঁহার বাগ্মিতা সরস্বতীকেও পরাভূত করিয়াছে। বিশাখার অগ্রে শ্রীকৃষ্ণ রহঃকেলির কথা প্রকাশ করিলে শ্রীরাধা ভ্রূভঙ্গীর সহিত লীলাকমলদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে তাড়না করেন।" ইহাতে শ্রীবিশাখার শ্রীযুগলের বেশ, প্রণয় ও নর্মপাত্রত্বের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীল কবি কর্ণপূর তাঁহার শ্রীকৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী গ্রন্থে অপূর্ব কাব্যকলা-পারিপাট্যে শ্রীকৃষ্ণের সমক্ষে শ্রীবিশাখার সহিত শ্রীরাধার সরস নর্মালাপের একটি মনোহর ভাবচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।

"এতদীয়-কুসুমং সখি ! হেয়ং, কৃষ্ণপক্ষ-সরসা লতিকেয়ম্।
যা রুণদ্ধি বসনং তব শাখা, পানিনেত্যুপজহাস বিশাখা ॥
শুক্লপক্ষনিভ-পুষ্পবিশেষা, কৃষ্ণপক্ষ-সরসা কথমেষা ?
মদ্বিয়োগমসহিষ্ণুরিয়ং মা,-মারুণদ্ধি মম কৌতুককামা ॥
মুগ্ধ এতি মধুপো মুখচন্দ্রং, স্বাদিতুং কমলধীস্তব সান্দ্রম্।
তত্ত্বয়াহবহিততয়া ভবিতব্যং, শ্যামলস্য চরিতং নহি ভব্যম্ ॥
ত্বাদৃশাং মুখসরোজ-সমাজে, সুস্মিতে সতি কথং দ্বিজরাজে।
হন্ত গন্ধরহিতে কথমস্য, স্বাদ এষ ভবিতা মধুপস্য ॥" ইত্যাদি (৪।৪২-৪৫)

শ্রীবিশাখা পরিহাসের সহিত কুসুমচয়নরতা শ্রীমতী রাধারাণীকে বলিলেন—'সখি ! এই লতার কুসুমচয়ন করিও না, যেহেতু লতাটি কৃষ্ণপক্ষা সরসা (কৃষ্ণাশ্রিতা ও তজ্জন্য রসালা) হইয়া নিজশাখারূপ হস্তদ্বারা তোমার বস্ত্ররোধ করিতেছে (কৃষ্ণের সঙ্গে তোমায় মিলনের ইঙ্গিত করিতেছে)।' শ্রীরাধা সহাস্যবদনে উত্তর দিতেছেন—'সখি বিশাখে ! লতাটি তো শুক্লপক্ষে বিকসনীয় কুসুমবিশেষই ধারণ করিতেছে। ইহাকে কৃষ্ণপক্ষা সরসা বলিতেছ কেন ? ("কৃষ্ণপক্ষসরসা" শব্দের কৃষ্ণপক্ষে প্রস্ফুটিত হয় এই অর্থ গ্রহণ করত এইরূপ বলিলেন) এই লতাটি আমার বিরহ সহ্য করিতে অক্ষম বলিয়াই কৌতুক-হেতু আমায় অবরোধ করিতেছেন মাত্র।' বিশাখা বলিলেন—'হে মুগ্ধে ! তোমার মনোজ্ঞ মুখচন্দ্র-দর্শনে কমল-জ্ঞান করত আস্বাদন করিবার অভিপ্রায়ে—ঐ দেখ ভ্রমর (পক্ষে কৃষ্ণ) আসিতেছে, অতএব সাবধান হও। কেননা শ্যামলের (কৃষ্ণবর্ণবস্তুর পক্ষে শ্যামসুন্দরের) চরিত্র ভাল নহে।' তচ্ছ্রবণে শ্রীরাধা বলিলেন—'হায় ! তোমাদের ন্যায় কামিনীদের মুখকমলরাজি যখন প্রস্ফুটিতই রহিয়াছে, তখন

প্রতি নবনবকুঞ্জং প্রেমপূরেণ পূর্ণা
প্রচুর-সুরভিপুষ্পৈর্ভূষয়িত্বা ক্রমেণ।
প্রণয়তি বত বৃন্দা তত্র লীলোৎসবং যা
প্রিয়গণবৃত-রাধাকৃষ্ণয়োস্তাং প্রপদ্যে ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ। যিনি প্রেমরসে নিমগ্ন হইয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে নব নব বিলাসকুঞ্জসমূহ প্রচুর সুগন্ধি-কুসুমে ভূষিত করত সখীগণ পরিবৃত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুর লীলানন্দরস বিস্তার করিতেছেন, আমি সেই **শ্রীবৃন্দার** চরণে শরণাগত হইতেছি ॥ ৩১ ॥

কি প্রকারে মদীয় গন্ধশূন্য মুখচন্দ্রে ঐ মধুকরের ঐজাতীয় আস্বাদন সম্ভবপর হইতে পারে?' এই প্রকার শ্রীরাধাকৃষ্ণের সরস পরিহাসভূমি বিশাখা।

শ্রীপাদ বলিলেন—'যিনি সুদিব্য সঙ্গীতদ্বারা বা শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক মনোহর সঙ্গীতদ্বারা কোকিলের পঞ্চম স্বরকে পরাজিত করিতেছেন, অর্থাৎ যাঁহার প্রেমসিক্তকণ্ঠের সুমধুর শ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক লীলাসঙ্গীতে কোকিলের স্বরও নিন্দিত হইয়া থাকে, সেই বিশাখা অনুগ্রহপূর্বক সন্তুষ্ট হইয়া আমায় গান-শিক্ষা প্রদান করুন।' শ্রীপাদ কবিকর্ণপূর লিখিয়াছেন—ব্রজসুন্দরীগণের অলৌকিক বা অতীন্দ্রিয় গান-বিদ্যা ও কণ্ঠস্বরাদি সব ব্রহ্মার সৃষ্টির বাহিরের বস্তু, সুতরাং বিধাতার সৃষ্ট কোন প্রাণীর কণ্ঠস্বরাদির সঙ্গেই তাহার তুলনা হইতে পারে না। গানবিদ্যার আচার্যা কিন্নরী মাতঙ্গীর গানবিদ্যার সহিত ব্রজদেবী-গণের গানবিদ্যার পার্থক্য নিরূপণ-প্রসঙ্গে শ্রীবৃন্দাদেবী শ্রীরাধার সঙ্গীতবিদ্যা নাম্নী কোন সখীকে বলিলেন—"অয়ি সঙ্গীতবিদ্যে! সঙ্গীতবিদ্যেয়মনয়া দেব্যা চতুর্মুখমুখনির্গতৈব ব্যাখ্যাতা, খ্যাতা চেয়ং বো বিরিঞ্চিপ্রপঞ্চত এবহি বহিরিতি তদুভয়মেব নিরবদ্যম্।" (আনন্দ-বৃন্দাবনচম্পূ) অর্থাৎ 'হে সঙ্গীত-বিদ্যে! এই মাতঙ্গীদেবী যে গানবিদ্যার ব্যাখ্যা করিলেন, ইহা ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত (তাঁহার সৃষ্টির মধ্যেই ইহার স্থিতি) আর ব্রজদেবীগণের গানের বৈশিষ্ট্য তুমি যাহা বলিলে তাহা ব্রহ্মার প্রপঞ্চের বাহিরে প্রসিদ্ধ, সুতরাং তোমার ও মাতঙ্গীর উভয়ের বাক্যই সুসঙ্গত হইতেছে।'

শ্রীপাদ রঘুনাথ এই স্তবাবলী গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ শ্রীবিশাখার নিকট সুদিব্য বা রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক গানশিক্ষা করিয়া সেই মধুর গানে শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন।

"প্রাণার্বুদ কোটি প্রেষ্ঠ যুগল-মুরতি।
তাঁদের প্রণয়-মধু কৌতুকের পাত্রী ॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ দোঁহার যুগল-মাধুরী।
যাঁর প্রেমকণ্ঠে দিব্য সঙ্গীত-লহরী ॥
কোকিলা কাকলি যিহোঁ পরাজয় করে।
সে বিশাখা দিব্যগান শিক্ষা দেন মোরে ॥" ৩০ ॥

টীকা। কুঞ্জ-সংস্ক্রিয়য়া যুবমিথুনাপ্যায়িত্রীং বৃন্দাং স্তৌতি—প্রতীত্যাদি। তাং বৃন্দামেতন্নাম্নীং বনদেবীং প্রপদ্যে অনুগচ্ছামি। যা বৃন্দাবনং প্রতি নব নব কুঞ্জং সকল নূতনকুঞ্জং ক্রমেণ গোষ্ঠানমারভ্য নিভৃতনিকুঞ্জপর্য্যন্তং রচন-পরিপাট্যা প্রচুরমতিশয়ং সুরভীণি সুগন্ধীনি যানি পুষ্পাণি তৈর্ভূষয়িত্বা প্রিয়গণবৃত রাধাকৃষ্ণয়োস্তত্র কুঞ্জে লীলোৎসবং প্রণয়তি করোতীত্যন্বয়ঃ। কিম্ভূতা প্রেমপূরেণ প্রেমরূপজলপ্রচুরেণ পূর্ণা মগ্না। পূরো জলসমূহে স্যান্দ্রণ সংশুদ্ধিখাদ্যয়োরিতি মেদিনী ॥ ৩১ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ এই শ্লোকে শ্রীবৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী বনদেবী শ্রীবৃন্দার স্তব করত তাঁহার শ্রীচরণে শরণাগত হইতেছেন। শ্রীবৃন্দার পরিচয়-প্রসঙ্গে দীপিকা গ্রন্থে লিখিত আছে—

"পৌর্ণমাসী বীরা বৃন্দা বংশী নান্দীমুখী তথা।
বৃন্দারিকা তথা মেনা মুরলাদ্যাশ্চ দূতিকাঃ ॥
নানাসন্ধানকুশলা তয়োর্মিলনকারিণী।
কুঞ্জাদিসংস্ক্রিয়াভিজ্ঞা বৃন্দা তাসু বরীয়সী ॥"

অর্থাৎ "পৌর্ণমাসী, বীরা, বৃন্দা, বংশী, নান্দীমুখী, বৃন্দারিকা, মেনা, মুরলা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণপক্ষের দূতী। ইঁহারা নানাসন্ধান-কুশলা এবং প্রেয়সীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন-সম্পাদনে সুদক্ষা, কুঞ্জাদি মিলনস্থানের সংস্কারকার্যে পরম অভিজ্ঞা। ইঁহাদের মধ্যে এইসব কার্যে বৃন্দা সকলের শ্রেষ্ঠা।" বৃন্দার বর্ণনা—

"তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা বৃন্দা কান্তিমনোহরা।
নীলবস্ত্রপরিধানা মুক্তা-পুষ্প-বিরাজিতা ॥
চন্দ্রভানুঃ পিতা তস্যাঃ ফুল্লরা জননী তথা।
পতিরস্যা মহীপালো মঞ্জরী ভগিনী চ সা ॥
বৃন্দাবন-সদাবাসা নানাকেলীরসোৎসুকা।
উভয়োর্মিলনাকাঙ্ক্ষী তয়োঃ প্রেমপরিপ্লুতা ॥"

"শ্রীবৃন্দার অঙ্গকান্তি অতি মনোহর তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়, নীলবসন, মুক্তা ও পুষ্পদ্বারা বিভূষিতা, ইঁহার পিতার নাম চন্দ্রভানু, জননীর নাম ফুল্লরা, পতির নাম মহীপাল ও ভগ্নীর নাম মঞ্জরী। নিত্য-বসতিস্থান শ্রীবৃন্দাবন। বৃন্দা শ্রীশ্রীরাধামাধবের নানাবিধ লীলারসে সমুৎসুক, উভয়ের মিলনাকাঙ্ক্ষিণী ও সর্বদা যুগলপ্রেমে পরিপ্লুতা।"

মাধুর্যময় প্রেমের ধাম শ্রীবৃন্দাবন। বৃন্দাবনের নামে কি ভগবান্, কি ভক্ত উভয়েরই মন-প্রাণ আকুলিত হইয়া উঠে। ভক্তগণ এখানে শ্রীভগবানের নিখিল ঐশ্বর্যের কথা ভুলিয়া তাঁহার সহিত ভাবানুকূল সম্বন্ধ-স্থাপনের নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া পড়েন। শ্রীভগবানও তাঁহাদের স্বভাবানুরূপ স্বীয় ঐশ্বর্যের কথা বিস্মৃত হইয়া একান্ত প্রিয়জনরূপে তাঁহাদের অনুরাগপাশে বাঁধা পড়েন। এই ব্রজেও আবার গোপীগণের

যেরূপ তীব্র রাগের সংবাদ পাওয়া যায়, সেরূপ আর কোন শাস্ত্রে কোথাও নাই। এই ব্রজেই তাঁহাদের স্বজন ও আর্যপথ ভ্রংশকারী চপল অনুরাগ যমুনা-জাহ্নবী-ধারার ন্যায় অপ্রতিহত গতিতে শ্যামসিন্ধুর সহিত মিলন-জন্য অবিরাম প্রবলবেগে ছুটিয়াছে! এই অনুরাগই নিত্য নব-নবায়মান হইয়া প্রীতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণকে নব নবভাবে অদ্ভুত শৃঙ্গাররস-নির্যাস আস্বাদন করাইতেছে। তন্মধ্যেও মহাভাব-স্বরূপিণী সাক্ষাৎ মাদনাখ্য-ভাববতী শ্রীরাধার মাদনরসে সেই অপ্রাকৃত নবীনমদন সর্বোতভাবে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। নিশিদিন শ্রীরাধার সঙ্গে নিকুঞ্জবিহার চলিয়াছে! ইহার বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই!! "রাত্রিদিন কুঞ্জক্রীড়া করে রাধাসঙ্গে। কৈশোর-বয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে॥" (চৈঃ চঃ)। সহস্র সহস্র বনদেবীর অধ্যক্ষা শ্রীবৃন্দাদেবী সখীগণসহ শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিহারভূমি শ্রীবৃন্দাবন ও নিকুঞ্জা-বলীকে নব নব সাজে সাজাইয়া থাকেন। মধুর লীলারাজ্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী বৃন্দা যুগলবিলাসের একান্ত আস্পদ মধুময় স্বভাবসুন্দর বৃন্দাবনের প্রকৃতিকে প্রেমহস্তে মধুরতর করিয়া সাজান। প্রাণের দেবতা খেলা করিবেন, তাই বিচিত্র কুসুমসম্ভারে সুসজ্জিত ও সুরভিত করিয়া রাখেন কুঞ্জাবলীকে। প্রেম-পূজারিণী দেবতার মন্দিরখানিকে যেমন ধূপধূম, অগুরু প্রভৃতি দ্রব্যে সুগন্ধিত করিয়া রাখেন, তদ্রূপ প্রেম-পূজারিণী বৃন্দা প্রাণের দেবতা শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিহারাস্পদ প্রতিটি কুঞ্জমন্দিরকে কুসুমসম্ভারের মধুগন্ধে সুরভিত করিয়া রাখেন। সুনিপুন শিল্পি যেমন শিল্প-নৈপুণ্যদ্বারা নিয়োগকর্তার চিত্তকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ প্রেম-শিল্পি বৃন্দার প্রেমনৈপুণ্যে সুসজ্জিত বৃন্দাবন ও কুঞ্জাবলী সসখী শ্রীশ্রীরাধামাধবের চিত্তকে লীলারসের উদ্দীপনায় উন্মত্ত করিয়া তুলে।

শ্রীবৃন্দার দৌত্য-চাতুর্যও অতি অপূর্ব! দূতী বৃন্দা বাক্য-নৈপুণ্যে প্রিয়জনের প্রতি নিরতিশয় আসক্তি বা মিলনানুরাগ জাগাইয়া তুলেন। যেমন শ্রীমতী রাধারাণী সখীগণ-সঙ্গে দিবাভিসারে শ্যাম-মিলনাকাঙ্ক্ষায় শ্রীকুণ্ডের দিকে চলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকুণ্ডারণ্যে শ্রীমতীর সহিত মিলন-লালসায় অধীর-প্রাণে অবস্থান করিতেছেন। ইত্যবসরে শ্রীরাধার অঙ্গ-পরিমলে বন আমোদিত হওয়ায় শ্রীমতীকে শীঘ্র আনয়নের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাকে পাঠাইয়াছেন। শ্রীবৃন্দার দর্শনে শ্রীরাধা ও বৃন্দার সংলাপ—

> "কস্মাদ্বৃন্দে? প্রিয়সখি! হরেঃ পাদমূলাৎ, কুতোঽসৌ?
> কুণ্ডারণ্যে, কিমিহ কুরুতে? নৃত্যশিক্ষাং, গুরুঃ কঃ?
> তং ত্বন্মূর্তিঃ প্রতিতরুলতং দিগ্বিদিক্ষু স্ফুরন্তী
> শৈলুষীব ভ্রমতি পরিতো নর্তয়ন্তী স্বপশ্চাৎ॥" (গোবিন্দলীলামৃত-৮।৭৭)

শ্রীরাধা—'বৃন্দে! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?' বৃন্দা—'শ্রীকৃষ্ণপাদমূল হইতে।' শ্রীরাধা—'তিনি কোথায়?' বৃন্দা—'তোমার কুণ্ডতীরবর্তি কাননে।' শ্রীরাধা—'সেখানে তিনি কি করিতেছেন?' বৃন্দা—'নৃত্য-শিক্ষা করিতেছেন।' শ্রীরাধা—'এই নৃত্যশিক্ষার গুরু কে?' বৃন্দা—'তোমার মূর্তি প্রতি তরুলতায় উত্তমা নটীর ন্যায় দিগ্বিদিকে স্ফূর্তিশীলা হইয়া আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহাকে নৃত্য

সখ্যেনালং পরমরুচিরা নর্ম্মভব্যেন রাধাং
পাকার্থং যা ব্রজপতি-মহিষ্যাজ্ঞয়া সন্নয়ন্তী।
প্রেম্না শশ্বৎ পথি পথি হরের্বার্ত্তয়া তর্পয়ন্তী
তুষ্যত্যেতাং পরমিহ ভজে কুন্দপূর্ব্বাং লতাং তাম্ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। নন্দমহিষী শ্রীযশোদার আদেশে যিনি রন্ধনের নিমিত্ত প্রত্যহ শ্রীরাধাকে নন্দালয়ে আনয়ন করেন এবং পরস্পরে সুরুচির পরিহাস-রসময় সখ্য থাকায় পথিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণকথাদ্বারা যিনি শ্রীরাধাকে পরম সুখদান করেন এবং শ্রীযুগলে সাতিশয় প্রীতিহেতু স্বয়ংও পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন, সেই **কুন্দলতা**কে আমি ভজন করি ॥ ৩২ ॥

টীকা। পিতৃব্য ভ্রাতৃজায়াত্বেপি শ্রীকৃষ্ণস্য লীলাসাহায্যকারিণীং কুন্দলতাং স্তৌতি—সখ্যেনেতি। তাং কুন্দপূর্ব্বলতাং কুন্দঃ পূর্ব্বো যস্যা লতায়াস্তাং কুন্দলতামিত্যর্থঃ পরং কেবলং ভজে সেবে নতু তদ্গুণাদিকং বক্তুং শক্নোমীত্যর্থঃ। যা ব্রজপতি-মহিষ্যাজ্ঞয়া যশোদাদেশেন পাকার্থং রন্ধনার্থং রাধিকাং সন্নয়ন্তী আনয়ন্তী সতী পথি পথি শশ্বন্নিরন্তরং প্রেম্না হরেঃ কৃষ্ণস্য বার্তয়া প্রবৃত্ত্যা তর্পয়ন্তী সুখয়ন্তী তুষ্যতি প্রীণাতি কিম্ভূতা সখ্যেন সখ্যরসেন অলমতিশয়েন পরমরুচিরা। সখ্যেন কিম্ভূতেন নর্ম্মভব্যেন নর্ম্মণা কৌতুকেন ভব্যং মঙ্গলং যত্র তেন নর্ম্মপ্রধানেনেত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ এই শ্লোকে শ্রীশ্রীরাধামাধবের লীলার সবিশেষ পুষ্টি-কারিণী শ্রীকুন্দলতার স্তব করিতেছেন। আমরা বলিয়াছি, ব্রজ যেন প্রেমকুসুমের একটি মনোরম উদ্যান। বিভিন্ন পরিকরের ভাবপরিপাটীরূপ কুসুমাবলীর সৌরভ উপাসকের চিত্ত-মনকে সুরভিত করিয়া তুলে।

করাইতেছে।' এই প্রকার নানা বাক্যনৈপুণ্যে এবং কলানৈপুণ্যে শ্রীবৃন্দাদেবী সখীগণ-পরিবৃত শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের বিচিত্র লীলানন্দরসমাধুরী বিস্তার করিয়া থাকেন। † শ্রীপাদ সেই বৃন্দাদেবীর শ্রীচরণে শরণাগত হইতেছেন।

"প্রেমরসে নিমগন হৈয়া যেই জন।
সাজায়েছে মধুর এই শ্রীবৃন্দাবন ॥
নব নব কুঞ্জ যত সুগন্ধি-কুসুমে।
সুশোভিত, বহে যাঁহা মলয়-পবনে ॥
বৃন্দার রচিত সেই শ্রীবৃন্দাবন।
শ্রীরাধাগোবিন্দে করায় লীলা-উদ্দীপন ॥
নিরন্তর সেই বৃন্দায় ভজি ভক্তিভরে।
ব্রজবাস রাধাকৃষ্ণের সেবাসিদ্ধি-তরে ॥" ৩১ ॥

---

† শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃত ও শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতাদিতে শ্রীবৃন্দার লীলারসপুষ্টির নানা বৈচিত্রী দ্রষ্টব্য।

কুসুমের সৌরভে সকলের প্রাণে উৎফুল্লতা জাগিলেও রসিক ভ্রমরই যেন তাহার মকরন্দাস্বাদনে উন্মাদিত হয়, তদ্রূপ ব্রজপরিকরের ভাবপরিপাটী শ্রবণে সকলের আনন্দ হইলেও জাতরতি মাধুর্যোপাসকের চিত্তেই অধিকতর রসোন্মাদনা জাগে। শ্রীপাদ মহাভাবরাজ্যে, সুতরাং তাঁহার চিত্তে পরিকরগণের বিচিত্র ভাব-ধারার অদ্ভুত আস্বাদন-পরম্পরা চলিয়াছে। যাহা আস্বাদন করিতেছেন, তাহারই অবশেষ রসিক ভাগবতগণের নিমিত্ত শ্লোকাকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতৃজায়া শ্রীকুন্দলতার স্তব করিতেছেন। শ্রীরাধারাণী মহর্ষি দুর্বাসার বরে অমৃতহস্তা। তাঁহার শ্রীহস্তপাচিত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি এক দিকে যেমন স্বাদু অপর দিকে তাহার ভোজনে শক্তি ও আয়ুবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য পুত্রবৎসলা শ্রীযশোদা জটিলার আজ্ঞা লইয়া শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের রন্ধননিমিত্ত আনয়নজন্য প্রত্যহ শ্রীকুন্দলতাকে প্রেরণ করেন। কুন্দলতা ব্রজরাজ-মহিষীর নিবেদন জটিলার নিকটে জ্ঞাপন করত তাঁহার আজ্ঞা লইয়া শ্রীরাধার নিকট আগমন করিলে সসখী শ্রীরাধা পরমানন্দসাগরে ভাসমান হন। এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে বর্ণিত—

> "অন্যোন্যদর্শন-সমুদ্গমনস্মিতাঢ্যশস্তানুযোগ-রভসোন্নতি-শীধুবৃষ্টিঃ।
> সদ্যো বভূব যত এব তদা তদালিবৃন্দং ননন্দ সমসৌহৃদ-হৃদ্যরোচিঃ॥
> ব্রজপুর-পরমেশ্বরী-প্রসাদং ময়ি সখি! বক্তি তবোদয়ো হ্যকস্মাৎ।
> ন শিশিররুচিনা বিনৈব পূর্বাং দিশমধিরাত্রি সমেতি কাপি লক্ষ্মীঃ॥
> তদহমনুমিমে নিদেশদম্ভাৎ কিমপি কৃপামৃতমেব সা ব্যতারীৎ।
> যদিদমনুপলভ্য মন্মমাত্মা স্বমপি সখেদমবৈত্যনাত্মনীনম্॥
> অজনি রসবতী-বিধাপনার্থা রসবতি! তে গতিরিত্যবৈমি নূনম্।
> অথ কিমিতরথা জবাদযাসীঃ প্রথমমিতোহনুনয়ন্ত্যমূং মদার্য্যাম্॥
> ইতি সুদৃগুদিতামৃতং পিবন্তী স্মিতসুভগং নিজগাদ কুন্দবল্লী।
> তদয়ি সখি! বিধেহি তত্র যাত্রামকৃতবিলম্বমিতঃ সহালিবৃন্দা॥" (৪।১১০, ৫।১-৪)

"শ্রীরাধা ও কুন্দলতার পরস্পর দর্শনে শ্রীরাধা অভ্যুত্থানপূর্বক হাসিতে হাসিতে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তৎক্ষণাৎ যে সুখোৎকর্ষরূপ সুধাবর্ষণ করিলেন, তাহাতে সমসুখ ও সমকান্তিবিশিষ্টা সখীগণ পরমানন্দ লাভ করিলেন। অনন্তর শ্রীরাধা কুন্দলতাকে বলিলেন—'হে সখি! কুন্দলতে! তোমার অকস্মাৎ আগমনে আমার প্রতি ব্রজেশ্বরীর প্রসাদই অভিব্যক্তি করিতেছে। কেননা রজনীতে চন্দ্রোদয় ব্যতীত পূর্বদিক্ কখনই অনির্বচনীয় শোভা ধারণ করে না। হে সখি! আমি অনুমান করি যে, ব্রজেশ্বরী আজ্ঞাচ্ছলে আমায় কোন করুণামৃতই বিতরণ করিয়াছেন, যাহার অপ্রাপ্তিতে আমার মন খেদখিন্ন হইয়া নিজেকেই নিজের অহিতকারী বোধ করিতেছিল। হে রসবতি! তুমি নিশ্চয়ই রন্ধনের নিমিত্ত

আমায় লইতে আসিয়াছ, ইহাই বুঝিলাম। তাহা যদি না হইবে, তবে প্রথমে আমার শ্বশ্রূকে নিবেদন করিয়া এখানে আসিয়াছ কেন?' কুন্দলতা সুলোচনা শ্রীরাধার বাক্যামৃত পান করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'অয়ি সখি! তুমি যখন সবই বুঝিয়াছ, তখন অনতিবিলম্বে সখীসঙ্গে নন্দালয়ে যাত্রা কর।' জটিলাও ব্রজেশ্বরীর আদেশ পালননিমিত্ত নানাবিধ হিতোপদেশ দানে বধূকে নন্দালয়ে পাঠাইলেন।"

"জরতী যতন করি কহে শুন সুন্দরি
সখী-সঙ্গে করহ পয়ান।
উড়নী যোড়নী মাথে দেখিয়া চলিবে পথে
লখিতে না পারে যেন আন॥
বড়ুর ঝিয়ারী বট কুলে শীলে নহ ছোট
সব গুণে হও পরবীণ।
থাকিহ সবার মাঝে বুঝিবা আপন-কাজে
আমি আর জীব কতদিন॥
সদয়ে বিদায় ক'রে জটিলা চলিলা ঘরে
উলসিত রসবতী রাধে।
রঙ্গিণী সঙ্গিনী তাঁর লেই সব উপহার
চললি পুরইতে সাধে॥
গজেন্দ্র-গমন জিনি চলে রাই বিনোদিনী
সুঘড় সখীর হেলি অঙ্গ।
কহয়ে শেখর রায় পুছিতে পুছিতে যায়
রজনী-বিলাস-রস-রঙ্গ॥" (পদকল্পতরু)

নন্দালয়ে গমনকালে পথে সখী কুন্দলতা পরিহাসের সহিত শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—

"মূল্যানীতোপসর্য্যাস্ত্রিচতুরদিবসান্ প্রোষ্য সন্ধ্যাগতস্তে
ভর্ত্তা গোভিঃ স্বগোষ্ঠে ঘটয়িতুমখিলাং রাত্রিমেব ন্যবাৎসীৎ।
বক্ষঃ প্রোদ্যন্নখাঙ্কাবলিচিতমধরঃ স্পষ্টদন্তক্ষতো যৎ
তৎ সাধ্ব্যাস্তে সতীত্বং সমুচিতমধুনা ব্যক্তমুল্লালসীতি॥
অন্তর্গূঢ়স্মিতোৎফুল্ল-কিঞ্চিৎকুঞ্চিতলোচনাম্।
স্বসখীং ললিতালোক্য কুন্দবল্লীমথাব্রবীৎ॥
করকফলধিয়াস্যাঃ কাননে ধৃষ্টকীরঃ স্তনমনু বিনিবিষ্টঃ পক্কবিম্ব-ভ্রমেণ।
অদশদধরমুচ্চৈস্তন্নখাচোটিতং তদ্ধৃদয়মিদমমুষ্যাঃ কিং বৃথা শঙ্কসে ত্বম্॥

সখীবচঃস্মারিত-কৃষ্ণসঙ্গ-লীলোচ্ছলৎকম্পতরঙ্গিতাঙ্গীম্ ।
তাং বীক্ষ্য পদ্মাকরমীক্ষমাণা জগৌ পুনঃ কুন্দলতা সহাসম্ ॥
আনন্দকম্পোত্তরলাসি মুগ্ধে ! কিং ভো বৃথা পদ্মিনি ! কুন্দবল্ল্যাঃ ।
ন দেবরস্ত্বাং মধুসূদনোঽসৌ ভ্রাম্যন্ পুনঃ পাস্যসি ভুক্তমুক্তাম্ ॥”

(গোঃ লীঃ-৩।২৯-৩৩)

“হে রাধে ! তোমার পতি অভিমন্যু মূল্যদ্বারা আনীত ঋতুমতী গাভীসমূহকে গর্ভধারণার্থ বৃষগণের সঙ্গ করাইবার জন্য তিন চারিদিন প্রবাস করিয়া গত সন্ধ্যায় আগমন করত স্বীয় গোষ্ঠেই রাত্রি-যাপন করিয়াছেন। তথাপি তোমার বক্ষঃস্থল নখচিহ্নসমূহে ব্যাপ্ত এবং অধরে দন্তক্ষত স্পষ্টই দেখা যাইতেছে বলিয়া সাধ্বী তোমার সমুচিত সতীত্বই পরিব্যক্ত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে !!’ ললিতা তখন স্বীয় সখী শ্রীরাধাকে অন্তরে গূঢ়হাস্য-সমন্বিতা উৎফুল্লা ও কিঞ্চিৎ কুঞ্চিতলোচনা দেখিয়া কুন্দলতাকে বলিলেন—‘কুন্দলতে ! গতকল্য বনমধ্যে একটি ধৃষ্ট শুকপক্ষী দাড়িম্বফল ভ্রমে ইঁহার স্তনযুগলে উপবিষ্ট হইয়া পক্কবিম্বভ্রমে অধরে দংশন করিয়াছে, তাহাতেই ইঁহার হৃদয়ে নখাঘাতচিহ্ন ও অধরে দন্তক্ষত দেখা যাইতেছে। তুমি বৃথা অন্যরূপ আশঙ্কা করিও না।’ ললিতার বাক্যে রজনী-বিলাসের স্মৃতিতে শ্রীরাধার অঙ্গে পুলকরাজি দর্শনে সম্মুখস্থ একটি তড়াগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাস্য করিতে করিতে কুন্দলতা পদ্মিনীকে বলিলেন—‘হে পদ্মিনি ! হে মুগ্ধে ! তুমি আর কেন বৃথা আনন্দকম্পনে চঞ্চলা হইতেছ ? কুন্দবল্লীর দেবর (শোভাসম্পাদক বা আনন্দ-গ্রাহক) মধুসূদন (ভ্রমর) স্বচাঞ্চল্য-প্রকটনে তোমায় উপভোগ করিয়া তোমার মধুপান করত তোমায় ত্যাগ করিয়াছে।’ (পক্ষান্তরে হে পদ্মিনি রাধে ! তুমি বৃথা আনন্দে আর উন্মত্ত হইও না, এই কুন্দলতার দেবর শ্যামসুন্দর রাত্রিতে তোমার সহিত বিলাসাদি করিয়াছে) তাই এক্ষণে আর তোমার রসাস্বাদন করিবে না।” শ্রীরাধার সহিত এই প্রকার পরিহাসরসে নিমগ্না কুন্দলতা শ্রীরাধাকে পরম সুখে নিমজ্জিত করিয়া স্বয়ং আনন্দাস্বাদনে বিভোর হইতেছেন। শ্রীপাদ বলিলেন —‘সেই কুন্দলতার আমি ভজন করি।’

“ব্রজপতি-মহিষী যশোদার আজ্ঞাতে।
রাধারে আনেন যিহোঁ পাকের নিমিত্তে ॥
সখ্যভাবে রাধিকায় পথে কৌতুকেতে।
পরিতৃপ্ত করেন শ্রীকৃষ্ণ-প্রসঙ্গেতে ॥
কৃষ্ণকথা-রসোৎসবে ডগমগি যিনি।
সেই কুন্দলতায় নিরন্তর ভজি আমি ॥” ৩২ ॥

ব্রজেশ্বর্য্যানীতাং বত রসবতীকৃত্যবিধয়ে
মুদা কামং নন্দীশ্বরগিরিনিকুঞ্জে প্রণয়িনী।
ছলৈঃ কৃষ্ণং রাধাং দয়িতমভি তাং সারয়তি যা
ধনিষ্ঠাং তৎপ্রাণপ্রিয়তরসখীং তাং কিল ভজে ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ। ব্রজেশ্বরী শ্রীযশোদা-কর্তৃক রন্ধনের নিমিত্ত আনীত শ্রীরাধারাণীকে যিনি পরমানন্দিত মনে ছলক্রমে নন্দীশ্বরগিরি-নিকুঞ্জে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নিকট অভিসার করান, শ্রীরাধার প্রাণ-প্রিয়সখী সেই **ধনিষ্ঠা**কে আমি ভজন করি ॥ ৩৩ ॥

টীকা। কৈতবেন নিভৃতং কৃষ্ণেন রাধাং নীলয়ন্তীং ধনিষ্ঠাং স্তৌতি— ব্রজেশ্বর্য্যেতি। তৎপ্রাণ-প্রিয়তরসখীং তস্যা রাধায়াঃ প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়তরা অতিপ্রেয়সী চাসৌ সখী চেতি এবম্ভূতাং ধনিষ্ঠা-মেতন্নাম্নীং সখীং কিল সানুনয়ং কাতর্য্যেণ প্রার্থ্য ভজে। কিল শব্দস্তু বার্ত্তায়াং সম্ভাব্যানুনয়ার্থয়ো-রিতি মেদিনী। যা ছলৈর্মুদা হর্ষেণ নন্দীশ্বরগিরিকুঞ্জে কামং যথাসুখং তাং রাধাম্ অভি অভিলাষেণ দয়িতং কৃষ্ণং সারয়তি অভিসারয়তি প্রধান রাসক্রীড়াং নির্ব্বাহয়িতুং প্রাপয়তি। অভীত্থম্ভূত কথনেন চাভিমুখ্যাভিলাষয়োরিতি মেদিনী। কিম্ভূতাং ব্রজেশ্বর্য্যা যশোদয়া রসবতীবিধয়ে পাকক্রিয়া সাধনায় বত নিমন্ত্র্য আনীতাম্। বতামন্ত্রণ-সন্তোষ-খেদানুক্রোশ-বিস্ময়েষ্বিতি মেদিনী। কিম্ভূতা প্রণয়িনী প্রণয়-যুক্তা ॥ ৩৩ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। ব্রজের মধুর রসাশ্রয়ী পরিকরবর্গের ভাবমাধুর্য্যে শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্ত ভরপুর। "আদ্য এব পরো রসঃ" শৃঙ্গারই সকল রসের শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার, "শৃঙ্গারঃ সখি ! মূর্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি।" (গীতগোবিন্দম্)। 'হে সখি' শ্রীরাধে ! "এই মধুর বসন্তে মূর্তিমান্ শৃঙ্গারের ন্যায় মনোহর শ্রীহরি ক্রীড়া করিতেছেন।" ব্রজসুন্দরীগণের মহাভাবরস-আস্বাদনেই মূর্ত-শৃঙ্গারের সার্থকতা। সর্বোপরি বৃষভানুনন্দিনীর মাদনরসাস্বাদনেই অপ্রাকৃত নবীন-মদনের কৃতার্থতা। এ বিষয়ে শ্রীরাধার প্রাণপ্রিয়সখী ধনিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ সহায়। শ্রীপাদ এই শ্লোকে সেই ধনিষ্ঠার স্তব করিতেছেন।

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির মতে শ্রীরাধার সখী পঞ্চবিধ—সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী ও পরম-প্রেষ্ঠসখী। শ্রীধনিষ্ঠাদি সখী, "সখ্যঃ কুসুমিকা-বিন্ধ্যা-ধনিষ্ঠাদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ" (উঃ নীঃ)। অর্থাৎ 'কুসুমিকা, বিন্ধ্যা, ধনিষ্ঠাদি সখী। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণস্নেহাধিকা বলিয়া প্রসিদ্ধ।' "যাঃ পূর্ব্বং সখ্য ইত্যুক্তা-স্তাস্তু স্নেহাধিকা হরৌ ॥" (উঃ নীঃ)। ধনিষ্ঠা, কুন্দলতা ইঁহারা নন্দালয়ে থাকিয়া যুগল-লীলারসের পরিপুষ্টি বিধান করিয়া থাকেন। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ-বিবর্ধিনী বলিয়া খ্যাতা। "নমামি গুণমালাং শ্রীধনিষ্ঠাং শুভরূপিণীম্। শ্রীকুন্দলতিকাং কৃষ্ণ-প্রেমানন্দ-বিবর্দ্ধিনীম্ ॥" (পদ্ধতি-প্রদীপ)।

কুন্দলতা যখন শ্রীরাধারাণীকে নন্দালয়ে রন্ধনের নিমিত্ত আনয়ন করেন, তখন ধনিষ্ঠা অন্তঃপুরের বাহিরে আসিয়া শ্রীরাধার প্রতীক্ষা করিতে থাকেন এবং তিনিই শ্রীমতীকে শ্রীযশোদার নিকটে লইয়া যান। শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলি-স্তবে (৬১) শ্রীপাদ লিখিয়াছেন—

"প্রাপ্তাং নিজপ্রণয়িনী-প্রকরৈঃ পরীতাং, নন্দীশ্বরং ব্রজমহেন্দ্র-মহালয়ং তম্।
দূরে নিরীক্ষ্য মুদিতা ত্বরিতং ধনিষ্ঠা, ত্বামানয়িষ্যতি কদা প্রণয়ৈর্মমাগ্রে ?"

"হে শ্রীরাধিকে ! তুমি নন্দীশ্বরে নন্দালয়ে ললিতাদি সখীগণ পরিবৃত হইয়া উপস্থিত হইলে ধনিষ্ঠা তোমায় দূর হইতে দর্শন করিয়া পরমানন্দিত মনে প্রীতির সহিত কবে আমায় সাক্ষাতে ব্রজেশ্বরীর নিকট আনয়ন করিবেন ?" নন্দালয়ে শ্রীরাধার রন্ধন, কৃষ্ণাধরামৃত ভোজন ও বিশ্রামাদি সব কার্যেরই সমাধান করেন ধনিষ্ঠা। সখাগণসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ভোজন ও বিশ্রাম এবং সখীসঙ্গে শ্রীরাধার ভোজন ও পরে বিশ্রামের সময় ধনিষ্ঠার প্রচেষ্টায় নন্দীশ্বর-গিরিনিকুঞ্জে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন সম্পাদিত হইয়া থাকে। যথা—

"কিঞ্চিদূচে বিশাখায়াঃ কর্ণে তৎ সান্বমন্যত।
রাধাপ্যনুমিমীতে স্ম তদ্ দ্বয়োঃ স্মিতবীক্ষয়া ॥
সখ্যৌ যদযুবয়োঃ কর্ণাকর্ণি সস্মিতমীক্ষ্যতে।
মুগ্ধায়াঃ কুলবধ্বা মে তন্নাত্র শ্রেয়সী স্থিতিঃ ?
ইত্যুত্থায় স্বগেহায় যান্ত্যা বব্রে বিশাখয়া।
প্রোচে শঙ্কামিষেণেষ্টস্পৃহা কিং সখি ! সূচ্যতে ॥
হস মেলাহম্ব সবয়োবৃতেত্যাহ ব্রজেশ্বরী।
ভুক্ত্বা ক্ষণমবিশ্রম্য যান্তী তাং খেদয়িষ্যসি ॥
নিষ্ক্রম্যতাং সখি ময়া সহ সাধু পক্ষদ্বারেণ সত্বরমিমাঃ খলু কূটচর্য্যাঃ।
তদ্বন্ধুজীবসুমনো নয়নস্পৃহাপি পূর্ণা ভবিষ্যতিতরাং নিরপায়মেব ॥
ন জ্ঞাস্যতে ব্রজপুরাধিপয়া বৃথা ত্বং কিং শঙ্কসে স্বগৃহমেহ্যনয়ৈব বীথ্যা।
ইত্যাদরাদ্গিরিগুহাসুগৃহসদ্ম নিন্যে তাং কৃষ্ণকান্তি-রুচিরং চতুরা ধনিষ্ঠা ॥"

(কৃষ্ণভাবনামৃতম্-৬।১১১-১১৬)

'শ্রীব্রজেশ্বরী শ্রীরাধাকে অতীব যত্নপূর্বক ভোজন করাইয়া বিবিধ রত্নালঙ্কার এবং বস্ত্রানুলেপন-দ্বারা তাঁহার যথোচিত লালন করিয়া কার্যান্তরে গমন করিলেন। এই অবসরে তুঙ্গবিদ্যা বিশাখার কানে কানে কি কথা বলিলেন এবং বিশাখাও মৃদুহাস্য করিতে করিতে অপূর্ব গ্রীবাভঙ্গীপূর্বক তাহা অনুমোদন করিলেন। শ্রীরাধা তাঁহাদের হাস্য দর্শনে তাঁহাদের মনোভাব বুঝিয়া বলিলেন—"ওগো সখি ! তোমাদের দুইজনকে যখন অধর টিপিয়া হাসিতে হাসিতে কানাকানি করিতে দেখিতেছি, তখন তোমাদের অভিসন্ধি

অবন্তীতঃ কীর্ত্তেঃ শ্রবণভরতো মুগ্ধহৃদয়া
প্রগাঢ়োৎকণ্ঠাভির্ব্রজভুবমুরীকৃত্য কিল যা।
মুদা রাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলরস-সুখং বর্দ্ধয়তি তাং
মুখীং নান্দী-পূর্ব্বাং সততমভিবন্দে প্রণয়তঃ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। যিনি ব্রজধামের নিরতিশয় মহিমা-শ্রবণে-মুগ্ধ হইয়া প্রগাঢ় উৎকণ্ঠাবশতঃ অবন্তীনগর পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রজধামে অবস্থান করিতেছেন এবং পরমানন্দে সতত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের

ভাল বলিয়া মনে হইতেছে না। আমি একে মুগ্ধা, তাহাতে কুলবধূ; সুতরাং এখানে আমার না থাকাই উচিৎ।"

এই কথা বলিয়া শ্রীরাধা যেমন গাত্রোত্থান করত স্বভবনে গমনোদ্যতা হইলেন, অমনি বিশাখা তাঁহার গমনে বাধা দিয়া হাস্যমধুর-বচনে তাঁহাকে বলিলেন—"প্রিয়সখি! তুমি কি শঙ্কার ছলে ইষ্ট-স্পৃহা সূচনা করিতেছ? তাহা না হইলে আমাদের কর্ণাকাণিতে তোমার অনাগত আশঙ্কার উদয় হইবে কেন? শ্রীব্রজেশ্বরী এইমাত্র তোমায় বলিলেন—'রাধে! স্ববয়স্যাবৃতা হইয়া হাস্য কর, খেলা কর ও বিশ্রাম কর' তুমি তাঁহার বাক্য উপেক্ষা করিয়া ভোজনান্তে বিশ্রাম না করিয়াই গৃহে যাইতে উদ্যতা হইতেছ, ইহাতে তিনি দুঃখিতা হইবেন। অতএব সখি! স্ববয়স্যের (শ্রীকৃষ্ণের) সহিত খেলা করিয়া তাঁহার বাক্য পালন করত আমাদের আনন্দ-বিধান কর।"

তখন চতুরা ধনিষ্ঠা শ্রীরাধাকে বলিলেন—'সখি! ইহারা বড়ই কুটিলা—ইহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সুন্দর ও গোপন খিড়কীর দ্বার দিয়া অবিলম্বে আমার সহিত আইস। তোমার বন্ধুজীব-সুমন-নয়ন-স্পৃহা অর্থাৎ সূর্যপূজার বাঁধুলীপুষ্প আনয়ন-স্পৃহাও নির্বিঘ্নে পূর্ণ হইবে।' শ্লেষার্থে—'তোমার সঙ্গলাভে তোমার বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ শোভন মন ও নয়নের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে।' হে সখি! ব্রজেশ্বরী একথা আদৌ জানিতে পারিবেন না, সুতরাং কেন বৃথা শঙ্কা করিতেছ? গৃহ হইতে আমার সঙ্গে এই পথে আগমন কর'—এই কথা বলিয়া ধনিষ্ঠা তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক লইয়া গিয়া ব্রজরাজের বাটীর পশ্চাদ্বর্তী নন্দীশ্বরগিরি-নিকুঞ্জস্থিত সুখসদনে কৌশলে শ্রীরাধাকে বিদগ্ধরাজ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত করাইলেন। শ্রীপাদ বলিতেছেন—'শ্রীরাধার প্রাণপ্রিয়তর সখী সেই শ্রীধনিষ্ঠার ভজন করি।'

"পাককার্য্য-অনুষ্ঠানে যশোদা রাধাকে।
নিত্যই আনেন শ্রীনন্দীশ্বর-পর্ব্বতে ॥
কোন ছলে শ্রীরাধায় নিকুঞ্জকাননে।
নিত্য অভিসারে মিলায় শ্রীকৃষ্ণের সনে ॥
রাধিকার প্রাণসখী সেই ত ধনিষ্ঠা।
তাঁহারে ভজিব আমি হয়ে এক নিষ্ঠা ॥" ৩৩ ॥

উজ্জ্বলরসসুখকে পরিবর্ধিত করিতেছেন, সেই **নান্দীমুখী**কে প্রীতি সহকারে বন্দনা করি ॥ ৩৪ ॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণলীলা-মাধুর্য্যাভিজ্ঞাং নান্দীমুখীং স্তৌতি—অবন্তীতি। প্রণয়তঃ প্রণয়াৎ তাং নান্দীপূর্ব্বং মুখীং নান্দীমুখীমিত্যর্থঃ, সততং নিরন্তরমভিবন্দে। যা কীর্ত্তৈঃ 'অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চগরীয়সীতি' ইত্যাদিনা প্রকটিতগুণস্য শ্রবণাতিশয়াৎ মুগ্ধহৃদয়া সতী প্রগাঢ়োৎকণ্ঠাভিরবন্তীতঃ অবন্তীপুরং পরিত্যজ্য ব্রজভুবমঙ্গীকৃত্য মুদা হর্ষেণ রাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলরসসুখং বর্দ্ধয়তীত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। পরম রহস্যময় শ্রীশ্রীরাধামাধবের লীলামাধুরী শাস্ত্রৈকবেদ্য এবং ব্রজ-রস-রসিক ভাগবত-পরমহংসগণের মানসপ্রত্যক্ষগম্য। তাঁহারা উহা প্রেমময় নেত্রে দর্শন করেন, রসময়স্বভাবে আস্বাদন করেন এবং আনন্দহিল্লোলে ভাসিয়া যান। জ্ঞানিগণ নির্গুণ ব্রহ্মানুভূতিতে এবং যোগিগণ সাক্ষী দ্রষ্টা পরমাত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকারেই নিজেকে ধন্য মনে করেন। শ্রীভগবানের লীলারসাস্বাদন তাঁহাদের পক্ষে সুদূরপরাহত। ঐশ্বর্যভাবের ভক্তগণও মাধুর্যময় ব্রজরসাস্বাদনে সক্ষম নহেন। ব্রজমাধুরী মাধুর্যোপাসকগণেরই আস্বাদ্য-সম্পদ্। একবার ইহার আস্বাদন-মাধুর্যের অনুভব হইলে ইহার নিকটে অন্য সবই তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। যাহার আস্বাদ-মাধুর্যে প্রলুব্ধা হইয়া সান্দীপনি মুনির কন্যা নান্দীমুখী অবন্তীনগর ত্যাগ করত ব্রজবাসের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। নান্দীমুখীর পরিচয় প্রদান-প্রসঙ্গে শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"নান্দীমুখী গৌরবর্ণা পট্টবস্ত্রবিধারিণী।
সান্দীপনিঃ পিতা তস্যা মাতা চ সুমুখী সতী ॥
ভ্রাতা মধুমঙ্গলোহস্যাঃ পৌর্ণমাসী পিতামহী।
নানারত্নভূষিতাঙ্গী কৈশোর-বয়সোজ্জ্বলা ॥
নানাসন্ধানকুশলা নানাশিল্পবিধায়িনী।
দ্বয়োর্মিলননৈপুণ্যা সদা প্রেমযুতা ভবেৎ ॥" (দীপিকা)

"নান্দীমুখীর বর্ণ গৌর, পরিধানে পট্টবস্ত্র, ইঁহার পিতা সান্দীপনি, মাতা পতিব্রতা সুমুখী, ভ্রাতার নাম মধুমঙ্গল, পিতামহীর নাম পৌর্ণমাসী, নানারত্নে বিভূষিতা এবং কৈশোর বয়সদ্বারা উজ্জ্বলা। ইনি নানা বিষয়ের সন্ধান-কুশলা, নানাবিধ শিল্পকার্যে সুনিপুণা এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমে পরিপ্লুতা।" শ্রীপাদ বলিয়াছেন—ব্রজের মহিমা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া প্রগাঢ় উৎকণ্ঠাবশতঃ অবন্তীনগর পরিত্যাগপূর্বক ব্রজধামে আসিয়া বসবাস করিতেছেন নান্দীমুখী। নিত্যপরিকর যুগললীলার অঘটন-ঘটন-কার্যের সমাধানকর্ত্রী ভগবতী যোগমায়া পৌর্ণমাসী, তাঁহার নাতিনী কিশোরী নান্দীমুখী ও নাতি মূর্তিমান্ হাস্যরস শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্মসখা মধুমঙ্গলের অবন্তীনগরে আবির্ভাব। যথাসময়ে তাঁহারা অবন্তীনগর ত্যাগ করত ব্রজে আসিয়া স্বীয় অভীষ্ট সেবাকার্যে যোগদান করিয়াছেন। তবু লৌকিকী নরলীলার রসসিদ্ধির জন্য

তাঁহাদের মনে হইয়া থাকে যে, তাঁহারা ব্রজধামের মহামহিমা শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়াই যেন এখানে আসিয়া বসবাস করিতেছেন।

অন্য কোন ভগবদ্ধামে ভগবান্ ও তাঁহার পার্ষদগণের এতাদৃশ তীব্র অনুরাগ প্রকাশের সম্ভাবনা নাই। কারণ দ্বারকাদি ধামে শ্রীভগবান্ স্বকীয়াশক্তি পরিবেষ্টিত হইয়া লীলা করেন; কিন্তু বৃন্দাবনে যদিও ব্রহ্মসংহিতাদি অনুসারে 'শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমঃ পুরুষঃ' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি পরিবেষ্টিত হইয়াই লীলাবিলাসাদি করিয়া থাকেন, তথাপি উহা শুদ্ধ পরকীয়াভাবে কৃত হয় বলিয়া শ্রীগোলোকের দেবভাবানুষ্ঠিত লীলা এবং দ্বারকাদির স্বকীয়া ভাবময়লীলা অপেক্ষা ব্রজলীলা অধিকতর মধুময়ী বা ইহাতে লীলারসের অসীম বৈদগ্ধী বা বৈচিত্রী প্রকাশ পাইয়া থাকে। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ তদীয় অঘটন-ঘটন-পটীয়সী চিচ্ছক্তি যোগমায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মধুর লীলায় প্রবৃত্ত হন। এই যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি শ্রীরাধাদি ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যে এমন মোহন উপস্থিত করেন যে, সর্বথা তাঁহাদের নিজেকে পরকীয়া কান্তা এবং শ্রীকৃষ্ণকে পরপুরুষ বলিয়াই মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণেরও তাঁহাদিগকে অনুরূপ পররমণী বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় শক্তিসমূহের স্বরূপাবরণপূর্বক লীলারসবিশেষ আস্বাদনের সহায়তা করাই যোগমায়ার কার্য। অচিন্ত্য-অতর্ক্যৈশ্বর্য যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে কোন লীলাই দুর্ঘট নহে, তবে মাধুর্যাতিশয্যে স্ব-স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া কেবল বিশুদ্ধ প্রীতি-রসাস্বাদনই দুর্ঘট। যোগমায়াদ্বারা সেই কার্যটি সুনিষ্পন্ন হয় বলিয়া উহাকে অঘটন-ঘটন-সামর্থ্য বলা হয়। এই প্রকার বিশুদ্ধ প্রেমলীলা ব্রজধামেই সম্ভব। এই জন্যই ব্রজলীলা এত মধুময়ী ও সব ধাম অপেক্ষা এই ব্রজধামের উৎকর্ষ। আবার পরিকরগণের প্রেমবৈশিষ্ট্য অনুসারেও শ্রীকৃষ্ণের এই জাতীয় লীলাবৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হইয়া থাকে—"তত্রাপি রসবিশেষবিশিষ্ট-পরিকরবৈশিষ্ট্যেনাবির্ভাববৈশিষ্ট্যং দৃশ্যতে।" (ভঃ রঃ সিঃ)।

শ্রীকৃষ্ণের সেই বিচিত্র লীলারসের পোষক বা আবির্ভাবক পার্ষদগণের মধ্যে নান্দীমুখী অন্যতম। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুর রসময়ী লীলায় সখ্যভাবের ভূমিকা গ্রহণপূর্বক তাঁহাদের উজ্জ্বলরস-সুখ-সিন্ধুকে নিয়ত পরিবর্ধিত বা উচ্ছ্বসিত করিয়া থাকেন এবং স্বয়ং সেই রসসিন্ধুতে সুখ-সন্তরণে আত্মহারা হইয়া থাকেন নান্দীমুখী। যেমন সখ্যরসে সব গোপ-সখাগণের মধ্যে বটু মধুমঙ্গলের সহায়তার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে, তদ্রূপ সখীগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ-কুমারী কিশোরী নান্দীমুখীর নানা রসময়ী লীলায় সহ-যোগীতার একটি বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে। শ্রীগোবিন্দলীলামৃত, শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতাদি লীলা-গ্রন্থের অনুশীলনে ইহা সুন্দররূপে উপলব্ধি করা যায়। † শ্রীপাদ বলিতেছেন—'সেই নান্দীমুখীকে প্রীতি সহকারে আমি বন্দনা করি।'

---

† সেই সব লীলা অতি বিস্তৃত বলিয়া গ্রন্থবিস্তার ভয়ে এখানে তাহা উদ্ধৃত করা সম্ভবপর হইল না।

মুদা রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-জলকেলী-রসভর-
স্খলৎ-কস্তূরীতদ্‌ঘুসৃণ-ঘনচর্চ্চার্চ্চিত-জলা।
প্রমোদাত্তৌ ফেণস্মিতমুদিতমূর্ম্মিস্ফুটকর-
শ্রিয়া সিঞ্চন্তীব প্রথয়তু সুখং নস্তরণিজা ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। লীলাবেশে পরমানন্দিত শ্রীশ্রীরাধামাধবের রসময় প্রচুর জলবিহারে তাঁহাদের গাত্র-ধৌত কস্তুরী, কুঙ্কুম ও চন্দনাদিদ্বারা যাঁহার জল পঙ্কিল ও সুবাসিত হইয়াছে, যিনি আনন্দিত মনে ফেনরূপ মৃদুহাস্য প্রকাশ করিতে করিতে খেলাচ্ছলে তরঙ্গরূপ হস্তের দ্বারা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অঙ্গে মৃদুমন্দ জলসিঞ্চন করিতেছেন, সেই তরণিতনয়া **কালিন্দী** আমার সুখসম্পদ্ বিস্তার করুন ॥ ৩৫ ॥

টীকা। শ্রীরাধাকৃষ্ণ-জললীলা-সাহায্যকারিণীং যমুনাং স্তৌতি—মুদেতি। তরণিঃ সূর্য্যস্তস্মাজ্জাতা তরণিজা যমুনা নোঽস্মাকং সুখং আত্ম-জলসেবিনাং তদঙ্গসঙ্গ-গন্ধেনানন্দং প্রথয়তু বিস্তারয়তু। কিম্ভূতা সতী মুদা হর্ষেণ রাধাকৃষ্ণয়োর্যা প্রচুর জলকেলী তস্যাং যো রসভরো বীর্য্যাতিশয়স্তেন স্খলন্তী শরীরাদ্বিচ্ছিন্না যা কস্তূরী তৎ প্রসিদ্ধং ঘুসৃণং কুঙ্কুমঞ্চ তয়োর্যা ঘনচর্চ্চা নিবিড়লেপনং তয়া অর্চ্চিতং সুগন্ধ্যাদি প্রতিপাদকত্বেন পূজিতং জলং যস্যাঃ সা। পুনঃ কিম্ভূতং তৌ রাধাকৃষ্ণৌ প্রমোদাদ্ধর্ষাৎ উদিতং প্রকাশমানং ফেণরূপস্মিতং যথাস্যাত্তথা উর্ম্মিস্ফুটকরশ্রিয়া সিঞ্চন্তীব। স্ফুটাব্যক্তাকরস্যেব শ্রীঃ শোভা যস্যাঃ সাচাসৌ উর্ম্মিশ্চেতি বিগ্রহঃ কুণ্ঠকুব্জবৎ পরনিপাতঃ। স্ফুটোব্যক্ত প্রফুল্লয়োরিত্যাদি মেদিনী। রসোগন্ধজলে রসে শৃঙ্গারাদৌ বিষে বীর্য্য ইত্যাদি চ ॥ ৩৫ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। এই শ্লোকে শ্রীপাদ রঘুনাথ পরম ভাগ্যবতী তরণি-তনয়া শ্রীযমুনার স্তব করিতেছেন। "অহো অভাগ্যং তস্য ন পীতং যমুনাজলম্। গো-গোপ-গোপিকা সঙ্গে যত্র ক্রীড়তি কংসহা ॥" "যমুনাজলকল্লোলে সদা ক্রীড়তি মাধব ইতি।" (পদ্মপুরাণ)। "অহো মানবের কি দুর্ভাগ্য, তাহারা যমুনার জল পান করে না, যেখানে গো, গোপ ও গোপিকাগণের সহিত কংসারি শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিহার করিয়া থাকেন।" "যমুনার জলকল্লোলে মাধব নিত্যই বিহার করেন" ইত্যাদি।

"ব্রজের মহিমা শুনি অবন্তী ছাড়িয়া।
ব্রজে বাস করে যেই গুণে মুগ্ধ হৈয়া ॥
নবীন-যুগলের শৃঙ্গাররস-কেলি।
বর্দ্ধন করেন যিনি হৈয়া কুতূহলী ॥
ব্রজেতে বিখ্যাত নাম সেই 'নান্দীমুখী'।
বন্দনা করিব আমি হৈয়া বড় সুখী ॥" ৩৪ ॥

"ক্রীড়তি" ক্রিয়াপদের এই বর্তমান প্রয়োগদ্বারা যমুনায় শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বিহার সূচিত হইতেছে। শ্রীধাম প্রপঞ্চাতীত, চিন্ময়, জড়াংশরহিত, বিভু, সর্বগত ও মহান্। "সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনু-সম" (চৈঃ চঃ) কাজেই শ্রীযমুনা বিশ্বের পঞ্চভূতের অন্যতম যে জল, কেবল সেই জলময়ী নদীমাত্র নহেন। ইনি চিন্ময়ী, পরমামৃতবাহিনী। বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রে শ্রীভগবানের উক্তিতে দেখা যায়—"পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকম্। কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী ॥" অর্থাৎ "এই পঞ্চযোজন পরিমিত বৃন্দাবন আমার দেহ-স্বরূপ। পরমামৃতবাহিনী এই কালিন্দী সুষুম্না নামে অভিহিতা।" এই পরমামৃতবাহিনী যমুনা শ্রীকৃষ্ণের সেবানন্দরসে বিভোরা হইয়া তাঁহার মহাপ্রেমপাত্রীরূপে বৃন্দাবনে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীব্রজসুন্দরীগণের শ্রীমুখবাণী হইতে যমুনাদি নদীগণেরও মধুর জাতীয় কৃষ্ণপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়।

"নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য মুকুন্দগীতমাবর্ত্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ।
আলিঙ্গনস্থগিতমূর্ম্মিভুজৈর্ম্মুরারেগৃর্হ্ণন্তি পাদযুগলং কমলোপহারাঃ ॥"

(ভাঃ-১০।২১।১৫)

"হে সখিগণ! যমুনা, মানসগঙ্গা প্রভৃতি নদীসকলও শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শ্রবণে মদনমোহিত হইয়া যায় এবং তাহাতে তাহারা আবর্তসমাকুল এবং বেগবিহীন হইয়া তরঙ্গরূপ বাহুতে কমলোপহার লইয়া মদনমোহনকে আলিঙ্গন করত তাঁহার পাদযুগল নিজাঙ্গে ধারণ করে।" প্রেমিক মহৎগণ যেমন স্বয়ং কৃষ্ণভজন করিয়া আশ্রিত বৈষ্ণব-ভক্তজনেরও ভক্তিবৃদ্ধি করিয়া থাকেন, তদ্রূপ যমুনা স্বয়ং কৃষ্ণ-সেবানন্দ আস্বাদন করিয়া ভক্তবৃন্দেরও ভক্তিবর্ধন করেন। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"মাথুরেণ মণ্ডলেন চারুণাভিমণ্ডিতা প্রেমনদ্ধবৈষ্ণবাধ্ববর্দ্ধনায় পণ্ডিতা।
ঊর্ম্মিদোর্বিলাসপদ্মনাভপাদবন্দিনী মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী ॥" (স্তবমালা)

"মনোহর মাথুরমণ্ডলদ্বারা যিনি মণ্ডিতা, প্রেমপরায়ণ বৈষ্ণবগণের যিনি রাগভক্তির বৃদ্ধিকারিণী এবং স্বকীয় তরঙ্গমালারূপ বাহুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণ-বন্দন তৎপরা—সেই ভানুদুহিতা যমুনাদেবী আমায় পবিত্র করুন।"

শ্রীবৃন্দাবন-বাহিনী শ্রীযমুনা শ্রীকৃষ্ণের পরম রমণীয় বিহারাস্পদ, তাঁহার নৈসর্গীক শোভা-সম্পদের তুলনা নাই! শ্রীগোপালচম্পূর বর্ণনা হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পুনঃ পুনঃ অসুর, রাক্ষসাদির উৎপাত দেখিয়া যে দিন শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসিগণ গোকুল ত্যাগ করত শ্রীবৃন্দাবনে যমুনাতটে উপস্থিত হইলেন, তৎকালে যমুনাতটসন্নিহিত বৃন্দাবনের শোভা শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে সমধিক আকর্ষণ করিয়াছিল। "রামকৃষ্ণৌ চ বদ্ধতৃষ্ণাবাসাদিততীরোপকণ্ঠাবুৎকণ্ঠয়া ভুবি শকটাদুৎপ্লুতৌ প্লুত-সংপ্লুতা-স্থানতঃ সুখসমন্বিতং সখীনন্বগ্বিধায় প্রত্যগ্রমপি প্রত্যগ্রায়মাণ-বৈচিত্রীগহনং গহনমবগাহমানৌ সব্যাপসব্যয়োঃ পশ্যন্তৌ চরণচারিতামেবাচরিতবন্তৌ। তদা কিমন্যদ্বর্ণনীয়ম্, সমস্তং বৃন্দাবনমপি কৃষ্ণেন স্পৃষ্টং হৃষ্টমেব নির্ণীয় পরামৃষ্টম্।

তত্র চ—

যদ্গানং বিপিনস্য কোকিলকলে নৃত্যং লতাবিভ্রমে
রোম্ণামুত্থিতমঙ্কুরে চ কবিতং যোগ্যাগ্নিদানাদৃতে।
তন্মিথ্যা যদি কৃষ্ণসঙ্গতি-বশাত্তস্মিংস্তথা বর্ণ্যতে
সত্যং তর্হি সদাপি তত্তদখিলং যস্মাদ্দরীদৃশ্যতে ॥" (পূর্বচম্পূঃ-৯১৬৩)

অর্থাৎ "নন্দাদি গোপগণের শকটরাজি বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলে বৃন্দাবন-শোভা দর্শন-নিমিত্ত তৃষ্ণাকুল এবং উৎকণ্ঠিতচিত্ত শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সঙ্গে শকট হইতে ঝাঁপাইয়া অবতরণ করিলেন এবং প্লুতস্বরে সখাগণকে আহ্বান করত পরমসুখে তাঁহাদের অগ্রগামী হইয়া বৃন্দাবনের বৈচিত্রীপূর্ণ নৈসর্গীক শোভাসিন্ধুতে অবগাহন করত দক্ষিণে ও বামে বিস্ময়ানন্দপূর্ণ দৃষ্টি-সঞ্চার করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবনও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ-স্পর্শে পরমানন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল।

কোকিলের পঞ্চমতান, লতাসমূহের নৃত্য-বিলাস ও অঙ্কুরোদ্গমছলে পুলকাবলি ইত্যাদি কবির কাব্যেই মাত্র নিবদ্ধ হইয়া সামাজিকের আস্বাদ্য হইয়া থাকে ; বস্তুতঃ তাহাতে কোনরূপ বাস্তবতা নাই। শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া কবির কাব্যও যেন মূর্ত ও সত্যরূপে বৃন্দাবন-শোভায় প্রকাশপ্রাপ্ত হইয়া নয়ন-গোচর হইল॥" পৌগণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণসহ পুলিন-ভোজন-লীলায় পরম মনোহর যমুনাতটকেই নির্বাচিত করিয়াছিলেন, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত রহিয়াছে—

"অহোঽতিরম্যং পুলিনং বয়স্যাঃ স্বকেলিসম্পন্মৃদুলাচ্ছবালুকম্।
স্ফুটৎসরোগন্ধহৃতালিপত্রিকধ্বনি-প্রতিধ্বানলসদ্দ্রুমাকুলম্ ॥" (ভাঃ-১০।১৩।৫)

"হে বয়স্যগণ! এই পুলিন-ভূমি কি মনোরম! এখানে আমাদের ক্রীড়ার উপযোগী সকলই রহিয়াছে। এ-স্থান মৃদুল ও স্বচ্ছ বালুকাময় এবং বিকসিত কমলাবলীর সৌরভে আকৃষ্ট ভৃঙ্গের ঝঙ্কারে ও পক্ষিগণের কলকূজনের প্রতিধ্বনিতে পরিব্যাপ্ত শ্রেণীবদ্ধ তরুরাজি এস্থানে বিরাজিত।"

কৈশোরে সর্বলীলামুকুটমণি রাসলীলারও মনোরম স্থান এই যমুনা-পুলিন।

"তাঃ সমাদায় কালিন্দ্যা নির্বিশ্য পুলিনং বিভুঃ। বিকসৎকুন্দমন্দারসুরভ্যনিলষট্পদম্ ॥
শরচ্চন্দ্রাংশুসন্দোহধ্বস্তদোষাতমঃ শিবম্। কৃষ্ণায়া হস্ততরলাচিতকোমলবালুকম্ ॥"
(ভাঃ-১০।৩২।১১, ১২)

"যেস্থানে শারদ-শশধরের মৃদুল-কিরণ-সম্পাতে রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছিল, যে স্থানের বিকসিত কুন্দ ও মন্দার-কুসুমের সুগন্ধে সুরভিত সমীরণ-প্রবাহে ভৃঙ্গকুল আকৃষ্ট হইয়া কুসুমের স্তবকে স্তবকে ঝঙ্কার করিয়া বেড়াইতেছিল, যেস্থানে যমুনার তরল তরঙ্গরূপ হস্তদ্বারা সুকোমল বালুকারাশি সমভাবে আস্তৃত হইয়াছিল, সেই যমুনাপুলিনমধ্যে রাসবিহার-কামনায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনা-গণকে সঙ্গে লইয়া প্রবেশ করিলেন।"

সর্ব্বানন্দ-কদম্বকেন হরিণা প্রাগ্ যাচিতা অপ্যমূঃ
স্বৈরং চারু রিরংসয়া রহসি যাঃ ক্রোধাদনাদৃত্য তাম্।
প্রাণপ্রেষ্ঠসখীং নিজামনুদিনং তেনৈব সার্দ্ধং মুদা
রাধাং সংরময়ন্তি তাঃ প্রিয়সখীর্মূর্দ্ধ্না প্রপদ্যেতরাম্ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ। নিখিলানন্দের চরমাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক নির্জনে মিলননিমিত্ত প্রার্থিতা হইয়াও যাঁহারা প্রণয়-কোপবশতঃ তাহা অনাদরপূর্বক স্বীয় প্রাণপ্রেষ্ঠসখী শ্রীরাধিকাকে পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত করেন, শ্রীরাধার সেই **প্রিয়সখীগণ**কে আমি মস্তকে বহন করি ॥ ৩৬ ॥

টীকা। যূথয়োস্তু তয়োঃ সন্তি কোটি সংখ্যামৃগীদৃশ ইতি বচনেন সখীনামানন্ত্যাৎ ক্রমশস্তবনাশক্ত্যা সর্ব্বা এব তৎ সখীরেক পদ্যেন স্তৌতি—সর্ব্বেত্যাদি। তাঃ সংখ্যাতীতাঃ সখী মূর্দ্ধ্না প্রপদ্যে

যমুনাপুলিনে-পরম রসময়ী শ্রীশ্রীরাস-বিহারান্তে যমুনাজলে গোপীগণসঙ্গে শ্রীশ্রীরাধামাধবের জলবিহার হইয়া থাকে। প্রমত্ত গজরাজও করিণীর ন্যায় প্রচুর জলবিহারে শ্রীশ্রীরাধামাধবের গাত্রলগ্ন কুঙ্কুম, কস্তুরী ও চন্দনাদি ধৌত হইয়া যমুনার জল পঙ্কিল ও সুরভিত হইয়া থাকে। যমুনা পরমানন্দিত চিত্তে গোপীগণসহ শ্রীশ্রীরাধামাধবের জলক্রীড়ায় যোগদান করত ফেনরূপ স্মিত অর্থাৎ মৃদুমন্দহাস্যে শোভিতা হইয়া তরঙ্গরূপ হস্তে শ্রীশ্রীরাধামাধবের অঙ্গে জলসিঞ্চন করিতে থাকেন। শ্রীপাদ বলিতেছেন—'সেই তরণি-তনয়া কালিন্দী আমার সুখ-সম্পদ্ বিস্তার করুন অর্থাৎ প্রেমসুখ বর্ধিত করুন।' শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী লিখিয়াছেন—"কালিন্দী সলিলে চ তৎকুচতটী-কস্তুরিকা-পঙ্কিলে স্নায়ং স্নায়মহো কুদেহজমলং জহ্যাং কদা নির্মলঃ।" (রাধারসসুধানিধি-৬০)। অর্থাৎ "শ্রীরাধারাণীর কুচতটলগ্ন কস্তুরিকায় পঙ্কিল কালিন্দীর নীরে বার বার স্নান করিয়া কবে কুদেহজমল (মায়িক দেহাভিমান) ত্যাগ করত নির্মল হইব অর্থাৎ সিদ্ধস্বরূপাবেশে শুদ্ধচিত্তে ভক্তিরসাস্বাদনে ধন্য হইব ?"

"পরস্পর আনন্দেতে শ্রীরাধাগোবিন্দ।
যমুনায় জলকেলি করিলে আরম্ভ ॥
কস্তুরী-কুঙ্কুম-চন্দন দুহুঁ অঙ্গ হৈতে।
স্খলিত হইয়া পড়ে জল-প্রবাহেতে ॥
আনন্দে ফেনারূপ মৃদুমন্দ হাস্যে।
তরঙ্গ-রূপ হস্তদ্বারা অতীব উল্লাসে ॥
শ্রীরাধা-গোবিন্দে যিহোঁ অভিষেক করে।
তপন-তনয়া 'শ্রীকালিন্দী' নাম ধরে ॥
ভাগ্যবতী প্রবাহিণী সেই ত যমুনা।
সুখ-সম্পদ্ বৃদ্ধি কর এই ত প্রার্থনা ॥" ৩৫ ॥

মস্তকব্যাপারেণানুগচ্ছামি। যাঃ সখ্যোহনুদিনং প্রত্যহং নিজাং প্রাণপ্রেষ্ঠসখীং রাধাং মুদা হর্ষেণ তেন শ্রীকৃষ্ণেন সার্দ্ধং সহ সম্যক্ রসয়ন্তি ক্রীড়য়ন্তি কিং কৃত্বা সর্ব্বানন্দকদম্বকেন সর্ব্বানন্দসমূহেন হরিণা স্বৈরং যথাস্যাত্তথা চারু রিরংসয়া রমেণেচ্ছয়া রহসি নির্জ্জনে দ্রাক্‌ঝটিতি যাচিতা প্রার্থিতাঃ অপি অমূঃ রহসি স্বাভিঃ সহ কামক্রীড়াং ক্রোধাদনাদৃত্য ॥ ৩৬ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ এই শ্লোকে শ্রীরাধার সখীগণের স্তব করিতেছেন। "যূথয়োস্তু যয়োঃ সন্তি কোটিসংখ্যা মৃগীদৃশঃ" (উঃ নীঃ) অর্থাৎ শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী উভয়ের যূথে কোটি কোটি সংখ্যক মৃগীনয়না গোপী আছেন। এই উজ্জ্বলনীলমণির বচনানুসারে শ্রীরাধার অসংখ্য সখীর নামোল্লেখ পূর্ব্বক বন্দনা করা সম্ভবপর নহে বলিয়া এই শ্লোকে সমস্ত সখীগণের স্তব করিতেছেন। গোপিকার প্রেমে আত্মেন্দ্রিয়-সুখবাসনার অত্যন্তাভাব। "আত্ম-সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার। কৃষ্ণ-সুখহেতু চেষ্টা মনোব্যবহার ॥ কৃষ্ণ-লাগি আর সব করি পরিত্যাগ। কৃষ্ণ-সুখহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ॥" (চৈঃ চঃ) "যদস্যাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ" (ভঃ রঃ সিঃ)? "ইহাতে শ্রীকৃষ্ণসুখের নিমিত্তই সর্বত্র উদ্যম দৃষ্ট হইয়া থাকে।" শ্রীরাধাদি ব্রজসুন্দরীগণের যেমন শ্রীকৃষ্ণ-সুখই একমাত্র কাম্য, তদ্রূপ শ্রীরাধার সখীগণের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সুখই কাম্য। নায়িকাভাববতী যূথেশ্বরীর ভাবমাধুর্যে অভিলাষময়ী প্রীতিকেই **সখীভাব** বলা হয়। সখীগণ স্বীয় যূথেশ্বরীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন-সম্পাদন করিয়াই সুখী হন, শ্রীকৃষ্ণের সহিত **স্বতন্ত্রভাবে মিলনেচ্ছা** তাঁহাদের জাগে না।

"সখীর স্বভাব এক অকথ্য-কথন। কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন ॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়। নিজকেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায় ॥
রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা। সখীগণ হয় তার পল্লব-পুষ্প-পাতা ॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়। নিজসেক হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয় ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পরিঃ)

"সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধোর্হ্লাদিনীনামশক্তেঃ
সারাংশ-প্রেমবল্যাঃ কিসলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ।
সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈরুল্লসন্ত্যামমুষ্যাং
জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাচ্ছতগুণমধিকং সন্তি যত্তন্ন চিত্রম্ ॥" (গোঃ লীঃ-১০।১৬)

"ব্রজজনরূপ কুমুদগণের পক্ষে চন্দ্রস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী নাম্নী শক্তির সারাংশ যে প্রেম, সেই প্রেমরূপ লতার সদৃশী হইলেন শ্রীরাধা; আর তাঁহার সখীগণ হইলেন সেই লতার কিসলয়, পত্র ও পুষ্পাদি তুল্যা এবং তাঁহারা শ্রীরাধার নিজের তুল্যাও। তাই শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতরূপ জলসেকে শ্রীরাধা-লতা সিক্তা এবং উল্লাসিতা হইলে সখীরূপ পত্র-পুষ্পাদির নিজসেক অপেক্ষা যে শতগুণ অধিক সুখ জন্মিবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি?"

প্রেম্ণা যে পরিবর্ত্তনেন কলিতাঃ সেবাঃ সদৈবোৎসুকাঃ
কুর্ব্বাণাঃ পরমাদরেণ সততং দাস্য বয়স্যোপমাঃ।
বংশী-দর্পণ-দূত্যবারি-বিলসত্তাম্বূল-বীণাদিভিঃ
প্রাণেশং পরিতোষয়ন্তি পরিতস্তান্ পরিমুখ্যান্ ভজে ॥ ৩৭ ॥

"নিরুপাধিপ্রীতিপরা সদৃশী সুখদুঃখয়োঃ।
বয়স্যভাবাদন্যোন্যহৃদয়জ্ঞা সখী ভবেৎ ॥" (অঃ কৌঃ-৫।২৭৯)

"যাঁহারা নিরুপাধি-প্রীতিপরায়ণা, সুখ-দুঃখে সদৃশী ও বয়স্যভাবহেতু পরস্পরের হৃদয়জ্ঞা তাঁহারাই **সখী** বলিয়া কথিত হন।"

"স্বাত্মনোঽপ্যধিকং প্রেম কুর্ব্বাণান্যোঽন্যমচ্ছলম্।
বিশ্রম্ভিণী বয়োবেষাদিভিস্তুল্যা সখী মতা ॥" (উঃ নীঃ-দূতী প্রঃ-৭০)

"যাঁহারা নিষ্কপটে পরস্পরের প্রতি অতিশয় প্রীতি করেন এবং পরস্পরের পরম বিশ্বাসভাজন হন, যাঁহাদের বয়স ও বেশাদির তুল্যতা তাঁহারাই পরস্পর সখী হইয়া থাকেন।"

বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার সখী পঞ্চবিধ—সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী ও পরম প্রেষ্ঠ সখী। সখী—কুসুমিকা, বিন্ধ্যা, ধনিষ্ঠাদি ; নিত্যসখী—কস্তুরী, মণিমঞ্জরী প্রভৃতি ; প্রাণসখী—শশিমুখী, বাসন্তী প্রভৃতি, প্রিয়সখী—কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্যাদি এবং পরম প্রেষ্ঠসখী—ললিতা, বিশাখাদি।

শ্রীপাদ পূর্বে ললিতা, বিশাখাদির স্তব করিয়াছেন, ধনিষ্ঠারও স্তব করিয়াছেন। ইহার পরে নিত্যসখী ও প্রাণসখী মঞ্জরীগণের বন্দনা করিবেন। সুতরাং ইঁহারা ব্যতীত শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর অন্যান্য সখীগণকে সমষ্টিগতভাবে এই শ্লোকে স্তব করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার সুখ-বিলাসেই ইঁহাদের আনন্দ-পরাকাষ্ঠা। ইঁহারা নিজে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ-কামনা করেন না। দৈবাৎ তাদৃশ মুহূর্ত উপস্থিত হইলে, অর্থাৎ নির্জনেও যদি শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাদের সহিত মিলন-কামনা করেন ; তখন প্রণয়-কোপের সহিত ইঁহারা তাহাতে অনাদর প্রকাশ করত শ্রীরাধাকেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত করিয়া আনন্দসাগরে ভাসমানা হন। শ্রীপাদ বলিতেছেন—'শ্রীরাধার সেই প্রিয়সখীগণকে আমি সতত মস্তকে বহন করি।'

"সর্ব্বানন্দ শ্রীগোবিন্দ একান্ত নির্জ্জনে।
স্বচ্ছন্দ-বিহার লাগি করে নিবেদনে ॥
কিন্তু যাঁরা প্রণয়কোপে করে প্রত্যাখ্যান।
শ্রীরাধায় মিলাইয়া উল্লসিতা হন ॥
প্রাণাধিকা শ্রীরাধার সেই সখীগণে।
মস্তকে বহন করি অতি হর্ষ মনে ॥" ৩৬ ॥

অনুবাদ। যাঁহারা বংশী, দর্পণ, দৌত্যকার্য, জল, কর্পূরবাসিত তাম্বুল, বীণাদি সেবোপকরণদ্বারা সতত শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ-বিধান করিতেছেন, যাঁহারা প্রেমের সহিত পরস্পর ঐসমস্ত সেবা বিভাগ করিয়া লইয়া কায়-মনো-বাক্যে পরমাদরে প্রাণের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিরত; সেই সর্বদা সেবনোৎসুক বয়স্যতুল্য **পত্রি** প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণদাসগণকে আমি ভজন করি ॥ ৩৭ ॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণসেবাকাঙ্ক্ষী তৎ সেবকবিশেষান্ স্তৌতি—প্রেম্ণেতি। তান্ পত্রিমুখ্যান্ শ্রীকৃষ্ণদাসান্ ভজে। পত্রী এতন্নামা গোপোমুখ্যঃ প্রধানং যেষাং তান্। যে প্রাণেশং শ্রীকৃষ্ণং পরিতঃ সর্ব্বতোভাবেন কায়মনোবাগ্‌ভিরিত্যর্থঃ। বংশ্যাদিভিঃ কৃত্বা পরিতোষয়ন্তি। বংশী চ দর্পণং মুকুরশ্চ দূত্যং দূত্যক্রিয়া চ বারি জলঞ্চ বিলসৎ কর্পূরাদিভিঃ সজ্জিত তাম্বূলঞ্চ বীণাযন্ত্রবিশেষশ্চ তে তৈঃ। কিং কুর্ব্বন্তঃ পরিবণ্টনেন ভ্রাতস্তবেয়ং কর্ত্তব্যা মমেয়মিতি বিভাগেন উৎসুকাঃ সন্তঃ সদৈব পরিচর্য্যাঃ কুর্ব্বাণাঃ কিম্ভুতাঃ সততং পরমাদরেণ কৃষ্ণকর্ত্তৃক সমাদরেণ বয়স্যোপমাঃ সখিসদৃশঃ ॥ ৩৭ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ এই শ্লোকে রক্তক, পত্রকাদি ব্রজের দাস্যরসের পরিকরগণের স্তব করিতেছেন। 'দাসাস্তু প্রশ্রিতাস্তস্যানিদেশবশবর্ত্তিনঃ। বিশ্বস্তাঃ প্রভুতাজ্ঞান-বিনম্রিতধিয়শ্চ তে ॥" (ভঃ রঃ সিঃ-৩৷২৷১৬)। "দাসগণ প্রশ্রিত (অবনত দৃষ্টিতে অবস্থিত), স্ব-স্ব যোগ্যকার্যে শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞায় স্বতঃরুচিশীল, বিশ্বস্ত এবং প্রভুত্বজ্ঞানে বিনম্রিত বুদ্ধিবিশিষ্ট।" শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদের মতে শ্রীকৃষ্ণের দাস চতুর্বিধ—অধিকৃত, আশ্রিত, পারিষদ ও অনুগ। "চতুর্দ্ধামী অধিকৃতাশ্রিতপারিষদানুগাঃ।" (ঐ-১৮)। ব্রহ্মা, মহাদেব, ইন্দ্রাদি অধিকৃত দাস। আশ্রিত তিন প্রকার—শরণ্য, জ্ঞানীচর ও সেবানিষ্ঠ। কালিয়, জরাসন্ধকর্তৃক বদ্ধ নৃপাদি শরণ্য, শৌনকাদি জ্ঞানীচর এবং চন্দ্রধ্বজ, হরিহয়, বহুলাশ্ব, ইক্ষ্বাকু, শ্রুতদেব, পুণ্ডরীকাদি সেবানিষ্ঠ। উদ্ধব, দারুক, জৈত্রাদি পারিষদ। অনুগ দ্বিবিধ—পুরস্থ ও ব্রজস্থ। সুচন্দ্র, মণ্ডনাদি পুরস্থ এবং রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুকণ্ঠ, মধুব্রত, রসাল, সুবিলাস, প্রেমকন্দ, মরন্দক, আনন্দ, চন্দ্রহাস, পয়োদ, বকুল, রসদ ও সারদাদি ব্রজস্থ অনুগ দাস। ইঁহাদের নাম যেমনি সুন্দর, রূপও তেমনি মনোহর।

"মণিময়বরমণ্ডনোজ্জ্বলাঙ্গান্, পুরট জবা-মধুলিট্-পটীর-ভাসঃ।
নিজবপুরনুরূপ-দিব্যবস্ত্রান্, ব্রজপতিনন্দন-কিঙ্করান্নমামি ॥" (ঐ-৪৩)

"যাঁহাদের অঙ্গ মণিময় অত্যুত্তম অলঙ্কারে উজ্জ্বল, যাঁহারা সুবর্ণ, জবাপুষ্প, ভ্রমর, চন্দনাদির ন্যায় মনোহর কান্তিযুক্ত এবং নিজ নিজ দেহের উপযোগী দিব্যবস্ত্রাদিতে শোভিত, আমি সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের ভৃত্যগণকে প্রণাম করি।" ইঁহাদের সেবাও অতি আর্তিপূর্ণ।

"দ্রুতং কুরু পরিষ্কৃতং বকুল! পীতপট্টাংশুকং বরৈরগুরুভির্জলং রচয়-বাসিতং বারিদ!
"রসাল! পরিকল্পয়োরগলতাদলৈর্বীটিকাঃ, পরাগপটলী গবাং দিশমরুন্ধ পৌরন্দরীম্ ॥"

(ঐ-৪৪)

"হে বকুল! পীত-পট্টবস্ত্র শীঘ্র পরিষ্কার কর, হে বারিদ! উৎকৃষ্ট অগুরুদ্বারা জল সুবাসিত কর, হে রসাল! তাম্বূলপত্রদ্বারা বীটিকা প্রস্তুত কর, গো-গণের খুরোত্থিত রজসমূহ পূর্বদিক্ আচ্ছন্ন করিয়াছে।"

ব্রজস্থদাসগণের সেবা গাঢ় আদরময় বলিয়া শ্রীপাদ দাসগোস্বামিচরণ ইঁহাদের "বয়স্যোপমাঃ" বা 'সখাসদৃশ' বলিয়াছেন। শ্রীরূপগোস্বামিপাদের মতে দাস্যরসের স্থায়িভাব 'সম্ভ্রমপ্রীতি'। সম্ভ্রমপ্রীতির লক্ষণে শ্রীপাদ লিখিয়াছেন—"সম্ভ্রমঃ প্রভুতা-জ্ঞানাৎ কম্পশ্চেতসি সাদরঃ। অনেনৈক্যং গতা প্রীতিঃ সম্ভ্রমপ্রীতিরুচ্যতে। এষা রসেঽত্র কথিতা স্থায়িভাবতয়া বুধৈঃ॥" (ঐ-৭৬)। "প্রভুতা জ্ঞানবশতঃ চিত্তে যে সাদর কম্প হয়, তাহাকে সম্ভ্রম বলে, ইহার সহিত ঐক্যপ্রাপ্ত প্রীতিকে সম্ভ্রমপ্রীতি বলা হয়, এই সম্ভ্রমপ্রীতিই এই রসের স্থায়িভাব বলিয়া কথিত হয়।" সুতরাং দাস্যরসে সম্ভ্রম, গৌরবাদি যে অল্প-বিস্তর থাকিবেই, ইহা সুনিশ্চিত। কিন্তু শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"শ্রীব্রজস্থানান্তু মাধুর্য্যৈকময় এব। অথাপ্যেষাং প্রীতের্ভক্তিত্বং শ্রীগোপরাজকুমারপরমগুণপ্রভাবত্বাদিনৈবাদরসদ্ভাবাৎ।" অর্থাৎ 'ব্রজস্থ ভৃত্যগণের দাস্যভক্তি নামক স্থায়িভাব—কেবল মাধুর্যময়। প্রশ্ন হইতে পারে, ঐশ্বর্যজ্ঞানাভাবে দাস্য-ভাবের উদ্রেক অসম্ভব। ব্রজস্থ ভৃত্যগণে যদি ঐশ্বর্যজ্ঞান বা প্রভুবুদ্ধি না থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রীতির দাস্যভক্তিত্ব সিদ্ধ হয় কিরূপে? এজন্য বলিলেন—তাঁহাদের মাধুর্যজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও শ্রীব্রজরাজ-কুমার, পরম গুণবান্, অত্যন্ত প্রভাবশালী বুদ্ধিতে আদর বিদ্যমান থাকায় প্রীতির দাস্যভক্তিত্ব সিদ্ধ হয়।' ব্রজবাসী কাহারো শ্রীকৃষ্ণে ভগবদ্‌বুদ্ধি থাকে না। দাস্যরসে রাজপুত্র বা যুবরাজ-বুদ্ধিতেই যথাসম্ভব সম্ভ্রমের প্রকাশ হয়, এই জন্যই শ্রীপাদ ইঁহাদের বয়স্যতুল্য বা সখাগণের প্রায় বলিয়াছেন।

ইঁহারা পরস্পরে পরম প্রীতিভরে শ্রীকৃষ্ণের সেবা বিভাগ করিয়া লইয়া বংশী, দর্পণ, দৌত্যকার্য, সুবাসিত জল, কর্পূরবাসিত তাম্বূল, বীণাদি সেবোপকরণদ্বারা সতত শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষবিধান করিয়া থাকেন। শ্রীপাদ বলিলেন—'সতত সেবনোৎসুক সেই পত্রী প্রভৃতি দাসগণকে আমি ভজন করি।'

"প্রেমাবেশে কৃষ্ণসেবা করে রাত্রিদিনে।
পরস্পর সেবা-কার্য করিয়া বণ্টনে॥
বংশী, দর্পণ, দূত্যক্রিয়া, কর্পূর, তাম্বূল।
পরিচর্য্যা করে যাঁরা সময়ানুকূল॥
সুবাসিত জল ভোগ্য-উপকরণ যত।
বীণাবাদ্য যন্ত্র যাহা কৃষ্ণ-অভিমত॥
কৃষ্ণের মরম বুঝি পরিচর্য্যা করে।
ভাগ্যবান্ কৃষ্ণদাস ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে॥
সেই বয়স্যতুল্য পত্রী আদি দাসগণ।
সর্ব্বদা ভজিব আমি এই মোর মন॥" ৩৭॥

তাম্বূলার্পণ-পাদমর্দ্দন-পয়োদানাভিসারাদিভি-
র্বৃন্দারণ্যমহেশ্বরীং প্রিয়তয়া যাস্তোষয়ন্তি প্রিয়াঃ।
প্রাণপ্রেষ্ঠ সখীকুলাদপি কিলাসঙ্কোচিতা ভূমিকাঃ
কেলীভূমিষু রূপমঞ্জরিমুখাস্তা দাসিকাঃ সংশ্রয়ে ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ। তাম্বূলার্পণ, পাদমর্দন, জলদান ও অভিসারাদি কার্যদ্বারা যাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকাকে নিয়ত পরিতৃপ্ত করিতেছেন এবং প্রাণপ্রেষ্ঠ শ্রীললিতাদি সখীগণ অপেক্ষাও শ্রীরাধাকৃষ্ণের কেলিস্থানে গমনাগমনে অসঙ্কুচিত ভূমিকা রহিয়াছে, সেই **রূপমঞ্জরীপ্রমুখা শ্রীরাধাদাসীগণ**কে আমি আশ্রয় করি ॥ ৩৮ ॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণদাসবৎ শ্রীরাধিকাদাসীঃ স্তৌতি— তাম্বূলেতি। তা রূপমঞ্জরিমুখাঃ প্রভৃতিঃ কেলীভূমিষু দাসিকাদাসীঃ সংশ্রয়ে। যাঃ প্রিয়তয়া হার্দ্দেন সৌমনস্যনেতি যাবৎ। তাম্বূলার্পণ-পাদ-মর্দ্দন-পয়োদানাভিসারাদিভিঃ কৃত্বা প্রাণেশ্বরীং রাধিকাং তোষয়ন্তি প্রীণয়ন্তি। কিন্তুতাঃ প্রাণপ্রেষ্ঠ-সখী-কুলাৎ ললিতাদি সখীসমূহাৎ প্রিয়াঃ। যতঃ কিলাসঙ্কোচিতা ভূমিকাঃ সম্ভাবিত নিঃশঙ্কতা স্থানানি। কিল শব্দস্তু বার্ত্তায়াং সম্ভাব্যানুনয়ার্থয়োরিতি মেদিনী। নন্বনন্য-সম্বন্ধবিশেষণানাং কর্ত্রধীনবৃত্তিত্বাৎ কবিনা কর্ত্রা দাসীনাং সম্বন্ধে অপযুক্ততা দোষঃ স্যাদিতি। ন চ তচ্ছব্দস্য প্রসিদ্ধ পরামর্শকত্বেন স্বানু-ভূতানাং স্বসেব্য দাসীনামেব প্রতীতিরিতি বাচ্যম্। যত্তদোর্মিলিতান্বয়ে অদঃ প্রসিদ্ধ পরামর্ষকত্বাভাবাৎ। উচ্চতে সমাধীয়তে চ। পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্ক্তে ইত্যত্র পীনত্বানুপপত্ত্যা যথা রাত্রিভোজিত্বমাক্ষি-প্যতে তথা রাধাদাসীনাং স্বসম্বন্ধে সেব্যত্বানুপপত্ত্যা রাধাকৃষ্ণ-সম্বন্ধ আক্ষেপাল্লব্ধ এবেতি ন কিঞ্চিদেতৎ।৩৮

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ দাসগোস্বামিচরণ এই শ্লোকে শ্রীরূপমঞ্জরী-প্রমুখ শ্রীরাধার দাসীগণের বা রাধাস্নেহাধিকা মঞ্জরীগণের স্তব করিতেছেন। পূর্বোক্ত শ্রীরাধার পঞ্চবিধ সখীর মধ্যে ইঁহারা প্রাণসখী ও নিত্যসখী। "যাঃ পূর্ব্বং প্রাণসখ্যশ্চ নিত্যসখ্যশ্চ কীর্ত্তিতাঃ। সখীস্নেহাধিকা জ্ঞেয়াস্তা এবাত্র মনীষিভিঃ ॥" (উঃ নীঃ-সখীপ্রঃ-১৩৪)। পূর্বে যাঁহাদিগকে প্রাণসখী ও নিত্যসখী বলিয়া কীর্তন করা হইয়াছে, রসজ্ঞগণ তাঁহাদিগকেই সখী-স্নেহাধিকা বলিয়া মনে করেন। "তদীয়তাভি-মানিন্যো যাঃ স্নেহং সর্ব্বদাশ্রিতাঃ। সখ্যামল্পাধিকং কৃষ্ণাৎ সখীস্নেহাধিকাস্তু তাঃ ॥" (ঐ-১৩১)। 'যেসব সখী 'আমরা তোমারই' এই প্রকার অভিমান বহন করত শ্রীরাধাতে সর্বদা স্নেহ-প্রদর্শন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধাতে কিঞ্চিৎ অধিক স্নেহবতী হন, তাঁহাদিগকেই সখীস্নেহাধিকা বলা হয়।' শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—

"বিরমতু তব বৃন্দে দূত্যচাতুর্য্যচর্য্যা, সহচরি বিনিবৃত্য ব্রূহি গোষ্ঠেন্দ্রসূনুম্।
বিষমবিষধরেয়ং শর্ব্বরী প্রাবৃষেণ্যা, কথমিহ গিরিকুঞ্জে ভীরুরেষা প্রহেয়া ?" (উঃ নীঃ সখীপ্রঃ ১৩২)

শ্রীরাধার কোন প্রখরা প্রাণসখী শ্রীরাধার অভিসার নিষেধ করত বৃন্দাকে বলিলেন—'হে সহচরি বৃন্দে! তোমার দৌত্যচাতুর্য বিরামপ্রাপ্ত হউক্, তুমি এইস্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া গোষ্ঠেন্দ্রনন্দনকে বল যে, এ বর্ষার রাত্রি, ইহাতে বিষম বিষধরসমূহ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে, কিরূপে এই ভীরু-স্বভাবা শ্রীরাধাকে গিরিগহ্বরে প্রেরণ করিব, তিনি তো কালিয় প্রভৃতি সর্পকে দমন করিয়াছেন, অতএব তিনিই যেন স্বয়ং সংগোপনে এখানে অভিসার করেন।'

এই রাধাস্নেহাধিকা প্রাণসখী ও নিত্যসখীগণকেই **মঞ্জরী** আখ্যা দেওয়া হয়। পঞ্চপ্রকার সখীর মধ্যে ইঁহারা সখীর কক্ষায় স্থিত হইয়াও দাসী, সর্বদা শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবায় নিরতা। তাই বলা হইয়াছে—"তাম্বূলার্পণ-পাদমর্দ্দন-পয়োদানাভিসারাদিভির্বৃন্দারণ্যমহেশ্বরীং প্রিয়তয়া যাস্তোষয়ন্তি প্রিয়াঃ।" "তাম্বূলার্পণ, পাদমর্দন, জলদান ও অভিসারাদি কার্যদ্বারা যাঁহারা শ্রীবৃন্দারনেশ্বরী শ্রীরাধাকে নিয়ত পরিতৃপ্ত করিতেছেন।" শ্রীল ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন—

"চৌদিকে সখীর মাঝে, রাধিকার ইঙ্গিতে, চিরুণী লইয়া করে ধরি।
কুটিল কুন্তল সব, বিথারিয়া আঁচরব, বনাইব বিচিত্র কবরী॥
মৃগমদ মলয়জ, সব অঙ্গে লেপব, পরাইব মনোহর হার।
চন্দন-কুঙ্কুমে, তিলক বনাইব, হেরব মুখ-সুধাকর॥
নীল-পট্টাম্বর, যতনে পরাইব, পায়ে দিব রতন-মঞ্জীরে।
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা-চরণ ধোয়াইব, মুছাইব আপন চিকুরে॥
কুসুম-কোমলদলে, শেজ বিছাইব, শয়ন করাব দোঁহাকারে।
ধবল চামর আনি, মৃদু মৃদু বীজব, ছরমিত দুহুঁক শরীরে॥
কনক-সম্পুট করি, কর্পূর-তাম্বূল ভরি, যোগাইব দোঁহার বদনে।
অধর-সুধারসে, তাম্বূল-সুবাসে, ভোখব অধিক যতনে॥" (প্রার্থনা)

মঞ্জরীগণের সেবারস দিয়া গড়া স্বরূপ। সেবাগত প্রাণা, সেবা ভিন্ন আর কিছুই কামনা করেন না। এই সেবারস-নিষ্ঠত্বহেতু সমস্নেহা পরমপ্রেষ্ঠসখী শ্রীললিতাদি অপেক্ষাও যুগলের রহস্যময় কুঞ্জবিলাসস্থানে গমনাগমনে ইঁহাদের অসঙ্কোচ ভূমিকা দেখা যায়। "প্রাণপ্রেষ্ঠসখীকুলাদপি কিলাসঙ্কোচিতা ভূমিকাঃ কেলীভূমিষু।" তাৎপর্য এই যে, শ্রীরাধার যে পঞ্চবিধ সখীর কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই শ্রীরাধারাণীকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন করাইয়াই সুখী হন; শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্বতন্ত্রভাবে মিলনে কাহারো ইচ্ছা বা প্রয়াস নাই। তবু কখনো কখনো শ্রীরাধার ইচ্ছায় বা চেষ্টায় ললিতাদি সখীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সঙ্গ সংঘটিত হইয়া থাকে।

"যদ্যপি সখীর কৃষ্ণ-সঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম॥

নানা-ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্মাকৃষ্ণসঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায়॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পরিঃ)

কিন্তু মঞ্জরীগণের সেবৈকনিষ্ঠত্বহেতু সখীর কক্ষায় থাকিয়াও কখনই শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ সংঘটিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টা এবং স্বীয় যূথেশ্বরীর আগ্রহাধিক্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা কখনই শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গসুখে স্পৃহাবতী হন না।

"অনন্য শ্রীরাধাপদকমলদাস্যৈকরসধীর্হরেঃ সঙ্গে রঙ্গং স্বপনসময়ে নাঽপি দধাতী।
বলাৎ কৃষ্ণে কূর্পাসকভিদি কিমপ্যাচরতি কাপ্যদশ্রুর্মেবেতি প্রলপতি মমাত্মা চ হসতি॥"
(স্তবমালা)

"যিনি শ্রীরাধা-পদকমলের দাস্যরসেই অনন্যচিত্তা, স্বপ্নেও যিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রঙ্গ স্বীকার করেন না, শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্বক তাঁহার কঞ্চুক ছিন্নভিন্ন করিয়া কিছু আচরণ করিলে কোনও মঞ্জরী অশ্রুযুক্তা হইয়া 'না—না', এই প্রকার প্রলাপ করিতেছেন এবং আমার আত্মা অর্থাৎ প্রাণস্বরূপিণী শ্রীরাধা হাস্য করিতেছেন।" এই হাস্যদ্বারা শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণের ঐকার্যে অনুমোদন ধ্বনিত হইতেছে।

শ্রীমৎ বিশ্বনাথ-চক্রবর্তিপাদ শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-নায়কসহায়ভেদ প্রকরণে (১৫শ শ্লোকের) আনন্দচন্দ্রিকা-টীকায় লিখিয়াছেন—"যদ্যপি সখ্যো হি স্বস্বযূথেশ্বরীণাং শ্রীরাধাদীনামেব শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ-সুখেন সুখিন্যঃ, ন তু স্বাসাম্, তদপি তাঃ সামান্যতো দ্বিধা ভবন্তি।—প্রেমসৌন্দর্য-বৈদগ্ধ্যাদীনামাধিক্যেন, শ্রীকৃষ্ণস্যাতিলোভনীয়গাত্র্যস্তেষাং ন্যূনত্বেন তস্যানতিলোভনীয়গাত্র্যশ্চ। তত এব স্বযূথেশ্বরীণামপ্যাগ্রহা-ধিক্যাচ্চ কদাচিৎ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গস্পৃহাবত্যোঽপি ভবন্তী, তাশ্চ ললিতাদ্যাঃ পরমপ্রেষ্ঠসখ্যাদয়ঃ। উত্তরাস্ত তদ্দ্বয়াভাবাৎ কদাপি কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গস্পৃহাবত্যো ন ভবন্তি, তাশ্চ কস্তুর্য্যাদয়ো নিত্যসখ্যঃ।"

অর্থাৎ "যদ্যপি সখীগণ স্ব-স্ব যূথেশ্বরী শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গসুখেই সুখী হইয়া থাকেন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সুখ-স্পৃহা করেন না, তথাপি সাধারণতঃ তাঁহাদের মধ্যে দুই প্রকার ভেদ দেখা যায়। প্রথমা—প্রেম সৌন্দর্য ও বৈদগ্ধ্যাদির আধিক্যে শ্রীকৃষ্ণের অতি লোভনীয় গাত্রী, দ্বিতীয়া—প্রেম সৌন্দর্যাদিতে ন্যূনতাহেতু তাঁহার অনতিলোভনীয় গাত্রী। তন্মধ্যে প্রথমা—স্বীয় যূথেশ্বরীর আগ্রহাধিক্যে কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গে স্পৃহাবতী হইয়া থাকেন, ইঁহারা ললিতাদি পরমপ্রেষ্ঠ সখীগণ। দ্বিতীয়া—ইঁহারা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধ এবং যূথেশ্বরীর আগ্রহাধিক্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গসুখে কখনই স্পৃহাবতী হন না, ইঁহারা কস্তুরী প্রভৃতি নিত্যসখী বা মঞ্জরীগণ। তাৎপর্য এই যে, প্রেমিকের প্রেমই স্বীয় জাতি ও পরিমাণানুরূপ শ্রীভগবানের চিত্তে প্রেমরসাস্বাদনের কামনা বা লোভ জাগাইয়া দেয়। সমস্নেহা ললিতাদি সখীগণের প্রেম যূথেশ্বরী শ্রীরাধার ইচ্ছাক্রমে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গে সম্মত হইয়া থাকে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণেরও তাঁহাদের সহিত মিলন-বাসনা জাগে। কিন্তু সেবৈকনিষ্ঠত্বহেতু মঞ্জরীগণের প্রেম জাগ্রত-দশায় তো নহেই, স্বপ্নেও শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গে তাঁহাদের ইচ্ছা জাগায় না, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেরও তাঁহাদের সহিত

মিলনেচ্ছা কখনই জাগে না। তবে তাঁহাদের সঙ্গে যে মিলনের নিমিত্ত অনুরোধাদি করিয়া থাকেন, তাহা কেবল পরিহাস বা বাহ্যিক মাত্র—যথার্থ নহে। ইঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলনের নিমিত্ত শ্রীরাধার চেষ্টাটিও তদনুরূপ বাহ্য বা পরিহাসই বুঝিতে হইবে।

মঞ্জরীগণের এই ঐকান্তিক ভাবশুদ্ধির নিমিত্ত শ্রীরাধা তাঁহাদিগকে স্বীয় আত্মার ন্যায় অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, তাই শ্রীযুগলের মিলনাদি স্থানে ইঁহাদের অবাধগতি স্বতঃই সিদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রীযুগল ইঁহাদিগকে স্বীয় শৃঙ্গাররসের খেলার আবেশের মূর্তি বলিয়াই মনে করেন। মঞ্জরীগণের এই অনন্য-সৌভাগ্যের নিমিত্ত ইঁহারা প্রেমের-রাজ্যে সর্বোর্দ্ধ্ব কক্ষায় স্থিতা। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের ইঁহাদেরই আনুগত্যময় ভজন। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনর্পিতচরী করুণার অবদান।

"শ্রীরূপমঞ্জরী সার, শ্রীরতিমঞ্জরী আর, লবঙ্গ-মঞ্জরী মঞ্জুলালী।
শ্রীরসমঞ্জরী-সঙ্গে, কস্তুরিকা আদি রঙ্গে, প্রেমসেবা করে কুতূহলী॥
এ সব-অনুগা হৈয়া, প্রেমসেবা নিব চাইয়া, ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজ।
রূপে গুণে ডগমগি, সদা হব অনুরাগী, বসতি করিব সখীমাঝ॥
বৃন্দাবনে দুইজন, চতুর্দ্দিকে সখীগণ, সময় বুঝিয়া রসসুখে।
সখীর ইঙ্গিত হবে, চামর ঢুলাব কবে, তাম্বূল যোগাব চাঁদমুখে॥
যুগল-চরণ সেবি, নিরন্তর এই ভাবি, অনুরাগী থাকিব সদায়।
সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধদেহে পাব তাহা, রাগপথের এই সে উপায়॥"

(প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—'সেই রূপমঞ্জরী প্রমুখা শ্রীরাধাদাসীগণকে আমি আশ্রয় করি।' শ্রীপাদের শ্রীরূপানুগত্যে ভজন ও যুগল-সেবার কথা এই স্তবাবলী গ্রন্থে বহুস্থানে বহুপ্রকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথাস্থানে আমরা তাহা অবগত হইতে পারিব।

"তাম্বূলদান, পাদমর্দ্দন, জলদানাদিতে।
নিত্য অভিসারে রাধায় করে পরিতৃপ্তে॥
প্রাণপ্রেষ্ঠ যত সখী ললিতা প্রধানা।
তাঁহাদের হ'তে যাঁরা সেবাতে প্রবীণা॥
নিঃসঙ্কোচ-চিত্তে তাই রহঃকেলিস্থানে।
সেবাকার্যে করে যারা গমনাগমনে॥
শ্রীরূপমঞ্জরী আদি রাধাদাসীগণে।
আশ্রয় লইয়া ভজি এই মোর মনে॥" ৩৮॥

তৃণীকৃত্য স্ফারং সুখজলধিসারং স্ফুটমপি
স্বকীয়ং প্রেম্ণাং যে ভর-নিকর-নম্রা মুররিপোঃ।
সুখাভাসং শশ্বৎ প্রথয়িতুমলং প্রৌঢ়কুতুকাদ্-
যতন্তে তান্ ধন্যান্ পরমিহ ভজে মাধবগণান্ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ। যাঁহারা স্বীয় সুখরূপ অমৃতকে তৃণবৎ তুচ্ছ করত প্রেমনমিত-চিত্তে কৌতুকভরে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের সুখ-সন্ততি বিস্তারের নিমিত্ত প্রযত্ন করিতেছেন, আমি সেই পরম ধন্য **শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরগণ**কে ভজন করি ॥ ৩৯ ॥

টীকা। প্রসিদ্ধাপ্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ পরিবারান্ স্তৌতি—তৃণীতি। তান্ ধন্যান্ প্রেমবতঃ কৃষ্ণ-গণানিহ ব্রজে পরং কেবলং ভজে সেবে নতু তত্তোষং যথাস্যাত্তথা পরিচরিতুং শক্নোমীত্যর্থঃ। যে স্ফুটং প্রকটমপি স্বকীয়ং সুখজলধিসারং সুখরূপামৃতং তৃণীকৃত্য তৃণমিবাতিতুচ্ছং কৃত্বা প্রেম্ণাং ভরেণ নম্রা নতাঃ সন্তঃ মুররিপোঃ সুখাভাসং সুখপ্রকাশং শশ্বন্নিরন্তরং প্রথয়িতুং প্রৌঢ়কুতুকাদলমতিশয়ং যতন্তে যত্নং কুর্ব্বন্তি ॥ ৩৯ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ এই শ্লোকে প্রসিদ্ধাপ্রসিদ্ধ ব্রজের নিখিল শ্রীকৃষ্ণ-পরিকর-গণের স্তব করিতেছেন। স্বসুখবাসনার সম্বন্ধ ভুলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখ-বিধানের নিমিত্তই যাঁহাদের দেহ, মন, প্রাণ উৎসর্গীকৃত। "যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে।" (ভাঃ-১০৷১৪৷৩৫)। যে ব্রজবাসী কৃষ্ণপরিকরগণের দেহ, গৃহ, সম্পদ্, পুত্র, প্রাণাদি সবই শ্রীকৃষ্ণসুখের নিমিত্ত নিয়োজিত। 'না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ, তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য' (চৈঃচঃ)। ইহা ব্রজবাসিপরিকর-গণই বলিতে পারেন, অন্যে পারেন না। কারণ একে ত স্বভাবতই ভক্তি শ্রীভগবানের সুখভাবনায় ভক্তের চিত্তবৃত্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া দেয়—"বিষয়ানুকূল্যাত্মকস্তদানুকূল্যানুগততৎস্পৃহাতদনুভবহেতুকোল্লাসময়-জ্ঞানবিশেষঃ প্রিয়তা" (প্রীতিসন্দর্ভ-৬১ অনুঃ)। "বিষয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আনুকূল্য বা সুখবিধানেচ্ছাই যে প্রীতির আত্মা বা জীবন, বিষয়ের যাহাতে আনুকূল্য হয়; অর্থাৎ কৃষ্ণ যাহাতে সুখী হন, তদনুগতভাবে তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত যাহাতে স্পৃহা জাগে এবং কৃষ্ণ সুখী হইলে সেই সুখানুভবে ভক্ত সুখী হইয়া থাকেন, ভক্তের স্বতন্ত্র কোন সুখাভিলাষ থাকে না, আবার ঐশ্বর্যজ্ঞান-গন্ধশূন্য ব্রজভক্তিতে শ্রীভগবানের সমস্ত ঐশ্বর্য বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে সম্বন্ধানুরূপ 'মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি' বলিয়াই মনে হয়। তখন শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ অনিষ্টচিন্তায় ব্রজপ্রেমিকের হৃদয় ব্যগ্র, শ্রীকৃষ্ণের কিরূপে সুখ সাধিত হইবে, এই ভাবনায় ভক্তচিত্ত তন্ময়। তৎকালে আপনা আপনি স্বীয় সুখানুসন্ধান তৃণতুল্য তুচ্ছ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখ-সন্ততি বিস্তারের নিমিত্ত অহরহ সাতিশয় প্রযত্ন প্রকাশ পাইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের সুখচিন্তাতেই ক্রমশঃ তাঁহাদের নিখিল চিত্তবৃত্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া যায়, নিজের দিক্‌টা সম্পূর্ণ ভুল হইয়া যায়। তাই মহাজন বলিয়াছেন—"ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম, যেন জাম্বুনদ-হেম, আত্মসুখের যাঁহা নাহি গন্ধ।" (চৈঃ চঃ)

তস্যাঃ ক্ষণাদর্শনতো ম্রিয়ন্তে সুখেন তস্যাঃ সুখিনো ভবন্তি।
স্নিগ্ধাঃ পরং যে কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ প্রাণেশ্বরীপ্রেষ্ঠগণান্ ভজে তান্ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ। যাঁহারা শ্রীরাধার ক্ষণকাল অদর্শনে মৃতপ্রায় হন, শ্রীরাধার সুখেই যাঁহারা নিজেকে পরম সুখী বলিয়া মনে করেন, সেই পরম পুণ্যবতী সুস্নিগ্ধচিত্তা প্রাণেশ্বরী শ্রীরাধার **পরম-প্রিয়গণ**কে আমি ভজন করি ॥ ৪০ ॥

টীকা। শ্রীরাধিকাপ্রিয়গণান্ স্তৌতি—তস্যা ইতি। প্রাণেশ্বরী প্রেষ্ঠগণান্ শ্রীরাধিকাপ্রিয়গণান্ তান্ ভজে। যে তস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ ক্ষণাদর্শনতঃ ক্ষণে স্বল্পকালেঽপি যদদর্শনং তস্মাৎ ম্রিয়ন্তে মৃতা ইব ভবন্তি। তস্যাঃ সুখেন সুখিনোঽপি ভবন্তি। অতঃ স্নিগ্ধাঃ পরমস্নেহযুক্তাঃ যতঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ কৃতানাং ক্রিয়াণাং যানি পুণ্যানি শোভনানি তেষাং পুঞ্জা রাশয়ো যেষু তে শ্রেষ্ঠক্রিয়াবন্ত ইত্যর্থঃ। পুণ্যং শোভনে ত্রিষু। ক্লীবং ধর্ম্মে চ সুকৃতে ইতি মেদিনী ॥ ৪০ ॥

জাম্বুনদস্বর্ণে যেমন কোন মালিন্য নাই, তদ্রূপ স্বসুখ-বাসনাশূন্য নিরুপাধি ব্রজপ্রেমে কোন মালিন্য থাকে না। শ্রীপাদ বলিতেছেন—'আমি সেই ধন্য শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরগণকে ভজন করি।' শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী ব্রজপরিকরগণের আনুগত্যে ভজনকারীর মধ্যেও ধন্যতার একটু তারতম্য দেখাইয়াছেন—

"ধন্যো লোকে মুমুক্ষুর্হরিভজনপরো ধন্যধন্যস্ততোঽসৌ
ধন্যো যঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজরতিপরমো রুক্মিণীশপ্রিয়োঽতঃ।
যাশোদেয়-প্রিয়োঽতঃ সুবলসুহৃদতো গোপীকান্তপ্রিয়োঽতঃ
শ্রীমদ্বৃন্দাবনেশ্বর্যতিরসবিবশারাধকঃ সর্ব্বমূর্দ্ধ্নি ॥" (বৃঃ মঃ-২।৩৪)

"এই বিশ্বে যাঁহারা মুমুক্ষু তাঁহারা ধন্য, যাঁহারা হরিভজন-পরায়ণ তাঁহারা ধন্যাতিধন্য, তাঁহাদিগের হইতে উৎকৃষ্ট যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে পরমাসক্তিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের হইতেও আবার রুক্মিণীবল্লভের প্রিয়গণ-ধন্য, তাঁহাদের হইতে যশোদানন্দনের প্রিয়গণ আরও প্রশংসনীয় তাহা হইতে সুবলসখার প্রিয়গণ আরও ধন্য, আবার তাহা হইতে গোপীজনবল্লভের ভজনপরায়ণগণ আরও ধন্য—কিন্তু শ্রীমদ্বৃন্দাবনেশ্বরীর পরমরস-বিবশারাধকই অর্থাৎ রাধাদাস্যভাবের ভক্তগণই সকলের শিরোমণি।" ব্রজপরিকরগণের ভাবে তন্ময় হইয়া শ্রীপাদ তাঁহাদের ভজন কামনা করেন।

"তৃণতুল্য তুচ্ছ ভাবি নিজসুখ যত।
প্রেমভরে হয়ে যাঁরা সদা অবনত ॥
প্রাণনাথ গোবিন্দের সুখ-পুষ্টি তরে।
সতত আনন্দমনে কত যত্ন করে ॥
শ্রীকৃষ্ণের পরিবার ধন্য ভক্তগণে।
ভজন করিব সদা এই মোর মনে ॥" ৩৯ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ এই শ্লোকে শ্রীমতী রাধারাণীর পরমপ্রিয়গণকে স্তব করিতেছেন। ইতিপূর্বে শ্রীরাধার সব সখীগণের ও কিঙ্করী বা মঞ্জরীগণের স্তুতি করিয়াছেন। এই শ্লোকে "প্রাণেশ্বরী প্রেষ্ঠগণান্" বলিয়া যাঁহাদের স্তব করিতেছেন, কোন বিশেষ অভিপ্রায়েই তাঁহাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ শ্রীরাধার সেই প্রেষ্ঠগণের লক্ষণে বলিয়াছেন—"তস্যাঃ ক্ষণাদর্শনতো ম্রিয়ন্তে" অর্থাৎ "শ্রীরাধার ক্ষণকাল অদর্শনে যাঁহারা মৃতপ্রায় হইয়া থাকেন।" শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতে (৮।২৩-২৪) শ্রীরাধার পরিচারিকা বা মঞ্জরীগণের স্বভাব উল্লেখ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

"ক্ষণং চরণবিচ্ছেদাচ্ছ্রীশ্বর্য্যাঃ প্রাণহারিণীম্। পদারবিন্দসংলগ্নতয়ৈবাহনিশং স্থিতাম্ ॥
বহুন কিং স্বকান্তেন ক্রীড়ন্ত্যাপি লতাগৃহে। পর্য্যঙ্কাধিষ্ঠাপিতাং বা বস্ত্রৈর্বাচ্ছাদিতাং ক্বচিৎ ॥"

"ক্ষণকাল ঈশ্বরী শ্রীরাধার চরণ-বিচ্ছেদ যাঁহাদের প্রাণহারিণী হইয়া থাকে। এইজন্য যাঁহারা অহর্নিশি শ্রীরাধার পাদপদ্ম-সান্নিধ্যেই অবস্থান করিয়া থাকেন। অধিক আর কি বলিব, লতাগৃহে নিজ কান্তের সহিত ক্রীড়াকালেও শ্রীমতী তাঁহাদের শয্যাতেই রাখেন, কখনও বা বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখেন।" যেহেতু তাঁহারা ক্ষণকাল ঈশ্বরীর দর্শন না পাইলেই মৃতপ্রায়া হন। সেবাময় বিগ্রহ, ক্ষণকালের জন্য সেবা ত্যাগ তাঁহাদের প্রাণহারক হইয়া থাকে।

"রাধা-পদাব্জসেবান্যস্পৃহা-কালত্রয়োজ্ঝিতাম্। রাধা-প্রীতিসুখাম্ভোধাবপারে বুড়িতাং সদা ॥
রাধাপদাম্বুজাদন্যৎ স্বপ্নেঽপি ন চ জানতীম্। রাধা-সম্বন্ধসংধাবৎ প্রেমসিন্ধোর্ঘশালিনীম্ ॥"
(ঐ-৮।৩৫-৩৬)

"শ্রীরাধাপাদপদ্ম-সেবা ব্যতীত ত্রিকালেও তাঁহাদের অন্য স্পৃহা নাই। অপার রাধাপ্রীতি-সুখ-সিন্ধুতে যাঁহারা নিত্য নিমগ্ন হইয়া আছেন। শ্রীরাধার পাদপদ্ম-সেবা ব্যতীত স্বপ্নেও যাঁহারা অন্য কিছুই জানেন না। শ্রীরাধাসম্বন্ধে সংধাবিত প্রেমসিন্ধুর তরঙ্গাবলিদ্বারা যাঁহারা শোভা পাইয়া থাকেন।" সুতরাং এই শ্লোকে রাধাগত প্রাণা মঞ্জরীগণেরই বন্দনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

আবার বলিয়াছেন—"সুখেন তস্যাঃ সুখিনো ভবন্তি" 'শ্রীরাধার সুখেই যাঁহারা সুখী হইয়া থাকেন।' লতায় জলসিঞ্চনে যেমন পল্লব ও মঞ্জরীগুলি তৎকালেই উৎফুল্ল হইয়া উঠে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃতে শ্রীরাধালতা সিক্তা হইলে শ্রীরাধার কিঙ্করী বা মঞ্জরীগণ পরমানন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। শ্রীরাধার সুখ-দুঃখাদি যাঁহাদের মধ্যে দর্পণে প্রতিবিম্বিত বস্তুর ন্যায় যথাবৎ প্রতিফলিত হইয়া থাকে।

"পতত্যস্রে সাস্রা ভবতি পুলকে জাতপুলকাঃ
স্মিতে ভাতি স্মেরা মলিমনি জাতে সুমলিনাঃ।
অনাস্বাদ্য স্বালীর্মুকুরমভিবীক্ষ্য স্ববদনং
সুখং বা দুঃখং বা কিমপি কথনীয়ং মৃগদৃশঃ ॥" (অলঙ্কার কৌস্তুভঃ-৫'১৫৮)

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"অয়ি মৃগনয়নাগণ! তোমরা যতক্ষণ স্বকীয় সখীবৃন্দকে প্রাপ্ত না হও, ততক্ষণ দর্পণে স্বীয় মুখমণ্ডল অবলোকনপূর্বক সুখ বা দুঃখ জ্ঞাত হইয়া তাহা বর্ণন করিতে পার। কিন্তু সখীবৃন্দ সম্মুখে উপস্থিত থাকিলে তোমাদের দর্পণের প্রয়োজন কি? তাহারা দর্পণের সাধর্ম ধারণ করে বলিয়া তদ্দ্বারা তোমাদের সকল কার্য সম্পন্ন হয়। দেখ, তোমাদের অশ্রুবিন্দু পতিত হইলে তাহারা সাশ্রুমুখী হয়, তোমাদের দেহ পুলকিত হইলে তাহারা রোমাঞ্চিত হয়, তোমরা হাস্য করিলে তাহারা সহাস্যা হয়, তোমাদের মালিন্যে তাহারা সুমলিনা হয়।" শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (১১।১৩৭) বর্ণিত আছে—

"স্পৃশতি যদি মুকুন্দো রাধিকাং তৎসখীনাং ভবতি বপুষি কম্প-স্বেদ-রোমাঞ্চ-বাষ্পম্।
অধর-মধু মুদাস্যাশ্চেৎ পিবত্যেষ যত্নাদ্ভবতি বত তদাসাং মত্ততা চিত্রমেতৎ।"

"শ্রীকৃষ্ণ যদি শ্রীরাধাকে স্পর্শ করেন, তাহা হইলে আনন্দে তাঁহার সখীদিগের শরীরে কম্প, স্বেদ, রোমাঞ্চ, বাষ্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইয়া থাকে, যদি শ্রীকৃষ্ণ সহর্ষে শ্রীরাধার অধরমধু পান করেন, তাহা হইলে তাঁহার সখীদিগের যে মত্ততা উপস্থিত হয়—ইহা অতি আশ্চর্য।" আবার কুঞ্জরন্ধ্রে নয়ন দিয়া শ্রীশ্রীরাধামাধবের কেলিমাধুরী দর্শনে ইঁহাদের যে সুখোদয় হয়, তাহার তুলনা কুত্রাপি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

"রাধানাগরকেলিসাগরনিমগ্নালীদৃশাং যৎসুখং
নো তল্লেশলবায়তে ভগবতঃ সর্ব্বোঽপি সৌখ্যোৎসবঃ॥" (বৃঃ মঃ-১৫৪)

"শ্রীরাধানাগরের কেলি-সিন্ধুতে নিমগ্ন সখীর নয়নের যে সুখ হয়, ভগবৎ-রাজ্যের নিখিল সুখোৎসব তাহার লবলেশ তুল্যও নহে।" শ্রীরাধারাণীর সুখ কিঙ্করীগণে সর্বাধিকরূপে অনুভূত হইয়া থাকে।

শেষে বলিলেন—"স্নিগ্ধাঃ পরং যে কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ, প্রাণেশ্বরীপ্রেষ্ঠগণান্ ভজে তান্।" "যাঁহারা সুস্নিগ্ধচিত্তা ও ভূরি ভূরি পুণ্যকারিণী, সেই প্রাণেশ্বরী শ্রীরাধার পরমপ্রিয়গণকে আমি ভজন করি।" শ্রীরাধার কিঙ্করীগণে নিষ্কামতার চরমতা বলিয়া সখীমণ্ডলীতে ইঁহাদের স্নিগ্ধচিত্ততার তুলনা নাই। ইঁহারা নামে মঞ্জরী, স্বভাবেও মঞ্জরী, ভ্রমরকে কখনই বিলসিত হইতে দেন না। মঞ্জরী প্রফুল্লিত কুসুমের চারিপাশে থাকিয়া যেন কুসুমের প্রতি ভ্রমরের লিপ্সা বর্ধিত করে, তদ্রূপ ইঁহারা সতত শ্রীরাধার প্রতি মধুসূদনের লিপ্সাকে বাড়াইয়া থাকেন। ইঁহাদিগকে "কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ" বলা হইয়াছে; কিন্তু এমন কোন পুণ্য বিশ্বে নাই, যদ্দ্বারা শ্রীশ্রীরাধামাধবের এই প্রকার সেবা-সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে। শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ "ইত্থং সতাং" ইত্যাদি (ভাঃ-১০।১২।১১) শ্লোকের শেষোক্ত "কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ" শব্দের লঘুতোষণী-টীকায় লিখিয়াছেন—"অতস্তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জা ইতি লোকোক্তিঃ। বস্তুতস্তু কৃতানাং চরিতানাং ভগবতঃ পরমপ্রসাদহেতুত্বেন পুণ্যাশ্চারবঃ পুঞ্জা যেষাং তে ইত্যর্থঃ। পুণ্যস্তু

সাপত্ন্যোচ্চয়রজ্যদুজ্জ্বলরসস্যোচ্চৈঃ সমৃদ্ধয়ে
সৌভাগ্যোদ্ভটগর্ব্ববিভ্রমভৃতঃ শ্রীরাধিকায়াঃ স্ফুটম্।
গোবিন্দঃ স্মরফুল্লবল্লব-বধূবর্গেণ যেন ক্ষণং
ক্রীড়ত্যেষ তমত্র বিস্তৃতমহাপুণ্যং চ বন্দামহে ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ। সৌভাগ্য, সাতিশয় গর্ব, বিভ্রমাদি নায়িকাগুণবিশিষ্ট শ্রীরাধার শৃঙ্গাররসপুষ্টির নিমিত্ত তাঁহার সাপত্ন্যভাবে শ্রীকৃষ্ণ যে সকল কন্দর্পরসোৎফুল্লা ব্রজসুন্দরীগণের সহিত ক্ষণকাল ক্রীড়া করিয়া থাকেন, সেই সকল মহাপুণ্যবতী **চন্দ্রাবলী** প্রমুখ ব্রজসুন্দরীগণকে আমি বন্দনা করি ॥ ৪১ ॥

টীকা। শ্রীরাধিকায়া মান বিপ্রলম্ভপোষিকাত্বেন তদ্বিপক্ষরমণীং চন্দ্রাবলীপ্রভৃতিং স্তৌতি—সাপত্ন্যেতি। বিস্তৃতমহাপুণ্যং তম্ অত্র ব্রজে বন্দামহে। কঃ স ইত্যাহ যেন স্মরফুল্লবল্লববধূবর্গেণ সহ এষ গোবিন্দঃ ক্ষণমল্পকালং স্ফুটং তদীর্ষাজননায় স্পষ্টং যথাস্যাত্তথা ক্রীড়তি। স্মরেণ কামেন ফুল্লা প্রফুল্লা যা বল্লববধূর্গোপস্ত্রী তস্যাঃ সমূহস্তেন। ক্ষণং কথং ক্রীড়তি তত্রাহ। শ্রীরাধিকায়াঃ সাপত্ন্যোচ্চয়রজ্যদুজ্জ্বলরসস্যোচ্চৈঃ সমৃদ্ধয়ে অত্যন্ত প্রাদুর্ভাবায় সাপত্ন্যং সপত্নী-ধর্ম্মস্তেনোচ্চয়মত্যন্তং রজ্যন্ প্রকাশমানো য উজ্জ্বলরসঃ শৃঙ্গাররসস্তেন। কিন্তুতস্য রসস্য সৌভাগ্যেন শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রেষ্ঠাঽহসাবেবৈতৎ প্রেমজানাতি নান্যেতি এতদ্রূপেণ য উদ্ভটোঽত্যন্তো গর্ব্বস্তেন বিভ্রমং ভাবহাবাদিকং বিভ্রতী যস্মাত্তস্যেতি ব্যধিকরণ বহুব্রীহিঃ। শ্রীরাধিকা বিশেষণমিতি বা তত্র গর্ব্বস্য বিভ্রমো বিলাসঃ ॥ ৪১ ॥

চার্ব্বপীত্যমরঃ।" অর্থাৎ "শ্রীশুকমুনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার-পরায়ণ সখাগণের ভূয়সী প্রশংসা করিতে গিয়া তাঁহাদের "কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ" বা পূর্বোক্ত জ্ঞানী, ঐশ্বর্যজ্ঞান-পরায়ণ দাসভক্তগণ ও মায়াশ্রিত জনগণ অপেক্ষা অধিক সুকৃতিশালী বলিয়াছেন। ইহা লোকোক্তি মাত্র। বস্তুতঃ 'পুণ্য' শব্দের অপর একটি অর্থ 'চারু' বা মনোরম, ইহা অমরকোষে দেখা যায়। 'কৃত' শব্দের অর্থ 'চরিত', যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত এতাদৃশ চারু বা মনোহর চরিত বা লীলার নিমিত্তই তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ বশ্যতা জানিতে হইবে।" এখানেও তদ্রূপ মঞ্জরীগণের যে চারুশীলতা বা আত্মসুখ-বাসনাগন্ধশূন্য শ্রীযুগলের সেবৈক-নিষ্ঠতা তাহাকেই 'কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীপাদ বলিতেছেন—'সেই শ্রীরাধার পরমপ্রেষ্ঠ কিঙ্করীগণের আমি ভজন করি।'

"ক্ষণকাল শ্রীরাধার অদর্শন হলে।
মৃতপ্রায় হয়—যাঁরা বিরহ-অনলে ॥
শ্রীরাধার সুখে যাঁরা হয় আত্মহারা।
কি বিচিত্র পুণ্যপুঞ্জ করিয়াছে তাঁরা ॥
প্রাণেশ্বরীর স্নেহার্দ্র-চিত্তা প্রেষ্ঠগণে।
ভজন করিব আমি এই বাঞ্ছা মনে ॥" ৪০ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ গোস্বামিচরণ এই শ্লোকে শ্রীরাধার বিপক্ষা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি ব্রজসুন্দরীগণের বন্দনা করিতেছেন। ব্রজে সাক্ষাৎ শৃঙ্গাররসরাজ শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ড মহাভাববতী শ্রীরাধার সঙ্গেই অখণ্ড বিহার হইয়া থাকে। শ্রীপাদ শুকমুনি বলিয়াছেন—"রেমে তয়া চাত্মরত আত্মা-রামোহপ্যখণ্ডিতঃ" (ভাঃ-১০।৩০।৩৪)। 'শ্রীভগবান্ নিত্যতৃপ্ত ও আত্মারাম হইয়াও শ্রীরাধারাণীর সহিত অখণ্ড বিহার করিলেন।' 'রাত্রিদিন কুঞ্জক্রীড়া করে রাধাসঙ্গে' (চৈঃ চঃ)। শ্রীরাধারাণীর সহিত ক্রীড়ারসের মাধুর্যকে পরিপুষ্ট বা সমৃদ্ধ করিবার জন্যই চন্দ্রাবলী প্রভৃতি ব্রজসুন্দরীগণ বিপক্ষা নায়িকার ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন (উঃ নীঃ-হরিবল্লভা প্রঃ-১ ও ২)—

"আসাং চতুর্বিধো ভেদঃ সর্ব্বাসাং ব্রজসুভ্রুবাম্। স্যাৎ স্বপক্ষঃ সুহৃৎপক্ষস্তটস্থঃ প্রতিপক্ষকঃ ॥
সুহৃৎপক্ষ-তটস্থৌ তু প্রাসঙ্গিকতয়োদিতৌ। দ্বৌ স্বপক্ষবিপক্ষাখ্যৌ ভেদাবেব রসপ্রদৌ ॥"

"এই ব্রজসুন্দরীগণের ভাবসাজাত্যাদি নিবন্ধন চারিপ্রকার ভেদ হইয়া থাকে, স্বপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ, তটস্থ ও প্রতিপক্ষ। ইঁহাদের মধ্যে স্বপক্ষ ও বিপক্ষভেদই বিশেষ রসপ্রদ।" বস্তুতঃ ব্রজে মহাভাব-স্বরূপিণী মাদনাখ্য-ভাববতী শ্রীরাধার প্রেম-মহত্বের তুলনা নাই, কিন্তু শ্রীরাধার খণ্ডিতা, মান, কলহান্তরি-তাদি রসময় দশাগুলির উদ্ভাবনজন্য সাক্ষাৎ ব্রজের শৃঙ্গাররসই চন্দ্রাবলী প্রভৃতির মধ্যে শ্রীরাধার সহিত সাম্যাভিমান জাগাইয়া সাপত্ন্যদশার সৃষ্টি করিয়াছে।

"নাংশোহপ্যন্যত্র রাধায়াঃ প্রেমাদিগুণসম্পদাম্।
রসেনৈব বিপক্ষাদৌ মিথঃ সাম্যমিবার্প্যতে ॥" (ঐ-৫১)

বিশুদ্ধ প্রেমরসে প্রবীণা গোপিকাগণ নানাবিধ ভাবোপচারে প্রেমময়বপু প্রেমাধীন শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিয়া সুখী করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ গোপিকার ভাবচন্দ্র রাধাভাবসিন্ধুকে নানাভাবে উচ্ছ্বসিত করিয়া থাকে এবং শ্রীকৃষ্ণ সেই উচ্ছলিত ভাবসিন্ধুতে অশেষ-বিশেষে সন্তরণ-সুখ ভোগ করিয়া থাকেন।

"প্রেমময়-বপু কৃষ্ণ ভক্তপ্রেমাধীন। শুদ্ধ প্রেমরস-গুণে গোপিকা প্রবীণ ॥
গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাসদোষ। অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ ॥
'বামা' এক গোপীগণ 'দক্ষিণা' একগণ। নানা ভাবে করায় কৃষ্ণে রস-আস্বাদন ॥
গোপীগণমধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধাঠাকুরাণী। নির্ম্মল-উজ্জ্বলরস-প্রেমরত্ন-খনি ॥
বয়সে 'মধ্যমা' তেঁহো—স্বভাবেতে 'সমা'। গাঢ়প্রেমভাবে তেঁহো নিরন্তর 'বামা' ॥
বামাস্বভাবে 'মান' উঠে নিরন্তর। উঁহার বাম্যে উঠে কৃষ্ণের আনন্দসাগর ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৪শ পরিঃ)

উজ্জ্বলরসরত্নখনি শ্রীরাধা 'মধ্যা' নায়িকা, "সর্ব্ব এব রসোৎকর্ষো মধ্যায়ামেব যুজ্যতে" (উঃ নীঃ-নায়িকাভেদ-৪২) অর্থাৎ মধ্যা নায়িকাতে সর্বপ্রকার রসোৎকর্ষ প্রকাশ পাইয়া থাকে। তিনি প্রগাঢ়প্রেমভাবে সতত 'বামা', তাঁহার শ্রীকৃষ্ণে মদীয়তাময় ভাব। সতত তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণ আমার' বলিয়াই

অভিমান হয়। এই জন্যই তাঁহাতে সৌভাগ্য, গর্ব, বিভ্রমাদি তরঙ্গগুলি বিচিত্ররূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সৌভাগ্য, বিভ্রমাদি ভাবের নিমিত্তই 'গর্ব' নামক সঞ্চারীর প্রকাশ হয়। "সৌভাগ্য-রূপতারুণ্য-গুণ-সর্ব্বোত্তমাশ্রয়ৈঃ। ইষ্টলাভাদিনা চান্যহেলনং গর্ব্ব ঈর্য্যতে॥" (ভঃ রঃ সিঃ-২।৪।৪১)। "সৌভাগ্য, রূপ, তারুণ্য, গুণ, সর্বোত্তমাশ্রয় এবং ইষ্টলাভাদিহেতু অন্যের প্রতি হেলাকে 'গর্ব' বলে।" "বল্লভপ্রাপ্তি-বেলায়াং মদনাবেশ-সম্ভ্রমাৎ। বিভ্রমো হারমাল্যাদিভূষাস্থানবিপর্য্যয়ঃ॥" (উঃ নীঃ অনু প্রঃ-৩৯)। প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তিকালে প্রবল মদনাবেশ বশতঃ হার, মাল্যাদির যে বিপর্যয় বা অন্যস্থানে ধারণ, তাহার নাম 'বিভ্রম' ইত্যাদি নানা ভাবালঙ্কারে প্রেমময়ী শ্রীরাধার অঙ্গভূষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখাব্ধি-তরঙ্গকে উচ্ছলিত করিয়া থাকে।

"কৃষ্ণের দর্শন যদি পায় আচম্বিতে। নানা-ভাব-বিভূষণে হয় বিভূষিতে॥
অষ্টসাত্ত্বিক, হর্ষাদি ব্যভিচারী আর। সহজ-প্রেম বিংশতি ভাব অলঙ্কার॥
কিলকিঞ্চিত, কুট্টমিত, বিলাস, ললিত। বিব্বোক, মোট্টায়িত, আর মৌগ্ধ্য চকিত॥
এত ভাব-ভূষায় ভূষিত রাধা-অঙ্গ। দেখিলে উছলে কৃষ্ণের সুখাব্ধি-তরঙ্গ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৪শ পরিঃ)

এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবসিন্ধুতে মান, কলহান্তরাদি নানাভাবের তরঙ্গ জাগাইয়া সেই ভাবসিন্ধুর মাধুরী আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীরাধার একান্ত বশীভূত হইয়াও দক্ষিণা-স্বভাবা চন্দ্রাবলীর সহিত ক্ষণকাল ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তত্ত্বতঃ চন্দ্রাবলী প্রভৃতি মদনাবেশে সমুৎফুল্লা সমস্ত ব্রজসুন্দরীই শ্রীরাধার কায়ব্যূহ। শ্রীরাধার রসমাধুর্যের বর্ধক ও পোষক।

"লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভববিলাসাংশরূপ। মহিষীগণ বৈভব প্রকাশ-স্বরূপ॥
আকার স্বভাব ভেদে ব্রজদেবীগণ। কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ॥
বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস। লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥" (চৈঃ চঃ)

তবু উচ্ছলিত রাধা-মাধুরী শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করাইবার জন্য রসই চন্দ্রাবলী প্রভৃতির প্রতি শ্রীরাধার সাপত্ন্যভাব আনয়ন করিয়াছে। শ্রীপাদ বলিতেছেন—'সেই মহাপুণ্যবতী শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতির শ্রীরাধার বিপক্ষাগণের বন্দনা করি।' ইহা সাধকাবেশের উক্তি। শ্রীপাদ শ্রীরাধারাণীর নিত্যকিঙ্করী, যখন সিদ্ধস্বরূপাবেশে থাকেন, তখন শ্রীমতীর বিপক্ষা চন্দ্রাবলীর প্রতি বিরোধভাবেরই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। ভক্তিরত্নাকরে (৫ম তরঙ্গে) লিখিত আছে—

"দাস নামে এক ব্রজবাসী এথা রয়। দাসগোস্বামীর তাহে স্নেহ অতিশয়॥
তেঁহো একদিন সখীস্থলী গ্রামে গেলা। বৃহৎ পলাশপত্র দেখি তুলি নিলা॥
দাসগোস্বামীর কথা মনে মনে কহে। অন্নাদিক ত্যাগ কৈলা দারুণ বিরহে॥
এক দোনা তক্র পিয়ে নিয়ম তাহার। ইথে কিছু অতিরিক্ত হইবে আহার॥

ব্রহ্মাণ্ডাৎ পরমুচ্ছলৎসুখভরং তৎকোটিসংখ্যাদপি
প্রেম্ণা কৃষ্ণ-সুরক্ষিতাঃ প্রতিমুহুঃ প্রাপ্তাঃ পরং নির্বৃতাঃ।
কামং তৎপাদপদ্মসুন্দরনখপ্রান্তস্খলদ্রেণুকা-
রক্ষাব্যগ্রধিয়ঃ স্ফুরন্তি কিল যে তান্ গোপবর্য্যান্ ভজে ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ। যাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডাতীত প্রচুরতর সুখাতিশয় প্রাপ্ত হইয়া নিজেকে পরম সুখী বলিয়া মনে করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদিগকে কোটি ব্রহ্মাণ্ড অপেক্ষাও প্রেমদ্বারা উত্তমরূপে রক্ষা করিতেছেন, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মস্থ সুন্দর নখপ্রান্ত হইতে স্খলিত রেণুকণিকার রক্ষণে সতত ব্যগ্রচিত্ত, আমি সেই **গোপশ্রেষ্ঠগণ**কে ভজন করি ॥ ৪২ ॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণস্যাতিপ্রিয়ান্ গোপান্ স্তৌতি—ব্রহ্মাণ্ডেতি। তান্ গোপবর্য্যান্ গোপশ্রেষ্ঠান্ ভজে। যে ব্রহ্মাণ্ডাৎ পরং ব্রহ্মাণ্ডাতীতম্ উচ্ছলদতিপ্রচরৎ সুখভরং সুখাতিশয়ং প্রতি মুহুর্বারংবারং প্রাপ্তাঃ সন্তঃ পরমত্যান্তং নির্বৃতাঃ অতিসুখিনঃ সন্তঃ কামং যথেষ্টং স্ফুরন্তি প্রকাশন্তে। কিম্ভূতাঃ তৎ-কোটিসংখ্যাদপি ব্রহ্মাণ্ডকোটিসংখ্যাদপি প্রেম্ণা কৃষ্ণসুরক্ষিতাঃ। সচাসৌ কোটিসংখ্যশ্চেতি কুষ্ঠকুব্জ-বন্নিপাতব্যত্যয়ঃ। পুনঃ কিম্ভূতাঃ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাদপদ্মস্য যৎ সুন্দরনখপ্রান্তং তস্মাৎ স্খলন্তো যে

ঐছে মনে করি ঘরে আসি দোনা কৈলা। তাহে তক্র লৈয়া রঘুনাথ-আগে আইলা ॥
নব্যপত্র-দোনা দেখি জিজ্ঞাসে গোসাঞী। এ বৃহৎ পত্র আজি পাইলা কোন্ ঠাঞি ॥
দাস কহে সখীস্থলী গেনু গোচারণে। পাইয়া উত্তমপত্র আনিনু এখানে ॥
'সখীস্থলী' নাম শুনি ক্রোধে পূর্ণ হৈলা। তক্রসহ দোনা দূরে ফেলাইয়া দিলা ॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া কহে দাসপ্রতি। সে চন্দ্রাবলীর স্থান,—না যাইবা তথি ॥
ইহা শুনি' দাস ব্রজবাসী স্থির হৈয়া। জানিলেন সাধকদেহেতে সিদ্ধক্রিয়া ॥"

শ্রীভগবানকে আস্বাদন করিবার দুইটি দিক্, একটি তত্ত্ব, অপরটি রস। তত্ত্বে শ্রীরাধার কায়ব্যূহ শ্রীরাধার রসমাধুরী-পুষ্টির সহায় চন্দ্রাবলী প্রভৃতি বন্দনীয়া হইলেও রসরাজ্যে সিদ্ধস্বরূপাবেশে ঈশ্বরীর বিপক্ষা বলিয়া তাঁহাদের প্রতি ঈর্ষা, দ্বেষাদিই প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং ইহাতেই রসের আস্বাদন সুচারুভাবে সম্পন্ন হয় ; প্রসঙ্গতঃ ইহাও জানিতে হইবে।

"সৌভাগ্য, গর্ব্ব, বিভ্রম, গুণাদি বিচিত্র।
শ্রীরাধার শৃঙ্গাররস-পুষ্টির নিমিত্ত ॥
শ্রীকৃষ্ণ সাপত্ন্যভাবে যাঁদের সহিত।
ক্ষণকাল ক্রীড়া করে সময় উচিত ॥
ভাগ্যবতী চন্দ্রাবলী আদি ব্রজাঙ্গনা।
তাঁহাদের পাদপদ্ম করিয়ে বন্দনা ॥" ৪১ ॥

রেণুকা ধূলয়স্তেষামাসম্যগ্ যা রক্ষা তত্র ব্যগ্রাশ্চঞ্চলা ধিয়ো বুদ্ধয়ো যেষাং তে। সর্ব্বাপদ্ভোঽস্মাকং রক্ষিতা শ্রীকৃষ্ণোঽন্যত্র কুত্রাপি কদাপি ন গচ্ছেৎ কেনোপায়েন সদাত্রৈব তিষ্ঠেদিতি যত্নবন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ এই শ্লোকে ব্রজের নিখিল গোপশ্রেষ্ঠগণের স্তুতি করিতেছেন। যাঁহারা নিত্যপরিকর, আত্মা অপেক্ষাও কোটিগুণপ্রেমে শ্রীকৃষ্ণকে একান্ত আপনজনরূপে নিজ-নিকটে পাইয়াছেন। অসুর-মারণাদি শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য দর্শনেও যাঁহাদের নন্দনন্দননিষ্ঠ বুদ্ধি কিছুতেই শিথিলিত হয় না এবং শ্রীকৃষ্ণে ভাবানুরূপ দুস্তজ্য অনুরাগও প্রতিনিয়ত বর্ধিতই হইয়া থাকে। তাই শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"তদেবং পরমমাধুর্য্যাতিশয়ানুভবস্বভাবত্বেন পরমজ্ঞানীত্বমেব শ্রীগোপালানামঙ্গীকৃতম্।……………তেষামপি যৎস্বভাবত্বেন সকলপ্রীতিজাতিচূড়ামণিরূপা পরা প্রীতিঃ স্বভাবত এবোদয়তে। যৎস্বভাবত্বেনৈব চাগন্তুকাদন্যজ্ঞানাৎ নাসৌ প্রীতির্ব্যভিচরতি। প্রত্যুত তদেব তিরস্করোতি। তেনান্তরায়প্রায়েণ বর্দ্ধতে চ। বিষয়িণাং বিষয়প্রীতিরিব। যতো বিষয়িণাং বিষয়েষু সদোষত্বে শ্রুতে দৃষ্টেঽপি রাগপ্রাপ্তগুণবত্ত্ববুদ্ধিঃ প্রবলা দৃশ্যতে" (প্রীতিসন্দর্ভঃ-১০০ অনুঃ)।

অর্থাৎ 'প্রচুররূপে পরম মাধুর্যের অনুভব করাই গোপগণের স্বভাব, এইজন্য তাঁহারাই পরম জ্ঞানী ইহা স্বীকৃত হইতেছে। তাঁহাদের এতাদৃশ স্বভাবহেতু প্রীতিজাতির চূড়ামণিরূপা পরমা প্রীতি স্বভাবতঃই তাঁহাদের মধ্যে উদিত হয়। আগন্তুক অন্যজ্ঞান হইতে তাঁহাদের প্রীতির ব্যভিচার ঘটে না। প্রত্যুত সেই স্বভাব অন্যজ্ঞানকে তিরস্কৃতই করিয়া থাকে। বিষয়িগণের বিষয়প্রীতির ন্যায় অন্তরায় সদৃশ আগন্তুক অন্যজ্ঞানদ্বারাও সেই প্রীতি বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইয়া থাকে। যেমন বিষয়িগণ বিষয় সকল দোষযুক্তা, ইহা শুনিলে এমনকি দেখিলেও অনুরাগহেতু সেই সকলে তাহাদের যে গুণযুক্ত বস্তু বলিয়া বুদ্ধি জন্মিয়াছিল সেই বুদ্ধিই প্রবল হইয়া থাকে। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের পরমমাধুর্য সর্বাধিকরূপে অনুভব করাই গোপগণের স্বভাব, এইজন্য শ্রীকৃষ্ণের মহান্ ঐশ্বর্যানুভবেও তাঁহাদের মাধুর্যানুভব সঞ্জাত প্রীতির কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। বরং তাহা সমধিক পরিপুষ্টই হইয়া থাকে। নিজজনের অতুলনীয় প্রভাব দর্শনে যেমন প্রীতিমানের প্রীতি পুষ্টই হয় তদ্রূপ।' ব্রজবাসিগণের গোলোক-দর্শনকালে শ্রীশুকমুনি বলিয়াছেন—

"নন্দাদয়স্তু তং দৃষ্ট্বা পরমানন্দনির্বৃতাঃ।
কৃষ্ণঞ্চ তত্র ছন্দোভিঃ স্তূয়মানং সুবিস্মিতাঃ ॥" (ভাঃ-১০।২৮।১৭)

"নন্দাদি গোপগণ শ্রীকৃষ্ণকে মূর্তিমান্ বেদসমূহ-কর্তৃক সংস্তুত দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত এবং পরমানন্দসাগরে ভাসমান হইলেন।" "তদেবং মাধুর্য্যজ্ঞানস্যৈব বলবৎসুখময়ত্বে স্থিতে তস্মিংশ্চ শ্রীগোপানামেব স্বাভাবিকতয়া লব্ধে ব্রহ্মত্বেশ্বরত্বানুভবমতিক্রম্য তেষামেব ভাগ্যেন শ্রীশুকদেবোঽপি যুক্তমেব চমৎকৃতিমবাপ।" (প্রীতিসন্দর্ভঃ-১০০ অনুঃ)। 'এইভাবে মাধুর্যজ্ঞানেরই বলবৎ সুখময়ত্ব স্থির হওয়ায় এবং গোপগণের এই মাধুর্যজ্ঞান স্বাভাবিক হওয়ায় জ্ঞানীর ব্রহ্মানুভূতি-জনিত সুখ এবং ঐশ্বর্যজ্ঞানীভক্তের ঈশ্বরানুভব-জনিত সুখকে অতিক্রম করিয়া গোপগণের মাধুর্যানুভবজনিত সুখাতিশয্যে শ্রীশুকমুনিও যে

প্রাণেভ্যোঽপ্যধিকৈঃ প্রিয়ৈরপি পরং পুত্রৈর্মুকুন্দস্য যাঃ
স্নেহাৎ পাদসরোজ-যুগ্মবিগলদ্ঘর্ম্মস্য বিন্দোঃ কণম্।
নির্মঞ্ছ্যোরুশিখণ্ড-সুন্দর-শিরশ্চ্যবন্তি গোপ্যশ্চিরং
তাসাং পাদরজাংসি সন্ততমহং নির্মঞ্ছয়ামি স্ফুটম্ ॥ ৪৩ ॥

চমৎকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে।' ব্রহ্মার উক্তির অনুবাদ করিয়া শ্রীশুকমুনি বলিয়াছেন—

"অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥" (ভাঃ-১০।১৪।৩২)

"অহো! পূর্ণব্রহ্মসনাতন, অবাঙ্মনসগোচর পরমানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের মিত্র, সেই ব্রজবাসিগণের ভাগ্যের সীমা নাই! ভাগ্যের সীমা নাই!!" তাই শ্রীপাদ বলিয়াছেন—'পরমানন্দঘন-তত্ত্বকে আপনজনরূপে পাইয়া ব্রহ্মাণ্ডাতীত প্রচুরতর সুখাতিশয় লাভে যাঁহারা নিজেকে পরমসুখী বলিয়া মনে করেন।'

আবার বলিয়াছেন—'শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদিগকে কোটি ব্রহ্মাণ্ড অপেক্ষাও সমধিক প্রেমদ্বারা উত্তমরূপে রক্ষা করিতেছেন এবং তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মস্থ সুন্দর নখপ্রান্ত হইতে স্খলিত রেণুকণিকার রক্ষণে সতত ব্যগ্রচিত্ত হইয়াছেন।' আমরা বলিয়াছি, ভক্তের প্রেম শ্রীভগবানের স্বভাবের উদ্গম ঘটায়। ব্রজবাসিগণের যেমন শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র ঐশ্বর্যের বিস্মৃতি এবং শ্রীকৃষ্ণের পরম কোমলতা বা মৃদুলতার স্ফূর্তি হওয়ায় কোটি প্রাণদ্বারা তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পদনখকান্তিকে নির্মঞ্ছন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের রক্ষায় সতত ব্যগ্র হইয়া থাকেন, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" (গীতা)। এই রীতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণও কোটি ব্রহ্মাণ্ড অপেক্ষাও অধিক প্রেমদ্বারা বা কোটি ব্রহ্মাণ্ডাতীত কোন অনন্যসাধারণ একান্ত নিজজনবোধরূপ প্রেমদ্বারা ব্রজবাসি-গোপগণের রক্ষায় সতত ব্যগ্র হইয়া থাকেন। শ্রীপাদ বলিলেন—'আমি সেই গোপশ্রেষ্ঠগণের ভজন করি।'

"ব্রহ্মাণ্ডাতীত প্রচুর সুখ-আস্বাদনে।
সুখী বলি নিজে যাঁরা ভাবে অনুক্ষণে ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কৃষ্ণ করিয়া উপেক্ষা।
সমধিক প্রেমে যাঁদের করিতেছে রক্ষা ॥
কৃষ্ণ-পাদপদ্ম সুন্দর নখমণি-কোণে।
স্খলিত যে রেণুকণা তাহার রক্ষণে ॥
ব্যগ্রচিত্ত হৈয়া যাঁরা অবস্থান করে।
নিয়ত ভজনা করি গোপপরিবারে ॥" ৪২ ॥

অনুবাদ। যাঁহারা প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র অপেক্ষাও পরম প্রিয়জ্ঞানে শ্রীমুকুন্দের পদারবিন্দ বিগলিত স্বেদবিন্দুকে পরম স্নেহভরে নির্মঞ্ছন করিয়া থাকেন এবং যাঁহার সুন্দর শিখণ্ড-শোভিত মস্তক চুম্বন করেন, আমি সেই **বাৎসল্যবতী গোপীগণের** শ্রীচরণরজসমূহ মস্তকদ্বারা নির্মঞ্ছন করি ॥৪৩

টীকা। স্ব স্ব পুত্রাদপি কৃষ্ণস্নেহ-পরবশা গোপীঃ স্তৌতি—প্রাণেতি। অহং তাসাং পাদ-রজাংসি সত্বরং যথাস্যাত্তথা স্ফুটং প্রকটং নির্মঞ্ছয়ামি সূক্ষ্মবস্ত্রেণাপসারয়ামি। কাসাং যা গোপ্যো মুকুন্দস্য পাদসরোজ-যুগ্মবিগলদ্ঘর্ম্মস্য পাদপদ্মযুগলাৎ পতিত স্বেদস্য বিন্দোর্লবস্য কণং পরং কেবলং পুত্রৈঃ কৃত্বা স্নেহান্নির্মঞ্ছ্য উরুশিখণ্ডসুন্দর শিরোমস্তকং চুম্বন্তি। বরং পুত্রানিষ্টং ভবতু তথাপি বৎস কৃষ্ণচরণঘর্ম্মকণো ন গলত্বিতি ভাবঃ। পুত্রৈঃ কিন্তুতৈঃ প্রাণেভ্যোহপ্যধিক প্রিয়ৈঃ। উরুণা সুন্দরেণ শিখণ্ডেন ময়ূরপিঞ্ছেন সুন্দরঞ্চ তৎ শিরশ্চেতি তত্তথা ॥ ৪৩ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। এই শ্লোকে শ্রীপাদ বাৎসল্যভাববতী পরম সৌভাগ্যশালিনী গোপীগণের স্তব করিতেছেন। যাঁহারা প্রাণাধিক প্রিয় নিজ নিজ সন্তান অপেক্ষাও শ্রীযশোদানন্দনে সমধিক বাৎসল্য-প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রেম প্রাণাধিক প্রিয় নিজপুত্র অপেক্ষাও যে অধিকতর প্রিয়রূপে শ্রীকৃষ্ণকে চিনিয়া রাখিয়াছে, ব্রহ্মমোহনলীলায় এই সত্যের পরীক্ষা হইয়া গেল। যখন ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের গো-বৎস, গোপবালক হরণ করিলেন ও শ্রীকৃষ্ণ নিজে অসংখ্য গো-বৎস ও গোপবালকের রূপ ধারণপূর্বক গোপাবাসে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন বাৎসল্যবতী গোপীগণের কষিতকাঞ্চনের ন্যায় বিশুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠপ্রেম নিজ নিজ সন্তানরূপধারী শ্রীকৃষ্ণেই প্রকাশ পাইয়াছিল। শ্রীপাদ শুকমুনি বর্ণনা করিয়াছেন-—

> "তন্মাতরো বেণুরবত্বরোত্থিতা উত্থাপ্য দোর্ভিঃ পরিরভ্য নির্ভরম্।
> স্নেহস্নুতস্তন্যপয়ঃসুধাসবং মত্বা পরং ব্রহ্ম সুতানপায়য়ন্॥
> ততো নৃপোন্মর্দ্দনমজ্জলেপনা-লঙ্কাররক্ষাতিলকাশনাদিভিঃ।
> সংলালিতঃ স্বাচরিতৈঃ প্রহর্ষয়ন্ সায়ং গতো যামযমেন মাধবঃ॥"

(ভাঃ-১০।১৩।২২ ও ২৩)

তাৎপর্য এই যে, "প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ-সঙ্গে যখন গোচারণ হইতে গৃহে আগমন করেন, তখন সখাগণের জননী বাৎসল্যবতী গোপীগণ শৃঙ্গাবেণুর রব শ্রবণমাত্রে গৃহকার্য পরিত্যাগপূর্বক বহিরঙ্গনে আসিয়া সতৃষ্ণনয়নে তাঁহাদের পথপানে চাহিয়া থাকেন। তাঁহাদের দর্শনমাত্রে মাতৃগণ ছুটিয়া গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বক্ষে ধরিয়া তাঁহার মস্তক-আঘ্রাণ ও মুখচুম্বনাদি করেন, নয়ননীরে ও স্তনক্ষীরে তাঁহাদের বক্ষবসন সিক্ত হয়। তারপর মাতা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলে তাঁহারা আপনাপন সন্তানগণকে লইয়া আনন্দমনে গৃহে গমন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় রজনী যাপন করেন। তাঁহাদের মনে হয়, কৃষ্ণ যদি তাঁহাদের সন্তান হইত ; তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাকে লালন-পালনাদি করিয়া কতই

না ধন্য হইতে পারিতেন। তাঁহাদের মনোবাসনা-পূর্তির নিমিত্ত ব্রহ্মমোহন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ যখন অসংখ্য গোপবালকের রূপ ধারণ করিয়া গৃহে আগমন করিলেন, সেদিনও বাৎসল্যবতী গোপীগণ বেণুরব শ্রবণ করিয়া প্রতিদিনের ন্যায় বহিরঙ্গনে ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু ব্যতিক্রম এই যে, প্রতিদিন যেমন তাঁহারা দ্রুতবেগে ছুটিয়া গিয়া বাহু প্রসারণপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে কোলে করেন, আজ কিন্তু নিজ নিজ পুত্রকেই কোলে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং পুত্ররূপধারী সেই পরব্রহ্মকে অমৃতের ন্যায় স্বাদু ও আসবের ন্যায় মাদক স্নেহক্ষরিত স্তনদুগ্ধ পান করাইলেন। অতঃপর তাহাদের গৃহে আনিয়া সুগন্ধি-তৈলাভ্যঞ্জন করাইয়া স্নান করাইলেন, অঙ্গে চন্দনাদি লেপন করিলেন, বিচিত্র বসন-ভূষণাদিদ্বারা সুসজ্জিত করিলেন, রক্ষাতিলক ধারণ করাইয়া ভোজন করাইলেন এবং তাহাদিগকে বক্ষে লইয়া শয্যায় শয়ন করত লালন করিতে করিতে তাহাদের নিকট গোষ্ঠবার্তা-শ্রবণে পরমানন্দসাগরে ডুবিয়া গেলেন। এইভাবে নিজ নিজ প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের প্রেম চিনিয়া লইয়াছিল ও এক বৎসর তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে এই ভাবে পাইয়াছিলেন। শ্রীপাদ বলিলেন—'তাঁহারা শ্রীমুকুন্দের পদারবিন্দ-বিগলিত স্বেদবিন্দুরূপ মকরন্দ-কণাকে পরম স্নেহভরে নির্মঞ্ছন করিয়া থাকেন অর্থাৎ নিছিয়া-মুছিয়া নেন এবং সুন্দর শিখণ্ড-শোভিত মস্তক চুম্বন করেন।' এইগুলি বৎসলরসের অনুভাব।" শ্রীরূপপাদ লিখিয়াছেন—

"অনুভাবাঃ শিরোঘ্রাণং করেণাঙ্গাভিমার্জ্জনম্।
আশীর্ব্বাদো নিদেশশ্চ লালনং প্রতিপালনম্ ॥
হিতোপদেশদানাদ্যা বৎসলে পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥
....
চুম্বাশ্লেষৌ তথাহ্বানং নামগ্রহণপূর্ব্বকম্।
উপালম্ভাদয়শ্চাত্র মিত্রৈঃ সাধারণাঃ ক্রিয়াঃ ॥"

(ভঃ রঃ সিঃ-৩।৪।৪১ ও ৪৪)

"মস্তকাঘ্রাণ, হস্তদ্বারা অঙ্গমার্জন, আশীর্বাদ, আজ্ঞাকরণ, স্নপনাদি লালন, প্রতিপালন এবং হিতোপদেশ-দানাদি বৎসলরসের অনুভাব বলিয়া কীর্ত্তিত। চুম্বন, আলিঙ্গন, নামগ্রহণপূর্বক আহ্বান ও তিরস্কারাদি মিত্র ও বৎসলরসের সাধারণ ক্রিয়া।" শ্রীপাদ বলিলেন—'বাৎসল্যবতী গোপীগণ যেমন শ্রীকৃষ্ণের আলাই-বালাই নিছিয়া-মুছিয়া নেন, তদ্রূপ আমিও মস্তকদ্বারা সেই বাৎসল্যবতী গোপীগণের শ্রীচরণরেণুসমূহ নিছিয়া-মুছিয়া নিই।'

"প্রাণাধিক পুত্রাপেক্ষা অধিক স্নেহেতে।
প্রিয়জ্ঞান যাঁহাদের সেই মুকুন্দেতে ॥
পাদপদ্ম-বিগলিত ঘর্মবিন্দুচয়।
অতি সূক্ষ্মবস্ত্রদ্বারা মার্জ্জনা করয় ॥

ইন্দ্রনীল-খুররাজিতাঃ পরং স্বর্ণবদ্ধবরশৃঙ্গরঞ্জিতাঃ।
পাণ্ডুগণ্ড-গিরিগর্ব্বখর্ব্বিকাঃ পান্তু নঃ সপদি কৃষ্ণধেনবঃ ॥ ৪৪ ॥
যাসাং পালন-দোহনোৎসবরতঃ সার্দ্ধং বয়স্যোৎকরৈঃ
কামং রামবিরাজিতঃ প্রতিদিনং তৎপাদরেণূজ্জ্বলম্।
প্রীত্যা স্ফীতবনোরু-পর্ব্বতনদীকচ্ছেষু বদ্ধস্পৃহো
গোষ্ঠাখণ্ডলনন্দনো বিহরতে তাঃ সৌরভেয়ীর্ভজে ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ। যাঁহাদের ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় নীলবর্ণ খুররাজি অতি সুশোভিত, যাঁহারা স্বর্ণ-জড়িত শৃঙ্গদ্বারা রঞ্জিত,(বর্ণ ও আকৃতিতে) যাঁহারা পাণ্ডুরবর্ণ, গণ্ড গিরি-সমূহের গর্বকে খর্ব করিতেছেন—সেই **শ্রীকৃষ্ণ-ধেণুগণ** আমাদের শীঘ্র রক্ষা করুন।

ব্রজেন্দ্রনন্দন, বলদেব ও শ্রীদামাদি বয়স্যগণে মিলিত হইয়া প্রতিদিন যাঁহাদের পালন ও দোহনোৎসবে নিরত থাকেন, যাঁহাদের খুরোত্থিত ধূলিপটলে বিভূষিত হইয়া প্রীতিভরে (যাঁহাদের চারণহেতু) নিবিড় অরণ্য, পর্বত ও নদীকচ্ছে সতৃষ্ণ হইয়া বিহার করেন–সেই সুরভী-নন্দিনী **ধেণুগণ**কে ভজন করি ॥ ৪৪-৪৫ ॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণপাল্যা ধেনূঃ স্তৌতি—ইন্দ্রেতি। কৃষ্ণধেনবঃ সপদি প্রার্থনক্ষণাদেব নোঽস্মান্ পান্তু রক্ষন্তু। কিম্ভূতাঃ ইন্দ্রনীলেন মণিবিশেষেণ খচিতা যে খুরাস্তৈরাজিতাঃ দীপ্তাঃ। পুনঃ কিম্ভূতাঃ পরং কেবলেন ধাত্বন্তরামিশ্রিতেন শুদ্ধেনেত্যর্থঃ। স্বর্ণেন বদ্ধানি যানি বরশৃঙ্গাণি তৈরঞ্জিতাঃ শোভিতাঃ। পুনঃ কিম্ভূতাঃ পাণ্ডুবর্ণা যে গণ্ডগিরয়ঃ ক্ষুদ্রপর্ব্বতাস্তেষাং যো গর্ব্বস্তস্য খর্ব্বিকাঃ ক্ষুদ্রকারিকাঃ।

অদুগ্ধদোহাং নবপ্রসূতিকাং স্তুত্বা দোহবতীর্গাঃ স্তৌতি—যাসামিতি। তাঃ সৌরভেয়ীঃ সুরভী-কন্যাঃ অতিদুগ্ধবতীরিত্যর্থঃ ভজে সেবে। তাঃ কাঃ গোষ্ঠাখণ্ডলনন্দনো ব্রজেন্দ্রনন্দনঃ যাসাং পালন-দোহনোৎসবরতঃ সন্ প্রতিদিনং বয়স্যোৎকরৈঃ শ্রীদামাদি বয়স্যসমূহৈঃ সহ স্ফীতবনোরু-পর্ব্বতনদী-কচ্ছেষু বিহরতে ইত্যন্বয়ঃ। পালনঞ্চ দোহনঞ্চ তাভ্যাং য উৎসব আনন্দস্তত্র রত আসক্ত ইত্যর্থঃ, স্ফীতং নিবিড়ং যদ্বনং তচ্চ উরুর্মহান্ যঃ পর্ব্বতঃ স চ নদীনাং যানি কচ্ছানি সমীপস্থানানি তেষু ইত্যর্থঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ তৎপাদরেণূজ্জ্বলঃ তাসাং সৌরভেয়ীণাং যে পাদরেণবস্তৈরুজ্জ্বলঃ। অন্যৎ সুগমম্ ॥ ৪৪-৪৫ ॥

শিখণ্ড-শোভিত মস্তক করিয়া চুম্বন।
আনন্দ-সমুদ্রমাঝে হ'তেছে মগন ॥
সেই সব গোপিকার পাদপদ্ম-ধূলি।
মার্জ্জনাতে করি যেন নিত্য স্নানকেলি ॥" ৪৩ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ দুইটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-পরিকর ধেণুগণের স্তব করিতেছেন। যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-রজকণা প্রাপ্তি নিখিল সাধনার চরম-সাধ্য বলিয়া বেদ-শাস্ত্রাদি নিরন্তর প্রতিপাদন করিতেছেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন যাঁহাদের বনে বনে চারণ করিয়া বেড়ান, যাঁহাদের অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া মুরলীনাদাদি করেন, সোহাগভরে যাঁহাদের অঙ্গমার্জনাদি করেন, যাঁহাদের খুরোত্থিত ধূলিতে ধূসরিতাঙ্গ হইয়া পরম রমণীয় শোভা ধারণ করেন—তাঁহাদের সৌভাগ্যের কথা কে বর্ণনা করিতে পারে? গোপাল বনে না গেলে ধেণুগণ বনে যায় না, অন্য রাখালগণকে ধেণুরক্ষায় নিয়োজিত করিলে শ্রীকৃষ্ণবিহনে গাভীগণ হুঙ্কার করিয়া পুনরায় গোশালায় ফিরিয়া আসে। শ্রীকৃষ্ণ বনগমনে উদ্যত হইলে মা যশোমতী বিরহ-ব্যাকুলপ্রাণে রোদন করিতে করিতে বলেন—"ওরে মোর জীবন দুলালিয়া! কিবা ঘরে নাহি ধন, কেন বা যাইবে বন, রাখালে রাখিবে ধেনু লৈয়া ॥" (পদকল্পতরু) কৃষ্ণ বলেন—'মা! তোমার গোধন আমি না গেলে যে বনে যায় না মা', মা যশোমতী ইহার কোন প্রতিকার দেখিতে পান না, তাই প্রাণ-প্রতিম সন্তানকে বিদায় দেন গোচারণে। গোধনের প্রেমমাধুর্যে বশীভূত হইয়া গোকুলমণি গোধন-রক্ষায় বনে গমন করেন। "সুরভীরভিপালয়ন্তম্" (ব্রহ্মসংহিতা) "অভিসর্ব্বতোভাবেন বননয়ন-চারণগোষ্ঠানানয়ন সন্তালন-প্রকারেণ 'পালয়ন্তম্' সস্নেহং রক্ষন্তম্" (টীকা-শ্রীজীব)। 'যিনি শ্রীবৃন্দাবনে ধেণুগণকে সর্বতোভাবে পালন করিতেছেন, অর্থাৎ বনে আনয়ন, চারণ, গোশালায় আনয়ন, সন্তালনাদি প্রকারে পালন করিতেছেন।' ব্রহ্মসংহিতা আরও বলিলেন—"স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ শ্রবতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্"। অর্থাৎ 'গাভীগণের স্বতঃ প্রাবিত মহান্ স্তন্যধারায় বৃন্দাবন আপ্লাবিত হইয়া থাকে।' শ্রীজীব এই অংশের টীকায় লিখিয়াছেন—"সুরভীভ্যশ্চ স্রবতীতি তদীয় বংশীধ্বন্যাদ্যাবেশাদিতি ভাবঃ" অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণাবেশে বাৎসল্যভাবে গাভীকুলের এত দুগ্ধধারা স্রাবিত হইয়া থাকে।' শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে গাভীকুলের প্রেমাবেশ শ্রীশুকমুনিও বর্ণনা করিয়াছেন, "গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীতপীযূষমুত্তভিতকর্ণপুটৈঃ পিবন্ত্যঃ" (ভাঃ-১০।২১।১৩)। "গাভীগণ শ্রীকৃষ্ণের মুখ-নির্গত বেণুনাদামৃত ঊর্ধ্বরূপে স্থাপিত কর্ণরূপ পানপাত্রদ্বারা আস্বাদন করিয়া থাকে।" সখাগণসহ শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠক্রীড়ায় মগ্ন হইলেও গাভীকুল স্বচ্ছন্দে বৃন্দাবনের বিস্তৃত তৃণক্ষেত্রে চরিতে চরিতে দূর দূরান্তরে গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদেই সব একত্রিত হইয়া থাকে।

"আজু বনে আনন্দ-বাধাই।
পাতিয়া বিনোদ খেলা, রাখাল হইলা ভোলা,
দূর বনে গেল সব গাই ॥
ধেনু না দেখিয়া বনে, স্থকিত রাখালগণে,
শ্রীদাম সুদাম আদি সভে।
কানাই কহিছে-ভাই, খেলা ভাঙ্গা যাবে নাই,
আনিব গোধন বেণু-রবে ॥

সব ধেনু-নাম কৈয়া, অধরে মুরলী লৈয়া,
ডাকিয়া পূরিল উচ্চ স্বরে।
শুনিয়া বেণুর রব, ধায় ধেনু বৎস সব,
পুচ্ছ ফেলি' পিঠের উপরে ॥
ধেনু সব সারি সারি, হাম্বা হাম্বা রব করি',
দাঁড়াইল কৃষ্ণের নিকটে।
দুগ্ধ স্রবি' পড়ে বাঁটে, প্রেমের তরঙ্গ উঠে,
স্নেহে গাভী শ্যাম-অঙ্গ চাটে ॥
দেখি' সব সখাগণ, আবা আবা ঘনে ঘন,
কানুরে করিল আলিঙ্গন।
প্রেমদাস কহে বাণী— কানাইর মুরলী শুনি',
পশু-পাখী পাইল চেতন ॥" (পদকল্পতরু)

"অনন্ত কামধেনু যাঁহা চরে বনে বনে," (চৈঃ চঃ)। ইঁহারা সকলেই কামধেনু, সাধারণ গাভী নহেন। তাই শ্রীপাদ ইঁহাদের সৌন্দর্য বর্ণনা করিয়াছেন—"ইঁহাদের খুররাজি ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় নীলবর্ণ, শৃঙ্গ সুবর্ণ-জড়িত, বর্ণ ও আকৃতিতে ইঁহারা পাণ্ডুরবর্ণ ক্ষুদ্র পর্বতের শোভাকেও জয় করেন, এই শ্রীকৃষ্ণধেনুগণ আমাদের শীঘ্র রক্ষা করুন, অর্থাৎ শীঘ্র প্রেমদানে আমাদের সংসারভয় নাশ করত রক্ষা করুন।" শ্রীপাদের সাধকাবেশের উক্তি। ব্রজের বাৎসল্যবতী গোপীগণের ন্যায়ই গাভীকুলের শ্রীকৃষ্ণে বাৎসল্যভাব। তাই তাঁহারা বিশ্বকে প্রেমদানে ধন্য করিতে পারেন। ব্রহ্মমোহন-লীলায় ব্রহ্মা গোবৎস গোপবালক অপহরণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ যখন নিজেই গো-বৎস ও গোপবালকের রূপ ধারণপূর্বক গোপাবাসে প্রবেশ করিলেন, তখন বাৎসল্যবতী গোপীগণের ন্যায়ই গাভীকুলের স্বীয় বৎসরূপধারী শ্রীকৃষ্ণে অতুলনীয় বাৎসল্যপ্রেমের প্রকাশ হইয়াছিল—

"গাবস্ততো গোষ্ঠমুপেত্য সত্বরং হুঙ্কারঘোষৈঃ পরিহূতসঙ্গতান্।
স্বকান্ স্বকান্ বৎসতরানপায়নন্ মুহুর্লিহন্ত্যঃ স্রবদৌধসং পয়ঃ ॥"
(ভাঃ-১০।১৩।২৪)

"অনন্তর সায়ংকালে গোগণ বন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গোশালায় প্রবেশ করিলে তাঁহাদের মৃদু-গম্ভীর হাম্বারব শ্রবণে নিকটে সমাগত বৎসতরগণের অঙ্গলেহন করিতে করিতে তাঁহাদিগকে তাঁহারা স্নেহক্ষরিত দুগ্ধপান করাইতে লাগিল।" শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রজবাসি-পার্ষদগণের ন্যায়ই গাভীগণেরও শ্রীকৃষ্ণের কালীয়দমনাদি নিমিত্ত বিষহ্রদে প্রবেশাদি দুঃসাহসিক লীলাদর্শনে মুহ্যমান হওয়ার কথা বর্ণিত আছে। "গাবো বৃষা বৎসতর্য্যঃ ক্রন্দমানাঃ সুদুঃখিতাঃ। কৃষ্ণে ন্যস্তেক্ষণা ভীতা রুদত্য ইব

মণিখচিত-সুবর্ণ-শ্লিষ্ট-শৃঙ্গদ্বয়-শ্রী-
রসিতমণি-মনোজ্ঞজ্যোতিরুদ্যৎখুরাঢ্যঃ।
স্ফুরদরুণিমগুচ্ছান্দোল-বিদ্যোতিকণ্ঠঃ
স জয়তি বকশত্রোঃ পদ্মগন্ধঃ ককুদ্মী ॥ ৪৬ ॥

মৃদুনবতৃণমল্পং সম্পৃহং বক্ত্রমধ্যে
ক্ষিপতি পরমযত্নাদল্প-কণ্ডূঞ্চ গাত্রে।
প্রথয়তি মুরবৈরী হন্ত যদ্বৎসকানাং
সপদি কিল দিদৃক্ষে তত্তদাটীকনানি ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ। মণিখচিত সুবর্ণ-জড়িত বলিয়া যাঁহার শৃঙ্গদ্বয় অতি সুশোভন, নীলকান্তমণির

তস্থিরে ॥" (ভাঃ-১০।১৬।১১)। অর্থাৎ 'কালীয়-হ্রদবর্তি গো, বৃষ ও গোবৎসগণ দুঃখভরে ঘন ঘন আর্তনাদ করিতে লাগিল এবং একদৃষ্টে শ্রীকৃষ্ণের বদনপানে চাহিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল ॥' আবার ব্রজবাসিগণের ন্যায় গাভীগণও আপদ্, বিপদে শ্রীকৃষ্ণেরই শরণাপন্ন হইয়া থাকে—

"তমাপতন্তং পরিতো দাবাগ্নিং গোপাশ্চ গাবঃ প্রসমীক্ষ্য ভীতাঃ।
উচুশ্চ কৃষ্ণং সবলং প্রপন্না যথা হরিং মৃত্যুভয়ার্দ্দিতা জনাঃ ॥" (ভাঃ-১০।১৯।৮)

"চতুর্দিক্ হইতে দ্রুতবেগে নিকটাগত দাবানল দর্শনে গোগণ এবং গোপগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল এবং মৃত্যুভয়াকুল জীবগণ যেমন শ্রীহরিচরণে শরণাপন্ন হয়, সেইরূপ তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের শরণাপন্ন হইল।" এইরূপ নানাবিষয়ে ব্রজের গো-গণের শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। তাই প্রেমবশ্য শ্রীভগবান্, বলদেব ও বয়স্যগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহাদের পালন ও দোহনোৎসবে নিরত থাকেন এবং তাহাদের খুরোত্থিত ধূলিসমূহে বিভূষিতাঙ্গ হইয়া প্রীতিভরে গভীর অরণ্যে, পর্বতে, নদীতীরে পরমানন্দে পরিভ্রমণ করেন। শ্রীপাদ বলিতেছেন—'সেই শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক পালিত ধেণুগণকে আমি ভজন করি।'

"ইন্দ্রনীলমণি-তুল্য খুর কৃষ্ণবর্ণ। রঞ্জিত শৃঙ্গ যাঁদের জড়িত সুবর্ণ ॥
শুভ্রবর্ণ দেহ যাঁদের অতীব উজ্জ্বল। গণ্ড-গিরি গর্বজিনি করে ঝলমল ॥
শ্রীকৃষ্ণের সেই সব প্রিয় ধেনুগণ। এ প্রার্থনা রক্ষা করুন মোরে সর্বক্ষণ ॥ ৪৪ ॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন নিত্য বলদেব-সঙ্গে। শ্রীদামাদি বয়স্যগণ সঙ্গে অতিরঙ্গে ॥
পালন-দোহন করে যাঁহাদের নিত্য। এই ত উৎসব মনে শ্রীকৃষ্ণের কৃত্য ॥
যাঁদের পদরেণুতে উজ্জ্বল কলেবরে। বন-পর্বতে বিহরে প্রীতি-সহকারে ॥
সুরভিনন্দিনী সেই যত ধেনুগণ। নিত্য নব-ভাবে ভজি এই মোর মন ॥" ৪৫ ॥

মনোজ্ঞদ্যুতির ন্যায় যাঁহার খুরের শোভা অতীব রমণীয়, অরুণবর্ণ উজ্জ্বল হারযষ্টি যাঁহার গলে আন্দোলিত হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের সেই **পদ্মগন্ধ বৃষভের** জয় হউক।

শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিভরে যাঁহাদের মুখমধ্যে নবীন কোমল তৃণ যত্নের সহিত অল্প অল্প করিয়া অর্পণ করেন ও যাঁহাদের গাত্র-কণ্ডূয়ন করেন, আমি সেই **বৎসগণের** উল্লম্ফনগতি দেখিতে বাসনা করি ॥ ৪৬-৪৭ ॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণ-বৃষভং স্তৌতি—মণীতি। বকশত্রোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পদ্মগন্ধ এতন্নামা ককুদ্মী বৃষভো জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। তথা চ কাব্যপ্রকাশঃ জয়তি যত্রাকর্ম্মকঃ সর্ব্বোৎকর্ষ-বচন ইতি অতস্তস্য সর্ব্বোৎকর্ষত্বেন সর্ব্বান্তঃপাতিনো মম নিকৃষ্টত্বেন তং প্রতি প্রণতির্ব্যজ্যতে স্বাপকর্ষানুকূল-ব্যাপারবিশেষো নমস্কার ইতি নমস্কার-লক্ষণাৎ। স কিম্ভূতঃ মণিনা খচিতং মিশ্রিতং যৎ সুবর্ণং তেন শ্লিষ্টং যুক্তং যৎ শৃঙ্গদ্বয়ং তেন শ্রীঃ শোভা যস্য সঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ অসিতমণেরিন্দ্রনীলমণের্যা মনোজ্ঞা মনোহরা জ্যোতিস্তয়া উদ্যন্তঃ প্রকাশমানা যে খুরাস্তৈরাঢ্যঃ তদ্বিশিষ্ট ইত্যর্থঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ স্ফুরন্ শোভমানো যে মণিগুচ্ছ এতদ্রূপেণ প্রসিদ্ধো যো হারবিশেষস্তস্য য আন্দোলো দোলনং তেন বিদ্যোতী প্রকাশবিশিষ্টঃ কণ্ঠো যস্য সঃ। 'স্যাদ্গুচ্ছ স্তবকে স্তম্বে হার ভেদ কলাপয়োরি'তি মেদিনী। বিষাদে বিস্ময়ে হর্ষে পুনরুক্তং ন দুষ্যতীতি দিশা। সহর্ষকবেরস্যোক্তৌ মণিমণীতি পদদ্বয়ং ন দুষ্টম্।

সকৌতুকং কৃষ্ণপাল্যান্ গোবৎসান্ স্তৌতি—মৃদ্বিতি। তত্তেষাং বৎসানাং তত্তানি অনুভূতানি আটীকনানি প্লুতগমনানি দিদৃক্ষে দ্রষ্টুমিচ্ছামি। কেষাং হন্ত ভো মুরবৈরী শ্রীকৃষ্ণো যৎ যেষাং বৎস-কানাং বক্ত্রমধ্যে অল্পং মৃদু কোমলং নবতৃণং শস্পং সস্পৃহং যথাস্যাত্তথা পরমযত্নাৎ ক্ষিপতি দদাতি এবং যেষাং গাত্রে অল্প কণ্ডূম্ অঙ্গুল্যগ্রেণ সুখপ্রতিপাদক-স্পর্শনং প্রথয়তি বিস্তারয়তি। অত্র যত্তদিতি পদদ্বয়মব্যয়ং যে চ তে বৎসকাশ্চেতি তে চ তে চেতি তত্তেষামাটীকনানীতি চ সমাসে কৃতে কর্ম্মধারয় তৎপুরুষয়োরুত্তরপদার্থপ্রধানত্বেন যত্তদোরপ্রাধান্যেন সমাসগতাবিমৃষ্টবিধেয়াংশদোষত্বাপাতাৎ ॥৪৬-৪৭

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ দুইটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-পালিত পদ্মগন্ধ নামক বৃষ ও গোবৎসগণের স্তব করিতেছেন। "পদ্মগন্ধ-পিশঙ্গাক্ষৌ বলীবর্দাবতিপ্রিয়ৌ" (দীপিকা)। 'পদ্মগন্ধ' ও 'পিশঙ্গাক্ষ' এই দুইটি শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয় বলীবর্দ। বৃষ ও গোবৎসের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক প্রীতি এবং তাহাদেরও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি স্বাভাবিক ; যাহা শ্রীকৃষ্ণের রিঙ্গণ (হামাগুড়ি) লীলাতেই শ্রীশুকমুনি বর্ণনা করিয়াছেন। "শৃঙ্গ্যগ্নিদংষ্ট্র্যহিজলদ্বিজকণ্টকেভ্যঃ" (ভাঃ-১০।৮।২৫)। ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত— শ্রীরাম-কৃষ্ণ শ্রীনন্দপ্রাঙ্গণে হামাগুড়ি দিতে দিতে তথায় কোন বৃষাদি দেখিলে দ্রুতবেগে তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ভুবনমোহন মূর্তি দর্শনে বৃষগুলি পরমানন্দে মস্তক অবনত করিয়া ধীতে ধীরে মস্তক-সঞ্চালন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যে যেন মগ্ন হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণও দুই

হস্তে বৃষের দুইটি শৃঙ্গ ধরিয়া দণ্ডায়মান হন। কখনো বা "প্রগৃহীতপুচ্ছৈঃ বৎসৈরিতস্তত উভাবনুকৃষ্যমাণৌ" (ভাঃ-১০।৮।২৪)। রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই গো-বৎসের পুচ্ছ দেখিয়া বলপূর্বক পুচ্ছ-ধারণ করেন। গো-বৎসগণ পুচ্ছধারণে চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়; রামকৃষ্ণ তাহাতে তাঁহাদের পুচ্ছ পরিত্যাগ না করিয়া বলপূর্বক পুচ্ছ আকর্ষণ করেন। তাহাতে গো-বৎস পলায়ন করে, তাঁহারা গো-বৎসের পুচ্ছ ধরিয়া নন্দের প্রাঙ্গণে গড়াগড়ি যান। তখন বাৎসল্যবতী গোপীগণ ছুটিয়া গিয়া তাহাদের হাত ছাড়াইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি তাহাদের কোলে করেন এবং অঙ্গ ঝাড়িয়া চুম্বন করেন। তাঁহারা আবার গো-বৎসের দিকে যাইতে হাত বাড়ান। শ্রীনন্দমহারাজ তাঁহার সন্তানের গো-প্রীতি দর্শনেই শীঘ্র তাঁহাকে গো-বৎস-চারণে নিযুক্ত করেন।

আমরা গাভীগণের শ্রীকৃষ্ণবেণুর রসাস্বাদনের কথা উল্লেখ করিয়াছি, ভাগবতে সেইখানেই বৎসগণেরও কৃষ্ণের বেণুমাধুর্যে অপূর্ব ভাবাবেশ বর্ণিত রহিয়াছে—"শাবাঃ স্নুতস্তনপয়ঃকবলাঃ স্ম তস্থুর্গোবিন্দমাত্মনি দৃশাশ্রুকলাঃ স্পৃশন্ত্যঃ" (ভাঃ-১০।২১।১৩)। বৎসগুলিকে দেখিলেই ধেনুগণের দুগ্ধধারা ঝরিয়া পড়ে, বৎসগুলি যখন সেই দুগ্ধপানে উদ্যত হয়, অমনি শ্রীকৃষ্ণের বেণু বাজে। বেণুশ্রবণে বৎসগণের মুখের দুগ্ধ মুখেই থাকিয়া যায়। না পারে গিলিয়া খাইতে, না পারে ফেলিয়া দিতে। সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন বিকল হইয়া যায়। নীরব নিস্পন্দ তাহাদের মূর্তি। তাহাদের দেখিয়া মনে হয়, তাহারা যেন সেই শ্যামল সরস কান্তিটির স্পর্শ পাইয়াছে। নতুবা অবশ হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিবে কেন? নয়নে অশ্রুধারাই বা ঝরিবে কেন?

শ্রীপাদ পদ্মগন্ধ বৃষের মনোহর শোভা বর্ণনা করিতেছেন—'যাহার শৃঙ্গদ্বয় সুবর্ণ জড়িত, সুবর্ণের মধ্যে মধ্যে মণিখচিত রহিয়াছে। নীলকান্তমণির ছটার ন্যায় যাহার খুরের দ্যুতি। যাহার গলে অরুণবর্ণ মনোহর হার শোভা পাইতেছে—'সেই পদ্মগন্ধ বৃষভের জয় হউক।' 'জয়' শব্দে পদ্মগন্ধ বৃষভ সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করুন, কিম্বা নমস্কারার্থে 'জয়' শব্দ—সেই বৃষভকে শ্রীপাদ প্রণাম করিতেছেন।

গো-বৎসের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির কথা বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীগোপাল পরম প্রীতিভরে যাহাদের মুখমধ্যে নবীন কোমল তৃণ সযত্নে ধীরে ধীরে অর্পণ করত তাহাদের তৃণ-ভক্ষণ করান এবং গাত্রকণ্ডূয়ন করেন। সেই আনন্দঘনমূরতির পরশ পাইয়া গো-বৎসগুলি পরমানন্দে প্লুত-গতিতে উল্লম্ফন করিতে থাকে। শ্রীপাদ তাহাদের উল্লম্ফন দেখিতে অভিলাষ করেন। ইহার রসময় ব্যঞ্জনা এই যে, শ্রীরাধার সন্দেশবাহিনী দূতীরূপে শ্রীপাদ বনে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে গমন করিবেন। গো-বৎসদের উল্লম্ফন-গতি দর্শনে তাঁহার মনে তথায় গোবিন্দের স্থিতির স্পষ্ট অনুভব জাগিবে। গোবিন্দের নিকট শ্রীমতীর সন্দেশবার্তা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে মিলনকুঞ্জের সংবাদ শ্রীমতীকে দিয়া কৌশলে শ্রীযুগলের মিলন-সম্পাদন করাইবেন। তৎকালে গো-বৎসগণের উল্লম্ফন-গতিই যেন যুগল-মিলন-কার্যের অগ্রদূতরূপে তাঁহার নিকট অনুভব হইবে।

নক্তন্দিবং মুররিপোরধরামৃতং যা
স্ফীতা পিবত্যলমবাধমহো সুভাগ্যা।
শ্রীরাধিকা-প্রথিতমানমপীহ দিব্য-
নাদৈরধো নয়তি তাং মুরলীং নমামি ॥ ৪৮ ॥
দূতীভির্বহুচাটুভিঃ সখিকুলেনালং বচোভঙ্গিভিঃ
পাদান্তে পতনৈর্ব্রজেন্দ্রতনয়েনাপি ক্রুধালীগণৈঃ।
রাধায়াঃ সখি শক্যতে দবয়িতুং যো নৈব মানো যয়া
ফুৎকৃত্যৈব নিরস্যতে সুকৃতিনীং বংশীং সখীং তাং নুমঃ ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ। অহো! অহর্নিশি অবাধে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত পান করিয়া যিনি নিরতিশয় পরিপুষ্ট হইতেছেন, যিনি সুমধুর ধ্বনিদ্বারা শ্রীরাধার উৎকট মানকেও অপনয়ন করিতেছেন, সেই পরম সৌভাগ্যশালিনী **মুরলী**কে আমি নিয়ত প্রণাম করি।

বৃন্দাদি দূতীগণ বিবিধ চাটুবাক্যদ্বারা, মধুমঙ্গলাদি সখাগণ বহুবিধ বাগ্‌ভঙ্গীদ্বারা, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও শ্রীচরণপ্রান্তে পতনাদিদ্বারা এমন কি সখীগণ বিবিধ বিভীষিকাময় বাক্যের দ্বারাও যাহার প্রশমনে সমর্থ হন না, শ্রীরাধার সেই দুর্জয়মান যাহার ফুৎকারমাত্রেই অপসারিত হইয়া থাকে, সেই পরম সৌভাগ্যবতী **বংশী** সখীকে আমি নিয়ত স্তব করি ॥ ৪৮-৪৯ ॥

টীকা। তদন্তরঙ্গলীলা-সাহায্যকারিণীং মুরলীং স্তৌতি—নক্তমিতি। তাং মুরলীং নমামি। যা রাত্রিন্দিবং মুররিপোঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাধরামৃতমলমতিশয়ম্ অবাধমন্যৈরনিবারিতং যথাস্যাত্তথা পিবতি। অতএব স্ফীতা পুষ্টা। কিন্তুতা সুভাগ্যা শোভনং ভাগ্যং যস্যাঃ। অহো ইতি সজাতীয় সম্বোধনম্। সৌভাগ্যং ব্যনক্তি ইহ ব্রজে নাদৈর্দিব্যৈ রাধিকায়াঃ প্রথিতমনিবার্য্যমপি মানম্ অধো নয়তি প্রণাশয়তি। শ্রীকৃষ্ণাসাধ্যস্য নাদমাত্রেণ দূরীকরণাৎ সৌভাগ্যবত্ত্বমিতি ভাবঃ।

মুরল্যবান্তরভেদং বংশীং স্তৌতি—দূতীতি। তাং বংশীং সখীকার্য্যকারিণীত্বাৎ সখীং নুমস্তুমঃ। কিন্তুতাং সুকৃতিনীং প্রসংশিতপুণ্যবতীম্। সুকৃতিনীত্বমেবাহ যয়া বংশ্যা রাধায়াঃ স মানঃ ফুৎকৃত্যা ফুৎকারেণৈব নিরস্যতে ত্যাজ্যতে। স কিং প্রকারস্তত্রাহ—দূতীভির্বৃন্দাদিভির্বহু-চাটুভির্নানাপ্রকার-

---

"মণিখচিত স্বর্ণে যার শৃঙ্গদ্বয়। সুশোভিত হইয়াছে মহোজ্জ্বলময় ॥
নীলকান্তমণিতে যার খুর চতুষ্টয়। মনোহর কান্তিছটায় রমণীয় হয় ॥
অরুণিম উজ্জ্বল হার যার কণ্ঠে দোলে। পদ্মগন্ধ বৃষের জয় বলি বাহু তুলে ॥ ৪৬ ॥
গোবিন্দ যাদের মুখে মৃদু নব-তৃণ। প্রীতে অল্প অল্প করি করেন অর্পণ ॥
সযত্নে যাদের গাত্র কণ্ডূয়ন করে। গো-বৎসগণের ভাগ্য কে বলিতে পারে?
সেই সব গো-বৎসের উল্লম্ফন-গতি। দেখিতে আমার সাধ হয় নিতি নিতি ॥" ৪৭ ॥

প্রিয়োক্তিভিরেবং সখিকুলেন মধুমঙ্গলাদিনা কর্ত্রা বচোভঙ্গীভির্হাস্যকারিভিঃ করণৈরেবং ব্রজেন্দ্রতনয়েন কর্ত্রা পাদান্তে পতনৈঃ করণৈঃ পতন-বাহুল্যেন বহুত্বম্। এবমালিগণৈঃ সখীসমূহৈঃ কর্তৃভিঃ ক্রুধা বিভীষিকাবাক্যেন যো দবয়িতুং দূরীকর্তুং ন শক্যত ইতি ॥ ৪৮-৪৯ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। অতঃপর দুইটি শ্লোকে শ্রীপাদ শ্রীকৃষ্ণের মুরলী ও বংশীকে স্তব করিতেছেন। "হস্তদ্বয়মিতায়ামা মুখরন্ধ্র-সমন্বিতা। চতুঃস্বরচ্ছিদ্রযুক্তা মুরলী চারুনাদিনী ॥" (ভঃ রঃ সিঃ-২।১।৩৬৭)। "বিস্তারে দুই হস্ত-পরিমিত, মুখরূপ ছিদ্রযুক্ত এবং স্বরের জন্য চারিটি ছিদ্রযুক্ত ও চারুনাদিনী হইলে তাহাকে মুরলী বলে। শ্রীকৃষ্ণের বংশী যথা—

"অর্দ্ধাঙ্গুলান্তরোন্মানং তারাদিবিবরাষ্টকম্। ততঃ সার্দ্ধাঙ্গুলাদ্ যত্র মুখরন্ধ্রং তথাঙ্গুলম্ ॥
শিরো বেদাঙ্গুলং পুচ্ছং ত্র্যঙ্গুলং সা তু বংশিকা। নবরন্ধ্রা স্মৃতা সপ্তদশাঙ্গুলমিতা বুধৈঃ ॥
দশাঙ্গুলান্তরা স্যাচ্চেৎ সা তারমুখরন্ধ্রয়োঃ। মহানন্দেতি বিখ্যাতা তথা সম্মোহিনীতি চ ॥
ভবেৎ সূর্য্যান্তরা সা চেত্তত আকর্ষিণী মতা। আনন্দিনী তদা বংশী ভবেদিন্দ্রান্তরা যদি ॥
গোপানাং বল্লভা সেয়ং বংশুলীতি চ বিশ্রুতা। ক্রমান্মণিময়ী হৈমী বৈণবীতি ত্রিধা চ সা ॥"
(ভঃ রঃ সিঃ-২।১।৩৬৮-৭২)

অর্থাৎ "ছিদ্রদ্বয়ের মধ্যভাগ এবং এক এক ছিদ্রের বিস্তার অর্ধাঙ্গুল-পরিমিত তার প্রভৃতি স্বরের নিমিত্ত অষ্টছিদ্রযুক্ত, তাহা হইতে সার্ধ (দেড়) অঙ্গুলী দূরে অঙ্গুল-পরিমিত মুখছিদ্র. অগ্রভাগ চারি অঙ্গুলি এবং পশ্চাদ্ভাগ তিন অঙ্গুলি, মোটের উপর নবছিদ্রযুক্ত সপ্তদশ অঙ্গুল-পরিমিত হইলেই বংশী বলা হয়। যদি সেই বংশীর মুখচ্ছিদ্র ও স্বরচ্ছিদ্র দশ অঙ্গুলী-ব্যবধানে থাকে তবে তাহাকে 'মহানন্দা' ও 'সম্মোহিনী' বলে। দ্বাদশাঙ্গুল-ব্যবধান হইলে 'আকর্ষিণী' ও চৌদ্দ অঙ্গুলের ব্যবধানে 'আনন্দিনী' বলা হয়। আনন্দিনী বংশী গোপগণের প্রিয় ও 'বংশুলী' নামেও খ্যাত। সম্মোহিনী বংশী মণিময়ী, আকর্ষিণী স্বর্ণময়ী ও বংশুলী বংশ-নিমিত।"

শ্রীপাদ বলিতেছেন—"নক্তন্দিবং মধুরিপোরধরামৃতং যা স্ফীতা পিবত্যলমবাধমহো সুভাগ্যা" 'যে সৌভাগ্যবতী মুরলী দিবারাত্র শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত পানে নিরতিশয় পরিপুষ্ট হইতেছেন।' শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণবক্ত্রেন্দুনিষ্ঠ্যূতং মুরলীনিনদামৃতম্। উদ্দীপনানাং সর্বেষাং মধ্যে প্রবরমীর্য্যতে ॥" (উঃ নীঃ উদ্দীপন প্রঃ-৬৫)। "শ্রীকৃষ্ণবদনোদগীর্ণ মুরলীরবই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উদ্দীপন। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য-চতুষ্টয়ের † মধ্যে মুরলীমাধুরী অন্যতম। "ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীকলকূজিতঃ" মুরলীর কল-কূজন ত্রিজগতের মনকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। ইহা শ্রীকৃষ্ণের এক অসাধারণ গুণ। এই গুণে ভুবন পাগল। পাগল করা বাঁশীর সুর শুধু বৃন্দাবনেই বাজে। শব্দব্রহ্মময় বেণু ব্রজেন্দ্রনন্দনের মুখেই

---

† লীলামাধুরী, প্রেমমাধুরী, বেণুমাধুরী ও রূপমাধুরী এই মাধুর্যচতুষ্টয় ব্রজেই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

ধ্বনিত হয়। "শব্দব্রহ্মময়ং বেণুং বাদয়ন্তং মুখাম্বুজে" সে সুর, সেই ধ্বনি, সে স্বরালাপ ভগবদ্‌রাজ্যের এক মহাবৈভব। অস্ফুট-মধুর সে ধ্বনি সর্বাকর্ষক মন্ত্র, কামবীজের প্রস্ফুরক।

"সে ধ্বনি চৌদিকে ধায়, অণ্ডভেদি বৈকুণ্ঠে যায়,
জগতের বলে পৈশে কানে।
সভা মাতোয়াল করি, বলাৎকারে আনে ধরি,
বিশেষত যুবতীর গণে॥
ধ্বনি বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত,
পতিকোলে হৈতে কাঢ়ি আনে।
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে, যেই করে আকর্ষণে,
তার আগে কিবা গোপীগণে।।" (চৈঃ চঃ মধ্য-২১ পরিঃ)

মধুরভাববতী ব্রজকিশোরীগণেই বেণুর সর্বাধিক প্রভাব। শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বরূপে ব্রজকিশোরী-গণের শিরোরত্ন শ্রীরাধারাণীর কিঙ্করী। তাই ব্রজসুন্দরীগণ যেভাবে মুরলীর মহিমা বর্ণনা করেন, সেই ভাবেই তিনিও করিয়াছেন। ব্রজসুন্দরীগণের মনে হয়, তাঁহাদের পরম দুর্লভ শ্রীকৃষ্ণাধরামৃত মুরলী সতত অবাধে পান করিতেছে, ইহা তাহার কম সৌভাগ্যের কথা নহে। কোন্ মহাপুণ্যে সেইরূপ সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে, ইহা তাঁহাদের জানার বাসনা হয়।

"গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্।
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু-মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ॥"
(ভাঃ-১০।২১।৯)

বেণুমাধুর্যে মুগ্ধা কোন ব্রজসুন্দরী বলিলেন—'হে সখিগণ! জানি না, এই নিরস দারুময় বেণু কোন্ মহাপুণ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, যাহার ফলে সে একমাত্র গোপিকাগণেরই ভোগ্য শ্রীকৃষ্ণাধরামৃত যথেচ্ছ ও স্বতন্ত্রভাবে নিঃশেষে উপভোগ করিতেছে! তাহার এই সৌভাগ্যে কমল-বিকাশচ্ছলে হ্রদিনীগণ পুলকিত হইতেছে এবং স্ববংশে কোন ভক্তচূড়ামণি জন্মগ্রহণ করিলে যেমন কুলবৃদ্ধগণ আনন্দাশ্রু-মোচন করেন, সেই প্রকার বৃক্ষগণও মধুধারা-বর্ষণছলে আনন্দাশ্রু মোচন করিতেছে।' শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ-বর্ণনায় এই শ্লোকের অপূর্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"গোপীগণ! কহ সভে করিয়া বিচারে।
কোন্ তীর্থে কোন্ তপ, কোন্ সিদ্ধ-মন্ত্র-জপ,
এই বেণু কৈল জন্মান্তরে ?

হেন কৃষ্ণাধর-সুধা, যে কৈল অমৃত মুধা,
যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ ।
এ বেণু অযোগ্য অতি, একে স্থাবর পুরুষ-জাতি,
সেই সুধা সদা করে পান ॥
যার ধন না কহে তারে, পান করে বলাৎকারে,
পিতে তারে ডাকিয়া জানায় ।
তার তপস্যার ফল, দেখ ইহার ভাগ্যবল,
ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে খায় ॥
মানসগঙ্গা, কালিন্দী, ভুবনপাবন নদী,
কৃষ্ণ যদি তাতে করে স্নান ।
বেণুর ঝুটাধর-রস, হঞা লোভে পরবশ,
সেইকালে হর্ষে করে পান ॥
এ ত নারী রহু দূরে, বৃক্ষসব তার তীরে,
তপ করে পর-উপকারী ।
নদীর শেষ-রস পাঞা, মূলদ্বারে আকর্ষিয়া,
কেন পিয়ে, বুঝিতে না পারি ॥
নিজাঙ্কুরে পুলকিত, পুষ্পহাস্য বিকসিত,
মধু-মিষে বহে অশ্রুধার ।
বেণুকে মানি নিজজাতি, আর্য্যের যৈছে পুত্র-নাতি,
বৈষ্ণব হৈলে আনন্দ-বিকার ॥
বেণুর তপ জানি যবে, সেই তপ করি তবে,
ও ত অযোগ্য, আমরা যোগ্যনারী ।
যা না পাঞা দুঃখে মরি, অযোগ্য পিয়ে সহিতে নারি,
তাহা লাগি তপস্যা বিচারি ॥" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬শ পরিঃ)

শ্রীপাদ মুরলীর সামর্থ্য নিরূপণ-প্রসঙ্গে বলিলেন—"শ্রীরাধিকা-প্রথিতমানমপীহ দিব্য-নাদৈরধো নয়তি তাং মুরলীং নমামি ।" 'যিনি সুমধুর ধ্বনিদ্বারা শ্রীরাধার উৎকট মানকেও অপনয়ন করিতেছেন, সেই মুরলীকে প্রণাম করি ।' "ফুৎকৃতিবিধৃতমানঃ, স ভবতু বিজয়ী হরের্বেণুঃ"(উঃ নীঃ শৃঙ্গারভেদ-১৪০) 'যাহার ফুৎকারমাত্রেই শ্রীরাধিকার মান নিরসন হইয়া থাকে, সেই শ্রীকৃষ্ণের বেণু সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন ।' "মানস্যোপাধ্যায়ি, প্রসীদ সখি ! রুন্ধি মে শ্রুতিদ্বন্দ্বম্ । অয়মুচ্চাটনমন্ত্রং সিদ্ধো

বেণুর্বনে পঠতি ॥" (ঐ-১৪১)। ললিতা শ্রীরাধাকে মানশিক্ষা দিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের মুরলী বাজিতেছে; মানময়ী শ্রীরাধা প্রিয়সখী ললিতাকে আক্ষেপপূর্বক বলিতেছেন—'হে মানশিক্ষার অধ্যাপিকে! প্রসন্না হইয়া আমার কর্ণদ্বয় রোধ কর। কারণ ঐ শোন বেণু বনমধ্যে যোগীশ্বরের ন্যায় উচ্চাটন-মন্ত্র পাঠ করিতেছে!! উহা কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে আর আমার মানরক্ষার সামর্থ্য থাকিবে না।' বংশীর মান-নিরসনের অদ্ভুত সামর্থ্যের স্মৃতি শ্রীপাদের চিত্তে উদিত হওয়ায় সিদ্ধস্বরূপের আবেশে একদিনের স্ফূর্তি-প্রাপ্ত একটি লীলাই ৪৯ সংখ্যক শ্লোকের উক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে।

একদা কুঞ্জমধ্যে শ্রীরাধা মানিনী। দুর্জয় মান। কুঞ্জে উৎকণ্ঠিতা শ্রীরাধার নিকটে অন্য-নায়িকার ভোগাঙ্ক লইয়া অপরাধী নাগরের আগমনেই মানের সঞ্চার। মানিনীর দীর্ঘ-সময়ব্যাপী মানের স্থিতিতে সখীগণ ও নায়ক সকলেই খিন্ন হইতেছেন। বৃন্দাদি দূতীগণের নানাবিধ কৌশল্যে, চাটুবাক্যেও মানের নিরসন হয় নাই। মধুমঙ্গলাদি সখাগণ নানাপ্রকার বাক্যভঙ্গী ও বিবিধ পরিহাস-বাক্যের দ্বারাও শ্রীমতীর মান অপনয়ন করিতে সমর্থ হন নাই। শেষে অপরাধী নায়ক মানিনীর শ্রীচরণ-মূলে নিপতিত হইয়া নয়ন-নীরে ভাসিতে ভাসিতে মানিনীকে কতই সাধিয়াছেন, মানিনীর মান ভাঙ্গে নাই। তিনি নায়কের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন। রাধা-শ্যাম উভয়েই নিদারুণ কষ্ট পাইতেছেন দেখিয়া সখীগণও মানভঞ্জনের নিমিত্ত নানাবিধ প্রযত্ন করিতে লাগিলেন—

"নয়ানের নীর, নিঝরে ঝরয়ে,
চাঁদ নিরখয়ে তায়।
তোহারি বদন, সোঙরি তখন,
মুরছিত গড়ি যায় ॥
রামা হে! তেজহ কঠিন মান।
পুরুখ-বিরহ, দুঃসহ কঠিন,
এবার রাখহ প্রাণ ॥
কুসুমলতা ধরি, আলিঙ্গয়ে হরি,
তুয়া কলেবর ভানে।
পরশে বিবশ, ভৈ গেল মাধব,
মুরুছে মদন-বাণে ॥
শিরীষ-কুসুমে, শেজ বিছাইয়া,
কাম-শরে অগেয়ান।
গরল অধিক, চন্দন-লেপন,
তেজিতে চাহে পরাণ ॥" (পদকল্পতরু)

স্ফীতস্তাণ্ডবিকো হরের্মুরলিকানাদেন নৃত্যোৎসবং
ঘূর্ণচ্চারু-শিখণ্ডবণ্ড সরসীতীরে নিকুঞ্জাগ্রতঃ।
তন্বন্ কুঞ্জবিহারিণোঃ সুখভরং সম্পাদয়েদ্‌যস্তয়োঃ
স্মৃত্বা তং শিখিরাজমুৎসুকতয়া বাঢ়ং দিদৃক্ষামহে ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ। যিনি মুরলীনাদে প্রফুল্ল হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডতটস্থিত নিকুঞ্জের দ্বারপ্রদেশে মনোহর পুচ্ছঘূর্ণনপূর্বক নৃত্যোৎসববিস্তার করত কুঞ্জবিহারী শ্রীশ্রীরাধামাধবের সুখাতিশয়-সম্পাদন করেন, আমি সেই **তাণ্ডবিক** নামক শিখিরাজকে স্মরণপূর্বক ঔৎসুক্যভরে তাঁহাকে দেখিতে বাসনা করি ॥ ৫০ ॥

টীকা। মনোহরনৃত্যেন শ্রীকৃষ্ণোল্লাসপ্রদং তাণ্ডবিকনামানং ময়ূরবিশেষং স্তৌতি—স্ফীত ইতি। তং শিখিরাজং ময়ূরশ্রেষ্ঠং স্মৃত্বা সম্প্রত্যেব স্মরণানন্তরং বাঢ়মতিশয়মুৎসুকতয়া সাকাঙ্ক্ষিতয়া

সখীগণের মিনতিতেও শ্রীমতীর মান ভাঙ্গিল না। তখন তাঁহারা শ্রীমতীর প্রতি নানাবিধ বিভীষিকা-বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ললিতা বলিলেন—'চল গো বিশাখা, চল সখীগণ, আমরা সকলে গৃহে যাই। নায়ক তো নিরাশ হইয়া চলিয়া গিয়াছে, ও একাকী কুঞ্জে মান লইয়া বসিয়া থাকুক।' তবু মান গেল না। মানিনী দীর্ঘশ্বাস লইয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন। সকলেই আর্তি ও বেদনায় অস্থির। ইত্যবসরে কোন সখী শ্যামকে বলিলেন—'শ্যাম! তুমি কি তোমার বংশীর গুণ বিস্মৃত হইলে? একবার তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দেখ দেখি।' শ্যামসুন্দর তখন অধর-কিশলয়ে মুরলী লইয়া ফুৎকার দিলেন। রাধা-বিরহ-কাতর শ্যামের অন্তরের বেদনা বাঁশির অস্ফুট মধুর স্বরে অভিব্যক্ত হইয়া শ্রীমতীর কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করামাত্রই শ্রীমতী অধীরা হইয়া পড়িলেন! মান গেল। সখীগণ যুগলের মিলনসম্পাদন করিয়া আজিকার মান-নিরসনব্যাপারে সৌভাগ্যবতী-মুরলীরই জয়গান করিলেন। শ্রীপাদ বলিতেছেন—'সেই বংশীরূপা সখীর আমি স্তব করি।'

"কৃষ্ণের অধরামৃত দিবারাত্রি পানে। অতিশয় পরিপুষ্ট যেই ভাগ্যবানে ॥
রাধার উৎকটমান যার দিব্যনাদে। অপনয়ন করিতেছে নিত্য পদে পদে ॥
শ্রীকৃষ্ণের করে সেই মোহন-মুরলী। নমস্কার করি তারে হ'য়ে কুতূহলী ॥" ৪৮ ॥
"নানাবিধ চাটুবাক্যে বৃন্দাদি দূতীগণ। অসমর্থ হয় যাহা করিতে খণ্ডন ॥
মধুমঙ্গলাদি সখা পরিহাস-বাক্যে। শিথিল করিতে নারে যে মানগ্রন্থিকে ॥
প্রণত হইয়া পদে ব্রজেন্দ্রনন্দন। দুর্জ্জয়মাননিরসনে অসমর্থ হন ॥
বিভীষিকা-প্রদর্শনে যত সখীগণ। যার প্রশমনে তাঁরাও পরাজিতা হন ॥
ফুৎকার করিবামাত্র সে দুর্জ্জয়মান। অপসারণ করে যেই তৃণের সমান ॥
সৌভাগ্যশালিনী সখীস্বরূপা বংশীকে। নিত্য স্তব করি আমি প্রণত মস্তকে ॥" ৪৯ ॥

দিদৃক্ষামহে দ্রষ্টুমিচ্ছামঃ। স কস্তাণ্ডবিক এতন্নামা ময়ূরঃ। কিম্ভূতঃ যো মুরলীকানাদেন স্ফীতঃ প্রফুল্লঃ সন্ সরসীতীরে রাধাকুণ্ড-সরোবর-নিকটে যো নিকুঞ্জস্তস্যাগ্রতো দ্বারপ্রদেশে নৃত্যোৎসবং নৃত্য-পরিপাটীং তন্বন্ তয়োঃ কুঞ্জবিহারিণোঃ কুঞ্জে ক্রীড়ারতোঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ সুখভরমানন্দাতিশয়ং সম্পাদয়েৎ সম্পন্নং করোতীত্যন্বয়ঃ। 'সুখং শর্ম্মণি নাকে চেতি' মেদিনী ॥ ৫০ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ এই শ্লোকে তাণ্ডবিক নামক শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ময়ূরের স্তব করিতেছেন। ব্রজের পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতাদি সবই শ্রীরাধামাধবের লীলা-পরিকর। ইঁহাদের প্রতি শ্রীযুগলের নিজত্বাভিমান। প্রত্যেকেই তাঁহাদের সঙ্গে এক একটি মধুর সম্পর্কে জড়িত হইয়া লীলারসের পরিপুষ্টি বিধান করিয়া থাকে। তাণ্ডবিক শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ময়ূর। শ্রীকৃষ্ণের মুরলীনাদ শ্রবণে মত্ত হইয়া পুচ্ছ-ঘূর্ণন করিতে করিতে কি অপূর্ব নৃত্যমাধুরী-বিস্তার করিয়া থাকে তাণ্ডবিক!

শ্রীগোবিন্দের মুরলীনাদ শ্রবণে ময়ূরের নৃত্যমাধুরী শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রজবালাগণের পূর্বরাগময় বেণুগীতি হইতে জানা যায়—"গোবিন্দবেণুমনু মত্তময়ূরনৃত্যং প্রেক্ষ্যাদ্রিসান্বপরতান্যসমস্তসত্ত্বম্" (ভাঃ-১০।২১।১০)। তাৎপর্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের বনভূমিতে উপস্থিত হইয়া যখন বেণুবাদন করেন, তখন ময়ূরগণ শ্রীকৃষ্ণকে নবজলধর, পীতাম্বরকে বিদ্যুৎ এবং মুরলীধ্বনিকে মৃদুমন্দ গর্জন মনে করিয়া প্রেমোন্মাদে পুচ্ছবিস্তার করত নৃত্য করিতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণও তাহাদের উৎসাহ-বর্ধনের জন্য অধিকতর উল্লাস সহকারে বেণু-বাদন করেন। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের বেণুবাদন এবং ময়ূরের নর্তনে এক অভূতপূর্ব পরমানন্দের বিকাশ হয়। তাহাতে বনের অন্যান্য সব পশু-পাখী পরমানন্দে বিভোর হইয়া নির্বাক ও নিস্পন্দ হইয়া গোবর্ধনাদি পর্বতের সানুপ্রদেশে উপস্থিত হইয়া সভাসদ্‌রূপে শ্রীকৃষ্ণের বেণুবাদন ও ময়ূরের নৃত্যকলার রসাস্বাদন করিয়া থাকে।

ময়ূরগণ পরমানন্দে পুচ্ছবিস্তার করিয়া নৃত্য করিতে করিতে তাহাদের পুচ্ছ খসিয়া পড়িলে শ্রীকৃষ্ণের মনে হয়, ময়ূরগণ আমার বংশীবাদ্যে সন্তুষ্ট হইয়া যেন তাহাদের সুরঞ্জিত পুচ্ছগুলি আমায় পারিতোষিকরূপে প্রদান করিতেছে। তাহারা যেন বলিতেছে— 'হে ব্রজরাজনন্দন! আমরা পক্ষিজাতী আমাদের তো ধন-রত্নাদি কিছুই নাই, লোকে আমাদের এই সুরঞ্জিত পুচ্ছগুলি ভালবাসে; তোমার বংশী-নাদে সন্তুষ্ট হইয়া আমরা এই সুরঞ্জিত পুচ্ছ তোমায় পারিতোষিকরূপে প্রদান করিতেছি; তুমি এই তুচ্ছ উপহার গ্রহণ করিবে কি?' ব্রজরাজনন্দন তাঁহাদের এই প্রেমোপহার সশ্রদ্ধভাবে মস্তকে ধারণ করেন। এই জন্যই তিনি শিখিপিঞ্ছমৌলী। শ্রীকৃষ্ণ যখন ময়ূরপুচ্ছদ্বারা চূড়া বেষ্টন করেন, তখন তাঁহার শোভা-দর্শনে স্থাবর-জঙ্গম বিমুগ্ধ হইয়া যায় এবং ময়ূরগণ নিজেকে ধন্য মনে করিয়া আরও পরমোল্লাসে নৃত্য করিতে থাকে।

এই শ্লোকে বৃন্দাবনের ময়ূর-শ্রেষ্ঠ তাণ্ডবিকের বন্দনা। যুগল-লীলায় তাণ্ডবিকের সুন্দর সুন্দর ভূমিকা রহিয়াছে। কুঞ্জভঙ্গ-লীলায় 'কে-ও কে-ও' শব্দে যুগলের হৃদয়ে বিরোধিজনের আগমনাশঙ্কা

সপ্তাহং মুরমর্দ্দনঃ প্রণয়তো গোষ্ঠকরক্ষোৎসুকো
বিভ্রন্মানমুদারপাণিরমণৈর্যস্মৈ সলীলং দদৌ।
গান্ধর্ব্বা-মুরভিদ্বিলাসবিগলৎ-কাশ্মীররজ্যদ্‌গুহ-
স্তৎখট্টায়িতরত্নসুন্দরশিলো গোবর্দ্ধনঃ পাতু বঃ ॥ ৫১ ॥

জাগাইয়া তাঁহাদিগকে গৃহগমনে ত্বরান্বিত করে তাণ্ডবিক। যুগলমিলন-লীলায় নৃত্যদ্বারা তাঁহাদের বিলাস-বাসনা উদ্দীপ্ত করে সে। পাশাক্রীড়াদিতে পণরূপে গৃহীত হইয়া তাণ্ডবিক সসখী যুগলের কতই আনন্দ বা পরিহাসের কারণ হয়। আবার বিরহ-কালে শ্রীরাধা ও সখীগণ তাণ্ডবিককে দেখিলেই সেখানে শ্রীকৃষ্ণের স্থিতি অনুমান করিয়া পরমানন্দ সায়রে মগ্ন হন।

একদিনের স্ফূর্তিপ্রাপ্ত একটি মধুর লীলার স্মৃতিতে এই শ্লোকের উক্তি। মধ্যাহ্ন-লীলায় কুণ্ডারণ্যে শ্রীযুগলের স্বচ্ছন্দ মধুরবিহার হইতেছে। বর্ষাহর্ষবনে শ্রীরাধামাধব প্রবেশ করিয়াছেন। আকাশমণ্ডল মেঘমালায় আচ্ছন্ন। অবিরত বারিপাত হইতেছে। অর্জুন, কদম্বাদি বৃক্ষসমূহে দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত। বর্ষাসখী বিদ্যুৎ-শোভিত মেঘমালারূপ সোনার জরি দেওয়া কালোবসন পরিয়া, বকপংক্তি-রূপ মুক্তার মালা, ইন্দ্রধনুরূপ নীল, পীত, রক্তাদি বিবিধবর্ণের রত্নালঙ্কার ধারণ করিয়া যেন যুগলের সেবার্থে উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীযুগল বর্ষাহর্ষ-বিভাগের বন-শোভা দর্শন করিতে করিতে একটি কুঞ্জে রত্নাসনে বসিয়াছেন। সখী-মঞ্জরীগণ সেবায় নিরতা। ইত্যবসরে শিখিরাজ তাণ্ডবিক কুঞ্জ-প্রাঙ্গণে যুগলের শৃঙ্গার-লীলার উদ্দীপক মধুর নৃত্য আরম্ভ করিল। মেঘ-গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ নবজলধরের মন্দ্র-মুরলীধ্বনি মেঘের গুরু-গম্ভীর ধ্বনিকে কি অপূর্ব মধুরতায় মণ্ডিত করিয়া তুলিতেছিল! আকাশে চপলা (বিদ্যুৎ) জড়িত মেঘমালা, সম্মুখে কুঞ্জাভ্যন্তরে অচপল (স্থির) কোটি বিদ্যুৎবিমর্দী কান্তিসম্পন্না শ্রীরাধা-জড়িত কৃষ্ণনবজলধর!! তাণ্ডবিকের হর্ষের অন্ত নাই। মনোহর পুষ্পরাশি ঘূর্ণন করিতে করিতে মনোহর নৃত্য করিতেছিল শিখিরাজ তাণ্ডবিক। কুঞ্জবিলাসী শ্রীরাধামাধব তাণ্ডবিকের নৃত্য দর্শনে মুগ্ধ! শ্রীপাদ সেই লীলার স্মৃতিতে বলিলেন—'সেই তাণ্ডবিককে স্মরণ করিয়া আমি ঔৎসুক্য-ভরে তাহাকে দর্শন করিতে কামনা করি।' তাণ্ডবিকের নৃত্যের সহিত যুগললীলা-মাধুরী দর্শনের নিমিত্ত শ্রীপাদ সমুৎসুক।

"মোহন-মুরলী-নাদে রাধাকুণ্ডতীরে।
পরানন্দে মাতিয়া যে নিকুঞ্জের দ্বারে ॥
পুচ্ছ পসারিয়া ঘুরি নৃত্যোৎসব-রঙ্গে।
সুখদান করিতেছে শ্রীরাধা-গোবিন্দে ॥
সেই শিখিরাজ শ্রেষ্ঠ 'তাণ্ডবিক' নাম।
নিত্য দরশন লাগি' আকুলিত প্রাণ ॥" ৫০ ॥

অনুবাদ। মুরারী শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়ভরে মাত্র গোকুলরক্ষা-বিষয়ে সমুৎসুক হইয়া মনোহর হস্তের পূজা-পরিপাটী-সূচক শুদ্ধ মুদ্রাদি ক্রীড়াদ্বারা যাঁহাকে সপ্তাহকাল ধারণ করত পূজ্যত্ব-সম্মান দান করিয়াছেন, শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিলাস-বিগলিত কুঙ্কুমরাগে যাঁহার গুহা রঞ্জিত এবং যাঁহার শিলা শ্রীরাধা-কৃষ্ণের রত্নখট্টার ন্যায় শোভিত, সেই **গোবর্ধন** তোমাদের রক্ষা করুন।। ৫১ ॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরগণং স্তবন্ তদ্গণান্তঃপাতিত্বেন গোবর্দ্ধনং পুনঃ স্তৌতি—সপ্তাহমিতি। স গোবর্দ্ধনো বো যুস্মান্ পাতু রক্ষতু। পূর্ব্বোক্ত যচ্ছব্দস্য তচ্ছব্দাকাঙ্ক্ষিতয়া স ইত্যনেন সম্বন্ধঃ। তস্য রক্ষিতৃত্বে সামর্থ্যমাহ মুরমর্দ্দনঃ প্রবলারিমারণেন সর্ব্বং কর্ত্তুং সমর্থঃ কৃষ্ণো যস্মৈ মানং সর্ব্ব-পূজ্যত্বরূপ মর্য্যাদাং দদৌ। কৈরুদারপাণিরমণৈঃ উদারো মনোহরো যঃ পাণিস্তস্য রমণৈঃ পূজাপরিপাটী-সূচক তাদৃক্ শুদ্ধমুদ্রাদি ক্রীড়নৈঃ। কিং কুর্ব্বন্ প্রণয়তঃ প্রণয়াৎ গোষ্ঠৈক রক্ষোৎসুকঃ সন্ সলীলং যথাস্যাত্তথা সপ্তাহং সপ্তদিনং বিভ্রৎ দধৎ। গোবর্দ্ধনঃ কিম্ভূতঃ তয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ খট্টায়িতা খট্টাবদা-চরিতা সুন্দর শিলা যত্র সঃ অতএব গান্ধর্ব্বা শ্রীরাধা মুরভিৎ শ্রীকৃষ্ণস্তয়োর্যো বিলাসঃ ক্রীড়া তেন বিগলৎ যৎ কাশ্মীরং কুঙ্কুমং তেন রজ্যন্তী রাগবিশিষ্টা গুহা যস্য সঃ। পুরুষবিশেষ গোবর্দ্ধনগুহাসু স্বেশ্বর-য়োস্তাদৃগ্ লীলানুভবেন বিস্ময়াবিষ্টস্যোক্তৌ মুরমর্দ্দন-মুরভিদিতি স্থানদ্বয়ে মুরশব্দপ্রয়োগে কথিত-পদতারূপ-দোষঃ সোঢ়ব্যঃ ॥ ৫১ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। এই শ্লোকে গিরিরাজ-শ্রীগোবর্ধনের স্তব। ব্রজের সৌভাগ্যতিলক শ্রীগিরিরাজ, তাঁহার নিমিত্তই শ্রীবৃন্দাবনের এতাদৃশ রম্যতা। "অহো বৃন্দাবনং রম্যং যত্র গোবর্দ্ধনো গিরিঃ" (স্কন্দপুরাণ)। গোপগণের পূর্বপুরুষানুক্রমে প্রচলিত ইন্দ্রযাগ খণ্ডন-করত গিরিপূজা স্থাপন-পূর্বক শ্রীভগবান্ স্বয়ং গিরিরাজের মহিমা বিশ্বে খ্যাপন করেন। তিনি স্বীয় পিতৃদেব শ্রীনন্দমহারাজের নিকট নানা যুক্তিজাল-বিস্তারপূর্বক ইন্দ্রযাগে তাঁহার অনাস্থা জন্মাইয়া দিয়া গোবর্ধন-যাগে প্রবর্তিত করেন। শেষে ইন্দ্র কুপিত হইয়া বজ্র ও বৃষ্টিপাতে ব্রজের অনিষ্ট-সাধনে সমুদ্যত হইলে শ্রীভগবান্ অনায়াসে বামকরে গিরিধারণপূর্বক ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করেন। শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম 'মরমর্দন', অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেববিজয়ী মুর নামক অসুরকে যিনি অনায়াসে নিধন করেন, তিনি অন্য উপায়েও ব্রজরক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু গিরিরাজের প্রতি একান্ত প্রণয়ভরে শ্রীকৃষ্ণ গিরিরাজের মহিমা খ্যাপনের জন্যই তাঁহাকে উত্তোলন করত তাঁহার নিম্নে ইন্দ্রকর্তৃক নিপীড়িত ব্রজবাসিগণকে স্থান দিয়া ব্রজকে রক্ষা করিলেন। কেবল তাহাই নহে, স্বয়ং তিনি যেন তাঁহার হস্তকমলদ্বারা সপ্ত-অহোরাত্র নিরবচ্ছিন্নভাবে গিরিরাজ-গোবর্ধনের অর্চনা করিলেন। যেমন হস্তের দ্বারা পূজা-পরিপাটী-সূচক শুদ্ধ মুদ্রাদি প্রদর্শন-পূর্বক আরাধ্যের সেবা অর্চনার বিধান শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তেমনি শ্রীগিরিধারী তাঁহার বাম-করের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর উপরে শ্রীগিরিরাজকে ধারণ করিয়া স্বয়ং আরাধকের ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে সপ্ত-অহোরাত্র

বামকরের শুদ্ধমুদ্রা প্রদর্শনপূর্বক যেন গিরিরাজগোবর্ধনের আরাধনা করিলেন। স্বয়ং হরিদাসবর্য শ্রীগিরিরাজের আরাধনা করিয়া বিশ্ববাসীকে ভক্তের আরাধনা শিক্ষা দিলেন।

শ্রীউদ্ধবের প্রতি স্বয়ং বলিয়াছেন—"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা" (ভাঃ-১০।১৯।২১)। 'আমার সন্তোষবিশেষ জ্ঞানে আমার পূজা অপেক্ষাও আমার ভক্তের পূজা অধিকভাবে করা আমাতে ভক্তিলাভের অন্যতম কারণ।' এই জন্যই আদিপুরাণে শ্রীভগবান্ প্রিয়পার্ষদ অর্জুনের প্রতি বলিয়াছেন—

"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ।।"

"হে পার্থ, যাহারা কেবল আমারই ভক্ত তাহারা বস্তুতঃ আমার ভক্ত নয়, কিন্তু যাঁহারা আমার ভক্তের ভক্ত তাঁহাদিগকেই আমার উত্তমভক্ত বলিয়া জানিও।" শ্রীমন্মহাদেবও দেবীর নিকট বলিয়াছেন—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্।।" (পদ্মপুরাণ)

'হে দেবি! অন্যান্য দেবতার আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ, আবার বিষ্ণু-আরাধনা অপেক্ষাও তাঁহার ভক্তের সমর্চন সমধিক শ্রেষ্ঠ।' কেননা—

"সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুত-সেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্ ॥" (বরাহপুরাণ)

'প্রেমসিদ্ধি হয় কি না হয়, যাঁহারা কেবল অচ্যুতের সেবা করেন, তাঁহাদেরই এই প্রকার সংশয় থাকিতে পারে, কিন্তু যাঁহারা ভক্তের পরিচর্যায় রত, তাঁহাদের সিদ্ধি-বিষয়ে কোন সংশয় নাই।' তাই—

"কৃষ্ণসেবা হৈতেও বৈষ্ণবসেবা বড়।
ভাগবত-আদি সব শাস্ত্রে কৈল দঢ় ॥
এতেকে বৈষ্ণবসেবা পরম উপায়।
ভক্তসেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায় ॥
সেবকের দাস্য প্রভু করে নিজানন্দে।
অজয় চৈতন্যসিংহ জিনে ভক্তবৃন্দে ॥" (চৈঃ ভাঃ)

হরিদাসবর্য শ্রীগিরিরাজগোবর্ধন যে সেই ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাহাই দেখাইয়া বলিলেন—"গান্ধর্ব্বা-মুরভিদ্বিলাসবিগলৎকাশ্মীররজ্যদ্গুহস্তৎখট্টায়িতরত্নসুন্দরশিলো গোবর্দ্ধনঃ পাতু বঃ" "শ্রীগান্ধর্বা-গিরিধারীর বিলাস-বিগলিত কুঙ্কুমরাগে যাঁহার গুহা সুরঞ্জিত এবং যাঁহার শিলা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রত্নখট্টার ন্যায় শোভিত ; সেই গিরিরাজগোবর্ধন তোমাদের রক্ষা করুন।" বহু হরিদাসই এই বিশ্বে আছেন, কিন্তু গিরিরাজগোবর্ধনের ন্যায় নিজের দেহকে শ্রীভগবানের রমণীয় লীলানিকেতন করিতে কেহই পারেন নাই। শ্রীশ্রীগিরিরাজের পরম রমণীয় নির্জন-গুহা শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিলাস-বিগলিত কুঙ্কুমে

নীপৈশ্চম্পক-পালিভির্নব-বরাশোকৈ রসালোৎকরৈঃ
পুন্নাগৈর্বকুলৈর্লবঙ্গলতিকা-বাসন্তিকাভির্বৃতৈঃ।
হৃদ্যং তৎপ্রিয়কুণ্ডয়োস্তটমিলন্মধ্যপ্রদেশং পরং
রাধামাধবয়োঃ প্রিয়স্থলমিদং কেল্যাস্তদেবাশ্রয়ে॥ ৫২॥

ভূষিত হইয়া সেখানে যুগলের রহস্যময় নিবিড় বিলাসের পরিচয় দিতেছে। এইরূপ শ্রীশ্রীরাধামাধবের কঙ্কণ, হার, মাল্যাদি বিলাস-ত্রুটিত দ্রব্যে ভূষিত শত শত রমণীয় গুহা, কুঞ্জাদি গিরিরাজ নিজাঙ্গে ধারণ করিয়া ধন্য হইতেছেন। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"গান্ধর্ব্বায়াঃ কেলিকলাবান্ধব! কুঞ্জে ক্ষুণ্ণৈস্তস্যাঃ কঙ্কণহারৈঃ প্রযতাঙ্গ!
রাসক্রীড়ামণ্ডিতয়োপত্যকয়াঢ্য! প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন! পূর্ণাম্॥" (স্তবমালা)

'হে গোবর্ধন! তুমি গান্ধর্বা শ্রীরাধার কেলিকলার সাহায্যকারী. নিকুঞ্জে নিপতিত শ্রীরাধার কঙ্কণ, মাল্যাদিদ্বারা তোমার অঙ্গ বিভূষিত হইয়াছে, তোমার উপত্যকা শ্রীরাধাকৃষ্ণের রাসক্রীড়ামণ্ডিত হইয়া পরম সমৃদ্ধ, তুমি আমার প্রত্যাশা পূর্ণ কর।'

এইরূপ গিরিরাজের শিলাসমূহ যেন শ্রীরাধাকৃষ্ণের রত্নখট্টার ন্যায় শোভিত। যাহাতে বিলাসী যুগল মহানন্দে বসিয়া বিশ্রাম-সুখাদি উপভোগ করিয়া থাকেন। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন— "প্রাজ্যা রাজির্যস্য বিরাজত্যুপলানাং, কৃষ্ণেনাসৌ সন্ততমধ্যাসিতমধ্যা।" 'হে গোবর্ধন! তোমার উপলমালা শ্রীকৃষ্ণের উপবেশনবশতঃ নিরতিশয় মনোহররূপে শোভা পাইতেছে!' শ্রীপাদ দাসগোস্বামী বলিলেন—'গোবর্ধনের শিলাসমূহ যেন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রত্নখট্টার ন্যায় পরিশোভিত রহিয়াছে। সেই গিরিরাজ তোমাদিগকে রক্ষা করুন।' আশ্রিতজনকে প্রেমদানে পালন করুন, বিশ্বের প্রতি ইহাই শ্রীপাদ গোস্বামিচরণের করুণার আশীর্বাদ।

"মুরনাশন শ্রীগোবিন্দ, রক্ষা লাগি করি ছন্দ,
প্রাণপ্রিয় ব্রজ-বৃন্দাবন।
যাঁর পূজা জানাইতে, নিজ মনোহর হাতে,
সপ্তদিন করিল ধারণ॥
যুগল-বিলাস-কালে, দুহুঁ অঙ্গ স্বেদ-জলে,
বিগলিত কুঙ্কুম-চন্দনে।
যাঁর গুহা সুরঞ্জিত, রত্নখট্টা শিলাযুত,
রক্ষা করুন সেই গোবর্দ্ধনে॥" ৫১॥

অনুবাদ। কদম্ব, চম্পকশ্রেণী, শ্রেষ্ঠ অশোকরাজি, আম্র, নাগকেশর, বকুল, লবঙ্গলতা, মাধবীলতাদিদ্বারা বেষ্টিত হওয়ায় যাঁহার শোভা অতি মনোহর, শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেই প্রিয় কেলিস্থান শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ডের **তট-মিলন-স্থলের মধ্যপ্রদেশ**কে (সঙ্গমস্থলকে) আমি আশ্রয় করি ॥ ৫২ ॥

টীকা। তৎপরিকর-স্তবনসময় এবাকস্মাৎ স্বমনস্যাবির্ভবদ্রাসস্থলং স্তৌতি—নীপৈরিতি। তৎপ্রসিদ্ধং শ্রীরাধামাধবয়োঃ কেল্যাঃ প্রিয়স্থলং কেলিপ্রতিপাদকং প্রিয়প্রদেশম্ ইদমাশ্রয়ে স্বস্য তদ্দর্শন-সাধনাভ্যাং সেবে। কিম্ভূতং তৎপ্রিয়কুণ্ডয়ো রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ডয়োস্তটে মিলন্ তট-সংযোগপ্রাপ্তো মধ্য-প্রদেশো যস্য তৎ। পরং শ্রেষ্ঠম্। পুনঃ কিম্ভূতং বৃতৈরাবরণরূপৈঃ নীপাদিভির্হৃদ্যং মনোহরম্। চম্পকপালিভিশ্চম্পকশ্রেণিভিঃ নবা নূতনা বরাঃ শ্রেষ্ঠা যে অশোকাস্তন্নামবৃক্ষাস্তৈরসালোৎকরৈরাম্রসমূহৈঃ পুন্নাগৈর্নাগকেশরৈঃ বাসন্তিকাভির্মাধবীলতাভিঃ ॥ ৫২ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীগোবর্ধনের স্তব করিবার পর শ্রীগোবর্ধন-তটপ্রদেশে তাঁহার একান্ত আশ্রয়স্থল পরম রমণীয় ব্রজমুকুটমণি শ্রীরাধাকুণ্ডের স্তবারম্ভে প্রথমতঃ শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ডের সঙ্গম-স্থানের বা মিলনস্থলের বন্দনা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃষভরূপধারী অরিষ্টা-সুরকে নিধন করিয়া নিজের শুদ্ধিতার ছলে বামপদের পাষ্ণির আঘাতে শ্রীশ্যামকুণ্ডের আবির্ভাব করিয়া তাহাতে বিশ্বের নিখিল তীর্থরাজিকে আহ্বান করত যখন শ্রীরাধারাণীর নিকটে এইরূপ সর্বতীর্থময় কুণ্ড-রচনাহেতু স্পর্ধা-বিস্তার করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীশ্যামকুণ্ডের সন্নিহিত পশ্চিমপার্শ্বেই অরিষ্টাসুরের মৃত্যুকালীন পদাঘাতের বিশাল গর্ত দেখিতে পাইয়া তাহা হইতে সখীগণসঙ্গে নরম মৃত্তি-কার গোলা তুলিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড-রচনা করেন। সেই শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডদ্বয়ের যে মিলনস্থলী বা সঙ্গমস্থল শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে তাহারই স্তব করিতেছেন। এই সঙ্গমস্থলের চারিদিক্ বিবিধ বৃক্ষলতায় সমাচ্ছন্ন থাকায় ইহার নৈসর্গীক শোভা অতি মনোরম। যাহার দর্শনমাত্রেই শ্রীশ্রীরাধামাধব বিলসী-যুগলের মনে বিপুল বিলাস-বাসনা উদ্দীপ্ত হয়। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃতম্ গ্রন্থে (৪।১০২-১০৭) শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ডের সন্নিহিত স্থানের নৈসর্গীক শোভা-সম্পদ্ বর্ণনা করিয়াছেন—

"প্রফুল্লদিব্যমল্লিকা-লবঙ্গ-জাতি-যূথিকা,-কদম্ব-চম্পকাবলী-স্থলারবিন্দবীথিভিঃ।
শিরীষ-কুন্দ-কেতকী-কুসুম্ভ-কিংশুকাদিভি,-র্মনোজ্ঞ-মাধবীলতাদ্যনন্তপুষ্পবল্লিভিঃ ॥
প্রিয়ঙ্গু নাগকেশরৈরশোক-কর্ণিকারকৈঃ, স্ফুটাতিমুক্ত-সপ্তলা-সুবর্ণযূথিকাদিভিঃ।
বিচিত্রভেদ-ঝিণ্টিকা-সুগন্ধবন্ধুজীবকৈ,-র্হয়ারি-কুব্জকাদিভিঃ প্রফুল্লিতৈর্বিচিত্রিতম্ ॥
বিচিত্রপল্লবোদ্গমৈর্বিচিত্রপুষ্পসম্ভৃতৈ,-র্বিচিত্রপত্রমঞ্জরীবিচিত্রগুচ্ছজালকৈঃ।
বিচিত্রসৌরভোদয়ৈর্বিচিত্র-সীধুবর্ষিভি,-র্বিচিত্ররোচিরুজ্জ্বলৈঃ পরৈশ্চ শাখিভির্বৃতম্ ॥"

"শ্রীকুণ্ডদ্বয়ের চারিদিকে প্রফুল্লিত দিব্যমল্লিকা, লবঙ্গ, জাতি, যূথিকা, কদম্ব, চম্পকশ্রেণী ও স্থলপদ্মসমূহ, শিরীষ, কুন্দ, কেতকী, কুসুম্ভ (কুসুম) কিংশুক প্রভৃতি মনোরম মাধবীলতাদি অনন্ত পুষ্পলতাসমূহ, প্রিয়ঙ্গু, নাগকেশর, অশোক, কর্ণিকার এবং প্রস্ফুটিত মাধবীলতা, নবমল্লিকা, সুবর্ণযূথিকা প্রভৃতি, নানাবিধ ঝিণ্টিকা, সুগন্ধ বন্ধুককুসুম, হয়ারি, কুব্জক প্রভৃতি বৃক্ষসমূহদ্বারা বিচিত্রিত। বিচিত্র পল্লবোদ্গমে, বিচিত্র কুসুমসম্ভারে, বিচিত্র পত্রমঞ্জরী ও বিচিত্র পত্রস্তবকসমূহে এবং বিচিত্র সৌরভ পূর্ণ বিচিত্র মধুবর্ষণকারী, বিচিত্র জ্যোতির্ময় বৃক্ষরাজিদ্বারা কুণ্ডারণ্য বিমণ্ডিত।" আবার—

"রাধাকৃষ্ণ-রহকথানুবদনাদাশ্চর্য্যমাধুর্য্যবদ্-
ধ্বানৈঃ শ্রীশুকসারিকা-ব্যতিকরৈরানন্দসর্বস্বদম্।
কর্ণাকর্ষি-কুহূঃ কুহূরিতি কলালাপৈর্বৃতং কোকিলৈ-
র্নৃত্যন্মত্তময়ূরমন্যবিহগৈশ্চানন্দকোলাহলম্ ॥
তন্মধ্যে নবমঞ্জুকুঞ্জবলয়ং শোভাবিভূত্যাসমা-
নোর্দ্ধং দিব্যবিচিত্ররত্নলতিকাদ্যানন্দপুষ্পশ্রিয়া।
অন্তস্তল্পবরং বরোপকরণৈরাঢ্যং সমন্তাদ্দধদ্-
রাধামাধবভুক্তভোগ্যমখিলানন্দৈকসাম্রাজ্যভূঃ ॥
মধ্যেতাদৃশ-কুঞ্জমণ্ডলমহো কুণ্ডং মহামোহনং
সান্দ্রানন্দমহারসামৃতভরৈঃ স্বচ্ছৈঃ সদা সম্ভৃতম্।
রত্নাবদ্ধচতুস্তটীবিলসিতং সদ্রত্নসোপানব-
ত্তীর্থং শ্রীতটসৎকদম্বক-তলচ্ছায়ামণীকুট্টিমম্ ॥"

"শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রহকথার অনুবাদ (পাঠ) হেতু আশ্চর্য মাধুর্যপূর্ণ শ্রীশুক-শারিকাসমূহের উচ্চনিনাদে আনন্দাতিশয্য দানকারী—কর্ণানন্দদায়ী 'কুহূ কুহূ' এই অব্যক্তমধুর আলাপময় কোকিলকুল মণ্ডিত—নৃত্যপরায়ণ মত্তময়ূরের শোভায় ভূষিত ও নানাবিধ পক্ষিকুলের আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত—তন্মধ্যে নবীন কুঞ্জসমূহ—শোভাসম্পদে ও দিব্য বিচিত্র রত্ন-লতিকাদির আনন্দময় পুষ্পশ্রীতে অসমোর্দ্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তন্মধ্যেও আবার উত্তম উত্তম উপকরণ বিমণ্ডিত অত্যুৎকৃষ্ট শয্যা বিদ্যমান রহিয়াছে এবং চতুর্দিকেই শ্রীশ্রীরাধামাধবের ভুক্ত ও ভোগ্য বস্তুরাজি শোভা পাইতেছে। এইভাবে সর্বত্রই কেবল আনন্দেরই সাম্রাজ্য প্রতিভাত হইতেছে।

এতাদৃশ কুঞ্জসমূহের মধ্যে মহামোহন কুণ্ড—সান্দ্রানন্দ মহারস-স্বরূপ স্বচ্ছ অমৃত (জল) রাশিতে সদাকাল পূর্ণ। যাঁহার চারি তীর রত্নাদিদ্বারা বদ্ধ। ঘাটসমূহ উত্তম উত্তম রত্নসোপানদ্বারা বিমণ্ডিত। তটপ্রদেশে কদম্বতরুর ছায়ায় ছায়ায় মনোরম মণিকুট্টিম (মণিবদ্ধবেদী) বিরাজ করিতেছে।"

শ্রীবৃন্দাবিপিনং সুরম্যমপি তচ্ছ্রীমান্ স গোবর্দ্ধনঃ
সা রাসস্থলিকাপ্যলং রসময়ী কিং তাবদন্যং স্থলম্।
যস্যাপ্যংশলবেন নার্হতি মনাক্ সাম্যং মুকুন্দস্য তৎ
প্রাণেভ্যোঽপ্যধিকপ্রিয়েব দয়িতং তৎকুণ্ডমেবাশ্রয়ে ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ। অন্য স্থানের কথা কি বলিব, পরম সুরম্য শ্রীবৃন্দাবন, সাতিশয় শোভা-সম্পদান্বিত শ্রীগোবর্ধন এবং পরমরসময়ী শ্রীরাসস্থলী যাঁহার লবাংশ মাত্রও সমকক্ষ হইতে পারেন না, প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা শ্রীরাধার ন্যায়ই যিনি মুকুন্দের প্রিয়—সেই **শ্রীরাধাকুণ্ড**কেই আমি আশ্রয় করি ॥ ৫৩ ॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণপরিকরগণান্তঃপাতিত্বেনাপি সর্ব্বশ্রৈষ্ঠ্যেন রাধাকুণ্ডং পুনঃ স্তৌতি— শ্রীবৃন্দেতি। তৎপ্রসিদ্ধমিতি পূর্ব্বপদার্থঃ তস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ কুণ্ডমেবাশ্রয়ে নত্বন্যৎ। অবধারণ-প্রয়োজনমাহ— কিম্ভূতং তৎ মুকুন্দস্য প্রাণেভ্যোঽপি অধিক প্রিয়া যা রাধা সা ইব দয়িতং প্রিয়ং তথা চ 'যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা। সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভে'তি। তৎপ্রাণেভ্যোঽপীতি প্রিয়ত্বেনানুভূতাশ্চ তে প্রাণাশ্চেতীতি বিগ্রহঃ। ননু প্রিয়েব দয়িতমিত্যত্র লিঙ্গভেদেন উপমা দোষঃ স্যাৎ। তথা চালঙ্কারকৌস্তুভে—উপমায়াস্তু হীনতা। আধিক্যঞ্চ ভবেজ্জাতি প্রমাণাভ্যাং তদাপি সঃ। লিঙ্গস্য বচনস্যাপি কালস্য পুরুষস্য চ। বিধ্যাদেরপি ভেদেচাসাম্যাসম্ভাব্যয়োরপীতি। উচ্যতে। রসাপকর্ষকোদোষ

এই প্রকার অপূর্ব নৈসর্গীক শোভা-সমাবেশে পরিশোভিত শ্রীকুণ্ডদ্বয়ের সঙ্গমস্থল শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের পরম প্রিয় কেলিস্থান। এস্থলে শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিচিত্র মধুর বিহার হইয়া থাকে। শ্রীকুণ্ডদ্বয় শ্রীশ্রীরাধাশ্যামেরই অভিন্ন-স্বরূপ। কুণ্ডদ্বয়ের মধুর মিলন-স্থলী যুগলের মনে তাঁহাদের মিলনরসের মধুময় উদ্দীপন জাগাইয়া তাঁহাদের চিত্তকে বিলাস-লালসায় অধীর করিয়া তুলে। শ্রীপাদ বলিতেছেন—'শ্রীযুগলের অতি রহস্যময় সেই প্রিয় কেলিস্থলকে আমি আশ্রয় করি।' কেলিভূমি চিন্ময় ও অপার করুণার আধার। নিষ্কপটভাবে শরণাগত হইলে আশ্রয়ীর প্রতি করুণা করিয়া তাঁহাকে সেই স্থানে অনুষ্ঠিত লীলা দর্শন করাইয়া ধন্য করেন, ইহাই শরণাগতির মুখ্য উদ্দেশ্য।

"কদম্ব-চম্পকশ্রেণী, অভিনব অশোকশ্রেণী,
বকুলাদি আম্র নাগেশ্বর।
লবঙ্গ-মাধবীদ্বারা, চারিদিকে আছে ঘেরা,
যে স্থানের শোভা মনোহর ॥
রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড, মধ্যে রত্ন-ভূমিখণ্ড,
যেথা নিত্য যুগল-বিহার।
দিব্য চিন্তামণি-ধাম, সঙ্গমস্থল যাঁর নাম,
আশ্রয় করি বাসনা আমার ॥" ৫২ ॥

ইতি দোষলক্ষণেন দোষব্যঞ্জকতা সত্ত্বেঽপি যত্র রসস্য স্থগনং নাস্তি, তত্র দোষোঽপি নাস্তি। অত্রতু কুণ্ডবিষয়ভাব এব ধ্বনিস্তস্য রাধিকায়া উপমেয়ত্বে শ্রীকৃষ্ণস্য পরম-প্রিয়ত্বমায়াতমিতি তদ্বিষয়-ভাবস্যোৎ-কর্ষতা এবেতি সর্ব্বমবদাতম্। ননু শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়মন্যদপ্যস্তি তদপাশ্রয়স্ব তত্রাহ যস্য কুণ্ডস্যাংশলবেন প্রদেশলেশেনাপি সহ সাম্যং শ্রীবৃন্দাবিপিনাদিকং মনাগল্পমপি নার্হতি, ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ প্রাপ্তুং যোগ্যং ন ভবতি। শ্রীবৃন্দাবিপিনং কীদৃশং তৎপ্রসিদ্ধং সুরম্যং সুমনোহরম্। সা অনুভূতা চাসৌ শ্রীশ্চেতি তচ্ছ্রীঃ সা বিদ্যতে যস্য স শ্রীমান্ স প্রসিদ্ধঃ সা প্রসিদ্ধা অলং সর্ব্বভূষণরূপাপি রাসস্থলী রাসপ্রতিপাদক স্থান-বিশেষঃ। রসময়ী রসপ্রচুরা। অন্যদেতেভ্যো ভিন্নং কিং তাবৎ দূরতঃ পরিত্যাজ্যম্ ॥ ৫৩ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। এই শ্লোকে শ্রীরাধাকুণ্ডাশ্রয়ী শ্রীমৎ দাসগোস্বামিপাদ ব্রজমুকুটমণি শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের মহিমাতিশয্য বর্ণনপূর্বক শ্রীকুণ্ডাশ্রয়ে ঐকান্তিক অনুরক্তি প্রকাশ করিতেছেন। "যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা। সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভা॥" (পদ্মপুরাণ)। শ্রীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের যেমন প্রিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডও তাঁহার তদ্রূপ প্রিয়, সমস্ত গোপীগণমধ্যে একা শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়া। শ্রীকুণ্ডের প্রকাশ-দিবসে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

> "প্রোচে হরিঃ প্রিয়তমে তব কুণ্ডমেতৎ মৎকুণ্ডতোঽপি মহিমাধিকমস্তু লোকে।
> অত্রৈব মে সলিলকেলিরিহৈব নিত্যং স্নানং যথা ত্বমসি তদ্বদিদং সরো মে॥"

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিলেন—'হে প্রিয়তমে! তোমার কুণ্ড আমার কুণ্ড অপেক্ষা মহিমাতে অধিক হউক। তোমার এই কুণ্ডে আমি নিত্য স্নান ও জলকেলি করিব। তুমি যেমন আমার প্রিয়া, তোমার কুণ্ডও তদ্রূপ আমার প্রিয়।'

> "সর্ব্বগোপী হৈতে রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী।
> তৈছে রাধাকুণ্ড প্রিয়—প্রিয়ার সরসী॥
> যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে।
> জলে জলকেলি করে,—তীরে রাসরঙ্গে॥
> সেই কুণ্ডে একবার যেই করে স্নান।
> তারে রাধা-সম প্রেম কৃষ্ণ করে দান॥
> কুণ্ডের মাধুরী যেন রাধার মধুরিমা।
> কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিমা॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ১৮ পরিঃ)

ব্রজে সহস্র সহস্র তীর্থ বিরাজমান থাকিলেও এই প্রকার মহিমা অপর কোন স্থানেরই শোনা যায় না। এই জন্যই শ্রীরাধাকুণ্ড ব্রজমুকুটমণি। শ্রীপাদ বলিতেছেন—'ব্রজ-চৌরাশী-ক্রোশের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন অতি সুরম্য।' স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে—

"যত্র বৃন্দাবনং নাম বনং কামদুঘৈদ্রুমৈঃ।
মনোরমনিকুঞ্জাঢ্যং সর্ব্বর্ত্তুসুখসংযুতম্॥
যত্র নির্ম্মলপানীয়া কালিন্দী সরিতাং বরা।
রত্নবদ্ধোভয়তটা হংসপদ্মাদিসঙ্কুলা॥"

"তথায় (ব্রজধামে) কল্পবৃক্ষপূর্ণ মনোরম নিকুঞ্জশোভায় সমৃদ্ধ সর্বঋতুতে সুখাবহ শ্রীবৃন্দাবন বিরাজ করিতেছে। যেখানে নির্মল-সলিলা নদীশ্রেষ্ঠা কালিন্দী প্রবহমানা, যাহার উভয়তট রত্নবদ্ধ, যাহাতে কমল-কহ্লারাদি প্রস্ফুটিত রহিয়াছে এবং রাজহংসকুল বিহার করিতেছে।" পদ্মপুরাণে দেখা যায়—

"ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলম্।
....
পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকম্।
কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী॥
তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষা॥" ইতি।

"এই রমণীয় বৃন্দাবন কেবল আমারই ধাম, এই পঞ্চ-যোজন-পরিমিত বৃন্দাবন আমার দেহস্বরূপ। পরমামৃতবাহিনী কালিন্দী সুষুম্না নামে অভিহিতা। এই রমণীয় বৃন্দাবন তেজোময়, চর্মচক্ষুর অদৃশ্য।" বৃন্দাবনের রমণীয়তা-সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে আরও লিখিত আছে—

"নিত্যনূতনপুষ্পাদিরঞ্জিতং সুখসঙ্কুলম্।
স্বাত্মানন্দসুখোৎকর্ষশব্দাদিবিষয়াত্মকম্॥
নানাচিত্রবিহঙ্গাদিধ্বনিভিঃ পরিরঞ্জিতম্।
নানারত্নলতাশোভিমত্তালিধ্বনিমণ্ডিতম্॥
চিন্তামণিপরিচ্ছন্নং জ্যোৎস্নাজালসমাকুলম্।
সর্ব্বর্ত্তুফলপুষ্পাঢ্যং প্রবালৈঃ শোভিতং পরি।
কালিন্দীজলসংসর্গিবায়ুনা কম্পিতং মুহুঃ॥
বৃন্দাবনং কুসুমিতং নানাবৃক্ষবিহঙ্গমৈঃ।
সংস্মরেৎ সাধকো ধীমান্ বিলাসৈকনিকেতনম্॥"

"ধীমান্ সাধক বিলাসের একমাত্র নিকেতন কুসুমিত বৃন্দাবন সম্যক্‌রূপে স্মরণ করিবেন। সেই বৃন্দাবন নিত্যনূতন পুষ্পাদি রঞ্জিত, সাতিশয় সুখ, সমাকুল, পরমাত্মানুভবজন্য যে আনন্দ, তাহা অপেক্ষাও নিরতিশয় সুখের অভিব্যক্তিস্বরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই বিষয়-পঞ্চকে বৃন্দাবন পরিপূর্ণ। নানাবিধ বিহঙ্গাদির ধ্বনিতে পরিরঞ্জিত, নানারত্নলতা-শোভিত মত্তভ্রমরগুঞ্জনে মণ্ডিত,

চিন্তামণি পরিশোভিত বিমল জ্যোৎস্নাজাল-পরিব্যাপ্ত, সকল ঋতুজাত ফলফুলে পরিপূর্ণ, প্রবালসমূহে সর্বদিক্ পরিশোভিত, তাহাতে কালিন্দী-জল-সংসর্গী-বায়ু মৃদুল হিল্লোলে প্রবাহিত হইতেছে। নানা বৃক্ষরাজি, বিহঙ্গমাদির শোভায় কুসুমিত বৃন্দাবন সমৃদ্ধ।" এই বৃন্দাবনমধ্যেও রসময়ী রাসস্থলীর শোভা সমধিক। "শশ্বদ্রাসরসোন্মত্তং যত্র গোপীকদম্বকম্। তৎকদম্বমধ্যস্থঃ কিশোরাকৃতিরচ্যুতঃ ॥" 'যেখানে নিরন্তর রাসরসোন্মত্ত গোপীমণ্ডলী ও গোপীমণ্ডলীমধ্যে কিশোরাকৃতি শ্রীঅচ্যুত বিরাজ করিতেছেন।'

সেই শ্রীবৃন্দাবনমধ্যেও আবার শ্রীগোবর্ধন শোভা-সম্পদে অধিকতর সমৃদ্ধ। "যত্র গোবর্দ্ধনো নাম সুনির্ঝরদরীযুতঃ। রত্নধাতুময়ঃ শ্রীমান্ সুপক্ষিগণসঙ্কুলঃ ॥" (ঐ)। "যে বৃন্দাবনে উত্তম নির্ঝর ও গহ্বর-শোভিত রত্নধাতুময় শোভাসম্পন্ন উত্তমপক্ষিগণের মধুরস্বরে মুখরিত গোবর্ধন বিরাজিত। সুতরাং স্বভাবতই বৃন্দাবন অপেক্ষাও শোভা-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন।

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—'অন্যস্থানের কথা কি বলিব, পরম সুরম্য শ্রীবৃন্দাবন, সাতিশয় শোভা-সম্পদান্বিত শ্রীগোবর্ধন এবং পরমরসময়ী শ্রীরাসস্থলী, শ্রীরাধাকুণ্ডের লবাংশমাত্রও সমকক্ষ হইতে পারেন না; কারণ প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা শ্রীরাধারাণীর ন্যায়ই শ্রীকুণ্ড মুকুন্দের প্রিয়।' শ্রীমৎ রূপ-গোস্বামিপাদও লিখিয়াছেন—

"বৈকুণ্ঠাজ্জনিতা বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্-
বৃন্দারণ্যমুদারপাণি-রমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ ?"

"শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতে মথুরা শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যেও রাসোৎসবহেতু শ্রীবৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে উদারপাণি শ্রীগোবিন্দের কেলিবিলাসহেতু শ্রীগোবর্ধন শ্রেষ্ঠ। গোবর্ধন-গিরিতটে বিরাজমান শ্রীরাধাকুণ্ডের সেবা কোন্ বিবেকী জন না করিবে ?" প্রেমৈকবশ্য শ্রীকৃষ্ণের মাদনাখ্য মহাভাববতী শ্রীরাধারাণী পরম মহান্ প্রেম-হেতু যেমন প্রাণাপ্রেক্ষাও প্রিয়তমা, তাঁহার সম্পর্কহেতু এবং তাঁহারই অভিন্নস্বরূপ **শ্রীরাধাকুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়াজীর ন্যায়ই প্রিয়।** সুতরাং শ্রীরাধাকুণ্ডের মহিমার তুলনা নাই। শ্রীপাদ বলিলেন—'সেই শ্রীরাধাকুণ্ডকেই আমি আশ্রয় করি।'

"সুরম্য শ্রীবৃন্দাবন, নব নব কুঞ্জবন,
শোভাশালী গিরি-গোবর্দ্ধন।
সেই মহারাসস্থলী, যথা রাসরসকেলি,
যাঁর সম নহে এক কণ ॥

স্ফাতে রত্নসুবর্ণ-মৌক্তিকভরৈঃ সন্নির্ম্মিতে মণ্ডপে
থূৎকারং বিনিধায় যত্র রভসাত্তৌ দম্পতী নির্ভরম্।
তন্বাতে রতিনাথ-নর্ম্ম-সচিবৌ তদ্রাজ্য-চর্চ্চাং মুদা
তং রাধা-সরসীতটোজ্জ্বল-মহাকুঞ্জং সদাহং ভজে ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ। রত্ন, সুবর্ণ ও মৌক্তিকসমূহ-দ্বারা সুন্দররূপে নির্মিত অতি বিস্তৃত মণ্ডপেও থূৎকার দিয়া বা ঘৃণার সহিত উহা ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ পরম কৌতুকভরে যেখানে কন্দর্পকে মন্ত্রী করিয়া পরমানন্দিত মনে কামরাজ্যের আলোচনা করিতেছেন—শ্রীরাধাকুণ্ড-তটস্থিত সেই সমুজ্জ্বল **মহাকুঞ্জ**কে আমি সর্বদা ভজন করি ॥ ৫৪ ॥

টীকা। প্রাণেশয়োঃ স্বচ্ছন্দলীলাসাধককুঞ্জবিশেষং স্তৌতি—স্ফীত ইতি। তং রাধা-সরসীতটোজ্জ্বলমহাকুঞ্জং রাধাকুণ্ডস্য তটে সমীপদেশে উজ্জ্বলং প্রকাশমানং মহাকুঞ্জং ভজে তৎসংস্কারাদিনা সেবে। তৎ কুঞ্জস্য মহত্ত্বে হেতুমাহ রত্নসুবর্ণমৌক্তিকভরৈঃ প্রচুরৈঃ সন্নির্ম্মিতে সম্যক্ পরিপাট্যা ঘটিতে স্ফীতে আয়তে মণ্ডপে থূৎকারং বিনিধায় হেয়ত্বং বিধায় তৌ দম্পতী রাধাকৃষ্ণৌ নির্ভরমতিশয়ং যথাস্যাত্তথা যত্র কুঞ্জে রভসাদত্যন্ত কৌতুকাৎ তদ্রাজ্যচর্চ্চাং তস্য রতিনাথস্য রাজ্যে বিষয়ে যা চর্চ্চা তাং কামক্রীড়ামিতি যাবৎ মুদা হর্ষেণ তন্বাতে বিস্তারয়ত ইত্যন্বয়ঃ। তৌ কিন্তুতৌ রতিনাথঃ কন্দর্পঃ স এব নর্ম্মণি কৌতুক-সাধনে সচিবঃ সহায়ো যয়োস্তৌ ॥ ৫৪ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীরাধাকুণ্ডের বন্দনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে স্বপ্রকাশ কুণ্ডমাধুরীর স্ফুরণ হইয়াছে। তিনি এই শ্লোকে শ্রীকুণ্ডতটে অবস্থিত পরম সমুজ্জ্বল মহাকুঞ্জের স্তব করিতেছেন। এই সমুজ্জ্বল মহাকুঞ্জ বলিতে শ্রীকুণ্ডের উত্তরতটে অনঙ্গরঙ্গাম্বুজ নামক **ললিতানন্দদ** কুঞ্জ বলিয়াই মনে হয়। কারণ শ্রীরাধাকুণ্ডস্থিত কুঞ্জাবলীর মধ্যে ইহাই মহা বা সুবৃহৎ কুঞ্জ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

শ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তরদিগ্বর্তি ঘাটের নিকট অষ্টদলপদ্মাকৃতি অষ্টকুঞ্জসমন্বিত এই **অনঙ্গ-রঙ্গাম্বুজ** চত্বর বিরাজ করিতেছে। উত্তম হেমরম্ভাবলি তাহার কেশর, সহস্রদলকমলাকৃতি হেমনির্মিত কুট্টিমসমূহ তাহার কর্ণিকা, লীলানুকূল কখনো বিস্তীর্ণ এবং কখনো বা সঙ্কুচিত স্বভাববিশিষ্ট ও অতি উজ্জ্বল প্রভাময়। ললিতার শিষ্যা কলাবলী তাহার সংস্কারবিষয়ে সতত যত্নবতী। সর্ব ঋতুর সকল প্রকার সুখ তাহাতে উপলব্ধ হয়, তাহা বিবিধ কেলিবিনোদের আকর-স্বরূপ।

শ্রীবৃন্দাবিপিনের, অনন্ত মহিমা যার,
লব নহে যাহার তুলনা।
রাধাকুণ্ড রাধাসম, মুকুন্দের প্রিয়তম,
আশ্রয় করি এ মোর বাসনা ॥" ৫৩ ॥

এই ললিতানন্দদকুঞ্জ বয়স্যাগণ-সহ নিকুঞ্জরাজ শ্রীশ্রীরাধামাধবের অলৌকিক শোভা-সম্পদ্‌যুক্ত পট্টমন্দিররূপে বিরাজ করিতেছে। কমলাকৃতি ঐ কুঞ্জের কেশরসমূহ মাণিক্যরচিত, কর্ণিকাগুলি সুবর্ণ-রচিত এবং এক এক বর্ণের রত্ননির্মিত সমান-পত্রবিশিষ্ট বহু মণ্ডলবিভাগে গঠিত। কর্ণিকার বাহিরে কেশর এবং কেশরের বাহিরে পত্র থাকায় তাহাদের মান ও সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

ঐগুলি কমলসদৃশই পঞ্চেন্দ্রিয়ের আহ্লাদকর শৈত্যাদি গুণযুক্ত, সেই কর্ণিকার বাহিরে বাহিরে যথাক্রমে স্বর্ণ, বৈদূর্য, ইন্দ্রনীল, স্ফটিক ও পদ্মরাগ প্রভৃতিদ্বারা খচিত পাঁচটি মণ্ডপ বিরাজিত থাকিয়া অতুলনীয় শোভা-বর্ধন করিতেছে! মণ্ডপের মধ্যদেশে বিবিধ রত্ননির্মিত মিথুনীভাবাপন্ন মৃগ, পক্ষী, দেবতা, মনুষ্য, অন্যান্য প্রাণীদের এবং গন্ধর্ব-কিন্নরাদির বিচিত্র প্রতিকৃতি বিরাজিত থাকায় ঐ মণ্ডপ অনির্বচনীয় রসের উদ্দীপন ঘটাইতেছে। শুক্ল, রক্ত, হরিৎ, পীত ও শ্যাম—এই পঞ্চবর্ণের পুষ্পদ্বারা শোভমান কেশরাদি বৃক্ষশাখাসমূহ যাহার উত্তম চন্দ্রাতপরূপে পরিশোভিত সেই মণ্ডপের মধ্যভাগে জানু-পরিমিত রত্নময় কুট্টিম কর্ণিকার ন্যায় অপূর্ব শ্রী-বিস্তার করিতেছে ॥

ললিতানন্দদ কুঞ্জের বায়ুকোণে **বসন্তসুখদ** কুঞ্জ, নৈর্ঋতকোণে **পদ্মমন্দির,** অগ্নিকোণে **হিন্দোলকুট্টিম** ও ঈশানকোণে **মাধবানন্দদ** কুঞ্জ বিরাজ করিতেছে। আবার ইহার উত্তরদিকে **সিতাম্বুজ** কুঞ্জ, পূর্বদিকে **অসিতাম্বুজ** কুঞ্জ, দক্ষিণে **অরুণাম্বুজ** কুঞ্জ ও পশ্চিমে হেমাম্বুজ কুঞ্জ বিরাজিত। †

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—'এই ললিতানন্দদ মহাকুঞ্জের শোভাসম্পদ্ এতই রমণীয় বা মনোহর যে, রত্ন, সুবর্ণ ও মৌক্তিকরাজিদ্বারা সুন্দররূপে নির্মিত অতি বিস্তৃত মণ্ডপেও থুৎকার দিয়া বা ঘৃণার সহিত তাদৃশ মণ্ডপকেও ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ললিতানন্দদ কুঞ্জের স্বাভাবিক সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হইয়া পরম কৌতুকভরে কন্দর্পকে মন্ত্রী করিয়া পরমানন্দিত মনে কামরাজ্যের বিবিধ আলোচনা করিতেছেন।' তাৎপর্য এই যে, একে ত স্বভাবতই ব্রজের মধ্যে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীরাধাশ্যামের নির্জন রহস্যময় বিলাসের অনন্য ক্ষেত্র, তদুপরি ললিতানন্দদ কুঞ্জ এতই শোভাসম্পদপূর্ণ এবং রহস্যময় যে, শ্রীশ্রীরাধামাধব সখীগণসঙ্গে স্বচ্ছন্দে নানাপ্রকার শৃঙ্গাররসময় স্বচ্ছন্দ-বিহার, পরিহাসরসময় ক্রীড়া-কৌতুকাদি করিয়া থাকেন। 2 শ্রীপাদ বলিতেছেন—'শ্রীরাধাকুণ্ড-তটস্থিত সমুজ্জ্বল মহাকুঞ্জকে আমি সতত ভজন করি।'

---

† এই কুঞ্জাবলীর বর্ণনা গোবিন্দলীলামৃতে সপ্তমসর্গে দ্রষ্টব্য।

2 শ্রীগোবিন্দলীলামৃত, শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত, শ্রীকৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী প্রভৃতি লীলাগ্রন্থে মধ্যাহ্নলীলাবর্ণনায় এই লীলাকৌতুকাদি দ্রষ্টব্য।

কান্ত্যা হন্ত মিথঃ স্ফুটং হৃদিতটে সম্বিম্বিতং দ্যোততে
প্রীত্যা তন্মিথুনং মুদা পদকবদ্রাগেণ বিভ্রদ্যয়োঃ।
ধাত্রা ভাগ্যভরেণ নির্ম্মিততরে ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যাস্পদে
গৌর-শ্যামতমে ইমে প্রিয়তমে রূপে কদাহং ভজে ? ৫৫ ॥

অনুবাদ। প্রেমাধিক্যবশতঃ যাঁহারা উজ্জ্বলকান্তিতে পরস্পরের হৃদিতটে প্রতিবিম্বিত হইয়া অনুরাগভরে যেন পরস্পরকে হৃদয়ে পদকের ন্যায় ধারণ করিতেছেন, বিধাতা সৌভাগ্যাতিশয়দ্বারা পরমোৎকৃষ্টরূপে যাঁহাদের নির্মাণ করিয়াছেন, যাঁহারা ত্রৈলোক্য-শোভার পরমাস্পদ-স্বরূপ, সেই অতি প্রিয়তম ঘনশ্যাম ও বিদ্যুৎগৌরী **শ্রীশ্রীরাধামাধব**-যুগলরূপকে আমি কবে ভজন করিব ? ৫৫ ॥

টীকা। তন্মহাকুঞ্জবর্ণন-সময় এবাকস্মাৎ হৃদ্যাবির্ভবত্তদ্রূপং সাক্ষাদনুভবিতুং পরমোৎকণ্ঠয়া স্তৌতি—কান্ত্যেতি। ইমে গৌর-শ্যামতমে গৌরঞ্চ তৎশ্যামতমঞ্চেতি তৎ একশেষঃ রূপে কদাহং ভজে ভজিষ্যামি। কিন্তুতে প্রিয়তমে অতিপ্রিয়ে। গৌরশ্যামতমত্বং রূপয়োঃ সাধয়তি যয়োরাধারভূতয়োস্তন্মিথুনং রাধাকৃষ্ণযুগলং হন্ত ভো মিথোঽন্যোন্যং মুদা হর্ষেন প্রীত্যা প্রেম্ণা হৃদিতটে কান্ত্যা ছটয়া স্ফুটং স্পষ্টং সম্যগ্বিম্বিতং প্রতিবিম্বিতং বিভ্রৎ সৎ দ্যোততে প্রকাশতে ইত্যন্বয়ঃ। প্রীতির্যোগান্তরে প্রেম্ণি স্মরপত্নীমুদোঃ স্ত্রিয়ামিতি মেদিনী। কেন কিমিব রাগেণ পদকবৎ উরোভূষণ-বিশেষবৎ। কিন্তুতে রূপে ধাত্রা বিধাত্রা ভাগ্যভরেণ ভাগ্যাতিশয়েন নির্ম্মিততরে। পুনঃ কিন্তুতে ত্রৈলোক্যে ত্রিলোকে যা লক্ষ্মীঃ শোভা তস্যা আস্পদে স্থানে ॥ ৫৫ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীরাধাকুণ্ডাশ্রয়ী শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীকুণ্ডের স্তব করিয়া পূর্বশ্লোকে কুণ্ডতীরের মহাকুঞ্জ শ্রীললিতানন্দদের স্তব করিয়াছেন। কুণ্ডতীরে ভজনরত শ্রীপাদের সম্মুখে সহসা ললিতানন্দদ কুঞ্জের অভ্যন্তরে রত্নময় বেদীতে সমাসীন শ্রীশ্রীরাধামাধব যুগলরূপের স্ফুরণ হইয়াছে। এই শ্লোকে সেই স্ফূর্তির আস্বাদনেরই রসোদ্গার প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীপাদ স্ফূর্তিতে দেখিলেন—রত্নমণ্ডপে শ্রীযুগল উপবিষ্ট। শ্যামের ঘন শ্যামল কান্তিতে ও শ্রীরাধার বিদ্যুতালোকে শ্রীকুণ্ডতট উদ্ভাসিত

"সেই রাধাকুণ্ড-তীরে, মহাকুঞ্জ নাম ধরে,
যাঁর প্রভা অতি সমুজ্জ্বল।
মণি-মুক্তায় সুনির্ম্মিত, রত্নবেদী ধিক্কৃত,
বিহরিছে নবীন যুগল ॥
রাধাকৃষ্ণ কৌতুকভরে, মন্ত্রী করি কন্দর্পেরে,
নিমগণ হাস্য-পরিহাসে।
কামরাজ্যের আলোচনা, যথা করে দুহুঁ জনা,
"মহাকুঞ্জ" ভজি গলবাসে ॥" ৫৪ ॥

হইয়াছে। শ্রীশ্রীযুগল-অঙ্গ হইতে যেন কান্তি-মাধুরী ঝলকে ঝলকে উৎসারিত হইতেছে॥ ত্রৈলোক্যের নিখিল শোভাসম্পদ্ যেন সমষ্টিগতভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এক একটি ক্ষুদ্রতম পরিধিতে মিশিয়া ধন্য হইয়াছে। মহাভাব ও রসরাজ-স্বরূপে কত শত ভাব ও রসের অভিব্যক্তি। ভাবসিন্ধু ও রসসিন্ধুর অনন্ত উচ্ছ্বাসময়ী কল্লোলমালায় যেন বিশ্বজগৎ আপ্লাবিত হইতেছে॥

"শ্রীমুখ সুন্দর বর, হেম নীল কান্তিধর,
ভাবভূষণ করু শোভা।
নীল পীত বাসধর, গৌরী-শ্যাম মনোহর,
অন্তরের ভাবে দুহুঁ লোভা॥" (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

অফুরন্ত সৌন্দর্য-মাধুর্যের কল্লোলিতসিন্ধু যুগল-রূপের কোন বর্ণনা হয় না। অন্তরে ভাব থাকিলে কিছু আস্বাদন হয় বটে, কিন্তু সেই আস্বাদনটুকুও ভাষাদ্বারা ব্যক্ত করার কোন উপায় থাকে না। ভাষা সেখানে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। অথচ ভাবের প্রবাহ ভাষার পথেই বাহিরে আসিতে চাহে। কিন্তু হায়! সে বেগ ধারণ করার সামর্থ্য যে ভাষার নাই। ভাষা তখন ভাবের চাপে পড়িয়া স্তম্ভিত হয় ও আত্মহারা হইয়া যায়। এই অবস্থায় ভাব যাহা অবলম্বন করিয়া হৃদয়ে স্ফীত হইতে থাকে, তাহার লেশাভাষ লইয়াই নিরুপায় ভাষা ভাবুকের নিকট দীনবেশে উপস্থিত হয়। সেই দীনা ভাষাই ভাবগ্রাহী ভক্তের ইন্দ্রিয়ে জলপ্রপাতের ন্যায় বিশাল বেগময় ভাবপ্রবাহ চালিয়া দিয়া ভাবুকের ভাব-প্রকটনে সহায়তা করে। ভাবের যেটুকু শক্তি ভাষায় সঞ্চারিত হয়, তাহার ফল, প্রভাব ও প্রতিপত্তি অপরিসীম। যুগল-মাধুরীর প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা শ্রীপাদ রঘুনাথের এই রসকাব্যে স্থানে স্থানে অতীন্দ্রিয় যুগল-মাধুরীর প্রবলস্রোত যমুনা-জাহ্নবী-ধারার ন্যায় প্রবাহিত হইয়া যুগলমাধুর্যের আস্বাদন-লিপ্সু সামাজিকের চিত্তকে সুশীতল করিয়া যেন অসীমের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। শ্রীপাদের এই শ্লোকে "ধাত্রা ভাগ্যভরেণ নির্ম্মিততরে ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যাস্পদে গৌরশ্যামতমে" অর্থাৎ বিধাতা সৌভাগ্যাতিশয়দ্বারা পরমোৎকৃষ্টরূপে যাঁহাদের নির্মাণ করিয়াছেন, যাঁহারা ত্রৈলোক্যশোভার পরমাস্পদস্বরূপ, সেই নিরতিশয় গৌর ও শ্যামকান্তি 'শ্রীশ্রীরাধামাধব' এই অংশটি দেখিলেই উল্লিখিত বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি হইয়া থাকে। মহাজনও লিখিয়াছেন—"প্রতি অঙ্গ কোন্ বিধি নিরমিল কিসে। দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে॥" বস্তুতঃ যুগল-মাধুরী কোনও বিধাতার সৃজন নহে। ইহা নিত্য, শাশ্বত ও স্বপ্রকাশ বস্তু। কিন্তু অলৌকিক অতীন্দ্রিয় বিশ্ব-বিলক্ষণ সেই রূপের দর্শনে সানন্দ-চমৎকারিতায় এই প্রকার উক্তি হইয়া থাকে।

শ্রীপাদ দেখিতেছেন—"কান্ত্যা হন্ত মিথঃ স্ফুটং হৃদিতটে সম্বিম্বিতং দ্যোততে প্রীত্যা তন্মিথুনং মুদা পদকবদ্রাগেণ বিভ্রদ্যয়োঃ" অর্থাৎ প্রেমাধিক্যবশতঃ 'শ্রীশ্রীরাধামাধব' যেন উজ্জ্বলকান্তিতে পরস্পরের হৃদিতটে প্রতিবিম্বিত হইয়া অনুরাগভরে পরস্পরকে পদকের ন্যায় হৃদয়ে ধারণ করিতে রহিয়াছেন। অনুরাগের কামনা—প্রিয়জনকে সতত অতি নিকটে পাইতে। শ্রীরাধারাণী বলেন—

নেত্রোপান্ত-বিঘূর্ণ নৈরলঘু তদ্ধামূল-সঞ্চালনৈ-
রীষদ্ধাস্যরসৈঃ সুধাধরধয়ৈশ্চুম্বৈর্দৃঢ়ালিঙ্গনৈঃ।
এতৈরিষ্ট-মহোপচার-নিচয়ৈস্তন্নব্য যূনোর্যুগং
প্রীত্যা যং ভজতে তমুজ্জ্বল-মহারাজং প্রবন্দামহে ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ। নেত্রপ্রান্তের সাতিশয় বিঘূর্ণন, মৃদু-মধুর হাস্য, বাহুমূল-সঞ্চালন, অধরসুধা-পান, চুম্বন, দৃঢ়ালিঙ্গন এই সমস্ত (রাজ-সেবাযোগ্য) মহোপচারদ্বারা ব্রজনবীনযুগল শ্রীশ্রীরাধামাধব পরম প্রীতিভরে যাঁহাকে ভজন করিতেছেন—সেই **উজ্জ্বল মহারাজ**কে আমি কায়মনোবাক্যে বন্দনা করি ।৫৬

"হাতক দরপণ, মাথক ফুল। নয়নক অঞ্জন, মুখক তাম্বূল ॥
হৃদয়ক মৃগমদ, গীমক হার। দেহক সরবস, গেহক সার ॥
পাখীক পাখ, মীনক পানি। জীবক জীবন, হাম তুঁহু জানি ॥
তুহুঁ কৈসে মাধব কহ তুহুঁ মোয়। বিদ্যাপতি কহ—দুহুঁ দোহা হোয় ॥"
(পদকল্পতরু)

শ্রীশ্রীরাধামাধব প্রেমভরে সতত উভয়েই পরস্পরের অন্তর জুড়িয়া বিরাজমান থাকিলেও বাহিরে পরকীয়ভাবে পরস্পরের দুর্লভ হইয়া থাকেন। "কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন ॥" (চৈঃ চঃ)। এই দুর্লভতাবশতঃ অনুরাগী শ্রীশ্রীরাধামাধব যেন তাঁহাদের অত্যুজ্জ্বল শ্যাম ও গৌরকান্তিতে পরস্পরের হৃদিতটে প্রতিবিম্বিত হইয়া পরস্পরের হৃদয়ে পরস্পর পদকের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। শ্রীপাদের চিত্ত-মন যুগলরূপ-সাগরে যেন ডুবিয়া গিয়াছে। দেখিতে দেখিতে আড়াল। আর দেখিতে পান না। স্ফুরণের বিরাম হইল। হাহাকার করিয়া উঠিলেন। বিপুল দৈন্যের উদয়ে শ্রীপাদ ভাবিতেছেন—'আমি তো ভজন-সাধনহীন, তাঁহাদের দর্শনের অযোগ্য। কৃপা করিয়া একবার নিজগুণে দর্শন দিয়াছিলেন, কিন্তু ভজনহীন বলিয়াই হারাইলাম।' তাই দৈন্যভরে দর্শন-কামনা না করিয়া অনুভবের যোগ্যতা-সম্পাদক ভজন-কামনা করিয়া বলিলেন—'অতি প্রিয়তম সেই ঘনশ্যাম ও বিদ্যুৎ গৌরী শ্রীশ্রীরাধামাধব-যুগলরূপকে আমি কবে ভজন করিব?'

"প্রীতে অঙ্গকান্তি-দ্বারে, হৃদিতটে পরস্পরে,
প্রতিবিম্বে করেছে উজ্জ্বল।
বিধাতার ভাগ্য-ভারি, সৃজন-কলা বলিহারী,
গড়িয়াছে দম্পতি-যুগল ॥
শোভার আস্পদ-রূপ, ত্রিভুবনে রসকূপ,
অভিনব গৌর-শ্যাম-তমে।
নিত্য নব অনুরাগে, ভজিব কিশোর-যুগে,
ব্রজবাসি-সঙ্গে অনুক্ষণে ॥" ৫৫ ॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণান্তরঙ্গলীলাপ্রতিপাদকং শৃঙ্গাররসং স্তৌতি— নেত্রোপান্তেতি। তমুজ্জ্বলমহারাজং শৃঙ্গার-রসরাজং প্রবন্দামহে কায়মনোবচোভির্নমামঃ। স কঃ যং তন্নব্যযূনোর্যুগং রাধাকৃষ্ণযুগলং এতৈরিষ্ট-মহোপচারনিচয়ৈঃ রাজ-সেবন-যোগ্যাৎকৃষ্ট-সামগ্রীসমূহৈঃ প্রীত্যা অনুরাগেণ ভজতে সেবতে। ভজন-সাধন-পরিচারানাহ—নেত্রেত্যাদি। নেত্রোপান্তস্য নেত্রাঞ্চলস্য বিঘূর্ণনৈশ্চালনৈঃ কটাক্ষৈরিতি যাবৎ। পক্ষে নেত্রস্য সূক্ষ্মবস্ত্রবিশেষস্য উপ সমীপে অন্তস্য শেগভাগস্য বিঘূর্ণনৈঃ প্রথমভাগস্য হস্তদ্বয়-ধারণেন বীজনার্থং শেষভাগ-চালনৈঃ। 'নেত্রং মন্থগুণে বস্ত্রভেদে মূলে দ্রুমস্য চ। রথে চক্ষুষি নদ্যাঞ্চেত্যাদি' মেদিনী। নেত্রান্ত-বিঘূর্ণনৈঃ কিম্ভূতৈঃ অলঘু অত্যন্তং যথাস্যাত্তথা তে অনুভূতে যে দোর্মূলে স্তনপ্রান্তদেশৌ তত্র চালনং যেষাং তৈঃ। কৃষ্ণস্য তদ্দেশে রাধাকর্ত্তৃক লোচনচালনং তু স্বস্য তদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নেত্রপ্রেরণাভিপ্রায়মিতি ভাবঃ। পক্ষে অলঘু যথাস্যাত্তথা তস্য রাজ্ঞস্তৈলমর্দ্দনাদি বন্ধপ্রকারৈর্যানি দোর্মূলচালনানি তৈঃ। ঈষদ্ধাস্যরসৈরিত্যুভয়পক্ষে স্পষ্টম্। সুধা অমৃতং তদেবাধরস্তস্য ধয়ঃ পানং যেভ্যস্তৈশ্চুম্বৈশ্চুম্বনৈঃ। পক্ষে সুধামমৃতম্ অধরয়ন্তি খর্ব্বীকুর্ব্বন্তি যে ধয়াঃ পানসাধন-দ্রব্যাণি তৈঃ। চুম্বৈশ্চুম্বনসাধনজনৈঃ। দৃঢ়ালিঙ্গনৈরিতি স্পষ্টম্। পক্ষে দৃঢ়মালিঙ্গনং যত্র তৈরালিঙ্গন-সাধন স্ত্রীবিশেষৈরিত্যর্থঃ ॥৫৬

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ দাসগোস্বামিচরণ এই শ্লোকে উজ্জ্বলরসের বন্দনা করিতেছেন। মধুররস, শৃঙ্গাররস বা শুচিরস—উজ্জ্বলরসেরই নামান্তর। "শৃঙ্গারঃ শুচিরুজ্জ্বলঃ।" ইহাকে 'মহারাজ' বলিবার তাৎপর্য এই যে, ইহা রসসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা রসের রাজা। কারণ দাস্য, সখ্যাদি সমস্ত রসের গুণই মধুররসে অবস্থান করে।

> "পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়। দুই-তিন গণনে পঞ্চপর্য্যন্ত বাঢ়য় ॥
> গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাঢ়ে প্রতি রসে। শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥
> আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে। দুই-তিন গণনে বাঢ়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥"
> (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পরিঃ

"অত্রালম্বনঃ কান্তত্বেন স্ফুরন্ কান্তভাব-বিষয়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। তদাধারাঃ সজাতীয়ভাবাস্তদীয়-পরমবল্লভাশ্চ।" (প্রীতিসন্দর্ভঃ-২৭৪ অনুঃ)। এই উজ্জ্বলরসের বিষয়ালম্বন কান্তরূপে প্রকাশমান শ্রীকৃষ্ণ এবং সজাতীয়ভাবা তদীয় পরমবল্লভাগণ আশ্রয়ালম্বন। এই পরম বল্লভাগণের মধ্যে পরকীয়ভাববতী ব্রজবল্লভাগণই শ্রেষ্ঠা। কারণ মহামুনি শ্রীভরত বলিয়াছেন—

> "বহু বার্য্যতে যতঃ খলু যত্র প্রচ্ছন্নকামুকত্বঞ্চ।
> যা চ মিথোদুর্ল্লভতা সা মন্মথস্য পরমারতিঃ ॥"

"যাঁহাতে লোকতঃ এবং ধর্মতঃ বহু বাধা, যাহাতে নায়ক-নায়িকার প্রচ্ছন্নকামুকতা প্রকাশ পায় এবং যে রতি পরস্পর দুর্লভতাময়ী, তাহাকেই মন্মথ-সম্বন্ধীয় পরমারতি বলা হইয়া থাকে।"

"অত্রৈব পরমোৎকর্ষঃ শৃঙ্গারস্য প্রতিষ্ঠিতঃ" (উঃ নীঃ)। অত্রৈবেতি শ্রীকৃষ্ণেন সহ ব্রজসুন্দ্রবামীদৃশ-লীলাবিশেষ এব শৃঙ্গারস্য পরমোৎকর্ষ ইত্যর্থঃ।" (টীকা-শ্রীজীব)। অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজ-সুন্দরীগণের ঔপপত্য ভাবময় লীলাতেই শৃঙ্গাররসের পরমোৎকর্ষ প্রকাশ পাইয়া থাকে।" রাগের পরাকাষ্ঠা নিরূপণে শ্রীউজ্জ্বলের টীকায় শ্রীজীব আরও লিখিয়াছেন—"দুঃখস্য পরমকাষ্ঠা কুলবধূনাং স্বয়মপি পরম-মর্য্যাদানাং স্বজনার্য্যপথাভ্যাং ভ্রংশ এব, নাগ্ন্যাদি নচ মরণম্। ততশ্চ তৎকারিতয়া প্রতীতোঽপি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ সুখায়ঃ কল্প্যতে চেৎ তর্হ্যেব রাগস্য পরম ইয়ত্তা। ততশ্চ তামাশ্রিত্যৈব প্রবৃত্তোঽনুরগো ভাবায় কল্প্যতে।" অর্থাৎ কুলমর্যাদাবতী ললনাগণের পরমদুঃখের কারণ হইতেছে—স্বজন ও আর্যপথ হইতে ভ্রংশ বা চ্যুতি। অগ্নি বা বিষপানে মরণ তাঁহারা সাদরে অঙ্গীকার করেন কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে পাতিব্রত্যধর্ম ত্যাগ সর্বথা অসম্ভব। অদম্য রাগাতিশয্যে শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত ব্রজদেবীগণ যে বেদমর্যাদা ও লোকমর্যাদা অতিক্রম করেন, ইহাতেই রাগের পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হয়। এবং ব্রজসুন্দরীগণের এতাদৃশ রাগাতিশয্য হইতে যে অনুরাগ প্রকাশিত হয়, তাহাই মহাভাবদশায় আরূঢ় হইয়া থাকে।

প্রাকৃত রসশাস্ত্রে এই ঔপপত্য ভাবটি অতিশয় নিন্দিত হইয়াছে এবং তাহা ন্যায় সঙ্গতও বটে, কিন্তু ব্রজসুন্দরীগণ ও শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে রতির আশ্রয় ও বিষয় সান্দগুণ্যে পরকীয় ভাবটি দূষণ না হইয়া পরম ভূষণই হইয়াছে। তাই শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে লিখিত আছে—"নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিঃ পরোঢ়া, তৎগোকুলাম্বুজদৃশাং কুলমন্তরেণ" অর্থাৎ "কাব্যকারগণ যে শৃঙ্গাররসে পরোঢ়া নায়িকাকে গ্রহণ করেন নাই, তাহা মহাভাববতী গোকুলরমণীগণ ব্যতীত অন্যান্য নায়িকাসম্বন্ধেই জানিতে হইবে।" আরও বলা হইয়াছে—"লঘুত্বমিতি যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃত-নায়কে। ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাস-স্বাদার্থমবতারিণি॥" (ঐ)। কবিগণ যে ঔপপত্যভাবকে নিন্দিত বলিয়াছেন, তাহা প্রাকৃতনায়কপর, শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক নহে; কারণ রসনির্যাস-আস্বাদনজন্যই সেই অবতারীর শুভ অবতরণ। ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি, অনাদিকাল হইতেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়াদ্বারা তাঁহাদিগকে পরোঢ়া অভিমান প্রদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শৃঙ্গাররস-নির্যাস আস্বাদন করিয়া থাকেন। এই ব্রজসুন্দরীগণ-মধ্যেও আবার মাদনাখ্য মহাভাববতী শ্রীরাধিকাই সর্বশ্রেষ্ঠা। অধিক কি, শ্রীরাধার সহিত শৃঙ্গাররস-ক্রীড়ামাধুরীর আস্বাদন বর্ধনের জন্যই অন্যান্য গোপীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিহার হইয়া থাকে। "রাধা-সহ ক্রীড়ারস-বৃদ্ধির কারণ। আর সব গোপীগণ রসোপকরণ॥ কৃষ্ণের বল্লভা রাধা—কৃষ্ণপ্রাণধন। তাঁহা বিনা সুখহেতু নহে গোপীগণ॥" (চৈঃ চঃ আদি-৪র্থ পরিঃ)। অতএব শৃঙ্গাররসের আলম্বন যে নায়ক-নায়িকা, তাহার চরমকক্ষায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকেই পাওয়া যায়। "নায়ক-নায়িকা দুই—রসের আলম্বন। সেই দুই শ্রেষ্ঠ রাধা-ব্রজেন্দ্রনন্দন॥" (ঐ মধ্য ২৩শ পরিঃ)।

নেত্রে দৈর্ঘ্যমপাঙ্গয়োঃ কুটিলতা বক্ষোজ-বক্ষঃস্থলে
স্থৌল্যং তন্মৃদু বাচি বক্রিমধুরা শ্রোণৌ পৃথুস্ফারতা।
সর্ব্বাঙ্গে বরমাধুরী স্ফুটমভূদ্‌যেনেহ লোকোত্তরা
রাধামাধবয়োরলং নববয়ঃসন্ধিং সদা তং ভজে ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ। নেত্রে দীর্ঘতা, অপাঙ্গে (নেত্রপ্রান্তে) কুটিলতা, বক্ষোজে ও বক্ষঃস্থলে স্থূলতা, মৃদুবাক্যে অতি বক্রতা, নিতম্বে বিশালতা এবং সর্বাঙ্গে অলৌকিকমাধুর্য—যদ্দ্বারা প্রকাশিত হয়, সেই শ্রীশ্রীরাধামাধবের নবীন **বয়ঃসন্ধি**কে ভজন করি ॥ ৫৭ ॥

টীকা। রসরাজং স্তুত্বা তৎসেবোপযুক্তবয়োবিশেষং স্তৌতি— নেত্র ইতি। রাধামাধবয়োস্তং নববয়ঃসন্ধিং গমনাগমন-প্রকারেণ পৌগণ্ডকৈশোর-সংযোগং সদা সর্ব্বকালম্ অলমত্যর্থং ভজে অনুভবামি। যেন বয়ঃসন্ধিনা রাধামাধবয়োর্নেত্রে দৈর্ঘ্যমিত্যাদি পরিণামবিশেষঃ স্ফুটং স্পষ্টং যথাস্যাত্ত-

---

সেই অপ্রাকৃত নায়ক-নায়িকার শিরোমণি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুরারতি, মুরলীনিঃস্বনাদি উদ্দীপন-বিভাব, কটাক্ষ, মধুর হাস্যাদি অনুভাব, স্বেদ, রোমাঞ্চাদি সাত্ত্বিক ও হর্ষ, নির্বেদাদি ব্যভিচারিভাবের সহিত মিলিত ও অত্যদ্ভুত আস্বাদ্য হইয়া 'শৃঙ্গাররসরাজ'রূপে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। [1]

কোন মহাধনশালী প্রজা যেমন রাজসেবাযোগ্য অনর্ঘ ও শ্রেষ্ঠ উপচারে মহারাজের সেবা করিয়া তাঁহার সুখবিধান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ শ্রীশ্রীরাধামাধব পরস্পরে নেত্রান্ত-ঘূর্ণন বা পরস্পরের প্রতি শৃঙ্গার রসোদ্দীপক কটাক্ষপাত, মৃদুমধুরহাস্য, পরস্পরের মনে বিপুল ক্ষোভজনক বাহুমূল-সঞ্চালন, অধরসুধা-পান, চুম্বন, দৃঢ়ালিঙ্গন ইত্যাদি উজ্জ্বল মহারাজের সেবাযোগ্য মহোপচারদ্বারা তাঁহার ভজন বা আরাধনা করিয়া থাকেন। তাৎপর্য এই যে, শৃঙ্গাররসোপযোগী নানাবিধ ভাবমাধুরী-প্রকটনে উজ্জ্বলরসের স্রোতে যেন ব্রজনবীনযুগল শ্রীশ্রীরাধামাধব অসীমের দিকে ভাসিয়া যান। বহু বহু রহস্যময় ভাব, তাৎপর্য, ব্যঞ্জনাদি এই শ্লোকে নিহিত রহিয়াছে। গ্রন্থ-বাহুল্যাদিভয়ে সব অভিপ্রায় ব্যক্ত করা সম্ভবপর হইল না। অনুভবী রসিকজন তাহা আস্বাদন করিবেন ও এই দীন জনকে ক্ষমা করিবেন। শ্রীপাদ বলিতেছেন—'সেই উজ্জ্বল-মহারাজকে আমি কায়-মনো-বাক্যে ভজন করি।'

"সুবিদগ্ধ ব্রজনব-কিশোরযুগল। সুবিশাল নেত্রাঞ্চল করিয়া চঞ্চল ॥
মৃদুল-মধুর হাস্য প্রকাশি' বদনে। বিলাস-ভঙ্গীতে বাহুমূল-সঞ্চালনে ॥
অধর-অমিয়া পানে মধুর-চুম্বনে। অতুলন প্রেমাবেশে গাঢ় আলিঙ্গনে ॥
এ' প্রকার বহুবিধ মহা-উপচারে। ভজনা করিছে নিতি সযতনে যাঁ'রে ॥
উজ্জ্বলরসনামে সেই নৃপোত্তমে। কায়-মনো-বাক্যে বন্দি এই মনস্কামে ॥" ৫৬ ॥

---

1 বিস্তৃত রসের সামগ্রীসমূহ উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

থাইভূৎ বক্ষোজৌ স্তনৌ তৌ চ বক্ষঃস্থলঞ্চ তয়োঃ সমাহারস্তস্মিন্ স্থৌল্যং স্থূলতা। বক্রিমমধুরা বক্রতা প্রাচুর্য্যম্। শ্রোণৌ নিতম্বে পৃথু স্ফারতা স্থূলরূপপ্রকাশতা বরমাধুরী অতিশয়মাধুর্য্যম্ ॥ ৫৭ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ পূর্বশ্লোকে শৃঙ্গাররসের বন্দনা করিয়া এই শ্লোকে তৎসেবনোপযোগী শ্রীশ্রীরাধামাধবের বয়ঃসন্ধির স্তব করিতেছেন। প্রকটলীলায় বা ক্রমলীলায় শ্রীশ্রী-রাধামাধবের নিত্যকৈশোর-স্বরূপেরই ক্রমশঃ বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোরের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। ইহাই ক্রমলীলার মাধুর্য। পৌগণ্ড ও কৈশোরের সংযোগকেই **বয়ঃসন্ধি** বলা হয়। শ্রীউজ্জ্বলে দেখা যায়—মধুররসে বয়স চতুর্বিধ—বয়ঃসন্ধি, নব্যবয়স, ব্যক্তবয়স ও পূর্ণবয়স। "বয়শ্চতুর্বিধং তত্র কথিতং মধুরে রসে। বয়ঃসন্ধিস্তথা নব্যং ব্যক্তং পূর্ণমিতি ক্রমাৎ ॥" (উদ্দীপন প্রঃ-৮)। তন্মধ্যে বয়ঃসন্ধি যথা—"বাল্য-যৌবনয়োঃ সন্ধির্বয়ঃসন্ধিরিতীর্য্যতে" (ঐ-১০)। "বাল্য ও যৌবনের মিলনকেই বয়ঃসন্ধি বলা হয়।" "বাল্য-যৌবনয়োঃ সন্ধিরিতি কৈশোরস্য প্রথম-ভাগ-তাৎপর্য্যকম্,—সর্ব্বস্যাপি কৈশোরস্য তৎসন্ধিরূপত্বাৎ। বাল্যমত্র পৌগণ্ডম্।" (টীকা-শ্রীজীব)। অর্থাৎ বাল্য ও যৌবনের সন্ধি বলিতে প্রথমকৈশোরই বুঝিতে হইবে। সব কৈশোরই বাল্য ও যৌবনের সন্ধি-স্বরূপ। এখানে 'বাল্য' বলিতে পৌগণ্ড। শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃসন্ধি যথা—

"যান্তী শ্যামলতাং বিমুক্ত কপিশচ্ছায়াং স্মরক্ষ্মাপতে-
রদ্যাজ্ঞালিপি-বর্ণপঙ্ক্তিপদবীমাপ্নোতি রোমাবলী।
বাঞ্ছত্যুচ্ছলিতুং মনাগভিনবাং তারুণ্যনীরচ্ছটাং
লব্ধা কিঞ্চিদধীরমক্ষিশফর-দ্বন্দ্বঞ্চ কংসদ্বিষঃ ॥" (ঐ-১১)

কোন তরুমূলে শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করিতেছিলেন, দূর হইতে লতারন্ধ্র দিয়া শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করাইয়া কোন দূতী বলিলেন—'হে প্রিয়সখি! ঐ দেখ কংসারির রোমাবলী ধূসরবর্ণ ত্যাগ করত শ্যামত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, মনে হয় যেন রোমাবলী স্মর-ভূপতির আজ্ঞালিপির বর্ণ-পদবী প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। আবার উঁহার অভিনব তারুণ্যচ্ছটা প্রাপ্ত হইয়া নেত্রশফরীদ্বয় যেন উচ্ছলিত হইতে চাহিতেছে! অতএব হে সখি! কংসারির ঐ মনোহর রূপ সন্দর্শন কর। সেই বয়ঃসন্ধির মাধুর্য যথা—

"দশার্দ্ধশরলুব্ধকং চলমবেক্ষ্য লক্ষ্যোচ্ছ্রয়া, বিশন্তমিহ সাম্প্রতং ভবদপাঙ্গশৃঙ্গোপরি।
সদাশ্রুনিকরোক্ষিতা ব্রজমহেন্দ্র বৃন্দাবনে, কুরঙ্গনয়নাবলী দরপরিপ্লবত্বং গতা ॥" (ঐ-১২)

পূর্বরাগদশায় ব্রজসুন্দরীগণের সহিত মিলনাভিলাষী শ্রীকৃষ্ণকে নান্দীমুখী বলিলেন—'হে ব্রজ-মহেন্দ্র! চিন্তা করিও না, সম্প্রতি তোমার অপাঙ্গোপরি ঐ যে মদন-ব্যাধ চাঞ্চল্য-প্রকাশপূর্বক প্রবেশ করিতেছে, সে সামান্য নহে; উহার অমোঘ লক্ষ্য দর্শনে বৃন্দাবনস্থ মৃগনয়না গোপাঙ্গনাগণের নেত্রাবলী সদা অশ্রুসিক্তা এবং ভয়ে কম্পিতা হইতেছে! অতএব শীঘ্রই তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে।' এইভাবে শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি ও তাহার মাধুর্যও শ্রীউজ্জ্বলে বর্ণিত হইয়াছে—

"বাদ্যং কিঙ্কিণিমাহরত্যুপচয়ং জ্ঞাত্বা নিতম্বো গুণী
স্বস্য ধ্বংসমবেত্য বষ্টি বলিভির্যোগং হ্রসন্মধ্যমম্ ।
বক্ষঃ সাধুফলদ্বয়ং বিচিনুতে রাজোপহারক্ষমং
রাধায়াস্তনুরাজ্যমঞ্চতি নবে ক্ষৌণীপতৌ যৌবনে ।।" (ঐ-১৩)

দূর হইতে শ্রীরাধাকে দর্শন করত শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিলেন—'হে সখে ! ঐ দেখ নব-যৌবন নৃপতি শ্রীরাধার তনুরাজ্য অধিকার করাতে গুণশালী নিতম্ব স্বীয় উন্নতি জানিয়া উল্লাসপূর্বক কিঙ্কিণি-বাদ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে, বক্ষঃ যৌবনরাজকে উপহার দিবার জন্য দুইটি উত্তম ফল সঞ্চয় করিতেছে এবং মধ্যদেশ স্বীয় ধ্বংস-সম্ভাবনায় ভীত হইয়া ত্রিবলীর সহায়তা গ্রহণ করিতেছে। অতএব হে সখে ! নবযৌবনরাজের কি অদ্ভুত প্রভাব !' বয়ঃসন্ধির মাধুর্য—

"আশাস্তে পতিতুং কটাক্ষমধুপো মন্দং দৃগিন্দীবরে
কিঞ্চিদ্‌ব্রীড়বিসাঙ্কুরং মৃগয়তে চেতোমরালার্ভকঃ ।
নর্ম্মালাপমধুচ্ছটাদ্য বদনাম্ভোজে তবোদীয়তে
শঙ্কে সুন্দরি ! মাধবোৎসবকরীং কাঞ্চিদ্দশামঞ্চসি ।।" (ঐ-১৪)

বিশাখা শ্রীরাধাকে পরিহাসপূর্বক বলিলেন—'হে সুন্দরি ! তোমার রূপমাধুর্য অতীব চমৎকার ! তোমার নয়নরূপ ইন্দীবরে কটাক্ষরূপ মধুকর অল্পে অল্পে পতিত হইতে অভিলাষ করিতেছে, তোমার চিত্তরূপ হংসশাবক ঈষৎ লজ্জারূপ মৃণালাঙ্কুর অন্বেষণ করিতেছে, তোমার বদন-কমলে নর্মালাপরূপ মকরন্দচ্ছটা উদিত হইতেছে ! অতএব হে রাধে ! আমার মনে হয়, তুমি মাধবের উৎসবপ্রদ কোন দশাবিশেষকে প্রাপ্ত হইতেছ ।'

"শৈশব যৌবন দরশন ভেল । দুহুঁ পথ হেরইতে মনসিজ গেল ।।
মদন কি রাজ পহিল পরচার । ভিন জনে দেয়ল ভিন অধিকার ।।
কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব । একক ক্ষীণ অওকে অবলম্ব ।।
প্রকট হাস অব গোপত ভেল । উরজ প্রকট অব তহিক লেল ।।
চরণ-চপল-গতি লোচন পাব । লোচনক ধৈরজ পদতলে যাব ।।
নব কবিশেখর কি কহিতে পার । ভিন ভিন রাজ ভিন বেবহার ।।" (মহাজন)

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—'শ্রীশ্রীরাধামাধবের বয়ঃসন্ধিতে তাঁহাদের নেত্রে দীর্ঘতা, অপাঙ্গে বা নয়নপ্রান্তে কুটিলতা, শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে ও শ্রীরাধার বক্ষোজে স্থূলতা, তাঁহাদের মৃদুবাক্যে সাভিলাষ-ময় বক্রতা, নিতম্বে বিশালতা এবং সর্বাঙ্গে অলৌকিক মাধুর্য প্রকাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের নবীন বয়ঃসন্ধিকে ভজন করি ।'

দুষ্টারিষ্টবধে স্বয়ং সমুদভূৎ কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপদ্মাদিদং
স্ফীতং যন্মকরন্দ-বিস্তৃতিরিবারিষ্টাখ্যমিষ্টং সরঃ।
সোপানৈঃ পরিরঞ্জিতং প্রিয়তয়া শ্রীরাধয়া কারিতৈঃ
প্রেম্ণালিঙ্গদিব প্রিয়া-সর ইদং তন্নীত্য নিত্যং ভজে ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ। সুবিকসিত কুসুম হইতে মকরন্দধারা যেন স্বয়ংই ক্ষরিত হয়, তদ্রূপ দুষ্ট অরিষ্টের নিধনকালে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে যিনি স্বয়ংই সমুদ্ভূত হইয়াছেন, সাতিশয় প্রিয়তাহেতু শ্রীরাধিকা যাঁহাকে সোপানাবলীর দ্বারা পরিরঞ্জিত করিয়াছেন, শ্রীরাধাকুণ্ডকে অতি প্রিয়জ্ঞানে যিনি প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিয়া রাখিয়াছেন—সেই অরিষ্টকুণ্ড বা **শ্যামকুণ্ড**কে আমি নিত্যই ভজন করি ॥ ৫৮ ॥

টীকা। তদ্বয়ঃসন্ধ্যনুভবস্তু দুর্ঘটোহপ্যেতৎ কুণ্ডস্য ভগবচ্চরণোৎপন্নত্বাত্তৎসেবন-নির্ম্মলান্তঃ-করণস্য ভবেদপীতি বিবিচ্যারিষ্টকুণ্ডং স্তৌতি—দুষ্টেতি। ইদমপ্যনুভূতং তদরিষ্টাখ্যম্ ইষ্টং সরো নীত্য পরমার্ত্ত্যা গত্বা নিত্যমহরহো ভজে সাদর স্নানাদিনা সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বেন সেবে। নীত্যেতি নিপূর্ব্ব ইধাতোঃ ক্ত্বাচো যপ্। যৎসরো দুষ্টারিষ্টবধে অরিষ্টাসুরবধনিমিত্তং কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপদ্মাৎ মকরন্দবিস্তৃতি-রিব ইদং স্ফীতং এতদ্রূপায়তং সৎ সমুদভূৎ প্রাদুরভূদিত্যন্বয়ঃ। ইদমনুভূত-প্রকারঞ্চ তৎস্ফীতং বিস্তৃতঞ্চেতি তৎ। মকরন্দং পুষ্পরস ইত্যমরঃ। যথা পুষ্পরসঃ পরিপক্ককালে স্বয়মেব গলতি তথা। কিম্ভূতং সরঃ শ্রীরাধয়া প্রিয়তয়া স্বস্য স্নানাদি-সাধকতয়া প্রিয়ত্বেন কারিতৈঃ সোপানৈঃ স্নানসাধন-সজল-তটদেশ-প্রকাশিত রথ্যাদি-বিশেষরূপৈঃ পরিরঞ্জিতং শোভিতম্। রাধাকুণ্ড-প্রবহজ্জলৈতৎকুণ্ডমনুভূয়ান্যা-থাত্বমুৎপ্রেক্ষতে প্রিয়াসরো রাধাকুণ্ডং প্রেম্ণালিঙ্গদিব আলিঙ্গনং কুর্ব্বদিব ॥ ৫৮ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে অরিষ্টকুণ্ডের বা শ্যামকুণ্ডের স্তব করিতেছেন। পূর্বশ্লোকে শ্রীশ্রীরাধামাধবের বয়ঃসন্ধির ভজন-কামনা করিয়াছেন। দৈন্যভরে সহসা মনে হইতেছে—'শ্রীযুগলের বয়ঃসন্ধির ভজন অতীব রহস্যময়, মাদৃশ কামনা-বাসনা-বিদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তির

"নয়নে দীর্ঘতা, প্রান্তে কুটিলতা,
স্থূল-স্তন বক্ষঃস্থল।
বাক্যেতে বক্রতা, নিতম্বে স্ফারতা,
দুহুঁ অঙ্গ ঝলমল ॥
রাধাকৃষ্ণ-অঙ্গে, মাধুর্য্য-তরঙ্গে,
নব-বয়ঃসন্ধি-কালে।
নয়নেতে হেরি, অনুভব করি,
ভজি সখীযুথে মিলে ॥" ৫৭ ॥

পক্ষে কি এত সুনির্মল ভজন সম্ভবপর ?' অরিষ্টকুণ্ডের তীরে ভজনরসমগ্ন শ্রীপাদের নিখিল অরিষ্ট-নাশকারী অরিষ্টকুণ্ড বা শ্যামকুণ্ডের কথা মনে পড়িয়াছে। তাই এই শ্লোকে ভজন-বিঘ্ননাশের কামনায় শ্রীশ্যামকুণ্ডের স্তব করিতেছেন।

বৃষভরূপধারী অরিষ্টাসুরের নাশের সঙ্গে সঙ্গেই যেন শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মগলিত মকরন্দের ন্যায় শ্যামকুণ্ডের প্রকাশ হইয়াছে। বৃষরূপধারী অরিষ্টাসুরকে নিধন করত শ্রীকৃষ্ণ বৃষবধহেতু শ্রীঅঙ্গের শুদ্ধি-কামনায় বামচরণের পাঞ্চির (গোড়ালীর) দ্বারা ধরণীতে আঘাত করিলেন। তাহাতে পাতাল হইতে ভোগবতী গঙ্গার আবির্ভাব হইল। তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ 'হে তীর্থসমূহ! আগচ্ছ, আগচ্ছ।' এই কথা বলিলে, বিশ্বের নিখিল তীর্থরাজি তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। শ্রীচরণাঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই ইহা নিষ্পন্ন হওয়ায় শ্রীপাদ উৎপ্রেক্ষা করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের মকরন্দ-ধারারূপেই যেন স্বয়ং শ্রীশ্যামকুণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন।

শ্রীশ্যামকুণ্ড শ্রীরাধারাণীর অতিশয় প্রিয়, কারণ উহা তাঁহার কোটি-প্রাণপ্রতিম শ্রীশ্যামসুন্দরের সরোবর। কুণ্ডাবির্ভাবকালেই শ্রীমতী বলিয়াছেন—"রাধাব্রবীদহমপি স্বসখীভিরেত্য স্বস্যাম্যরিষ্ট-শত-মর্দ্দনমস্তু তস্য। যোহরিষ্ট-মর্দ্দন-সরস্যুরুভক্তিরত্র স্নায়াদ্বসেন্মম স এব মহাপ্রিয়োহস্তু॥" (সারার্থবর্ষিণী) শ্রীরাধা বলিলেন—'আমি আমার নিখিল সখীবর্গসহ এই অরিষ্টমর্দনকুণ্ডে নিত্য স্নান করিব। যিনি ভক্তিভরে এই শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডে স্নান করিবেন এবং ইহার তীরে বাস করিবেন, তাহার শত শত কলুষ নাশ-প্রাপ্ত হইবে এবং তিনি আমার পরম প্রিয়পাত্র হইবেন।' শ্রীরাধারাণী তাঁহার অতি প্রিয় শ্রীশ্যামকুণ্ডের মানসপাবনঘাটে সখীবর্গসহ নিত্য স্নান করেন, তাই স্নানের নিমিত্ত মণিসোপানাবলীদ্বারা শ্রীমতী স্বয়ং শ্রীশ্যামকুণ্ডকে সুসজ্জিত করিয়াছেন।

শ্রীশ্যামকুণ্ড শ্রীরাধাকুণ্ডকে অতি প্রিয়জ্ঞানে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীকুণ্ডদ্বয় সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীরাধামাধব-যুগলস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণ যেমন প্রিয়াজীকে পরম প্রীতিভরে আলিঙ্গন করেন, শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নস্বরূপ শ্রীশ্যামকুণ্ডও শ্রীমতীরই স্বরূপ শ্রীরাধাকুণ্ডকে পরম প্রীতিভরে আলিঙ্গনপূর্বক বিরাজ করিতেছেন। শ্রীরাধাকুণ্ডের শুভ আবির্ভাব-কালে শ্যামকুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় সমাগত নিখিল তীর্থরাজি যখন মূর্তিমন্ত হইয়া প্রিয়াজীর কুণ্ডে বসবাসের ইচ্ছায় তাঁহাকে স্তব করিয়া প্রসন্ন করেন, তখন প্রিয়াজীর আদেশ পাইবামাত্রই পরমোল্লাসভরে তীর্থরাজি কুণ্ডদ্বয়ের মধ্যে যে ভিত্তি বিরাজিত ছিল, তাহাকে ভেদ করিয়া শ্যামকুণ্ড হইতে শ্রীরাধাকুণ্ডে আগমন করেন। ইহাকেই 'সঙ্গম' আখ্যা দেওয়া হয়। ফলতঃ তীর্থরাজি ভঙ্গীক্রমে উভয় কুণ্ডকে মিলিত করিয়া যুগপৎ উভয়তীর্থেই বসবাস করিতে থাকেন। এই সঙ্গমপথেই যেন শ্রীশ্যামকুণ্ড শ্রীরাধাকুণ্ডকে পরম প্রীতিভরে সমালিঙ্গন করত বিরাজিত রহিয়াছেন॥ শ্রীগোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থে লিখিত আছে, শ্রীরাধাকুণ্ড-দর্শনে শ্যামসুন্দরের প্রিয়াজীর বিপুল

উদ্দীপন হয় এবং সঙ্গমপথে উভয় কুণ্ডের মিলন দর্শনে উভয়ের মিলনের বহু ভাবচিত্রই তাঁহার চিত্ত-মনে সমুদিত হইয়া থাকে।

"খেলচ্চক্রযুগোরোজং ফেণমুক্তাস্রগুজ্জ্বলম্।
রসোর্ম্ম্যুচ্ছলিতং মেনে প্রিয়াবক্ষঃ সমং সরঃ॥
মধুররসতরঙ্গা বিভ্রতী পঙ্কজাস্যং ভ্রমরকপরিবীতং প্রোল্লসৎখঞ্জনাক্ষম্।
প্রমুদিতহরিণোচ্চৈর্হংসকারাবরম্যা প্রিয়তমসরসী সা প্রেয়সীব ব্যলোকি॥
স্বপ্রেষ্ঠারিষ্টকুণ্ডোর্ম্মিচঞ্চৎবাহূপগূহিতা।
স্বকোকনদপাণিভ্যাং ক্ষিপ্ততচ্চলতৎকরা॥
সমীরচঞ্চদম্ভোজচলাস্যেন বলাদিব।
চুম্বিতালিকটাক্ষেষত্তির্য্যগম্বুজসন্মুখী॥
ভৃঙ্গীঝঙ্কারশীৎকারা বিকলস্বরগদ্গদা।
প্রোদ্যৎকুট্টমিতা তেন রাধিকেব ব্যলোকি সা॥" (৭।১০৪-১০৮)

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকুণ্ড-মধ্যে 'ক্রীড়নশীল চক্রবাকদ্বয়-দর্শনে প্রেয়সী শ্রীরাধার বক্ষোজদ্বয়, ফেণ দর্শনে তাঁহার মুক্তামালা এবং তরঙ্গ দর্শন করিয়া প্রিয়াজীর রস-তরঙ্গ বোধ হওয়ায় কুণ্ডকে শ্রীরাধার বক্ষঃস্থল মনে করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তম সরসীকে প্রেয়সী শ্রীরাধার ন্যায়ই অবলোকন করিলেন, প্রেয়সী শ্রীরাধা যেমন মধুর রস-তরঙ্গে আকুলা, সরসীও তদ্রূপ সুমধুর জলতরঙ্গে আকুল, সরসীর স্বর্ণকমল যেন প্রেয়সীর বদন, ভ্রমরপংক্তি যেন অলকাসমূহ, খঞ্জনপক্ষী প্রেয়সীর নয়ন, হংসরব যেন পাদাভরণের মধুরধ্বনি। শ্রীকৃষ্ণ-আলিঙ্গনার্থ শ্রীরাধারাণীকে গ্রহণ করিলে শ্রীরাধা যেন হস্তদ্বয়দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে নিষেধ করেন, তদ্রূপ শ্রীরাধাকুণ্ডও তরঙ্গকম্পিত হস্তদ্বয়দ্বারা আলিঙ্গনে সমুৎসুক শ্যামকুণ্ডের চঞ্চল-তরঙ্গাবলীকে যেন নিষেধ করিতেছেন। শ্যাম আরও দেখিলেন, শ্যামকুণ্ডস্থ শ্যামকমল, বায়ুবেগে চালিত হইয়া রাধাকুণ্ডস্থ ভ্রমরমণ্ডিত স্বর্ণকমলিনীর উপর নিপতিত হইতে চাহিলে কমলিনীও বায়ুচালনে চলিয়া পড়িতেছে; শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্বক শ্রীরাধার বদনপদ্মে চুম্বন করিতে চাহিলে শ্রীরাধা কটাক্ষনিক্ষেপপূর্বক যেমন বদনকমল বক্র করেন, তদ্রূপ মনে হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার স্তনাধরাদি গ্রহণ করিলে শ্রীরাধা যেমন হৃদয়ে প্রীতি সত্ত্বেও সম্ভ্রমপ্রযুক্ত ব্যথিতার ন্যায় বাহ্যে কোপ-প্রকাশপূর্বক কুট্টমিত ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ শ্রীকুণ্ডকে ভ্রমর-ঝঙ্কাররূপ শীৎকার এবং পক্ষিকুলের কূজনরূপ গদ্গদস্বরে অলীক কোপপ্রকাশ করিতে দেখিয়া সরসীকেও কুট্টমিত-ভাববতী অবলোকন করিলেন।' শ্রীপাদ বলিলেন—'সেই শ্যামসুন্দরের অভিন্নরূপ অরিষ্টকুণ্ডকে আমি নিত্যই ভজন করি।'

কদম্বানাং ব্রাতৈর্মধুপকুলঝঙ্কার-ললিতৈঃ
পরীতে যত্রৈব প্রিয়-সলিল-লীলাহ্বতিমিষৈঃ।
মুহুর্গোপেন্দ্রস্যাত্মজমভিসরন্ত্যম্বুজ-দৃশো
বিনোদেন প্রীত্যা তদিদমবতাৎ পাবনসরঃ ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ। জলাহরণছলে কমলনয়না ব্রজসুন্দরীগণ প্রীতিভরে বারম্বার যে-স্থানে যাতায়াত করত সবিনোদে গোপেন্দ্রনন্দনের নিকট অভিসার ও তাঁহার সহিত জলবিহারাদি করিয়া থাকেন, মধুপ-ঝঙ্কারে মুখরিত কদম্বতরুসমূহদ্বারা পরিব্যাপ্ত সেই **পাবন-সরোবর** আমায় রক্ষা করুন ॥ ৫৯ ॥

টীকা। স্বান্তবিমলাকাঙ্ক্ষী পাবননাম সরোবিশেষং স্তৌতি—কদম্বেতি। তদনুভূতমিদং পাবনসর এতন্নাম সরোবরবিশেষোঽবতাৎ স্বনিকট-বাসপ্রতিবন্ধান্মাং রক্ষতু তত্তল্লীলানুভবার্থং স্বনিকটে মাং স্থাপয়ত্বিতি যাবৎ। অবন-প্রয়োজনমাহ যত্র পাবনসরসি অম্বুজদৃশো গোপ্যঃ বিনোদেন প্রীত্যা ক্রীড়া-নিমিত্তকহর্ষেণ প্রিয়সলিল-লীলাহ্বতিমিষৈঃ প্রিয়াণাম্ অভীষ্টা যা সলিল-লীলা জলকেলিস্তস্যা হেতোর্যা আহ্বতিরাগমনং তস্য মিষৈশ্ছলৈর্গোপেন্দ্রস্যাত্মজং নন্দনন্দনং মুহুর্বারং বারম্ অভিসরন্তি লীলাবিশেষ-প্রতিপাদনায়াভিগচ্ছন্তি। যত্র কিম্ভূতে কদম্বানাং ব্রাতৈঃ সমূহৈঃ পরীতে বেষ্টিতে। তৈঃ কিম্ভূতৈঃ মধুপকুলস্য ভ্রমরসমূহস্য যে ঝঙ্কারাঃ শব্দাস্তৈর্ললিতৈর্মনোহরৈঃ ॥ ৫৯ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে পাবন-সরোবরের স্তব করিতেছেন। শ্রীনন্দীশ্বর-গিরির অপরূপ নৈসর্গীক শোভার অতুলন আস্পদরূপে পাবন-সরোবর বিরাজিত। "পাবনাখ্যং সরঃ ক্রীড়াকুঞ্জপুঞ্জস্ফুরত্তটম্" (দীপিকা)। শ্রীকৃষ্ণের সরোবরের নাম পাবন, ইহার তীরে মনোরম

'অরিষ্ট-নিধন-অন্তে, কৃষ্ণপাদপদ্ম হ'তে,
যেই সরোবর সমুদ্ভূত।
পুষ্প-পূর্ণ বিকাশেতে, যৈছে মধু ঝরে তা'তে,
তৈছে অরিষ্টকুণ্ড সুবিখ্যাত ॥
শ্রীরাধিকা-প্রিয়-জ্ঞানে, স্নানকেলি জলপানে,
সুরঞ্জিত করিল সোপানে।
গোবিন্দ-প্রেয়সী রাধা, অতি প্রিয় কুণ্ড তথা,
রাধাকুণ্ডে করে আলিঙ্গনে ॥
অতি স্ফীত কলেবর, যৈছে শ্যাম মনোহর,
সদা হোক সেই কুণ্ডে বাস।
স্নান, পান, আরাধনা, সঙ্গে ব্রজবাসী জনা,
সদা ভজি এই মোর আশ ॥" ৫৮ ॥

ক্রীড়াকুঞ্জসমূহ বিরাজ করিতেছে।' শ্রীপাদ পাবনসরোবরের শোভার ইঙ্গিত করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"কদম্বানাং ব্রাতৈর্মধুপকুলঝঙ্কার-ললিতৈঃ পরীতে" অর্থাৎ 'মধুপকুলের ঝঙ্কার-মুখরিত কদম্বতরুসমূহে পরিবেষ্টিত এই পাবনসর।' ইহা শোভার দিগ্দর্শন মাত্র, বস্তুতঃ শ্রীগোবিন্দের বিহারভূমি বিচিত্র অপ্রাকৃত বা দিব্য সৌন্দর্য-সমন্বিত; যাহা আনন্দঘনমূরতি শ্রীগোবিন্দেরও আনন্দবিধানে সমর্থ। শ্রীশ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ লিখিয়াছেন—

"দিব্যানেক-বিচিত্র-পুষ্পফলবদ্বল্লীতরূণাং ততি-
দিব্যানেক-ময়ূর-কোকিল-শুকাদ্যানন্দমাদ্যৎকলাঃ।
দিব্যানেকসরঃ সরিদ্গিরিবরঃ প্রত্যগ্রকুঞ্জাবলী
দিব্যা কাঞ্চন-রত্নভূমিরপি মাং বৃন্দাবনেঽমোহয়ৎ॥" (বৃঃ মঃ-২।২)

"বৃন্দাবনে দিব্য দিব্য বহু বিচিত্র পুষ্প-ফলশালী বৃক্ষলতাসমূহ, দিব্যাতিদিব্য বহু ময়ূর, কোকিল, শুকাদি পক্ষিনিচয়ের আনন্দোন্মত্ত ধ্বনি, সুদিব্য বহু সরোবর, নদী, পর্বতাদি, সুশোভিত নব নব কুঞ্জসমূহ এবং দিব্য কাঞ্চন-রত্নভূমি আমায় বিমোহিত করিতেছে।" সরোবরসমূহ নির্মলজলে পরিপূর্ণ, শুভ্র, কৃষ্ণ, রক্ত ও স্বর্ণবর্ণকমল, কহ্লারাদিতে জলরাশি সমাচ্ছন্ন, চক্রবাক্, বক, সারস, কুরব, হংসাদি জলচর-পক্ষীর কলকূজনে মুখরিত ও কমলের সৌরভে সমাকৃষ্ট ভৃঙ্গকুলের মধুর ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত! এই সকল সরোবরের মধ্যে পাবনসরোবর প্রধান। তটদেশে রাশি রাশি সুবিশাল কদম্বতরুসমূহে সমাচ্ছন্ন এই বিশাল সরোবর। ভ্রমরের ঝঙ্কারে মুখরিত সেই কদম্বরাজি। যে সরোবরে নিত্যই শ্রীকৃষ্ণের স্নান ও জলবিহারাদি হইয়া থাকে। ভুবনমোহন মধুর মূরতিদর্শনে স্থাবর-জঙ্গম বিমোহিত হয়। ব্রজবালা-গণের চিত্তহারী শ্রীহরির দর্শন পাওয়া যায় বলিয়া কমলনয়না ব্রজসুন্দরীগণ পুনঃ পুনঃ জল আহরণাদির ছলে পাবনসরোবরে গিয়া শ্রীকৃষ্ণদর্শন করেন।

শ্রীপাদ বলিলেন—জল আহরণ-ছলে কমলাক্ষী ব্রজসুন্দরীগণের বারম্বার পাবনসরোবরে শ্রীকৃষ্ণের নিকট অভিসার হইয়া থাকে। অনুরাগের অনিবার্য পরিণতিতেই এই অভিসার। যেখানে অনুরাগ বলবান্, সেখানেই অভিসার অপরিহার্য। শ্যাম-অভিসার চিত্তের বিপুল শক্তির পরিচায়ক। প্রাণ যাহাকে চায়, তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত আকুল-প্রাণের দৌড়। ইহাকেই অভিসার বলা হয়। "ঘরমাহ রহত রহই না পার। কি করব ই সব বিঘিনি বিথার॥" (মহাজন)। কুল, শীলাদি, গুরুজনাদির বাধা কিছুই এই অভিসারের গতিরোধ করিতে সক্ষম হয় না। অনুরাগিণীগণ প্রাণের টানে বার বার কৃষ্ণের দর্শন-লালসায় জল আহরণছলে পাবনসরোবরে ছুটিয়া আসেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত কখনো কখনো অর্থাৎ গুরুজনের অনুপস্থিতিকালে তাঁহাদের মধুর জলবিহারাদিও হইয়া থাকে। শ্রীপাদ বলিতেছেন—'সেই পাবনসরসী আমায় রক্ষা করুন অর্থাৎ শ্রীরাধাদি ব্রজসুন্দরীগণ-সঙ্গে সেই মধুরলীলা দর্শন করাইয়া আমায় ধন্য করুন।'

পর্জ্জন্যেন পিতামহেন নিতরামারাধ্য নারায়ণং
ত্যক্ত্বাহারমভূদপুত্রক ইহ স্বীয়াত্মজে গোষ্ঠপে।
যত্রাবাপি সুরারিহা গিরিধরঃ পৌত্রোগুণৈকাকরঃ
ক্ষুণ্ণাহারতয়া প্রসিদ্ধমবনৌ তন্মে তড়াগং গতিঃ ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ। স্বীয় পুত্র গোষ্ঠপতি শ্রীনন্দমহারাজকে অপুত্রক দর্শনে পিতামহ পর্জন্যগোপ যেখানে অনাহারে একান্তভাবে শ্রীনারায়ণের আরাধনা করিয়া অসুর-বিনাশন, গিরিধারী ও সর্বগুণালয় পৌত্র শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন, সেই বিশ্ববিখ্যাত **ক্ষুণ্ণাহার** নামক তড়াগ আমার গতি হউন ।।৬০।।

টীকা। আশ্রিতাভীষ্টসাধন শ্রীকৃষ্ণপ্রাপকং তড়াগবিশেষং স্তৌতি—পর্জ্জন্যেনেতি। অবনৌ ধরণ্যাং ক্ষুণ্ণাহারতয়া প্রসিদ্ধং ক্ষুণ্ণাহারনাম তত্তড়াগং দীর্ঘিকা মে গতিরভ্যুপায়ঃ উপায়-সাধনমিতি যাবৎ। গতিঃ স্ত্রী মার্গদশয়োর্জ্ঞানে যত্রাভ্যুপায়য়োঃ। নাড়ীব্রণ শরণ্যাঞ্চেতি মেদিনী। অস্যাভ্যুপায়োপযোগিতামাহ—যত্র তড়াগে পর্জ্জন্যেন এতন্নাম্না পিতামহেন কর্ত্রা আহারং ত্যক্ত্বা ভোজনং পরিত্যজ্য নারায়ণং নিতরাং ভক্তিভরেণারাধ্য স্বীয়াত্মজে গোষ্ঠপে নন্দে গিরিধরঃ পৌত্রোঽবাপি এতৎপরং পৌত্ররূপেণ বীজমিবোপ্ত ইত্যন্বয়ঃ। ডুবপ বীজ-তন্ত সন্তানে ইত্যস্য লুঙি প্রয়োগঃ ইত্যপি পাঠঃ। অবপূর্ব্বাপধাতোর্লুঙি প্রয়োগঃ। স্বীয়াত্মজে কিম্ভূতে অভূতপুত্রকে ন ভূতঃ পুত্রো যস্য তস্মিন্। পৌত্রঃ কিম্ভূতঃ সুরারিহা অসুরহন্তা গুণানামেকোঽদ্বিতীয়ঃ আকরঃ উৎপত্তিস্থানঞ্চ। ননু ত্যক্ত্বাহারমিত্যত্র কিং আহারং কিম্বা হারমিতি অভূত পুত্রক ইতি কিম্ভূত পুত্রকে ইতি সপ্তম্যন্তং কিম্বা প্রথমান্তমিতি চ সন্দিগ্ধরূপ দোষে কা গতিঃ। উচ্যতে। রসাপকর্ষকত্বেনৈব দোষতাবসরঃ অত্র তূভয়পক্ষেপ্যপকর্ষতা নাস্তি। অথাত্র রস-

---

"মধুপকুল-ঝঙ্কারে,　　　মুখরিত নিরন্তরে,
　　যে　কদম্ব-তরুবর-শ্রেণী।
পাবনসরসী-তীরে,　　　ঘিরিয়াছে চারিধারে,
　　শুক, পিক, ভ্রমরের ধ্বনি ॥
জলভরা-ছল করি,　　　ব্রজে যত সুকুমারী,
　　যায় তারা সরোবর-তীরে।
গোপেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ,　　　দরশনে যারা তৃষ্ণ,
　　জল ফেলি যায় বারে বারে ॥
গুরুজনের অগোচরে,　　　কভু জলকেলি করে,
　　কৃষ্ণ-সঙ্গে প্রেমে নিমগন।
দুহুঁক সম্ভোগ-কেলি,　　　সরোবরে সখী-মিলি,
　　কবে মোর হবে দরশন ?" ৫৯ ॥

স্তাবত্তক্তিস্তত্র বৈরাগ্যেণাহারস্য ত্যাগোপি যুজ্যতে ইতি তন্মুখেনৈতন্মুখেন বাত্র ব্যবহারঃ। পুত্র এব পুত্রকঃ স্বার্থে কঃ। ন ভূতোঽভূতঃ সচাসৌ পুত্রকশ্চেতি তথা যঃ কস্যাপি পুত্ররূপেণাভূৎ সোঽপ্যস্য পৌত্রত্বে-নাবির্ব্বভূবেতি ভক্তিরসস্য পোষকোঽপি ভবতীতি ন দোষঃ ॥ ৬০ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। এই শ্লোকে ক্ষুণ্ণাহার তড়াগের স্তব। শ্রীনন্দকে অপুত্রক দর্শনে এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ শ্রীনন্দের পিতা শ্রীপর্জন্যগোপ অনাহারে শ্রীনারায়ণের আরাধনা-মূলক তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রীনারায়ণের চরণে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন—'শ্রীনন্দের যেন সর্বগুণালয় অসুর-বিনাশন বিশ্বের আনন্দপ্রদাতা একটি সন্তান লাভ হয়।'

শ্রীনন্দের যে সন্তান, তাঁহাকে তপস্যায় লাভ করা যায় না। শ্রীনন্দ-যশোদা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-সিদ্ধ পিতামাতা এবং শ্রীকৃষ্ণও অনাদিকাল হইতেই শ্রীনন্দের নন্দন। প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন, ইহার একমাত্র হেতু নন্দ-যশোদার নিত্যসিদ্ধ বাৎসল্যপ্রেমই কিন্তু লৌকিক রীতিতে সকলেই মনে করেন, নন্দের পিতা পর্জন্যগোপের ক্ষুণ্ণাহার তড়াগের তটে অনাহারে উগ্রতপস্যার মূর্তিমন্ত ফলই শ্রীনন্দনন্দন। ইহাই নরলীলার বা লৌকিক লীলার মাধুর্য। ব্রজবাসী সকলেই জানেন এবং শ্রীনন্দ মহারাজও মনে করেন যে, পিতার নারায়ণ-আরাধনার মূর্তফলই তাঁহার এই সর্বগুণালয়, অসুর-বিনাশন, গিরিধারী ভুবনসুন্দর নন্দন **শ্রীকৃষ্ণ।** এমন কি, ক্ষুণ্ণাহার-সরোবরে ক্রীড়াকালে শ্রীকৃষ্ণও যখন লোকমুখে শ্রবণ করেন যে, এইস্থানে তাঁহার পিতামহ তাঁহারই নিমিত্ত অনাহারে বহুকাল শ্রীনারায়ণের আরাধনা করিয়াছিলেন, এই জন্যই এই সরোবরের নাম **ক্ষুণ্ণাহার,** তখন পিতামহের প্রতি বিপুল শ্রদ্ধা-ভক্তিতে তাঁহার হৃদয় অবনমিত হয়, তিনি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেন। ধন্য ব্রজপ্রেম এবং এই প্রেমে শ্রীভগবানের নিরতিশয় বশ্যতা! যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার ফলেই বিশ্ব-মানব নিখিল ফলের অধিকারী হইয়া ধন্য হইতে পারেন, সেই সমস্ত বেদশাস্ত্রের মূর্তিমান্ ফল শ্রীভগ-বানও নিজেকে পিতামহ পর্জন্যের তপস্যার ফল বলিয়া মনে করেন এবং এইজন্য গৌরবান্বিত হন। শ্রীভগবানের এতাদৃশ প্রেমবশ্যতা একমাত্র ব্রজেই সম্ভবপর হইয়া থাকে। ইহা অন্যত্র কুত্রাপি নাই। কেবল তাঁহার প্রেমবশ্যতাই নহে, ঐশ্বর্যজ্ঞান-গন্ধশূন্য এই বিশুদ্ধ প্রেমরসাস্বাদনই তাঁহার চির আকাঙ্ক্ষিত সম্পদ্।

"ঐশ্বর্যজ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত। ঐশ্বর্যশিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥
আমারে ঈশ্বর মানে—আপনাকে হীন। প্রেমে বশ আমি তার না হই অধীন ॥
আমাকে ত যে-যে ভক্ত ভজে যেই-ভাবে। তারে সে-সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥
মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি। এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধভক্তি ॥
আপনাকে বড় মানে—আমারে সম-হীন। সর্ব্বভাবে আমি হই—তাহার অধীন ॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিঃ)

সার্দ্ধং মানসজাহ্নবী-মুখ-নদীবর্গৈঃ সরঙ্গোৎকরৈঃ
সাবিত্র্যাদি-সুরীকুলৈশ্চ নিতরামাকাশবাণ্যা বিধোঃ।
বৃন্দারণ্যবরেণ্য-রাজ্যবিষয়ে শ্রীপৌর্ণমাসী মুদা
রাধাং যত্র সিষেচ সিঞ্চতু সুখং সোন্মত্তরাধাস্থলী ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ। শ্রীপৌর্ণমাসীদেবী ব্রহ্মাকৃত আকাশবাণী শ্রবণে মূর্তিমতী মানসগঙ্গা-প্রমুখ নদী-বর্গ ও পরম কৌতুকবতী সাবিত্রী প্রভৃতি দেবীগণের সহিত যেখানে শ্রীরাধাকে বৃন্দাবনরাজ্ঞীরূপে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেই **উন্মত্ত-রাধাস্থলী** আমায় সুখাভিষিক্ত করুন ॥ ৬১ ॥

স্বীয় নিখিল ঐশ্বর্যজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া ব্রজবাসির প্রেমানুরূপ বশ্যতাই তাঁহার সর্বভাবে অধীন হইয়া যাওয়া। ব্রজবাসিগণের প্রেমই শ্রীকৃষ্ণের নিখিল ঐশ্বর্যজ্ঞানকে সমাবৃত করিয়া তাঁহাকে প্রেমানুরূপ ছাঁচে ঢালাই করিয়া লইতে পারে। "যথা সংসারবন্ধে নিপাত্য দুঃখমেবানুভাবয়িতুং মায়াবৃত্তিরবিদ্যা জীবানাং জ্ঞানমাবৃণোতি, যথা চ মহামধুর শ্রীকৃষ্ণলীলাসুখমনুভাবয়িতুং গুণাতীতানাং শ্রীকৃষ্ণপরিবারাণাং ব্রজেশ্বর্য্যাদীনাং জ্ঞানং চিচ্ছক্তিবৃত্তিযোগমায়ৈবাবৃণোতি, তথৈব শ্রীকৃষ্ণমানন্দস্বরূপমপ্যানন্দাতিশয়মনুভাব-য়িতুং চিচ্ছক্তিসারবৃত্তিঃ প্রেমৈব তস্য জ্ঞানমাবৃণোতি। প্রেম্ণস্তু তৎস্বরূপশক্তিত্বাৎ তেন তস্য ব্যাপ্তে ন দোষঃ।" (রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা-২য় প্রকাশ)। অর্থাৎ সংসারবন্ধনে নিপাতিত করিয়া জীবকে দুঃখ অনুভব করাইবার নিমিত্ত মায়াশক্তির বৃত্তি অবিদ্যা সংসারবদ্ধ জীবের জ্ঞানকে আবৃত করে, যেমন মহামধুর শ্রীকৃষ্ণের লীলাসুখ আস্বাদন করাইবার জন্য গুণাতীত শ্রীকৃষ্ণ-পরিকর ব্রজেশ্বরী প্রভৃতির জ্ঞানকে চিচ্ছক্তির বৃত্তি যোগমায়া আবৃত করেন; তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইলেও তাঁহাকে আনন্দাতিশয় অনুভব করাইবার নিমিত্ত চিচ্ছক্তির সারবৃত্তি ব্রজবাসিগণের প্রেমই তাঁহার জ্ঞানকে আবৃত করিয়া থাকে। প্রেম তাঁহার স্বরূপশক্তি-বৃত্তি বলিয়া তাহার দ্বারা তাঁহার জ্ঞানের আবরণ দোষাবহ নহে, বরং ইহাই পরম রসাবহ।' শ্রীপাদ গোস্বামিচরণ বলিলেন—'সেই বিশ্ব-প্রসিদ্ধ ক্ষুণ্ণাহার নামক তড়াগ আমার গতি হউন, অর্থাৎ প্রেমসাধনার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন হউন।'

"পর্জ্জন্য শ্রীনন্দ-পিতা, অদ্ভুত তাঁহার কথা,
"ক্ষুণ্ণাহার" সরোবর-তীরে।
ব্রত করি অনশনে, পূজা করি নারায়ণে,
পৌত্ররূপে পাইলা কৃষ্ণেরে ॥
শ্রীকৃষ্ণের পিতামহে, পদে যেন মতি রহে,
কৃপা হইলে সর্ব্বলভ্য হয়।
এই মোর নিবেদন, জন্মে জন্মে হয় যেন,
'ক্ষুণ্ণাহার' তড়াগ সমাশ্রয় ॥" ৬০ ॥

টীকা। স্বপ্রাণেশ্বর্য্যা মহারাজীত্বেন সর্ব্বশ্রৈষ্ঠ্যং প্রতিপাদয়িত্রীং রাধাস্থলীং স্তৌতি—সার্দ্ধমিতি। সা উন্মত্তরাধাস্থলী সুখং সিঞ্চতু প্রতিপাদয়তু মমেতি শেষঃ। উন্মত্তা মমায়ং দেশোঽত্র যে বর্ত্তন্তে তে মম প্রজা ইতি সাহঙ্কারা রাধা যত্র সা। উন্মত্ততাকারণমাহ—যত্র স্থল্যাং পৌর্ণমাসী মুদা হর্ষেণ বিধোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য। তথা চ দানকেলিকৌমুদ্যাং বৃন্দা স্বগতং মুকুন্দস্য নিদেশাদাকাশবাগপদেশেনাহমার্য্যামুদয়োজয়মিতি। আকাশবাণ্যা অশরীরবাক্যেন বৃন্দারণ্যবরেণ্যবিষয়ে বৃন্দাবন-শ্রেষ্ঠদেশে রাধাং নিতরাং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-রাজ্ঞীত্বে সিষেচাভিষিক্তাঞ্চকার। ননু গোপালেন গোপালস্যাভিষেকবৎ সর্ব্বজনাপ্রতীতেঃ কথমস্যা উন্মত্ততা তত্রাহ মানসজাহ্নবী-মুখ-নদীবর্গৈর্মানসগঙ্গা প্রভৃতি মূর্ত্তিমৎ সরিৎসমূহৈঃ সাবিত্র্যাদি সুরীকুলৈর্দেবীসমূহৈশ্চ সহ। সাবিত্র্যাদি সুরীকুলৈঃ কিন্তুতৈঃ রঙ্গস্য নৃত্যস্য যে উৎকরা হস্ত-পাদচালনাদি বিশেষসমূহাস্তৈঃ সহ বর্ত্তমানৈঃ মানসজাহ্নব্যাদেঃ সাহিত্যেন মূর্ত্তিমতীত্বং ধ্বনিতং তেন সর্ব্বজনপ্রতীতমিতি ভাবঃ। রঙ্গোনা রাগে নৃত্যরণক্ষিতৌ। অস্ত্রী ত্রপুণীতি মেদিনী। সহর্ষবক্তুরুক্তৌ রাধাং রাধেতি কথিতপদরূপদোষো গুণ এব॥ ৬১॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ এই শ্লোকে উন্মত্ত-রাধাস্থলীর বর্ণনা করিতেছেন। এইস্থানে শ্রীরাধারাণী শ্রীবৃন্দাবনের রাজরাজেশ্বরী-পদে অভিষিক্তা হন। শ্রীল গোস্বামিপাদগণের শ্রীরাধারাণীর বৃন্দাবনেশ্বরীরূপে অভিষেকবর্ণনায় প্রচুরতর আবেশ দেখা যায়। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ তাঁহার দানকেলিকৌমুদীতে, স্তবমালায় রাধাষ্টকে ও প্রেমেন্দুসুধাসত্রে শ্রীমতীর বৃন্দাবনাধিপত্যের সূচনা করিয়াছেন। শ্রীপাদ দাসগোস্বামিচরণ এই শ্লোকে, মুক্তাচরিতে, বিলাপকুসুমাঞ্জলিতে শ্রীরাধাভিষেকের বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদের আদেশে শ্রীল জীব-গোস্বামিপাদ "মাধব-মহোৎসব" নামক মহাকাব্যে শ্রীরাধারাণীর অভিষেক যেরূপ সবিস্তারে ও সুনিপুণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, কুত্রাপি তাহার তুলনা নাই। "বৃন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দত্তং তস্যৈ প্রসীদতা" (পদ্মপুরাণ)। "রাধা বৃন্দাবনে বনে" (মৎস্যপুরাণ)। অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের আধিপত্য শ্রীরাধাকে প্রদান করেন", "বৃন্দাবনে শ্রীরাধারাণীই অধীশ্বরী" ইত্যাদি শাস্ত্র ও পুরাণবাণীকে উপজীব্য করিয়াই শ্রীল গোস্বামিপাদগণের শ্রীমতীর অভিষেকবর্ণনায় এতাদৃশ আবেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মাধব-মহোৎসব গ্রন্থে বর্ণিত—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় শ্রীবৃন্দাদেবী আকাশবাণী রূপ সুধারাশি-বর্ষণ করিলেন। পৌর্ণমাসীদেবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'হে যোগীশ্বরি পৌর্ণমাসি! বিশ্ব-বন্দিত বৃন্দাবনভূমিতে সুবর্ণসমূহের মহাসৌন্দর্যমণ্ডিত মণিখচিত সিংহাসনে অতুলগুণ-সিন্ধুজাত এই চন্দ্রলক্ষ্মী শ্রীরাধাকে শীঘ্রই অভিষিক্ত কর। শ্রীরাধার এই অভিষেক শ্রীবৃন্দাবনে, গোকুলে এবং সমগ্র বিশ্বে অতুলনীয় শোভা-সম্পদ্ আনয়ন করিবে। অতএব হে পৌর্ণমাসি! যশোদা প্রভৃতি পুরন্ধ্রীগণকর্ত্তৃক শ্রীরাধাকে তাঁহার মূর্তিপ্রতিম সখীগণ-সম্মুখে এই গোষ্ঠরাজ বৃন্দাবনে আনিয়া অধিবাস-কার্য সমাধা কর।

আগামীকল্য এই মধু (চৈত্র) মাসের পূর্ণিমাতিথিতে শ্রীরাধাকে অতি অবশ্যই অভিষেক করিবে। অদ্যই নিখিল উৎকৃষ্ট-গুণরাজি-বিরাজিতা শ্রীরাধার গন্ধাদিদ্বারা অধিবাস-মঙ্গল সমাধা করা চাই।'

ব্রজে এই আকাশবাণী সর্বত্রই প্রচারিত হইল। সকলেই মনে করিলেন, ব্রজমণ্ডলের ও বিশ্বের অভ্যুদয়ার্থে ব্রহ্মাই এই প্রকার আকাশবাণী প্রচার করিলেন। অতঃপর সমগ্র ব্রজমণ্ডলেই অপূর্ব আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। মহামহোৎসবে শ্রীরাধার বিচিত্র অভিষেক-কার্য সুনিষ্পন্ন হইল এবং পৌর্ণমাসীর নিয়ন্তৃত্বে মধু-পূর্ণিমায় শ্রীরাধার অদ্ভুত রাজ্যাভিষেক-কার্য আরম্ভ হইল। যমুনা, মানসগঙ্গাদি মূর্তি-মতী হইয়া আগমন করিলেন। সাবিত্রী, ইন্দ্রাণী, রুদ্রাণী প্রমুখা নিখিল দেবীগণ মহাকৌতুকে নারীরূপ ধারণ করত নানা উপহার লইয়া শ্রীরাধার অভিষেকে যোগদান করিলেন। মহা-মহোৎসবে শ্রীকৃষ্ণ, নিখিল ব্রজবাসিজন ও দেবীগণের সমক্ষে মহাসমারোহে শ্রীরাধার অভিষেক কার্য পৌর্ণমাসী দেবীকর্তৃক সুসম্পন্ন হইল। †

শ্রীরাধার সেই অভিষেকস্থলীর নামই 'উন্মত্ত-রাধাস্থলী'। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ নয়টি উল্লাসে শ্রীমাধব-মহোৎসব গ্রন্থ-রচনা করিয়াছেন। শেষ উল্লাসে বা নবম উল্লাসে সকলের সমক্ষে এবং শ্রীকৃষ্ণেরও সম্মুখে রাজসিংহাসনে শ্রীরাধার উপবেশন এবং যথাযোগ্য রাজ্যাধিকার গ্রহণ সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামিচরণ এই উল্লাসটির নাম দিয়াছেন—'উন্মদরাধিক'। অর্থাৎ প্রেমোন্মাদনা-তেই পরম লজ্জাবতী শ্রীরাধা এই রাজ্যাভিষেক অঙ্গীকার করিয়াছেন। সেই অভিপ্রায়েই সেই স্থানের নাম হইয়াছে **উন্মত্ত-রাধাস্থলী**। ব্রজমণ্ডলে 'উমরাও' নামক গ্রামে শ্রীরাধার রাজ্যাভিষেক প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। 'অমীর উমরাও' অর্থাৎ 'রাজা রাজড়া' এই অভিপ্রায়েই ঐ গ্রামের নাম হইয়াছে 'উমরাও'। ‡ শ্রীপাদ বলিলেন—'সেই উন্মত্ত রাধাস্থলী আমায় সুখাভিষিক্ত করুন।'

"পৌর্ণমাসী যোগীশ্বরী,   বৃন্দারণ্যে অধিশ্বরী,
শ্রীরাধায় কৈলা অভিষেকে।
ধন্য সেই রাধাস্থলী,   বন্দি আমি কুতূহলী,
অবনত করিয়া মস্তকে॥
কৃষ্ণ-বিধু অলক্ষিতে,   আজ্ঞা করে অসাক্ষাতে,
দেববাণী বলি যারে শুনি।
হর্ষভরে পৌর্ণমাসী,   সঙ্গে সব ব্রজবাসী,
শ্রীরাধারে সর্বশ্রেষ্ঠ মানি॥

† বিশেষ বর্ণনা শ্রীজীবের মাধবমহোৎসব গ্রন্থে এবং বিলাপকুসুমাঞ্জলি—৮৭ সংখ্যক শ্লোকের স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

‡ ভক্তিরত্নাকরে উমরাও গ্রামে শ্রীরাধার রাজ্যাভিষেক ৫ম তরঙ্গে ১২২০ পয়ার হইতে ১২৫৮ পয়ার পর্যন্ত দ্রষ্টব্য।

প্রীত্যা নন্দীশ্বরগিরিতটে স্ফারপাষাণবৃন্দৈ-
শ্চাতুষ্কোণ্যেঽনুকৃতিগুরুভির্নির্ম্মিতা যা বিদগ্ধৈঃ।
রেমে কৃষ্ণঃ সখিপরিবৃতো যত্র নর্ম্মাণি তন্ব-
ন্নাস্থানীং তাং হরিপদলসৎ-সৌরভাক্তাং প্রপদ্যে ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ। নানাকলাকুশল শিল্পাচার্যগণ নন্দীশ্বরগিরি-সমীপে বিস্তৃত পাষাণসমূহদ্বারা প্রীতিসহকারে যাহাকে চতুষ্কোণাকারে নির্মাণ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ বয়স্যগণসহ যেখানে বিবিধ ক্রীড়া-কৌতুক-বিস্তার করিয়া থাকেন, আমি সেই শ্রীহরিপাদপদ্মের সৌরভ-সমন্বিত **আস্থানী** নামক মণ্ডপকে আশ্রয় করি ॥ ৬২ ॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণক্রীড়ামণ্ডপং স্তৌতি—প্রীত্যেতি। হরিপদস্য লসন্মনোহরং যৎ সৌরভং তেন আক্তাং সংপৃক্তাং তাম্ আস্থানীম্ এতন্নাম মণ্ডপং প্রপদ্যে তত্র সলীলং শ্রীকৃষ্ণমালোকিতুমাশ্রয়ে। তথা চ। 'আস্থানী-মণ্ডপঃ পাণ্ডু-গণ্ডশৈলাসনোজ্জ্বল' ইতি দীপিকা। তদাশ্রয় প্রয়োজনমাহ চাতুষ্কোণ্যে চতুষ্কোণাকার নির্ম্মাণে অনুকৃতি গুরুভিঃ শিল্পাচার্য্যৈঃ প্রীত্যা হর্ষেণ স্ফারৈরায়তৈঃ পাষাণবৃন্দৈঃ কৃত্বা নন্দীশ্বরগিরিতটে যা নির্ম্মিতেত্যর্থঃ। এবং সখিপরিবৃতঃ শ্রীদামাদি সহচরযুক্তঃ কৃষ্ণো নর্ম্মাণি কৌতুকানি তন্বন্ বিস্তারয়ন্ যত্র ক্রীড়তি ॥ ৬২ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ এই শ্লোকে আস্থানী নামক শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ামণ্ডপের স্তব করিতেছেন। "আস্থানীমণ্ডপঃ পাণ্ডুগণ্ডশৈলাসনোজ্জ্বলঃ। আমোদবর্দ্ধনো নাম পরমামোদবাসিতঃ ॥" (দীপিকা)। 'নন্দীশ্বর-পর্বতের পাণ্ডুরবর্ণ গণ্ডশৈল অর্থাৎ পর্বতগাত্র-সংলগ্ন বৃহৎ শিলারাশিই শ্রীকৃষ্ণের আস্থানীমণ্ডপ অর্থাৎ সখাগণ-সঙ্গে বসিবার স্থান। তাহাতে উত্তম চিহ্নযুক্ত আসন সুসজ্জিত থাকায় তাহার উজ্জ্বলতা প্রকাশ পাইতেছে। ঐ আস্থানী-মণ্ডপের অপর একটি নাম 'আমোদবর্ধন', ইহা সব সময় উত্তম সুগন্ধদ্বারা আমোদিত থাকে।'

প্রেমোন্মত্ত করিবারে, উন্মত্ত রাধাস্থলী বরে,
দেবীগণের নৃত্যের বিভঙ্গ।
মানসগঙ্গার জলে, নানারঙ্গে কুতূহলে,
সমাপিলা অভিষেক-রঙ্গ ॥
সেই রসে মোর মন, অভিষিক্ত অনুক্ষণ,
হইয়া রহুক তাঁর বরে।
এই প্রার্থনা করি আমি, নহি মুই অন্য কামী,
কৃপা কর "রাধাস্থলী" বরে ॥" ৬১ ॥

শ্রীনন্দীশ্বরগিরি শ্রীগোবিন্দের বিবিধ ক্রীড়ার আস্পদ, ব্রজরাজনন্দনের পরম প্রিয়। "সম্রাজতে প্রিয়তয়া ব্রজরাজসূনো-র্গোবর্দ্ধনাদপি গুরুর্ব্রজবন্দিতাদ্ যঃ" (বিলাপকুসুমাঞ্জলিঃ-৬০)। শ্রীনন্দনন্দনের পরম প্রিয় বলিয়া নন্দীশ্বরগিরি ব্রজজন-পূজ্য গোবর্ধন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। সখাগণসঙ্গে প্রতিনিয়ত শ্রীকৃষ্ণ তথায় ক্রীড়ারসে মত্ত থাকেন। শ্রীনন্দমহারাজ নানা কলাকুশলী শিল্পাচার্যগণদ্বারা সখাসঙ্গে তাঁহার গোপালের ক্রীড়ার নিমিত্ত বিস্তৃত পাষাণসমূহে বিবিধ মণিরত্নাদি খচিত করিয়া এই চতুষ্কোণ সুবিস্তৃত আস্থানী-মণ্ডপ তৈরী করাইয়াছেন। তথায় সখাগণ-সঙ্গে হাস্য-পরিহাসরসে বিচিত্র নর্মবিস্তার-পূর্বক কতই মধুর ক্রীড়া করেন শ্রীহরি!

শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণাশ্রিতা কিঙ্করী। কখনো বা বিরহিণী শ্রীমতীর সন্দেশ-বাহিনী দূতীরূপে নন্দীশ্বরে গমন করিয়া সেই মণ্ডপে লীলায়িত শ্রীকৃষ্ণের দর্শনপ্রাপ্ত হন। শ্রীমতীর দাসীর দর্শনে মাধব উৎফুল্লিত, যেন কতই কৃতার্থ। কি অপূর্ব শ্রীরাধার প্রেমের গৌরব!! আনন্দময়-বিগ্রহ যাঁহার কিঙ্করীর দর্শনে নিজেকে ধন্য মনে করেন। প্রেমবশ শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিনীশক্তি শ্রীরাধার একান্ত অধীন। যিনি শ্রীরাধার চঞ্চলনয়নাঞ্চলে বারম্বার বীজিত হইয়াও স্বেদাক্ত হন, কান্তিনগরীতে বসবাস করিয়াও ক্ষুব্ধ হন, স্মিতামৃত পুনঃ পুনঃ পান করিয়াও তৃষিত হইয়া থাকেন, সেই শ্রীহরিই আমাদের আনন্দপ্রদাতা! শ্রীপাদ কিঙ্করীরূপে অনুভব করেন—শ্রীহরির পাদপদ্ম-সৌরভে কি অপূর্ব সুরভিত আস্থানী-মণ্ডপ। সেই 'অপূর্বসৌরভে' চিত্ত-মন উন্মাদিত হইয়া উঠে! সর্বোপরি ব্রজসুন্দরী-গণের প্রতি এই সৌরভের কি অপূর্ব প্রভাব!

"নেত্র নাভি বদন,　　　করযুগ চরণ,
এই অষ্টপদ্ম　কৃষ্ণ-অঙ্গে।
কর্পূরলিপ্ত কমল,　　　তার যৈছে পরিমল,
সেই গন্ধ অষ্ট-পদ্ম সঙ্গে॥
হেমকীলিত চন্দন,　　　তাহা করি ঘর্ষণ,
তাহে অগুরু কুঙ্কুম কস্তূরী।
কর্পূরসনে চর্চ্চা অঙ্গে,　　　পূর্ব্বঅঙ্গের গন্ধ-সঙ্গে,
মিলি ডাকা যেন কৈল চুরি॥
হরে নারীর তনু-মন,　　　নাসা করে ঘূর্ণন,
খসায় নীবী ছুটায় কেশবন্ধ।
করি আগে বাউরী,　　　নাচায় জগত-নারী,
হেন ডাকাতি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৯শ পরিঃ)

বৈদগ্ধ্যোজ্জ্বলবঙ্গুবল্লব-বধূবর্গেণ নৃত্যন্নসৌ
হিত্বা তং মুরজিদ্রসেন রহসি শ্রীরাধিকাং মণ্ডয়ন্।
পুষ্পালঙ্কৃতি-সঞ্চয়েন রমতে যত্র প্রমোদোৎকরৈ-
স্ত্রৈলোক্যাদ্ভুতমাধুরী-পরিবৃতা সা পাতু রাসস্থলী ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ। যেখানে মুরারী শ্রীকৃষ্ণ উজ্জ্বলরস-বিদগ্ধা গোপবধূবর্গের সহিত নৃত্যরঙ্গ-বিস্তার করিতে করিতে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করত নির্জ্জনে শ্রীরাধাকে লইয়া গিয়া পুষ্পালঙ্কারাদি-দ্বারা ভূষিত করিয়া অতি প্রমোদসহকারে তাঁহার সহিত বিহার করিয়াছিলেন, সেই ত্রৈলোক্যাদ্ভুত-মাধুরী পরিবৃত **শ্রীরাস-স্থলী** আমায় রক্ষা করুন ॥ ৬৩ ॥

টীকা। অন্তরঙ্গলীলাসাধনীং রাসস্থলীং স্তৌতি—বৈদগ্ধ্যেতি। সা রাসস্থলী এতন্নাম্না প্রসিদ্ধং স্থানং পাতু স্বসেবনোন্মুখম্ অন্যস্মাৎ স্বস্থং কৃত্বা তৎপ্রাতিকূল্যাদ্রক্ষতু। তত্র স্বস্যাযোগ্যত্ব সূচনায় মামিত্যস্যাভাবরূপ ন্যূনপদতাদোষোগুণ এবেতি। কিম্ভূতা ত্রৈলোক্যাদ্ভুতমাধুরী পরিবৃতা ত্রৈলোক্যাৎ ত্রিলোকস্থত্বং পরিত্যজ্য যা অদ্ভুতমাধুরী মাধুর্য্যং তয়া পরিবৃতা আবৃতিবদ্বেষ্টিতা। বৈলক্ষণ্যমাহ অসৌ মুরজিৎ শ্রীকৃষ্ণো যত্র রহসি নির্জ্জনে পুষ্পালঙ্কৃতি-সঞ্চয়েন পুষ্পালঙ্কারসমূহেন কৃত্বা রসেনানুরাগেণ রাধাং মণ্ডয়ন্ ভূষয়ন্ রমতে ক্রীড়তি। 'রসো গন্ধ রসে জলে। শৃঙ্গারাদৌ বিষে বীর্য্যে তিক্তাদৌ দ্রবরাগয়োরিত্যাদি' মেদিনী। কিং কৃত্বা বৈদগ্ধ্যেন উজ্জ্বলাঃ প্রভাবন্ত্যো যা বল্লবো মনোহরা বল্লববধ্বো গোপস্ত্রিয়স্তাসাং বর্গেণ সমূহেন সহ নৃত্যন্ সন্ তং বধূবর্গং হিত্বা। বৈদগ্ধ্যেত্যাদিনা ত্যাগানর্হত্বং নৃত্যন্নিতি বর্ত্তমান প্রয়োগেণ নর্ত্তন-সমান কালত্যাগেন রাধিকায়ামনুরাগাধিক্যঞ্চ ধ্বনিতম্ ॥ ৬৩ ॥

রাধা কিঙ্করী এই গন্ধে স্বীয় ঈশ্বরীর প্রেমোন্মাদনার স্ফূর্তি প্রাপ্ত হন। শ্রীপাদ বলিতেছেন—'শ্রীহরির পাদপদ্ম-সৌরভে সুরভিত সেই আস্থানী-মণ্ডপের শরণাগত হই।' এই শরণাগতির ফলে সেস্থানে অনুষ্ঠিত লীলামাধুরী অনুভবের নিমিত্ত শ্রীপাদের চিরকামনা।

"গিরিতটে নন্দীশ্বরে,   বিদগধ-কারিগরে,
কৃষ্ণক্রীড়া-কৌতুকের তরে।
বিস্তৃত পাষাণবৃন্দে,   চতুষ্কোণ করি ছন্দে,
যে "আস্থানী" সুনির্ম্মাণ করে॥
শ্রীগোবিন্দ সখাসঙ্গে,   মধুময় ক্রীড়ারঙ্গে,
যথা নিত্য করেন বিহার।
হরি-পাদপদ্ম-গন্ধে,   আমোদিত যে মণ্ডপে,
আশ্রয়েতে লালসা আমার ॥" ৬২ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ এই শ্লোকে পরম রসময়ী শ্রীশ্রীরাসস্থলীর বন্দনা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের সর্বলীলামুকুটমণি শ্রীশ্রীরাসলীলা। শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামী 'রাস' শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, "রাসোনাম বহুনর্ত্তকীযুক্তনৃত্যবিশেষঃ" অর্থাৎ বহু নর্তকীযুক্ত নৃত্যবিশেষের নাম 'রাস'। অলঙ্কার শাস্ত্রেও পাওয়া যায়—"নটৈর্গৃহীতকণ্ঠীনামন্যোন্যাত্তকরশ্রিয়াম্। নর্ত্তকীনাং ভবেদ্রাসো মণ্ডলীভূয় নর্ত্তনম্ ॥" অর্থাৎ নটগণ নর্তকীগণ-সঙ্গে মণ্ডলাকারে দাঁড়াইয়া নটগণ নর্তকীগণের কণ্ঠধারণ এবং নর্তকীগণ পরস্পর বাহু-ধারণ করিয়া সকলে নৃত্য করিলে তাহাকে 'রাস' বলা হয়। 'রাস' শব্দের ইহা রূঢ়িবৃত্তি হইলেও শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"রাসঃ পরমরসকদম্বময় ইতি যৌগিকার্থঃ" পরমরসসমূহ যাহাতে আছে, সেই লীলাই রাসলীলা। 'রস'ই রাসের মৌলিক উপাদান ; কারণ 'রস' শব্দের উত্তর সমূহার্থে 'ষ্ণ' প্রত্যয় করিয়াই 'রাস' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। 'রস' শব্দের অর্থ আস্বাদন এবং 'ষ্ণ' প্রত্যয়ের অর্থ সমূহ ; অর্থাৎ পরম আস্বাদনসমূহ যাহাতে আছে, তাহাই রাসলীলা। তাৎপর্য এই যে, অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য-মাধুর্যপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ড রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের গোপীগণ-কর্তৃক মহাভাবাখ্য প্রেমদ্বারা পূর্ণরূপে আস্বাদনোল্লাসময়ী এবং রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক মহাভাবাখ্য প্রীতিরসবাসিত শ্রীল ব্রজদেবীগণের অখণ্ড রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের সম্যক্ আস্বাদনোল্লাসময়ী লীলার নামই **রাসলীলা।** এই রাসলীলার নায়ক ব্রজেন্দ্রনন্দন রসিকেন্দ্রমৌলি শ্রীকৃষ্ণ, নায়িকা মহাভাববতী ব্রজসুন্দরীগণসহ মাদনাখ্য-মহাভাববতী স্বয়ং রাসেশ্বরী শ্রীরাধা এবং স্থান যামুনতটে পরম রসময়ী অপরূপ নৈসর্গীক শোভা সম্পন্ন **শ্রীশ্রীরাসস্থলী।** এই শ্লোকে সেই রাসস্থলীরই স্তব।

রাসেশ্বরী শ্রীরাধারাণীই রাসের মূলস্তম্ভ-স্বরূপা। "তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি ভায় চিতে।" (চৈঃ চঃ)। তাই শ্রীপাদ রাসস্থলীর স্তব করিতে গিয়া রাসেশ্বরীরই মহামহিমার সূচনা করিয়া বলিলেন—'শ্রীকৃষ্ণ যেখানে উজ্জ্বলরস-বিদগ্ধা গোপবধূবর্গের সহিত নৃত্যরঙ্গ-বিস্তার করিতে করিতে সহসা তাঁহাদের ত্যাগ করিয়া নির্জনে শ্রীরাধাকে লইয়া গিয়া পুষ্পালঙ্কারাদিতে ভূষিত করত প্রমোদভরে তাঁহার সহিত বিবিধ বিহার করিয়াছিলেন।' মহারাস-বর্ণনায় দেখা যায়—রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের মোহনবংশীনাদে সমাকৃষ্টা ব্রজসুন্দরীগণকে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ উপেক্ষাবাণীতে পরিহাস করেন এবং তাঁহাদের প্রার্থনাবাক্যে তাঁহার অবহিত্থা দূরীভূত হয় ও তিনি হাসিতে হাসিতে তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। তাঁহাদের সহিত প্রথমবিলাসের সূচনাতেই শ্রীকৃষ্ণের পরমাদর প্রাপ্ত হইয়া বৃজসুন্দরীগণের সৌভাগ্যগর্বের এবং সর্বত্র সমান বিহার দর্শনে শ্রীরাধার মানের সঞ্চার হয়। "তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ। প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥" (ভাঃ-১০।২৯।৪৮)। 'শ্রীকৃষ্ণ বৃজসুন্দরীগণের সৌভাগ্যগর্ব এবং শ্রীরাধার মান-দর্শনে বৃজসুন্দরীগণের সৌভাগ্যগর্বের প্রশমন ও শ্রীরাধার মান-প্রসাদন-নিমিত্ত সেই বিহারস্থলেই সব বৃজসুন্দরীগণকে ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার সহিত অন্তর্হিত হন। আসলে তখনও রাসনৃত্য আরম্ভ হয় নাই, তবে উপক্রম-সভাতেই ইহা ঘটিয়াছিল বলিয়া শ্রীপাদ নৃত্যপরায়ণা গোপীগণকে

ত্যাগের কথা বলিয়াছেন। সব গোপসুন্দরীই মহাভাববতী এবং উজ্জ্বলরস-বিদগ্ধা। তাঁহাদের সকলের সমক্ষে শ্রীরাধাকে লইয়া অন্তর্ধান ও নির্জনে তাঁহার সহিত বিবিধ বিলাসই শ্রীরাধার অনন্যসাধারণ ও নিখিল গোপী-বিলক্ষণ মহামহিমার পরিচায়ক।

শ্রীপাদ শ্রীরাধার প্রিয় কিঙ্করী, সুতরাং শতকোটি গোপীর মিলন-মেলায় একা শ্রীরাধাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান এবং নির্জনে তাঁহাকে পুষ্পাদির অলঙ্কারে ভূষিত করা ও তাঁহার সহিত বিবিধ বিলাস—বিচিত্র রাসলীলার মধ্যে এইটিই তাঁহার সর্বাধিক প্রিয়তর অংশ। এই জন্যই রাসস্থলীর বর্ণনায় শ্রীপাদ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষতঃ মহারাসে শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধারাণীকে লইয়া অন্তর্হিত হন, তখন শ্রীরাধার সখীগণও তাহা জানিতে পারেন নাই। শ্রীরাধারাণীকে নিজেদের মধ্যে না দেখিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন, এইজন্য তাঁহারা যুগপৎ শ্রীরাধার অভ্যুদয়ে আনন্দ ও যুগল-লীলাদর্শনের অভাবে বিষাদ অনুভব করেন। কিন্তু মহারাসে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে লইয়া অন্তর্হিত হইলে তাঁহার অভিন্ন-প্রাণা কিঙ্করীগণ যে তাঁহাদের সঙ্গে থাকেন এবং সেই রহস্যময় যুগললীলা-মাধুরী সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া ঈশ্বরীর মহান্ অভ্যুদয়ে বিপুল আনন্দ ও গৌরবানুভব করেন, ইহা শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদের বর্ণনা হইতে জানা যায়।

"রাসারম্ভে বিলসতি পরিত্যজ্য গোষ্ঠাম্বুজাক্ষী,-বৃন্দং বৃন্দাবনভুবি রহঃ কেশবেনোপনীয়।

ত্বাং স্বাধীনপ্রিয়তমপদপ্রাপণেনার্চ্চিতাঙ্গীং, দূরে দৃষ্ট্বা হৃদি কিমচিরাদর্পয়িষ্যামি দর্পম্?"

(উৎকলিকাবল্লরিঃ-৪২)

'হে শ্রীমতী রাধিকে! শ্রীবৃন্দাবনে রাসক্রীড়া আরম্ভ হইলে শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য ব্রজসুন্দরীগণকে পরিত্যাগ করিয়া তোমায় লইয়া নির্জনে গমন করিবেন, যেখানে তোমার আজ্ঞাধীন হইয়া তিনি নানাবিধ কুসুমদ্বারা তোমায় ভূষিত করিবেন, তাহা দূর হইতে দর্শন করিয়া কবে গর্বে আমার বুক ভরিয়া উঠিবে?"

শ্রীকৃষ্ণ রাসরজনীতে শ্রীরাধার সহিত নির্জনে যে পরমানন্দে বিবিধ বিহার করিয়াছিলেন তাঁহার কেশ-সংস্কারাদি এবং কুসুমাদির ভূষণে তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহা রাসবর্ণনায় রাস বক্তা শ্রীপাদ শুকমুনি স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন—

"অত্র প্রসূনাবচয়ঃ প্রিয়ার্থে প্রেয়সা কৃতঃ।
প্রপদাক্রমনে এতে পশ্যতা সকলে পদে॥
কেশপ্রসাধনং ত্বত্র কামিন্যাঃ কামিনা কৃতম্।
তানি চূড়য়তা কান্তামুপবিষ্টমিহ ধ্রুবম্॥
রেমে তয়া স্বাত্মরত আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ॥" ইত্যাদি।

(ভাঃ-১০।৩০।৩২-৩৪)

গান্ধর্ব্বিকা-মুরবিমর্দ্দন নৌবিহারলীলা-বিনোদ-রসনির্ভরভোগিনীয়ম্।
গোবর্দ্ধনোজ্জ্বল-শিলাকুলমুন্নয়ন্তী বীচীভরৈরবতু মানসজাহ্নবী মাম্ ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ। যিনি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নৌকাবিহার-লীলাবিনোদের প্রচুরতর রসমাধুরী ভোগ করিয়া থাকেন, শ্রীগোবর্ধনের উজ্জ্বল শিলাকুলকে যিনি তরঙ্গোচ্ছাসে ঊর্দ্ধে চালিত করেন—সেই **মানস-গঙ্গা** আমায় রক্ষা করুন ॥ ৬৪ ॥

টীকা। শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োরনির্ব্বাচ্য ক্রীড়া-প্রতিপাদিকাং মানসগঙ্গাং স্তৌতি—গান্ধর্ব্বিকেতি। ইয়ং পুরোবর্ত্তিনী মানসজাহ্নবী গঙ্গা মামবতু স্বাভীষ্টসেবন-প্রতিবন্ধকগণাদ্রক্ষতু। কিম্ভূতা গান্ধর্ব্বিকা-মুরমর্দ্দনয়ো রাধাকৃষ্ণয়োর্যা নৌকায়াং বিহরণরূপ ক্রীড়াবিনোদঃ সুখং তস্য রসেন আস্বাদেন অনুভবে-

---

শ্রীরাধার প্রতিপক্ষা ব্রজসুন্দরীগণ পরস্পরের প্রতি বলিলেন—"এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেয়সীকে সাজাইবার জন্য কুসুমচয়ন করিয়াছেন। এই দেখ, এইস্থানে উচ্চশাখা হইতে কুসুমচয়ন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ পদাগ্রে দণ্ডায়মান হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার অর্ধমগ্ন পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে। দেখ দেখ, সেই কামুক কৃষ্ণ এইস্থানে তাঁহার প্রেয়সী কামিনীর কেশ-প্রসাধন করিয়াছেন এবং পুষ্পদ্বারা তাঁহার শিরোভূষণ প্রস্তুত করিবার জন্য এইস্থানে উপবেশন করিয়াছেন। তিনি আত্মারাম ও নিত্যতৃপ্ত হইয়াও এই রমণীর সহিত বিবিধভাবে রমণ-বিলাসাদি করিয়াছেন।"

শ্রীপাদ বলিলেন—"যেখানে শ্রীশ্রীরাধামাধবের এই প্রকার স্বচ্ছন্দবিহার-লীলা সম্পন্ন হইয়াছিল, এই ত্রিলোকে অর্থাৎ ভূর্লোক, স্বর্গলোক ও পাতাললোকে বা চতুর্দশভুবনে অত্যদ্ভুত মাধুরী বা সর্ববিলক্ষণ রাসরসমাধুরী পরিবৃত শ্রীরাসস্থলী আমায় রক্ষা করুন।"

"বিদগ্ধা উজ্জ্বলা গোপী, যাঁরা কৃষ্ণ-অনুরাগী,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকান্তাগণ।
করি নানা নৃত্যরঙ্গে, গোবিন্দ যাঁদের সঙ্গে,
যাঁরে লৈয়া কৈলা অন্তর্দ্ধান ॥
সেই শ্রীমতী রাধারে, নানা পুষ্প-অলঙ্কারে,
সাজাইয়া রসিক গোবিন্দ।
দম্পতি-যুগল মিলি, শৃঙ্গার-মাধুর্য-কেলি,
করে যেথা পাইয়া আনন্দ ॥
ত্রৈলোক্যে অদ্ভুত-শ্রেষ্ঠ, মাধুর্য-মণ্ডিত প্রেষ্ঠ,
"রাসস্থলী" করি আরাধনা।
সেথা বাস-বিরোধ যা'তে, রক্ষা কর তাহা হৈতে,
নিরন্তর এই সে কামনা ॥" ৬৩ ॥

নেতি যাবৎ, যন্নির্ভরভোগমতিশয়সুখং তদস্যা অস্তীতি সা। 'ভোগং সুখে ধনে চাহেঃ শরীরফণয়োরপি। পালনেহভ্যবহারে চ যোষিদাদি ভৃতাবপী'তি মেদিনী। ননু ভগবদ্ভজনানুকূল শ্রীচৈতন্য-নিযুক্ত গোবর্দ্ধন-বাসং বিহায় কুত এতদাশ্রয়ং প্রার্থয়সে ইত্যাহ—কিন্তুতা গোবর্দ্ধনস্য উজ্জ্বলং প্রকাশমানং যৎ শিলাকুলং প্রস্তরসমূহস্তং বীচীভরৈস্তরঙ্গপ্রচুরৈরুন্নয়ন্তীতি এতদাশ্রয়েণাপি তদাশ্রয়ো ভবেদেবেতি ভাবঃ ॥ ৬৪ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ এই শ্লোকে শ্রীগোবর্ধনের অন্যতম তীর্থ মানসগঙ্গার স্তব করিতেছেন। "যত্র বৈ মানসীগঙ্গা মহাপাপৌঘনাশিনী" (গর্গসংহিতা)। 'যে গোবর্ধনে মহাপাপসমূহ-নাশিনী শ্রীমানসীগঙ্গা বিরাজ করিতেছেন।' এই মানসগঙ্গাই শ্রীগিরিরাজের নেত্র। "নেত্রে বৈ মানসী-গঙ্গা" (ঐ)। মানসগঙ্গা সখা-সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ও সখীগণ-সঙ্গে শ্রীশ্রীরাধামাধবের জলবিহারাদি বিবিধ ক্রীড়ার আস্পদ। শ্রীপাদ শ্রীরাধার কিঙ্করী, তাই মানসগঙ্গার বন্দনায় শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরমরসময়ী নৌকাবিলাসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

একদা স্ফূর্তিপ্রাপ্ত একটি লীলামাধুরীর স্মৃতিতে এই শ্লোকে মানসগঙ্গার স্তুতি। শ্রীপাদ শ্রীকুণ্ডতটে ভজনরসমগ্ন। ইত্যবসরে সহসা স্ফূর্তিতে দেখিতেছেন—পৌর্ণমাসীর নেতৃত্বে শ্রীরাধারাণী, ললিতা, বিশাখাদি সখীগণ-সঙ্গে দধি, ঘৃতাদির কলস লইয়া গোবর্ধনতটে গোবিন্দকুণ্ডে অনুষ্ঠিত যজ্ঞে ঘৃতাদি দানের ছল করিয়া শ্যাম-মিলনাকাঙ্ক্ষায় শ্রীকুণ্ড হইতে গোবর্ধনের দিকে চলিয়াছেন। শ্রীপাদ কিঙ্করীরূপে স্বীয় ঈশ্বরীর অনুগমন করিতেছেন। সখীসহ শ্রীমতীর অঙ্গের স্বর্ণকান্তিতে বন উজলিত! ঈশ্বরী চপলনেত্রে চারিপানে তাকাইতেছেন—'কোথায় প্রাণনাথ!' ভাবী শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের লালসায় হৃদয়-পারাবারে মহাভাবের তরঙ্গরাজি উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে!! দধি, ঘৃতাদি লইয়া সখীগণ-সঙ্গে শ্রীমতী রাধারাণীর গোবর্ধনের দিকে আগমনের বার্তা পাইয়া শ্যাম মানসজাহ্নবীতে একটি তরণী লইয়া অপরূপ নাবিকের বেশে বিরাজ করিতেছেন। ত্রৈলোক্য-বিমোহন নাবিকের শ্যামলকান্তিতে মানসগঙ্গার বক্ষঃ উজলিত। অভিনব নাবিক-দর্শনে সখীসহ শ্রীমতী দধির পাত্র নামাইয়া গঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়াছেন। বড়াইকে সম্বোধন করিয়া শ্রীমতী রাধারাণী বলিতেছেন—

"বড়াই! ঐ কি ঘাটের নেয়ে।
কোথা হৈতে আসি দিল দরশন বিনোদ-তরণী বেয়ে॥
রজত-কাঞ্চনে না'খানি জড়িত বাজিছে কিঙ্কিণী জাল।
অপরূপ তা'তে শোভা রাঙ্গা হাতে মণি-বাঁধা কেরোয়াল॥
হাসিতে হাসিতে গীত আলাপিছে ঢুলাইছে রাঙ্গা আঁখি।
চাপাইয়া নায় কে জানে কি চায় চঞ্চল নয়ন দেখি॥
রতনের ফালি শিরে ঝলমলি কদম্ব-কুসুম কানে।
জঠর-অঞ্চলে বাঁশিটি গুঁজেছে শোভে নানা আভরণে॥

আমরা কহিব কংসের যোগানি বুকে না হেলিহ কেহ।
জগন্নাথ কহে শশী ষোলকলা পেলে কি ছাড়িবে রাহু ?" (পদকল্পতরু)

সখীগণ 'নাবিক নাবিক' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছেন। ডাক শুনিয়া মোহন নাবিক ধীরে ধীরে তরণীখানি আনিয়া তটে সংলগ্ন করিয়াছেন। ধীর পদক্ষেপে সখীগণসহ শ্রীমতী ভাববিকারযুক্ত অপাঙ্গ-বিস্তার করিতে করিতে তরণীতে আরোহণ করিতে যাইতেছেন। সহসা নাবিক শ্রীমতীকে নৌকায় আরোহণ করিতে বাধা দিয়া বলিতেছেন—

"কহিছে চিকণ-কালা।
বাস পরিহরি বৈসহ কিশোরী পার করি এই বেলা ॥
নীল-বসন কটিতে সরহ দেখিয়ে কাঁপিছে গা'।
নবীন-নীরদ ভরমে পবন ত্বরায় ডুবাবে লা' ॥
কানুর বচন শুনিয়ে তখন কপটে কহিছে ধনি।
তোমার অঙ্গের চিকণ-বরণ কেমনে লুকাবে তুমি ॥
শুনিয়া এ কথা কহয়ে ললিতা কেহ না করিহ গোল।
কালিয়া-বরণ ছাপাব এখন ঢালি দিয়া ঘন ঘোল ॥
শুনিয়া নাগর হইয়া ফাঁফর মধুর মধুর হাসে।
কহে গুরুদাস হৃদয়ে উল্লাস সুখের সায়রে ভাসে ॥" (ঐ)

এইরূপ হাস্য-পরিহাসরসে সখীগণসঙ্গে শ্রীমতী কৌতুকভরে নৌকায় আরোহণ করিলেন। হৃদয়ে প্রগাঢ় প্রেমের তরঙ্গ খেলিতেছে। নবীন নাবিক নৌকাখানি মধ্য জাহ্নবীতে আনিয়াছেন। যুগলের অত্যদ্ভুত রূপ-মাধুর্যে জাহ্নবীর বক্ষঃ আলোকিত। ভাবাবেগ সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না জাহ্নবী। পরমাভীষ্ট শ্রীযুগলরূপকে বুকে পাইয়া মানসীগঙ্গা বিপুল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে আকুলিতা হইয়া পড়িলেন। তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে গোবর্ধনের উজ্জ্বল শিলাকুল ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ভাবাবিষ্টা শ্রীজাহ্নবীর উচ্ছলিত তরঙ্গের জল ঝলকে ঝলকে নৌকায় প্রবেশ করিতে লাগিল। শ্রীমতী ভীতা। সখীগণ বলিতেছেন—'ওহে অনভিজ্ঞ কর্ণধার! মধ্যগঙ্গায় ডুবাইয়া আজ আমাদের ধনে প্রাণে মারিবে না কি ?' নাবিকের কোন দিকে লক্ষ্য নাই, তরল-নয়নে শ্রীমতীর ভাবমাধুরী আস্বাদনেই তিনি ব্যস্ত। নৌকা ডুবু ডুবু। ভীত-চকিত-নেত্রা শ্রীমতী ভয় পাইয়া শ্যামের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিলেন। সখী-মঞ্জরীগণ আস্বাদন করিলেন—সেই অপরূপ যুগল-মিলন-মাধুরী। জাহ্নবীর আশা পূর্ণ হইল। ধীরে ধীরে তরঙ্গোচ্ছ্বাস কমিয়া আসিল। তরণী তটে সংলগ্ন হইল। দধি, নবনীতাদিদ্বারা শ্যামসুন্দরের সেবা করিয়া সকলেই আপনাপন স্থানে চলিয়া গেলেন।

যেষাং ক্বাপি চ মাধবো বিহরতে স্নিগ্ধৈর্বয়স্যোৎকরৈ-
স্তদ্ধাতুদ্রব-পুঞ্জ-চিত্রিততরৈস্তৈস্তৈঃ স্বয়ং চিত্রিতঃ।
খেলাভিঃ কিল পালনৈরপি গবাং কুত্রাপি নর্ম্মোৎসবৈঃ
শ্রীরাধা-সহিতো গুহাসু রমতে তান্ শৈলবর্য্যান্ ভজে ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার গৈরিকাদি ধাতুদ্রবসমূহে চিত্রিতাঙ্গ সুস্নিগ্ধ বয়স্যগণকর্তৃক ঐ ধাতুদ্রবে স্বয়ং চিত্রিত হইয়া গোচারণ করিতে করিতে সখাসঙ্গে লুকোচুরি প্রভৃতি ক্রীড়া করেন এবং যাঁহার নির্জন গুহায় শ্রীরাধার সহিত বিলাস করেন, সেই গিরিশ্রেষ্ঠ **গোবর্ধন**কে আমি ভজন করি ।।৬৫।।

টীকা। অলং তৎ ক্রীড়ন-সাহায্যকারিবিশেষ-প্রার্থনেন তত্তৎ ক্রীড়াসাধনং বস্তুমাত্রং প্রার্থনীয়মিতি তৎসাধকং পর্ব্বতমাত্রং স্তৌতি—যেষামিতি। তান্ শৈলবর্য্যান্ ভজে। ভজন-কারণমাহ যেষাং শৈলানাং ক্বাপি চ প্রদেশে স্নিগ্ধৈঃ সুমনোভির্বয়স্যোৎকরৈঃ সখিসমূহৈর্মাধবঃ শ্রীকৃষ্ণো বিহরতে ক্রীড়তি। কর্ত্তৃনিষ্ঠ-ক্রিয়াফলদ্বারা আত্মনেপদম্। কিন্তুতৈস্তেষাং শৈলানাং ধাতুদ্রবস্য মনঃশিলা

শ্রীপাদ রঘুনাথ সেই স্ফুরণের স্মৃতি বুকে লইয়া বলিলেন—'যিনি শ্রীগান্ধর্বা-গিরিধারীর নৌকা-বিহারের মধুময়রস উপভোগ করেন এবং আনন্দাবেগে তরঙ্গোচ্ছ্বাসদ্বারা গোবর্ধনের উজ্জ্বল শিলাকুলকে ঊর্ধ্বে চালিত করেন—সেই মানসীগঙ্গা আমায় রক্ষা করুন।' শ্রীগোবর্ধনের স্তুতিপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামিচরণও লিখিয়াছেন—

"কংসারাতেস্তরি-বিলসিতৈরাতরানঙ্গরঙ্গৈরাভীরীণাং প্রণয়মভিতঃ পাত্রমুন্মীলয়ন্ত্যাঃ।
ধৌতগ্রাবাবলিরমলিনৈর্মানসামর্ত্ত্যসিন্ধোর্বীচিব্রাতৈঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥"

(স্তবমালা)

অর্থাৎ "যাহার তরঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের নিকট নাবিক হইয়া নৌকাপণ গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের অধীনতার আস্পদস্বরূপ আভীরীদিগের প্রণয়-বর্ধনকারিণী সেই মানসগঙ্গার তরঙ্গমালায় যাঁহার শিলা ক্ষ্যালিত হইতেছে, সেই গোবর্ধন আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।"

"রাধাকৃষ্ণের নৌ-বিহার, উজ্জ্বলরসের সার,
নিত্য ভোগ করিতেছেন যিনি।
গোবর্দ্ধন-শিলাকুলে, অভিনব ঝলমলে,
তরঙ্গেতে উর্দ্ধেতে চালনি ।।
সেই ত মানসগঙ্গা, ভাগ্যবতী অন্তরঙ্গা,
রক্ষা করুণ প্রতিকূল হৈতে।
যুগলের লীলারস, হইবে কি সরবস,
এ লালসা জাগে মোর চিত্তে ।।" ৬৪ ।।

গৈরিকাদি দ্রববিশেষস্য পুঞ্জেন চিত্রিততরৈরতিশয়চিত্রিতৈঃ। মাধবঃ কিন্তুতঃ তৈর্ধাতুদ্রবপুঞ্জৈঃ কৃত্বা তৈর্বয়স্যৈঃ কর্তৃভিঃ স্বয়ং চিত্রিতশ্চিত্রীকৃতঃ। কৈঃ কৃত্বা বিহরতে খেলাভির্লুক্কায়নাদি রূপাভিঃ গবাং পালনৈঃ কোমলশষ্পপ্রদেশে চারণৈরপি। এবং কুত্রাপি চ গুহাসু নর্ম্মোৎসবৈঃ কুতূহলবিনোদৈঃ শ্রীরাধিকা সহিতো রমতে ক্রীড়তি ॥ ৬৫ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ এই শ্লোকে শৈলবর্য শ্রীগোবর্ধনের স্তব করিতেছেন। পূর্বশ্লোকে মানসগঙ্গার স্তব করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে হরিদাসবর্য শ্রীগিরিরাজের কৃষ্ণের সখাগণ ও প্রিয়াজীর সহিত শ্রীকৃষ্ণসেবার স্ফুরণ হইয়াছে, সেই আবেশেই শ্রীগিরিরাজের বন্দনা করিতেছেন। শ্রীগিরিরাজ বয়স্যগণসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ স্বচ্ছন্দ-ক্রীড়ার আস্পদ।

"পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্। অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতির্গোলকেশঃ পরাৎপরঃ।

অস্মিন্ স্থিতঃ সদাক্রীড়ামর্ভকৈঃ সহ মৈথিল। করোতি তস্য মাহাত্ম্যং বক্তুং নালং চতুর্ম্মুখঃ ॥"

(গর্গসংহিতা)

শ্রীনারদ বলিলেন—'হে মিথিলাপতে! পরিপূর্ণতম স্বয়ং ভগবান্ অখিল ব্রহ্মাণ্ডপালক গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ এই গোবর্ধনপর্বতে অবস্থিত হইয়া গোপবালকগণসহ সর্বদা বিবিধ ক্রীড়া করেন, সুতরাং চতুরানন ব্রহ্মাও ইঁহার মাহাত্ম্য-বর্ণনে সমর্থ হন না।' গোচারণ-প্রসঙ্গে সখাসহ শ্রীকৃষ্ণ গিরিতটে উপস্থিত হইয়া খেলার পূর্বে সখাসঙ্গে গিরিরাজের গৈরিকাদি ধাতুদ্বারা শ্রীঅঙ্গ চিত্রিত করিয়া থাকেন। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"শশ্বদ্বিশ্বালঙ্করণালঙ্কৃতিমেধ্যৈঃ, প্রেম্ণা ধৌতৈর্ধাতুভিরুদ্দীপিত-সানো!" (স্তবমালা)। অর্থাৎ 'জগন্মণ্ডলের মণ্ডনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের মণ্ডনব্যাপারে সুলভ, প্রেমপ্রক্ষালিত গৈরিকাদি ধাতুদ্বারা যাঁহার সানুপ্রদেশ উদ্দীপিত রহিয়াছে।' গোচারণে আসিলে এই গৈরিকাদি ধাতু ও পত্র, পুষ্পাদির বেশ-ভূষা মণি, মুক্তাদির অলঙ্কার অপেক্ষাও সখাসহ শ্রীকৃষ্ণের অধিকতর সমাদরণীয় হইয়া থাকে। শ্রীপাদ শুকমুনি লিখিয়াছেন—"ফলপ্রবালস্তবক-সুমনঃপিচ্ছধাতুভিঃ। কাচমুক্তামণিস্বর্ণ-ভূষিতা অপ্যভূষয়ন্ ॥" (ভাঃ-১০।১২।৪)। 'গোপবালকগণ তাঁহাদের মাতৃদত্ত কাঁচ, মুক্তা, মণি ও স্বর্ণাদিনির্মিত অলঙ্কারে সুসজ্জিত থাকা সত্ত্বেও বনে আসিয়া তাঁহারা নানাবিধ ফল, পল্লব, পুষ্পগুচ্ছ, পুষ্প, ময়ূরপুচ্ছ ও গৈরিকাদি ধাতুদ্বারা নিজ নিজ অঙ্গকে বিভূষিত করিলেন।' এইভাবে গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণকেও বন্যবেশ ও গৈরিকাদি ধাতুদ্বারা মনের মতরূপে সুসজ্জিত করিয়া গিরিরাজের সানুপ্রদেশে বিস্তীর্ণ তৃণক্ষেত্রে গাভীগুলিকে চারণে নিযুক্ত করত স্বচ্ছন্দে শ্রীকৃষ্ণের সহিত লুকোচুরী প্রভৃতি খেলা খেলিয়া থাকেন।

এইভাবে গিরিতটে সখাগণসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বহুবিধ স্বচ্ছন্দবিহার অনুষ্ঠিত হইলেও তাঁহার মনটি শ্রীরাধাতে পড়িয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দৃষ্ট হয়—"রাত্রিদিন কুঞ্জক্রীড়া করে রাধাসঙ্গে।

কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে ॥" প্রশ্ন হইতে পারে, রাত্রিদিন সব সময় শ্রীরাধার সহিত বিহার করিলে সখাগণসঙ্গে গোষ্ঠবিহার এবং পিতামাতা-সঙ্গে বাৎসল্যরসময় লীলা কখন করেন ? বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য লীলাবলীর মধ্যেও সতত শ্রীরাধারাণীর কথাই চিন্তা করেন। মাদনাখ্য মহাভাবময়ী শ্রীরাধা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ড জ্ঞানকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। পূর্বরাগদশায় শ্রীরাধার প্রথম দর্শনাবধিই শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে নিরন্তর বিরাজ করেন প্রেমময়ী শ্রীমতী রাধারাণী।

"নয়ান-পুতলী রাধা মোর। মন-মাঝে রাধিকা উজোর ॥
ক্ষিতিতলে দেখি রাধাময়। গগনেহ রাধিকা উদয় ॥
রাধাময় ভেল ত্রিভুবন। তবে আমি করিব কেমন ॥
কোথা সেই রাধিকাসুন্দরী। না দেখি' ধৈরজ হৈতে নারি ॥
এ যদুনন্দন-মনে জাগে। কি না করে নব-অনুরাগে ॥" (পদকল্পতরু)

গোবর্ধনে সখা-সঙ্গে খেলায় মত্ত হইলেও শ্রীরাধার বিরহ-বিধুর শ্যাম অন্তর্বেদনায় কাতর হইয়া পড়েন। ইত্যবসরে শ্রীরাধার কোন সখী বা দাসী শ্যাম-মিলনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুলা অভিসারিকা শ্রীমতীকে শ্রীগিরিরাজের কোন নির্জন গুহায় রাখিয়া শ্যাম-অন্বেষণে আসিয়া সখাগণ-সঙ্গে খেলায় নিরত শ্যামকে অন্যের অলক্ষ্যে শ্রীরাধার অভিসার-বার্তার ইঙ্গিত করেন। শ্যামসুন্দরও সখাগণের নিকট গিরির নৈসর্গীক শোভা দর্শনের ছল করিয়া সখীসঙ্গে গোপনে গিরিরাজের নির্জন-গুহায় শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া বিবিধ বিহার করিয়া থাকেন। শ্রীপাদ বলিলেন—'শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেই অনন্য-বিলাস-নিকেতন শৈলরাজ গোবর্ধনকে আমি ভজন করি। অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধামাধবের তাদৃশ রহস্যময় লীলা সন্দর্শন এবং লীলাময় যুগলের সুবাসিত জল, তাম্বুল, বীজনাদি সেবার সৌভাগ্য লাভের নিমিত্ত শ্রীগিরিরাজের ভজন করি।'

"যাঁর ধাতু-দ্রবপুঞ্জে, বিচিত্রিত হৈয়া অঙ্গে,
স্নিগ্ধ যত কৃষ্ণ-সখাগণ।
যাঁর গৈরিক দ্রব-গুণে, নিজ-সম সখাগণে,
সাজায়েছে মদন-মোহন ॥
বিচিত্রিত কলেবরে, সখা-সঙ্গে খেলা করে,
গোচারণ করিতে করিতে।
ভজি সেই শৈলশ্রেষ্ঠ, যাঁর গুহায় কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ,
বিহরিছে শ্রীরাধা-সহিতে ॥" ৬৫ ॥

স্ফীতে যত্র সরিৎ-সরোবরকুলে গাঃ পালয়ন্নির্বৃতো
গ্রীষ্মে বারি-বিহারকেলি-নিবহৈর্গোপেন্দ্রদিব্যাত্মজঃ।
প্রীত্যা সিঞ্চতি মুগ্ধমিত্রনিকরান্ হর্ষেণ মুগ্ধস্বয়ং
কাংক্ষন্ স্বীয়জয়ং জয়ার্থিন ইমান্নিত্যং তদেতদ্ভজে ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গ্রীষ্মকালে যে সকল বিশাল সরোবর ও সরিৎকুলে সখা-সঙ্গে গোচারণ করিতে করিতে জলক্রীড়ায় জয়াভিলাষী হইয়া তাদৃশ জয়েচ্ছু মুগ্ধ সখাগণকে প্রীতিভরে জলসিঞ্চন করিয়া থাকেন, সেই সকল **সরিৎ** ও **সরোবর**কে আমি সর্বদা ভজন করি ॥ ৬৬ ॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণবিহারযোগ্যং সরিৎসরোবরবিশেষং স্তৌতি—স্ফীতে ইতি। তৎ প্রকট-বিহারাস্পদত্বেনানুভূতমেতৎ সরিৎসরোবরকুলং যমুনা-রাধাকুণ্ডাদি সরোবরসজাতীয়ং ভজে। এতৎ কিমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—স্ফীতে ইত্যাদি। যত্র স্ফীতে আয়তে সরিৎসরোবরকুলে যমুনা-রাধাকুণ্ড-সজাতীয়ে গোপেন্দ্রদিব্যাত্মজঃ শ্রীকৃষ্ণো গ্রীষ্মে নিদাঘে গাঃ পালয়ন্ চারয়ন্ বারিবিহারকেলি-নিবহৈর্নির্বৃতঃ স্বস্থঃ সন্ প্রীত্যা প্রেম্ণা হর্ষেণ মুগ্ধমিত্র-নিকরান্ সুন্দর সখি শ্রীদামাদি সমূহান্ সিঞ্চতি অর্থাত্তেষাং জলৈঃ। কুলং জনপদে গোত্রে সজাতীয়ে গণেঽপিচেতি মেদিনী। সরিৎসরোবরপদেনাত্র যমুনা-রাধা-কুণ্ডয়োর্গ্রহণং লক্ষণয়া যদ্বা সরিচ্চ সরোবরঞ্চ তয়োঃ কুলে সমূহে। গোপেন্দ্রেতি। দিব্যো নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথেতি রীত্যা দেবশ্রেষ্ঠঃ সচাসৌ আত্মজশ্চেতি দিব্যাত্মজঃ গোপস্য দিব্যাত্মজো গোপদিব্যাত্মজঃ ইতি দেবপ্রধানস্য নন্দাত্মজত্বেন দেবক্রীড়াসাধনস্থানং পরিত্যজ্য বিহরণেনৈতৎস্থানস্য-সর্ব্বোৎকর্ষত্বেনৈতদ্ভজনেনৈব স্বাভীষ্ট-প্রাপ্তেরাবশ্যকতেতি ধ্বনিতম্। ননু দিব্যপদেনৈব স্থানস্য ভজন-যোগ্যত্বে লব্ধেরেতৎপদস্যৈব বিধেয়ত্বেনোপলব্ধেঃ স্যাত্তস্যতু সমাসে গুণীভূতত্বাদবিমৃষ্টবিধেয়দোষাপত্তিঃ স্যাদিতি। উচ্যতে। দেবশ্রেষ্ঠস্য শ্রীকৃষ্ণস্য নন্দাত্মজরূপেণৈব ক্রীড়নাধারত্বেনৈব তত্তৎস্থানস্য সেব্যত্ব-মভিহিতং নতু দেবলীলাত্বেনেতি বিশিষ্টস্যৈব প্রাধান্যমিতি ন দোষঃ। উক্তাবানন্দমগ্নাদেঃ স্যান্নূন-পদতাগুণ ইতি দোষোদ্ধার-প্রমাণেন সিঞ্চতীত্যত্র তেষাং জলৈরিতি পদাভাবত্বেঽপি ন্যূনপদতা গুণ এব। 'দিব্যং লবঙ্গে ধাত্র্যাং স্ত্রী বল্লৌ দিবিভবে ত্রিষ্বিতি' মেদিনী। মুগ্ধমিত্র-নিকরান্ কিন্তুতান্ জয়ার্থিনঃ। পুনঃ কিং কুর্ব্বন্ স্বীয়জয়ং কাঙ্ক্ষন্ ইচ্ছন্ মুগ্ধঃ সুন্দরঃ ॥ ৬৬ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। অতঃপর শ্রীপাদ ব্রজের যমুনা, মানসগঙ্গাদি নদীসমূহ ও শ্রীরাধা-কুণ্ড, কুসুমসরোবর প্রভৃতি সরোবরসমূহের স্তব করিতেছেন। যাহাদের তীরে তীরে সখাসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মধুময় গোচারণ-লীলা হইয়া থাকে। "নিজ সম সখাসঙ্গে, গোগণ-চারণ-রঙ্গে, বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দ বিহার। যাঁর বেণুধ্বনি শুনি, স্থাবর-জঙ্গম-প্রাণী, পুলক কম্প অশ্রু বহে ধার॥" (চৈঃ চঃ)। যদিও শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনে চিরবসন্ত বিরাজিত, এখানে প্রাকৃত কালের কোন প্রভাব নাই ; তবু লীলারসপুষ্টির জন্য গ্রীষ্ম, বর্ষাদি ঋতুর আবির্ভাব হইয়া থাকে। গ্রীষ্ম-ঋতুতে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণলীলা করিতে করিতে

ঐসকল সরিৎ ও সরোবরে তৃষিত গাভীকুলকে জলপান করাইয়া সখাগণসঙ্গে স্বচ্ছন্দে জলক্রীড়া করিয়া থাকেন।

"ইতস্ততঃ সঞ্চরতীর্গবালীঃ, স্ববেণুনাদৈরথ সংকলয্য।
জগাম তাঃ পায়য়িতুং বয়স্যৈঃ, সঞ্চালয়ন্ মানসজাহ্নবীং সঃ॥
পায়য়িত্বা জলং গাস্তাঃ শীতং স্বাদু সুনির্ম্মলম্।
স্বয়ং গোপাঃ পপুঃ সস্নুবিজহ্রুঃ সলিলে চিরম্॥" (গোঃ লীঃ-৬।৩৬-৩৭)

"ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল গাভীকুলকে শ্রীকৃষ্ণ বেণুরবে একত্রিত করিয়া সঞ্চালনপূর্ব্বক জলপান করাইবার ইচ্ছায় বয়স্যগণের সহিত মানসগঙ্গায় গমন করিলেন। তথায় গোগণকে সেই সুস্বাদু, সুশীতল ও সুনির্মল জলপান করাইয়া স্বয়ং জলপান, স্নানাদি ও সহচরসঙ্গে বহুক্ষণ যাবৎ জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন।"

শ্রীমৎ সনাতন-গোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে শ্রীকৃষ্ণের সখাগণসঙ্গে শ্রীযমুনায় পরস্পর জয়েচ্ছাময় জলবিহারলীলা অতি মর্ম্মস্পর্শীভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

"পরস্পরং বার্যভিষিঞ্চতঃ সখীন্, কদাচিদুৎক্ষিপ্য জলানি ভঞ্জয়েৎ।
কদাপি তৈরেব বিনোদকোবিদো, বিলম্ভিতো ভঙ্গভরং জহর্ষ সঃ॥
কীলালবাদ্যানি শুভানি সাকং, তৈর্বাদয়ন্ শ্রীযমুনাপ্রবাহে।
স্রোতোঽনুলোম-প্রতিলোমতোঽসৌ, সন্তারলীলামকরোদ্বিচিত্রাম্॥
কদাপি কৃষ্ণা-জলমধ্যতো নিজং, বপুঃ স নিহ্নুত্য সরোজকাননে।
মুখঞ্চ বিন্যস্য কুতূহলী স্থিতো, যথা ন কেনাপি ভবেৎ স লক্ষিতঃ॥
ততস্তদেকেক্ষণজীবনাস্তে, ন তং সমন্বিষ্য যদালভন্ত।
তদা মহার্ত্তাঃ সুহৃদো রুদন্তো, বিচুক্রুশুর্ব্যগ্রধিয়ঃ সুঘোরম্॥
ততো হসন্ পদ্মবনাদ্বিনিঃসৃতঃ, প্রহর্ষপূরেণ বিকাসিতেক্ষণৈঃ।
সকুর্দনস্তৈঃ পুরতোঽভিসারিভিঃ, সঙ্গম্যমানো বিজহার কৌতুকী॥
মৃণালজালেন মনোরমেণ, বিরচ্য হারান্ জলপুষ্পজাতৈঃ।
সখীনলঙ্কৃত্য সমুত্ততার, জলাৎ সমং তৈঃ স চ ভূষিতস্তৈঃ॥" (বৃঃ ভঃ-২।৭।৪৬-৫১)

"পরস্পর জলনিক্ষেপকারী সখাগণের প্রতি জলনিক্ষেপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কোন সময় সখাগণকে পরাজিত করেন, কখনো বা তাঁহারা বিনোদকোবিদকে জলনিক্ষেপে পরাজিত করিলে, তিনি আনন্দলাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ সখাসঙ্গে কখনো মধুর জলবাদ্য করেন, কখনো বা যমুনাস্রোতের অনুকূলে, কখনো বা প্রতিকূলে উজান-ভাটি সন্তরণ-ক্রীড়া-বিস্তার করেন। কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ যমুনার নীলজলে নিজ শ্যামকলেবর ও নীলকমলবনে স্বীয় মুখপদ্ম লুক্কায়িত করিয়া কৌতূহলে অবস্থান করেন, যেন কেহ

যেষাং কচ্ছপিকা-লসন্মুরলিকা-নাদেন হর্ষোৎকরৈঃ
স্রস্তার্দ্ধস্তৃণগুচ্ছ এষ নিতরাং বক্ত্রেষু সংস্তম্ভতে।
সখ্যেনাপি তয়োঃ পরং পরিবৃতা রাধাবকদ্বেষিণো-
স্তে হৃদ্যা মৃগযূথপাঃ প্রতিদিনং মাং তোষয়ন্তু স্ফুটম্ ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ। শ্রীরাধার কচ্ছপী বীণা ও শ্রীকৃষ্ণের মোহন-মুরলীর ধ্বনি শ্রবণে যে আনন্দ-বিবশ মৃগকুলের মুখের তৃণগুচ্ছ অর্ধ-স্খলিত হইয়া মুখমধ্যে স্তব্ধ হইয়া থাকে, যাহারা সখ্যভাবে

তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে না পারেন। তাঁহার দর্শনই যাঁহাদের জীবন, সেই সখাগণ তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়াও যখন প্রাপ্ত হইলেন না, তখন তাঁহারা মহা আর্ত ও ব্যগ্র হইয়া ঘোর রবে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ক্রন্দন-শ্রবণে কৌতুকী কৃষ্ণ হাস্য করিতে করিতে যখন কমলবন হইতে বাহির হইলেন, তখন সুহৃদ্‌গণ তাঁহার অভিমুখে কুর্দন করিতে করিতে ধাবিত হইলেন। পরে তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ নানাবিধ জলবিহার করিলেন। তিনি পদ্মের মৃণালজালে জলজকুসুমসমূহের মনোরম মাল্য রচনা করিয়া সখাগণকে অলঙ্কৃত করিলে সখাগণও তাঁহাকে তদ্রূপ অলঙ্কৃত করিলেন। অবশেষে সকলে জল হইতে উঠিয়া পুলিনে গমন করিলেন। রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, পাবন-সরোবর, কুসুম-সরোবরাদি বিশাল সরসীতেও বয়স্যগণসঙ্গে শ্রীহরি ঐরূপ বিজিগীষাময় জলবিহার করিয়া থাকেন। এইরূপ অনন্ত-মধুর চিন্ময়ী-লীলামাধুরী প্রকাশ করেন বলিয়াই শ্রীপাদ দাসগোস্বামী এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে 'গোপেন্দ্র-দিব্যাত্মজ' বলিয়াছেন। শ্রীপাদ বলিলেন—'সেই সকল সরিৎ ও সরোবরগণকে আমি সর্বদা ভজন করি।'

"সরিৎ সরসী-কূলে, নিত্য গোচারণ-কালে,
রাধাকুণ্ড-কালিন্দীর জলে।
সে গোপেন্দ্র-দিব্যাত্মজ, মূর্তিমন্ত মনসিজ,
জলকেলি করে গ্রীষ্মকালে ॥
ক্রীড়ারসে প্রেমে মত্ত, নিজপ্রিয় সখাযূথ,
নিত্য যারা জলকেলি করে।
গোবিন্দ কৌতুকভরে, জয়াকাঙ্ক্ষী অন্তরে,
জল সিঞ্চে তাদের উপরে ॥
জয়ার্থী বয়স্যগণ, সিঞ্চে জল অনুক্ষণ,
সদা সে সরিৎ-সরোবরে।
ভজন করিব আমি, হৈয়া তার অনুগামী,
এ বাসনা জাগয়ে অন্তরে ॥" ৬৬ ॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে চারিদিকে বেষ্টন করত অবস্থান করে, সেই মনোহর **মৃগশ্রেষ্ঠগণ** আমায় নিত্যই সন্তুষ্ট করুন ॥ ৬৭ ॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপাত্রং মৃগবিশেষং স্তৌতি—যেষামিতি। তে মৃগযূথপা মৃগপতয়ঃ কৃষ্ণসারা মুখধৃতগুচ্ছত্বেন মনোহরাঃ সন্তঃ প্রতিদিনং মাং তোষয়ন্তু স্বেষামেত-দ্রূপ-দর্শনপ্রযুক্ত্যা প্রীণয়ন্তু। তোষণ-প্রযুক্তি-প্রকারমাহ—যেষাং, বক্ত্রে মুখে এষ তৃণগুচ্ছস্তৃণস্তম্বঃ নিতরাং নিঃশেষেণ সংস্তম্ভতে স্তব্ধো ভবতি। কিম্ভূতস্তৃণগুচ্ছঃ কচ্ছপিকা শ্রীরাধিকাবীণা সা চ লসন্মুরলিকা বংশী চ তয়োর্নাদেন শব্দেন যে হর্ষোৎকরা হর্ষ-সমূহাস্তৈঃ প্রস্তার্দ্ধঃ স্রস্তং ভূমৌ পতিতম্ অর্দ্ধং যস্য সঃ। তে কিম্ভূতাস্তয়ো রাধাবকদ্বেষিণো রাধাকৃষ্ণয়োঃ সখ্যেনাপি পরং কেবলং পরিবৃতা আবৃতা আবৃত্যেব বেষ্টিতাঃ। ক্রীড়াসক্তয়োরপি তয়োস্তৎ-সখ্যস্য সদানুভূতত্বমিতি ভাবঃ। অপিকারাৎ তৎ প্রতি সর্ব্বব্রজবাসিজনানুমোদনেন চ ॥ ৬৭ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। এই শ্লোকে ব্রজের কৃষ্ণসারাদি মৃগকুলের বন্দনা। শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র প্রেমধাম ব্রজের মৃগাদিও পরম ধন্য ও স্তবার্হ। যেস্থানে ব্রহ্মা, উদ্ধবাদি মহাজনগণও তৃণ, গুল্মাদি স্থাবর-যোনীতে জন্মগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেন, সেই ধামের মৃগকুল যে পরম সৌভাগ্যবান্ তাহাতে সন্দেহ কি ? শ্রীমদ্ভাগবতে পূর্বরাগবতী ব্রজসুন্দরীগণ-কর্তৃক বর্ণিত বৃন্দাবনের মৃগ, মৃগীগণের ভাগ্যের প্রশংসা দেখা যায়—

"ধন্যাঃ স্ম মূঢ়গতয়োঽপি হরিণ্য এতা যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেষম্।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ ॥"

(ভাঃ-১০।২১।১১)

তাৎপর্য এই যে, কোন ব্রজসুন্দরী অন্যান্য ব্রজদেবীগণকে বলিলেন—'হে সখিগণ! এই বৃন্দাবনের মৃগী বা হরিণীগণ ধন্য। তাহাদের প্রেমের তুলনা নাই। তাহারা জাতিতে পশু, জ্ঞানবুদ্ধি নাই, ভালমন্দ বুঝিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু প্রেমে তাহাদের অন্তর পূর্ণ। তাহারা ঐ শ্যামল সুন্দর রূপটিকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে। যখন তিনি বনমধ্যে প্রবেশ করেন, তখনি তাহারা ছুটিয়া আসে। বেণু বাজিলে তো আর কথাই নাই। তাহারা দূরদেশে থাকিলেও বেণুনাদ শ্রবণে ছুটিয়া আসে এবং শ্রীকৃষ্ণকে ঘিরিয়া চারিপার্শ্বে দাঁড়ায়। তাহারা তাহাদের স্বামী কৃষ্ণসারগণকে সঙ্গে লইয়া আসে। স্বামী, স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া ধন্য হয়। দ্বারে অতিথি আসিলে গৃহস্থ যেমন প্রীতির সহিত তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়া থাকে, তদ্রূপ হরিণীগণ তাহাদের গৃহদ্বারে সমাগত প্রিয়তম অতিথি শ্রীগোবিন্দকে প্রাপ্ত হইয়া তরল-নয়নে প্রণয়-অর্ঘ্য দিয়া সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া থাকে। তাহাদের মুখে ভাষা নাই, কিন্তু নয়নে রাগ আছে। অন্তরের প্রেম নয়নে অভিব্যক্ত হয়। ধন্য জীবন হরিণীগণের। প্রেমের দেবতাকে কিভাবে পূজা করিতে হয়, তাহারা তাহা ভালোভাবেই জানে। আর সেই সঙ্গে ধন্য তাহাদের স্বামিগণ, যাহারা তাহাদের কৃষ্ণসেবায় বাধা না দিয়া আনুকূল্য করে। তাহাদের কৃষ্ণসার নাম সার্থক। আমরা

হতভাগিনী, বৃন্দাবনে গোপীদেহ পাইয়াও গোপীনাথের ভজন করিতে পারিলাম না। ইহা অপেক্ষা হরিণজন্ম ভালো ছিল।

শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধারাণীর কিঙ্করী। সুতরাং বৃন্দাবনের মৃগ, মৃগীগণের সমধিক সৌভাগ্যের কথা তাঁহার জানা আছে। একদা শ্রীকুণ্ডতীরে শ্রীপাদ রঘুনাথ ভজনরস-মগ্ন! সহসা শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের একটি মধুময়ী লীলার স্ফুরণ জাগিল। শ্রীকুণ্ডতীরে কল্পতরুমূলে একটি রত্নময় বেদিকায় শ্রীশ্রীরাধা-গিরিধারী উপবিষ্ট। স্বর্ণ-নীলালোকে কুণ্ডতট উদ্ভাসিত! সখীগণ কেহ নিকটে নাই, অন্তরঙ্গা সেবাধিকারিণী কিঙ্করীরূপে শ্রীপাদ শ্রীযুগলের বীজন করিতেছেন। নানা রসময় আলাপে যুগল মগ্ন। সহসা শ্রীকৃষ্ণ অধরে মোহনবেণু সংযোগ করিয়া ফুৎকার দিতেছেন। শ্রীরাধারাণীও তাঁহার কচ্ছপী বীণা লইয়া ঝঙ্কার তুলিতেছেন। বেণু ও বীণার মোহনসুরে স্থাবর-জঙ্গম বিমোহিত! শ্রীকৃষ্ণের বেণুর মাধুর্যকেও ছাপাইয়া শ্রীমতীর বীণার মাধুরী প্রকাশিত হইতেছে! দেখিতে দেখিতে চারণরত মৃগ, মৃগী-সমূহ মুখে তৃণকবল লইয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্যাম-স্বামিনীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইতেছে। তাহাদের মুখের তৃণকবল ঈষৎ স্খলিত, মুখমধ্যে তৃণগুচ্ছ স্তব্ধ। কি মধুময় ভাব তাহাদের নেত্রে বিকশিত! তাহারা যেন যুগলের প্রিয়নর্মসখী! বেণু-বীণার রসমাধুর্যে অন্তর পূর্ণ। যাঁহাদের মোহন-মাধুর্যে তাহারা আকৃষ্ট, নয়নদ্বারেই যেন তাঁহাদের পদারবিন্দে অর্পণ করিতেছে প্রেমপুষ্পাঞ্জলী! শ্রীপাদ সেদিনের সেই স্ফূর্তির স্মৃতি বুকে লইয়াই বলিলেন—'সেই মনোহর মৃগশ্রেষ্ঠগণ আমায় নিত্যই সন্তুষ্ট করুন। অর্থাৎ তাঁহাদের সহিত শ্যাম-স্বামিনীর মোহনমাধুরী-আস্বাদনের সঙ্গে যেন যুগলরূপের সেবাসৌভাগ্য লাভে ধন্য হই, এই কৃপা করুন।'

"রাধা-করে শোভে যিনি, সে কচ্ছপী বীণা-ধ্বনি,
আর কৃষ্ণ-মুরলীর তানে।
শ্রবণেতে কৃষ্ণসার, মন্ত্রমুগ্ধ ভাব যার,
প্রেমে স্তব্ধ হয় ততক্ষণে॥
অর্দ্ধগুচ্ছ তৃণ মুখে, এক দিঠে চেয়ে থাকে,
অবিচল দাঁড়ায়ে রয়েছে।
রাধাকৃষ্ণে সখ্যভাবে, অন্তরের অনুরাগে,
চিত্রবৎ যেন বিরাজিছে॥
কৃষ্ণ-অনুরাগী যত, সেই মৃগপতি-যূথ,
এই ভিক্ষা মাগে অকিঞ্চনে।
তাঁহাদের ভাবরাজি, কৃপায় অর্পিয়া আজি,
সন্তুষ্ট করুন অনুক্ষণে॥" ৬৭॥

গুঞ্জদ্‌ভৃঙ্গকুলেন জুষ্টকুসুমৈঃ সংলব্ধ-মঞ্জুশ্রিয়াং
কুঞ্জানাং নিকরেষু যেষু রমতে সৌরভ্যবিস্তারিণাম্।
উদ্যৎকামতরঙ্গ-রঙ্গিত-মনস্তন্নব্যযূনোর্যুগং
তেষাং বিস্তৃত-কেশপাশনিকরৈঃ কুর্য্যামহো মার্জ্জনম্ ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ। মধুর গুঞ্জনশীল ভৃঙ্গকুলদ্বারা সেবিত কুসুমসমূহে যাহার শোভা অতীব মনোহর হইয়াছে, তাদৃশ যে সুরভিত কুঞ্জসমূহে নবকিশোরযুগল শ্রীশ্রীরাধামাধব সমুদিত-মদন-তরঙ্গে রঙ্গিতচিত্ত হইয়া রমণ করেন, আমি আমার দীর্ঘ কেশপাশদ্বারা সেই **কুঞ্জাবলী**র মার্জন করিব ॥ ৬৮ ॥

টীকা। শ্রীরাধাকৃষ্ণ-ক্রীড়াসাধনানি কুঞ্জানি স্তৌতি—গুঞ্জ ইতি। অহো হে কৃষ্ণভক্তাঃ তেষাং কুঞ্জ-নিকরাণাং মার্জনং বিস্তৃতকেশপাশ-নিকরৈর্বিস্তীর্ণ শ্রেষ্ঠকুন্তলনিচয়ৈঃ কুর্য্যাং মার্জন-সম্ভাবনাং করোমীত্যন্বয়ঃ। তেষাং মার্জন-প্রয়োজনমাহ—তন্নব্যযূনোর্যুগং কর্ত্তৃ যেষু কুঞ্জানাং নিকরেষু রমতে ক্রীড়তি। কিম্ভূতানাং গুঞ্জন্তঃ শব্দায়মানা যে ভৃঙ্গাস্তেষাং কুলেন নিবহেন জুষ্টানি সেবিতানি যানি কুসুমানি তৈঃ সংলব্ধা মঞ্জুর্মনোহরাঃ শ্রীঃ শোভা যৈস্তেষাম্। সৌরভ্যং সুগন্ধিতাং বিস্তারয়ন্তীতি তেষাম্। তন্নব্যযূনোর্যুগং কিম্ভূতম্ উদ্যন্তঃ প্রকাশমানা যে কামস্য তরঙ্গাঃ উর্ম্ময়স্তৈ রঙ্গিতং রঙ্গশব্দস্য নৃত্যবাচিত্বেন প্রাপ্তচাঞ্চল্যং মনো যস্য তৎ। তরঙ্গসম্বন্ধেন কামস্য সাগরত্বারোপণং পরম্পরিতেন ॥৬৮॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ এই শ্লোকে শ্রীশ্রীরাধামাধবের শৃঙ্গাররসলীলার রহস্যময় নিকেতন মধুর নিকুঞ্জাবলীর স্তুতি করিতেছেন। যুগল-কিশোরের শৃঙ্গার-লীলার পরিপুষ্টি-সাধনের জন্য চিন্ময়-লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনে কুসুমিত বৃক্ষলতাদিতে পরিবেষ্টিত অতি মনোহর কুঞ্জ-গৃহাবলী নিয়ত শোভা পাইতেছে। মণিমন্দিরের শোভা-সম্পদ্‌কে তুচ্ছ করিয়া থাকে এইসব কুঞ্জের মনোহর নৈসর্গীক শোভা! নানা কুসুমে সুশোভিত কুঞ্জ, প্রতিকুঞ্জে গুঞ্জার করিতেছে ভৃঙ্গের দল। শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিচিত্র মধুর পূর্বরাগাদির ভাবময় চিত্রাবলীতে কুঞ্জগৃহকে সুসজ্জিত করিয়াছেন বনদেবীগণ। রত্নপালঙ্কে নির্বৃন্ত মল্লিকাদি কুসুমের শয্যা শোভা পাইতেছে প্রতিটি কুঞ্জে। কুঙ্কুমধর্ষিত রংদ্বারা দ্বারদেশ কামচিত্রে চিত্রিত। চিত্রগুলি উদ্দীপক, কুঙ্কুমও উদ্দীপক। ফুলের দরজা, গুঞ্জনরত ভৃঙ্গকুল প্রহরীর মত দ্বারদেশে পাহারা দিতেছে। বিরোধিজনকে আসিতে দেয় না। যুদ্ধের বাজনার মত তাদের ঝঙ্কার রসিকযুগলকে মদনসমরে উন্মত্ত করিয়া তোলে। নিরন্তর ষড়্‌ঋতুকর্তৃক নিষেবিত কুঞ্জাবলী। কাল সতত লীলার প্রতীক্ষা করিতেছে। আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য সবই লীলার সেবক। লীলার অনুকূলেই তাহাদের কার্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইভাবে নানা শোভা-সম্ভার-সম্পন্ন শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিলাস-কুঞ্জাবলীর মধুরতার তুলনা নাই। অনুভবীজন ভাবনেত্রে দর্শন করেন। এই সকল বিবিধ বিকসিত কুসুমের সৌরভে সুবাসিত কুঞ্জসমূহে নবকিশোর শ্রীশ্রীরাধামাধব সমুদিত মদনতরঙ্গে তরঙ্গায়িতচিত্তে বিচিত্র বিহার করিয়া থাকেন।

"তৎসৌন্দর্য্যং কিমপি কলয়ৎ সন্নবাণীমরন্দ-, স্যন্দৈঃ সান্দ্রপ্রসৃমর-মহাচন্দ্রিকাস্যারবিন্দে।
সর্ব্বাঙ্গেষু প্রকটপুলকানঙ্গবৈবশ্যলোলদ্, গৌরশ্যামাঙ্গকমবিরহং যত্র ভাতি দ্বিধাম্ ॥
যত্রান্যোন্যপ্রণয়-সরসাবেশপূর্ণায়িতাঙ্গং, হাসং হাসং রুচিরকলয়ান্যোন্য-সঙ্ঘট্টিতাঙ্গম্।
বারং বারং সুরসসমরোৎসাহসন্নদ্ধমূর্ত্তি-, জ্যোতির্দ্বন্দ্বং বিশতি সহসা মঞ্জুকুঞ্জাজিরেষু ॥"
(শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতম্-৬।৭২, ৭৩)

"যাঁহারা পরস্পরের গদ্গদ-বাণীরূপ মধুধারা-ক্ষরণশীল ও সান্দ্রবিস্তৃত মহাচন্দ্রিকারূপে মুখ-পদ্মে কোনও অনির্বচনীয় সৌন্দর্যদর্শন করিতে করিতে সর্বাঙ্গে পুলকাবলী ধারণ করিতেছেন এবং অনঙ্গ-বিবশতা-বশতঃ যাঁহারা চঞ্চল হইয়া উঠিতেছেন, সেই গৌর-শ্যাম-কান্তি যুগলবিগ্রহ এই বৃন্দাবনে নিত্য বিরাজ করিতেছেন। যেখানে তাঁহারা পরস্পরের অঙ্গ পরস্পরের প্রণয়ের রসময় আবেশদ্বারা পূর্ণ করিতেছেন, উভয়ে হাস্য করিতে করিতে মনোজ্ঞকলাবিলাসে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছেন, বারংবার রসাল রতিরণোৎসাহে সজ্জিত হইয়া সহসা মঞ্জুল কুঞ্জচত্বরে প্রবিষ্ট হইতেছেন।" এই সকল কুঞ্জে সখী-মঞ্জরীগণ মদনরঙ্গে সুরঙ্গিত শ্রীশ্রীরাধামাধবের রসময়ী লীলাদর্শনের সঙ্গে তাঁহাদের অপূর্ব সেবা-সৌভাগ্যলাভে ধন্য হন।

"বেণীচূড়া-তিলকরচনৈর্গন্ধ-তাম্বূল-মাল্যৈ-
দিব্যৈঃ সূক্ষ্মোজ্জ্বলবরপটৈর্দিব্যদিব্যান্নপানৈঃ।
সম্যক্ সম্বীজনমৃদুপদাম্ভোজ-সম্বাহনাদ্যৈঃ
সখ্যো রাধামুরলীধরণৌ যন্নিকুঞ্জে ভজন্তি ॥

কাশ্চিৎ কুঞ্জান্নিরবধি পরিষ্কুর্বতে শ্রীবিভেদৈ,-গ্রন্থন্ত্যন্যা বিবিধকুসুমৈর্দিব্যমাল্যাদিকানি।
কাশ্চিদযুক্ত্যা বিদধতি মুদা দিব্যগন্ধপ্রকারান্, কাশ্চিৎ কুঞ্চন্ত্যতিবরপটং যত্র রাধা সুদাস্যঃ ॥"
(ঐ-৭৪, ৭৫)

'সখীগণ বেণী, চূড়া ও তিলকাদি রচনা করিয়া গন্ধ, তাম্বূল, মাল্যাদি অর্পণ করিয়া দিব্যাতিদিব্য সূক্ষ্ম উজ্জ্বল বস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া দিব্য দিব্য অন্ন-পানাদি ভোজন করাইয়া সম্যক্ সংবীজন ও মৃদু পাদ-সম্বাহনাদিদ্বারা শ্রীরাধামুরলীধরের সেবা করেন।

মঞ্জরীগণ কেহ কেহ নিরন্তর কুঞ্জগৃহ পরিষ্কার করেন, শোভাভেদে বিবিধ পুষ্পাদিদ্বারা কেহ কেহ বা দিব্য মাল্যাদি রচনা করেন, কেহ কেহ বা আনন্দে যুক্তি-পরামর্শ করিয়া বিবিধ গন্ধদ্রব্যাদি প্রস্তুত করেন, আবার কেহ কেহ বা অতি সুন্দর পট্টবস্ত্র কুঞ্চন করিয়া রাখেন।' শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধা-রাণীর প্রিয় কিঙ্করী, আদরের দাসী, তাই প্রার্থনা করিতেছেন, 'তাঁহার স্বামিনীর বিলাসকুঞ্জকে তিনি তাঁহার দীর্ঘ কেশপাশদ্বারা মার্জন করিবেন।'

যেষাং চারু-তলেষু শীতনিবিড়চ্ছায়েষু রাত্রিন্দিবং
পুষ্পাণাং বিগলৎ-পরাগ-বিলসত্তল্পেষু কৢপ্তাশ্রয়ম্।
প্রীত্যা স্নিগ্ধমধুব্রতৈর্মধুকণৈঃ সংসেবিতং তন্নবং
যূনোর্যুগ্মতরং মুদা বিহরতে তে পান্তু মাং ভূরুহাঃ॥ ৬৯॥

অনুবাদ। যাঁহাদের শীতল নিবিড় ছায়াযুক্ত সুচারু তলপ্রদেশে পুষ্প-বিগলিত-পরাগদ্বারা সুশোভিত কুসুমশয্যায় আশ্রিত এবং মধুকণাহেতু চঞ্চল ভৃঙ্গগণকর্ত্তৃক হর্ষভরে সংসেবিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ নবকিশোরযুগল হৃষ্টচিত্তে অহর্নিশি বিহার করিতেছেন, সেই **বৃক্ষরাজি** আমায় রক্ষা করুন ॥ ৬৯ ॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণশ্রমাপনোদনং বৃক্ষবিশেষং স্তৌতি—যেষামিতি। তে ভূরুহা বৃক্ষা মাং পান্তু স্বমূলে তাদৃক্ ক্রীড়োপকারিণং তদ্ঘটক-বিঘ্নকুলাদ্রক্ষন্তু। তে কে তত্রাহ—যেষাং চারুতলেষু মনোহর-মূলেষু তন্নবং যূনোর্যুগ্মতরং যুবযুগলশ্রেষ্ঠং কর্ত্তৃ মুদা হর্ষেণ রাত্রিন্দিবং বিহরতে ক্রীড়তি। কিন্তুতং বিগলৎ পরাগবিলসত্তল্পেষু কৢপ্তাশ্রয়ম্। বিগলৎ পরাগেণ পুষ্পরসেন বিলসন্তি প্রকাশমানানি যানি তল্পানি শয্যাঃ তেষু কৢপ্তঃ কৃত আশ্রয়ো নিবাসো যেন তত্তথা। কিন্তুতেষু শীতা স্নিগ্ধা অথচ নিবিড়া ছায়া যেষু তেষু। পুনঃ কিন্তুতং স্নিগ্ধ-মধুব্রতৈঃ চঞ্চলভ্রমরৈর্মধুকণৈর্হেতুভিঃ প্রীত্যা হর্ষেণ সংসেবিতং সম্যগ্‌ভিমলিতম্ ॥ ৬৯ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। তরুলতাদ্বারা নির্মিত মধুর বিলাসকুঞ্জ-বর্ণনার পর শ্রীপাদ দুইটি শ্লোকে সেই তরু-লতাগণকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্তব করিতেছেন। এই শ্লোকে বৃক্ষাবলীর স্তুতি। শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিহার-কানন শ্রীবৃন্দাবনে যে সব বৃক্ষাবলী অবস্থান করিতেছেন, সবই লীলাপরিকর ও চিন্ময়। "দ্রুমাশ্চ কল্পপূর্ব্বা যে নানামোদ-বিধায়কাঃ। বৃন্দাবনাস্থাস্তান্ বিদ্ধি বলভদ্রাংশসম্ভবান্ ॥" (কৃষ্ণযামলতন্ত্র)। অর্থাৎ 'বৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষরাজি নানাজাতীয় আনন্দ-প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই বলদেবের অংশ বিশুদ্ধ-সত্ত্বময়।' অতএব তাঁহাদের মধ্যে পার্থিব-পদার্থের বিকার কিছুমাত্র নাই—

"অলিকুল গুঞ্জরিত কুসুমনিকরে।
পরম সুরভি যে সব কুঞ্জের ভিতরে ॥
আহা! সেই সুবিখ্যাত নবীন-যুগল।
মদন-তরঙ্গাবেশে হ'য়ে সুবিহ্বল ॥
উন্মত্ত হৃদয়ে নিত্য করেন বিহার।
সে সকল কুঞ্জ আমি হরষে অপার ॥
নিজ দীর্ঘ কেশপাশে করিব মার্জ্জন।
এ বাসনা মনে মোর জাগে অনুক্ষণ ॥" ৬৮ ॥

"কেচিৎ পীযূষসারোত্তম-পরিণতয়ঃ কেচন ক্ষীরসারৈ-
দিব্যৈঃ সন্নির্ম্মিতাঃ কেঽপ্যতুলমদকৃতামাসবানাং ঘনাঙ্গাঃ।
কেচিৎ সৈতোপলাঃ কেঽপ্যতিহিমকরকাঃ কল্পরূপা ইতি শ্রী-
বৃন্দারণ্যে দ্রুমেন্দ্রা দধতি বহুবিধা রাধিকা-কৃষ্ণ-তুষ্ট্যৈ॥" (বৃঃ মঃ-১০।৭৭)

"শ্রীবৃন্দাবনে বৃক্ষশ্রেষ্ঠগণ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের তুষ্টির নিমিত্ত বহুবিধরূপে প্রকাশ পাইতেছেন—কেহ কেহ বা সুধাসারের উত্তম পরিণতিবিশেষ, কেহ কেহ বা দিব্য ক্ষীরসারদ্বারা সুন্দরভাবে নির্মিত, কেহ কেহ বা অতুলনীয় মত্ততাজনক সুধাঘন অঙ্গধারী, কেহ কেহ বা স্ফটিকবৎ, আবার কেহ কেহ বা কর্পূরবৎ অতি শুভ্রবেশ ধারণ করত বিরাজ করিতেছেন। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে দৃষ্ট হয়।

"যস্যৈকবৃক্ষোঽপি নিজেন কেনাচিদ্দ্রব্যেণ কামাংস্তনুতেঽর্থিনোঽখিলান্।
তথাপি তত্তন্ন সদা প্রকাশয়েদৈশ্বর্য্যমীশঃ স্ববিহারবিঘ্নতঃ॥" (২।৫।১০৫)

"যদিও সেই ব্রজভূমির প্রতিটি বৃক্ষ এবং তাঁহার পত্র-পুষ্পাদিরূপ যেকোন একটি দ্রব্যও যাচকের সকল প্রকার কামনা পূর্ণ করিতে সক্ষম, তথাপি তাঁহারা নিজ প্রভুর বিহার-বিঘ্ন বিচার করিয়া মহাবৈভব-প্রকটরূপ ঐশ্বর্য সর্বদা প্রকাশ করেন না; ক্বচিৎ কোন সময়ে লীলার আনুকূল্য হইলে প্রকাশ করিয়া থাকেন।" শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবাই বৃন্দাবনের বৃক্ষগণের পরম অভীষ্টবস্তু। ব্রজদেবীগণ রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণান্তর্ধানের পর বৃন্দাবনের বৃক্ষকুলকে শ্রীকৃষ্ণবার্তা জিজ্ঞাসা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—

"চূতপ্রিয়ালপনসাসন-কোবিদারজম্ব্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ॥"

(ভাঃ-১০।৩০।৯)

"হে চূত, পিয়াল, পনস, অসন, কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব, নীপ প্রভৃতি যমুনাতীরবাসী পরোপকার-পরায়ণ বৃক্ষগণ এবং নারিকেল, গুবাকাদি অন্যান্য বৃক্ষগণ! এই শূন্যহৃদয়া ব্রজরমণীগণকে কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথ দেখাইয়া দাও।" এই শ্লোকের **পরার্থভবকা** শব্দের অর্থে কেহ কেহ বলেন—"পরা চ পরশ্চ পরৌ শ্রীরাধাকৃষ্ণৌ, তয়োরর্থে তয়োঃ সেবার্থং ভবঃ উৎপত্তির্যেষাং তে পরার্থভবকাঃ।" 'পর' অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন এবং 'পরা' ঠাকুরাণী শ্রীরাধা—তাঁহাদের সেবার নিমিত্তই শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষরাজির শুভ আবির্ভাব। তাই শ্রীপাদ বলিলেন—যাঁহাদের ঘন পল্লব ও পত্রাবলী সন্নিবিষ্ট নিবিড় ও সুশীতল ছায়াসমন্বিত তলপ্রদেশস্থিত নিকুঞ্জমধ্যে ঐসব বৃক্ষরাজির পুষ্প-বিগলিত পরাগদ্বারা সুশোভিত কুসুমশয্যায় শ্রীশ্রীরাধামাধব বিরাজ করেন এবং যে সব মকরন্দলুব্ধ চঞ্চল ভৃঙ্গাবলী তাঁহাদের শ্রীঅঙ্গ-গন্ধে উন্মাদিত হইয়া তাঁহাদের চারিপাশে গুঞ্জন করিয়া বেড়ায়, যাঁহারা সেই সব ভৃঙ্গকর্তৃক নিষেবিত হন, এইভাবে নবকিশোর যুগল আনন্দিত মনে যে সব বৃক্ষের নিম্নে অহর্নিশি বিহার

গান্ধর্ব্বা-মুরবৈরিণোঃ প্রণয়িণোঃ পুষ্পাণি সংচিন্বতোঃ
স্বৈরং স্মেরসখীকুলেন বৃতয়োরীষৎস্মিতেন দ্বয়োঃ।
দৃষ্ট্বা কেলিকলিং তয়োর্নবনবং হাস্যেন পুষ্পচ্ছলৈং
কামং যা বিলসন্তি তাঃ কিল লতাঃ সেব্যাঃ পরং প্রেমভিঃ ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ। মধুর হাস্যবতী সখীগণে পরিবৃত হইয়া প্রণয়ীযুগল শ্রীশ্রীরাধামাধব ঈষৎ হাস্য-সহকারে যাঁহাদের কুসুমচয়ন করিতেছেন এবং যাঁহারা সসখী যুগলের নব নব কেলি-কলহ সন্দর্শন করত কুসুম-বিকাশছলে হাস্য করিতেছেন—আমি সেই শ্রীবৃন্দাবনের **লতাসমূহ**কে প্রেমের সহিত সেবা করি ॥ ৭০ ॥

টীকা। শ্রীবৃন্দাবনলতাং স্তৌতি—গান্ধর্ব্বেতি। তা লতা বল্ল্যঃ পরং প্রেমভির্নিয়োজিতঃ প্রেমভিঃ কিলানুনয়পূর্ব্বকং সেব্যাঃ সেচনাবৃত্যাদিনা ভজনীয়া ভবন্ত্বিতি শেষঃ। পূর্ব্বোক্তদিশা ভবন্তি তস্যা ভাবরূপো ন্যূনপদতা সোঢ়ব্যা। পরমিতি মান্তমব্যয়ম্। তথা চ মেদিনী 'পরং নিয়োগে তিতিক্ষায়ামিতি। কিল শব্দস্তু বার্ত্তায়াং সম্ভাব্যানুনয়ার্থয়ো'রিত্যপি। তাঃ কাস্তত্রাহ যাস্তয়োর্দ্বয়োর্গান্ধর্ব্বা-মুরবৈরিণোঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্নবনবং কেলিকলিং ক্রীড়াকলহং দৃষ্ট্বা পুষ্পচ্ছলৈর্হাস্যেন কামং যথেষ্টং বিলসন্তি প্রফুল্লা ভবন্তি। ননু হাস্যেত্যস্য প্রয়োগে হাস্যরসস্য শব্দবাচ্যত্বেন রসদোষাপত্তিঃ স্যাৎ উচ্যতে। অত্র হাস্যশব্দস্যাপ্রয়োগে বিভাবাদিভিস্তৎ-প্রতীতিবিষদা ন ভবেদিতি ন দোষঃ। যদ্বা শৃঙ্গারঃ

করেন, সেই বৃক্ষরাজি আমায় রক্ষা করুন। বিরহী শ্রীপাদ ঐ বৃক্ষগণের কৃপায় তাঁহাদের তলে বিহার-পরায়ণ শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের মধুময়ী লীলা দর্শন ও তাঁহাদের সেবা কামনা করেন।

"যে তরুর শীতল-ছায়, সুবিচিত্র শোভা পায়,
বিগলিত পরাগ- শয্যায়।
ভৃঙ্গ মধুকণা লোভে, দলে দলে অনুরাগে,
পড়িতেছে যাঁহাদের গায় ॥
পুষ্পহাস্য বিকসিত, গন্ধে দিক্ আমোদিত,
সদা করে লীলা-উদ্দীপনে।
নবীন কিশোর দ্বয়, হৃষ্টচিত্তে অতিশয়,
সুখে বিহরিছে রাত্রিদিনে ॥
সেই বৃক্ষ-পরিবার. রক্ষা করু বার বার,
বৃন্দাবনে যাহার জনম।
যত মুনি-ঋষি-বরে, বৃক্ষ হৈয়া সেবা করে,
কৃষ্ণলীলা করে দরশন ॥" ৬৯ ॥

সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধেধাহরিঃ ক্রীড়তীতি বৎ। যত্র তৎ শব্দপ্রয়োগ এব তাৎপর্য্যং তত্র তৎপ্রয়োগে ন দোষ ইতি। কিম্ভূতয়োঃ প্রণয়িনোঃ পুনঃ কিম্ভূতয়োঃ স্বৈরং স্বেচ্ছং যথা স্যাত্তথা পুষ্পাণি সংচিন্বতোঃ হেম্ভেন বৃক্ষাৎ কুসুমানি গৃহ্ণতোঃ পুনঃ কিম্ভূতয়োঃ স্মেরমীষদ্ধাস্যং তদ্যুক্তং যৎসখীকুলং তেনাবৃতয়ো-র্বণ্টিতয়োঃ ঈষৎ স্মিতেনোপলক্ষিতয়োঃ। যদ্বা দ্বয়োস্তয়োরীষৎ স্মিতেন হেতুনা যৎ স্মের সখীকুলং তেনেতি সম্বন্ধঃ এতেন দ্বয়োরিতি। পদপ্রয়োগেণ পুনরুক্তরূপার্থদোষোঽপি নিরস্তঃ ॥ ৭০ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে শ্রীবৃন্দাবনের লতাবলীর স্তব করিতে-ছেন। শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষের অনুরূপ লতাবলীরও মহিমা জানিতে হইবে। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ লিখিয়াছেন (বৃঃ মঃ-৫।৫৭)।

"এতা বল্লীবিততয় উরুস্নেহবিক্লিন্নচিত্তাঃ, শ্রীমদ্বৃন্দাবনভুবি মহাভূতয়োর্মাতৃভূতাঃ।

আশ্রীয়ন্তে হরি হরি বহির্বস্তুবুদ্ধিং বিধূয়, যৈর্ধীমদ্ভিঃ সততমিহ বাহমুত্র বা তে কৃতার্থাঃ ॥"

"হরি। হরি!! এই বৃন্দাবনভূমিতে মহাবিভূতিশালী, মাতৃস্বরূপ সাতিশয় স্নেহার্দ্রচিত্ত এই বল্লী (লতা) শ্রেণীতে বাহ্য বস্তুবুদ্ধি ত্যাগ করত যে সকল বুদ্ধিমান্ জন তাহাদের নিরন্তর আশ্রয় করেন, তাঁহারা ইহজগতে বা পরজগতে কৃত-কৃতার্থ হইয়া থাকেন।" এই লতাবলীতে শ্রীরাধার নিজত্বজ্ঞান—

"যা রাধায়া বরতনু নটেত্যুক্তিমাত্রেণ নৃত্যেদ্, গায়েত্যুক্ত্যা মধুকররুতৈর্বিজ্ঞগানং তনোতি।

ক্রন্দেত্যুক্ত্যা বিসৃজতি মধূৎফুল্লিতা স্যাদ্ধসেতি, প্রোক্তাশ্লিষ্য দ্রুমমিতি গিরা সস্বজে ঘৃণ্টগুচ্ছা ॥"

(ঐ-৫।৩৭)

"যে লতা 'হে বরাঙ্গিণি, নৃত্য কর'—শ্রীরাধার এই উক্তিমাত্রেই নৃত্য করে; 'গান কর'—এই উক্তিতে ভ্রমর-ঝঙ্কারে মনোমদ গান করে, 'ক্রন্দন কর'—এই বাক্যে মধু-বর্ষণ করে এবং 'হাস্য কর'—এই কথায় উৎফুল্লিত হয়, 'বৃক্ষকে আলিঙ্গন কর'—এই কথায় সংহৃষ্ট গুচ্ছ হইয়া বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে।" এইভাবে ব্রজের লতা প্রেমময়ী শ্রীরাধারাণীর কৃষ্ণপ্রীতিকে সমুচ্ছ্বসিত করিয়া তাঁহার প্রেমরসের মহাউদ্দীপক হইয়া থাকে।

"নবীনকলিকোদ্গতিং কুসুমহাস-সংশোভিনীং, নবস্তবকমণ্ডিতাং নবমরন্দধারাং লতাম্।

তমালতরুসঙ্গতাং সমবলোক্য বৃন্দাবনে, পতিষ্ণুমতিবিহ্বলামধৃত কাপি মে স্বামিনীম্ ॥"

(ঐ-২।৮৪)

"নবীন লতাতে নবীন কলিকা উদ্গত হইয়াছে, কুসুমের বিকাশছলে তাহা হাস্য-শোভায় সুশোভিত হইয়াছে, তাহা নবস্তবকের দ্বারা মণ্ডিত হইয়াছে এবং নব মধুধারা ক্ষরিত হইতেছে, এইরূপ লতাটিকে তমালতরুর সহিত মিলিতা দর্শনে অতি বিহ্বলচিত্তে আমার স্বামিনী শ্রীবৃন্দাবনে মূর্ছিতা হইয়া পড়িতেছিলেন, তখন কোন সখী তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলেন।" একদিনের স্ফূর্তিপ্রাপ্ত একটি মধুময়ী লীলার স্মৃতি বুকে লইয়া শ্রীপাদ এই শ্লোকে বৃন্দাবনস্থিত লতাবলীর বন্দনা করিলেন।

শ্রীপাদ রঘুনাথ একদা শ্রীকুণ্ডতীরে ভজনরসে আবিষ্ট। স্ফূর্তিতে দেখিতেছেন—শ্রীকুণ্ডতীর-বর্তি উদ্যানে সখীগণসঙ্গে শ্রীমতী কুসুমচয়ন করিতেছেন। সহসা শ্রীকৃষ্ণ মালীর বেশে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন।

"মাধবস্তাং তদালোকয়ন্ রাধিকাং বল্লবীবর্গতঃ সদ্গুণেনাধিকাম্।
কেয়মুদ্বাধতে মদ্বনং রাগতস্তূর্ণমিত্যুল্লপন্ ফুল্লধীরাগতঃ॥" (স্তবমালা)

ব্রজরমণীশিরোমণি শ্রীরাধিকা কুসুমচয়ন করিতেছেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'কে তুমি? স্বেচ্ছায় আমার নিকুঞ্জবনের উপদ্রব করিতেছ', ইহা বলিতে বলিতে শ্রীরাধার নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীমতী বস্ত্রদ্বারা সর্বাঙ্গ আবরণপূর্বক কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিয়া অন্য লতার কুসুমচয়ন করিতে করিতে মৃদুহাস্যের সহিত বলিলেন—

"সদাত্র চিনুমঃ প্রসূনমজনে, বয়ং হি নিরতাঃ সুরাভিভজনে।
ন কোঽপি কুরুতে নিষেধ-বচনং, কিমদ্য তনুষে প্রগল্ভবচনম্?
প্রসীদ কুসুমং বিচিত্য সরসা, প্রযামি সরসীরুহাক্ষ! তরসা।
ক্রিয়াদ্য মহতী মমাস্তি ভবনে, বিলম্বমধিকং তনুষ্ব ন বনে॥" (ঐ)

"আমরা প্রত্যহ দেবপূজার নিমিত্ত এই নির্জনবনে পুষ্পচয়ন করিয়া থাকি, কৈ, এতদিন কেহই তো আমাদের নিষেধ করে না। অদ্য কেন তুমি আমাদের রূঢ়বচন বলিতেছ? হে কমলনয়ন! আমার প্রতি প্রসন্ন হও, ক্ষমা কর; তোমার মত রূঢ়কথা আমরা বলিতে জানি না। অদ্য গৃহে আমার একটি বৃহৎকার্য আছে, তজ্জন্য কুসুমচয়ন করিয়া শীঘ্রই গৃহে ফিরিতে হইবে। ছাড়িয়া দাও, বিলম্ব করিও না।" তৎ শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

"নিযুক্তঃ ক্ষিতীন্দ্রেণ তেনাস্মি কামং বনং পালয়ামি ক্রমেণাভিরামম্।
জনঃ শীর্ণমপ্যুদ্ধরেদ্যো দলার্দ্ধং হরাম্যম্বরং তস্য বিত্তেন সার্দ্ধম্॥
পরিজ্ঞাতমদ্য প্রসূনালিমেতাং লুনীষে ত্বমেবং প্রবালৈঃ সমেতাম্।
ধৃতাসৌ ময়া কাঞ্চনশ্রেণিগৌরি প্রবিষ্টাসি গেহং কথং পুষ্পচৌরি?" (ঐ)

"মহারাজ কন্দর্প-কর্তৃক বহুদিন যাবৎ নিযুক্ত হইয়া তদীয় এই রমণীয় উদ্যান আমি স্বেচ্ছায় পালন করিতেছি, যদি কেহ এই উদ্যানস্থ বৃক্ষের শীর্ণপত্রার্ধও অপহরণ করে, তাহা হইলে আমি তাহার বস্ত্রালঙ্কারাদি সর্বস্ব কাড়িয়া লই। হে কাঞ্চনগৌরি! হে পুষ্পচৌরি! অদ্য জানিলাম তুমিই আমার উদ্যানের পুষ্প ও নবপল্লব ছিন্ন করিয়া থাক, তোমায় আজ ধরিয়াছি, তুমি কিরূপে গৃহে যাইবে?"

এইভাবে সখীসঙ্গে যুগলের কত শত হাস্য-পরিহাস। লতাগুলি সসখী যুগলের অভিনব কেলিকলহ দর্শনে কুসুমবিকাশছলে হাস্য করিতেছে। শ্রীপাদ বলিলেন—'এতাদৃশ শ্রীযুগলের মধুর লীলাবলীর আস্বাদনকারী বৃন্দাবনের লতাসমূহকে আমি প্রেমের সহিত সেবা করি।'

পরিচয়-রসমগ্নাঃ কামমারাত্তয়োর্যে মধুরতর-রুতেনোল্লাসমুল্লাসয়ন্তি।
ব্রজভুবি নবযুনোঃ সুপ্রিয়াঃ পক্ষিণস্তে বিদধতু মম সৌখ্যং স্ফারমালোকনেন ॥৭১॥

অনুবাদ। সর্বদা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিকটে অবস্থানহেতু যে সব পক্ষিগণ তাঁহাদের পরিচয়-রসমগ্ন অর্থাৎ অতিশয় সুপরিচিত, যাঁহারা সুমধুর রবে তাঁহাদের সাতিশয় উল্লাস-বর্ধন করেন, এই ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতিপ্রিয় সেই **পক্ষিগণ** আমায় কৃপাবলোকনে সুখী করুন ॥ ৭১ ॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণকৃতবিশ্বাসত্বেন তদানন্দ-প্রচারকান্ পক্ষিবিশেষান্ স্তৌতি— পরিচয়েতি। নবযূনো রাধাকৃষ্ণয়োর্ব্রজভুবি সুপ্রিয়া অত্যন্তপ্রেয়াংসঃ তে—পক্ষিণঃ আলোকনেন সবিশ্বাসদর্শনেন স্ফার-মতিশয়ং সৌখ্যং সুখতাং বিদধতু কুর্ব্বন্তু। তে কে যে তয়োর্নবযূনো-রারান্নিকটে মধুররুতেন শব্দেন উল্লাসয়ন্তি প্রকাশয়ন্তি। কিম্ভূতাঃ সন্তঃ কামং যথেষ্টং পরিচয়-রসমগ্নাঃ সন্তঃ। পরিচয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণো যোঽস্মানাহারাদিনা পালয়তি ব্যাধাদিভ্যো রক্ষতি চেত্যাকারঃ স এব রসোজলং তত্র মগ্নাঃ ॥ ৭১ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে ব্রজের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অতিপ্রিয় পক্ষিকুলের স্তব করিতেছেন। শ্রীপাদ শুকদেব মুনি বৃন্দাবনের পক্ষিগণকে প্রায়শঃ মুনি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি পূর্বরাগবতী ব্রজদেবীগণের উক্তিতে বলিয়াছেন—

"প্রায়ো বতাম্ব বিহগা মুনয়ো বনেঽস্মিন্ কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্ শৃন্বন্ত্যমীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ ॥" (ভাঃ-১০।২১।১৪)

তাৎপর্য এই যে, কোন গোপসুন্দরী স্বীয় সখীর প্রতি বলিলেন—'ও মা! বৃন্দাবনের পক্ষিগুলি শ্রীকৃষ্ণকে এত ভালবাসে কেন ? যাহারা বনে থাকে, গাছে গাছে উড়িয়া বেড়ায়; তাহারাও প্রাণ দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসে। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বা দূর হইতে তাঁহার বেণুগান শুনিবামাত্র তাহারা দলে দলে উড়িয়া আসে, নিকটবর্তি গাছের ডালে আসিয়া বসে। সমাধিমগ্ন মুনি-ঋষির ন্যায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া বসিয়া থাকে। নিকটেই কচি কচি পাতা ও ফলাদি রহিয়াছে, ইচ্ছা করিলেই খাইতে পারে, কিন্তু খায় না। নিরব নিষ্পন্দ তাহাদের মূর্তি। কাহারো কাহারো চক্ষু অর্ধনিমীলিত। দরদর-ধারে অশ্রুধারা ঝরিতে থাকে। কাহারো কাহারো মুখে অস্ফুটভাবে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" এই নাম উচ্চারিত হয়। সুতরাং মনে হয়, উহারা প্রায়শঃ মুনি। শুধু মুনিই নহে, ভাগবত-প্রবর মুনি। বেদকল্পতরুর শাখা

"সুপ্রণয়ী রাধাকৃষ্ণ ক্রীড়ামোদ-রঙ্গে। মৃদুহাস্যমুখী প্রিয় সখীদের সঙ্গে ॥
স্বচ্ছন্দে হাসিমাখা মধুর আননে। নিরত হইলে যাদের কুসুমচয়নে ॥
প্রেমরঙ্গী যুগলের নিয়ত নূতন। কেলি-কলহ-লীলা করিয়া দর্শন ॥
পুষ্প-বিকাশের ছলে হাস্যের বিলাস। মনোহর রূপে যারা করিছে প্রকাশ ॥
সে সকল লতিকা এ ব্রজের মাঝারে। একান্ত সেবনযোগ্য প্রীতিসহকারে ॥" ৭৩ ॥

ত্যাগ করিয়া যাহা হইতে কৃষ্ণ-দর্শন হয়, সেই বৃন্দাবনের তরুশাখাকে আশ্রয় করিয়াছে। উহারা কৃষ্ণানুরাগী। তাই গাছে বসিয়া কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে উহারা বিভোর হইয়া যায়।'

শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে যে সব পক্ষিকুলের স্তব করিতেছেন—তাহারা সর্বদা শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের সান্নিধ্যে অবস্থানহেতু তাঁহাদের অতি সুপরিচিত ও পরম প্রিয়। এই সব পক্ষী ও শুকসারি প্রভৃতি নিশান্তকালে কলরবে ও শ্রীযুগলের মধুর প্রবোধনী-গীতি গাহিয়া তাঁহাদের জাগরিত করিয়া থাকে।

"বৃন্দা-বিপিনহিঁ সব দ্বিজকুল। কূজয়ে চৌদিশে হোই আকুল ॥
সারী শুক তহিঁ কোকিল মেলি। কপোত ফুকারত অলিকুল কেলি ॥
ময়ূর-ময়ূরী-ধ্বনি শুনিতে রসাল। বানরী-রব তহিঁ অতি সুবিশাল ॥
ঐছন শবদ ভেল বন মাহ। জাগল দুহুঁ জন নাগরী নাহ ॥
আলসে দুহুঁ তনু দুহুঁ নাহি তেজে। শুতি রহল পুন কিশলয়-শেজে ॥
পুনহিঁ ফুকারই শারী সুকীর। ঐছন যৈছে সুধারস গির ॥
কব বলরাম শুনব তঁহি শ্রবণে। রাধামাধব হেরব নয়নে ॥"

"বৃন্দা-বচনহিঁ, উঠই ফুকারই, শুক পিক শারীক পাঁতি।
শুন তহিঁ জাগি, পুন দুহুঁ ঘুমল, নায়রী কোরহিঁ যাতি ॥
হরি হরি জাগহ নাগর কান।
বর পামর বিহি, কিয়ে দুখ দেয়ল, রজনী হোয়ল অবসান ॥
আওল বাউরী, বরজ-মহেশ্বরী, বোলত পুন দধিলোল।
শুনইতে কাতর, বিদগধ নাগর, থোর নয়ন-যুগ খোল ॥
নাগরী হেরি, পুনহিঁ দিঠি মুদল, পুলক-মুকুল ভরু অঙ্গে।
বলরাম হেরি, কবহু সুখ-সায়রে, নিমজব রঙ্গ-তরঙ্গে ॥" (পদকল্পতরু)

এইসব পক্ষিকুল নানা দৌত্যকার্যে, শ্রীশ্রীরাধামাধবের গুণ-বর্ণনে সসখী যুগলের অপার আনন্দ বিধান করিয়া থাকে। কখনো বা শুকসারি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার পক্ষাবলম্বনে অপূর্ব কলহবিস্তার করিয়া সখীগণসহ যুগলের অতীব উল্লাস-বর্ধন করিয়া থাকে। † শ্রীপাদ বলিতেছেন—'সেই শ্রীযুগলের অতি প্রিয় পক্ষিগণ আমায় কৃপাবলোকনে সুখী করুন।'

"বৃন্দাবনে পক্ষিগণে, যুগলের সন্নিধানে,
নিরন্তর করে অবস্থান।
রসমগ্ন সুচতুর, ধ্বনি করি সুমধুর,
করে দোঁহার আনন্দ-বর্দ্ধন ॥

† শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃত, শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতাদি গ্রন্থে পক্ষিকুলের এইসব যুগলসেবা দ্রষ্টব্য।

চূতেষ্বেষু কদম্বকেষু বকুলেষ্বন্যেষু বৃক্ষেষ্বলং
প্রীত্যা মাধবিকাদি-বল্লিষু তথা ভাঙ্কারনাদৈর্দ্বয়োঃ।
যে ভৃঙ্গাঃ পরিতস্তয়োঃ সুখভরং বিস্তারয়ন্তি স্ফুটং
গুঞ্জন্তো বত বিভ্রমেণ নিতরাং তানেব বন্দামহে ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ। আম্র, বকুল ও কদম্বাদি বৃক্ষে এবং মাধবী প্রভৃতি লতাতে যে **ভৃঙ্গকুল** অব্যক্ত-মধুর নাদে গতাগতি করত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চারিদিকে গুঞ্জন করিতে করিতে তাঁহাদের সুখাতিশয় বিস্তার করিয়া থাকেন, আমি তাঁহাদিগকে সযত্নে বন্দনা করি ॥ ৭২ ॥

টীকা। ভাবোদ্দীপকত্বেন তয়োঃ সুখকরান্ ভৃঙ্গান্ স্তৌতি—চূতেষ্বিতি। নিতরাং কায়োমনোবচোভিস্তান্ ভৃঙ্গানেব বন্দামহে স্তুমঃ। তে কে যে ভৃঙ্গা ভ্রমরা বিভ্রমেণ গতায়াতক্রমেণ গুঞ্জন্তঃ শব্দং কুর্ব্বন্তঃ সন্তঃ তথা অনুভূত ভাঙ্কারনাদৈস্তজ্জাতিশব্দৈস্তয়োর্দ্বয়োঃ পরিতশ্চতুর্দ্দিক্ষু সুখভরং সুখাতিশয়ং স্ফুটং স্পষ্টং বিস্তারয়ন্তি। চূতাদিষ্বিত্যাদি সুগমম্। ননু তথা ভাঙ্কারনাদৈরিত্যনেনৈব বিবক্ষিতার্থস্য প্রতীতত্বে গুঞ্জন্ত ইতি। পুনরুক্তরূপার্থদোষে কা গতিরিতি। উচ্যতে। বিভ্রমেণ গুঞ্জন্ত ইত্যনেন যাদৃক্ প্রতীতি—স্তাদৃক্ কেবল ভাঙ্কারনাদৈরিত্যনেন ন প্রতীয়তে। তথাচৈকত্রস্থিতানামপি ভ্রমরাণাং ভাঙ্কারনাদাঃ সম্ভবন্তি তে ত্বত্র নেষ্টা ইতি ন দোষঃ। বৈয়াকরণাদৌ বক্তরি প্রতিপাদ্যে বা রৌদ্রাদৌ চ রসে ব্যঙ্গ্যে কষ্টত্বং গুণ ইত্যত্র বৈয়াকরণাদাবিত্যাদিপদেন প্রেমোন্মত্তস্য গ্রহণাত্তস্যোক্তৌ চূতেষ্বিত্যাদি পূর্ব্বার্দ্ধস্য শ্রুতিকটুত্বং পরাহতম্ ॥ ৭২ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ দাসগোস্বামিচরণ এই শ্লোকে বৃন্দাবনের বৃক্ষ-লতার প্রস্ফুটিত কুসুমসমূহে গুঞ্জনরত ব্রজবনের ভৃঙ্গাবলীর বন্দনা করিতেছেন। কোন মহাজন ভৃঙ্গরূপে ব্রজের বৃক্ষবল্লরীর কুসুমরাজির মকরন্দরস-পানে উন্মত্ত হইয়া গুঞ্জনছলে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রসগান করিতেছেন, তাহা কে বলিতে পারে? যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্রগণেরও দুর্লভ শ্রীশ্রীরাধামাধবের পদাঙ্কমূলে নিপতিত হইয়া নিবিড় চুম্বনে শ্রীচরণকমলের মকরন্দরসপানে কৃতার্থ হইয়া থাকে যে ভৃঙ্গকুল। যাহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের অলৌকিক শ্রীঅঙ্গগন্ধে উন্মাদিত হইয়া তাঁহাদের চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহাদের শ্রীঅঙ্গ-সৌরভ-সুধারস আস্বাদন করিয়া বিমত্ত হইয়া থাকে, সেই সব ভ্রমরকুল যে যথার্থতই ধন্য, ইহাতে সন্দেহ কি? শ্রীপাদ রঘুনাথ সেই ভৃঙ্গসমূহের বন্দনা করিতে গিয়া বলিলেন—'আম্র, বকুল, কদম্বাদি বৃক্ষ ও মাধবী প্রভৃতি লতাসমূহে অব্যক্ত মধুর নাদপূর্বক গতাগতি করিতে করিতে যে সব ভৃঙ্গকুল

সেই সব পক্ষিগণে, করুণ-নয়ান-কোণে,
আমা' পানে বারেক তাকাও।
প্রেমে কণ্ঠ ফুলাইয়া, রসে ডগমগি হৈয়া,
গুণ গাব এই মতি দাও ॥" ৭১ ॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চারিদিকে গুঞ্জন করত তাঁহাদের সুখাতিশয় বিস্তার করিয়া থাকে।' শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিলাসরসের বিশেষ উদ্দীপক ভৃঙ্গের ঝঙ্কার। যেন মদনরাজের জয়ঢক্কা। বিষম কুসুমবাণের ন্যায় যুগলকে বিলাস-বাসনায় অধীর করিয়া তুলে ভৃঙ্গের মধুর গুঞ্জন। অভিনব বৃন্দাবন-কন্দর্প শ্রীশ্যাম-সুন্দরের এবং কোটিরতি নির্মঞ্ছিত-চরণা মহাভাবময়ী শ্রীবৃষভানুনন্দিনীরই লীলাগানে তারা উন্মত্ত। বৃন্দাবনের চিন্ময় বৃক্ষলতার অপ্রাকৃত কুসুমের মকরন্দরসপানে ভৃঙ্গকুলের মন-প্রাণ অনুরূপ উপাদানেই গঠিত। এইজন্যই তাহাদের গুঞ্জন শ্রবণে যুগলের মনে প্রাণে সেই জাতীয় সুখাতিশয়ের বিস্তার হইয়া থাকে।

ভৃঙ্গের ঝঙ্কার শ্রীশ্রীরাধামাধবের নানাবিধ লীলামাধুরীর উদ্দীপন ঘটাইয়া তাঁহাদের সুখাতিশয় বিস্তার করিয়া থাকে। শ্রীশ্রীরাধামাধব মাধবীকুঞ্জে রত্নাসনে উপবিষ্ট আছেন। সখীগণ-সঙ্গে হাস্য-পরিহাসরসে সকলে নিমগ্ন। অলিকুল শ্রীযুগলের শ্রীঅঙ্গসৌরভে সমাকৃষ্ট হইয়া ফুলবন ত্যাগ করত নিকুঞ্জে যুগলের চারিদিকে ঝঙ্কার করিয়া বেড়াইতেছে।

"তরু সব পুলকিত ভ্রমরের গণ। সৌরভে ধায়ল ছাড়ি ফুলবন॥
শ্রম-ভরে বৈঠল মাধবী কুঞ্জ। রাই মুখ-কমলে পড়য়ে অলিপুঞ্জ॥
লীলাকমলহিঁ কানু তাহা বারি। 'মধুসূদন গেও' কহত উচারি॥
এত শুনি রাই বিরহে ভেল ভোর। কহ রাধামোহন অনুরাগ ওর॥"

শ্রীকৃষ্ণের লীলাকমল-চালনায় ভৃঙ্গটি চলিয়া গেলে শ্রীকৃষ্ণ ও সখীগণ যেমনি বলিলেন—'মধুসূদন চলিয়া গেল', তেমনি শ্রীরাধার মহাভাবসিন্ধুতে প্রেমবৈচিত্ত্য-রসের তরঙ্গ জাগিল।

"প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষাধিয়াত্তিস্তৎপ্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥" (উঃ নীঃ)

"প্রেমের উৎকর্ষবশতঃ প্রিয়ব্যক্তির সন্নিধানে থাকিয়াও তাঁহার বিচ্ছেদভয়ে যে পীড়ার অনুভব হয়, তাহাকেই 'প্রেমবৈচিত্ত্য' বলা হয়।" অর্থাৎ অনুরাগের আতিশয্য-বশতঃ তৎকালে বুদ্ধি-বৃত্তি এত সূক্ষ্ম হইয়া যায় যে, অতি সূক্ষ্মসূচির ছিদ্রে যেমন একগাছি সূতাই গলিতে পারে, দুইগাছি বা তিনগাছি গলে না ; তদ্রূপ অনুরাগিণীর বুদ্ধিবৃত্তি তখন শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার লীলা যুগপৎ দুইটি বস্তু গ্রহণে সক্ষম হয় না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের লীলাতে বুদ্ধি প্রবিষ্ট হইলে তাঁহাকে আর অনুরাগিণী দেখিতে পান না। তখন বিরহব্যাকুল প্রাণে বিলাপ করিতে থাকেন—

"রসবতী বৈঠি রসিকবর-পাশ। রোই কহই ধনী বিরহ-হুতাশ।
আর কি মিলব মোহে রসময় শ্যাম। বিরহ-জলধি কব পঙরব হাম॥
নিকটহিঁ নাহ না হেরই রাই। সহচরী কত পরবোধই তাই॥
কানু চমকি তব্ রাই করু কোর। গোবিন্দদাস হেরি ভেল ভোর॥" (মহাজন)

পুষ্পৈর্যস্য মুদা স্বয়ং গিরিধরঃ স্বৈরং নিকুঞ্জেশ্বরীং
ফুল্লাং ফুল্লতরৈরমণ্ডয়দলং ফুল্লো নিকুঞ্জেশ্বরঃ।
ঈষন্নেত্র-বিঘূর্ণনেন কলিতস্বাধীন উচ্চস্তয়া
শ্রীমান্ স প্রথয়ত্বহো মম দৃশোঃ সৌখ্যং কদম্বেশ্বরঃ ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ। প্রেয়সী শ্রীরাধার ঈষৎ নয়ন-ঘূর্ণনে সাতিশয় বশীভূত হইয়া নিকুঞ্জেশ্বর গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণ প্রফুল্লিতচিত্তে যাহার সুবিকশিত কুসুমদ্বারা হর্ষভরে প্রফুল্লিত-চিত্তা নিকুঞ্জেশ্বরী শ্রীরাধাকে বিভূষিত করিয়াছিলেন, সেই সুশোভন **কদম্বেশ্বর** (বিশাল কদম্ববৃক্ষ) আমার নেত্রসুখ বিস্তার করুন ॥৭৩॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণেন শ্রীরাধিকাভূষণসাধনং কদম্বশ্রেষ্ঠং স্তৌতি—পুষ্পৈরিতি। স কদম্বেশ্বরো মম দৃশোর্লোচনয়োঃ সৌখ্যমানন্দমহোযুগপৎ তদ্ভূষণ-সমকালমেব প্রথয়তু বিস্তারয়তু। অহো প্রশ্নে বিতর্কে চ সহসা কল্য ইষ্যতে। বিদ্যমানে চ সাদৃশ্য যৌগপদ্যেত্যাদি মেদিনী। সুখপ্রথন-প্রয়োজনমাহ গিরিধরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়ং যস্য পুষ্পৈর্মুদা হর্ষেণ স্বৈরং স্বেচ্ছং যথাস্যাত্তথা নিকুঞ্জেশ্বরীং রাধামলমতিশয়মমণ্ডয়দ-ভূষয়ৎ। কিম্ভূতাং ফুল্লাং প্রফুল্লাং সানন্দামিতি যাবৎ। পুষ্পৈঃ কিম্ভূতৈঃ ফুল্লতরৈরত্যন্তবিকাশিতৈঃ। স কিম্ভূতঃ ফুল্ল সানন্দঃ নিকুঞ্জেশ্বরশ্চ। পুনঃ কিম্ভূতঃ স তয়া রাধয়া ইষন্নেত্র-বিঘূর্ণনেন কলিতঃ স্বাধীনঃ কৃতস্বায়ত্তঃ ॥ ৭৩ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। এই শ্লোকে কদম্বেশ্বরের বা বৃন্দাবনীয় বিশাল কদম্ববৃক্ষের বন্দনা। বন্দনার মাধুর্যে বুঝা যায়, একটি লীলাবিশেষের অনুভব লইয়াই এই শ্লোকের উক্তি। অতীত লীলার স্মৃতি জাগিয়াছে। শ্রীপাদের অনির্বচনীয় ভাবশুদ্ধি। চিত্ত-মন সর্বদা লীলারসে ডুবিয়া আছে। ভজনের অনুভব কেহই প্রকাশ করেন না। আচার্যপাদগণ কৃপা করিয়া স্বীয় অনুভব লিপিবদ্ধ করিয়া

শ্রীশ্রীরাধামাধবের এইসব অপূর্ব রসমাধুরী প্রকাশের হেতু হয় শ্রীবৃন্দাবনের ভৃঙ্গাবলী। আরও নানা লীলার উদ্দীপন ঘটাইয়া তাহারা যুগলের নিরতিশয় সুখাস্বাদনের হেতু হইয়া থাকে। শ্রীপাদ বলিলেন—'আমি সেই ভৃঙ্গকুলকে সযত্নে অর্থাৎ কায়-মনো-বাক্যে বন্দনা করি।'

"আম্র-কদম্ব-বকুলে, মাধবী আদি লতাকুলে,
মধু পিয়ে যেবা ভৃঙ্গগণ।
মধুর অব্যক্ত নাদে, বৃক্ষে বৃক্ষে গতায়াতে,
পুঞ্জে পুঞ্জে করয়ে গুঞ্জন ॥
রাধাগোবিন্দের যারা, মধুর ঝঙ্কার দ্বারা,
বিস্তারিছে অতিশয় সুখ।
তাদের বন্দনা করি, মাধুকরী ব্রত করি,
গুণ গাব হেরি চন্দ্রমুখ ॥" ৭২ ॥

রাখিয়াছেন। ত্রিতাপদগ্ধ মায়ামুগ্ধ জীবের প্রতি করুণা করিয়া শ্রীপাদ গোস্বামিগণ যে জড়জগতের অতীত রম্যভাবলোকের বার্তা শুনাইয়াছেন, তাহা আনন্দময়-ধামের সন্ধান দিয়া জীবকুলকে ধন্য করিয়াছে।

একদা স্ফুরণে শ্রীপাদ রঘুনাথ দেখিতেছেন—তিনি কিঙ্করীরূপে শ্রীমতী রাধারাণীকে অভিসার করাইয়া নিকুঞ্জে শ্যামসুন্দরের সহিত মিলিত করিয়াছেন। পরস্পরের সান্নিধ্য উভয়কেই উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। কিঙ্করী কুঞ্জদ্বার রুদ্ধ করত লতারন্ধ্রে নয়ন দিয়া যুগলের নিভৃত বিসাস-মাধুরী আস্বাদন করিতেছেন। কি বিচিত্র বিলাসপরিপাটী। রসসিন্ধু ও ভাবসিন্ধুর উচ্ছ্বসিত বিলাসতরঙ্গসমূহে কিঙ্করীর নয়নশফরী মহাসুখে সন্তরণ করিতেছে।

বিলাসের অবসান হইয়াছে। শ্রান্ত, ক্লান্ত শ্রীযুগল বিলাস-শয্যোপরি পরস্পরের অঙ্গে হেলান দিয়া বসিয়াছেন। যেন উভয়েই উভয়ের তাকিয়া। বিলাসান্তে স্বামিনীর মুখকমল দর্শনে শ্যামসুন্দর আত্মহারা। "লীলা-অন্তে সুখে ইঁহার যে অঙ্গমাধুরী। তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাসরি।।" (চৈঃ চঃ)। শ্যামস্বামিনীর বদনপানে তাকাইয়া তাঁহার অদ্ভুত অঙ্গমাধুরী নয়নচষকে আস্বাদন করিতেছেন। স্বামিনীর অঙ্গ হইতে যেন মাধুরীধারা ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। তৃষিত চকোরের ন্যায় মাধুরীসুধা পানে শ্যাম যেন সংজ্ঞাহারা। শ্রীমতী স্বাধীনভর্তৃকা-দশা প্রাপ্ত। "স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীনভর্তৃকা" (উঃ নীঃ)। 'কান্ত যাঁহার অধীন হইয়া সর্বদা সমীপে অবস্থান করেন, তাঁহাকে স্বাধীনভর্তৃকা বলা হয়।' ঈষৎ নয়ন-ঘূর্ণনে শ্যামসুন্দরের বদনে ভাবময় কটাক্ষপাত করিয়া স্বামিনী বলিতেছেন—'শ্যাম! আমার বেশভূষাদি বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছ, পূর্বের মত সাজাইয়া দাও, সখীগণ দেখিলে হাস্য করিবে।'

"রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরুষ্ব কপলয়োর্ঘটয় জঘনে কাঞ্চীমঞ্চ স্রজা কবরীভরম্।
কলয় বলয়শ্রেণীং পাণৌ পদে কুরু নূপুরাবিতি নিগদিতঃ প্রীতঃ পীতাম্বরোঽপি-তথাকরোৎ।।"
(গীতগোবিন্দম্)

'হে প্রিয়! আমার কুচযুগলে মকরীপত্র রচনা কর, কপোলে চিত্ররচনা করিয়া দাও, জঘনে কাঞ্চী পরাইয়া দাও, কবরীভারে মাল্য অর্পণ কর, হস্তে বলয়শ্রেণী ও চরণে নূপুর পরাইয়া দাও।' শ্রীমতীর আদেশানুরূপ শ্যামও তাঁহার রূপসজ্জায় মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার বেশ বিন্যাস করিতে করিতে শ্যামের অঙ্গে অপূর্ব সাত্ত্বিক-বিকার। অবহেলায় যিনি সপ্ত অহোরাত্র গিরিধারণ করিয়াছিলেন, তিনিও সামলাইতে পারিতেছেন না। পুলক, কম্প, স্বেদাদি প্রকাশ পাইতেছে। স্বামিনীও শ্যামসুন্দরের করস্পর্শে উৎফুল্লিতা, স্বেদাক্ত কলেবরা। কিঙ্করী মধুর বীজনদ্বারা যুগলের ঘর্মবিন্দু লুপ্ত করিতেছেন। কি পরিপাটীর রূপসজ্জা! দেখিতে দেখিতে দাসী আত্মহারা। সাধক চিন্তায় এই রসমাধুর্যের আস্বাদন

নীচৈঃ প্রৌঢ়ভয়াৎ স্বয়ং সুরপতিঃ পাদৌ বিধৃত্যেহ যৈঃ
স্বর্গঙ্গাসলিলৈশ্চকার সুরভিদ্বারাভিষেকোৎসবম্।
গোবিন্দস্য নবং গবামধিপতা রাজ্যে স্ফুটং কৌতুকা-
ত্তৈর্যৎ প্রাদুরভূৎ সদা স্ফুরতু তদ্গোবিন্দকুণ্ডং দৃশোঃ ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণের নিকট অপরাধ করত সাতিশয় ভয়ে কাতর হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং দীনভাবে যাঁহার পাদগ্রহণপূর্বক সুরভিদ্বারা মন্দাকিনীর জলে কৌতুকভরে গাভীগণের আধিপত্য-রাজ্যে

প্রাপ্ত হন। ভাবনার আস্বাদন অতি মধুর। সামাজিক সাধক ভাবনার সহায়তায় অলৌকিক রসরাজ্যে পৌঁছিয়া প্রত্যক্ষের ন্যায়ই লীলার মাধুরী আস্বাদন করেন।

শ্রীমতীর বেশ-ভূষার নিমিত্ত শ্যাম কুসুম-চয়ন করিতেছেন। বিশাল কদম্বতরু হইতে ভ্রমর-কুল-নিষেবিত কদম্বকুসুম-চয়ন করিয়া আনিলেন। কদম্ব-কুসুমদ্বারা গর্ভকহার রচনা করিয়া কেশ-বিন্যাস করিলেন। কদম্বকুসুমের পত্রপুষ্পাদিময়ী অপূর্ব মাল্যরচনা করিয়া গলদেশে পরাইয়া দিলেন। কর্ণদ্বয়ে সপত্র কদম্বফুল পরাইলেন। শ্রীমতীর কি অপূর্ব শোভা! যেন নিকুঞ্জেশ্বরী। ঈশ্বরীকে কি পূজা করিতে হয় না? প্রেমের পূজারী শ্যাম সাশ্রুনেত্রে কদম্ব-কুসুমরাজি শ্রীমতীর শ্রীচরণে দিয়া দেহ-মন-প্রাণ সবই তাঁহার শ্রীচরণে সমর্পণ করিলেন! কিঙ্করী তুলসী যুগললীলা-দর্শনে আত্মহারা! স্বামিনীর অভ্যুদয়ে মন-প্রাণ অজানা আনন্দের রাজ্যে চলিয়া গিয়াছিল। সেই মধুময়ী লীলার স্মৃতি বুকে লইয়াই শ্রীপাদ সেই **কদম্বেশ্বরের** বন্দনা করিলেন এই শ্লোকে।

"বিশাল কদম্ব-ডালে, প্রফুল্ল কদম্বফুলে,
যার শোভা কহনে না যায়।
কুঞ্জেশ্বর গিরিধরে, পুষ্প হেরি হর্ষভরে,
সানন্দে চয়ন করি তায় ॥
কুঞ্জেশ্বরী শ্রীরাধিকা, রূপে গুণে সর্বাধিকা,
প্রফুল্লিতা না ধরে আনন্দ।
কদম্বের ফুলসাজে, নিজ হাতে রসরাজে,
সাজাইছে রচিয়া প্রবন্ধ ॥
স্বাধীন-ভর্তৃকা রাধা, পুরাইছে মন-সাধা,
যে কদম্বের পরি ফুলহার।
সে শ্রীমান্ কদম্বেশ্বর, যার তলে বিলাসঘর,
নেত্রোৎসব করুন আমার ॥" ৭৩ ॥

গোবিন্দের অভিষেক সম্পন্ন করিয়াছিলেন, সেই অভিষেক-জলে যাঁহার আবির্ভাব, সেই **শ্রীগোবিন্দকুণ্ড** আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৭৪ ॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণাভিষেক-জলজনিতং গোবিন্দকুণ্ডং স্তৌতি—নীচৈরিতি। তদ্গোবিন্দকুণ্ডং দৃশোর্লোচনয়োঃ সদা স্ফুরতু গোচরো ভবতু। কিং তৎ তৈর্জলৈর্যৎ প্রাদুর্ভূতং প্রকটং বভুব। কৈঃ সুরপতিরিন্দ্রঃ স্বয়ং পাদৌ বিধৃত্য যৈঃ স্বর্গঙ্গাসলিলৈঃ সুরভিদ্বারা গোবিন্দস্য গবামধিপতা-রাজ্যে গোপাল-কত্বে অভিষেকোৎসবং কৌতুকাৎ স্ফুটং চকার। তৈঃ কথং নীচৈঃ প্রৌঢ়ভয়াৎ নীচৈস্তদপেক্ষয়া নিকৃষ্টস্য অর্থাদাত্মনো যৎ প্রৌঢ়ং গর্ব্বস্তস্মাৎ যদ্ভয়ং তস্মাৎ। নীচৈরিতি সান্তমব্যয়ম্। তথা চ মেদিনী নীচৈঃ স্বৈরাল্পয়োর্মতমিতি ॥ ৭৪ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ গোস্বামিচরণ এই শ্লোকে শ্রীগিরিরাজের তটে বিরাজিত শ্রীগোবিন্দকুণ্ডের স্তব করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিশেষের মধ্য দিয়া অনাদিসিদ্ধ শ্রীগোবিন্দকুণ্ডের আবির্ভাব। স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনেরও পূজ্য নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীনন্দাদি গোপগণের পূজা গ্রহণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র অজ্ঞতাবশতঃ যে মহা অপরাধপঙ্কে নিমজ্জিত হইতেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি করুণা করিয়াই নন্দাদি গোপগণকে ইন্দ্রপূজা ত্যাগ করাইয়া গোবর্ধন-যাগে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দ্র ঐশ্বর্যমদের নীচতা বা অজ্ঞতাবশতঃ স্বীয় পূজালোপে ক্ষুব্ধ হইয়া প্রলয়কালীন মেঘগণকে ব্রজধাম ধ্বংসের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং সপ্ত অহোরাত্র প্রবল বারিপাত ও বজ্রপাতাদিদ্বারা ব্রজধামের অনিষ্ট-সাধনের চেষ্টা করিয়া মহা অপরাধ-সঞ্চয় করিয়াছিলেন। শেষে ব্রহ্মার পরামর্শে সুরভি-মাতার সহিত ব্রজধামে আসিয়া গোবর্ধন-পর্বতে সুখাসীন শ্রীকৃষ্ণের দীনভাবে স্তুতি ও সুরভি-মাতার সহিত মন্দাকিনী-নীরে অভিষেক করিয়াছিলেন।[1] এ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা হইতে জানা যায়—

"গোবর্দ্ধনে ধৃতে শৈল আসারাদ্রক্ষিতে ব্রজে। গোলোকাদাব্রজৎ কৃষ্ণং সুরভিঃ শক্র এব চ ॥
বিবিক্ত উপসঙ্গম্য ব্রীড়িতঃ কৃতহেলনঃ। পস্পর্শে পাদয়োরেনং কিরীটেনার্কবর্চ্চসা ॥
দৃষ্টশ্রুতানুভাবোহস্য কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ। নষ্টত্রিলোকেশমদ ইন্দ্র আহ কৃতাঞ্জলিঃ ॥"(১০।২৭।১-৩)

"শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন-ধারণ করত প্রবল বৃষ্টিপাত হইতে ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিলে গো-লোক (গাভীগণের লোক) হইতে সুরভি ও ইন্দ্র আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণাগত হইলেন। সামান্য নরবালক-বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন বলিয়া ইন্দ্র অতিশয় লজ্জিত হইয়া নির্জনে শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে সূর্যতুল্য দীপ্তিশালী কিরীটস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। অসীম প্রভাবশালী নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন-ধারণাদি মহাপ্রভাব দর্শন এবং ব্রহ্মাদির নিকট তাঁহার নানাবিধ মহাপ্রভাবের কথা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রের 'আমিই ত্রিভুবনের ঈশ্বর' এই অভিমান চূর্ণ

[1] গোবর্ধনাশ্রয়-দশকের দ্বিতীয় শ্লোকের স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

হইয়াছিল, তিনি করজোড়ে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন।" শ্রীইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের নানা ঐশ্বর্যময় স্তব করিলে পরম কৃপাময় শ্রীব্রজরাজনন্দন হাসিতে হাসিতে মেঘ-গম্ভীর বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন—

"ময়া তেহকারি মঘবন্ মখভঙ্গোহনুগৃহ্নতা। মদনুস্মৃতয়ে নিত্যং মত্তস্যেন্দ্রশ্রিয়া ভৃশম্ ॥
মামৈশ্বর্য্যশ্রীমদান্ধো দণ্ডপাণিং ন পশ্যতি। তং ভ্রংশয়ামি সম্পদ্ভ্যো যস্য চেচ্ছাম্যনুগ্রহম্ ॥
গম্যতাং শক্র ভদ্রং বঃ ক্রিয়তাং মেঽনুশাসনম্।
স্থীয়তাং স্বাধিকারেষু যুক্তৈর্বঃ স্তম্ভবর্জিতৈঃ ॥" (ঐ)

"হে দেবরাজ! তুমি ইন্দ্রপদের মোহে সাতিশয় মত্ত হইয়া পড়িয়াছিলে, আমি তোমার চিত্তে নিরন্তর আমার স্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য অনুগ্রহপূর্বক তোমার যজ্ঞ লোপ করিয়াছি। যাহারা প্রভুত্ব ও ধনমদে মত্ত হইয়া যায়, তাহারা আমাকে সকলের শাসনকর্তা বলিয়া ধারণা করিতে পারে না। তাহাদের মধ্যে আমি যাহাকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করি, তাহাকে সম্পদ্ হইতে চ্যুত করিয়া থাকি। হে ইন্দ্র! তুমি স্বস্থানে গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক, তোমরা আমার শাসন অঙ্গীকার-পূর্বক সাবধান ও নিরহঙ্কার হইয়া স্ব-স্ব অধিকারে অবস্থান কর।" অতঃপর সুরভিমাতা তাঁহার সন্তানগণসহ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ বন্দনা করত তাঁহার মনোহর স্তব করিলেন এবং স্বীয় দুগ্ধধারা-প্রবাহে এবং দেবগণসহ স্বর্গঙ্গা মন্দাকিনীর জলে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করিয়া তাঁহাকে গোগণের ইন্দ্র বা **গোবিন্দ** আখ্যা প্রদান করিলেন। তৎকালে তুম্বুরু, নারদ প্রভৃতি এবং গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও চারণাদি শ্রীকৃষ্ণের নির্মল যশোগান করিতে লাগিলেন এবং অপ্সরাগণ পরমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। দেবগণ আকাশ হইতে প্রচুর পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। পৃথিবী গোগণের দুগ্ধধারায় কর্দমাক্ত হইল, নদীসমূহে ঘৃত, ক্ষীরাদি প্রবাহিত হইতে লাগিল, বৃক্ষ-লতা হইতে মধুধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল, ভূমি কর্ষণাদির অপেক্ষা না রাখিয়াই ব্রীহি, যবাদি শস্যসমূহ উৎপন্ন ও সুপক্ক হইতে লাগিল, পর্বতরাজির খনি হইতে অসংখ্য মণিরত্নাদি প্রকাশিত হইয়া ধরণী এক অভিনব সাজে সুসজ্জিতা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের সেই অভিষেক-নীরে শ্রীগোবর্ধনতটে স্বপ্রকাশ **শ্রীগোবিন্দকুণ্ড** প্রকটিত হইলেন। শ্রীপাদ বলিতেছেন—'সেই গোবিন্দকুণ্ড আমার নয়ন-গোচর হউন।'

"ষড়ৈশ্বর্য্য যাঁর পদে, সে গোবিন্দ-গোচরেতে,
গর্ব্ব অতিশয় তুচ্ছ হয়।
ভয়ে দেবরাজ ইন্দ্রে, গোবিন্দ-পদারবিন্দে,
শরণেতে পড়িয়া লোটায় ॥
কত না মিনতি করি, স্তুতি করে করযোড়ি,
সুরভি-দুগ্ধ-মন্দাকিনী নীরে।
সেই সুরপতি ইন্দ্রে, কৃপাময় শ্রীগোবিন্দে,
অভিষেক করে ভক্তিভরে ॥

ব্রজেন্দ্রবর্য্যার্পিত-ভোগমুচ্চৈর্ধৃত্বা বৃহৎকায়মঘারিরুৎকঃ।
বরেণ রাধাং ছলয়ন্ বিভুঙ্ক্তে যত্রান্নকূটং তদহং প্রপদ্যে ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ অতি সুবৃহৎ কায় ধারণপূর্বক বরদানে শ্রীরাধায় ছলনা করিয়া ব্রজেন্দ্র শ্রীনন্দমহারাজকর্তৃক সমর্পিত অন্নকূট-ভোজন করিয়াছিলেন, আমি সেই **স্থানের** আশ্রয় গ্রহণ করি ॥ ৭৫ ॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণস্য তাদৃক্ লীলাসহায়ত্বেন জনিতানন্দমন্নকূটং স্তৌতি—ব্রজেন্দ্রেতি। অহং তদন্নকূটং এতন্নাম্না প্রসিদ্ধং স্থানং প্রপদ্যে শ্রীকৃষ্ণস্য তত্তল্লীলামনুভবিতুমাশ্রয়ে। যথান্নকূটে অঘারিঃ শ্রীকৃষ্ণো বৃহৎকায়ং পর্ব্বত-শরীরং ধৃত্বা উৎক উৎসুকঃ সন্ বরেণ পর্ব্বতোহস্মি মত্তো স্বয়ং বরং বৃণুষ্বেত্যাকারকেণ রাধাং ছলয়ন্ আত্মানং পর্ব্বতরূপেণ নিষ্কপটং সংগ্রাহয়ন্ ব্রজেন্দ্রবর্য্যার্পিত ভোগং বিভুঙ্ক্তে বিশেষেণাভ্যবহরতি। ব্রজেন্দ্রবর্য্যেণ শ্রীনন্দেন অর্পিতঃ সমর্পিতো ভোগোহভ্যবহারযোগ্যং নৈবেদ্যাদিকং যস্মৈ তৎ ॥ ৭৫ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ এই শ্লোকে অন্নকূট-ভোজন-স্থানের স্তব করিতেছেন। ইন্দ্রযাগ খণ্ডন করিয়া গোবর্ধন-যাগের প্রবর্তনকালে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ অতি বিশাল কলেবর ধারণ করত নিজেকে গোবর্ধন-পর্বত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া শ্রীনন্দমহারাজের প্রদত্ত বিপুল অন্নকূট-ভোগ ভোজন করিয়াছিলেন। "কৃষ্ণস্ত্বন্যতমং রূপং গোপবিশ্রম্ভণং গতঃ। শৈলোহস্মীতি ব্রুবন্ ভূরি বলিমাদদ্বৃহদ্বপুঃ ॥" (ভাঃ-১০।২৪।৩৫)। "শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের বিশ্বাস-উৎপাদনের জন্য অন্য একটি বিশাল মূর্তি প্রকাশ করিলেন এবং 'আমিই গোবর্ধন' এই কথা বলিয়া সেই প্রকাণ্ড-মূর্তিতে গোপগণের প্রদত্ত ভূরি ভোজ্যাদি ভোজন করিলেন।"

শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থে (পূর্ব-২৮শ পূরণ) সেই বৃহত্তর মূর্তিতে অন্নকূটভোজন-প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন—

"অন্নান্যাঢ়ককোটিতণ্ডুলকৃতান্যাদায় তদ্ব্যঞ্জনান্যপ্যেষ প্রতিকূটমেককবলপ্রাপ্তান্নমাদত্তথা।
মধ্যং মধ্যমনুপ্রকৃষ্য তু যথা নীরং পিবন্ পল্বলান্ কুণ্ডান্যাশু সরাংসি কিঞ্চ সরিতো নিন্যে ক্ষয়ং সর্ব্বতঃ॥
যদা গ্রাসায় স করং প্রসারয়তি চাগ্রতঃ। তদা সর্ব্বে দ্রবন্তি স্ম সর্ব্বতশ্চটকা ইব ॥
মধ্যেকৃত্য ব্যঞ্জনান্যন্নকূটং, গ্রাসং গ্রাসং পাণিনা দক্ষিণেন।
তর্জ্জন্যাসাবুদ্দিশন্ বাময়া তং, শক্রং লোলৎপ্রান্তগত্যা জহাস ॥

সেই অভিষেক-নীরে, প্রাদুর্ভূত সরোবরে,
'শ্রীগোবিন্দকুণ্ড' যাঁর নাম।
হেন ভাগ্য হবে কবে, নয়ন-গোচর হবে,
ধন্য হব নীরে করি স্নান ॥" ৭৪ ॥

দোষ্ণস্তস্যাশ্বতিপরিমিতি গ্রাসহেতোঃ প্রসারে চাকুঞ্চে চ স্থগিতহরিতঃ প্রাপ্ততত্তদ্দগতীনাম্।
অক্ষামাসীদ্ব্রজকুলভুবাং চিত্রবৃন্দেহপি চিত্রং যৎ ক্বাপ্যেকং ন কিল গণিতং সিক্থমেকং স্থিতং ন॥
অতরীতৃণ্যত গ্রাসান্ ভুভুভুভুদ্যথা যথা।
অচলীক্লপ্যতাপ্যুচ্চৈর্মাংসলায় তথা তথা॥"

অর্থাৎ "সেই বিশালমূর্তি কোটি আড়ক-পরিমিত তণ্ডুলের অন্নরাশি এবং সমস্ত ব্যঞ্জন প্রতি অন্নকূট হইতে গ্রাস গ্রাস লইয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরোবর, কুণ্ড তথা নদীর জল নিজের দিকে আকর্ষণপূর্বক পান করিতে লাগিলেন। তাহাতে সরোবরাদির জল নিঃশেষে শুষ্ক হইয়া যাইতে লাগিল। শ্রীগোবর্ধন-রূপধারী কৃষ্ণ গ্রাস-গ্রহণের নিমিত্ত যেখানে যেখানে হস্ত প্রসারণ করিতে লাগিলেন, সমস্ত ব্রজবাসী সেই সেই স্থানেই চটকপক্ষীর ন্যায় শীঘ্র ধাবিত হইতে লাগিলেন।

শ্রীগোবর্ধনমূর্তি অন্নরাশির মধ্যে সমস্ত ব্যঞ্জন স্থাপনপূর্বক দক্ষিণহস্তে সেই অন্নকূটের এক একটি বিশাল গ্রাস লইতে লইতে স্বীয় বামহস্তের তর্জনী অঙ্গুলী ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিয়া যেন ইন্দ্রকে পরিহাস করিতে লাগিলেন। তিনি অতি শীঘ্র অধিক পরিমাণ অন্ন গ্রহণহেতু এমনভাবে হস্তপ্রসারণ ও সঙ্কোচন করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে চারিদিক্ আবৃত হইতেছিল। ব্রজবাসিগণের নয়ন তদ্দর্শনে সাতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইতেছিল, কারণ শ্রীগিরির ভোজনে সেখানে আর একটিমাত্র অন্নও অবশিষ্ট ছিল না। তিনি যেমন যেমন ভোজন করিতেছিলেন, তেমন তেমন তাঁহার দেহ অতিশয় পরিপুষ্ট ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল। এইভাবে গিরিরাজ স্বল্প সময়েই ভোজন সমাপ্ত করিলেন।"

"বালা ভীতিং যৌবনোন্মত্তচিত্তা, হাসং বৃদ্ধাশ্চিত্রমর্হাস্ত ভক্তিম্।
যাতা যে যে তেষু সর্ব্বেষু দেবঃ, শুদ্ধাং তুষ্টিং কৌতুকিত্বাদ্ভাজ॥
দূরাদ্দূরাৎ পূরমাদায় বারাং, বক্ত্রং শশ্বৎ ক্ষালয়ন্নদ্রিদেবঃ।
ষ্ঠীবন্নুচ্চৈঃ পৃষ্ঠদেশে সমন্তাদ্,-বৃষ্টিং কুর্বন্ শস্পসৃষ্টিং চকার॥
গণ্ডূষাণামন্তরে বংশদণ্ডৈ,-র্দন্তান্তর্গান্যন্নপিণ্ডানি কুষ্ণন্।
উদ্যন্মূর্ত্তিস্তত্র শৈলাধিদেবঃ, পূর্ত্তিং কুর্ব্বন্ প্রাণভাজাং সসর্জ॥
তাম্বূলানাং বীটিকাঃ কোটিখর্ব্বং, কূটীকুর্ব্বংশ্চর্ব্বয়ন্ গর্ব্বফুল্লঃ।
প্রান্তচ্ছায়ামণ্ডলশ্চণ্ডরশ্মিঃ, প্রাতর্যদ্বত্তদ্বদাস্যং চকার॥" (ঐ)

"শ্রীগিরিরাজের এই অত্যাশ্চর্য ভোজনপ্রকার দর্শনে বালকগণ ভীত হইতেছিল, যুবকেরা হাস্য করিতেছিলেন এবং বৃদ্ধগণ আশ্চর্যান্বিত হইতেছিলেন। যে যে সেবাযোগ্য ব্যক্তিগণ ভক্তিপ্রাপ্ত হইতেছিলেন, তাঁহাদের সকলের প্রতি কৌতুকী গিরিরাজ প্রসন্ন হইতেছিলেন। অতঃপর তিনি দূর দূরান্ত হইতে জল লইয়া বার বার মুখ-প্রক্ষালন করিতে লাগিলেন এবং বার বার কুল্লোলজল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই কুল্লোলজলে বিপুল তৃণরাজির উদ্ভব হইয়াছিল। পরে গিরিরাজ বড় বড় বংশদণ্ড

গিরীন্দ্রবর্য্যোপরি হারিরূপী হরিঃ স্বয়ং যত্র বিহারকারী।
সদা মুদা রাজতি রাজভোগৈর্হরিস্থলং তত্তু ভজেঽনুরাগৈঃ ॥ ৭৬ ॥

অনুবাদ। শ্রীগিরিরাজের উপরিভাগে যেস্থানে মনোহারী হরি অতি হর্ষভরে মহারাজোচিত ভোগসুখে সতত বিহার করেন, সেই **হরিস্থল** নামক স্থানকে আমি অনুরাগের সহিত ভজন করি ॥৭৬॥

টীকা। গোবর্দ্ধনোচ্চপ্রদেশস্থং শ্রীকৃষ্ণবিহারাস্পদং স্তৌতি—গিরীন্দ্রেতি। গিরীন্দ্রবর্য্যোপরি গোবর্দ্ধনস্যোচ্চপ্রদেশে তদ্ধরিস্থলং কৃষ্ণবিহারস্থানম্ অনুরাগৈঃ প্রেমভির্ভজে তৎ সংস্কার-ক্রিয়য়া সেবে।

লইয়া দন্তশোধন ও মুখ-প্রক্ষালনপূর্বক সেই অতুলনীয় বিগ্রহ প্রকাশদ্বারা সকলের মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন। অতঃপর তিনি কোটি কোটি সংখ্যক তাম্বূলবীটিকা লইয়া চর্বন করিতে লাগিলেন এবং গর্বোৎফুল্ল হইয়া প্রাতঃকালীন সূর্যের ন্যায় মুখশোভা বিস্তার করিলেন।”

শ্রীল গোস্বামিপাদ বলিলেন—বরদানে শ্রীরাধায় ছলনা করার নিমিত্তই যেন শ্রীকৃষ্ণ গিরিপূজা-ব্যপদেশে এই বিশালমূর্তি প্রকাশ করিলেন। গুরুজনাদির সমক্ষে শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পরকে লজ্জায় ভাল-রূপে দর্শন করিতে সক্ষম হন নাই। সেই সুচিরকালের হৃদয়ভরা জমাটবাঁধা আশাই যেন আজ বলবান্ হইয়া গিরির আত্মপ্রকাশ ভোজনছলে শ্রীকৃষ্ণকে এই বৃহত্তম মূর্তি ধারণ করাইয়াছিল। শ্রীরাধারাণী গুরুজন-সমক্ষে নিঃসঙ্কোচে তাঁহার অভীষ্টমূর্তি দর্শন ও সকলের গিরির নিকট বরগ্রহণ কালে স্বাভীষ্ট বরগ্রহণে আনন্দসাগরে ভাসিয়াছিলেন। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

“পরং গিরিরেব সত্বং হরিণা ন প্রকাশিতম্।
কিন্তু শ্রীরাধিকাদীনামাননেন্দুরুচেরপি ॥” (ঐ)

“এই লীলায় শ্রীকৃষ্ণ কেবল গিরিরাজের যত্নই প্রকাশ করেন নাই, পরন্তু শ্রীরাধিকাদি ব্রজ-সুন্দরীগণের বদনেন্দুর শোভারাশী বর্ধন করিয়া তাহা আস্বাদন করিয়াছিলেন।” শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—‘যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণের এই অন্নকূট ভোজনলীলা হইয়াছিল, গিরিরাজতটে সেই স্থানকে আমি আশ্রয় করি।’

“শ্রীনন্দ ব্রজেন্দ্রবর্য্য, মনেতে করিয়া ধার্য্য,
কৃষ্ণ-যুক্তি করিয়া শ্রবণ।
অন্নকূট-অর্পণ করে, গোবর্দ্ধন-গিরিবরে,
ব্রজে যত গোপ-গোপীগণ ॥
শ্রীগোবিন্দ-অগোচরে, প্রকাণ্ড মুরতি ধ'রে,
অন্নকূট করিলা ভোজন।
বরাদি প্রদানছলে, রাধাকে ছলনা করে,
সে স্থানের লইনু শরণ ॥” ৭৫ ॥

কথং যত্র স্থলে হাররূপী মনোহররূপো হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়ং রাজভোগৈ রাজযোগ্যাভ্যবহার সামগ্রীভির্মুদা হর্ষেণ বিহারকারী সন্ সদা রাজতি প্রকাশতে ইত্যন্বয়ঃ ।। ৭৬ ।।

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। এই শ্লোকে হরিস্থলীর স্তুতি। মনোহররূপে এই স্থানে শ্রীহরি মহারাজোচিত ভোগসুখে বিহার করেন, তাই নাম 'হরিস্থলী'। সকলের মনহরণ করেন বলিয়াই তাঁহার একটি নাম 'হরি'। শ্রীহরির আরও অনেক মূর্তি আছেন, সব মূর্তিই মনোহর, কিন্তু ব্রজেন্দ্র-নন্দনের ন্যায় এতখানি মনহরণ করা স্বভাব আর কোন হরির নাই। ইনি অন্যের মনকেত হরণ করেনই, কিন্তু নিজেও নিজের মনহরণ করা স্বভাবে বিমোহিত হন। "বিস্মাপনং স্বস্য চ" (ভাগবত)। "রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের হয় চমৎকার" (চৈঃ চঃ)। কৃষ্ণ-ব্যতীত এই স্বভাব অন্যত্র নাই। ব্রজবিহারী মদনমোহনের সৌন্দর্য-মাধুর্যের তুলনা নাই। অনুরাগের নেত্রে যাঁহারা সেই রূপের অনুভব পাইয়াছেন তাঁহাদের বাণীর আশ্রয়ে অন্যেও এই মদনমোহন-স্বরূপের বিশেষত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন। শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের রূপানুরাগের তুলনা নাই। অনুরাগ-রঞ্জিত নয়নে তিনি ব্রজেন্দ্রনন্দনকে যেমনটি দেখিয়াছেন, তেমনি বলিয়াছেন।

"মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু মাধুর্য্যমেব নু মনোনয়নামৃতং নু।
বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু, কৃষ্ণোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায় ।।"
(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্)

'ইনি কি স্বয়ং কন্দর্প, তাহা না হইলে ইঁহার আবির্ভাবে আমার হৃদয় এমন কামময় (প্রেমময়) হইয়া উঠিল কেন? না না, তাহা নহে, কারণ কামদেবের মনকে মথন করা স্বভাব আছে বটে, কিন্তু তাহার তো এত জ্যোতি বা কান্তি নাই। ইঁহাতে যে অফুরন্ত কান্তির তরঙ্গ বিদ্যমান। তবে কি ইহা কোন দ্যুতিমণ্ডল? কিন্তু তাহাই বা কিরূপে হয়? দ্যুতিমণ্ডলে আলোকরাশি থাকে বটে, কিন্তু এত মাধুরী তো থাকে না। তবে কি ইহা সাক্ষাৎ মাধুর্যই। কিন্তু তাহাতেও তো এতখানি মন-নয়নের আস্বাদ্য অমৃত থাকে না। তবে কি ইহা মনোনয়নামৃত কোন অভিনব-বস্তু। না না, তাহা ব্যতীতও ইহা আরও কোন অনির্বচনীয় আস্বাদনের সিন্ধু। তবে কি ইনি আমার সেই বেণীমাধব? আমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ কি আমার নয়নানন্দবিধানের নিমিত্ত উদিত হইলেন?' কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই শ্লোকের আস্বাদনে বলিয়াছেন—

"কিবা এই সাক্ষাৎ-কাম, দ্যুতিবিম্ব মূর্ত্তিমান্,
কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত।
কিবা মনোনেত্রোৎসব, কিবা প্রাণবল্লভ,
সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ ।।" (চৈঃ চঃ)

ঘট্টক্রীড়াকুতুকিতমনা নাগরেন্দ্রো নবীনো
দানী ভূত্বা মদননৃপতের্গব্যদানচ্ছলেন।
যত্র প্রাতঃ সখিভিরভিতো বেষ্টিতঃ সংরুরোধ
শ্রীগান্ধর্ব্বাং নিজগণবৃতাং নৌমি তাং কৃষ্ণবেদীম্ ॥ ৭৭ ॥

অনুভবীজন একবার বুঝিয়া দেখিবেন—অপর কোন ভগবৎস্বরূপের মনপ্রাণ উন্মাদনাকারী এই প্রকার সৌন্দর্য বা স্বভাব এই প্রকার আবেশময়ী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে কি ?

কেবল তাহাই নহে, এই মদনমোহন-স্বরূপের অনুভবীর মনকে উন্মাদিত করিবার অন্য একটি অনন্যসাধারণ স্বভাব রহিয়াছে। এই রূপের অনুভব যাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কখনো মনে করেন, সুখের সীমা নাই, আবার কখনো মনে করেন, দুঃখের সীমা নাই। কখনো মনে হয়, দাবানলের মধ্যে দগ্ধ হইতেছেন, কখনো মনে হয়, সুশীতল যমুনানীরের মধ্যে বাস করিতেছেন। এইরূপে বিষামৃতে একত্র মিলিত আনন্দ-বেদনার ভোগে অনুভবীর চিত্ত-মন কেবল হৃতই হয় না, পরন্তু কায়-মনো-বাক্যের অগোচর কোন অদ্ভুতদশা প্রাপ্ত হইয়া সর্বতোভাবে আত্মহারা হইয়া যায়। এই প্রকার অনুভূতির ছটা লীলাশুকের বর্ণনাতেও পাওয়া যায়—

"অধীরবিম্বাধরবিভ্রমেণ-হর্ষাদ্রবেণুস্বর-সম্পদা চ।
অনেন কেনাপি মনোহরেণ হা হন্ত হা হন্ত মনো দুনোষি ॥"

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্-৩৬)

"হায়! তুমি তোমার অনির্বচনীয় বিম্বাধর-বিভ্রমদ্বারা এবং তোমার ঐ আনন্দ-পরিপূরিত বেণুনিনাদদ্বারা আমার মনকে সন্তপ্ত করিয়া তুলিতেছ।" "অতো মনোহরেণ মনোমাত্রং হরতি, কার্য্যং ন সিদ্ধয়তি ইন্দ্রজালবদ্যত্তেন।" (সারঙ্গরঙ্গদা-টীকা)। "তিনি রূপ-গুণাদিদ্বারা মনই হরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু কার্যসিদ্ধি করেন না, অতএব ঐ আকর্ষণ বা মনহরণ-কার্য ইন্দ্রজালের ন্যায় মায়াময়।" সেই মনোহারী হরি শ্রীগিরিরাজের উপরিভাগে **হরিস্থল** নামক স্থানে সাতিশয় হর্ষভরে মহারাজোচিত ভোগসুখে সতত বিহার করেন, শ্রীপাদ স্বাভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত অনুরাগের সহিত সেই হরিস্থলীর ভজন কামনা করেন।

"গিরীন্দ্র-গোবর্দ্ধনের শিখর-প্রদেশে।
হরি যথা চিত্তহারী দিব্যরূপ বেশে ॥
বিবিধ বিহার-সুখে, প্রীতি অনুরাগে ;
বিরাজ করেন মহারাজোচিত ভোগে ॥
সেই 'হরিস্থল' আমি ভজি অনুরাগে।
সতত রহিবপড়ি গিরি-তটভাগে ॥" ৭৬ ॥

অনুবাদ। ঘট্টক্রীড়ায় কুতুকিতমনা নবীন নাগরেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ যেখানে প্রাতঃকালে বয়স্যগণ পরিবৃত হইয়া মদন-নৃপতির গব্যদানছলে দানীরূপে সখীবেষ্টিতা শ্রীরাধাকে অবরোধ করিয়াছিলেন, সেই **কৃষ্ণবেদী**কে প্রণাম করি ॥ ৭৭ ॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণদানলীলা-প্রকাশনীং প্রসিদ্ধাং বেদীং স্তৌতি—ঘট্টেতি। তাং কৃষ্ণবেদীং কৃষ্ণোপবেশযোগ্যাং পরিষ্কৃতা ভূমীং নৌমি স্তৌমি। তস্যাঃ কৃষ্ণসম্বন্ধং দ্যোতয়তি নাগরেন্দ্রো রসিক-শেখরঃ শ্রীকৃষ্ণো যত্র বেদ্যাং প্রাতঃ সখিভিঃ সুবলাদিভিরভিতঃ সর্ব্বতো বেষ্টিতঃ সন্ নিজগণবৃতাং গান্ধর্ব্বাং রাধাং সংরুরোধ আবৃতবান্। কেন কিং প্রকারকোভূত্বা মদননৃপতেঃ কন্দর্পরাজস্য গব্য-দানচ্ছলেন নবীনোদানী দানসাধনোভূত্বা। কিম্ভূতঃ ঘট্টক্রীড়ায়াং দানসাধনলীলায়াং কুতুকিতং কৌতুক-বিশিষ্টং মনো যস্য স তথা ॥ ৭৭ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে গোবর্ধন-দানঘাটীতে কৃষ্ণবেদীর বন্দনা করিতেছেন। যেখানে নাগর-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ব দানীর বেশে দানছলে সখীগণসহ শ্রীরাধা-রাণীকে অবরোধ করিয়া অপূর্ব লীলাকৌতুক-বিস্তার করিয়াছিলেন। বসুদেব মহাশয় শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের অভ্যুদয়-নিমিত্ত শ্রীগোবর্ধনতটে শ্রীগোবিন্দকুণ্ডে ভাগুরীমুনির দ্বারা একটি মহতী যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। যে সকল গোপনারী স্বয়ং মস্তকে বহন করিয়া ঐ যজ্ঞে ঘৃতদান করিবেন, তাঁহাদের স্বাভীষ্টলাভ সুনিশ্চিত। ব্রজে একথা সর্বত্রই প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীরাধারাণী সখীগণসঙ্গে স্বর্ণকুম্ভে সুগন্ধিত নব্য-ঘৃত মস্তকে বহন করিয়া গোবর্ধনের দিকে চলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ শুকমুখে এই সংবাদ পাইয়া প্রিয়নর্ম সখাগণ-সঙ্গে গিরিরাজের উপর বিরাজমান প্রচণ্ড **শ্যামবেদীতে** দাঁড়াইয়া অনুপম দানঘাটী রচনা করত অবস্থান করিতেছেন।

> "জ্ঞাত্বা তাসাং গমনমচিরং কীরবর্য্যস্য বক্ত্রাৎ স্মিত্বা-নর্ম্ম-প্রিয়-সখগণৈরাবৃত সাবধানঃ।
> শৈলেন্দ্রস্যোপরি-পরিলসন্নুদ্ভট-**শ্যামবেদ্যাং** ঘট্টপট্টং বিদধদতুলং বল্লভাধীশ-সূনুঃ ॥"
>
> (দানকেলিচিন্তামণি-১৫)

বিবিধ বেশভূষায় সজ্জিতা, শিরোদেশে ঘৃতপূর্ণ হেমকলসধারিণী শ্রীরাধা সখীগণে বেষ্টিতা হইয়া সুচারু মরালগতিতে যাইতেছেন দেখিয়া শ্যামসুন্দর বিমোহিত হইয়া ভাবিতেছেন—

> "ফুল্লচম্পক-বল্লিকাবলিরিয়ং কিং নো ন সা জঙ্গমা
> কিং বিদ্যুল্লতিকাততি র্নহি ঘনে সা খে ক্ষণদ্যোতিনী।
> কিং জ্যোতির্লহরী-সরিন্নহি ন সা মূর্ত্তিং বহেত্তদ্ধ্রুবং
> জ্ঞাতং জ্ঞাতমসৌ সখীকুলবৃতা রাধা স্ফুটং প্রাঞ্চতি ॥" (ঐ-১৯)

"ইনি কি প্রফুল্লিতা চম্পকলতাবলী? না, তাহা ত জঙ্গম নহে (চলিয়া বেড়ায় না), তবে কি ইনি বিদ্যুৎরাশি? না, তাহা নয়, তাহা ত ক্ষণপ্রভা, তবে কি ইনি জ্যোতি-তরঙ্গের প্রবাহ? কিন্তু তাহার তো কোন মূর্তি নাই। হ্যাঁ, এক্ষণে বুঝিয়াছি—সখীগণ বেষ্টিতা শ্রীরাধাই এদিকে আসিতেছেন।" শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে প্রেমময়ী শ্রীরাধাও চমৎকৃতা হইয়া সখীগণকে বলিতেছেন—

"কিং নবাম্বুদ এষ ভবাবদনাঃ! কিং নীল-রত্নাঙ্কুরঃ
কিং নীলোৎপল-নব্যমূর্ত্তিরপি কিং কস্তুরিকা-বিভ্রমঃ।
আস্তেষ্বেষ ন কোঽপি হন্ত যদয়ং ন স্তাপয়েন্নির্ভরং
তস্মাদ্ গোকুলচন্দ্র এব ভবিতা শ্যামোহদ্ভুতঃ ক্ষ্মাধরে॥" (ঐ-২৫)

"হে পরমাসুন্দরী সখীগণ! ইনি কি নবীন মেঘ? অথবা ইন্দ্রনীলমণির অঙ্কুর? কিম্বা নীলোৎপলের অভিনব মূর্তি? অথবা কস্তুরিকার বিভ্রম? হায়! এইগুলির মধ্যে ইনি কোনটিই নহেন, যেহেতু আমাদিগকে যথেষ্ট তাপ দিতেছেন। অতএব আমার মনে হয়—শ্রীগিরিরাজের উপর অদ্ভুত শ্যামল গোকুলচন্দ্রমাই উদিত হইয়াছেন।"

শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে মনোহর ভাববিবশা শ্রীরাধা সখীসঙ্গে মন্থর গমনে চলিয়াছেন। ঘাটী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছ যে, ও গোয়ালিনি! আরে দান দিয়া যাও,'—উচ্চৈঃস্বরে এইকথা বলিতে বলিতে ছুটিয়া গিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন সুবল। রাস্তায় গরবিনীগণ বাহুনাড়া দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। শ্রীমতীর প্রতিটি পদবিন্যাস শ্যামনাগরের মনের উপর অদ্ভুত প্রভাবজাল-বিস্তার করিতেছে। ভূষণের ধ্বনিতে নাগর মুগ্ধ!! মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় ছুটিয়া আসিতেছেন—মোহনিয়া দানী, হাতে বাঁশি, বদনে হাসি, নয়নে কটাক্ষ। 'আমায় দান দিয়া যাও' শ্রীমতীর সম্মুখে আসিয়া পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন নাগর। স্বামিনীর কি শোভা! অপূর্ব কিলকিঞ্চিত ভাবের প্রকাশ!!

"অন্তঃ স্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা
কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎসিক্তা পুরঃ কুঞ্চতি।
রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুরব্যাভুগ্নতারোত্তরা
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী দৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ॥"

(দানকেলিকৌমুদী-১)

"দানঘাটীর পথে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অবরুদ্ধা শ্রীরাধার যে দৃষ্টি অন্তরের আনন্দজনিত ঈষৎহাস্যে উজ্জ্বলতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, নয়নের পক্ষ্মসকল অশ্রুকণদ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, নয়নের প্রান্তভাগ অরুণ-বর্ণ ধারণ করিয়াছিল, রসিকতায় যে দৃষ্টি উৎসিক্তা হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে যে দৃষ্টি কুঞ্চিত হইয়াছিল, নয়নের তারকাদ্বয় মধুরভাবে বক্র হইয়া অতি অপূর্ব শ্রী-ধারণ করিয়াছিল—**কিলকিঞ্চিত**-ভাবরূপ পুষ্পগুচ্ছে শোভিতা শ্রীরাধার সেই **দৃষ্টি** তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন।"

"কিলকিঞ্চিত ভাব-ভূষার শুন বিবরণ। যে ভূষায়-ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণ-মন॥
রাধা দেখি কৃষ্ণ যদি ছুঁইতে করে মন। দানঘাটিপথে যবে বর্জ্জেন গমন॥
যবে আসি মানা করে পুষ্প-উঠাইতে। সখী-আগে চাহে যদি অঙ্গে হস্ত দিতে॥
এইসব স্থানে 'কিলকিঞ্চিত' উদগম। প্রথমেই হর্ষ সঞ্চারী মূল-কারণ॥
আর সাত ভাব আসি সহজে মিলয়। অষ্টভাব-সম্মিলনে 'মহাভাব' হয়॥
গর্ব্ব, অভিলাষ, ভয়, শুষ্ক-রুদিত। ক্রোধ-অসূয়া-সহ আর মন্দস্মিত॥
নানা স্বাদু অষ্টভাবে একত্র মিলন। যাহার আস্বাদে তৃপ্ত হয় কৃষ্ণ-মন॥
দধি-খণ্ড-ঘৃত-মধু-মরিচ-কর্পূর। এলাচি-মিলনে যৈছে 'রসালা' মধুর॥
এই ভাবযুক্ত দেখি রাধাস্য-নয়ন। সঙ্গম হইতে সুখ পায় কোটিগুণ॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীরাধারাণীর কিলকিঞ্চিতাদি অনির্বচনীয় ভাবমাধুরী আস্বাদনের লোভেই শ্রীকৃষ্ণের দান-লীলাদি কৌতুকের আবিষ্কার। সখীদের সঙ্গে শ্যামসুন্দরের কথা হইতেছে। স্বামিনী মৌনী। সখীগণ বলিতেছেন—'গোবর্ধনে দানঘাটীর কথা ত কোনদিন শুনি নাই।' শ্যাম বলিতেছেন—'কি আশ্চর্য! মদন মহাদানীন্দ্রের কথা আজ পর্যন্ত ইহারা শোনে নাই। এই কথা পুনরায় বলিও না, যদি মদনরাজ ইহা শুনিতে পান, তাহা হইলে কিন্তু গুরুতর রাজদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।' এই প্রকার মোহনিয়া দানীর শ্রীগান্ধর্বা এবং তাঁহার সখীগণ-সঙ্গে বিচিত্র শৃঙ্গাররসময় পরিহাসরসের কত শত স্মৃতি যে কৃষ্ণ-বেদী-দর্শনে উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। শ্রীপাদ বলিতেছেন—'সেই কৃষ্ণবেদীকে প্রণাম করি।'

"রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি, হৈয়া যেথা মহাদানী,
দানলীলায় কুতুকিত-মনা।
প্রাতঃকালে সখাসঙ্গে, দান মাগে মহারঙ্গে,
যথা রাধা-সঙ্গে ব্রজাঙ্গনা॥
মদনরাজের আজ্ঞাতে, দান দাও এ ঘাটেতে,
লৈয়া যাও দধি, ঘৃত যত।
এত বলি নাগরেন্দ্র, হাস্য করি মৃদুমন্দ,
অবরোধ কৈল গোপী-পথ॥
বন্দি 'কৃষ্ণবেদী' সেহ, যথা কৃষ্ণ সখাসহ,
নিত্য রঙ্গে করেন বিহার।
শ্রীরাধিকা সখীসঙ্গে, কবে সেথা যা'ব রঙ্গে,
হেন দিন কি হইবে আমার ?" ৭৭॥

**নিভৃতমজনি যস্মাদ্দাননির্বৃত্তিরস্মিন্নত ইদমভিধানং প্রাপয়ত্তৎ সভায়াম্।
রসবিমুখ-নিগূঢ়ে তত্র তজ্জৈকবেদ্যে সরসি ভবতু বাসো দাননির্বর্ত্তনেন ॥ ৭৮ ॥**

অনুবাদ। যে সরোবর-তীরে অতি নির্জনে দানলীলা সমাপন হইয়াছিল, দানলীলার সভায় যিনি 'দান-সরোবর' নামে আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, রস-বিমুখজনের নিগূঢ় ও একমাত্র রসিকজনের বেদ্য সেই **দাননিবর্তনকুণ্ড**তীরে আমার বাস হউক ॥ ৭৮ ॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণদানমিবাপ্ত তত্তৎ ক্রীড়া-সমাপকং দানসরোবরং স্তৌতি—নিভৃতেতি। তত্র সরসি সরোবরবিশেষে দাননির্বর্ত্তনেন দানলীলা-প্রবর্ত্তনেন সহ বাসো ভবতু দানলীলা-সমকালীন ইত্যর্থঃ। হেতুমাহ যস্মাদ্ধেতোরস্মিন্ সরসি নিভৃতং সর্ব্বজনাগোচরং যথাস্যাত্তথা দাননির্বৃত্তির্দানলীলা-প্রবর্ত্তনমজনি জাতা। তস্মাৎ যৎ সর ইদম্ অনুভূতমভিধানং দানসর ইতি নাম তৎ সভায়াং তেষামনুভূতানাং তজ্জ্ঞানাং সদসি প্রাপ প্রাপ্তবৎ তস্মিন্ কিন্তুতে রসবিমুখেষু তত্তদ্রসানভিজ্ঞেষু নিগূঢ়ে গুপ্তে। অথচ তজ্জ্ঞানাং সামান্যতো দানলীলাভিজ্ঞানাং মধ্যে যে একে কেবলাস্তৎ সাহায্যকারিণস্তৈর্বেদ্যে জ্ঞেয়ে। 'একঃ সংখ্যান্তরে শ্রেষ্ঠে কেবলেতরয়োস্ত্রিষ্বি'তি মেদিনী ॥ ৭৮ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে দাননিবর্তনকুণ্ডের স্তব করিতেছেন। যে কুণ্ডের তীরে পরমরসময়ী দানলীলার সমাপ্তি হইয়াছিল। শ্রীশ্রীরাধামাধবের দানলীলার মাধুর্যের তুলনা নাই। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বিরহের মূর্তি শ্রীরঘুনাথের বিপুল বিরহ-পীড়া দর্শনে অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তির অগ্নিতাপে চিকিৎসার ন্যায় মাথুর-বিরহ-কাতরা শ্রীরাধার মহাবিপ্রলম্ভরসপ্রচুর ললিতমাধব-নাটকখানি তাঁহাকে পাঠ করিতে দিয়াছিলেন। বিপ্রলম্ভরসের প্রকটমূর্তি শ্রীল রঘুনাথ নাটকের মহা-বিপ্রলম্ভাত্মক কাহিনীর পাঠে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন, এমনকি তাঁহার প্রাণান্তকর দশা উপস্থিত হইয়াছিল। তখন শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ সম্ভোগরসময় দানকেলি-কৌমুদী রচনা করিয়া উহা রঘুনাথকে পড়িতে দিয়া শোধন-ব্যপদেশে ললিতমাধব নাটকখানি ফিরাইয়া আনেন। পরম মাধুর্যময় শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরিহাসরস-নিধান দানলীলা-পাঠে শ্রীল রঘুনাথ এতই আস্বাদন প্রাপ্ত হন যে, তিনি রসান্তরে মনো-নিবেশ করত দানকেলিকৌমুদীরই রসোদ্গার-স্বরূপ 'দানকেলি-চিন্তামণি' ও 'মুক্তাচরিত' নামক শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরিহাসরসময় সম্ভোগাত্মক দুইটি অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতেই দানলীলার রসাতিশয্যের অনুমান করা যাইতে পারে।

দানলীলায় ঘাটীদানছলে শ্রীশ্রীরাধামাধবের পারস্পরিক প্রীতিরসের অপূর্ব আস্বাদন। সসখী যুগলের শৃঙ্গাররসময় কত শত ভাবমাধুরীর উচ্ছলন! শ্রীমতীর রূপমুগ্ধ দানী মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে স্পর্শ করিতে যাইতেছেন। বলিতেছেন—'যৌবন দান দাও'। সখীগণ বলিতেছেন—'যৌবনেরও কর আছে নাকি?' 'আমার ঘাটীতে তাহাই দিতে হয়'—বলিতেছেন দানী। শ্রীমতী বলিতেছেন—

"দূরেষু তিষ্ঠ ন হি মাং স্পৃশ ধৃষ্ট ধূর্ত্ত ! যান্তী সুযাগভবনং ব্রতিনীং পবিত্রাম্ ।
স্পৃষ্টং তবাদ্য মরুতাঽপি মদীয়গব্যং শ্যামীভবন্ন ভবিতা শুভযজ্ঞ-যোগ্যম্ ॥"

(দানকেলিচিন্তামণি-৪১)

'হে ধৃষ্ট ! ধূর্ত ! দূরে থাকো । ব্রতচারিণী পবিত্রা সুযজ্ঞভবনে গমনকারিণী আমায় স্পর্শ করিও না । তোমার গায়ের বাতাস লাগিলেও আমার এই পবিত্র গব্য অশুদ্ধ হইয়া যাইবে । তাহা আর শুভযজ্ঞকার্যে ব্যবহৃত হইবে না ।' শ্যাম বলিতেছেন—

"নিত্যং গর্ব্বিণি ! বন্যবর্ত্মনি মিষাৎ সঙ্গোপ্য গব্যাদিকং-
বিক্রীণাসি শঠে ! ত্বমত্র পতিতা ভাগ্যেন হস্তেঽদ্য মে ।
ত্বাং বদ্ধোরুমনোজরাজ-পুরতো নেষ্যাম্যবশ্যং তথা
প্রীত্যা যচ্ছতি মহ্যমেব স যথা তারুণ্যরত্নানিবঃ ॥" (ঐ-৩৭)

"হে গর্বিণি ! বনপথে ছলক্রমে গব্যাদি গোপন করিয়া নিত্যই বিক্রয় করিয়া থাক । হে শঠে ! অদ্য ভাগ্যক্রমে তুমি এখানে আমার হস্তে পতিতা হইয়াছ । অতএব তোমায় বন্ধন করিয়া মন্মথরাজের গোচরে অবশ্যই আমি সেইভাবে উপস্থাপিত করিব, যাহাতে তিনি তোমাদের তারুণ্য-রত্নসমূহ আমাকেই প্রীতিভরে সমর্পণ করেন ।" এইকথা বলিয়া তাঁহাদের ধরিতে যাইতেছেন । ললিতা সম্মুখে আসিয়া আটোপভরে বলিতেছেন—'আমি ভৈরবী—আমায় স্পর্শ কর দেখি ।' দানীর আর অগ্রসর হইবার শক্তি নাই । সখীগণের দিকে চাহিয়া শ্রীরাধাকে দেখাইয়া বলিতেছেন—'এখন যদি সঙ্গে অর্থ না থাকে, ইঁহাকে আমার কাছে বন্ধক রাখিয়া যাও, গব্যাদি বিক্রয় করিয়া ছাড়াইয়া লইয়া যাইও ।' সখীগণ বলিতেছেন—'তাহা পারিব না ।' 'তবে কেমন করিয়া যাইবে যাও দেখি'—বলিয়া শ্যাম উদ্ধত-ভাব প্রকাশ করত পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলে সখীগণ সভয়ে অপসারিত হইলেন । শ্রীশ্রীরাধামাধব নিকটবর্তি কুঞ্জমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিলাসরসসিন্ধুতে নিমগ্ন হইলেন ।

"দুহুঁ অবলোকনে, দুহুঁ পুলকায়িত,
লোচনে আনন্দ- লোর ।
রসের আবেশে দুহুঁ, ঘামে ভেল গদ গদ,
স্তবধ ভেল পুন ভোর ॥
অতসি-কুসুম-সম, শ্যাম-সুনায়র,
নায়রি চম্পক-গোরী ।
নব-জলধরে জনু, চাঁদ আগোরল,
ঐছে রহল শ্যামকোরি ॥
বিগলিত কেশ, কুসুম শিখিচন্দ্রক,
বিগলিত নীল-নিচোল ।" ইত্যাদি । (মহাজন)

সীরি-ব্রহ্মকদম্বখণ্ড-সুমনোরুদ্রাপ্সরোগৌরিকা-
জ্যোৎস্নামোক্ষণ-মাল্যহার-বিবুধারীন্দ্রধ্বজাদ্যাখ্যয়া।
যানি শ্রেষ্ঠসরাংসি ভান্তি পরিতো গোবর্দ্ধনাদ্রেরমূ-
নীড়ে চক্রকতীর্থ-দৈবতগিরি-শ্রীরত্নপীঠান্যপি ॥ ৭৯ ॥

অনুবাদ। বলদেবকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, কদম্বখণ্ড, কুসুমসরোবর, রুদ্রকুণ্ড, অপ্সরাকুণ্ড, গৌরী-তীর্থ, চন্দ্রসরোবর, ঋণ-পাপমোচনকুণ্ড, মাল্যহারকুণ্ড, বিবুধারিকুণ্ড, ইন্দ্রধ্বজবেদি যে শ্রীগোবর্ধনের চারিদিকে শোভা পাইতেছেন, তাঁহাদিগকে এবং চক্রতীর্থ, দৈবগিরি, শ্রীরত্নপীঠসমূহকে আমি স্তব করি ॥৭৯

টীকা। কদাচিৎ শ্রীকৃষ্ণ-ক্রীড়াস্পদত্বে সরোবর-বিশেষান্ রত্নপীঠান্যপি স্তৌতি—সীরীতি। গোবর্দ্ধনস্য পরিতশ্চতুদিক্ষু সীরীত্যাদি প্রসিদ্ধনাম্না যানি শ্রেষ্ঠসরাংসি সরোবরাণি ভান্তি প্রকাশন্তে অমূনি ঈড়ে স্তৌমি। এবং চক্রকতীর্থে এতন্নাম্না প্রসিদ্ধে যো দৈবত-গিরিরেতন্নামা পর্ব্বতস্তত্র যানি শ্রীরত্নপীঠানি তান্যপীড়ে ইত্যন্বয়ঃ। তত্র সরোবর-নামানি সীরিসরঃ ব্রহ্মসরঃ কদম্বখণ্ডসরঃ রুদ্রসরঃ অপ্সরঃসরঃ গৌরিকাসরঃ জ্যোৎস্নামোক্ষণসরঃ মাল্যহারসরঃ বিবুধারিসরঃ ইন্দ্রধ্বজসরঃ ইত্যেতানি জ্ঞেয়ানি ॥ ৭৯ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ এই শ্লোকে শ্রীগিরিরাজের চতুর্দিক্-স্থিত সরোবরাদি তীর্থের স্তব করিতেছেন। শ্রীগোবিন্দের অতি বিচিত্র লীলাস্পদতীর্থ শ্রীগোবর্ধন। গো-চারণে গিয়া

এইভাবে সখীগণসহ যে সরোবর-তীরে নির্জনে দানকেলি-সম্পন্ন হইয়াছিল, শ্রীশ্রীরাধামাধব ও সখীগণ-কর্তৃক তাহাই **দাননিবর্তন-কুণ্ড** নামে আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। রহস্যময় দানলীলা রসবিমুখজনের নিগূঢ় ও একমাত্র মধুর-ভাবাশ্রয়ী লীলারস-রসিকজনেরই বেদ্য। যেখানে সেই মহা-রহস্যময় সখা ও সখীগণসহ শ্রীশ্রীরাধামাধবের দানলীলা সুসম্পন্ন হইয়াছিল, সেই রহস্যময় লীলার অনুভবের নিমিত্ত শ্রীপাদ দাননিবর্তনকুণ্ডতীরে বসবাস কামনা করিতেছেন।

"যেই সরোবর-তীরে,　　　　গূঢ় দানলীলা করে,
নাম ধরে 'দানসরোবর'।
দানলীলা অনভিজ্ঞ-,　　　　জনের কভু নহে গম্য,
সুরসিক-জনেরই গোচর ॥
এ বড় লালসা মনে,　　　　দানলীলা-প্রবর্ত্তনে,
থাকি যেন যূথেশ্বরী-সঙ্গে।
দুহুঁ লীলা-রঙ্গরস,　　　　হবে মোর সরবস,
দানছলে ভেটিব গোবিন্দে ॥" ৭৮ ॥

সখাগণ-সঙ্গে এবং শ্রীরাধাদি ব্রজসুন্দরীগণ-সঙ্গে সেখানে নানাবিধ লীলারসাস্বাদন করেন লীলাময়। প্রতিটি লীলাস্থলীই তীর্থরূপে বিরাজিত।

গোবর্ধনের প্রান্তবর্তি পরাসলি গ্রামের নৈর্ঋতকোণে মহাতেজোময় **বলদেবকুণ্ড** বিরাজিত। যেখানে স্নান করিলে মানবের সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। ব্রহ্মকুণ্ডের বর্ণনা পুরাণে দৃষ্ট হয়—

"অত্র যাতং ব্রহ্মকুণ্ডং ব্রহ্মণা তোষিতো হরিঃ।
ইন্দ্রাদিলোকপালানাং জাতানি চ সরাংসি চ॥" (মথুরাখণ্ড)

অর্থাৎ 'যেখানে ব্রহ্মাদ্বারা তোষিত হইয়া শ্রীহরি ক্রীড়া করেন, তথায় **ব্রহ্মকুণ্ড** উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার পার্শ্বে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের সরোবরও বিরাজিত।' যথা—

"হ্রদং তত্র মহাভাগে দ্রুমগুল্মলতাযুতম্।
চত্বারি তত্র তীর্থানি পুণ্যানি চ শুভানি চ॥
ইন্দ্রং পূর্বেণ পার্শ্বেন যমতীর্থন্তু দক্ষিণে।
বারুণং পশ্চিমে তীর্থং কুবেরং চোত্তরেণ তু॥
তত্র মধ্যে স্থিতশ্চাহং ক্রীড়য়িষ্যে যদৃচ্ছয়া॥" (আদিবারাহ)

অর্থাৎ "হে মহাভাগে! সেই গোবর্ধনে বৃক্ষ-লতা-গুল্ম-শোভিত ব্রহ্মকুণ্ড নামক একটি হ্রদ আছে। সেই হ্রদে মহাপুণ্যময় ও শুভদ চারিটি তীর্থ বিরাজিত। হ্রদের পূর্বপার্শ্বে ইন্দ্রতীর্থ, দক্ষিণে যমতীর্থ, পশ্চিমে বরুণতীর্থ এবং উত্তরে কুবেরতীর্থ অবস্থিত। আমিও সেই হ্রদমধ্যে অবস্থানপূর্বক ইচ্ছানুরূপ ক্রীড়া করিব।" **কদম্বখণ্ডিতে** শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার আগমন-পথপানে চাহিয়া থাকেন। "এই যে কদম্বখণ্ডি—কৃষ্ণ এইখানে। চাহি রহে রাধিকাগমনপথ-পানে॥" (ভক্তিরত্নাকর)

কুসুমসরোবরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের কুসুমচয়ন-লীলাকৌতুক হইয়া থাকে। "দেখহ কুসুম-সরোবর এই বনে। দোঁহার অদ্ভুতরঙ্গ কুসুমচয়নে॥" (ঐ) শ্রীরাধাকুণ্ডে মধ্যাহ্নলীলায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনের পূর্বে শ্রীরাধারাণীকে শ্রীকুণ্ডে আনয়নজন্য শ্রীকৃষ্ণ—বৃন্দাদেবী ও ধনিষ্ঠার সঙ্গে এখানে যুক্তি করিয়া থাকেন এবং শ্রীরাধারাণীর প্রেরিতা তুলসী এখানেই শ্রীরাধার বার্তা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আশ্বাসিত করেন।

রুদ্রকুণ্ডে মহাদেব নির্জনবনে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। "দেখ রুদ্রকুণ্ড-শোভা নির্জন-কাননে। এথা মহাদেব মগ্ন হৈলা কৃষ্ণধ্যানে॥" (ভক্তিরত্নাকর-৫ম তরঙ্গ) **অপ্সরাকুণ্ড** গিরিরাজের অন্তে পুছরীর নিকট বিরাজিত। পরমভাগ্যবানগণই এইকুণ্ডে স্নানের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন। "দেখহ অপ্সরাকুণ্ড গোবর্ধন অন্তে। এথা স্নান করয়ে পরম ভাগ্যবন্তে॥" (ঐ) **গৌরীতীর্থে** শ্রীশ্রীরাধামাধবের অদ্ভুত বিলাস হইয়া থাকে। এই স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ গৌরীবেশে জটিলা ও অভিমন্যুকে

বঞ্চনা করিয়া শ্রীরাধার সহিত বিলাস করিয়াছিলেন। গৌরীতীর্থেই অতিবিশাল ও মনোহর কদম্ববৃক্ষ শ্রীযুগলের কেলিসদন, তথায় নীপকুন্ড বিরাজিত। "পণ্ডিত উল্লাসে কহে—দেখ শ্রীনিবাস। এই গৌরী-তীর্থে হয় অদ্ভুত বিলাস ॥ গৌরীতীর্থে নীপবৃক্ষরাজ মনোহর। নীপকুণ্ড দেখ এই পরম সুন্দর ॥"(ঐ)

চন্দ্রসরোবর পরাসলি গ্রামের নিকটবর্তি, পরাসলিতে বসন্তরাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এখানে বিশ্রাম করেন। "এই দেখ চন্দ্রসরোবর অনুপম। এথা রাসাবেশে কৃষ্ণচন্দ্রের বিশ্রাম ॥" (ঐ) এখানে শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে শ্রীরাধার বেশ-রচনা করেন। সরোবরের নৈর্ঋতকোণে শিঙ্গারমন্দির এবং অগ্নিকোণে শ্রীরাসমণ্ডল। 'মোক্ষণকুণ্ড' অর্থে ভক্তিরত্নাকরে এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় 'ঋণপাপমোচনকুণ্ড' বলা হইয়াছে। ঋণপাপমোচনকুণ্ডে স্নান করিলে ঋণজনিত পাপ মোচন হইয়া থাকে। "এ ঋণ মোচন পাপমোচন আখ্যান। ঋণপাপ ঘুচে কুণ্ডদ্বয়ে কৈলে স্নান ॥" (ঐ)

শ্রীরাধাকুণ্ডে **মাল্যহার**কুণ্ড বিরাজিত। একদা দীপান্বিতা তিথিতে এখানে শ্রীরাধা ললিতাদি সখীগণসহ মুক্তার মালা গুম্ফন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ তথায় আসিয়া তাঁহার গাভীকে সাজাইবার জন্য তাঁহাদের নিকট মুক্তা চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে মুক্তা না দিলে শ্রীকৃষ্ণ মুক্তার চাষ করিয়া অপূর্ব মুক্তাফল ফলান। তদ্দর্শনে শ্রীরাধাদি গোপীগণও মুক্তার চাষ করিলে তাহা হইতে কন্টকবৃক্ষ জন্মায় এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকট মুক্তার ক্রয়-বিক্রয়ছলে শ্রীরাধামাধবের অদ্ভুত বিলাস-মাধুর্যের প্রকাশ হয়। শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদ 'মুক্তাচরিত' গ্রন্থে এই রহস্যময় লীলা বিশদ্‌ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। "এই মাল্যহারি কুণ্ড অহে শ্রীনিবাস। মুক্তা-মালা-ছলে এথা অদ্ভুত বিলাস ॥ শ্রীমুক্তাচরিত গ্রন্থে এসব বিচারি। বর্ণিলা শ্রীরঘুনাথদাস কৃপা করি ॥" (ঐ) **বিবুধারি-কুণ্ড** অর্থে শ্রীভক্তিরত্নাকরে অরিষ্টকুণ্ড বা শ্যামকুণ্ড বলা হইয়াছে। **ইন্দ্রধ্বজবেদীতে** শ্রীনন্দমহারাজ ইন্দ্রপূজা করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ সপ্তমবর্ষ বয়সে এখানে আসিয়া শ্রীনন্দমহারাজের ইন্দ্রপূজার উদ্যম দর্শন করত ইন্দ্রপূজার বিনিময়ে গোবর্ধনযাগ-প্রবর্তন করেন। "ইন্দ্রধ্বজবেদী এই—এথা নন্দরায়। করিতেন ইন্দ্রপূজা সর্ব্বলোকে গায় ॥"(ঐ)

চক্রতীর্থ পরম প্রসিদ্ধ স্থান, এখানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের হিন্দোলালীলা হইয়া থাকে। চক্রতীর্থ শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপাদকে এখানে বসবাস করিবার আজ্ঞা দান করেন। শ্রীল সনাতন তথায় বসবাস করিয়া প্রত্যহ গিরিরাজ পরিক্রমার নিয়ম করিলে করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহার পরিশ্রম দর্শনে গোপ-বালকের বেশে স্বীয় পদচিহ্নযুক্ত শিলা দিয়া তাহা পরিক্রমা করিলেই গিরিরাজ-পরিক্রমা হইবে বলিয়া অন্তর্হিত হন। শ্রীভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত আছে—

"এই চক্রতীর্থ দেখ ওহে শ্রীনিবাস। ইহার কৃপাতে পূর্ণ হয় অভিলাষ ॥
চক্রতীর্থ পরম প্রসিদ্ধ গোবর্দ্ধনে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের দোলা-ক্রীড়া হয় এইখানে ॥

ওহে শ্রীনিবাস শ্রীগোস্বামী সনাতনে। চক্রতীর্থ আজ্ঞা কৈল রহিতে এখানে ॥
এথা বাস কৈল অতি উল্লাস অন্তরে। এই দেখ তাঁর কুটী বনের ভিতরে ॥
প্রতিদিন গোবর্দ্ধন পরিক্রমা তাঁর। ভ্রময়ে দ্বাদশ ক্রোশ ঐছে শক্তি কার ॥
বৃদ্ধকালে মহাশ্রম দেখি' গোপীনাথ। গোপবালকের ছলে হইলা সাক্ষাৎ ॥
সনাতন তনু-ঘর্ম্ম 'নিবারি' যতনে। অশ্রুযুক্ত হৈয়া কহে মধুর বচনে ॥
'বৃদ্ধকালে এত শ্রম করিতে নারিবা। ওহে স্বামি, যে কহি তা' অবশ্য মানিবা ॥'
সনাতন কহে—কহ, মানিব জানিয়া। শুনি' গোপ গোবর্দ্ধনে চড়িলেন গিয়া ॥
নিজ পদচিহ্ন গোবর্দ্ধন-শিলা আনি'। সনাতনে কহে পুনঃ সুমধুর বাণী ॥
'ওহে স্বামি, এই লহ কৃষ্ণপদচিহ্ন। আজি হৈতে করিবে ইহার প্রদক্ষিণ ॥
সব পরিক্রমা সিদ্ধ হইবে ইহাতে। এত কহি শিলা আনি' দিলেন কুটীতে ॥
শিলা সমর্পিয়া কৃষ্ণ হৈল অদর্শন। বালকে না দেখি' ব্যগ্র হৈল সনাতন ॥
সনাতনে ব্যাকুল দেখিয়া অদৃশ্যেতে। নিজ পরিচয় দিলা বিহ্বল স্নেহেতে ॥
সনাতন নিজ নেত্রজলে সিক্ত হৈলা। করি' কত খেদ চিত্তে ধৈর্য্যাবলম্বিলা ॥"

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাদামোদর মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নযুক্ত শিলা বিরাজমান থাকিয়া এই চক্রতীর্থের মহিমা ঘোষণা করিতেছেন।

দৈবতগিরি অর্থে ভক্তিরত্নাকরে গোবর্ধনগিরির কথাই উল্লেখ রহিয়াছে। **রত্নপীঠ** বলিতে শঙ্খচূড়বধের পূর্বে যে রত্নসিংহাসনে শ্রীরাধারাণী আসীন ছিলেন এবং শঙ্খচূড় সিংহাসনসহ শ্রীরাধাকে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে নিধন করেন। "এই রত্নসিংহাসন ইথে বহু কথা। রত্নসিংহাসনে শ্রীরাধিকা ছিল এথা ॥ শঙ্খচূড়-বধের কারণ এথা হৈতে। যৈছে কৃষ্ণ বধে তা' বিদিত ভাগবতে ॥" (ঐ) শ্রীল রঘুনাথ বলিতেছেন—'গিরিরাজের চারিপার্শ্বে ঐসকল তীর্থগণের আমি স্তব করি।'

"গোবর্দ্ধন-চারিধারে, যেই সব সরোবরে,
সীরিকুণ্ড কদম্বখণ্ড আদি।
অপ্সরা রূদ্র গৌরী, মাল্যহার বিবুধারি,
জ্যোৎস্না-মোক্ষণ ইন্দ্রধ্বজবেদী ॥
যেই চক্রতীর্থ, শ্রীদৈবত পর্ব্বত
রত্নপীঠাদি যত শোভে।
নিত্য মুঞি স্তব করি, সেই লীলা মনোহারী,
দর্শন করিব এই লোভে ॥"৭৯॥

অহো দোলাক্রীড়া-রসবরভরোৎফুল্লবদনৌ
মুহুঃ শ্রীগান্ধর্ব্বাগিরিবরধরৌ তৌ প্রতিমধু।
সখীবৃন্দং যত্র প্রকটিতমুদান্দোলয়তি তৎ
প্রসিদ্ধংগোবিন্দস্থলমিদমুদারং বত ভজে ॥৮০॥

অনুবাদ। হিন্দোলালীলার রসভরে উৎফুল্ল-বদন শ্রীশ্রীগান্ধর্বা-গিরিধারীকে যেখানে সখীগণ প্রতি বসন্তে মহাহর্ষভরে বারম্বার আন্দোলিত করেন, সেই প্রসিদ্ধ ও মহৎ **গোবিন্দস্থলকে** আমি ভজন করি ॥৮০॥

টীকা। শ্রীরাধাকৃষ্ণ-দোললীলাস্পদং স্থানবিশেষং স্তৌতি-অহো ইতি। ইদং দৃগ্গোচরং তৎ প্রসিদ্ধং সর্ব্বজন-প্রতীতম্ উদারং মহৎ গোবিন্দস্থানং বত সন্তুষ্ট্যা ভজে সেবে। 'বতা মন্ত্রণ সন্তোষ খেদানুক্রোশ-বিস্ময়ে' ইতি মেদিনী। তৎ সেবনপ্রয়োজনমাহ—যত্র গোবিন্দস্থলে সখীবৃন্দং ললিতাদি সখীসমূহঃ প্রতিমধু সকলবসন্তে গান্ধর্ব্বাগিরিবরধরৌ রাধাগোবিন্দৌ কর্ম্মভূতৌ মুহুর্ব্বারং বারমান্দোলয়তি নিশ্চয়ং দোলয়তি। কিম্ভূতং সখীবৃন্দং প্রকটিতমুৎপ্রকটিতা তৎ-ক্রিয়াসু প্রচারিতা-মুৎপ্রীতির্যেন তৎ। প্রকটিত মুদা দোলয়তীতি পাঠে মুদেতি তৃতীয়ান্তম্। আঙ্ জ্ঞান নিশ্চয় স্মৃত্যোরিতি মেদিনী। কিম্ভূতৌ অহো প্রশস্তা যা দোলায়াং ক্রীড়া তত্র যো রসবরস্য মধুররসস্য ভরোঽতিশয়স্তেন প্রফুল্লবদনে মুখে যয়োস্তৌ ॥৮০॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ এইশ্লোকে শ্রীবৃন্দাবনের শ্রেষ্ঠস্থান শ্রীগোবিন্দস্থলীর বন্দনা করিতেছে। যাহার উত্তরে যমুনা প্রবাহিতা হইয়া পূর্বে ও পশ্চিমে দুইটি নির্ঝররূপ বাহুদ্বারা গোবিন্দ-স্থলীকে ঘিরিয়া রাখিয়াছেন। কূর্মপৃষ্ঠের ন্যায় উহা ক্রমোন্নত। মধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মহাযোগপীঠ মণিমন্দির বিরাজিত। উহা চারিকোণে চারিটি কল্পবৃক্ষদ্বারা বেষ্টিত। তাহার অভ্যন্তরে চারিদিকে চারিটি কুঞ্জ ও চারিকোণে চারিটি মণ্ডপ বিরাজিত। উত্তরে শ্বেতাম্বুজকুঞ্জ, এখানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাশা-ক্রীড়া হয়, পূর্বে নীলাম্বুজকুঞ্জে তাঁহাদের বেশভূষা হয়, দক্ষিণে অরুণাম্বুজকুঞ্জে ভোজন হয় ও পশ্চিমে হেমাম্বুজকুঞ্জে শয়নলীলা হইয়া থাকে। ঈশানকোণে মাধবীমণ্ডপ, অগ্নিকোণে মালতীমণ্ডপ, নৈর্ঋতে নবমল্লিকা ও বায়ুকোণে স্বর্ণযূথী-মণ্ডপ বিরাজিত। তাহার বাহিরে মণ্ডলাকারে অষ্টসখীর কুঞ্জ। তাহার বহির্মণ্ডলে ষোড়শ, বত্রিশ, চৌষট্টি ইত্যাদি ক্রমে সহস্রসখীর কুঞ্জ বিরাজমান। তাহার বহির্ভাগে মণ্ডলাকারে ক্রমশঃ হেমস্থলী, কদলীবন, ফুলবন, ফলবন, ষড়্ ঋতুবন, গুবাকবন, নারিকেলবন। তাহার বহির্ভাগে যমুনা বা যমুনানির্ঝর দ্বারা বেষ্টিত মনোরম শোভাময় গোবিন্দস্থল।

প্রতি বসন্ত ঋতুতে এখানে শ্রীরাধামাধবের হিন্দোলালীলা হইয়া থাকে। সখীগণ যুগলমাধুরী গান করিতে করিতে পুষ্পাবলীর আরাত্রিকদ্বারা রসিক-মিথুনের বদনকমল নির্মঞ্চন করত রত্নমণিময় হিন্দোলায় তাঁহাদের আরোহণ করান। আরোহণকালীন বিপর্যস্ত তাঁহাদের হার, উষ্ণীষাদি সুস্থির

করিয়া প্রথমতঃ তাম্বুল ও মাল্য-চন্দনাদির চর্চাদ্বারা পরিচর্যা করেন। দুই প্রাণসখী কাঞ্চিসহ শাটীর অঞ্চল ধরিয়া ঈষৎ নমিতা হইয়া দোলা গ্রহণপূর্বক আন্দোলিত করিতে থাকেন। উভয়ে উভয়ের বাহুর দ্বারা আলিঙ্গিত। শ্রীকৃষ্ণের আজানুলম্বিত বাহু শ্রীমতীর বামস্কন্ধের উপর বক্ষঃ পর্যন্ত বিন্যস্ত। শ্রীমতী দক্ষিণবাহুদ্বারা শ্যামের কটিদেশ অবলম্বন করিয়া আছেন। উভয়েই পরস্পরের বদনমাধুরী দর্শনে রসভরে উৎফুল্লিত। পরমহর্ষভরে সখীগণ বারম্বার যুগলকে আন্দোলিত করিতেছেন।

"ঝুলত শ্যাম গোরী বাম
আনন্দ-রঙ্গে মাতিয়া।
ঈষত হসিত রভস-কেলি ঝুলায়ত সব সখিনী মেলি
গাওত কত ভাতিয়া॥
হেম মণিযুত বর হিঁ ডোর রচিত কুসুম-গন্ধে ভোর
পড়ত ভ্রমর পাঁতিয়া।
নবীন লতায় জড়িত ডাল বৃন্দা-বিপিন শোভিত ভাল
চাঁদ-উজোর রাতিয়া॥
নবঘন-তনু দোলয়ে শ্যাম রাই সঙ্গে ঝুলত বাম
তড়িত জড়িত কাঁতিয়া।
তারামণি চন্দ্রহার ঝুলিতে দোলিত গলে দোঁহার
হিলন দুঁহক গাতিয়া॥
ধিধিকট ধিয়া তাথেয়া বোল বাজে মৃদঙ্গ মোহন রোল
তিনিনা তিনিনা তা তিয়া।
ভেদ পবন গ্রাম-পুর ঘোর শবদ জীল সুর
বরণ নাহিক যাতিয়া॥
মণি আভরণ কিঙ্কিণী বঙ্ক ঝুলনে বাজয়ে ঝুনুর ঝঙ্ক
ঝন ঝন ঝাঁতিয়া।
রাধামোহন-চরণে আশ কেবল ভরসা উদ্ধব দাস
রচিত পুরিত ছাতিয়া॥" (পদকল্পতরু)

শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকভরে দোলার বেগ বৃদ্ধি করিতে থাকিলে শ্রীরাধা পতনাশঙ্কায় ভীতা হইতে লাগিলেন। সখীগণ এতবেগে দুলাইতে শ্যামকে নিষেধ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা না শুনিয়াও দোলার বেগ ক্রমশই বর্ধিত করিতে লাগিলেন। তাহাতে শ্রীরাধার বেণীবন্ধন শিথিল হইল, অবগুণ্ঠন আর রহিল না, বসন-ভূষণাদি বিপর্যস্ত হইয়া গেল। শ্রীমতীর তাৎকালিক রূপমাধুরী দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ

প্রিয়াৎ প্রিয়-প্রাণবয়স্যবর্গে ধৃতাপরাধং কিল কালিয়ং তম্।
যত্রার্দ্দয়ৎ পাদতলেন নৃত্যন্ হরির্ভজে তং কিল কালিয়ং হ্রদম্ ॥৮১॥

অনুবাদ। প্রাণাধিক প্রিয়তম স্বীয় সখাবর্গের নিকট কৃতাপরাধ কালিয়কে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ যেখানে পাদপ্রহারে বিমর্দিত করিয়াছিলেন, সেই কালিয়হ্রদকে আমি ভজন করি ॥৮১॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণস্য পরমকৌতুকবিহার-সাধনত্বেন কালিয়হ্রদং স্তৌতি—প্রিয়েতি। তং কালিয়-হ্রদং কিলানুনয়-পূর্ব্বকং ভজে তীর্থশিলাদি সংস্কারেণ সেবে। কিল শব্দস্তু বার্ত্তায়াং সম্ভাব্যানুনয়ার্থয়ো-রিতি মেদিনী। ভজন-প্রয়োজনমাহ হরির্নন্দনন্দনো নৃত্যন্ সন্ পাদতলেন চরণাধোভাগেন তং প্রসিদ্ধং কালিয়ম্ আর্দয়ৎ অপীড়য়ৎ। কিম্ভূতং ন প্রিয়াঃ প্রাণা যস্মাৎ সোঽপ্রিয়-প্রাণঃ সচাসৌ বয়স্য বর্গশ্চেতি ততঃ প্রিয় ইত্যনেন কর্ম্মধারয়ঃ। তস্মিন্ ধৃতাপরাধং কিল সম্ভাবনীয়ং কৃতাপরাধত্বেন সম্ভাব্য-মিত্যর্থঃ। প্রিয় শব্দস্য সাধারণার্থত্বেন পুনরুক্ততারূপোঽর্থদোষো মন্তব্যঃ প্রিয়াৎ প্রিয়েত্যাদি পাঠে প্রিয়াৎ প্রেমাস্পদাদপি প্রিয়ো যঃ প্রাণঃ স ইব যো বয়স্যবর্গ-স্তস্মিন্নিতি ॥৮১॥

আরও দোলার বেগ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন, তাহাতে ভীতি-বিহ্বলা শ্রীরাধা বাহুবল্লীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন দোলারজ্জু পরিত্যাগ করত দুই বাহুদ্বারা ভীতা শ্রীমতীকে বক্ষে-জড়াইয়া ধরিয়া পদদ্বারা হিন্দোলা ঝুলাইতে লাগিলেন। এইরূপে দোলার উপর শ্রীমূর্তিযুগল নিবিড় আলিঙ্গনপাশবদ্ধ হইয়া উভয়ে যেন একীভূত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। মনে হয় যেন একবৃন্তে বিকসিত চম্পক ও ইন্দীবর নিবিড় সংযোগপ্রাপ্ত হইয়া মলয়হিল্লোলে দুলিয়া দুলিয়া নিরুপম মঞ্জুসুষমা বিকাশ করিতেছে!! শ্রীযুগলের তাৎকালিক লীলামাধুরী দর্শনে সখীগণ আনন্দসায়রে নিমজ্জিতা হইলেন। দোলালীলা অন্তে সখীগণ হিন্দোলা হইতে যুগলকে নামাইয়া তাঁহাদের বেশভূষা এবং ফল-মূলাদি ভোজন করাইয়া সেবা করিয়া থাকেন। এই প্রকার অপরূপ হিন্দোলালীলার সুপ্রসিদ্ধ ও মহা-মহিমান্বিত স্থান শ্রীগোবিন্দস্থলীর ভজন করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছেন শ্রীপাদ রঘুনাথ।

"দোলাক্রীড়া রসভরে,　　রতন-হিন্দোলা পরে,
　　রাধা-সনে শ্রীরাধারমণ।
উৎফুল্ল বদনশোভা,　　দরশন মনলোভা,
　　মাতিয়াছে যত সখীগণ॥
সময় বসন্তকালে,　　সব সখীগণ মিলে,
　　আন্দোলিত করিছে হিন্দোল।
সুখময় সেইস্থানে,　　ভজি নিত্য শুদ্ধমনে,
　　সুপ্রসিদ্ধ সে গোবিন্দস্থল॥"৮০॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। এই শ্লোকে শ্রীপাদ কালিয়হ্রদের স্তুতি করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিক প্রিয় তাঁহার সখাবর্গ কালিয়হ্রদের বিষদূষিত জলপানে প্রাণত্যাগ করত হ্রদতীরে নিপতিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অমৃতবর্ষি দৃষ্টিদ্বারা পুনর্জীবিত করেন। এইজন্যই বলা হইয়াছে—কালিয় শ্রীকৃষ্ণের প্রাণপ্রিয় সখাবর্গের নিকট অপরাধ করিয়াছিল। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে—

"অথ গাবশ্চ গোপাশ্চ নিদাঘাতপপীড়িতাঃ। দুষ্টং জলং পপুস্তস্যাস্তৃষার্ত্তা বিষদূষিতম্॥
বিষাম্ভস্তদুপস্পৃশ্য দৈবোপহতচেতসঃ। নিপেতুর্ব্যসবঃ সর্ব্বে সলিলান্তে কুরূদ্বহ॥
বীক্ষ তান্ বৈ তথাভূতান্ কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ। ঈক্ষয়ামৃতবর্ষিণ্যা স্বনাথান্ সমজীবয়ৎ॥"
(ভাঃ ১০।১৫।৪৯-৫১)

"শ্রীশুকমুনি মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি বলিলেন— হে রাজন্! গ্রীষ্মকালীন রৌদ্রতাপে পীড়িত ও তৃষ্ণার্ত হইয়া গো এবং গোপবালকগণ কালিয়সর্পের বিষদূষিত যমুনার জল পান করিল। দৈবহত-বুদ্ধি গোপবালকগণ এবং গো-গণ সেই বিষজল পান করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল এবং যমুনাতীরে নিপতিত হইল। যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সেই অনন্যগতি গো ও গোপবালকগণকে এইভাবে মৃত ও যমুনাতীরে নিপতিত দর্শনে তৎক্ষণাৎ অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাদের পুনর্জীবিত করিলেন।"

শ্রীকৃষ্ণ প্রাণপ্রিয় সখাগণ ও গো-গণের এই দশা দর্শনে পুনরায় তাঁহার প্রিয়-পার্ষদগণের এই মহাবিষাক্তজলে অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা করিয়া কালিয়হ্রদের তীরবর্তি মহাকদম্ববৃক্ষ হইতে কালিয়হ্রদে ঝম্পপ্রদান করেন এবং নিশ্চেষ্টভাবে ক্রুদ্ধ কালিয়ের ভোগ-বেষ্টনীর মধ্যে কিয়ৎকাল অবস্থান করেন। অনন্তর তাঁহার এই অবস্থা দর্শনে মূর্ছিতপ্রায় সখাগণ, গো-গণ এবং দৈবিক উৎপাত-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কায় হ্রদতীরে সমাগত মাতা-পিতা প্রভৃতি ব্রজবাসিগণের দুঃখ দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ সহসা কালিয়ের ভোগবেষ্টনী হইতে নির্গত হইয়া কালিয়ের মস্তকে আরোহণ করিয়া নৃত্যের দ্বারা তাহাকে বিমর্দিত করেন। এবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৬।২৬-৩০) বর্ণিত—

"এবং পরিভ্রমহতৌজসমুন্নতাংসমানম্য তৎপৃথুশিরঃ স্বধিরূঢ় আদ্যঃ।
তন্মূর্দ্ধরত্ননিকরস্পর্শাতিতাম্র-পাদাম্বুজোঽখিলকলাদিগুরুর্ননর্ত্ত॥
তং নর্ত্তুমুদ্যতমবেক্ষ্য তদা তদীয়গন্ধর্ব্বসিদ্ধসুরচারণদেববধ্বঃ।
প্রীত্যা মৃদঙ্গপণবানকবাদ্যগীত-পুষ্পোপহারনুতিভিঃ সহসোপসেদুঃ॥
যদ্‌যচ্ছিরো ন নমতেঽঙ্গ শতৈকশীর্ষ্ণস্তত্তন্মমর্দ্দ খরদণ্ডধরোঽঙ্ঘ্রিপাতৈঃ।
ক্ষীণায়ুষো ভ্রমত উল্বণমাস্যতোঽসৃঙ্‌নস্তো বমন্ পরমকশ্মলমাপ নাগঃ॥
তস্যাক্ষিভির্গরলমুদ্বমতঃ শিরঃসু যদ্‌যৎ সমুন্নমতি নিঃশ্বসতো রুষোচ্চৈঃ।
নৃত্যন্ পদানুনময়ন্ দময়াম্বভূব পুষ্পৈঃ প্রপূজিত ইবেহ পুমান্ পুরাণঃ॥

তচ্চিত্রতাণ্ডববিরুগ্ণফণাসহস্রো রক্তং মুখৈরুরুবমন্ নৃপ ভগ্নগাত্রঃ।
স্মৃত্বা চরাচরগুরুং পুরুষং পুরাণং নারায়ণং তমরণং মনসা জগাম ॥"

"কালিয় বহুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিয়া যখন হীনবল হইয়া পড়িল, শ্রীকৃষ্ণ তখন বামহস্তে তাহার উন্নত ফণা অবনত করিয়া তাহার সুবিস্তৃত মস্তকোপরি আরোহণ করিলেন এবং সেই অখিল নৃত্যগীতাদির কলাগুরু শ্রীকৃষ্ণ কালিয়মস্তকোস্থিত রত্ননিকরোদ্ভাসিত অরুণচরণে কালিয়মস্তকে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে কালিয়মস্তকে নৃত্য করিতে দেখিয়া তাঁহার গরুড়-বিশ্বক্সেনাদি পার্ষদগণ এবং গন্ধর্ব, সিদ্ধ, দেবতা চারণ ও দেববধূগণ পরমানন্দে মৃদঙ্গ-পণবাদি বাদ্য, গীত, কুসুমবর্ষণ এবং স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন। মৃতপ্রায় অবস্থায় ভ্রাম্যমান শতফণাধারী কালিয়ের যে মস্তক নত না হয়, খলদণ্ডধারী শ্রীকৃষ্ণ নৃত্যচ্ছন্দে, পদাঘাত করিয়া তাহা বিমর্দিত করেন। ইহাতে কালিয়ের মুখ ও নাসাবিবর হইতে রক্তবমন হইতে লাগিল এবং সে অতিশয় ব্যথিত ও মোহপ্রাপ্ত হইল। তখন সে ক্রোধে অধীর হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল এবং তাহার চক্ষু হইতে নিরর্গল গরল-রাশি উদ্গীর্ণ হইতে লাগিল। দেবগণের পুষ্পবর্ষণাদিতে প্রসন্ন হইয়া পুরাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ যেন তাহাদের হিতার্থে কালিয়ের যে মস্তক নত না হয়, নৃত্যচ্ছলে পদাঘাত করিয়া তাহার সেই সেই মস্তক নত করিয়া তাহাকে দমন করিলেন। হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের সেই বিচিত্র তাণ্ডবে কালিয়ের ছত্রাকৃতি সহস্রফণা ভগ্ন হইয়া গেল এবং তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচূর্ণিতপ্রায় হইয়া গেল, তাহার মুখ হইতে প্রবলবেগে রক্তবমন হইতে লাগিল। তখন সে নিজ মস্তকস্থিত সর্বনিয়ন্তা, পুরাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনেস্মরণ করিয়া তাঁহার চরণে শরণ-গ্রহণ করিল।" শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের সেই কালিয়-দমনলীলা যেখানে সম্পন্ন হইয়াছিল, সেই কালিয়হ্রদকে আমি অনর্থনাশ ও স্বাভীষ্টসিদ্ধির জন্য ভজন করি। যেমন শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ তাঁহার স্তবমালা গ্রন্থে কালিয়দমন-লীলা অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া পরিশেষে লিখিয়াছেন—

"কামং দামোদর মম মনঃ পন্নগঃ পীনভোগো দুষ্টাশীর্ভিঃ কুটিলবলনৈঃ ক্ষোভয়ত্যেষ লোকম্।
তদ্বিক্রান্তস্ত্বমুদিতপদদ্বন্দ্বপঙ্কেরুহাঙ্কং কুর্বন্ দর্ব্বীকরদমন হে তাণ্ডবৈর্দণ্ডয়ামুম্ ॥"

অর্থাৎ "হে কালিয়নিগ্রহকারিন্! আপনার কালিয়দমন-লীলায় কালিয়সর্প যথোচিতভাবে নিগৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতেই আপনার সর্পদমনলীলা সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কালিয় অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর কুটিল এবং বিষময় আমার মনোরূপ মহাসর্প আমার হৃদয় মহাহ্রদে অবস্থান করিতেছে এবং শত সহস্র বাসনারূপ ফণা বিস্তার করিয়া সর্বদাই আস্ফালন করিতেছে। কালিয়ের অতি স্থূল, সুবিস্তৃত এবং প্রবল শতভোগ অপেক্ষা আমার বিষয়বাসনারূপ ফণাসমূহ কোন অংশেই ন্যূন নহে। কালিয় যেমন তাহার বিষময় দন্ত এবং স্বভাবসিদ্ধ কুটিলগমনে সকলেরই অনিষ্ট করিত, তদ্রূপ আমার মনোরূপ মহাসর্পও নানাবিধ ভোগেচ্ছারূপ বিষময় দন্তপঙ্ক্তি এবং অপরের অনিষ্ট

সূর্য্যৈর্দ্বাদশভিঃ পরং মুররিপুঃ শীতার্ত্ত উগ্রাতপৈ-
র্ভক্তিপ্রেমভরৈরুদারচরিতঃ শ্রীমান্মুদা সেবিতঃ।
যত্র স্ত্রীপুরুষৈঃ ক্বণৎ পশুকুলৈরাবেষ্টিতো রাজতে
স্নেহৈর্দ্বাদশসূর্য্য-নাম তদিদং তীর্থং সদা সংশ্রয়ে ॥৮২॥

অনুবাদ। যেখানে উদারলীলাপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণ (কালিয়হ্রদে প্রবেশহেতু) অতি শীতার্ত হইয়া দ্বাদশ সূর্যকর্তৃক প্রেমভক্তিভরে ও আনন্দে প্রখরতাপদানদ্বারা সেবিত হইয়াছিলেন এবং কলরব-সমন্বিত নরনারী ও গো-সকলদ্বারা স্নেহভরে বেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিয়াছিলেন; সেই **দ্বাদশসূর্য** নামক তীর্থকে আমি সর্বদা আশ্রয় করি ॥৮২॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণপ্রকটিতং দ্বাদশসূর্য্যসংজ্ঞং তীর্থবিশেষং স্তৌতি—সূর্য্যৈরিতি। তদিদং দৃগ্-গোচরং দ্বাদশসূর্য্য-নামতীর্থং সদা সর্ব্বকালং সংশ্রয়ে সেবে। তস্য তীর্থত্বে প্রয়োজনমাহ—যত্র তীর্থে স্নেহৈঃ প্রেমভিঃ স্ত্রীপুরুষৈঃ ক্বণৎ পশুকুলৈশ্চ আবেষ্টিতঃ সম্যগ্বেষ্টিতঃ শীতার্ত্তোমুররিপুঃ শ্রীকৃষ্ণো দ্বাদশভিঃ সূর্য্যৈঃ কর্ত্তৃভিঃ প্রেমভক্তিভরৈরুগ্রাতপৈঃ করণৈর্মুদা হর্ষেণ পরমতিশয়ং যথাস্যাত্তথা সেবিতঃ সন্ রাজতে প্রকাশতে ইত্যন্বয়ঃ। ননু স্বয়ং ভগবত্ত্বেন মুররিপোঃ কুতঃ শীতার্ত্তত্বঃ তত্রাহ। উদার-চরিতঃ উদারং পরমেশ্বরত্বেঽপি নরলীলৌপয়িকেন মনোহরং চরিত্রং লীলা যস্য সঃ। ক্বণন্তি শব্দায়মানানি যানি পশুকুলানি তৈঃ। উক্তাবানন্দমগ্নাদেঃ স্যান্ন্যূনপদতা গুণ ইতি বচনেন ক্বণৎ পশুকুলৈরিত্যত্র

চিন্তারূপ কুটিলগতিতে সর্বদাই অপরের অনিষ্ট-সাধন করিয়া থাকে। অতএব হে পরম পরাক্রম-শালিন্! আপনি যেমন বিচিত্র তাণ্ডবচ্ছলে কালিয়ের শতফণা ভগ্ন করিয়া তাহাকে দমন করিয়াছেন এবং তাহার মস্তকে শ্রীচরণচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, তদ্রূপ আমার মনোরূপ মহাসর্পের শত সহস্র বাসনা-ফণা ভগ্ন করিয়া দিন এবং ইহার মস্তকে আপনার শ্রীচরণচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া চিরতরে ইহাকে কৃতার্থ করুন।" শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—

"প্রিয়তম প্রেমাস্পদ, প্রাণাধিক সখা যত,
তাঁহা-প্রতি অপরাধ হেতু।
কৃষ্ণ যেথা নৃত্য করি, কালিয়ের শিরোপরি,
বিমর্দ্দিত কৈল ধর্ম্মসেতু ॥
সেই ত কালিয়হ্রদ, সর্ব্বকালে সুখপ্রদ,
জল যা'র অমৃত-সমান।
কৃষ্ণে সেথা গোচারণে, নিত্য পাব দরশনে,
ভজি নিত্য করি স্নান পান ॥"৮১॥

সমুচ্চয়বোধক চকারাভাবরূপ ন্যূনপদতা গুণঃ। যদ্বা যন্মতে অদ্রব্যবাচিনা-মব্যয়ানাং ন পদত্বং তন্মতমবলম্ব্য ন ন্যূনপদতা॥৮২॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে **দ্বাদশ আদিত্য**-তীর্থের স্তব করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বহুক্ষণ যাবৎ কালিয়হ্রদে অবস্থান ও সন্তরণাদি করিয়া কালিয়দমন করত যখন হ্রদ হইতে তীরে আগমন করেন, তখন অতিশয় শীতার্ত হইয়া কম্পিত হইতে থাকেন। তিনি উদার-চরিত বা নরলীলাপরায়ণ। কালিয়দমনে সব ব্রজবাসীর সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণের নিরতিশয় ঐশ্বর্য-প্রকাশ পাইয়াছে বটে, কিন্তু ব্রজবাসিগণের নিকট সেই ঐশ্বর্য মধুর বা আস্বাদ্য হইয়াই অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহাই মাধুর্যজ্ঞানের স্বভাব। 'ঈশ্বরোঽয়মিত্যনুসন্ধানেঽপি হৃৎকম্পজনকসম্ভ্রমগন্ধস্যানুদ্গমাৎ স্বীয়ভাব-স্যাতিস্থৈর্য্যমেব যদুৎপাদয়তি তন্মাধুর্যজ্ঞানম্" (রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা-২।৫) অর্থাৎ 'ইনি ঈশ্বর' এইরূপ অনুসন্ধান থাকিলেও যাহাতে হৃৎকম্পজনক সম্ভ্রম বা গৌরবাদির উদয় না হইয়া, "মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি" এই স্বাভাবিক বন্ধুভাবই স্থির থাকে, তাহাকেই 'মাধুর্যজ্ঞান' বলা হয়। জগতেও দেখা যায়, কোন মাতার সন্তান পৃথিবীপতি হইলে জননীর পুত্রভাবের শৈথিল্য হয় না বরং পুত্রভাবের অধিকতর দৃঢ়তাই জন্মে। "যথা প্রাকৃত্যা অপি মাতুঃ পুত্রস্য পৃথ্বীশ্বরত্বে সতি তৎপুত্রভাবঃ স্ফীত এবাবভাতি।" (ঐ)

ভক্তের প্রেম স্বীয় ভাবানুরূপ শ্রীভগবানের স্বভাবের উদ্গম ঘটায়, তাই ব্রজভক্তগণের মাধুর্য জ্ঞানানুরূপ এস্থানে শ্রীকৃষ্ণেরও মাধুর্যলীলার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। "যথা পূতনাপ্রাণহারিত্বেঽপি স্তনচূষণলক্ষণনরবাললীলত্বমেব। মহাকঠোরশকটস্ফোটনেঽপ্যতিসুকুমারচরণত্রৈমাসিক্যোত্তানশায়িবাল-লীলত্বম্। মহাদীর্ঘদামাশক্যবন্ধত্বেঽপি মাতৃভীতিবৈক্লব্যম্। ব্রহ্মবলদেবাদি-মোহনেঽপি সর্ব্বজ্ঞত্বেঽপি বৎসচারণলীলত্বম্।" (ঐ-৩) পূতনার ন্যায় মহাবলীয়সী রাক্ষসীর প্রাণনাশকালেও শ্রীকৃষ্ণের স্তনচূষণ লক্ষণ নরবালকের চেষ্টামাত্র প্রকাশ পাইয়াছিল। অতি বিশাল ও মহাকঠোর শকটভঞ্জনও তিনমাস বয়স্ক উত্তানশায়ী শিশুর অতি সুকুমারচরণের আঘাতেই সম্পন্ন হইয়াছিল। দামবন্ধনলীলায় অতিদীর্ঘ বহু রজ্জু একত্র যোজনা করিয়াও মা যশোদা যখন দুই অঙ্গুলী ন্যূনতার পূরণ করিতে সক্ষম হন নাই, তখনও শ্রীকৃষ্ণের মায়ের ভয়ে ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছিল। ব্রহ্মা, বলদেবাদির মোহনে এবং সর্বজ্ঞ-তার বিকাশেও মধুর বৎসচারণ-লীলা প্রকাশ হইয়াছিল।' কালিয়দমন-লীলাতেও সুকোমল বিগ্রহেই মধুর নৃত্যচ্ছন্দে মহাবিষধর কালিয়ের শত মস্তক, চূর্ণীকৃত করিয়াছিলেন। কালিয়দমন অন্তে যখন কালিয়হ্রদ হইতে উত্থিত হইলেন, তখন বহুক্ষণ যাবৎ হ্রদনীরে সন্তরণাদিহেতু প্রবলশীতে দেহ অতিশয় কম্পিত হইতেছিল। তৎকালে প্রেমভক্তিভরে দ্বাদশ সূর্য কালিয়হ্রদের নিকটে সমুদিত হইয়া পরমানন্দে প্রখরতাপদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শীত-নিবারণ করিয়াছিলেন। তাহাকেই দ্বাদশ আদিত্যতীর্থ বলা হয়। আদিবরাহপুরাণে লিখিত আছে—

অত্যন্তাতপসেবনেন পরিতঃ সংজাতঘর্ম্মোৎকরৈ-
র্গোবিন্দস্য শরীরতো নিপতিতৈর্যত্তীর্থমুচ্চৈরভূৎ।

"সূর্য্যতীর্থে নরঃ স্নাতো দৃষ্টাদিত্যান্ বসুন্ধরে।
আদিত্যভুবনং প্রাপ্য কৃতকৃত্যঃ স মোদতে ॥
আদিত্যেঽহনি সংক্রান্তাবস্মিন্ তীর্থে বসুন্ধরে।
মনসাভীপ্সিতং কামং প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ ॥"

"হে বসুন্ধরে! সূর্যতীর্থে স্নানকারী ব্যক্তি আদিত্য দর্শনপূর্বক সূর্যলোক প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভে কৃতার্থ হইয়া থাকে। রবিবারে, সংক্রান্তি দিনে এই তীর্থে স্নানকারী জনগণ আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভে ধন্য হয় সন্দেহ নাই।" সূর্যপুরাণে দেখা যায়—"দ্বাদশাদিত্যতীর্থাখ্যং তীর্থং তদনুপাবনম্। তস্য দর্শনমাত্রেণ নৃনামঙ্ঘো বিনশ্যতি ॥" 'এই দ্বাদশ আদিত্যতীর্থ পরম পাবন, যাহার দর্শনমাত্রেই নিখিল পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে।'

শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বাদশসূর্যের তাপ সেবন করিতেছিলেন, তখন স্নেহভরে তাঁহাকে ঘিরিয়া মাতা, পিতা প্রভৃতি নিখিল ব্রজবাসিগণ কলরব করিতেছিলেন, গো-সকলের হাম্বারবেও সেই স্থান মুখরিত হইয়াছিল। শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—'সেই দ্বাদশ আদিত্যতীর্থকে আমি সর্বদা আশ্রয় করি।'

"উদার চরিত্র যাঁর, মুররিপু খ্যাতি তাঁর,
পরমেশ্বর বলি গায় যাঁরে।
নরলীলা অনুরূপে, শীতে তাঁর অঙ্গ কাঁপে,
লীলাভঙ্গি অতি চমৎকারে ॥
যথা স্ত্রী-পুরুষগণে, শব্দায়মান পশুগণে,
বেষ্টনেতে আছেন গোবিন্দ।
দ্বাদশসূর্য-আতপেরে, সেবা করে শ্রীঅঙ্গেতে,
প্রেমভরে পুলকিত অঙ্গ ॥
যার দ্বাদশাদিত্য নাম, মহাতীর্থ সেই ধাম,
মুক্তি তার দরশন লোভে।
সর্ব্বদা আশ্রয় করি, নিত্য যেন তারে স্মরি,
পদাঙ্কিত ভূমি অনুরাগে ॥"৮২॥

তত্তৎ কোমলসান্দ্রসুন্দরতর-শ্রীমৎসদঙ্গোচ্ছল-
দ্গন্ধৈর্হারি সুবারি সুদ্যুতি ভজে প্রস্কন্দনং বন্দনৈঃ ॥৮৩॥

অনুবাদ। দ্বাদশাদিত্যের অত্যন্ত রৌদ্রতাপ সেবনহেতু শ্রীগোবিন্দের শরীর হইতে চারিদিকে বিনির্গত ঘর্মরাশি প্রবাহিত হইয়া যে মহাতীর্থের প্রকাশ হইয়াছে, গোবিন্দের কোমল ও অতীব সুন্দর শ্রীমৎ শুভাঙ্গ হইতে স্ফুরিত গন্ধ-রাশির দ্বারা অতি সুবাসিত, মনোহর ও নির্মল জলপূর্ণ পরমোজ্জ্বল সেই **প্রস্কন্দনতীর্থ**কে আমি বন্দনাপূর্বক ভজন করি ॥৮৩॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণস্বেদোদ্ভূতং প্রস্কন্দন নাম তীর্থবিশেষং স্তৌতি—অত্যন্তেতি। তৎ প্রসিদ্ধং প্রস্কন্দনং তীর্থং বন্দনৈঃ কায়মনোবচোভিঃ প্রণামৈর্ভজে সেবে। কথং যত্তীর্থং পরিতঃ সর্ব্বতোহত্যন্তাতপ-সেবনেন গোবিন্দস্য সংজাতঘর্ম্মোৎকরৈর্নিদাঘাতিশয়ৈর্গোবিন্দস্য শরীরতঃ শরীরাৎ নিপতিতৈরুচ্চৈরুৎ-কৃণ্টমভূদিত্যন্বয়ঃ। কাকাক্ষি-ন্যায়েন গোবিন্দস্যেতস্য সংজাতেত্যাদিনা তৎ কোমলেত্যাদিনা চ সহ সম্বন্ধঃ। কিম্ভূতং প্রস্কন্দনং কোমলম্ অথচ সান্দ্রং নিবিড়মথ চ সুন্দরতরমতিশয়-সুন্দরং মনোহরম্ অথচ শ্রীমৎ মণ্যাদি ঘটিতালঙ্কার-সম্পত্তিমৎ যৎ সতঃ সত্যস্য শ্রীকৃষ্ণস্যাঙ্গং তস্মাদুচ্ছলন্ত উদ্গচ্ছন্তো যে গন্ধাস্তৈর্হারি মনোহরং যৎ সুবারি শোভনজলং তেন দ্যুতিঃ কান্তির্যস্য তত্তথা ॥৮৩॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। এই শ্লোকে দ্বাদশাদিত্যতীর্থের নিকটবর্তি প্রস্কন্দন তীর্থের বন্দনা। লীলাময়ের লীলাচাতুর্যের অন্ত নাই। কালিয়দমন-লীলায় কালিয়হ্রদের বিষদোষ-নাশের সঙ্গে সঙ্গে অপর দুইটি মনোহর তীর্থের প্রকাশ করিলেন লীলাপুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ "সর্বতীর্থ গোবিন্দ-চরণ" (প্রেঃ ভঃ চঃ) শ্রীগোবিন্দের-শ্রীচরণসম্পর্ক বা লীলাসম্পর্ক লইয়াই সকল তীর্থের উদয়। তীর্থ-নীরে মানবের পাপ-তাপাদি বিনাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তত্তৎস্থানের লীলাস্মৃতি অন্তরে উদিত হইয়া চিত্তের অনাদিকালের বাসনা-বীজ নাশ করত লীলা-মাধুরীর অনুভূতি জাগায়।

মধুর-নরলীলাপরায়ণ শ্রীগোবিন্দ কালিয়হ্রদ হইতে উত্থিত হইয়া অত্যন্ত শীতে কম্পিত হইতে থাকিলে তাঁহার শীত-নিবারণজন্য দ্বাদশ আদিত্যের প্রকাশ হয়। দ্বাদশাদিত্যের প্রখর তাপে শীত নিবারিত হইয়া অতি সুকোমল সান্দ্র সুন্দরতর শ্রীঅঙ্গ হইতে ঘর্মরাশি নির্গত হইতে থাকে। নীলমণি-পুত্তলিকা হইতে যেন অজস্র মুক্তাবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে। এইভাবে সর্বাঙ্গ হইতে বিপুল ঘর্মরাশি নির্গত হইয়া সেই ঘর্মের স্রোত যমুনায় মিলিত হইলে তাহার নাম হয় **প্রস্কন্দনতীর্থ**। শ্রীভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে—

"অহে শ্রীনিবাস! সূর্য্যগণের তাপেতে।
দূরে গেল শীত, ঘর্ম্ম হইল দেহেতে॥
সেই ঘর্ম্মজল সূর্যকন্যায় মিলিল।
এই হেতু প্রস্কন্দন নাম তীর্থ হৈল॥

দেখ প্রস্কন্দন-ক্ষেত্র স্নানে পাপ যায়।
প্রাণত্যাগ হইলেই বিষ্ণুলোক পায় ॥"

আদিবারাহে শ্রীবরাহদেব ধরণীর প্রতি বলিয়াছেন—

"পুনরন্যৎ প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ত্বং বসুন্ধরে!
ক্ষেত্রং প্রস্কন্দনং নাম সর্ব্বপাপহরং শুভম্ ॥
তস্মিন্ স্নাতস্তু মনুজঃ সর্ব্বপাপৈ প্রমুচ্যতে।
অথাত্র হি মুঞ্চন্ প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি ॥"

"হে বসুন্ধরে! অপর একটি তীর্থের কথা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। প্রস্কন্দন নামে সর্ব-পাপনাশক শুভক্ষেত্র আছে। তথায় স্নানকারী ব্যক্তি সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। আবার তথায় প্রাণত্যাগ করিলে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই আমার ধামে গমন করে।"

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন— শ্রীকৃষ্ণের পরম সুগন্ধিত শ্রীমৎ শুভাঙ্গ হইতে স্ফুরিত গন্ধরাশির দ্বারা প্রস্কন্দনতীর্থের নীর অতি সুনির্মল ও সুবাসিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের নেত্রদ্বয়, করদ্বয়, পদদ্বয়, নাভি ও শ্রীমুখ এই অষ্ট অঙ্গে কর্পূরযুক্ত কমলের গন্ধ নিঃসৃত হইয়া থাকে। "কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃ পরিমলোর্ম্মি-কৃষ্টাঙ্গনঃ স্বকাঙ্গনলিনাষ্টকে শশিযুতাব্জগন্ধপ্রথঃ।" (গোবিন্দলীলামৃতম্) অর্থাৎ "মৃগমদবিজয়ী শ্রীঅঙ্গের পরিমলোর্মিদ্বারা যিনি ব্রজাঙ্গনাগণকে আকর্ষণ করেন, যিনি স্বীয় অঙ্গরূপ অষ্টপদ্মে কর্পূরযুক্ত পদ্মের গন্ধ বিস্তার করিতেছেন।" গম্ভীরালীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরাধারাণীর ভাবে বিভাবিতচিত্তে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গগন্ধের মাধুরী প্রকাশপূর্বক প্রলাপ করিয়াছিলেন—

"কস্তুরীলিপ্ত নীলোৎপল, তার যেই পরিমল,
তাহা জিনি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ।
ব্যাপে চৌদ্দ ভুবনে, করে সর্ব্ব আকর্ষণে,
নারীগণের আঁখি করে অন্ধ ॥
সখি হে! কৃষ্ণগন্ধ জগত মাতায়।
নারীর নাসায় পৈশে, সর্ব্বকাল তাঁহা বৈসে,
কৃষ্ণ-পাশে ধরি লঞা যায় ॥
নেত্র নাভি বদন, করযুগ চরণ,
এই অষ্টপদ্ম কৃষ্ণ-অঙ্গে।
কর্পূরলিপ্ত কমল, তার যৈছে পরিমল,
সেই গন্ধ অষ্টপদ্ম সঙ্গে ॥" (চৈঃ চঃ)

কাত্যায়ন্যতুলার্চ্চনার্থমমলে কৃষ্ণা-জলে মজ্জতঃ
কন্যানাং প্রকরস্য চীরনিকরং সংরক্ষিতং তীরতঃ।
হৃত্বারুহ্য কদম্বমুজ্জ্বল-পরীহাসেন তং লজ্জয়ন্
স্মেরংস্তং প্রদদৌ স ভঙ্গিমুরজিত্তং চীরঘট্টং শ্রয়ে ॥৮৪॥

অনুবাদ। যেখানে কাত্যায়নীদেবীর নিরুপম পূজনার্থ যমুনাজল-মগ্না গোপকন্যাগণের তীর-সংরক্ষিত বস্ত্রসমূহ অপহরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করত সমুজ্জ্বল পরিহাসে তাঁহাদের সমধিক লজ্জিত করিয়া সহাস্যে সেই বসনগুলি তাঁহাদের প্রদান করিয়াছিলেন,—আমি সেই **চীরঘাটকে** আশ্রয় করি ॥৮৪॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণস্য বস্ত্রহরণ-লীলা-সাহায্যকারিণং চীরঘট্টং স্তৌতি—কাত্যায়ন্যেতি। অনুপাদানেঽপি দ্বয়মপি সামর্থ্যাৎ ক্বচিদ্গম্যতে ইতি ন্যায়েন যত্তদোঃ সম্বন্ধেনৈবং ব্যাখ্যেয়ং যথা। মুরজিৎ শ্রীকৃষ্ণ-স্তীরতস্তীরে যত্র সংরক্ষিতং কন্যানাং প্রকরস্য বস্ত্রনিকরং হৃত্বা গৃহীত্বা কদম্বমারুহ্য তং বস্ত্র-নিকরং দদৌ তং প্রসিদ্ধং চীরঘট্টং শ্রয়ে সেবে ইত্যন্বয়ঃ। পদ্যস্থ তৎপদং প্রসিদ্ধপরামর্শং অতএব যৎ পদাপ্রয়োগ ইতি ন ন্যূনপদতা। প্রকরস্য কিম্ভূতস্য কাত্যায়ন্যা ভবান্যা যা অতুলার্চ্চনা তদর্থম্ অমলে হেমন্ত প্রথমমাসত্বেন শরদঃ সন্নিকর্ষান্নির্ম্মলে কৃষ্ণা যমুনা তস্যা জলে মজ্জতো নিমজ্জতঃ। কিং কুর্ব্বন্ দদৌ উজ্জ্বলেন শৃঙ্গাররসেন যঃ পরীহাসঃ অত্রাগত্যাবলাঃ কামং স্বং স্বং বাসঃ প্রগৃহ্যতামিত্যাদি কৌতুকং তেন তং কন্যানাং প্রকরং লজ্জয়ন্ প্রাপ্তলজ্জং কুর্ব্বন্ সন্। স্মেরন্ ঈষদ্ধসন্ কিম্ভূতঃ বস্ত্রোপরি বস্ত্রং তদুপরি বস্ত্রমিত্যাদি প্রকারেণ কদম্বোপরি কৃতাসনে তর্কমুদ্রয়োপবিষ্টত্বেন শোভনা ভঙ্গী বসনপরিপাটী যস্য সঃ। শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিবেত্যাদিবৎ উজ্জ্বল শব্দপ্রয়োগাধীন এবাত্র বিবক্ষিতার্থ ইত্যৌচিত্যাৎ ব্যভিচারি রসস্থায়ি ভাবানাং শব্দবাচ্যতেত্যাদিনা রসদোষাপত্তির্না শঙ্কনীয়েতি ॥৮৪॥

শ্রীপাদ বলিতেছেন—'পরমোজ্জ্বল সেই প্রস্কন্দনতীর্থকে আমি বন্দনাপূর্বক ভজন করি।'

"উগ্রাতপ সেবনেতে, শ্রীগোবিন্দ-অঙ্গ হৈতে,
সঞ্জাত যে ঘর্ম্মবিন্দুচয়।
তাহে তীর্থ আবির্ভূত, অঙ্গগন্ধে সুরভিত,
মনোহর দ্যুতিশালী হয় ॥
পবিত্র তাহার জল, সদা করে টলমল,
প্রস্কন্দনতীর্থ যার নাম।
আশ্রয়ে বন্দনা করি, তার তটে বাস করি,
পূর্ণ হবে মোর মনস্কাম ॥" ৮৩॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে কাত্যায়নীব্রত-পরায়ণা ব্রজকুমারিকাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র পরিহাস-রসময় লীলাস্থল চীরঘাটের বন্দনা করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাবিংশাধ্যায়ে শ্রীপাদ শুকমুনি ব্রজকুমারিকাগণের কাত্যায়নীসেবা এবং তাঁহাদের বসন-হরণ-লীলা বর্ণন করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহাদের নিরুপম কাত্যায়নী-অর্চনা-প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে—

"হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকা। চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানা কাত্যায়ন্যর্চ্চনব্রতম্ ॥
আপ্লুত্যাম্ভসি কালিন্দ্যা জলান্তে চোদিতেঽরুণে। কৃত্বা প্রতিকৃতিং দেবীমানর্চ্চুর্নৃপসৈকতীম্ ॥
গন্ধৈর্মাল্যৈঃ সুরভিভির্বলিভির্ধূপদীপকৈঃ। উচ্চাবচৈশ্চোপহারৈঃ প্রবালফলতণ্ডুলৈঃ ॥
কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি। নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ ॥
ইতি মন্ত্রং জপন্ত্যস্তাঃ পূজাং চক্রুঃ কুমারিকাঃ॥" (ভাঃ ১০।২১।২-৪)

শ্রীশুকমুনি বলিলেন—"নন্দব্রজবাসিনী গোপবালিকাগণ হেমন্ত ঋতুর প্রথমমাসে হবিষ্যভোজনাদি নিয়মাবলম্বনপূর্বক কাত্যায়নী-ব্রতানুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন। হে রাজন্! তাঁহারা প্রত্যহ অরুণোদয়কালে যমুনার জলে স্নান করিয়া যমুনার জল-সন্নিহিত তীরভূমিতে বালুকানির্মিত কাত্যায়নী-প্রতিমা প্রতিষ্ঠাপূর্বক সুরভিত গন্ধ, মাল্য, বস্ত্র, ভূষণাদি উপহার, ধূপদীপাদি অন্যান্য উত্তম মধ্যমাদি বিবিধ উপহার, নবপল্লব, ফল, তণ্ডুলাদিদ্বারা কাত্যায়নীদেবীর অর্চনা করিয়াছিলেন। 'হে দেবি কাত্যায়নি! হে মহামায়ে! হে দুর্ঘট-ঘটন-সমর্থে! হে অধীশ্বরি! হে ক্রীড়া-রসাভিজ্ঞে! আপনি নন্দগোপসুতকে আমাদের পতি করিয়া দিন, আপনার চরণে প্রণাম।' ব্রজকুমারী-গণ এই মন্ত্র জপ করিয়া কাত্যায়নীদেবীর অর্চনা করিলেন।" এইভাবে একমাস যাবৎ তাঁহাদের পরম নিষ্ঠার সহিত কাত্যায়নী-সেবা চলিয়াছিল এবং ব্রতসমাপ্তির দিনে তাঁহাদের পরমাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের ভাবানুরূপ চেষ্টায় বসনহরণাদি পরিহাস করিয়া তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

"উষস্যুত্থায় গোত্রৈঃ স্বৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহবঃ। কৃষ্ণমুচ্চৈর্জগুর্যান্ত্যঃ কালিন্দ্যাং স্নাতুমন্বহম্ ॥
নদ্যাং কদাচিদাগত্য তীরে নিঃক্ষিপ্য পূর্ব্ববৎ। বাসাংসি কৃষ্ণং গায়ন্ত্যো বিজহ্রুঃ সলিলে মুদা ॥
ভগবাংস্তদভিপ্রেত্য কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ। বয়স্যৈবাবৃতস্তত্র গতস্তৎকর্ম্মসিদ্ধয়ে ॥
তাসাং বাসাংস্যুপাদায় নীপমারুহ্য সত্বরঃ। হসদ্ভিঃ প্রহসন্ বালৈঃ পরিহাসমুবাচহ ॥
অত্রাগত্যাবলাঃ কামং স্বং স্বং বাসঃ প্রগৃহ্যতাম্। সত্যং ব্রুবাণি নো নর্ম্ম যদ্যূয়ং ব্রতকর্ষিতাঃ॥"
(ভাঃ—১০।২২।৬-১০)

"গোপকুমারিকাগণ—প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্তে গাত্রোত্থান করত পরস্পর পরস্পরকে আহ্বানপূর্বক একত্র মিলিতভাবে হাত ধরাধরি করিয়া যমুনায় স্নান করিতে যান এবং উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণগুণানুগান

গোপকুমারীগণ কার্তিকীপূর্ণিমার পরদিন হইতে অগ্রহায়ণী পূর্ণিমা পর্যন্ত একমাসকাল কাত্যায়নীদেবীর ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

হেষাভির্জগতীত্রয়ং মদভরৈরুৎকম্পয়ন্তং পরৈঃ
ফুল্লন্নেত্রবিঘূর্ণনেন পরিতঃ পূর্ণং দহন্তং জগৎ।
তং তাবত্তৃণবদ্বিদীর্য্য বকভিদ্বিদ্বেষিণং কেশিনং
যত্র ক্ষালিতবান্ করৌ সরুধিরৌ তৎ কেশিতীর্থং ভজে ॥৮৫॥

অনুবাদ। মদভরে হ্রেষারবদ্বারা ত্রিভুবন কম্পিতকারী ও জ্বলন্ত নেত্রঘূর্ণনে বিশ্বদগ্ধ-

---

করেন। ব্রতের শেষ দিনেও তাঁহারা যমুনাতীরে আসিয়া প্রতিদিনের ন্যায় নিজ নিজ পরিধেয় বসন রাখিয়া পরমানন্দে কৃষ্ণগুণানুগান করিতে করিতে যমুনাতীরে জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। যোগেশ্বরেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাদের ব্রতের ফলদান করিবার জন্য বয়স্যগণের সহিত মিলিত হইয়া যমুনাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ অতি সত্বর যমুনাতীরস্থ তাঁহাদের বসনগুলি আহরণ করিয়া কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং হাস্যপরায়ণ বালকগণের সহিত হাস্য করিতে করিতে নানাবিধ পরিহাস-বচন বলিতে লাগিলেন। তাহাতে গোপকুমারীগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইলে তাঁহাদিগকে বলিলেন,—হে গোপকুমারিগণ। তোমরা যথেচ্ছভাবে এই কদম্বমূলে আসিয়া নিজ নিজ বসন পরিচয় করিয়া গ্রহণ কর। তোমরা সকলেই তপস্বিনী; সুতরাং আমি তোমাদের নিকট সত্যকথাই বলিতেছি; কিছু পরিহাস করিতেছি না॥"

গোপকুমারিকাগণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহাদের ভাবানুরূপ চেষ্টায় তাঁহাদের বসন-হরণকারী কৃষ্ণের পরিহাসবাণী শুনিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিলেন কিন্তু লজ্জাবশতঃ যমুনানীর হইতে সহসা উঠিতে পারিলেন না। কৃষ্ণও সমুজ্জ্বল পরিহাসে তাঁহাদের কদম্বমূলে আনিয়া তাঁহাদের সমধিক লজ্জিত করিয়া সহাস্যবদনে তাঁহাদের বসনগুলি প্রদান করিলেন এবং তাঁহাদের প্রিয়ারূপে গ্রহণ করিবেন বলিয়া অভীপ্সিত বর প্রদান করিলেন। যে-স্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোপকুমারীগণের বসন-হরণ করেন, তাহাই **চীরঘাট** নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন, 'আমি সেই চীরঘাটকে আশ্রয় করি।'

"কাত্যায়নী ব্রত করে, কৃষ্ণকে পাবার তরে,
জলমগ্না গোপকন্যাগণ।
রাখিল বসন-নিকর, কৃষ্ণ সবা-অগোচর,
তীর হৈতে করিল হরণ॥
কদম্ব-তরুতে বসে, সমুজ্জ্বল পরিহাসে,
লজ্জিত করিল কন্যাগণে।
পুনরায় সহাস্যেতে, বস্ত্রদান করে যাতে,
আশ্রয় করি চীরঘাট নামে॥"৮৪॥

কারী মহাশত্রু কেশী নামক অসুরকে তৃণবৎ বিদীর্ণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় রুধির ক্লিন্ন হস্তদ্বয় যেখানে প্রক্ষালন করিয়াছিলেন, সেই **কেশীতীর্থকে** ভজন করি ॥৮৫॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণক্ষালিতকরং যমুনৈকপ্রদেশং কেশিতীর্থং স্তৌতি—হেষাভিরিতি। তৎ কেশিতীর্থং এতন্নাম্না প্রসিদ্ধং যমুনাপ্রদেশবিশেষং ভজে। যত্র কেশিতীর্থে বকভিৎ শ্রীকৃষ্ণস্তং প্রসিদ্ধং কেশিনং তৃণবদতিতুচ্ছং কৃত্বেত্যর্থঃ। বিদীর্য্য স রুধিরৌ করৌ পাণী ক্ষালিতবান্। কেশিনং কিম্ভূতং বিদ্বেষিণং শত্রুং বিদারস্তু পক্ককর্ক্কটিকা ফলবদিতি মন্তব্যম্। যথাশ্রুত-ব্যাখ্যায়াং শ্রীমদ্ভাগবতে ন বিরোধঃ স্যাদিতি। পুনঃ কিম্ভূতং পরৈরুৎকৃষ্টৈ-র্মদভরৈরহঙ্কারাতিশয়ৈর্যা হেষাস্তজ্জাতি শব্দা-স্তাভির্জগতীত্রয়ম্ উৎকম্পয়ন্তম্। পুনঃ কিম্ভূতং পরিতঃ সর্ব্বদিক্ষু ফুল্লন্তী প্রকাশমানে যে নেত্রে তয়োর্বিঘূর্ণনেন পূর্ণং সমগ্রং জগৎ দহন্তং দগ্ধী কুর্ব্বন্তম্। পূর্ণঃ শব্দে সমগ্রেণাপূরিতে ত্বভিধেয়বৎ। ইতি মেদিনী ॥৮৫॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে কেশীতীর্থের স্তব করিতেছেন। কংসের সহায়ক বলশালী অসুরসমূহ শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট-নিমিত্ত ব্রজে প্রেরিত হইয়া অবলীলাক্রমে নিধন-প্রাপ্ত হইলে কংস সর্বশেষে মহাবলশালী কেশী অসুরকে ব্রজে প্রেরণ করেন। কংসের নির্দেশে কেশিদানব মায়াবলে একটি অতি বিশাল অশ্বের আকৃতি ধারণ করত অতি দ্রুতগতিতে ব্রজে উপস্থিত হইয়াছিল। কেশিদানবের অতি ভয়াবহ আকৃতি ও শ্রীকৃষ্ণের অবলীলাক্রমে তাহার নিধন-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে—

"কেশী তু কংসপ্রহিতঃ খুরৈর্মহীং মহাহয়ো নির্জ্জরয়ন্ মনোজবঃ।
সটাবধূতাভ্রবিমানসঙ্কুলং কুর্ব্বন্নভো হেষিতভীষিতাখিলঃ ॥
বিশালনেত্রো বিকটাস্যকোটরো বৃহদ্গলো নীলমহাম্বুদোপমঃ।
দুরাশয়ঃ কংসহিতং চিকীর্ষুর্ব্রজং স নন্দস্য জগাম কম্পয়ন্ ॥
তং ত্রাসয়ন্তং ভগবান্ স্বগোকুলং তদ্ধেষিতৈর্বালবিচূর্ণিতাম্বুদম্।
আত্মানমাজৌ মৃগয়ন্তমগ্রণীরুপাহ্বয়ৎ স ব্যনদৎ মৃগেন্দ্রবৎ ॥
স তং নিশাম্যাভিমুখো মুখেন খং পিবন্নিবাভ্যদ্রবদত্যমর্ষণঃ।
জঘান পদ্ভ্যামরবিন্দলোচনং দুরাসদশ্চণ্ডজবো দুরত্যয়ঃ ॥
তদ্বঞ্চয়িত্বা তমধোক্ষজো রুষা প্রগৃহ্য দোর্ভ্যাং পরিবিধ্য পাদয়োঃ।
সাবজ্ঞমুৎসৃজ্য ধনুঃ শতান্তরে যথোরগং তার্ক্ষ্যসুতো ব্যবস্থিতঃ ॥
স লব্ধসংজ্ঞঃ পুনরুত্থিতো রুষা ব্যাদায় কেশী তরসাপতদ্ধরিম্।
সোঽপ্যস্য বক্ত্রে ভুজমুত্তরং স্ময়ন্ প্রবেশয়ামাস যথোরগং বিলে ॥

দন্তা নিপেতুর্ভগবদ্ভুজস্পৃশস্তে কেশিনস্তপ্তময়স্পৃশো যথা।
বাহুশ্চ তদ্দেহগতো মহাত্মনো যথাময়ঃ সংববৃধে হ্যুপেক্ষিতঃ॥
সমেধমানেন স কৃষ্ণবাহুনা নিরুদ্ধবায়ুশ্চরণাংশ্চ নিক্ষিপন্।
প্রস্বিন্নগাত্রঃ পরিবৃত্তলোচনঃ পপাতং লেণ্ডং বিসৃজন্ ক্ষিতৌ ব্যসুঃ॥
তদ্দেহতঃ কর্কটিকাফলোপমাদ্ব্যসোরপাকৃষ্য ভুজং মহাভুজঃ।
অবিস্মিতোঽযত্নহতারিকঃ সুরৈঃ প্রসূনবর্ষৈর্দিবিষদ্ভিরীড়িতঃ॥"(ভাঃ ১০।৩৭।১-৯)

"শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি বলিলেন,—হে রাজন্! কংসপ্রেরিত কেশিদৈত্য মনের ন্যায় বেগগামী বৃহৎকায় অশ্বের আকার ধারণ করত হ্রেষারবে নিখিল ভুবনকে ভয়-ব্যাকুল ও খুরক্ষেপে ধরাতল বিদীর্ণ করিয়া কেশর-সঞ্চালনে মেঘগুলিকে ও বিমানসমূহকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও আকাশ-মণ্ডলে পরিব্যাপ্ত করিয়া নন্দব্রজের দিকে গমন করিল। সেই বৃহদ্গল-বিশিষ্ট বিকট মুখগহ্বরযুত বিশাল চক্ষু দুরাত্মা কেশী কংসের অভীষ্ট-সাধনেচ্ছায় নন্দব্রজকে প্রকম্পিত করিয়া প্রবেশ করিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুরোভাগে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, সেই কেশিদৈত্য তাহার পুচ্ছচালনে মেঘসমূহ বিঘূর্ণিত করিয়া এবং সুকঠোর গর্জনে গোকুলভূমি ত্রাসিত করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত তাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যেমনি তাহাকে নিজ নিকটে আহ্বান করিলেন, তেমনি সেই দৈত্য সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিল।

অনন্তর সেই দুরতিক্রমবেগশালী, দুদ্ধর্ষ ও দুর্জয় কেশিদানব শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া অসহনীয় ক্রোধে মুখব্যাদানপূর্বক শূন্যনভোমণ্ডল যেন পান করিতেছে এইরূপে শ্রীকৃষ্ণাভিমুখে ধাবিত হইয়া পাদদ্বয়দ্বারা কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কেশিকৃত সেই আঘাত অতিক্রম করিয়া কোপসহকারে গরুড় যেমন সর্পকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া থাকে, সেইভাবে, নিজ ভুজযুগদ্বারা তাহার সেই পদদ্বয় গ্রহণ করিলেন ও অবজ্ঞাভরে তাহাকে ঘূর্ণায়মাণ করিয়া শতধনু পরিমিত দূরবর্তীস্থানে নিক্ষেপপূর্বক যথাযথভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কেশিদৈত্য চেতনালাভ করিয়া পুনরায় সক্রোধে মুখব্যাদানপূর্বক বেগে শ্রীহরির প্রতি ধাবিত হইলে, শ্রীহরিও তখন ঈষৎ হাস্যসহকারে মূষিক ভক্ষণহেতু সর্প যেমন মূষিক-বিলমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ নিজ বামবাহু কেশিদানবের মুখমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। তাহাতে কেশীর দন্তসমূহ শ্রীভগবানের ভুজস্পর্শে উত্তপ্ত লৌহস্পর্শের ন্যায় তৎক্ষণাৎ সমূলে স্খলিত হইতে লাগিল। পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাহুও কেশিদানবের দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অচিকিৎসিত জলোদর রোগ যেরূপ বৃদ্ধি লাভ করে, সেই প্রকার বর্ধিত হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বাহুর চাপে কেশীর শ্বাসরুদ্ধ হইল এবং সে ইতস্ততঃ পদচালনা করিতে করিতে ঘর্মসিক্তদেহে লোচনযুগল বিঘূর্ণিত করিয়া

অন্নৈর্যত্র চতুর্বিধৈঃ পৃথুগুণৈঃ স্বৈরং সুধানিন্দিভিঃ
কামং রামসমেতমচ্যুতমহো স্নিগ্ধৈর্বয়স্যৈর্বৃতম্।
শ্রীমান্ যাজ্ঞিকবিজ্ঞ-সুন্দরবধূবর্গঃ স্বয়ং যো মুদা
ভক্ত্যা ভোজিতবান্ স্থলং চ তদিদং তঞ্চাপি বন্দামহে ॥৮৬॥

অনুবাদ। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের সুবিজ্ঞ ও পরমাসুন্দরী বধূবর্গ স্বয়ং অতি ভক্তিসহকারে এবং পরমানন্দিত মনে স্নিগ্ধবয়স্যগণে বেষ্টিত স্বতন্ত্রলীল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে সুধানিন্দিত মহাগুণশালী চর্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয়াদি চতুর্বিধ অন্ন যেস্থানে ভোজন করাইয়াছিলেন—আমি **সেই স্থানকে** এবং **যাজ্ঞিকপত্নীগণকে** বন্দনা করি ॥৮৬॥

টীকা। যাজ্ঞিকবধূবর্গং তদ্দত্তান্নভোজন শ্রীকৃষ্ণস্থানঞ্চ স্তৌতি—অন্নৈরিতি। যো যাজ্ঞিক-

---

পুরীষ উৎসর্গ করিয়া বিগতপ্রাণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। মহাভুজ শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসে শত্রু-নিধন করিয়া কর্কটিকা (কাঁকুড়) ফলের ন্যায় বিদীর্ণ তাহার মৃতদেহ হইতে স্বীয় ভুজ বাহির করিয়া অবিস্মিত অবস্থায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবগণ তৎকালে কুসুমবর্ষণসহ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।"

শ্রীকৃষ্ণ মহাপরাক্রমশালী কেশীকে এইভাবে অবলীলাক্রমে নিধন করিয়া তাঁহার রুধির-ক্লিন্ন হস্তদ্বয় যমুনার যেস্থানে প্রক্ষালন করিয়াছিলেন, সেই স্থানটিই **কেশীতীর্থ** বা কেশীঘাট নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—'সেই কেশীতীর্থকে আমি ভজনা করি।'

মহা অহঙ্কার মনে, অতি অবলীলাক্রমে,
ত্রিজগৎ যে কম্পিত করে।
ফুল্লনেত্র বিঘূর্ণনে, দগ্ধ করে ত্রিভুবনে,
কেশী-দৈত্য যেবা নাম ধরে ॥
কংসের প্রেরিত চর, অশ্বরূপী ভয়ঙ্কর,
শ্রীগোবিন্দ তৃণ-তুল্য মানি।
বিদারিত করি অরি, যে স্থানেতে গিরিধারী,
ধৌত করে রুধিরাক্ত পাণি ॥
যমুনা-প্রদেশ স্থান, কেশীতীর্থ যাঁর নাম,
ভজি আমি সেই কেশীঘাট।
এ বড় লালসা মনে, তীর্থ করি দরশনে,
যুগলবিলাস প্রেমহাট ॥৮৫॥

বিজ্ঞসুন্দরবধূবর্গঃ স্বয়ং যত্রস্থলে চতুর্ব্বিধৈরন্নৈ রাম-সমেতমচ্যুতং শ্রীকৃষ্ণং ভক্ত্যা মুদা হর্ষেণ ভোজিতবান্ ইদং তৎস্থলং তঞ্চাপি বর্গং বন্দামহে ইত্যন্বয়ঃ। কিম্ভূতৈঃ সুধানিন্দিভিরতএব পৃথুগুণৈঃ পৃথবো মহান্তো গুণা যত্র তৈঃ। অচ্যুতং কিম্ভূতং স্নিগ্ধৈঃ স্নেহযুক্তৈর্বয়স্যৈঃ শ্রীদামাদিভির্বৃতম্। ননু চৈত্যরূপেণ যাজ্ঞিকবিপ্রং স্ববিষয়েঽনিযোজ্য কথং তৎপত্নীনাং নিযুক্তিরিত্যাহ পুনঃ কিম্ভূতং স্বৈরং স্বেচ্ছাবিহারিণম্। ননু সৈরং সুধানিন্দিভিরিত্যনন্তরং স্বৈরমিতি পদস্যাপ্রয়োগাদস্থানপদদোষতাপত্তৌ কা গতিরিতি। উচ্যতে। স তু দোষো বিশেষ্যপদ-সন্নিকর্ষেঽন্যপদ-ব্যবধানে বিশেষণ-প্রয়োগ এব নতু বিপ্রকর্ষে। তথা চালঙ্কারকৌস্তুভে যদি সন্নিকর্ষ এব স্থানে বৈজাত্যং তদৈব দোষা নতু বিপ্রকর্ষে ইতি ন কিঞ্চিদেতৎ ॥৮৬॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ অনন্তর যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণীগণের এবং তাঁহাদের আনীত অন্ন শ্রীকৃষ্ণ যেস্থলে শ্রীবলদেব ও সখাগণসহ ভোজন করিয়াছিলেন, সেই স্থানের বন্দনা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই পরম কারুণ্যের লীলা শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত রহিয়াছে। পরম ভক্তিমতী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণকে কৃপা করিবার জন্যই একদা শ্রীকৃষ্ণ বলদেব ও সখাগণসহ বৃন্দাবন হইতে দূর-প্রদেশে গোচারণ নিমিত্ত অশোককাননে গমন করিলেন এবং গোপবালকগণ ক্ষুধায় কাতর হইলে মথুরার উপকন্ঠে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ যেস্থলে যজ্ঞ করিতেছিলেন, সেই স্থানে তাঁহাদের নিকট অন্নভিক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিলেন। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের অন্নযাচ্ঞার কথা গোপবালকগণের নিকট শুনিয়াও শ্রীকৃষ্ণে সাধারণ মানববুদ্ধিবশতঃ তাঁহাদের কথা গ্রাহ্য করিলেন না। তাহাতে গোপবালকগণ দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া আসিলে কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে পুনরায় তাঁহার চরণে একান্ত অনুরক্তা যাজ্ঞিক-পত্নীগণের নিকট ভিক্ষার্থে প্রেরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণে গোপবালকগণ পরম ভক্তিমতী ব্রাহ্মণপত্নীগণের নিকট গিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের ক্ষুধার কথা বিজ্ঞাপন করত তাঁহাদের নিকট অন্নযাচ্ঞা করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"শ্রুত্বাচ্যুতমুপায়াতং নিত্যং তদ্দর্শনোৎসুকাঃ। তৎকথাক্ষিপ্তমনসোবভূবুর্জাতসম্ভ্রমাঃ ॥
চতুর্ব্বিধং বহুগুণমন্নমাদায় ভাজনৈঃ। অভিসস্রুঃ প্রিয়ং সর্ব্বাঃ সমুদ্রমিব নিম্নগাঃ ॥
নিষিধ্যমানাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ। ভগবত্যুত্তমশ্লোকে দীর্ঘশ্রুতধৃতাশয়াঃ ॥
যমুনোপবনেঽশোকনবপল্লবমণ্ডিতে। বিচরন্তং বৃতং গোপৈঃ দদৃশুঃ সাগ্রজং স্ত্রিয়ঃ ॥
শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ-ধাতুপ্রবাল-নটবেশমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং কর্ণোৎপলালক-কপোলমুখাব্জহাসম্ ॥
প্রায়ঃ শ্রুতপ্রিয়তমোদয়কর্ণপূরৈর্যস্মিন্নিমগ্নমনসস্তমথাক্ষিরন্ধ্রৈঃ।
অন্তঃ প্রবেশ্য সুচিরং পরিরভ্য তাপং প্রাজ্ঞং যথাভিমতয়ো বিজহুর্নরেন্দ্র ॥"

(ভাঃ ১০।২৩।১৮-২৩)

"দ্বিজপত্নীগণ পূর্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণকথায় আকৃষ্টচিত্তা এবং সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণদর্শনের জন্য উৎকন্ঠিতা ছিলেন। সম্প্রতি গোপবালকগণের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের আগমন-বার্তা শ্রবণে তাঁহারা পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। নিরন্তর শ্রীব্রজরাজনন্দনের অসমোর্ধ রূপ, গুণ, সৌন্দর্যাদি যশঃ শ্রবণে তাঁহাতে সমর্পিতচিত্তা দ্বিজপত্নীগণ, তাঁহাদের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুগণের পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্বেও চর্ব্য, চোষ্যাদি চতুর্বিধ সুরসাল অন্নাদিপূর্ণ ভোজনপাত্র লইয়া নদী যেমন সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ সর্ববাধা অগ্রাহ্য করিয়া পরম প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ধাবিত হইলেন। তাঁহারা যমুনাতীরবর্তি নব-নব অশোক-পল্লব-পরিশোভিত কাননভূমিতে, বলদেব ও গোপবালকগণসহ বিচিত্র ক্রীড়াপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। তাঁহার ইন্দ্রনীলমণিবৎ শ্যামল বর্ণ, পরিধানে উজ্জ্বল পীতবসন, গলে বনমালা, ময়ূর-পুচ্ছের চূড়া, গৈরিকধাতু ও নবপল্লবাদি দ্বারা সুরচিত নটবর বেশ, পার্শ্বস্থিত গোপবালকস্কন্ধে বামবাহু-মূল ন্যস্ত করিয়া দক্ষিণহস্তে লীলাকমল-সঞ্চালনপরায়ণ, দুইকর্ণে উৎপল, দুই কপোলে অলকারাজি ও মুখকমল মধুর হাস্য-বিমণ্ডিত ছিল। দ্বিজপত্নীগণ নিরন্তর যে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলা সৌন্দর্যাদির কথাই কন্ঠের আভরণস্বরূপ করিয়াছিলেন এবং যাহাতে তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি সর্বদাই নিমগ্ন থাকিত, সেই শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া তাঁহারা নয়নদ্বারা হৃদয়ে প্রবিষ্ট করাইলেন এবং অন্তরে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া অহং মমাদি অভিমানযুক্ত জীবগণ যেমন সুষুপ্তিকালে, সর্ববিধ তাপমুক্ত হয় সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণবিরহজনিত তাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করিলেন।"

ব্রাহ্মণপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের দাস্য কামনা করিলে শ্রীভগবান্ বলিলেন—'এই ব্রাহ্মণ-জন্মে যদি তোমরা আমার দাস্য স্বীকার কর, তাহা হইলে তাহা লোকদৃষ্টিতে সুখকর ও প্রশংসনীয় হইবে না। অত-এব তোমরা মনে মনে আমার সেবা কর, জন্মান্তরে অচিরায় আমাকে প্রাপ্ত হইবে।' শ্রীকৃষ্ণের আদেশে বিপ্রপত্নীগণ পুনরায় যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন এবং শ্রীভগবানের অনুগ্রহে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের প্রতি কোন-প্রকার দোষদৃষ্টি না করিয়া তাঁহাদের সহিত যজ্ঞ সমাপন করিলেন। পরে তাঁহাদের সঙ্গপ্রভাবে বিপ্রগণও শ্রীকৃষ্ণের মহিমা অবগত হইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ সেই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের পরম শ্রদ্ধায় সমর্পিত চতুর্বিধ পরমোৎকৃষ্ট সুধানিন্দিত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি বলদেব ও সখাগণ-সঙ্গে পরমাদরে ভোজন করিলেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—'শ্রীভগবানের সেই অন্ন-ভোজন-স্থলীকে এবং অন্নপ্রদাতা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ-পত্নীগণকে আমি বন্দনা করি।'

"সুস্নিগ্ধ বয়স্যগণে,　　　　সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরামে,
বিহরিছে স্বচ্ছন্দে যেথায়।
যাজ্ঞিকমুনিগণে,　　　　সুন্দরী পত্নীগণে,
ভক্তিভরে হর্ষেতে তথায়॥

মুদা গোপেন্দ্রস্যাত্মজ-ভুজপরিষ্বঙ্গ-নিধয়ে
স্ফুরদ্‌গোপীবৃন্দৈর্যমিহ ভগবন্তং প্রণয়িভিঃ।
ভজদ্ভিস্তৈর্ভক্ত্যা স্বমভিলষিতং প্রাপ্তমচিরাদ্‌-
যমীতীরে গোপীশ্বরমনুদিনং তং কিল ভজে ॥৮৭॥

অনুবাদ। শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভুজালিঙ্গনরূপ রত্নলাভের আশায় কৃষ্ণ-প্রণয়িনী গোপীগণ যমুনাতীরে ভক্তিপূর্বক যে ভগবান্ সদাশিবের ভজন করত অতি শীঘ্র স্বীয় অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই **গোপীশ্বর সদাশিবকে** আমি সানন্দে প্রত্যহ ভজন করি ॥৮৭॥

টীকা। ব্রজাঙ্গনানাং তাদৃগভীষ্টপ্রদং স্বস্য তদ্বিশেষত্বাভিমানী গোপীশ্বর নাম্না প্রসিদ্ধং সদাশিবং স্তৌতি—মুদেত্যাদি! তং গোপীশ্বরং ভগবন্তমনুদিনং প্রতিদিনং কিল সানুনয়ং যমীতীরে যমুনাতটে ভজে ব্রজাঙ্গনানাং তত্তদভীষ্টপূরণমিব মম তাদৃগভীষ্টং পূরয়িতুং সেবে। ভজনপ্রয়োজনমাহ গোপেন্দ্রস্য নন্দস্য য আত্মজস্তস্য ভুজাভ্যাং যঃ পরিষ্বঙ্গ আশ্লেষ আলিঙ্গনং স এব নিধী রত্নবিশেষঃ তস্মৈ। তৈঃ প্রসিদ্ধৈঃ স্ফুরন্তি যানি গোপীবৃন্দানি তৈঃ কর্তৃভির্যং ভগবন্তং ভক্ত্যা ভজদ্ভিঃ স্বং স্বীয়মভিলষিতং বাঞ্ছিতম্ অচিরাৎ শীঘ্রং প্রাপ্তম্। কিম্ভূতৈঃ প্রণয়িভিঃ ॥৮৭॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ এক্ষণে শ্রীযমুনাতটে বিরাজমান ভগবান্ সদাশিব শ্রীগোপীশ্বরের স্তব করিতেছেন। শ্রীসদাশিব শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার আনন্দিনী শক্তি শ্রীরাধাদি ব্রজসুন্দরীগণের উপাসনার নিমিত্ত স্বেচ্ছায় যমুনাতটে অবস্থানপূর্বক চিন্ময় শ্রীব্রজধাম আশ্রয় করেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রণয়িনী ব্রজসুন্দরীগণ কিন্তু যমুনাতীরে শ্রীমন্মহাদেবের অবস্থান দর্শন করিয়া তাঁহার করুণায় তাঁহারা অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণসঙ্গলাভ করিতে পারিবেন জানিয়া আনন্দসাগরে ভাসমানা হন এবং পরমভক্তিপূর্বক ভগবান্ সদাশিবের উপাসনা করিয়া অতি শীঘ্রই স্বীয় অভিলষিত ফল শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ লাভ করেন। সেই হইতে শ্রীকৃষ্ণপ্রণয়িনী ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের ভুজালিঙ্গনরূপ রত্নলাভের আশায় যমুনাতটে শ্রীসদাশিবের ভজন

চর্ব্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, স্বাদে সুধা নিন্দনীয়,
দিব্যঅন্ন সঙ্গেতে আনিয়া।
গোবিন্দে অর্পণ করে, যে স্থানে ভোজন করে,
সখাসঙ্গে আনন্দে মাতিয়া॥
সে হেন পবিত্র স্থানে, তথা যাজ্ঞিক-বধূগণে,
নিত্য বন্দি লুটাইয়া পায়।
যাঁহাদের আশীর্ব্বাদে, অবিচলা ভক্তিলাভে,
ইষ্টপ্রাপ্তি হইবে নিশ্চয়॥"৮৬॥

করেন এবং তাঁহার **গোপীশ্বর** নামে খ্যাতি লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণের ভুজালিঙ্গন-প্রাপ্তি গোপীগণের রত্নলাভ। শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি যন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যয়ুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয়-উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ॥"

(ভাঃ-১০।৮৭।২৩)

"হে ভগবন্! প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়গণের সংযমনপূর্বক দৃঢ়যোগযুক্ত মুনিগণ হৃদয়মধ্যে তোমার যে নির্বিশেষ ব্রহ্মাখ্যতত্ত্বের উপাসনা করেন, তোমার শত্রুগণও তোমার প্রতি শত্রুতা বা ভয়বশতঃ সর্বদা তোমার স্মরণ করিয়া সেই ব্রহ্মাখ্য তত্ত্ব পাইয়া থাকে। আর সর্পরাজের শরীরতুল্য ত্বদীয় **ভুজদণ্ডে আসক্তবুদ্ধি** শ্রীরাধা প্রভৃতি তোমার নিত্যকান্তাগণ তোমার যে চরণ-সরোজসুধা সাক্ষাৎ বক্ষে ধারণ করেন, তাঁহাদের আনুগত্যে আমরাও সেই চরণসরোজসুধা প্রাপ্ত হইয়াছি।" সেই শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডে আসক্তবুদ্ধি গোপীগণ ভুজালিঙ্গনরূপ রত্নপ্রাপ্তির আকাঙ্খায় গোপীশ্বরের ভজন করেন। কারণ গোপীশ্বরের উপাসনায় সকলেরই সর্বাভীষ্ট পূর্তি হইয়া থাকে। শ্রীভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত আছে—

"কি অপূর্ব্ব শোভা এই বনের ভিতর। গুণাতীত লিঙ্গরূপ নাম গোপীশ্বর॥
এই সদাশিব বৃন্দাবিপিন পালয়। ইঁহাকে পূজিলে সর্ব্ব কার্য সিদ্ধ হয়॥
গোপীগণ সদা কৃষ্ণসঙ্গের লাগিয়া। নিরন্তর পূজে যত্নে নানা দ্রব্য দিয়া॥
কহিতে কি পারি যে মহিমা গুরুতর। গোপিকাপূজিত তেঁই নাম গোপীশ্বর॥
ইন্দ্রাদি দেবতা স্তুতি করয়ে সদায়। বৃন্দাবনে প্রীতি-বৃদ্ধি ইঁহার কৃপায়॥"

তথাহি—"শ্রীমদ্গোপীশ্বরং বন্দে শঙ্করং করুণাময়ম্।
সর্ব্বক্লেশহরং দেবং বৃন্দারণ্যরতিপ্রদম্॥"

অর্থাৎ "আমি করুণাময়, সর্বক্লেশহর বৃন্দাবনে রতিপ্রদানকারী শ্রীমদ্গোপীশ্বর নামক শিবকে বন্দনা করি।"

তথাচ স্তবামৃতলহর্য্যাং—

"বৃন্দাবনাবনিপতে জয় সোমসোমমৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসিযুগ্মাঙ্ঘ্রিপদ্মে প্রেম প্রযচ্ছ নিরুপাধি নমো নমস্তে॥"

"হে বৃন্দাবনক্ষেত্রপাল! হে সুন্দর চন্দ্রশেখর! হে সনন্দন, সনাতন, নারদাদি পূজ্য! হে গোপেশ্বর! তোমার জয় হউক। আমায় ব্রজনবযুবদ্বন্দ্ব শ্রীশ্রীরাধামাধবের চরণকমলে নিরুপাধি প্রেম প্রদান কর। তোমায় পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।" শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—'সেই গোপীশ্বর সদাশিবকে আমি সানন্দে সর্বদা ভজন করি। সেই সর্বাভীষ্ট-প্রদাতা শ্রীগোপীশ্বরের কৃপায় আমারও

ভয়াৎ কংসস্যারাৎ সদয়মচিরাচ্ছন্তনুপদে
বিনিক্ষিপ্তা রাধা রহসি কিল পিত্রা প্রকৃতিতঃ।
স্ফুরন্তং তং দৃষ্ট্বা কমপি ঘনপুঞ্জাকৃতিবরং
তমেবাপ্তুং যত্নাদ্‌যমভজত সূর্য্যোঽবতু স নঃ ॥৮৮॥

অনুবাদ। কংসভয়ে পিতা বৃষভানু মঙ্গলার্থে সস্নেহে যাঁহাকে নির্জনস্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীরাধা স্বভাবসুন্দর ঘনপুঞ্জাকৃতি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহাকে লাভের নিমিত্ত অতিযত্নে যাঁহার অর্চনা করিয়াছিলেন, সেই **সূর্যদেব** আমাদের রক্ষা করুন ॥৮৮॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্ত্যর্থং শ্রীরাধিকয়া পূজিতং সূর্য্যং স্তৌতি—ভয়াদিতি। স সূর্য্যো নোঽস্মানবতু মদভীষ্টপূর্ত্ত্যা তদভাব প্রতিপাদক বিঘ্নগণাদ্রক্ষতু। তস্যাভীষ্ট-পূরকত্বমাহ রাধা কমপ্যনির্ব্বচনীয়ং ঘনপুঞ্জাকৃতিবরং তং প্রসিদ্ধং শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা তং ঘনপুঞ্জাকৃতি বরমাপ্তুং যত্নাদ্‌যমভজত সেবিতবতীত্যন্বয়ঃ। ঘনপুঞ্জস্য মেঘসমূহস্যাকৃতিরিব বরং শ্রেষ্ঠম্। তং কিম্ভূতং প্রকৃতিতঃ স্বভাবত এব স্ফুরন্তং প্রকাশমানম্। শ্রীরাধা কিম্ভূতা পিত্রা বৃষভানুনা কংসস্য ভয়াৎ সদয়ং যথাস্যাত্তথা আরাৎ সমীপে অচিরাৎ শীঘ্রং শং কল্যাণায় তনুপদে বিরলস্থানে রহসি তত্ত্বজ্ঞানে নিক্ষিপ্তা অত্র স্থিত্বা তত্র নিষ্ঠা ভব তেনৈব সর্ব্ববিঘ্নোন্যঙ্ক্ষ্যতীতি স্থাপিতা। তনুঃ কায়ে ত্বচি স্ত্রী স্যাৎ ত্রিষ্বল্পে বিরলে কৃশে ইতি। রহস্তত্ত্বে রতে গুহ্যে' ইতি চ মেদিনী ॥৮৮॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ এই শ্লোকে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণলাভার্থে যাঁহার অর্চনা করিয়াছিলেন, সেই সূর্যদেবের স্তব করিতেছেন। কংসভয়েভীত হইয়া শ্রীরাধার পিতা বৃষভানু তাঁহাকে নির্জনস্থানে রাখিতেন। কারণ দেবকীকন্যার বাক্যে ভীত কংসের অলৌকিক কুমারগণের সংহারার্থে এবং কুমারীগণের অপহরণের নিমিত্ত দুষ্প্রবৃত্তি জাগিয়াছিল। দেবী বলিয়াছিলেন—

শ্রীযুগলচরণ-সেবাপ্রাপ্তিরূপ অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।'

"ব্রজগোপী-অনুরাগে, নন্দাত্মজ-ভুজযুগে,
আলিঙ্গন দিব্যরত্নলাভে।
নিত্য যমুনার তীরে, মহাপ্রেম সহকারে,
ভক্তি করি পূজে সদাশিবে॥
যাঁর শুভ করুণাতে, ইষ্টফল অচিরাতে,
লভ্য হয় সেই গোপীশ্বরে।
সদাশিব ভগবান্, দেহ ইষ্ট বর দান,
ভজি পদে পুলকিত ভরে॥"৮৭॥

"যস্তুঙ্গেন পুরোত্তমাঙ্গমহরচ্চক্রেণ তে সঙ্গরে
যং বৃন্দারকবৃন্দবন্দিতপদদ্বন্দ্বারবিন্দং বিদুঃ।
আনন্দামৃতসিন্ধুভিঃ প্রণয়িনাং সন্দোহমানন্দয়ন্
প্রাদুর্ভাবমবিন্দদেষ জগতী-কন্দোহদ্য চন্দ্রোদয়ে ॥

কিঞ্চ। মত্তঃ সত্তমমাধুরীভিরধিকাঃ শ্বো বা পরশ্বোহথবা
গন্তারঃ ক্ষিতিমণ্ডলে প্রকটতামষ্টৌ মহাশক্তয়ঃ।
বৃন্দিষ্ঠে গুণবৃন্দমন্দিরতয়া তত্র স্বসারাবুভে
রাজেন্দ্রো ভবিতা হরস্য চ জয়ী পাণৌ গৃহীতা যয়োঃ ॥"

(ললিতমাধবনাটক-১।১৫-১৬)

"ওরে কংস! তুমি যখন পূর্বজন্মে কালনেমী ছিলে, তখন যিনি উন্নত চক্রদ্বারা তোমার মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, পণ্ডিতেরা যাঁহার পদারবিন্দ দেবগণের আরাধ্য বলিয়া বর্ণনা করেন,—যিনি এই বিশ্বের মূল-স্বরূপ, তিনিই আজ আনন্দামৃতসিন্ধুসমূহদ্বারা প্রণয়িজনের আনন্দকে উচ্ছ্বসিত করত চন্দোদয়ে আবির্ভূত হইয়াছেন।

দেবী আরও বলিয়াছিলেন—আমা' অপেক্ষাও উত্তম মাধুর্যমণ্ডিতা অষ্ট মহাশক্তি অর্থাৎ রাধা, চন্দ্রাবলী, ললিতা, বিশাখা, পদ্মা, শৈব্যা, শ্যামলা এবং ভদ্রা ইহারা কল্য হউক বা পরশ্ব হউক পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন। আবার এই অষ্টমহাশক্তির মধ্যে দুই ভগিনী (রাধা ও চন্দ্রাবলী) বিশেষ গুণবতী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন এবং তাঁহারা যূথেশ্বরী বলিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইবেন। এই দুই ভগিনীকে যিনি বিবাহ করিবেন, তিনি রাজাগণের শ্রেষ্ঠ হইবেন এবং যুদ্ধে মহাদেবকেও পরাভূত করিবেন।"

দেবীর এই বাণী শ্রবণে কংসের শ্রীরাধার হরণে প্রবৃত্তি জাগিয়াছিল। তাই মহারাজ বৃষভানু তাঁহাকে অতি গোপনে সুরক্ষা করিতেন। শ্রীরাধা সেখানে মেঘপুঞ্জসদৃশ নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ অনন্তমধুর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার ভাবমাধুরীতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভীষ্ট প্রিয়তমরূপে লাভ করিবার জন্য প্রলুব্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই বিশ্ববিমোহন শ্রীকৃষ্ণ-মাধুরীর বর্ণনায় মহাজন গাহিয়াছেন—

"কুবলয় নীল রতন-দলিতাঞ্জন
মেঘপুঞ্জ জিনি বরণ সুছান্দ।
কুঞ্চিত কেশ খচিত শিখি চন্দ্রক
অলকাবলিত ললিতানন চান্দ ॥
আওত রে নবনাগর কান।

আবির্ভাব-মহোৎসবে মুররিপোঃ স্বর্ণোরুমুক্তাফল-
শ্রেণীবিভ্রমমণ্ডিতে নবগবীলক্ষে দদৌ দ্বে মুদা ।

ভাবিনি ভাব   বিভাবিত অন্তর
দিনা রজনী নাহি জানত আন ॥
মধুরাধর হাস   মনোহর তহি অতি
সুমধুর মুরলী বিরাজ ।
ভাঙ্গ বিভঙ্গিম   কুটিল নেহারই
কুলবতী উমতি দূরে রহু লাজ ॥
গজগতি ভাতি   গমন অতি মন্থর
মঞ্জীর বাজত রুণুঝুনিয়া ।
হেরইতে কোটি   মদন মুরছায়ই
গোবিন্দদাস কহ ধনি ধনিয়া ॥"

শ্রীরাধা সেই কোটি কন্দর্পবিমোহন শ্যামসুন্দরকে লাভের জন্য সূর্যদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। শ্রীমতীর সূর্যপূজা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমেরই রূপান্তর মাত্র। ইহাই নরলীলা বা লৌকিকলীলার মাধুর্য যে সূর্যাদি দেবগণেরও পরম উপাস্যা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি বা শ্রীকৃষ্ণের সুস্বাস্থ্য প্রভৃতি লাভের নিমিত্ত নিত্য সূর্য-উপাসনা করিয়া থাকেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধার প্রিয়কিঙ্করী, তিনিও শ্রীরাধামাধবের দর্শন ও তাঁহাদের সেবা লাভের জন্য সূর্যদেবের করুণা কামনা করিতেছেন।

"বৃষভানু-রাজা অতি,   কংসভয়ে ভীতমতি,
স্নেহভরে মঙ্গলের তরে ।
শ্রীরাধায় গোপ্যস্থানে,   রক্ষা কৈলা সযতনে,
যাঁর মাধুরী খ্যাত বিশ্বভ'রে ॥
মেঘ পুঞ্জাকৃতি বর,   দেখি শ্যাম মনোহর,
সে পীতবসন বনমালী ।
শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তি-লোভে,   ভজে নিত্য সূর্য্যদেবে,
অনুরাগে সখীগণ মিলি ॥
সেইত শ্রীসূর্যদেবে,   এ মিনতি করি এবে,
রক্ষা করু সর্ব্ববিঘ্ন হৈতে ।
বাস করি নন্দব্রজে,   ভজি শ্রীরাধাগোবিন্দে,
সূর্য্যদেব ! কর আশীর্ব্বাদে ॥"৮৮॥

দিব্যালঙ্কৃতিরত্ন-পর্ব্বত-তিল-প্রস্থাদিকঞ্চাদরা-
দ্বিপ্রেভ্যঃ কিল যত্র স ব্রজপতির্বন্দে বৃহৎকাননম্ ॥৮৯॥

অনুবাদ। ব্রজপতি শ্রীনন্দমহারাজ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-মহোৎসবকালে অতি হর্ষভরে-স্বর্ণ ও উত্তমমুক্তাশ্রেণী ভূষিত দুই লক্ষ নবীন গাভী, দিব্য অলঙ্কার রত্নরাশি ও তিলপর্বত অতি সমাদরে যেস্থলে ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন,—সেই **বৃহদ্‌বনকে** বন্দনা করি ॥৮৯॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণপ্রকটস্থানং বৃহদ্বনং স্তৌতি—আবির্ভাব ইতি। স ব্রজপতি-র্নন্দো মুররিপোঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাবির্ভাব-মহোৎসবে যত্র বিপ্রেভ্য এতানি আদরাদ্দদৌ তদ্‌বৃহৎ কাননং বন্দে। দেয় দ্রব্যাণ্যাহ স্বর্ণঞ্চ উর্দ্ধতিশয় মুক্তাফলশ্রেণী চ তয়োর্বিভ্রমেণ বেষ্টনেন মণ্ডিতে ভূষিতে দ্বে নব গবীলক্ষেণ বা নূতনাশ্চ তা গাবশ্চেতি নবগব্যস্তাসাং লক্ষে ইত্যর্থঃ। অপি চ দিব্যালঙ্কৃতিরলঙ্কারশ্চ রত্ন-পর্ব্বতশ্চ তিলপ্রস্থঃ সানুরিবাত্যুচ্চৈস্তিলরাশিশ্চ তে আদয়ো যস্য স্থাবরাদেস্তদাদিকঞ্চেতি। 'প্রস্থোঽস্ত্রিয়াং মানভেদে সানাবুন্নিত বস্তুনী'তি মেদিনী ॥৮৯॥

স্তবামৃতকণাব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবস্থান শ্রীবৃহদ্বনের স্তব করিতেছেন। ব্রজরাজ শ্রীনন্দ যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-মহোৎসবে পুত্রের মঙ্গল-কামনায় ব্রাহ্মণগণকে বিপুল দান করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে—"ধেনূনাং নিযুতে প্রাদাদ্ বিপ্রেভ্যঃ সমলঙ্কৃতে। তিলাদ্রীন্ সপ্তরত্নৌঘ-শাতকৌম্ভাম্বরাবৃতান্ ॥" (ভাঃ ১০।৫।৩) "নিযুতে দ্বে লক্ষে" (স্বামীটীকা) অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকালে শ্রীনন্দমহারাজ স্বর্ণশৃঙ্গ, রৌপ্যক্ষুরাদি পরিশোভিত দুই লক্ষ ধেনু, নানাবিধ রত্ন এবং সুবর্ণসূত্রখচিত বস্ত্রাবৃত সাতটি তিলপর্বত ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন।"

শ্রীব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে দৃষ্ট হয়—"ততো নন্দশ্চ সানন্দং ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দদৌ। সদ্রত্নানি প্রবালানি হীরকানি চ সাদরম্ ॥ তিলানাং পর্ব্বতান্ সপ্ত সুবর্ণ-কাঞ্চনং মুনে। রৌপ্যং ধান্যাচলং বস্ত্রং গোসহস্রং মনোরমম্ ॥" অর্থাৎ "গোপরাজ শ্রীনন্দ শ্রীকৃষ্ণজন্মে পরমানন্দিত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে নানাবিধ রত্ন, প্রবাল, হীরকাদি বহুধন দান করিয়াছিলেন এবং সাতটি তিলপর্বত, ধান্যপর্বত, স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র ও সহস্র সহস্র গাভী দান করিয়াছিলেন।" ভবিষ্যপুরাণে তিলপর্বতের পরিমাণাদির নিয়ম দেখা যায়—"উত্তমো দশভির্দ্রোণৈর্মধ্যমঃ পঞ্চভির্মতঃ। ত্রিভিঃ কনিষ্ঠো রাজেন্দ্র তিলশৈলঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ পূর্ব্ববচ্চাপরং সর্ব্বং বিষ্কম্ভপর্ব্বতাদিকম্ ॥" দশদ্রোণ পরিমিত তিলনির্মিত পর্বত উত্তম, পঞ্চদ্রোণ পরিমিত মধ্যম এবং তিনদ্রোণ পরিমিত কনিষ্ঠ। পূর্ববর্ণিত ধান্যপর্বতের চতুর্দিকে যেমন বিষ্কম্ভ-পর্বত * স্থাপন করিতে হয়, তিলপর্বতেও তাহাই বিধেয়।

* সুমেরু পর্বতকে সুদৃঢ়রূপে স্থাপন করিবার জন্য ব্রহ্মা তাহার চতুর্দিকে মন্দার, গন্ধমাদন, নীল ও সুপার্শ্ব

এই সকল তিলপর্বত, ধান্যপর্বত প্রভৃতি রত্ন, সুবর্ণ এবং পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা পরিশোভিত করিতে হয়। ভবিষ্যপুরাণে তাহারও ব্যবস্থা দেখা যায়—"ইত্থং নিবেশ্যামরশৈলমগ্র-মতস্তু বিষ্কম্ভগিরীন্ ক্রমেণ। তুরীয়ভাগেন চতুর্দ্দিশঞ্চ সংস্থাপয়েৎ পুষ্পবিলেপনাঢ্যম্ ॥ মেরুর্মহান্ ব্রীহিময়স্তু মধ্যে সুবর্ণবৃক্ষত্রয়সংযুতঃ স্যাৎ। পূর্ব্বেণ মুক্তাফলবজ্রযুক্তো যাম্যেন গোমেদকপুষ্পরাগৈঃ ॥ পশ্চাচ্চ গারুত্মত-নীলরত্নৈঃ সৌম্যে চ বৈদূর্য্য সরোজরাগৈঃ।" অর্থাৎ এই প্রকারে দশদ্রোণাদি পরিমিত ধান্য-তিলাদি দ্বারা সুমেরু 'পর্বত-স্থাপন করিয়া তাহার চতুর্থভাগ পরিমিত ধান্য-তিলাদিদ্বারা চতুর্দিকে চন্দন-পুষ্পাদি সমন্বিত বিষ্কম্ভ-পর্বত স্থাপন করিবে। মধ্যস্থলে স্থাপিত ধান্য তিলাদি নির্মিত পর্বতে তিনটি সুবর্ণনির্মিত বৃক্ষ স্থাপন করিবে। তাহার পূর্বদিক্‌স্থিত বিষ্কম্ভপর্বত মুক্তা ও হীরকযুক্ত, দক্ষিণদিক্‌স্থিত বিষ্কম্ভপর্বত গোমেদ-রত্ন এবং পুষ্পরাগ মণিযুক্ত, পশ্চিমদিক্‌স্থিত বিষ্কম্ভপর্বত গারুত্মত মণি ও নীলরত্নযুক্ত এবং উত্তর-দিক্‌স্থিত বিষ্কম্ভপর্বত বৈদূর্যমণি এবং পদ্মরাগযুক্তরূপে স্থাপন করিবে।'

শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ তাঁহার গোপালচম্পূ গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"দশভির্দ্রোণৈঃ কৃততিলসপ্তাচলীমদদাৎ। যদ্বৃতিমণিকনকানাং তদধিকতরভারতা দ্বিজের্মেনে ॥" "গোপরাজ নন্দ দশদ্রোণ-পরিমিত তিলনির্মিত সাতটি পর্বত ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। সেই তিলপর্বতের আবরণরূপে যে সমস্ত সুবর্ণ ও মণি-রত্নাদি ছিল, তাহার ভার তিল অপেক্ষা অধিক বলিয়া ব্রাহ্মণগণের প্রতীতি হইয়াছিল।" এতদ্দ্বারা গোপরাজ নন্দের অপরিমিত মণিরত্নাদি দানের কিঞ্চিৎ অনুমান করা যাইতে পারে। ব্রজধাম চিন্ময়, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি; সুতরাং মহারাজ শ্রীনন্দের এতাদৃশ মণিরত্নাদি দান কোন অসম্ভব ব্যাপার নহে। যে-স্থলে শ্রীনন্দমহারাজের এই বিপুল দান প্রদত্ত হইয়াছিল, শ্রীপাদ সেই **বৃহদ্বনকে** বন্দনা করিতেছেন—

"শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবে, তাঁর জন্ম-মহোৎসবে,
ব্রজে শ্রীল নন্দমহারাজ।
দুই লক্ষ গাভীগণে, মণি মুক্তা বিভূষণে,
করি দিব্য রত্নময় সাজ ॥
রত্নরাশি তিলগিরি, পরম আদর করি,
ব্রাহ্মণেরে করেছিল দান।
সেই বৃহৎকাননে, বন্দি মুঞি সাবধানে,
দিব্য চিন্তামণিময় স্থান ॥"৮৭॥

এই চারিটি পর্বত স্থাপন করেন, এই চারিটি পর্বতকে বিষ্কম্ভপর্বত বলে। তিলপর্বত, ধান্যপর্বত প্রভৃতি দান করিতে হইলেও তাহার চতুর্দিকে সুমেরু পর্বতের অনুকরণে চারিটি করিয়া বিষ্কম্ভপর্বত স্থাপন করা বিধেয়।

গান্ধর্ব্বায়া জনিমণিরভূদ্‌যত্র সঙ্কীর্ত্তিতায়া-
মানন্দোৎকৈঃ সুরমুনিনরৈঃ কীর্ত্তিদাগর্ভখন্যাম্।
গোপীগোপৈঃ সুরভিনিকরৈঃ সংপরীতেঽত্র মুখ্যে-
রাবল্যাখ্যে বৃষরবিপুরে প্রীতি-পূরো মমাস্তাম্ ॥৯০॥

অনুবাদ। যেখানে আনন্দোৎসুক দেবতা, ঋষি ও নরগণ-কর্তৃক বন্দিত কীর্তিদার গর্ভরূপ খনিতে শ্রীরাধার আবির্ভাবরূপ মণি উৎপন্ন হইয়াছিল, গো-গোপ-গোপীসমূহে পূর্ণ **রাবল** নামক প্রধান বৃষভানুপুরে আমার প্রচুর প্রীতি হউক।৯০॥

টীকা। শ্রীরাধিকা-প্রকট-ভূমিং স্তৌতি—গান্ধর্ব্বায়া ইতি। অত্র বৃষরবিপুরে বৃষভানুপুরে মম প্রীতিপূরঃ প্রীতিপ্রচুরঃ আস্তাং ভবতু। কিম্ভূতে মুখ্যঃ প্রধানম্ ইরাবলিরাখ্যা নাম যস্য তস্মিন্ ইরা পৃথবী তস্যাবলিঃ শ্রীরাধায়া জন্মভূত্বেন পূজা যস্মাদিতি বিগ্রহঃ। রাবল্যাখ্যে ইতি বা। এতৎ পক্ষে মুখ্যে ইতি সপ্তম্যন্তং পদম্। পুনঃ কিম্ভূতে গোপীগোপৈঃ সুরভিনিকরৈশ্চ সংপরীতে ব্যাপ্তে। পুনঃ কিম্ভূতে যত্র কীর্ত্তিদাগর্ভখন্যাং কীর্ত্তিদায়া গর্ভরূপাকরে গান্ধর্ব্বায়াঃ শ্রীরাধিকায়া জনির্জন্মরূপোমণিরভূৎ প্রাদুর্বভূব গর্ভখন্যাং কিম্ভূতায়াম্ আনন্দেন উৎকৈরুৎসুকৈঃ সুরমুনিনরৈঃ কীর্ত্তিতায়াং সদসি গীতায়াম্। ননু বৃষরবিপুরে ইত্যত্র যথা জলাধার ইত্যুক্তে ন সমুদ্রস্য প্রতীতিঃ কিন্তু জলধিরিতি প্রয়োগ এব তথা এবং বৃষরবিপুর ইতি প্রয়োগে বৃষভানুপুরস্য প্রতীত্যভাবাৎ লক্ষণাপত্তিঃ স্যাৎ নচ ভবতু কো বিরোধ ইতি বাচ্যং তত্ত্বেনেয়ার্থরূপপদাংশদোষ স্যাৎ। উচ্যতে। সর্ব্বেষামপি দোষাণামিত্যৌচিত্যান্মনীষিভিরিত্যাদিনা তদ্দেশীয়ানাং ঔচিত্যাৎ বৃষরবিপুর ইত্যনেনাপি তৎপুর প্রতীতৌ ন দোষঃ ॥৯০॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে রাবল নামক বৃষভানুপুরের বন্দনা করিতেছেন। মহাবন বা বৃহদ্বন যেমন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-স্থান, তদ্রূপ রাবল শ্রীরাধারাণীর আবির্ভাব-স্থলী। পরে নানা অসুর-রাক্ষসাদির উৎপাত দর্শনে শ্রীনন্দমহারাজ সপরিকরে নন্দীশ্বরে এবং শ্রীবৃষভানু রাজা বর্ষাণায় নিবাস স্থাপন করেন। সেই রাবল গ্রামে মাতা কীর্তিদার গর্ভখনি হইতে শ্রীরাধারাণী-রূপ মহামণির আবির্ভাব হইয়াছিল। মাতা কীর্তিদা যথার্থতই বিশ্বের কীর্তিদাত্রী। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রামানন্দ রায়কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"কীর্ত্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্তি ?" শ্রীরামরায় উত্তরে বলিয়াছিলেন—"কৃষ্ণ-প্রেমভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি ॥" (চৈঃ চঃ) সেই কৃষ্ণপ্রেমের সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাত্রী-দেবী শ্রীরাধারাণীকে বিশ্বে আবির্ভাব করাইয়া যিনি বিশ্বমানবকে কৃষ্ণভক্তরূপ মহাকীর্তি প্রদান করিয়া ধন্য করিয়াছেন, তাঁহার কীর্তিদা নামটি যথার্থই সার্থক। যাঁহার গর্ভ হইতে কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সাক্ষাৎ মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধারাণীরূপ মহারত্নের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তাঁহার গর্ভ যে সত্যই রত্নখনি তাহাতে সন্দেহ কি ?

শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদের শ্রীললিতমাধব-নাটকে কীর্তিদার গর্ভ হইতে হরিমায়া শ্রীরাধাকে আকর্ষণ করিয়া বিন্ধ্যপর্বতের পত্নীর গর্ভে স্থাপন করিয়াছিলেন এবং পূতনা তাঁহাকে হরণ করিয়া কংসের নিকট আনয়নকালে বিন্ধ্য রাজার পুরোহিতের রাক্ষসী-নাশনমন্ত্রে পূতনার হস্তস্খলিতা শ্রীরাধাকে বৃষভানু ও কীর্তিদা প্রাপ্ত হন বলিয়া লিখিত আছে, ইহা কাদাচিৎকী লীলা। অর্থাৎ কোন কল্পে এই প্রকার লীলা হইয়া থাকে। লীলাময় শ্রীভগবানের এবং তাঁহার স্বরূপশক্তিবর্গের বিচিত্র লীলাভঙ্গী বুঝিবার কাহারো সামর্থ্য নাই। লীলাময় শ্রীভগবানের ইচ্ছায় কোন্ কল্পের লীলা কোন্ মহাজনের চিত্তে স্ফুরিত হন, তাহাও কাহারো বুঝিবার উপায় নাই। বস্তুতঃ প্রতিকল্পে শ্রীরাধারাণী মাতা কীর্তিদার গর্ভখনি হইতেই প্রাদুর্ভূতা হইয়া থাকেন। কোন কোন কল্পে কীর্তিদার গর্ভ হইতে আকর্ষিতা হইয়া বিন্ধ্যপত্নীর গর্ভে নিহিতা হন এবং তাঁহার গর্ভ হইতে আবির্ভূতা হন বলিয়া বুঝিতে হইবে।

এই শ্লোকে শ্রীপাদ রঘুনাথ স্পষ্টতঃই শ্রীকীর্তিদার গর্ভখনি হইতে শ্রীরাধারূপ মহারত্নের প্রাদুর্ভাবের কথা বলিয়াছেন এবং তাঁহার আবির্ভাবকালে দেব, নর ও মুনিগণ যে শ্রীমতীর আবির্ভাব-লীলা-দর্শনে পরমানন্দে মগ্ন হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত—

"অহে শ্রীনিবাস দেখ এ 'রাবল' গ্রাম। এথা বৃষভানুর বসতি অনুপম॥
শ্রীরাধিকা প্রকট হইলা এইখানে। যাঁহার প্রকটে সুখ ব্যাপিল ভুবনে॥
আজু কি আনন্দ বৃষভানুর মন্দিরে। জন্মিলা রাধিকাদেবী কৃত্তিকা উদরে॥
দিশা দশ আলো করে রূপের ছটায়। যে দেখে বারেক তার তাপ দূরে যায়॥
সুকোমল তনু জিনি কনকলবনী। আহা মরি! কিবা প্রতি অঙ্গের বলনী॥
জননী জনক ধৃতি ধরিতে না পারে। কত সাধে চাঁদমুখ দেখে বারে বারে॥
জয় জয় কলরবে ভরিল ভুবন। গাওয়ে মঙ্গলগীত গোপনারীগণ॥
বাজয়ে বিবিধ বাদ্য পরম রসাল। নাচয়ে সকল লোক, বলে ভাল ভাল॥
দধি দুধ হল্‌দি অঙ্গনে ছড়াইয়া। হাসয়ে হাসায় কত ভঙ্গী প্রকাশিয়া॥
বিপ্র বন্দীগণে দান করে নানা ভাতি। দেখি ঘনশ্যাম ওনা রঙ্গ সুখে মাতি॥"

শ্রীপাদ বলিতেছেন,—'গো, গোপ ও গোপীসমূহে পরিপূর্ণ সেই **রাবল** নামক প্রধান বৃষভানু-পুরে আমার প্রচুর প্রীতি হউক। শ্রীপাদ স্বরূপে শ্রীরাধার কিঙ্করী, প্রাণকোটি প্রিয় স্বীয় অধীশ্বরীর জন্ম-ভূমিতে তাই প্রচুর অনুরাগময়ী প্রীতিই তাঁহার কাম্য।

"আনন্দে বিভোর, সুর মুনি নর,
প্রশংসিত-কীর্তিদার।
গর্ভরূপ খনি- মাঝারে যে মণি,
'রাধা' নামে চমৎকার॥

যস্য শ্রীমচ্চরণকমলে কোমলে কোমলাপি
শ্রীরাধোচ্চৈর্নিজ সুখকৃতে সন্নয়ন্তী কুচাগ্রে।
ভীতাপ্যারাদথ নহি দধাত্যস্য কার্কশ্য দোষাৎ
স শ্রীগোষ্ঠে প্রথয়তু সদা শেষশায়ী স্থিতিং নঃ ॥৯১॥

অনুবাদ। যে শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল ও মনোহর শ্রীচরণযুগল কোমলাঙ্গী শ্রীরাধা নিজ সুখার্থে বক্ষঃস্থলে ধারণের নিমিত্ত অনেকটা উত্তোলন করিয়াও পরে কুচযুগলের কর্কশতা বুঝিয়া ভীতা হইয়া উন্নত কুচাগ্রে ধারণ করেন নাই, সেই **শেষশায়ী শ্রীকৃষ্ণ** মনোরম গোষ্ঠপ্রদেশে আমার স্থিতি বিধান করুন ॥৯১॥

টীকা। কোমলশয্যারূপানন্তশায়িনমতিকোমলাঙ্গং নন্দনন্দনং স্তৌতি—যস্যেতি। স শেষশায়ী অনন্তাসনঃ স্থিতি-কর্তৃরূপঃ শ্রীকৃষ্ণো গোষ্ঠে ব্রজে নোঽস্মাকং স্থিতিং বসতিং প্রথয়তু সর্ব্বজন-প্রতীতি-গোচরত্বেন বিস্তারয়তু। সঃ কঃ যস্য শ্রীমচ্চরণকমলে কর্ম্মণী কোমলাপি রাধা কুচাগ্রে অস্য কুচাগ্রস্যারান্নিকটে কার্কশ্যদোষাৎ ভীতা সতী নহি দধাতি ন ধারয়তি। কিন্তুতে চরণকমলে কোমলে কিং কুর্ব্বতী সতী নিজসুখকৃতে স্বসুখনিমিত্তায় উচ্চৈঃ সন্নয়ন্তী সতী। যস্যৈকাংশরূপঃ পালয়িতা শেষশায়ী স ব্রজে বসন্ শ্রীরাধয়া সদা ক্রীড়ত্যতোঽত্র বাসঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইতি ধ্বনিঃ ॥৯১॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে শেষশায়ীর স্তব করিতেছেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকবশতঃ অনন্তশয্যায় শয়ন করিলে লক্ষ্মীদেবী যেরূপ শেষশায়ী ভগবানের শ্রীচরণ-সেবন করেন, তদ্রূপ শ্রীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের পদসেবা করিয়াছিলেন। "এ শেষশায়ী ক্ষীরসমুদ্র এথাতে। কৌতুকে শুইলা কৃষ্ণ অনন্তশয্যাতে ॥ শ্রীরাধিকা পাদপদ্ম করয়ে সেবন। যে আনন্দ হৈল তাহা না যায় বর্ণন ॥" (ভক্তিরত্নাকর)

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—'শ্রীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমল সেবনকালে নিজ সুখার্থে

যেথা আবির্ভূত, হ'য়ে সুখাপ্লুত,
করেছেন চরাচর।
রাবল নামক, গোপ-গোপী-ধেনু,
সুবেষ্টিত মনোহর ॥
বৃষভানুপুর- প্রতি সুমধুর,
পিরিতি-প্রবাহ-রাশি।
এ হৃদয়-মাঝে, সদা যেন রাজে,
রহিব সে রসে ভাসি ॥"

শ্রীচরণযুগল বক্ষে ধারণ করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন।' এখানে **নিজসুখ** বলিতে এই সুখ শ্রীকৃষ্ণ-সুখের পুষ্টিকর বলিয়াই জানিতে হইবে। কারণ শ্রীকৃষ্ণসুখ ব্যতীত অপর কোন অনুসন্ধানই গোপিকার চিত্তে কখনই স্থান পায় না। "আত্মসুখদুঃখে গোপীর নাহিক বিচার। কৃষ্ণসুখ-হেতু চেষ্টা মনো ব্যবহার ॥ কৃষ্ণ-লাগি আর সব করি পরিত্যাগ। কৃষ্ণ-সুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ॥" (চৈঃ চঃ) সুতরাং যেখানে যেখানে গোপিকার নিজসুখের কথা উল্লেখ আছে, তাহা সর্বত্রই শ্রীকৃষ্ণসুখের হেতু বলিয়াই বুঝিতে হইবে। "অতএব সেই সুখ কৃষ্ণসুখ পোষে। এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কাম দোষে ॥" (ঐ) এই রহস্যটিই শ্লোকে "ভীত্যাপ্যারাদথ নহি দধাত্যস্য কার্কশ্যদোষাৎ" অর্থাৎ 'স্তনমণ্ডলের কর্কশতার নিমিত্ত শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের কোমল চরণ নিজবক্ষে ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই' এই অংশে ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ-সেবন-কালে তাঁহার শ্রীচরণ বক্ষে ধারণ করিবার জন্য শ্রীরাধারাণী যখন সেই অপার সৌন্দর্য-মাধুর্যমণ্ডিত পরম মৃদুল শ্রীচরণ বক্ষঃস্থলের নিকটে আনয়ন করিলেন, তখন তাঁহার কঠিন স্তনতটে ঐ সুকোমল চরণে আঘাত লাগিবে ভাবিয়া আর শ্রীচরণ বক্ষে বিন্যাস করিলেন না।

এখানের বিশেষ প্রনিধানযোগ্য বিষয় এই যে, প্রিয়া কান্তা প্রিয় কান্তকে বক্ষে ধারণ করিয়া সুখে আত্মহারা হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীরাধারাণী প্রাণকোটি প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণস্পর্শে আত্মসুখে জ্ঞান-হারা না হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় সুখের বিরোধী যে ভীতি, সেই ভীতিযুক্ত চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের চরণ আর বক্ষে স্থাপন করিলেন না। ইহাতে রসিকজনবেদ্য নিজসুখ-কামিতার অত্যন্তাভাব প্রকাশিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ গোপীগণের রূঢ়মহাভাবের একটি অনুভাব—"তৎসৌখ্যেঽপি আর্তিশঙ্কয়া খিন্নত্বম্" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সুখকর বিষয়েও তাঁহার পীড়া হইতেছে ভাবিয়া খেদান্বিত হওয়া। রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজদেবীগণের বক্ষোজোপরি নিজ চরণ অর্পণ করেন, তখন তাঁহার সুখোল্লাস শ্রীমুখাদিতে সুস্পষ্টরূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। কারণ কান্তার বক্ষে চরণ-অর্পণে কান্তের সুখোল্লাস ব্যতীত পীড়ার বা দুঃখের কোন সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না। তথাপি ব্রজদেবীগণের যে তৎকালেও শ্রীকৃষ্ণের দুঃখ সম্ভাবনা চিত্তে উদিত হইয়া থাকে, ইহা ব্রজদেবীগণেরই নিজস্ব ভাবসম্পত্তি, ইহাতে শ্রীরুক্মিণী, সত্য-ভামাদি অপর কোন কান্তারই অধিকার নাই। রাসরজনীতে গোপীগীতির শেষ শ্লোকে (ভাঃ ১০।৩১।১৯) ব্রজদেবীগণ স্বয়ংই একথা ব্যক্ত করিয়াছেন—

"যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥"

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহিণী ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলিলেন—"হে প্রিয়! তোমার যে পরম সুকোমল চরণকমল আমরা ভীতা হইয়া আমাদের কঠিন স্তনমণ্ডলে অতীব সতর্কতার সহিত

যত্র কামসরঃ সাক্ষাদ্‌গোপিকারমণং সরঃ।
রাধামাধবয়োঃ প্রেষ্ঠং তদ্বনং কাম্যকং ভজে ॥৯২॥

অনুবাদ। যেস্থানে কামসরোবর বা সাক্ষাৎ গোপিকারমণ-সরোবর বিরাজ করিতেছে, শ্রীরাধামাধবের পরমপ্রিয় সেই **কাম্যবনকে** আমি ভজন করি ॥৯২॥

টীকা। শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রিয়তরং কাম্যবননাম বনবিশেষং স্তৌতি—যত্রেতি। রাধামাধবয়োঃ

ধীরে ধীরে ধারণ করিয়া থাকি, তুমি সেই শ্রীচরণকমলে তীক্ষ্ণ-কঙ্কর-কন্টক পূর্ণ এই বন্যপ্রদেশে বিচরণ করিতেছ, ইহাতে তোমার শ্রীচরণকমলে কতই না ব্যথা হইতেছে। ইহা ভাবিয়া আমাদের চিত্ত বিভ্রান্ত হইতেছে, যেহেতু তুমিই যে আমাদের জীবন।" মাদনাখ্য মহাভাববতী শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াশিরোমণি গোপীবরীয়সী শ্রীরাধারাণীতে এই সকল ভাবই অতি চমৎকার বা বিচিত্রভাবে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—'যে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণের কোমলতার অনুভবে শ্রীরাধারাণী তাঁহার শ্রীচরণ বক্ষে বিন্যাস করিতে পারেন নাই, সেই শেষশায়ী শ্রীকৃষ্ণ এই মনোরম গোষ্ঠ-প্রদেশে আমায় নিবাস প্রদান করুন।'

"শেষের অঙ্গ–শয্যায়, শ্রীঅঙ্গ হেলায়ে তায়,
পাদপদ্ম প্রসারিত ক'রে।
চির-বিশ্রাম করে যাঁহা, শেষশায়ী নাম তাঁহা,
সদা লক্ষ্মী পদসেবা করে ॥

সেই ত ভাবেতে কৃষ্ণ, শ্রীরাধার সঙ্গ-তৃষ্ণ,
শেষশয্যায় করিল শয়ন।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-তল, কমল হৈতে সুকোমল,
রাধা করেন সে পদ-সেবন ॥

কোমলাঙ্গী ভানুসুতা, অতিশয় ভয়ে ভীতা,
শ্রীচরণ নাহি ধরে বুকে।
আমার কর্কশ হিয়া, অতি সুকোমল ইহা,
এই চিন্তি স্তব্ধ হৈয়া থাকে ॥

শেষশায়ী শ্রীগোবিন্দে, মিনতি পদারবিন্দে,
কৃপা করি গোষ্ঠে দাও বাস।
শ্রীরাধার সঙ্গে তোমা, সদা ভজি এ বাসনা,
এ দীনের পুরাও অভিলাষ ॥"৯১॥

প্রেষ্ঠং প্রিয়ং তৎকাম্যকং বনং ভজে। যত্র কাম্যকে কামসরঃ এতন্নাম সরঃ সরসী গোপিকারমণং সরো বভুবেতি শেষঃ। গোপিকানাং রমণায় ক্রীড়নায় সর ইতি বিগ্রহঃ ॥৯২॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ ব্রজের দ্বাদশবনের অন্যতম শ্রীকাম্যবনের স্তব করিতেছেন। "চতুর্থং কাম্যকবনং বনানাং বনমুত্তমম্। তত্র গত্বা নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে॥" (আদিবারাহ) "হে দেবি! দ্বাদশ বনের চতুর্থ কাম্যবন, ইহা বন সকলের উত্তম। লোকসকল এই বনে গমন করিলে আমার ধামে পূজ্য হইয়া থাকে।" কাম্যবনে বহু বহু তীর্থের স্থিতি। এখানে চৌরাশীকুণ্ড ও একশতবার বিষ্ণুসিংহাসন আছে। এখানে তিন শত কূপ ছিল, রাক্ষসেরা তাহা ধ্বংস করে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। বিমলাকুণ্ড বৃহত্তর, ইহার তীরে বিমলাদেবী, দাউজী, গঙ্গাজী, গোপালজী ও মদনগোপালের মন্দির বিরাজিত। সেতুবন্ধকুণ্ডে রামেশ্বর মহাদেব আছেন, এখানে শ্রীকৃষ্ণ সেতুবন্ধ-লীলা করিয়াছিলেন। ঘোষরাণীকুণ্ডতীর শ্রীযশোদার পিত্রালয়। মণিকুণ্ডতীরে শ্রীহরিশ্চন্দ্র মহারাজ তপস্যা করিয়াছিলেন। দ্বারকাকুণ্ডতীরে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে মহিষীগণের সহিত ব্রজে আসিয়া শিবির করিয়াছিলেন। বলভদ্রকুণ্ডতীরে শ্রীবলরাম দ্বারকা হইতে আসিয়া ব্রজবাসিগণকে প্রবোধ দিয়াছিলেন। চরণ-পাহাড়ীতে পর্বতোপরি শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন আছে। চৌরাশীখাম্বা বা কামসেন রাজার কাছারী—এই গৃহে চৌরাশীটি থাম্বা আছে। মেধাবী মুনির কন্দর বা ব্যোমাসুরের গোফা পর্বতোপরি বিদ্যমান। এখানে শ্রীকৃষ্ণ ব্যোমাসুরকে নিধন করেন। নিকটেই ভোজনথালী, এখানে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ-সঙ্গে দধিভাত ভোজন করিয়াছিলেন। কাম্যবনে শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, গোকুলচন্দ্রমা, কামেশ্বর-মহাদেব, বিমলাকুণ্ড, শ্রীবৃন্দাজী, সিদ্ধ শ্রীল জয়কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের ভজনকুঠি প্রভৃতি দর্শনীয়।

যে চৌরাশীকুণ্ডের কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি **কামসরোবর** বা **গোপিকারমণ সরোবর** তাহারই অন্তর্গত। এখানে শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাগণ-সঙ্গে বিচিত্র বিহার করিয়াছিলেন। স্কন্দ-পুরাণ মথুরাখণ্ডে লিখিত আছে—"তত্র কামসরো রাজন্ গোপিকারমণং সরঃ। তত্র তীর্থসহস্রাণি সরাংসি চ পৃথক্ পৃথক্॥" অর্থাৎ "কাম্যবনে গোপিকারমণ-সরোবর বিরাজিত, ইহার অপর নাম কাম-সরোবর। সেই কাম্যবনে সহস্র সহস্র তীর্থ ও পৃথক্ পৃথক্ সরোবর সকল আছে।" ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত—"দেখ গোপিকারমণ কামসরোবর। কে বর্ণিবে এথা যে বিলাস মনোহর॥ এই কাম-সরোবর মহাসুখময়। কামসরোবরে কামসাগর কহয়॥" এই কাম্যবনের কুণ্ডাদিতে স্নান করিলে সর্ব কামনাসিদ্ধি হইয়া থাকে, তাই ইহার নাম **কাম্যবন**। "সর্বকাম-ফলপ্রদ কাম্যবন হয়। যথা তথা কৈলে স্নান সর্বদুঃখঃ ক্ষয়॥" (ঐ) "ততঃ কাম্যবনং রাজন্ যত্র বাল্যে স্থিতো ভবান্। স্নানমাত্রেণ সর্বেষাং সর্বকামফলপ্রদম্॥" (স্কন্দপুরাণে-মথুরাখণ্ড) অর্থাৎ 'হে মহারাজ'! তাহার পর কাম্যবন, যেখানে আপনি বাল্যকালে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই বন স্নানমাত্রেই সকলের সকল

মল্লীকৃত্য নিজাঃ সখীঃ প্রিয়তমা গর্ব্বেণ সম্ভাবিতা
মল্লীভূয় মদীশ্বরী রসময়ী মল্লত্বমুৎকণ্ঠয়া।
যস্মিন্ সম্যগুপেয়ুষা বকভিদা রাধা নিযুদ্ধং মুদা
কুর্ব্বাণা মদনস্য তোষমতনোদ্ভাণ্ডীরকং তং ভজে ॥৯৩॥

অনুবাদ। যেখানে আমার অধীশ্বরী কৃষ্ণপ্রিয়তমা শ্রীরাধা মল্লযুদ্ধের কৌতুকবশতঃ স্বয়ং মল্লবেশে সজ্জিতা হইয়া সখীগণকেও মল্লবেশে সজ্জিত করিয়া গর্বিতা হইয়াছিলেন এবং মল্লবেশধারী বকারি শ্রীকৃষ্ণের সহিত আনন্দভরে মল্লযুদ্ধ করিয়া মদনের আনন্দবর্ধন করিয়াছিলেন, আমি সেই **ভাণ্ডীরকে** ভজন করি ॥৯৩॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণেন সহ শ্রীরাধায়া মল্লক্রীড়া-রঙ্গস্থানং ভাণ্ডীরবনং স্তৌতি— মল্লীতি। তং ভাণ্ডীরকম্ এতন্নাম বনবিশেষং ভজে রঙ্গস্থান-পরিষ্ক্রিয়য়া সেবে। যস্মিন্ ভাণ্ডীরকে মদীশ্বরী রাধা মল্লীভূয় বকভিদা শ্রীকৃষ্ণেন সহ মুদা হর্ষেণ নিযুদ্ধং কুর্ব্বাণা সতী মদনস্য তোষমতনোৎ মল্লপ্রধানং রাজ্ঞ ইব কন্দর্পস্য সন্তোষং বিস্তারিতবতী। রাধা কিম্ভূতা নিজাঃ প্রিয়তমাঃ সখীর্ললিতাদির্মল্লীকৃত্য গর্ব্বেণা-হঙ্কারেণ সম্ভাবিতা এতাদৃক্ ক্রিয়ায়ামুৎসাহং প্রাপিতা বকভিদা কিম্ভূতেন উৎকণ্ঠয়া বহ্বীর্মল্লীরূপাঃ প্রেয়সীর্দৃষ্ট্বা স্বস্যৈকাকিত্বেননাপ্ত চাঞ্চল্যেন সম্যঙমল্লত্বং বদ্ধ দৃঢ় পরিকরত্বমুপেয়ুষা প্রাপ্তেন ॥৯৩॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে ভাণ্ডীরের স্তব করিতেছেন। দ্বাদশ-বনের অন্যতম শ্রীভাণ্ডীরবন, ইহার দর্শনাদিতে মানবকুল ধন্য হইয়া থাকে। আদিবারাহে বর্ণিত আছে—

"একাদশন্তু ভাণ্ডীরং যোগিনাং প্রিয়মুত্তমম্। তস্য দর্শনমাত্রেণ নরো গর্ভং ন গচ্ছতি ॥
ভাণ্ডীরং সমনুপ্রাপ্য বনানাং বনমুত্তমম্। বাসুদেবং তত্রো দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥
তস্মিন্ ভাণ্ডীরকে স্নাতো নিয়তো নিয়তাশনঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত ইন্দ্রলোকং স গচ্ছতি ॥"

অর্থাৎ "ভাণ্ডীরনামক একাদশ বন উত্তম ও যোগিগণের প্রিয়। ভাণ্ডীরের দর্শনমাত্রে লোক আর গর্ভে প্রবিষ্ট হয় না। সকল বন-মধ্যে উত্তম বন ভাণ্ডীরে গমন করিয়া তথায় বাসুদেব দর্শন

কামনার ফল প্রদান করিয়া থাকে।' শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—'শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরমপ্রিয় সেই কাম্যবনকে আমি ভজন করি।'

"গোপী-সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সুচারু বিহার।
হয়েছিল যথা নাম কামসরোবর ॥
সেই কামসরোবর বিরাজে যেখানে।
ভজি যুগলের প্রিয় সেই 'কাম্যবনে' ॥ ৯২॥"

করিলে লোকের আর পুনর্জন্ম হয় না। সে ব্যক্তি সংযতেন্দ্রিয় ও সংযতাহারী হইয়া সেই ভাণ্ডীরে স্নানপূর্বক সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ইন্দ্রলোকে●গমন করিয়া থাকে।"

এই ভাণ্ডীরবনে ভাণ্ডীরকুণ্ড, শ্রীদামচন্দ্রের মন্দির ও বেণুকূপ আছে। বংশীধ্বনিদ্বারা এই কূপ হইতে পাতালের জল আনিয়া শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছিলেন। সুবলবেশে শ্রীরাধিকা এই ভাণ্ডীরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া নানারূপ লীলা করিয়াছিলেন। এখানে সুপ্রসিদ্ধ ভাণ্ডীরবট বা অক্ষয়বট বিরাজিত। একদা সখাগণসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব এখানে ক্রীড়া করিতেছিলেন, ইত্যবসরে প্রলম্বাসুর শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের অনিষ্ট-কামনায় সখার বেশে খেলায় যোগ দিয়া বলদেবকে স্কন্ধে বহন করত মথুরার দিকে লইয়া চলিলে বলদেব তাহাকে নিধন করেন।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ একাকী ভাণ্ডীরে মোহন-বংশীনাদ করিলে সেই বংশীধ্বনি শ্রবণে শ্রীরাধারাণী অধীরা হইয়া পড়েন এবং সখীসহ শ্রীকৃষ্ণের নিকট অভিসার করেন। ভাণ্ডীরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া ঈশ্বরী পরমানন্দ লাভ করেন ও সখীগণসহ এখানে শ্রীযুগল নানারঙ্গে বিহার করেন।

কৌতুকবশতঃ শ্রীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন, 'সখাগণ-সঙ্গে এই ভাণ্ডীরে তুমি কি কি খেলা করিয়া থাক?' শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—'প্রিয়ে! এখানে সখাগণসঙ্গে আমার অতি বিচিত্র মল্লযুদ্ধ হইয়া থাকে। আমার মত মল্লক্রীড়া এই বিশ্বে আর কেহই জানে না। আমি অনায়াসে সকলকেই মল্লযুদ্ধে পরাজিত করিয়া থকি।' শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণে শ্রীললিতাসখী বলিলেন,—'আজ আমরা তোমার মল্লবেশে মল্লক্রীড়া দেখিতে ইচ্ছা করি।' শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—'ললিতে মল্লক্রীড়া তো একাকী হয় না, মল্লযুদ্ধের নিমিত্ত মল্লবেশধারী প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রয়োজন।' শ্রীরাধারাণী বলিলেন,—'আমরাই আজ তোমার মল্লযুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী।' এই কথা বলিয়া শ্রীরাধারাণী দর্পের সহিত অপূর্ব মল্লবেশে সজ্জিতা হইলেন এবং সখীগণকেও মল্লবেশে সজ্জিত করিলেন। মল্লবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার মল্লবেশ দেখিয়া তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অপূর্ব মাধুরী দর্শনে বিমোহিত হইলেন, দেহে কম্প, পুলকাদি সাত্ত্বিকবিকার প্রকাশিত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া সখীগণ পরিহাসপূর্বক বলিলেন,—'শ্যাম! বিশ্বে নাকি সকলেই তোমার সঙ্গে মল্লযুদ্ধে পরাজিত হয়, এক্ষণে প্রতিদ্বন্দ্বী দর্শনেই ভয়ে কম্পিত হইতেছ; যুদ্ধ করিবে কিরূপে?' সখীগণের বাক্যে শ্যাম লজ্জিত হইয়া ধৈর্য-ধারণ করিলেন।

অতঃপর মন্দমন্দ হাস্য পরায়ণা দর্পিতা মল্লবেশধারিণী রসময়ী শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। শ্রীযুগলের মহাযুদ্ধ বাধিয়া গেল, কাহারো জয় পরাজয় নাই। অপূর্ব মল্লযুদ্ধ দর্শনে সখীগণ আনন্দে আত্মহারা হইলেন। যুগলের মহামদনাবেশময় মল্লক্রীড়া দর্শনে কন্দর্পও অপার আনন্দে বিমোহিত হইলেন। এ বিষয়ে শ্রীভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত আছে—

● ইদি ধাতু হইতে 'ইন্দ্র' পদ নিষ্পন্ন হয়। পরমৈশ্বর্যে ইদি ধাতু প্রযুক্ত হয়। সুতরাং এখানে 'ইন্দ্রলোক' শব্দে পরমসমৃদ্ধ ভগবল্লোক বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

আকৃষ্টা যা কুপিতা-হলিনা লাঙ্গলাগ্রেণ কৃষ্ণা
ধীরা যান্তী লবণ-জলধৌ কৃষ্ণসম্বন্ধহীনা।
অদ্যাপীত্থং সকলমনুজৈর্দৃশ্যতে সৈব যস্মিন্
ভক্ত্যা বন্দেঽদ্ভুতমিদমহো রামঘট্টপ্রদেশম্ ॥ ৯৪ ॥

অনুবাদ। কৃষ্ণসম্বন্ধবিরহিতা হইয়া লবণ-সমুদ্রাভিমুখে গমনকারিণী যে ধীরানায়িকা যমুনা ক্রুদ্ধ হলধরকর্তৃক লাঙ্গলাগ্রদ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, সেই যমুনাকে যে-স্থানে সকললোকে অদ্যাপি সেই রূপেই (বক্ররূপে) দেখিয়া থাকে, অহো! সেই অদ্ভুত **রামঘাট**-প্রদেশকে আমি ভক্তি-পূর্বক বন্দনা করি ॥৯৪॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণভ্রাতৃত্বেঽপি তৎসখিত্বমবলম্বমানস্য বলদেবস্য লীলাসূচকং যমুনা-ঘট্টং স্তৌতি— আকৃষ্টেতি। অহো সকলমিদমদ্ভুতং রামঘট্টপ্রদেশং ভক্ত্যা বন্দে। যস্মিন্ ঘট্টে সকলমনুজে-

---

"একদিন কৃষ্ণ একা ভাণ্ডীর তলায়। বংশীবাদ্য কৈল যাতে জগত মাতায় ॥
বংশীধ্বনি শুনি রাধা অধৈর্য হইলা। সখীসহ আসি শীঘ্র কৃষ্ণেরে মিলিলা ॥
হইল পরমানন্দ দোঁহার অন্তরে। সখীগণসঙ্গে নানা রঙ্গেতে বিহরে ॥
শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রতি কহে মৃদুভাষে। 'সখাসহ কৈছে ক্রীড়া কর এ প্রদেশে?'
শ্রীকৃষ্ণ কহেন—'এথা মল্লবেশ ধরি। সখাগণসহ সুখে মল্লযুদ্ধ করি ॥
মোর সম মল্লযুদ্ধ কেহ না জানয়। অনায়াসে করি অন্য মল্লে পরাজয় ॥'
হাসিয়া ললিতা কৃষ্ণে কহে বার বার। 'মল্লবেশে যুদ্ধ আজি দেখিব তোমার ॥'
এত কহি সকলেই কৈলা মল্লবেশ। কৃষ্ণ মল্লবেশে দর্প করয়ে অশেষ ॥
কৃষ্ণপানে চাহি রাই মন্দ মন্দ হাসে। মল্লযুদ্ধহেতু যুদ্ধস্থলেতে প্রবেশে ॥
মহা মল্লযুদ্ধে নাহি জয় পরাজয়। হইল আনন্দ কন্দর্পের অতিশয় ॥"

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিলেন—'আমি সেই ভাণ্ডীরকে ভজন করি। ভাণ্ডীরের কৃপা হইলে শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেই অপূর্ব মল্লক্রীড়ার স্ফুরণ হইবে, আমি সেই মদীশ্বরীর মল্লবেশ মল্লযুদ্ধের রসাস্বাদন করিয়া ধন্য হইব'—ইহাই ব্যঞ্জিতার্থ।

"যথা রসময়ী রাধা আমার ঈশ্বরী।
সাজাইয়া সখীগণে মল্লরূপ করি ॥
অতিগর্বে রাধারাণী মল্লবেশ কৈলা।
কৃষ্ণ-সঙ্গে যুদ্ধ করি আনন্দিতা হৈলা ॥
কৃষ্ণ-সহ শ্রীরাধার মল্লক্রীড়া-স্থান।
সতত ভজিব আমি 'শ্রীভাণ্ডীর' নাম ॥"৯৩॥

র্মনুষ্যৈরদ্যাপি সৈব কৃষ্ণসম্বন্ধ-বিয়োগিনী কৃষ্ণা যমুনা ইত্থমাকৃষ্টরূপা দৃশ্যতে। 'এবচৌপম্যে বিয়োগে বাক্যপূরণে। অবধারণেচে'তি মেদিনী। সা কিম্ভূতা কুপিতহলিনা আহূতানাগমনেনাপ্তক্রোধেন হলধরেণ লাঙ্গলাগ্রেণ যা কৃষ্ণা আকৃষ্টা। ননু কৃষ্ণায়াঃ স্বকনিষ্ঠভার্য্যাত্বেনাকর্ষণস্য দোষাবহত্বং স্যাদিত্যাহ কৃষ্ণ-সম্বন্ধহীনা যমুনা জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীত্বেন অংশিনী কৃষ্ণভার্য্যা ভিন্নরূপত্বেন কৃষ্ণসম্বন্ধ-রহিতা। কিম্ভূতা কৃষ্ণা ধীরা মন্দগতিঃ সতী লবণজলধৌ লবণসমুদ্রে মিলন্তী ॥৯৪॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। অনন্তর শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরামঘাটের বন্দনা করিতেছেন। এখানে শ্রীবলদেব তাঁহার প্রেয়সী গোপীগণসঙ্গে দুই মাসকাল রাসবিহার করিয়াছিলেন এবং জলবিহার নিমিত্ত যমুনাকে হলদ্বারা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাই যমুনা এখানে এখনো বক্রভাবে প্রবাহিত। শ্রীমদ্ভাগবতে এই লীলা বর্ণিত আছে (১০।৬৫।১৭-২৩,৩১)—

"দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীৎ মধুং মাধবমেব চ। রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্॥
পূর্ণচন্দ্রকলামৃষ্টে কৌমুদীগন্ধবায়ুনা। যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগণৈর্ব্ৃতঃ ॥
বরুণপ্রেষিতা দেবী বারুণী বৃক্ষকোটরাৎ। পতন্তী তদ্বনং সর্ব্বং সুগন্ধেনাধ্যবাসয়ৎ ॥
তং গন্ধং মধুধারায়া বায়ুনোপহৃতং বলঃ। আঘ্রায়োপাগতস্তত্র ললনাভিঃ সমং পপৌ ॥
উপগীয়মানচরিতো বনিতাভির্হলায়ুধঃ। বনেষু ব্যচরৎ ক্ষীবো মদবিহ্বললোচনঃ ॥
স্রগ্‌ব্যেককুন্তলো মত্তো বৈজয়ন্ত্যা চ মালয়া। বিভ্রৎ স্মিতমুখাম্ভোজং স্বেদপ্রালেয় ভূষিতম্ ॥
স আজুহাব যমুনাং জলক্রীড়ার্থমীশ্বরঃ ॥
নিজং বাক্যমনাদৃত্য মত্ত ইত্যাপগাং বলঃ। অনাগতাং হলাগ্রেণ কুপিতো বিচকর্ষহ ॥
অদ্যাপি দৃশ্যতে রাজন্ যমুনাকৃষ্টবর্ত্মনা। বলস্যানন্তবীর্য্যস্য বীর্য্যং সূচয়তীব হি ॥"

অর্থাৎ "দ্বারকা হইতে ব্রজে আগমন করত শ্রীবলদেব গোপগোপীগণকে সান্ত্বনা দিয়া এখানে অবস্থান করত চৈত্র ও বৈশাখ দুই মাস রজনীতে নিজ প্রিয়া গোপীগণের সহিত বিহার করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ণচন্দ্রের কিরণমালায় উজলিত কুমুদকুসুমের গন্ধবাহী মলয়-পবন-সেবিত যমুনার উপবনে গোপ-রমণীগণ পরিবৃত হইয়া তাঁহাদের সহিত বিলাস করিতে লাগিলেন। শ্রীবলদেবের সেবার নিমিত্ত বরুণ-দেব কর্তৃক প্রেরিতা বারুণীদেবী বৃক্ষকোটর হইতে নির্গতা হইয়া সুগন্ধে সেই বন আমোদিত করিয়া তুলিল। পবন সেই মধুগন্ধ সর্বত্র বিস্তৃত করিলে বলদেব তাহার গন্ধ পাইয়া তথায় গিয়া প্রিয়াগণের সহিত বারুণী পান করিলেন।

বারুণী পানে প্রমত্তা বনিতাগণ শ্রীহলায়ুধের মধুর চরিত্র গান করিতে লাগিলেন এবং তিনিও প্রমত্ত হইয়া মদবিহ্বলনেত্রে তাঁহাদের সহিত বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। গলদেশে বৈজয়ন্তী-মালা, এক কর্ণে কুণ্ডল, ঈষৎ হাস্যামৃতমণ্ডিত বদন, হিমশিকরের ন্যায় স্বেদকণা-বিভূষিত মদমত্ত শ্রীবলদেব প্রিয়াগণের সহিত রাসবিহারান্তে জলক্রীড়ার নিমিত্ত যমুনাকে আহ্বান করিলেন। বলদেবকে

প্রমত্ত ভাবিয়া ● যমুনা তাঁহার বাক্যের অনাদর করিলে বলদেব কুপিত হইয়া যমুনাকে হলাগ্রদ্বারা আকর্ষণ করিলেন। শ্রীশুকমুনি মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি বলিলেন,—'হে রাজন্! যমুনা সেই স্থানে বক্র হইয়া অদ্যাপি অনন্তবীর্য শ্রীবলদেবের মহিমা ঘোষণা করিতেছেন।'

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিয়াছেন—"ধীরা যান্তী লবণ-জলধৌ কৃষ্ণসম্বন্ধহীনা" অর্থাৎ "যে যমুনা কৃষ্ণসম্বন্ধ বিরহিত হইয়া ধীরা নায়িকার ন্যায় লবণ সমুদ্রাভিমুখে গমন করিতেছেন।" তাৎপর্য এই যে, বলদেব যাঁহাকে দণ্ডদান করেন, সেই যমুনা নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ যমুনা নহেন, ইনি দ্বারকার মহিষী কালিন্দীর ছায়া স্থানীয়া শ্রীভগবানেরই বিভূতি সমুদ্রের ভার্যাস্বরূপা যমুনার অন্যতম একটি মূর্তি বলিয়া জানিতে হইবে। কারণ এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের তোষণীটীকায় লিখিত আছে—

"দেবী চেয়ং শ্রীভগবদ্রূপানুসারেণ লক্ষ্ম্যা বিবিধমূর্ত্তিবৎ ভগবন্মহিষীবরায়াঃ শ্রীকালিন্দ্যা এব সংজ্ঞা ছায়া ন্যায়েন তচ্ছায়া বিভূতিরূপা ভগবত এব মহাবিভূতেঃ সমুদ্রস্য ভার্য্যাস্বরূপা মূর্ত্তিরেকা জ্ঞেয়া।" এ বিষয়ে ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত আছে—

"অহে শ্রীনিবাস! এই রামঘাট হয়। এথা রাসলীলা করে রোহিণীতনয়॥
যথা কৃষ্ণ প্রিয়াসহ কৈল রাসকেলি। তথা হৈতে দূর—এ রামের রাসস্থলী॥
কহিতে কি—তেঁহো কোটি-সমুদ্র গভীর। কৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ—পরম সুধীর।
দ্বারকা হইতে উৎকন্ঠায় ব্রজে আইলা। চৈত্র বৈশাখ দুইমাস স্থিতি কৈলা॥
শ্রীনন্দ-যশোদা-আদি প্রবোধে সবারে। সখাগণে সন্তোষয়ে বিবিধ প্রকারে॥
নানা অনুনয়বিজ্ঞ রোহিণীতনয়। কৃষ্ণপ্রিয়াগণে নানাপ্রকারে শান্তয়॥
নিজ প্রিয় গোপীগণ-মনোহিত করে। যে সব সহিত পূর্ব্বে বসন্তে বিহরে॥
....

অহে শ্রীনিবাস! শ্রীরামের রাসলীলা। প্রভু-ভক্তগণ বহু প্রকারে বর্ণিলা॥
যমুনা আকর্ষি রঙ্গে আনে এইখানে। জলক্রীড়া কৈল বলদেব প্রিয়া-সনে॥"

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু তীর্থ-পর্যটনকালে বৃন্দাবনে আসিয়া এই রামঘাটে বলদেব-আবেশে কিছু দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীল রঘুনাথ বলিতেছেন—'সেই অদ্ভুত রামঘাট-প্রদেশকে আমি ভক্তিপূর্বক বন্দনা করি।'

"কৃষ্ণসম্বন্ধহীনা যমুনা বিরহে।
লবণ-সমুদ্রে যায় মন্দপ্রবাহে॥

● অর্থাৎ ইনি এক্ষণে বারুণী পানে প্রমত্ত, তাই আমায় তাঁহার নিকটে আহ্বান করিতেছেন, কিন্তু আহ্বান করিলেই নদী কাহারো নিকট যায় না। যদি জলবিহারের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং আমার নিকট আগমন করুন। এইরূপ চিন্তা করিয়া যমুনা বলদেবের নিকট গমন করিলেন না। (শ্রীল বিশ্বনাথের টীকার মর্ম)

প্রাণপ্রেষ্ঠ-বয়স্যবর্গমুদরে পাপীয়সোঽঘাসুর-
স্যারণ্যোদ্ভটপাবকোৎকট-বিষৈর্দুষ্টে প্রবিষ্টং পুরঃ।
ব্যগ্রঃ প্রেক্ষ্য রুষা প্রবিশ্য সহসা হত্বা খলং তং বলী
যত্রৈনং নিজমাররক্ষ মুরজিৎ সা পাতু সর্পস্থলী ॥৯৫॥

অনুবাদ। যে-স্থলে বলবান্ মুরারী সম্মুখস্থিত পাপিষ্ঠ অঘাসুরের ভীষণ-দাবানলের ন্যায় অতি উৎকট বিষদুষ্ট উদরে প্রবিষ্ট প্রাণপ্রেষ্ঠ বয়স্য-গণকে ব্যগ্র দর্শনে রোষভরে সবেগে তাহার মুখমধ্যে প্রবেশপূর্বক দুষ্টকে বধ করিয়া নিজ প্রাণপ্রিয় সখাগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই **সর্পস্থলী** আমায় রক্ষা করুন ॥

টীকা। অঘাসুরাদ্রক্ষিত বালকং স্থানবিশেষং স্তৌতি—প্রাণেতি। সা সর্পস্থলী এতন্নাম্না প্রসিদ্ধা মাং পাতু অঘমুখাৎ শ্রীকৃষ্ণ ইব ভজন-প্রতিবন্ধাদ্রক্ষতু। সা কা যত্র স্থল্যাং তং প্রসিদ্ধমেনং খলমঘাসুরং হত্বা নিজং স্বীয়ং বয়স্যবর্গং আসম্যগরক্ষ রক্ষিতবান্। কিম্ভূতঃ সন্ কিং কৃত্বা পাপীয়সোঽঘাসুরস্য উদরে পুরঃ স্ব-প্রবেশাৎ পূর্ব্বং প্রবিষ্টং প্রাণপ্রেষ্ঠবয়স্যবর্গং প্রেক্ষ্য ব্যগ্রঃ সোৎকন্ঠঃ সন্ সহসা হঠাৎ প্রবিশ্য। উদরে কিম্ভূতে অরণ্যস্য যে উদ্ভটাঃ সর্ব্বদেশ-ব্যাপকাঃ পাবকা বহ্নয়স্ত ইব উৎকটানি দাহকানি যানি বিষাণি গরলানি তৈর্দুষ্টে তীব্রে ॥৯৫॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীকৃষ্ণ যেস্থানে পর্বতাকৃতি অজগর-রূপধারী অঘাসুরের বদন-বিবরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নিধন করত গোবৎস ও গোপবালকগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে সেই সর্পস্থলীর স্তব করিতেছেন।

"অঘাসুর-বধে কৃষ্ণ—এই সর্পস্থলী।
'অঘবন' নাম, লোকে কহয়ে 'সপৌলী'॥

এথা পুষ্প বর্ষে দেব, জয়ধ্বনি করে।
এ হেতু 'জয়েত' গ্রাম কহয়ে ইহারে॥

সবে কহে—অঘাসুর-বধে এ 'সিয়ান।'
তেঞি এ 'সোয়ানো' গ্রাম—সেহোনা-আখ্যান॥" (ভক্তিরত্নাকর)

যে যমুনায় বলদেব কুপিত হইয়া।
আকর্ষণ করেছেন লাঙ্গলাগ্র দিয়া॥
যারে আকৃষ্টার ন্যায় অদ্যাপিহ লোকে।
যমুনার তীরে সেই বক্র ঘাট দেখে॥
যমুনাতীরস্থ তীর্থ 'রামঘাট' নাম।
ভক্তিভরে বন্দি করি অনন্ত প্রণাম॥৯৪॥"

শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র শ্রীল বজ্রনাভ যদুকুলের অন্তর্ধানের পর মহারাজ যুধিষ্ঠির-কর্তৃক শূরসেন রাজ্যের বা মথুরামণ্ডলের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া মুনিগণের আদেশে ব্রজমণ্ডলের শ্রীকৃষ্ণলীলা-ক্ষেত্রগুলির পুনরুদ্ধার করেন এবং লীলানুরূপ স্থানগুলির নাম রাখেন। অদ্যাপি সেগুলি তত্তৎ নামেই অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

পর্বতাকৃতি অজগররূপধারী অঘাসুরকে পর্বতের সহিত উৎপ্রেক্ষা করিতে করিতে গোবৎস ও গোপবালকগণ যখন দাবানল-সদৃশ বিষজ্বালাপূর্ণ অঘাসুরের বদন-বিবরে প্রবিষ্ট হইয়া তীব্রতাপে মোহপ্রাপ্ত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ যে-ভাবে অঘাসুরের বদনবিবরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে বিনাশ করেন, সে বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে এইভাবে বর্ণিত আছে—

"তান্ বীক্ষ্য কৃষ্ণঃ সকলাভয়প্রদো হ্যনন্যনাথান্ স্বকরাদপচ্যুতান্।
দীনাংশ্চ মৃত্যোর্জঠরাগ্নিঘাসান্ ঘৃণার্দ্দিতো দিষ্টকৃতেন বিস্মিতঃ॥
কৃত্যং কিমত্রাস্য খলস্য জীবনং ন বা অমীষাঞ্চ সতাং বিহিংসনম্।
দ্বয়ং কথং স্যাদিতি সংবিচিন্ত্য তজ্ঞাত্বাবিশত্তুণ্ডমশেষদৃগ্‌হরিঃ॥
তদা ঘনচ্ছদা দেবা ভয়াদ্ধাহেতি চুক্রুশুঃ। জহৃষুর্যে চ কংসাদ্যাঃ কৌণপাস্ত্বঘবান্ধবাঃ॥
তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ কৃষ্ণস্ত্বব্যয়ঃ সার্ভবৎসকম্। চূর্ণী চিকীর্ষোরাত্মানং তরসা ববৃধে গলে॥
ততোঽতিকায়স্য নিরুদ্ধমার্গিণো হ্যুদ্‌গীর্ণদৃষ্টের্ভ্রমতস্ত্বিতস্ততঃ।
পূর্ণোঽন্তরঙ্গে পবনো নিরুদ্ধো মূর্দ্ধন্ বিনির্ভিদ্য বিনির্গতো বহিঃ॥
তেনৈব সর্ব্বেষু বহির্গতেষু প্রাণেষু বৎসান্ সুহৃদঃ পরেতান্।
দৃষ্ট্যাত্ময়োত্থাপ্য তদন্বিতঃ পুনর্বক্ত্রান্মুকুন্দো ভগবান্ বিনির্যযৌ॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত—১০।১২।২৭-৩২)

অর্থাৎ "সকলের অভয়প্রদ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনন্যশরণ-গোপবালকগণকে স্বহস্তচ্যুত হইয়া সহসা সাক্ষাৎ মৃত্যুতুল্য অঘাসুরের জঠরাগ্নিতে শুষ্কতৃণবৎ পতিত হইতে দেখিয়া এবং এজন্য তাহাদিগকে অতিশয়বিপন্ন জানিয়া কৃপাপরবশ হইলেন ও তাহাদের এই প্রকার প্রারব্ধ দর্শনে বিস্মিত হইলেন। যাহার নামমাত্র উচ্চারণে জ্ঞানিগণের ব্রহ্মজ্ঞানেও অখণ্ডনীয় প্রারব্ধকর্ম তৎক্ষণাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সখ্যরসসিন্ধুতে মগ্ন হইয়া প্রিয়জন যেমন প্রিয়ব্যক্তির বিপদ্ দর্শনে মুহ্যমান হয়, তদ্রূপ বিস্মিত ও চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

শ্রীভগবান্ চিন্তা করিলেন—'এখন কি করা কর্তব্য! এই খলপ্রকৃতি অঘাসুরের নিধন এবং গোবৎস ও গোপবালকগণের প্রাণরক্ষা এই দুইটি কার্য কিভাবে সম্পন্ন হইবে; এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সর্বজ্ঞ ভগবান্ শ্রীহরি মনে মনে উপায় নিরূপণ করিলেন এবং স্বয়ং অঘাসুরের বদনবিবরে

দ্রষ্টুং সাক্ষাৎ স্বপতি-মহিমোদ্রেকমুৎকেন ধাত্রা
বৎসব্রাতে দ্রুতমপহৃতে বৎসপালোৎকরে চ।
তত্তদ্রূপো হরিরথ ভবন্ যত্র তত্তৎপ্রসূনাং
মোদং চক্রেঽশনমপি ভজে বৎসহারস্থলীং তাম্ ॥৯৬॥

প্রবিষ্ট হইলেন। তদ্দর্শনে মেঘান্তরালে স্থিত দেবগণ-ভীত হইয়া হায় হায়, করিতে লাগিলেন এবং অঘাসুরের বান্ধব কংস প্রভৃতি অসুরগণ এই সংবাদ পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিল।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেবগণের হাহাকার ও অসুরগণের আনন্দধ্বনি শ্রবণ করিয়া গোবৎস ও গোপ-বালকগণকে রক্ষা করিবার জন্য ও অঘাসুরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে মুখসম্বরণে উদ্যত অঘাসুরের গলবিবর রুদ্ধ করিয়া বজ্রকিলকের ন্যায় অতি স্থূল ও দীর্ঘদেহ ধারণ করিলেন। তাহাতে সেই বিরাট অজগর দেহধারী অঘাসুরের কন্ঠরোধ হইয়া গেল ও নয়নদ্বয় বহির্গত প্রায় হইয়া উঠিল। সে ইতস্ততঃ সেই প্রকাণ্ড দেহ সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিল এবং তাহার দেহমধ্যস্থ নিরুদ্ধ প্রাণবায়ু ব্রহ্ম-রন্ধ্রভেদ করিয়া তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইয়া গেল।

অঘাসুরের প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে তাহার ইন্দ্রিয়শক্তি বিলুপ্ত হইল। তখন মুক্তিপ্রদাতা শ্রীভগবান্ মোহপ্রাপ্ত গোবৎস ও গোপবালকগণকে অমৃতময়ী দৃষ্টিসঞ্চারে সঞ্জীবিত করিয়া তাহাদের সহিত অঘাসুরের বদন-বিবরদ্বারা বাহিরে আসিলেন।' যে-স্থানে শ্রীভগবান্ এই অঘাসুর বধ-লীলা নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন, শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—'সেই সর্প-স্থলী আমার রক্ষা করুন।' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যেমন কৃপাপূর্বক গোবৎস ও গোপবালকগণকে অঘাসুরের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহার সেই লীলাস্থলী শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিরহ-অসুরের কবল হইতে আমায় রক্ষা করিয়া তাঁহাদের শ্রীচরণ দর্শন করান।

"পাপিষ্ঠ অঘাসুরের উদরের মধ্যে।
প্রাণপ্রেষ্ঠ সখাগণে শ্রীগোবিন্দ দেখে॥
দাবাগ্নির জ্বালাময় যাহার উদর।
কালকুট বিষদুষ্ট তাহার উপর॥
সখাদের দুঃখ হেরি অতিশয় ক্রোধে।
উদরে প্রবেশ করি সেই খল বধে॥
নিমেষেতে বধ করি যে-স্থানেতে খলে।
শ্রীগোবিন্দ রক্ষা কৈলা বয়স্য সকলে॥
সেই 'সর্পস্থলীর' হয় মহিমা অপার।
সখা-তুল্য রক্ষা করু আমা-সভাকার॥"৯৫॥

অনুবাদ। নিজ প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মঞ্জুমহিমা দর্শনার্থে কৌতূহলী ব্রহ্মা যেস্থানে গোবৎস ও গোপবালকগণকে দ্রুত অপহরণ করিলে পর শ্রীহরি সেই সকল গোবৎস ও গোপবালক-রূপ ধারণ করত তাহাদের জননী গো ও গোপীগণের আনন্দবিধান ও তাঁহাদের প্রদত্ত দ্রব্য ভোজন করিয়াছিলেন, সেই **বৎসহরণস্থলীর** ভজন করি ॥৯৬॥

টীকা। ব্রহ্ম-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি বৎসবালকহরণপ্রদেশং স্তৌতি—দ্রষ্টুমিতি। তাং বৎস-হারস্থলীং ভজে। যত্র স্থল্যাং হরিঃ শ্রীকৃষ্ণস্তত্দ্রূপো বৎস-বালকরূপো ভবন্ তত্তৎ প্রসূনাং বৎসপাল-মাতৄণাং মোদং পুত্র ইব লালনাদি সুখেন হর্ষং চক্রে কৃতবানিত্যন্বয়ঃ। কদা ইত্যপেক্ষায়ামাহ ধাত্রা ব্রহ্মণা স্বপতেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মহিমোদ্রেকং মহিমাতিশয়ং সাক্ষাৎ দ্রষ্টুং জ্ঞাতুমুৎসুকেন সোৎকন্ঠেন সতা বৎসব্রাতে বৎসসমূহে বৎসপালোৎকরে চ অপহৃতে সতি বিস্মিত-বক্তৃরুক্তৌ তৎপাল ইত্যনুক্ত্বা বৎসপাল ইতি প্রয়োগেণ কথিতপদদোষঃ। তথাচ। কথিতঞ্চ পদং পুনঃ। 'বিহিতস্যানুবাদ্যত্বে বিষাদে বিস্ময়ে ক্রুধি। দৈন্যেঽথলাটানুপ্রাসেঽনুকম্পায়াং প্রসাদনে ।অর্থান্তরা-সংক্রমিতবাচ্যে হর্ষেঽবধারণে' ইতি-সাহিত্যদর্পণঃ। ননু বৎসব্রাতে বৎসপালোৎকরে চেতি প্রয়োগদ্বয়ে কৃতে তৎ পোষকত্বেন বৎস তৎ পালহারস্থলীমিত্যকৃত্বা বৎসহারস্থলীমিত্যেকস্য প্রয়োগে ভগ্নক্রমদোষে কা গতিরিতি চেৎ প্রয়োজনং বিনা ক্রমস্যান্যথাহ এব দোষঃ নতু প্রয়োজনসত্ত্বে তথাচ গৃহীত নামধাতু সুপ্ তিঙুপসর্গাদীনাং কারণং বিনা বাক্যান্তরে পরিহারঃ ক্রমভঙ্গ ইতি পরমানন্দচক্রবর্তি-মহাশয়াঃ প্রয়োজনন্ত্বত্র বৎসহারস্থলীমিতি সংজ্ঞা-রূপমেব তথাপ্যেকত্র স্থানে বৎসহরণমন্যত্র তু তৎপালহরণমিতি প্রয়োগদ্বয়ে স্থিতে কথং বৎসহারস্থলী-মিতি এক সম্বন্ধিত্বেন প্রয়োগ ইতি। উচ্যতে। প্রধানেন ব্যপদেশা ভবন্তীতি ন্যায়েন বৎসহরণস্যৈব প্রধানত্বাৎ তৎ সম্বন্ধেনৈব বৎসহারস্থলীমিত্যেকস্যৈব প্রয়োগ ইতি ॥৯৬॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীব্রহ্মা যেখানে শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস ও গোপবালকগণকে হরণ করিয়াছিলেন এই শ্লোকে শ্রীপাদ রঘুনাথ সেই বৎসহরণস্থলীর স্তব করিতেছেন। চতুর্মুখ ব্রহ্মার শ্রীকৃষ্ণের মঞ্জুমহিমা দর্শনার্থে তাঁহার 'গোবৎস গোপবালক হরণ, শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস' গোপবালক-রূপ-ধারণ ও বাৎসল্যবতী গাভী ও গোপীগণের আনন্দবিধান এবং তাঁহাদের স্নেহপ্রদত্ত দ্রব্যাদি ভোজন প্রভৃতি লীলা শ্রীমদ্ভাগবতে এই প্রকার বর্ণিত হইয়াছে—

"অম্ভোজন্মজনিস্তদন্তরগতো মায়ার্ভকস্যেশিতু-
দ্রষ্টুং মঞ্জুমহিত্বমন্যদপি তদ্বৎসানিতো বৎসপান্।
নীত্বান্যত্র কুরূদ্বহান্তরদধাৎ খেঽবস্থিতো যঃ পুরা
দৃষ্ট্বাঘাসুরমোক্ষণং প্রভবতঃ প্রাপ্তঃ পরং বিস্ময়ম্ ॥

ততো বৎসানদৃষ্ট্বেত্য পুলিনেঽপি চ বৎসপান। উভাবপি বনে কৃষ্ণ বিচিকায় সমন্ততঃ ॥

কাপ্যদৃষ্ট্বান্তর্বিপিনে বৎসান্ পালাংশ্চ বিশ্ববিৎ। সর্ব্বং বিধিকৃতং কৃষ্ণঃ সহসাবজগাম হ॥
ততঃ কৃষ্ণো মুদং কর্ত্তুং তন্মাতৃণাঞ্চ কস্য চ। উভয়ায়িতমাত্মানং চক্রে বিশ্বকৃদীশ্বরঃ॥
যাবদ্বৎসপবৎসকাল্পকবপুর্যাবৎকরাঙ্ঘ্র্যাদিকং যাবদ্ যষ্টিবিষাণবেণুদলশিগ্ যাবদ্বিভূষাম্বরম্।
যাবচ্ছীলগুণাভিধাকৃতিবয়ো যাবদ্বিহারাদিকং সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং গিরোঽঙ্গবদজঃ সর্ব্বস্বরূপো বভৌ॥
স্বয়মাত্মাত্মগোবৎসান্ প্রতিবার্য্যাত্মবৎসপৈঃ। ক্রীড়ন্নাত্মবিহারৈশ্চ সর্ব্বাত্মা প্রাবিশদ্ব্রজম্॥
তত্তদ্বৎসান্ পৃথঙনীত্বা তত্তদ্গোষ্ঠে নিবেশ্য সঃ। তত্তদাত্মাভবদ্রাজংস্তত্তৎসদ্ম প্রবিষ্টবান্॥

তন্মাতরো বেণুরবত্বরোত্থিতা উত্থাপ্য দোর্ভিঃ পরিরভ্য নির্ভরম্।
স্নেহস্নুতস্তন্যপয়ঃ সুধাসবং মত্বা পরং ব্রহ্ম সুতানপায়য়ন্॥
ততো নৃপোন্মর্দ্দনমজ্জলেপনা-লঙ্কাররক্ষাতিলকাশনাদিভিঃ।
সংলালিতঃ স্বাচরিতৈঃ প্রহর্ষয়ন্ সায়ং গতো যামযমেন মাধবঃ॥
গাবস্ততো গোষ্ঠমুপেত্য সত্বরং হুঙ্কারঘোষৈঃ পরিহূতসঙ্গতান্।
স্বকান্ স্বকান্ বৎসতয়ানপায়য়ন্ মুহুর্লিহন্ত্যঃ স্রবদৌধসং পয়ঃ॥"

(ভাঃ ১০।১৩।১৫-২৪)

শ্রীশুকমুনি বলিলেন—"হে কুরুকুলতিলক! কমলযোনী ব্রহ্মা আকাশপথ হইতে শ্রীকৃষ্ণের অঘাসুরমোক্ষণলীলা দর্শনে পরম বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি সর্বমোহন বাল্যলীলারত সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের আরও কিছু লীলামাধুর্য আস্বাদনের লোভে সময় বুঝিয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস ও গোপবালকগণকে স্থানান্তরিত করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ গোবৎসগণকে বনে বনে খুঁজিয়াও না পাইয়া যমুনা-পুলিনে আসিলেন, সেখানে গোপবালকগণকেও দেখিতে না পাইয়া চারিদিকে উভয়েরই অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্বজ্ঞ হইয়াও বাল্যলীলাবেশে বনে বনে অন্বেষণ করিয়া কোথাও গোবৎস ও গোপবালকগণকে দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর তিনি ব্রহ্মার কার্য সবই বুঝিতে পারিলেন।

অনন্তর বিশ্বস্রষ্টা পুরুষাবতারাদিরও পরমাংশী স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন বাৎসল্য-প্রেমবতী গো ও গোপীগণের এবং স্বীয় মহিমা দর্শনেচ্ছু ব্রহ্মার আনন্দ-বর্ধনার্থ স্বয়ং অসংখ্য গোবৎস ও গোপবালকের রূপ ধারণ করিলেন। ● গোপবালক ও গোবৎসগণের যেমন ক্ষুদ্র বপু, যেমন করচরণাদি,

● বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্যবতী গোপী ও গাভীগণের নিজ নিজ সন্তানরূপে তাঁহাদের প্রেমরসাস্বাদনের ইচ্ছাতেই ব্রহ্মার গোবৎস ও গোপবালক-হরণের প্রবৃত্তি জাগিয়াছিল। নচেৎ শ্রীকৃষ্ণপার্ষদও তাঁহার তুল্যই শক্তিশালী গোবৎস ও গোপবালকগণকে হরণ করার ক্ষমতা ব্রহ্মার কখনই হইতে পারে না। এই লীলার পূর্বাপর সর্ববিষয়ের সামঞ্জস্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা ও শক্তিতেই হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বিশেষ জ্ঞাতব্য থাকিলে শ্রীগোস্বামিগণের টীকা ও গোপালচম্পূ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

যেমন যষ্টি, বেণু, শিঙা, শিকা প্রভৃতি ছিল, যেমন বসন-ভূষণাদি, যেমন স্বভাব, যেমন গুণ, নাম ও আকৃতি ছিল, তাহাদের যেমন বিহারাদি, পিতা, মাতা প্রভৃতির সহিত যেমন ব্যবহার ছিল, শ্রীকৃষ্ণ সেই সেই সর্বস্বরূপে যথাযথ আত্মপ্রকাশ করত "সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ" এই প্রসিদ্ধ শাস্ত্রবাণীর সত্যতা প্রদর্শন করাইলেন।

অতঃপর গোবৎস ও গোপবালকাদি-রূপধারী শ্রীকৃষ্ণ আত্মস্বরূপ গোপবালকগণদ্বারা আত্মস্বরূপ গোবৎসগণকে বন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করাইয়া নিজেরসঙ্গে নিজেই বেণুবাদনাদি ক্রীড়া করিতে করিতে ব্রজে প্রবেশ করিলেন। হে রাজন্! শ্রীদামসুবলাদি-রূপধারী শ্রীকৃষ্ণ আপনাপন গোবৎসগণকে পৃথক্ পৃথক্ পথে পরিচালিত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ গোষ্ঠে প্রবেশ করাইলেন এবং নিজেও পৃথক্ পৃথক্ গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

শ্রীদাম-সুবলাদি গোপবালকগণের জননীবৃন্দ বেণুরব শ্রবণে ত্বরায় গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ছুটিয়া গিয়া নিজপুত্ররূপে স্বীয় পাদমূলে প্রণত পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে বাহু-প্রসারণপূর্বক অঙ্গনভূমি হইতে উঠাইয়া ক্রোড়ে ধারণ করিলেন এবং গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া অমৃতের ন্যায় স্বাদু ও আসবের ন্যায় মাদক স্নেহক্ষরিত স্তন-দুগ্ধ পান করাইলেন। অতঃপর জননীগণ পূর্ববৎ অসংখ্য গোপবালক-রূপধারী শ্রীকৃষ্ণকে সুগন্ধি তৈলাভ্যঞ্জন করাইয়া স্নান করাইলেন, অঙ্গে চন্দনাদি লেপন করিলেন, বিচিত্র বসন ভূষণাদি দ্বারা সজ্জিত করিলেন, রক্ষাতিলক ধারণ করাইলেন, ভোজন করাইলেন, তাঁহাদের নিকট নানাবিধ গোষ্ঠবার্তা জিজ্ঞাসা ও শ্রবণ করিতে করিতে শয়ন করাইলেন। অসংখ্য গোপবালক-রূপধারী শ্রীকৃষ্ণও জননীগণ-কর্তৃক এইভাবে সংলালিত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। অনন্তর সায়ংকালে গোগণ বন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া গোশালায় প্রবেশ করিল এবং মৃদু-গম্ভীর হাম্বারবে তাহাদের নিজ নিকটে সমাগত বৎসতরগণের অঙ্গ-লেহন করিতে করিতে তাহাদিগকে স্নেহক্ষরিত স্তনদুগ্ধ পান করাইতে লাগিল।"

যেস্থলে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস, গোপবালকগণকে হরণ করেন, তাহাই **বৎসহরণস্থলী**। বজ্রনাভ শ্রীকৃষ্ণের লীলানুরূপ সন্নিহিত স্থানগুলির যেরূপ নাম দিয়াছেন, তাহা ভক্তিরত্নাকরে এইভাবে বর্ণিত আছে—

"শ্রীনিবাসে কহে দেখ এই 'বৎসবন।' এথা চতুর্ম্মুখ হরিলেন বৎসগণ॥
এই যে 'উনাই' গ্রাম—এথা সখাসঙ্গে। বিবিধ সামগ্রী কৃষ্ণ ভুঞ্জে নানারঙ্গে॥
এই 'বালহারা' নাম গ্রাম—এইখানে। বালকাদি হরে চতুর্ম্মুখ হর্ষ মনে॥
'পরিশ্রম'—নাম স্থান দেখহ এথাতে। চতুর্ম্মুখ ছিল কৃষ্ণে পরীক্ষা করিতে॥
'সেই' স্থান নাম এ সকল লোক জানে। কৃষ্ণের মায়াতে ব্রহ্মা মোহিত এখানে॥
শিশু বৎস হরি ব্রহ্মা রাখি সঙ্গোপনে। সেই শিশু বৎস দেখে কৃষ্ণ-সন্নিধানে॥
'সেই এই' 'এই সেই' বলে বার বার। এই হেতু 'সেই' নাম হইল ইহার॥"

বাঢ়ং বৎসক-বৎসপালহৃতিতো জাতাপরাধাদ্ভয়ে-
র্ব্রহ্মা সাস্রমপূর্ব্বপদ্যনিবহৈর্যস্মিন্নিপত্যাবনৌ।
তুষ্টাবাদ্ভুতবৎসপং ব্রজপতেঃ পুত্রং মুকুন্দং মনাক্
স্মেরং ভীরু-চতুর্মুখাখ্যমনিশং সেশং প্রদেশং নুমঃ ॥৯৭॥

অনুবাদ। যে প্রদেশে ব্রহ্মা গোবৎস ও বৎসপালকগণের অপহরণ-জনিত অপরাধের ভয়ে সাশ্রুনেত্রে ধরণীতে পতিত হইয়া অপরূপ বৎসপালক, ঈষৎ হাস্যবিমণ্ডিত বদন শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকে অপূর্ব পদ্যসমূহদ্বারা স্তব করিয়াছিলেন, সেই সপ্রভু **ভীরুচতুর্মুখ** নামক প্রদেশকে প্রণাম করি ॥৯৭॥

টীকা। কৃতাপরাধো ব্রহ্মা যত্র স্থিত্বা শ্রীনন্দনন্দনং স্তুতবান্ তং প্রদেশং স্তৌতি—বাঢ়মিতি। সেশং শ্রীকৃষ্ণসহিতং ভীরু চতুর্মুখাখ্যং ভীরুশ্চতুর্মুখো যত্র তং প্রদেশং স্থানং নিরন্তরং নুমঃ স্তুমঃ। স কঃ প্রদেশঃ যস্মিন্ প্রদেশে ব্রহ্মা বৎস-বৎসপাল-হরণা-জ্জাতাপরাধাদ্ধেতোর্ভয়ৈর্যস্মিন্ প্রদেশে অবনৌ ভূমৌ নিপত্যাসাস্রং যথাস্যাত্তথা অপূর্ব্ব-পদ্যনিবহৈঃ কৃত্বা ব্রজপতেঃ পুত্রং মুকুন্দং বাঢ়মতিশয়ং তুষ্টাব অস্তৌদিত্যন্বয়ঃ। কিম্ভূতম্ অদ্ভুতং স্ব-স্বরূপরূপেণাশ্চর্য্যং বৎসং পাতীতি তং ব্রহ্মণোহতিকাতর্য্যং দৃষ্ট্বা মনাক্ স্মেরম্ ঈশদ্ধাস্যবিশিষ্টম্ ॥৯৭॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে ব্রহ্মা যেখানে গোবৎস ও গোপ-বালকের অপহরণ-জনিত অপরাধ ক্ষমাপনের নিমিত্ত ব্রজরাজনন্দনের স্তুতি করিয়াছিলেন, সেই স্থানের

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—'আমি সেই বৎসহরণস্থলীর ভজন করি।'

"নিজ পতি শ্রীকৃষ্ণের, মঞ্জুল মহিমা আরো,
দরশন অভিলাষ-তরে।
ব্রহ্মা যত বৎসগণ, শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ,
দ্রুত সব অপহরণ করে॥
শ্রীগোবিন্দ কুতূহলী, দেখি ব্রহ্মার চতুরালী,
গোবৎস ও সখারূপ ধরে।
যত বৎস সখাগণে, তাদের যত মাতৃগণে,
নানা ভোজ্য সমর্পণ করে॥
গোবিন্দ ভোজন করে, সেই সেই রূপ ধরে,
মহানন্দে ভাসিছে সকলে।
নিত্য ব্রজে করি বাস, ভজি এই অভিলাষ,
মনোহর বৎসহার-স্থলে॥"৯৬॥

স্তব করিতেছেন। "এ 'চৌমুহা' গ্রামে ব্রহ্মা আসি কৃষ্ণপাশে। করিল কৃষ্ণের স্তুতি অশেষ-বিশেষে।" (ভঃ রঃ)। চতুর্মুখ স্তব করিয়াছিলেন বলিয়া গ্রামের নাম 'চৌমুহা' রাখেন বজ্রনাভ।

ব্রজের বাৎসল্যবতী গোপী এবং গাভীগণের আপন সন্তানের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্যপান করাইবার বা লালন-পালনের ইচ্ছা জাগিয়াছিল। প্রেমিকের প্রেম সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবানের চিত্তে স্বীয় বাসনানুরূপ অভিলাষ জাগাইয়া থাকে, ইহাই প্রেমের শাশ্বত স্বভাব। তাই শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রেরণা জাগাইয়া এই লীলায় একটি বৎসর বাৎসল্যবতী গোপী ও গাভীগণের সন্তানরূপে তাঁহাদের বাৎসল্য-প্রেমরসাস্বাদন করিয়া তাঁহাদের মনের বাসনা পূর্ণ করিলেন। অতএব যদিও বস্তুতঃ এই কার্যে ব্রহ্মার কিছু অপরাধ নাই, তবু শ্রীভগবানের নাভিকমলজাত, ব্রহ্মসম্প্রদায়ের আদিগুরু ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস-গোপবালক হরণ করিয়া চলিয়া যাওয়ার পরক্ষণেই ভাবিলেন, শ্রীকৃষ্ণের সমান ঐশ্বর্যশালী তাঁহার গোবৎস ও গোপ-বালকগণকে হরণ করিয়া তিনি বড়ই অপরাধের কার্য করিয়াছেন। এই চিন্তায় অধীর হইয়া ক্রুটি কালের মধ্যেই ব্রহ্মা অপরাধ ক্ষমাপনের নিমিত্ত ব্রজধামে ফিরিয়া আসিলেন। ব্রহ্মার এক ক্রুটিকালে মর্তলোকের একবৎসর অতীত হইল, এই এক বৎসরকাল শ্রীভগবান্ ব্রজে আপনার মনের মত ভক্ত-বাৎসল্যের খেলা খেলিয়া লইলেন।

ব্রজে আসিয়া ব্রহ্মা আকাশপথ হইতে শ্রীভগবানকে তাঁহার অপহৃত গোবৎস-গোপবালকসহই বিহার করিতে দেখিলেন। ব্রহ্মা ভাবিলেন—শ্রীভগবান্ তাঁহার শক্তিতে অপহৃত গো-বৎস গোপবালক-গণকে নিজ নিকটে আনিয়াই খেলা করিতেছেন। কিন্তু তিনি তাঁহার অপহৃত গোবৎস ও গোপবালক-গণকেও তদ্রূপ মায়াশয়ান দেখিতে পাইলেন। শ্রীভগবানের প্রতি মায়া-প্রদর্শন করিতে গিয়া ব্রহ্মা নিজেই তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া পড়িলেন এবং কোন্গুলি সত্য গোবৎস ও গোপবালক এই সন্দেহে আন্দোলিতচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সহসা শ্রীকৃষ্ণের সহিত লীলাপরায়ণ গোবৎস-গোপবালকগণকে ব্রহ্মা প্রত্যেককে অত্যদ্ভুত ঐশ্বর্যসম্পন্ন চতুর্ভুজ ভগবন্মূর্তিতে দর্শন করিয়া বিস্ময়াভি-ভূত হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইলেন। ক্ষণকাল পর তিনি শ্রীভগবানের করুণায় শ্রীবৃন্দাবনের মাধুর্য ও একাকী বৃন্দাবনবিহারী ঈষৎ হাস্যমণ্ডিত বদন শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার শ্রীচরণ-সান্নিধ্যে আগমন করত তাঁহার শ্রীচরণোদ্দেশে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া সাশ্রুনেত্রে শ্রীকৃষ্ণের অতি অপূর্ব ঐশ্বর্য-মাধুর্যময় স্তব করিলেন।

ব্রহ্মা যে অপরাধের ভয়ে ভীত হইয়া অপরাধ ক্ষমাপনের নিমিত্ত স্তুতিকালে শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্তবের নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় হইতে সুস্পষ্টই জ্ঞাত হওয়া যায়—

"পশ্যেশ মেঽনার্য্যমনন্ত আদ্যে পরাত্মনি ত্বয্যপি মায়িমায়িনি।
মায়াং বিতত্যেক্ষিতুমাত্মবৈভবং হ্যহং কিয়ানৈচ্ছমিবার্চিরগ্নৌ॥

গন্ধব্যাকুলভৃঙ্গ-সঞ্চয়চমূ-সংঘৃষ্টপুষ্পোৎকরৈ-
র্ভ্রাজৎ কল্পলতা-পলাশি-নিকরৈর্বিভ্রাজিতানি স্ফুটম্।
যানি স্ফার-তড়াগ-পর্ব্বত-নদীবৃন্দেন রাজন্ত্যহো
কৃষ্ণপ্রেষ্ঠবনানি তানি নিতরাং বন্দে মুহুর্দ্বাদশ ॥৯৮॥

অনুবাদ। গন্ধোন্মত্ত ভৃঙ্গকুলরূপ সেবাসমূহ যাহাদের পুষ্পগুচ্ছকে সতত সংমর্দিত করিতেছে, এইপ্রকার শোভায়মান কল্পতরু ও কল্পলতাসমূহদ্বারা যাহাদের অত্যন্ত শোভা হইয়াছে, বিস্তৃত তড়াগ, গিরি ও নদীসমূহে যাহারা সুশোভিত, সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম **দ্বাদশবনকে** আমি বারম্বার বন্দনা করি ॥৯৮॥

টীকা। শ্রীবৃন্দাবনাবান্তর দ্বাদশবনানি স্তৌতি—গন্ধেতি। অহো আশ্চর্য্যাণি তানি দ্বাদশ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠবনানি নিতরামতিশয়ং মুহুর্বারং বারং বন্দে। তানি কিম্ভূতানি যানি স্ফারাণ্যায়তানি যানি তড়াগানি পদ্মাকরাস্তানি চ পর্ব্বতাশ্চ নদ্যশ্চ তাসাং বৃন্দেন সমূহেন রাজন্তি প্রকাশমানানি। পুনঃ কিম্ভূতানি গন্ধেন ব্যাকুলা যে ভৃঙ্গসঞ্চয়া ভ্রমরসমূহাস্তে এব চম্বঃ সেনাস্তাভিঃ সংঘৃষ্টা যে পুষ্পোৎকরাঃ

অতঃ ক্ষমস্বাচ্যুত মে রজোভুব হ্যজানতস্ত্বৎপৃথগীশমানিনঃ।
অজাবলেপান্ধতমোহন্ধচক্ষুষ এষোহনুকম্প্যো ময়ি নাথবানিতি ॥" (ভাঃ ১০।১৪।৯-১০)

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি-প্রসঙ্গে বলিলেন—"হে ভগবন্! অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যেমন বিশাল প্রজ্জ্বলিত অনলের নিকট অতি তুচ্ছ, তদ্রূপ আমিও আপনার নিকট অতি তুচ্ছ; কিন্তু আমার কি মূর্খতা যে অনন্ত, সর্বকারণকারণ, সর্বনিয়ন্তা এবং মায়াধীশ আপনাকেও আমি মায়ামুগ্ধ করিয়া নিজের প্রভুত্ব খ্যাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। হে অচ্যুত! আমি রজোগুণ-সম্পন্ন, অজ্ঞ, আপনা হইতে পৃথক্‌ভাবে নিজ প্রভুত্বমানী এবং মায়ামোহান্ধ, আমাকে নিজভৃত্য মনে করিয়া আমার সর্ববিধ অপরাধ ক্ষমা করুন।" শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—'ভীত চতুর্মুখের স্তবনীয় প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে এবং ব্রহ্মার আরাধনা-স্থলীকে আমি প্রণাম করি।'

"কৃষ্ণ বৎস-সখাগণে, হরি ব্রহ্মা ব্রজবনে,
কৃত অপরাধ মনস্তাপে।
ব্রজেন্দ্রনন্দন যিনি, বৎসপালক-মণি,
স্তুতি করে সেই মুকুন্দকে ॥
অপরূপ পদ্যছন্দে, স্তুতি করি' শ্রীগোবিন্দে,
ভীরু ব্রহ্মা ভাসে নেত্রজলে।
সপ্রভু চতুরাননে, মহাতীর্থ সেই স্থানে,
নমস্কার করি কুতূহলে ॥" ৯৭॥

পুষ্পসমূহাস্তৈর্ভ্রাজন্তঃ প্রকাশমানা যে কল্পলতাঃ পলাশিনিকরা বৃক্ষসমূহাশ্চ তে স্ফুটমতিশয়ং বিভ্রাজিতানি শোভমানানি ॥৯৮॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। স্বাভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত এই শ্লোকে মথুরামণ্ডলস্থ দ্বাদশবনের স্তুতি করিতেছেন শ্রীপাদ রঘুনাথ। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—

"ভদ্র-শ্রী-লৌহ-ভাণ্ডীর-মহা-তাল-খদিরকাঃ।
বহুলা কুমুদং কাম্যং মধু বৃন্দাবনং তথা ॥
দ্বাদশৈতান্যরণ্যানি কালিন্দ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে।
পূর্ব্বে পঞ্চবনং প্রোক্তং তত্রাস্তি গুহ্যমুত্তমম্ ॥"

'ভদ্র, বিল্ব, লৌহ, ভাণ্ডীর, মহাবন, তাল, খদির, বহুলা, কুমুদ, কাম্য, মধুবন তথা বৃন্দাবন—মথুরামণ্ডলস্থ এই দ্বাদশ বন। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত পাঁচটি বন যমুনার পূর্বে এবং শেষোক্ত সাতটি বন যমুনার পশ্চিমদিকে অবস্থিত। এই দ্বাদশবন **শ্রীকৃষ্ণের** পরম **রহস্যময় লীলাভূমি**।' ভক্তিরত্নাকরে দৃষ্ট হয়—

"দ্বাদশবিপিনযুক্তা শ্রীমথুরাপুরী। পুণ্যা পাপহরা শুভা—অপূর্বমাধুরী ॥"
"তেন দৃষ্ট্বা চ সা রম্যা কেশবস্য পুরী তথা।
বনৈর্দ্বাদশভির্যুক্তা পুণ্যা পাপহরা শুভা ॥"

"কেশবের সেই দ্বাদশবনযুক্তা পুণ্যপ্রদা, পাপহারিণী, মঙ্গলময়ী তথা রমণীয়া পুরী তিনি দর্শন করিলেন।"

"দ্বাদশ বিপিন সর্ব্বপুরাণে প্রমাণ। শুনিতে সে সব নাম জুড়ায় পরাণ ॥
মধু, তাল, কুমুদ, বহুলা, কাম্য আর। খদিরা শ্রীবৃন্দাবন যমুনা এপার ॥
শ্রীভদ্র, ভাণ্ডীর, বিল্ব, লৌহ, মহাবন। যমুনা ওপার এ মনোজ্ঞ কানন ॥"

পুরাণবাণীতে বনগুলির এইরূপে ক্রম করা হইয়াছে। প্রথম **মধুবন**, যথা আদি-বারাহে—
"রম্যং মধুবনং নাম বিষ্ণুস্থানমনুত্তমম্। যদ্দৃষ্ট্বা মনুজো দেবি! সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥
তত্র কুণ্ডং স্বচ্ছজলং নীলোৎপলবিভূষিতম্। তত্র স্নানেন দানেন বাঞ্ছিতং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥"

"হে দেবি! মধুবন নামে বিষ্ণুধাম রমণীয় ও সর্বোৎকৃষ্ট, যাহার দর্শনে মানব সর্ব্বাভীষ্ট লাভে সমর্থ হয়। সেই বনে নীলপদ্ম-শোভিত স্বচ্ছ-জলপূর্ণ কুণ্ড আছে, সেই কুণ্ডে স্নান-দানের দ্বারা লোক অবশ্য বাঞ্ছিত ফল লাভ করে।"

দ্বিতীয় **তালবন**, যথা স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—"অহো তালবনং পুণ্যং যত্র তালৈর্হতোঽসুরঃ। হিতায় যাদবানাঞ্চ আত্মক্রীড়নকায় চ ॥" "অহো! এই পুণ্য তালবন, যথায় যাদবগণের (নন্দাদি গোপগণের,

কারণ যাদবরাজ দেবমীঢ়ের বৈশ্যা-পত্নীর পুত্র পর্যন্য, তাঁর পুত্র নন্দ) হিতের জন্য এবং নিজ ক্রীড়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তালরক্ষক অসুরকে বধ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় **কুমুদবন,** "কুমুদবনমেতচ্চ তৃতীয়বনমুত্তমম্। যত্র গত্বা নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে॥" (আদিবারাহ) "হে দেবি! এই কুমুদবন তৃতীয়বন ও উত্তম, যেখানে গমন করিলে লোক আমার ধামে পূজ্য হইয়া থাকে।"

কাম্যবন চতুর্থ, "চতুর্থ কাম্যকবনং বনানাং বনমুত্তমম্। যত্র গত্বা নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে॥" (ঐ) "হে দেবি! চতুর্থ কাম্যবন বন সকলের মধ্যে উত্তম, যেখানে গমন করিলে নর আমার ধামে পজ্য হইয়া থাকে।"

বহুলাবন পঞ্চম, "পঞ্চমং বহুলং নাম বনানাং বনমুত্তমম্। তত্র গত্বা নরো দেবি অগ্নিস্থানং স গচ্ছতি।" বহুলা নামক পঞ্চমবন বনগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই বনে গমন করিলে লোক অগ্নিলোকে গমন করে।" বহুলাবনের মহিমা স্কন্দপুরাণ-মথুরাখণ্ডেও বর্ণিত আছে—

"বহুলা শ্রীহরেঃ পত্নী তত্র তিষ্ঠতি সর্ব্বদা। তস্মিন্ পদ্মবনে রাজন্ বহুপুণ্যফলানি চ।
তত্রৈব রমতে বিষ্ণুর্লক্ষ্ম্যা সার্দ্ধং সদৈব হি। তত্র সঙ্কর্ষণং কুণ্ডং তত্র মানসরো নৃপ॥
যস্তত্র কুরুতে স্নানং মধুমাসে নৃপোত্তম। স পশ্যতি হরিং তত্র লক্ষ্ম্যাসহ বিশাম্পতে॥"

অর্থাৎ "হে নৃপোত্তম! শ্রীহরির পত্নী বহুলা সেই বহুলাবনে সর্বদা বিরাজ করেন। হে রাজন্! বহুলাবনের কুণ্ডস্থ সেই পদ্মবনে প্রবিষ্ট ব্যক্তি বহু পুণ্যফল লাভ করে। কেননা, শ্রীবিষ্ণু লক্ষ্মীসহ সেই বহুলাবনে সর্বদা সুখে বিরাজ করেন। হে নৃপ! বহুলাবনে সঙ্কর্ষণকুণ্ড ও মানসরঃ আছে। হে নরপতে। যে-জন চৈত্রমাসে সেই কুণ্ডে ও সরোবরে স্নান করে, সে তথায় লক্ষ্মীসহ শ্রীহরিকে দেখিতে পায়।"

ষষ্ঠ **ভদ্রবন**—"অস্তি ভদ্রবনং নাম ষষ্ঠঞ্চ বনমুত্তমম্। তত্র গত্বা চ বসুধে মদ্ভক্তো মৎপরায়ণঃ॥" (আদিবারাহ) "হে বসুধে! ভদ্রবন নামক ষষ্ঠ উত্তমবন আছে। তথায় গমন করিলে আমার ভক্ত আমাতেই নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।" সপ্তম **খদিরবন**—"সপ্তমন্তু বনং ভূমৌ খদিরং লোকবিশ্রুতম্। তত্র গত্বা নরো ভদ্রে মম লোকং স গচ্ছতি॥" (ঐ) "লোকপ্রসিদ্ধ খদিরবন সপ্তম বন। "হে ভদ্রে। তথায় গমন করিলে সে লোক আমার ধামে গমন করিয়া থাকে।"

মহাবন অষ্টম, "মহাবনং চাষ্টমন্তু সদৈব তু মম প্রিয়ম্। তস্মিন্ গত্বা তু মনুজ ইন্দ্রলোকে মহীয়তে॥" (ঐ) "অষ্টম মহাবন, তাহা সর্বদাই আমার প্রিয়, মনুষ্য তথায় গমন করিলে ইন্দ্রলোকে পূজ্য হইয়া থাকে।" **লৌহবন** নবম, "লৌহজঙ্ঘবনং নাম লৌহজঙ্ঘেন রক্ষিতম্। নবমন্তু বনং দেবি সর্ব্বপাতকনাশনম্॥" (ঐ) "হে দেবি। লৌহজঙ্ঘ-কর্তৃক রক্ষিত লৌহজঙ্ঘ নামক নবমবন সর্বপাতক নাশকারী।"

বিল্ববন, "বনং বিল্ববনং নাম দশমং দেবপূজিতম্। তত্র গত্বা তু মনুজো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥" (ঐ) "দেবপূজিত দশমবন বিল্ববন। তথায় গমন করিলে লোক ব্রহ্মলোকে পূজিত হইয়া থাকে।" একাদশ **ভাণ্ডীরবন**,—"একাদশন্তু ভাণ্ডীরং যোগীনাং প্রিয়মুত্তমম্। তস্য দর্শনমাত্রেণ নরো গর্ভং ন গচ্ছতি ॥" (ঐ) "ভাণ্ডীরনামক একাদশবন উত্তম ও যোগীগণের প্রিয়, ভাণ্ডীরের দর্শনমাত্রে আর পুনর্জন্ম হয় না।"

শ্রীবৃন্দাবনই দ্বাদশবন, "বৃন্দাবনং দ্বাদশকং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতম্। মম চৈব প্রিয়ং ভূমে সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ তত্রাহং ক্রীড়য়িষ্যামি গোপী-গোপালকৈঃ সহ। সুরম্যং সুপ্রতীতঞ্চ দেব-দানব-দুর্লভম্ ॥" (ঐ) "হে ধরণি! বৃন্দাদেবি-কর্তৃক সুরক্ষিত দ্বাদশ বৃন্দাবন সর্বপাতকনাশকারী এবং আমার অতিশয় প্রিয়। আমি গোপ-গোপীসহ তথায় লীলা করিব, ইহা অতি মনোরম, বিখ্যাত ও দেব-দানবগণেরও দুর্লভ।" শ্রীবৃন্দাবনের শোভাসম্পদ্ ও মহিমা স্কন্দপুরাণ মথুরাখণ্ডে বর্ণিত আছে—

"ততো বৃন্দাবনং পুণ্যং বৃন্দাদেবীসমাশ্রিতম্। হরিণাধিষ্ঠিতং তদ্ধি ব্রহ্মরুদ্রাদি সেবিতম্ ॥
বৃন্দাবনং সুগহনং বিশালং বিস্তৃতং বহু। মুনীনামাশ্রমৈঃ পূর্ণং বন্যবৃন্দাসমন্বিতম্ ॥
যথা লক্ষ্মীঃ প্রিয়তমা সদা ভক্তিপরায়ণা। গোবিন্দস্য প্রিয়তমং তথা বৃন্দাবনং ভুবি ॥
বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সাকং ক্রীড়তি মাধবঃ। বৃন্দান্তরান্তর গতঃ সরামো বালকৈর্বৃতঃ ॥
অহো বৃন্দাবনং রম্যং যত্র গোবর্দ্ধনো গিরিঃ। তত্র তীর্থান্যনেকানি বিষ্ণুদেবকৃতানি চ ॥"

"তদনন্তর সর্বতোভাবে বৃন্দাদেবীর আশ্রিত পুণ্যময় বৃন্দাবন। যেখানে শ্রীহরি সর্বদা বিরাজমান, তাই উহা ব্রহ্মা রুদ্রাদিকর্তৃক নিষেবিত। সুগহন বা দুর্জ্ঞেয় বৃন্দাবন বিশাল ও বহু বিস্তৃত মুনিগণের আশ্রমে পরিপূর্ণ ও তুলসী কানন সমন্বিত। সর্বদা ভক্তিপরায়ণা কমলাদেবী যেমন শ্রীবিষ্ণুর প্রিয়তমা, তদ্রূপ বৃন্দাবন শ্রীগোবিন্দের পরম প্রিয়তম। মাধব বলদেব ও গোপবালকগণসহ গোবৎসগণ লইয়া বৃন্দাবনে সর্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকেন। অহো! বৃন্দাবনের শোভা কি রমণীয়, যেখানে গিরিরাজ-গোবর্ধন বিরাজমান। তথায় ভগবান্ বিষ্ণু-কর্তৃক কৃত বহু বহু তীর্থরাজি বিরাজ করিতেছে!"

এইসব বনের তরুলতা সবই 'কল্পতরু ও কল্পলতা'। ব্রহ্মসংহিতা বলেন—"কল্পতরবো-দ্রুমাঃ" কিন্তু মাধুর্যের ধাম বলিয়া ফুল ফল ছাড়া কেহই ইঁহাদের নিকট অন্যবস্তু চান না এবং ইঁহারাও মাধুর্যভাবের হানির নিমিত্ত অন্য বস্তু দেন না। তাই সতত ইঁহারা কুসুমগুচ্ছে সুশোভিত হইয়া স্বীয় সৌরভে গন্ধোন্মত্ত ভৃঙ্গকুলকে আকর্ষণ করিয়া থাকে এবং তাদৃশ ভৃঙ্গকুল-কর্তৃক ইঁহাদের কুসুমরাজি সতত সংমর্দিত হইয়া শোভা পায়। ভৃঙ্গের উপলক্ষণে কোকিলাদি পক্ষীর কলকূজনে এবং হরিণ, শশকাদি পশুগণের ইতস্ততঃ বিচরণে এই বনসমূহ শোভা পাইতেছে, ইহাও সূচিত হইতেছে। বহু পদ্মাকর (তড়াগ), পর্বত ও নদীসমূহে সর্বদা সুশোভিত ও মনোরম এই বনরাজী। দ্বাদশবনের নৈসর্গীক শোভার

পূর্ণঃ প্রেমরসৈঃ সদা মুররিপোর্দাসঃ সখা চ প্রিয়ং
স্বপ্রাণার্ব্বুদতোহপি তৎপদযুগং হিত্বেহ মাসান্ দশ।
প্রীত্যা যো নিবসংস্তদীয়-কথয়া গোষ্ঠং মুহুর্জীবয়-
ত্যায়াতং কিল পশ্য কৃষ্ণমিতি তং মূর্দ্ধ্না বহাম্যুদ্ধবম্ ॥৯৯॥

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়দাস ও সখা প্রেমরসপূর্ণ যে শ্রীউদ্ধব মহাশয় স্বীয় অর্বুদপ্রাণ হইতেও প্রিয়তম কৃষ্ণপাদপদ্মযুগল ত্যাগপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনে দীর্ঘ দশমাসকাল বসবাস করত "শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে আগতপ্রায়, এই আপনারা দর্শন করুন" এইপ্রকার আশ্বাসবাক্যে ব্রজবাসিগণকে শ্রীকৃষ্ণ-কথাতে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন, সেই **শ্রীউদ্ধবকে** আমি মস্তকে বহন করি ॥৯৯॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণ-সন্দেশহরমুদ্ধবং স্তৌতি—পূর্ণ ইতি। তমুদ্ধবং মূর্দ্ধ্না মস্তকেন বহামি। য উদ্ধবঃ স্ব-প্রাণার্ব্বুদতোহপি প্রিয়ং তস্য কৃষ্ণস্য পদযুগং হিত্বা ইহ ব্রজে দশমাসান্ নিবসন্ তদীয় কথয়া কৃষ্ণসম্বন্ধিন্যা বাচা আয়াতং কিল আগতপ্রায়ং কৃষ্ণং পশ্য ইতি কৃত্বা গোষ্ঠং গোষ্ঠবাসিনং সর্ব্বং জনং মুহুর্জীবয়তীত্যন্বয়ঃ। কিম্ভূতঃ মুররিপোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেমরসৈঃ সদা পূর্ণঃ অত্র তদ্রূপস্যৈব বক্তব্যত্বেন প্রেমরসস্য শব্দেনোক্তত্বেহপি ন রসদোষতেতি মন্তব্যম্। মুররিপোরিতি কাকাক্ষিন্যায়েন দাস ইত্যাদিনাপি সম্বন্ধঃ ॥৯৯॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে শ্রীউদ্ধবমহাশয়ের স্তব করিতেছেন। শ্রীউদ্ধব মহাশয় শ্রীকৃষ্ণের সখ্যভাবযুক্ত দাস্যভাবের ভক্ত। কেবল দাস ও সখাই নহেন তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয়-দাস ও প্রিয়সখা। কারণ তাঁহার হৃদয়টি ছিল প্রেমরসপূর্ণ। একমাত্র প্রেমই ভক্তকে শ্রীভগবানের প্রিয় হওয়ার যোগ্যতা দান করিয়া থাকে। উদ্ধবের চিত্ত প্রেমরসপূর্ণ বলিয়া শ্রীভগবান্

তুলনা নাই! শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয়তম লীলাভূমি এই দ্বাদশবনকে বারম্বার বন্দনা করিতেছেন শ্রীপাদ রঘুনাথ ॥

"গন্ধোন্মত্ত ভৃঙ্গকুল, সেনাগণ সুচঞ্চল,
যার পুষ্প করে সংঘর্ষণে।
সেই সব শোভমান, কল্পতরু লতাগণ,
(যার) শোভা বৃদ্ধি করে অনুক্ষণে ॥
ফুল্ল পদ্ম সরোবরে, গিরি-নদী শোভা করে,
কোকিলাদি করয়ে কূজন।
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম, সেইত দ্বাদশবন,
বারম্বার করিয়ে বন্দন ॥"৯৮॥

তাঁহাকে কিরূপ প্রিয়তার আসন দান করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার এই শ্রীমুখবাণীতেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে—"ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ। ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥" "হে উদ্ধব! তুমি আমার যেরূপ প্রিয়তম, ব্রহ্মা আমার নাভিকমলজাত সন্তান হইয়াও, শঙ্কর আমার স্বরূপভূত হইয়াও, সঙ্কর্ষণ আমার ভ্রাতা হইয়াও, কমলা আমার বক্ষোবিলাসিনী ভার্য্যা হইয়াও তেমন প্রিয় নহেন, এমন কি আমার এই শ্রীমূর্তিও আমার তেমন প্রিয় নহে।"

শ্রীকৃষ্ণসেবা গুণটি ছিল শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের সহজাত সম্পদ্। শ্রীমদ্ভাগবত-তৃতীয়-স্কন্ধের দ্বিতীয়াধ্যায়ে দেখা যায়—"যঃ পঞ্চহায়নো মাত্রা প্রাতরাশায় যাচিতঃ। তন্নৈচ্ছদ্রচয়ন্ যস্য সপর্য্যাং বাল-লীলয়া" অর্থাৎ "শ্রীউদ্ধবমহাশয় যখন পাঁচ বৎসরের বালক, সেই সময়ে বাল্যখেলাকালে শ্রীকৃষ্ণমূর্তির সেবা-রচনায় এমনি আবিষ্ট হইতেন যে, নিজ মাতা-কর্তৃক প্রাতরাশ ভোজনের নিমিত্ত আহুত হইয়াও ভোজন করিতে ইচ্ছা করিতেন না।" ইহা হইতে বাল্যাবধি শ্রীকৃষ্ণসেবায় যে তাঁহার প্রগাঢ় আবেশ ছিল, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়।

শ্রীভগবান্ যেমন ষড়্বিধ ঐশ্বর্য-কর্তৃক নিয়ত নিষেবিত, তদ্রূপ কৈশোর-বয়সে শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয় অসাধারণ ষড়্বিধগুণে অলঙ্কৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। শ্রীল শুকদেবমুনি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চল্লিশ অধ্যায়ে বর্ণন করিয়াছেন—"বৃষ্ণিনাং সম্মতো মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা। শিষ্যো বৃহস্পতেঃ সাক্ষাদুদ্ধবো বুদ্ধিসত্তমঃ॥" "শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয় যাদবগণের সম্মত বা মাননীয় ছিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রী, দয়িত অর্থাৎ কৃপাবিশেষভাজন এবং সখা ছিলেন, তিনি সাক্ষাৎ বৃহস্পতির শিষ্য বা পরম মেধাবী ছিলেন এবং তিনি বুদ্ধিমানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।" এই সমস্ত গুণে গুণবান্ বলিয়াই শ্রীনন্দ-যশোদাদি গোপ-গোপীগণের সান্ত্বনার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন।

শ্রীউদ্ধব মহাশয় নন্দাদি ব্রজবাসিগণের বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধাদি ব্রজসুন্দরীগণের বিশাল প্রেমরসসিন্ধুর বিপুল উচ্ছ্বাস দর্শনে বিস্মিত বা স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার অর্বুদপ্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মযুগল ত্যাগ করিয়াও সানন্দচমৎকারে দীর্ঘ দশমাসকাল ব্রজে বসবাস করিয়াছিলেন এবং 'এই যে শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে আগতপ্রায়,আপনারা তাঁহাকে দর্শন করুন'—বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন। আবার মধুরস্বরে শ্রীকৃষ্ণলীলাগান করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজবাসিগণের নয়নে সাক্ষাৎ দর্শনের ন্যায় যেন মূর্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন॥

"উবাস কতিচিন্মাসান্ গোপীনাং বিনুদন্ শুচঃ। কৃষ্ণলীলাকথাং গায়ন্ রময়ামাস গোকুলম্॥
যাবন্ত্যহানি নন্দস্য ব্রজেঽবাৎসীৎ স উদ্ধবঃ। ব্রজৌকসাং ক্ষণপ্রায়াণ্যাসন্ কৃষ্ণস্য বার্ত্তয়া॥
সরিদ্বনগিরিদ্রোণীর্বীক্ষন্ কুসুমিতান্ দ্রুমান্। কৃষ্ণং সংস্মারয়ন্ রেমে হরিদাসো ব্রজৌকসাম্॥"

(ভাঃ ১০।৪৭।৫৪-৫৬)

তাৎপর্য এই যে, "শ্রীমান্ উদ্ধব ব্রজে দশমাস ছিলেন এবং ব্রজগোপীগণের বিরহশোক বিদূরিত করিয়াছিলেন। যখনই বাহ্যানুসন্ধানে ব্রজগোপীগণ বিরহ-কাতর হইতেন, তখনই শক্তিশালী মন্ত্রদ্বারা ঝাড়িয়া বিষজ্বালা প্রশমনের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণসন্দেশ স্মরণ করাইয়া তাঁহাদের বিরহ-সন্তাপ বিদূরিত করিতেন। এইরূপ শ্রীনন্দ-যশোদাদি গোপ-গোপীগণের নিকটেও গিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলাগান করত কৃষ্ণকে তাঁহার সম্মুখে মূর্ত করিয়া সকলকে সঞ্জীবিত ও আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন শ্রীমান্ উদ্ধব।

যতদিন শ্রীউদ্ধব মহাশয় ব্রজে ছিলেন, সেই দীর্ঘ দশমাস ব্রজবাসিমাত্রের শ্রীকৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে এক-ক্ষণকালের মত মনে হইয়াছিল। অর্থাৎ 'উদ্ধব যেন এইমাত্র আসিল এবং এখনি চলিয়াগেল,'—এই প্রকার মনে হইয়াছিল। শ্রীউদ্ধব মহাশয় ব্রজবাসিগণের সঙ্গে সরোবরতটে, বন্যপ্রদেশে, পর্বতে, গহ্বরে যাইয়া কুসুমিত বৃক্ষ-লতাদি দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের তত্তৎস্থানের লীলাসমূহ এমনভাবে গাহিয়াছিলেন যে ব্রজবাসিগণের নয়ন-সম্মুখে সেই লীলা ও লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎকারের ন্যায়ই প্রতীত হইয়াছিলেন। শ্রীল শুক-মুনি আবেগভরে শ্রীউদ্ধবকে 'হরিদাস' আখ্যা প্রদান করত বলিলেন—'হে রাজন্! শ্রীউদ্ধব মহাশয় হরিদাসের সমুচিত কার্যই করিয়াছিলেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণবিরহীজনকে কৃষ্ণকথায় আপ্যায়িত করাই শ্রীহরিদাসের মুখ্যকার্য। শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—'সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম হরিদাস শ্রীউদ্ধবকে আমি মস্তকে বহন-পূর্বক সতত বন্দনা করি ॥'

"প্রেমরসে বিগলিত, নিরন্তর যাঁর চিত্ত,
গোবিন্দের অতি প্রিয়তম।
সখ্যমিশ্র প্রিয় দাস, খ্যাতি যাঁর 'হরিদাস',
শ্রীউদ্ধব ভাগবতোত্তম ॥
প্রাণকোটি নিৰ্ম্মঞ্ছন, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ,
হেন কৃষ্ণপাদপদ্ম ছে'ড়ে।
ব্রজবাসিগণে নিত্য, কৃষ্ণলীলা-রসামৃত,
পান করাইয়া সেবা করে ॥
দশমাস ব্রজবাসে, সবারে সে আশ্বাসে,
শ্রীউদ্ধব এই বাক্য ব'লে।
'শ্রীকৃষ্ণ আগতপ্রায়, আর সে বিলম্ব নাই,
দরশন করহ সকলে ॥'
গোবিন্দ-প্রসাদী যত, প্রসাধনে সুশোভিত,
বস্ত্র-মাল্য-শ্রীহরিচন্দন।
শ্রীউদ্ধব-দরশনে, কৃষ্ণ করায় উদ্দীপনে,
শিরে বন্দি তাঁর শ্রীচরণ ॥"৯১॥

**মুদা যত্র ব্রহ্মা তৃণনিকর-গুল্মাদিষু পরং
সদা কাঙ্ক্ষন্ জন্মার্পিত-বিবিধ কর্ম্মাপ্যনুদিনম্।
ক্রমাদ্‌যে তত্রৈব ব্রজভুবি বসন্তি প্রিয়জনা
ময়া তে তে বন্দ্যাঃ পরমবিনয়াৎ পুণ্যখচিতাঃ ॥১০০॥**

অনুবাদ। শ্রীভগবদ্-কর্তৃক অর্পিত বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকার্যে ব্যগ্র হইয়াও ব্রহ্মা পরমানন্দিত মনে যে ব্রজে তৃণ, গুল্মাদিতে জন্মগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাঁহারা সেই **ব্রজভূমে বসবাস** করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় সেই পরম পুণ্যবান্ **জনগণকে** আমি পরম বিনয়-সহকারে প্রতিদিন ক্রমপূর্বক বন্দনা করি ।।১০০॥

টীকা। বিশেষ স্তুত্যা ব্রজসম্বন্ধিন উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্টাপত্তি-শঙ্কয়া তৎপ্রাদুর্ভাবিমাত্রং স্তৌতি— মুদেতি। পরম-বিনয়ান্ময়া অনুদিনং প্রতিদিনং ক্রমাৎ ক্রমশস্তে তে বন্দ্যা বন্দনীয়া ভবন্তিতি শেষঃ। তে কিম্ভূতাঃ পুণ্যখচিতাঃ সুকৃতবন্ধাঃ। তে কে তত্র ব্রজভুবি যে প্রিয়জনা জন্মধর্ম্মা বসন্তি। তত্র কুত্র যত্র ব্রহ্মা তৃণনিকর গুল্মাদিষু জন্ম প্রাদুর্ভাবং মুদা হর্ষেণ সদা সর্ব্বক্ষণং কাঙ্ক্ষন্ কাঙ্ক্ষিতবান্ শতৃ-প্রত্যয়স্যাপি ক্বচিদ্বাক্য-সমাপকতাস্তি। ব্রহ্মা কিম্ভূতঃ অর্পিতং কৃষ্ণেন স্থাপিতং বিবিধ কর্ম্ম সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া যত্র সঃ সৃষ্ট্যাদিষু ব্যগ্রোঽপীতি। ননু বাক্যান্তরান্তর্ভূতয়োরনুদিনমিতি ক্রমাদিতি চেত্যেতয়োঃ পদয়োর্বন্দ্যা ইত্যনেন সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণদোষে কা গতিস্তথা চ কাব্যপ্রকাশঃ। সঙ্কীর্ণং যত্র বাক্যান্তর-পদানি বাক্যান্তরমনুপ্রবিশন্তীতি। অত্রোচ্যতে। যত্র বাক্যদ্বয়স্য পরস্পর সাকাঙ্ক্ষত্বেনৈকবাক্যতা প্রতীয়তে তত্র ন সঙ্কীর্ণতেতি চেৎ তথাপি কণ্টতারূপার্থদোষঃ স্যাদিতি ন বাচ্যং বক্ত্রাদ্যৌচিত্য-বশাদ্দোষোঽপি গুণঃ ক্বচিৎ ক্বচিন্নোভাবিত্যত্র চূর্ণিকায়াং তত্র বৈয়াকরণাদৌ বক্তরীত্যাদাবাদিপদেন স্বাভীষ্ট রসনিমগ্নস্যো ক্তৌকণ্টস্য গুণত্বাদিতি ॥১০০॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে ব্রজবাসিমাত্রকে সাদরে ও সবিনয়ে স্তব করিতেছেন। ব্রহ্মা শ্রীভগবানের নাভিকমলজাত সন্তান, প্রিয়ভক্ত এবং বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কার্যের ভার-প্রাপ্ত। শতজন্ম নিষ্কামকর্মাদির ফলে কোন ভাগ্যবান্ জীবই ব্রহ্মপদের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইপ্রকার ভাগ্যবান্ জীব দুর্লভ বলিয়া সেইরূপ জীবের অভাবে কোন কোন কল্পে শ্রীভগবানই ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্ট্যাদি কার্য করিয়া থাকেন। সেই ব্রহ্মাও এই বৃন্দাবনবাসিমাত্রের সৌভাগ্যের অনুভবপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন—

"তদ্ভুরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্।
যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দস্ত্বদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব ॥" (ভাঃ-১০।১৪।৩৪)

অর্থাৎ "শ্রুতিগণ নিয়ত যাঁহার পাদরজঃকণিকার অনুসন্ধান করিতেছে, সেই মুকুন্দ যাঁহাদের

জীবনস্বরূপ, সেই ব্রজবাসিগণের মধ্যে যেকোন জনের চরণধূলি কণিকা যে জন্মে লাভ করা যাইতে-পারে, সেই ব্রজের তৃণ-গুল্মাদি জন্মকে এই ব্রহ্মজন্ম অপেক্ষা আমি অধিক সৌভাগ্যজনক বলিয়া মনে করি। অতএব ব্রজভূমিতে তৃণ-গুল্মাদি জন্মই আমার পরম কাম্য।" এই শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণীটীকায় লিখিত আছে—

"………তত্রাপি কিমপি দূর্ব্বাদি মৃদুতৃণত্বমিত্যভিপ্রায়ঃ। তত্রৈবাঙ্ঘ্রিরজোভিঃ সম্যগভিষেক-সিদ্ধেঃ।………ননু কথং সাক্ষাদ্গোপাদিজন্মৈব ন প্রার্থ্যতাং তত্রাহ যদিতি। যস্য গোকুলস্য তদ্বাসিমাত্রস্য নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ এব। তত্র যঃ স্বয়ং ভগবান্ পরাৎপরত্বাৎ সাধয়িতুমশক্য ইত্যর্থঃ, সাধিতোঽপি যো মুকুন্দঃ প্রায়শো মুক্তিমেব দাতা ন তু ভক্তিযোগমাত্রমপি। তমেতং বিনা যজ্জনঃ ক্ষণমপি জীবিতুং ন শক্লোতীত্যর্থঃ। ইতি পরমপ্রেমবিশেষবত্ত্বমুক্তম্। আস্তাং তাবদন্যৈর্দুঃসাধ্যত্বং দুর্ল্লভপ্রেমত্বঞ্চ, যস্য পাদরজঃ শ্রুতিভিরদ্যাপি ত্বয়ি সাক্ষাদবতীর্ণেঽপি মৃগ্যত এব, কতমং রজঃ কিয়ন্মহিমেতি জ্ঞাতুমিষ্যত এব ন তু তদন্তঃ প্রাপ্যত ইত্যর্থঃ। যতো বাচ ইত্যাদি শ্রুতেঃ। অতঃ পরমপ্রাচীনমাদৃশসর্ব্বজ্ঞানপ্রদশ্রুতি-দুর্ল্লভজ্ঞানে তৎপাদরজস্যপি প্রার্থনা মেঽনুপযুক্তা, কুতঃ পুনঃ প্রেমভরবশীকৃতত্বৎপাদাব্জক শ্রীগোপাদি-জন্মপ্রার্থনেতি ভাবঃ।"

তাৎপর্য এই যে, "ব্রহ্মা ব্রজে যে-কোন ব্রজবাসীর শ্রীচরণরজে অভিষিক্ত হওয়ার জন্য যে-কোন জন্ম কামনা করিয়াছেন। ইহাতে দূর্বাদি মৃদুল তৃণ-জন্মই সূচিত হইতেছে, কারণ তাহাতেই ব্রজবাসীর শ্রীচরণরজের দ্বারা অভিষেক সম্যক্‌ভাবে সিদ্ধ হইতে পারে। প্রশ্ন হইতে পারে, ব্রহ্মা যখন ব্রজবাসীর সৌভাগ্য-দর্শনে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন, তখন ব্রজে সাক্ষাৎ গোপাদি-জন্ম প্রার্থনা করিলেন না কেন? তদুত্তরে বলা হইতেছে—ভগবান্ মুকুন্দ যে গোকুলবাসিজনমাত্রের যথা-সর্বস্ব। যে মুকুন্দ স্বয়ং ভগবান্ বা পরাৎপরতত্ত্ব বলিয়া তাঁহার সাধন-ভজনই অতি দুর্লভ এবং সাধন করিলেও তিনি প্রায়শঃ মুক্তিদান করিয়া থাকেন, ভক্তি কাহাকেও প্রদান করেন না। সেই সুদুর্লভতত্ত্ব মুকুন্দ ব্যতীত যে ব্রজবাসিজন ক্ষণমাত্রও প্রাণধারণ করিতে পারেন না। এতদ্দ্বারা ব্রজবাসিগণের পরমপ্রেমবিশেষের সূচনা করা হইল।

অন্যজনের দ্বারা মুকুন্দের দুঃসাধ্যত্ব বা ব্রজবাসীর দুর্ল্লভপ্রেমবত্ত্ব দূরে থাকুক, যে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ অবতীর্ণ হইলেও তাঁহার পাদরজকণিকা শ্রুতিগণ পর্যন্তও অন্বেষণমাত্রই করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রাপ্ত হইতে পারেন না। অর্থাৎ 'সেই রজকণা কিরূপ, কিইবা তাহার মহত্ত্ব' ইহা অবগত হওয়ার নিমিত্ত শ্রুতি প্রযত্নমাত্রই করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার অন্ত পান না। কারণ শ্রুতিই বলিয়াছেন—'মনের সহিত বাণী যাহাকে ধরিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসে।' অতএব পরমপ্রাচীন ব্রহ্মারও সর্বজ্ঞানপ্রদ শ্রুতিরও যাহা দুর্লভ, সেই শ্রীকৃষ্ণের পাদরজকণা ব্রহ্মার পক্ষে প্রার্থনা করা অতীব অনুচিত। সুতরাং যাঁহাদের বিশাল প্রেমে সেই শ্রীচরণকমল একান্ত বশীভূত, সেই গোপজন্ম প্রার্থনা যে ব্রহ্মার পক্ষে

পুরা প্রেমোদ্রেকৈঃ প্রতিপদ-নবানন্দ-মধুরৈঃ
কৃত-শ্রীগান্ধর্ব্বাচ্যুত-চরণবর্য্যার্চ্চন-বলাৎ ।
নিকামং স্বামিন্যাঃ প্রিয়তরসরস্তীরভুবনে
বসন্তি স্ফীতা যে ত ইহ মম জীবাতব ইমে ॥১০১॥

অনুবাদ । পুরাকালে প্রতিক্ষণে নবানন্দপূর্ণ সুমধুর প্রেমোদ্রেকদ্বারা যাঁহারা শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের শ্রীচরণ অর্চন করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাবে স্বামিনী শ্রীরাধার কুণ্ডতীরে প্রেমামৃতপানে পরিপুষ্ট হইয়া যাঁহারা বসবাস করিতেছেন, সেই **শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী মহাত্মাগণ** আমার জীবনোপায়-স্বরূপ হউন ।।১০১।।

টীকা । রাধাকুণ্ডবাসিন স্তৌতি—পুরেতি । ইহ জন্মনি ইমে মম জীবাতবো জীবনোপায়াঃ । তে কে তত্রাহ যে পুরা প্রতিপদনবানন্দমধুরৈঃ প্রেমোদ্রেকৈঃ কৃতং যৎ শ্রীগান্ধর্ব্বাচ্যুতচরণয়োঃ পরিচর্য্যা-রূপমর্চ্চনং তস্য বলাৎ প্রভাবাৎ স্বামিন্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ প্রিয়তর-সরস্তীরভুবনে কামং স্ফীতাঃ প্রেমামৃতপান-পুষ্টাঃ সন্তো বসন্তীত্যন্বয়ঃ ।।১০১।।

সর্বথাই অনুচিত, তাহা আর কি বলিতে হইবে ? সুতরাং ব্রজবাসী যেকোন জনের শ্রীচরণরজে অভিষিক্ত হওয়ার নিমিত্ত ব্রহ্মা যে তৃণ-গুল্মজন্ম প্রার্থনা করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ?

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—'সেই ব্রজভূমে যাঁহারা বসবাসের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা যে মহাসুকৃতি এবং শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? আমি তাঁহাদের পরমভক্তি ও বিনয় সহকারে প্রতিদিন ক্রমপূর্বক বন্দনা করি ।'

"গোবিন্দের আদেশেতে, ব্রহ্মা ব্যাকুলিত চিতে,
বিশ্ব-সৃষ্টি আদিতে মগন ।
ব্রজের বৈদগ্ধী-লীলা, দরশনে মুগ্ধ হৈলা,
নিরন্তর ভাবে মনে মন ॥
অহোভাগ্য অহোভাগ্য, ব্রজবাসিজন যত,
সদা প্রেমে কৃষ্ণানুশীলন ।
তৃণ-গুল্ম-লতা হৈতে, ব্রহ্মা অতি লালসাতে,
কৃষ্ণপদে করে নিবেদন ॥
অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে, জন্ম যাঁর শুভক্ষণে,
নিত্য করে বসতি তথায় ।
পরম বিনয়-মনে, বন্দোঁ তাঁর শ্রীচরণে,
কৃপা-যোগে ব্রজে বাস হয় ॥"১০০॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী মহাত্মাগণের স্তব করিতেছেন। ব্রজমুকুটমণি শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীশ্রীরাধামাধবের রহস্যময় মধ্যাহ্নলীলার অনন্য নিকেতন। শ্রীযুগলের এত প্রিয়স্থান ব্রজেও আর অন্যত্র নাই। শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধারাণীর ন্যায় এবং শ্রীশ্যামকুণ্ড শ্রীরাধার শ্রীশ্যামসুন্দরের ন্যায়ই প্রিয়। কারণ শ্রীকুণ্ডদ্বয় শ্রীরাধামাধবের অভিন্নস্বরূপ। বিশেষতঃ শ্রীকুণ্ডদ্বয় বিরহীযুগলের পারস্পরিক মিলনের বা বিরহজ্বালা-উপশান্তির পরমোপায়। মহাজন গাহিয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণ যখন রাধাদরশন-লাগি' উৎকণ্ঠিত হয়।
সকল উপায় ব্যর্থ হইয়া রাধাকুণ্ডাশ্রয় লয়॥
তৎকালে রাধার পায়-দরশন এমতি কুণ্ডপ্রভাব।
রাধারও এমতি শ্যাম-কুণ্ডাশ্রয়ে কৃষ্ণসঙ্গ হয় লাভ॥"

সুতরাং মহাসুকৃতিশালিজনেরই এই ব্রজমুকুটমণি শ্রীরাধাকুণ্ডে বসবাস হইয়া থাকে। এই সুকৃতি বলিতেও ইহা সাধারণ সুকৃতি নহে, ইহা মহৎকৃপামূলা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীচরণার্চনরূপ মহাসুকৃতিই বুঝিতে হইবে। তাই শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে লিখিয়াছেন—"পুরা প্রেমোদ্রেকৈঃ প্রতিপদ-নবানন্দ-মধুরৈঃ কৃত শ্রীগান্ধর্বাচ্যুতচরণবর্য্যাচর্চন-বলাৎ" অর্থাৎ "পুরাকালে প্রতিক্ষণে নব-নবায়মান সুমধুর প্রেমোদ্রেকদ্বারা যাঁহারা শ্রীরাধামাধবের শ্রীচরণ অর্চন করিয়াছিলেন" সাধকের চিত্তে সুমধুর প্রেমের উদ্রেক বা আবির্ভাবদ্বারাই তাঁহার চিত্তে নব-নবায়মান ভজনানন্দের আস্বাদন সম্ভবপর হইয়া থাকে। সেই প্রেমের সহিত যাঁহারা পূর্বে শ্রীশ্রীরাধামাধবের শ্রীচরণার্চন করিয়াছেন, শ্রীরাধারাণী করুণা করিয়া তাঁহাদিগকেই তাঁহার শ্রীকুণ্ডতটে বসবাসের সৌভাগ্যপ্রদান করিয়া থাকেন। ঐকান্তিক শ্রীশ্রীরাধাচরণ-নিষ্ঠজনের চিত্তেই শ্রীকুণ্ডবাসের প্রবৃত্তির উদয় হইয়া থাকে। স্বামিনী শ্রীরাধাই যাঁহাদের ধ্যান-জ্ঞান তিনিই যাঁহাদের যথাসর্বস্ব বা কোটি কোটি প্রাণতুল্য প্রিয়, তাঁহার চরণ ছাড়া জীবনে মরণে যাঁহারা আর কিছুই জানেন না। যাঁহারা তাঁহার ভজননিষ্ঠা অবলম্বন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে রতি কামনা করেন। যেমন শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ লিখিয়াছেন—

"রাধানামসুধারসং রসয়িতুং জিহ্বাস্তু মে বিহ্বলা
পাদৌ তৎপদাঙ্কিতাসু চরতাং বৃন্দাটবীবীথিষু।
তৎ কর্ম্মৈব করঃ করোতু হৃদয়ং তস্যাঃ পদং ধ্যায়তা-
ত্তদ্ ভাবোৎসবতঃ পরং ভবতু মে তৎপ্রাণনাথে রতিঃ॥" (রাধারসসুধানিধি ১৪২)

"আমার জিহ্বা রাধানাম-সুধারস আস্বাদনে বিহ্বলা হউক আমার পদযুগল শ্রীরাধার পদাঙ্ক-ভূষিত বৃন্দাবনের পথে পথে বিচরণ করুক, করদ্বয় শ্রীরাধার কার্মেই নিযুক্ত থাকুক, হৃদয় তাঁহার শ্রীচরণ-যুগল ধ্যান করুক এবং তাঁহার ভাবোৎসব হইতে তাঁহার প্রাণনাথে আমার পরমা রতি সঞ্জাত হউক॥"

যৎকিঞ্চিত্তৃণ-গুল্মকীকটমুখং গোষ্ঠে সমস্তং হি তৎ
সর্ব্বানন্দময়ং মুকুন্দদয়িতং লীলানুকূলং পরম্।
শাস্ত্রৈরেব মুহুর্মুহুঃ স্ফুটমিদং নিষ্টঙ্কিতং যাচ্ঞয়া
ব্রহ্মাদেরপি সস্পৃহেণ তদিদং সর্ব্বং ময়া বন্দ্যতে ॥১০২॥

অনুবাদ। ব্রহ্মা, উদ্ধবাদি যাঁহাদের সৌভাগ্য কামনা করিয়া থাকেন, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র সুস্পষ্টরূপে যাঁহাদের মহিমা বারম্বার প্রতিপাদন করিয়াছেন, যাঁহারা মুকুন্দের অতিপ্রিয় ও কৃষ্ণ-লীলার অনুকূল বা সহায়কারী—সর্বানন্দময় ব্রজের সেই **তৃণ, গুল্ম, কীট, পতঙ্গকে** আমি স্পৃহার সহিত বন্দনা করি ॥১০২॥

টীকা। মুদা যত্রেত্যাদি পদ্যেন স্তুতমপি ব্রজতৃণাদিকং তদ্বিশেষ স্তুতচরত্বেন জাতাতিশঙ্কিতমনাঃ পুন স্তৌতি— যৎকিঞ্চিদিতি। সস্পৃহেণ ভূত্বা ময়া তৎ প্রসিদ্ধমিদং সর্ব্বং বন্দ্যতে। ইদং কিমিত্যাহ গোষ্ঠে ব্রজে তদনুভূতং যৎকিঞ্চিৎ তৃণ-গুল্ম-কীকটমুখং সমস্তং যৎ। তৃণঞ্চ গুল্মোবিটপী

এই প্রকার রাধানিষ্ঠচিত্ত সাধকগণকেই স্বামিনী কৃপা করিয়া তাঁহার অভিন্নস্বরূপ শ্রীকুণ্ডতীরে বসবাস প্রদান করেন এবং তাদৃশ ভাগ্যবান্ সাধকগণও প্রেমামৃতপানে পরিপুষ্ট হইয়া কুণ্ডতীরে বসবাস করিয়া থাকেন। অর্থাৎ পরস্পর শ্রীরাধার নাম, রূপ, গুণ, লীলাকথাদির শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণাদিতে মগ্নচিত্ত **মহামনীষিগণেরই** আবাসভূমি স্বামিনীর **কুণ্ডতীর।**

শ্রীপাদ রঘুনাথ এই কুণ্ডতট ত্যাগ করিয়া কোথাও গমন করেন নাই। তাঁহার সুদৃঢ় নিষ্ঠা বা নিশ্চয় ছিল যে, অন্তিম কালাবধি তিনি ব্রজজাত ফল, মূল, তক্রাদি সেবা করিয়া এই কুণ্ডতীরেই বসবাস করিবেন এবং এখানেই দেহরক্ষা করিবেন। **'অত্রৈব মম সংবাস ইহেব মম সংস্থিতি'** (বিলাপকুসুমাঞ্জলি) তেমনি ইহাও শ্রীপাদের একটি নিষ্ঠাময় প্রার্থনা যে—'শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী মহাত্মাগণ আমার জীবনের উপায়-স্বরূপ হউন।'

"প্রতিপদে নবানন্দ, সুমধুর সেবানন্দ,
যুগলের অর্চন-প্রভাবে।
পুরাকালে সন্তগণে, কৃষ্ণপ্রেমামৃত পানে,
বাস করে রাধাকুণ্ডতীরে ॥
সে সব মহান্তগণ, নাম ধরে মহাজন,
সবে মোর জীবন-উপায়।
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে পারে, জনে জনে শক্তি ধরে,
কতদিনে লুটাইব পায় ॥"১০২॥

চ কীকটো নিরূচ্চ তানি মুখ্যান্যাদ্যানি যস্য তৎ। সৈন্যভেদে রুজায়াঞ্চ গুল্মোবিটপী ঘট্টয়োরিতি কলিঙ্গঃ। যদ্বা গুল্মস্তৃণাদিগুচ্ছঃ তথা চামরূনানার্থঃ 'গুল্মো রুক্স্তম্বসেনা'শ্চেতি। 'কীকটঃ কৃপণে নিম্নে ত্রিষু পুং ভূম্নি নীবৃতী'তি মেদিনী। কীকট ইতি পাঠে কীকটঃ কীটঃ পতঙ্গাদিঃ। কিম্ভূতং সর্ব্বানন্দময়ম্। মুকুন্দস্য দয়িতং প্রিয়ং পরং কেবলং লীলানুকূলঞ্চ। ননু ভবতৈব তৃণাদিকং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বেন কল্পয়িতা প্রলপ্যতে নতু কুত্রাপি শ্রূয়তে ইতি নহি নহীত্যাহ—ইদং ব্রহ্মাদেরপি আদিপদেন উদ্ধবস্যাপি যাচঞয়া শাস্ত্রৈরেব শ্রীভাগবতাদিভিস্তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যামিত্যাদিনা। আসামহো চরণরেণুযুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনামিত্যাদিনা চ। মুহর্বারং বারং স্ফুটং স্পষ্টং নিষ্টঙ্কিতং প্রতিপাদিতম্ ॥১০২॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীশ্রীরাধামাধবের দর্শন এবং তাঁহাদের সাক্ষাৎ-সেবা কামনায় এই শ্লোকে ব্রজের তৃণ, গুল্ম, কীট, পতঙ্গাদিকে বন্দনা করিতেছেন। ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণলীলার অনুকূল বা সহায়কারী এবং মুকুন্দের অতিপ্রিয়। বাহ্যচক্ষুতে ইঁহারা নগণ্য বা তুচ্ছ তৃণ, গুল্ম, কীট, পতঙ্গাদির ন্যায় দৃষ্ট হইলেও সংসারের তৃণ, গুল্মাদি বা কীট, পতঙ্গাদি যেমন নিতান্ত দুষ্ট এবং পাপময় কর্মফলে জীবের চৌরাশীলক্ষ যোনি-যাত্রায় অতি নিকৃষ্ট বা পতনের দশাপ্রাপ্ত, ইঁহারা তদ্রূপ নহেন। কারণ ইঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলার অনুকূল বা সহায়কারী। লীলার নিমিত্ত ধাম, পার্ষদাদির ন্যায় ইঁহাদেরও নিতান্ত প্রয়োজন। সুতরাং ইঁহারাও লীলাপরিকর। মুকুন্দ ইঁহাদের কতই ভালবাসেন। ইঁহারা প্রিয়াজী ও সখীগণের সহিত পরিহাসরসময় আলাপে বনবিহাররত মুকুন্দের কুন্দপুষ্পের ন্যায় শুভ্র হাস্যের মাধুরী আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করেন এবং তাঁহার মধুরাতিমধুর রূপ, গুণ, লীলা ও শ্রীচরণস্পর্শ শ্রীকরস্পর্শাদি লাভে ধন্য বা কৃতার্থ হইয়া থাকেন।

কেহ মনে করিতে পারেন—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রকট লীলাকালে যেসব তৃণ, গুল্ম, কীট, পতঙ্গাদি ব্রজে ছিলেন, তাঁহারাই পার্ষদ হইতে পারেন; কিন্তু অপ্রকট-লীলারসময়ে বা অধুনা যেসব তৃণ, গুল্ম, কীট, পতঙ্গাদি ইহারা তো সব কর্মফলে সেই সেই নিকৃষ্ট-যোনিপ্রাপ্ত পাপময় জীব বিশেষই! না, তাহা নহে। কারণ, এ-বিষয়ে শাস্ত্র ও মহাজনের অনুভব এই যে, অপ্রকটলীলার সময়ে ধামের যে দৃশ্যমান্ প্রকাশ, যাহা জীবজগতের প্রতি কৃপা করিয়া চিন্ময় হইয়াও মৃন্ময় ধরার স্বরূপ এবং স্বভাবকে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, নচেৎ আমরা প্রাকৃত বিশ্বের কর্মবাধ্য জীব প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা কখনই চিন্ময়-ধামের দর্শন বা ধামবাসে সমর্থ হইতে পারি না। সুতরাং বিশ্বের আকৃতি ধারণ করিয়াও শ্রীধামের স্বরূপ যেমন চিন্ময় বা অপ্রাকৃতই তদ্রূপ কোন মহাজন নিরপরাধে ব্রজবাসের নিমিত্ত এবং এই ধামের অপ্রকট বা নিত্যলীলারস আস্বাদনের জন্য যে শ্রীধামে তৃণ, গুল্মাদি বা কীট, পতঙ্গাদি হইয়া জন্ম লইয়াছেন, তাহা কে জানে? মহাজনগণ বলেন—ইঁহাদের প্রতি সামান্যবুদ্ধিতে অপরাধাদির ফলেই ব্রজধামে (যেখানে একরাত্রি বাস করিলেই প্রেমলাভ হয়) দীর্ঘদিন বাস বা ভজনের দ্বারাও কোন

ফলের অনুভব পাওয়া যায় না। সুতরাং ধামবাসী তৃণ, গুল্মাদি বা কীট-পতঙ্গাদি সকলের প্রতি চিন্ময় বা অপ্রাকৃত বুদ্ধিতেই নিরপরাধ সাধকের প্রেমপ্রাপ্তি ও ধামবাস সফলিত হইয়া থাকে, ইহাই মনীষিগণের অনুভবলব্ধ সিদ্ধান্ত।

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—ইঁহারা সেইরূপ মহিমাসম্পন্ন বলিয়াই ব্রহ্মা, উদ্ধবাদি মনীষিগণ ব্রজে তৃণ, গুল্ম বা কীট, পতঙ্গাদি হইয়া জন্মগ্রহণের বাসনা করিয়াছেন, ইহা সর্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্মার প্রার্থনা—"মুদা যত্র ব্রহ্মা" ইত্যাদি শততম শ্লোকের ব্যাখ্যায় "তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাম্" ইত্যাদি শ্লোক ও তাহার তোষণী-টীকা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীউদ্ধব মহাশয়েরও অনুরূপ প্রার্থনা—

"আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥"

(ভাঃ-১০।৪৭।৬১)

"অহো! আমি অতিশয় দুর্লভ বিষয়ে লালসা করিতেছি। এই শ্রীবৃন্দাবনমধ্যে যে সকল গুল্ম,লতা, ঔষধি আছে, তাহারা সকলেই পরম সৌভাগ্যবান্ ও সৌভাগ্যবতী। যেহেতু তাহারা এই সকল ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীচরণরেণু অনায়াসে মস্তকে ধারণ কারতে পারিতেছে। আমি যদি এই গুল্ম, লতা, ঔষধিগণের মধ্যে কোন একটি জন্ম লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমিও ব্রজাঙ্গনাগণের শ্রীচরণরেণু লাভে ধন্য হইতে পারিব। যে সকল ব্রজাঙ্গনাগণ দুস্ত্যজ স্বজন ও আর্যপথ ত্যাগ করিয়া আকুল পিপাসার আবেগে মুকুন্দ-পদবীর ভজন করিয়াছেন। যে পদবী শ্রুতিগণও অন্বেষণ করিয়া থাকেন মাত্র, কিন্তু প্রাপ্ত হইতে পারেন না।" এইভাবে শ্রীব্রহ্মা ও উদ্ধবাদি মহাজনগণ ব্রজের তৃণ, গুল্মাদি হইতে প্রার্থনা করেন এবং সর্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র সেই সকল বাণী বার বার সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়া থাকেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—'আমি সর্বানন্দময় ব্রজের সেই তৃণ, গুল্ম ও কীট, পতঙ্গাদিকে সস্পৃহভাবে বন্দনা করি।'

"ব্রহ্মা উদ্ধবাদি যাঁদের সৌভাগ্য-কামনা।
নিরন্তর করে সদা করিয়া বন্দনা ॥
বৃন্দাবনে কিমপি 'গুল্মলতৌষধীনাম্'।
ভাগবতশাস্ত্রে আছে যাহার প্রমাণ ॥
ব্রজে যত তৃণ-গুল্ম, কীট-পতঙ্গাদি।
কৃষ্ণ-লীলার অনুকূল সদা লীলা-সাথী ॥
কৃষ্ণপ্রিয় হয় তারা সর্বানন্দময়।
ব্রজে যত তৃণ, গুল্ম, কীটাদি নিচয় ॥

ভ্রমন্ কচ্ছে কচ্ছে ক্ষিতিধরপতের্বক্রিমগতে-
র্লপন্ রাধে কৃষ্ণেত্যনবরতমুন্মত্তবদহম্।
পতন্ ক্বাপি ক্বাপ্যুচ্ছলিতনয়নদ্বন্দ্ব-সলিলৈঃ
কদা কেলিস্থানং সকলমপি সিঞ্চামি বিকলঃ ॥ ১০৩ ॥

অনুবাদ। আমি কবে অবিরত হা রাধে! হা কৃষ্ণ! বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ করিতে করিতে গোবর্ধনের সানুদেশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিব, প্রেমবৈবশ্য-হেতু স্খলিত-পদে ভ্রমণ করিতে করিতে বিরহ-বিকলিতচিত্তে উচ্ছলিত নয়ননীরে শ্রীরাধামাধবের লীলাস্থানসমূহকে সিঞ্চন করিব ? ১০৩॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণক্রীড়ানুকূলং সর্ব্বং স্তুত্বা স্বস্য তৎ সঙ্গতিং প্রার্থয়তে—ভ্রমন্নিতি। কদা সকলং কেলিস্থানম্ উচ্ছলিত নয়নদ্বন্দ্ব-সলিলৈর্বিকলঃ সন্নপি সিঞ্চামি সেচন-সম্ভাবনাং করোমি। কিং কুর্ব্বন্ অনবরতং নিরন্তরং হে রাধে হে কৃষ্ণেতি উন্মত্তবল্লপন্ প্রলপন্ ক্ষিতিধরপতে গোবর্দ্ধনস্য কচ্ছে কচ্ছে নিকটে বক্রিমগতৈ র্ভ্রমন্ এবং ক্বাপি পতন্ প্রেমবিবশতয়া স্খলন্ ॥ ১০৩ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। বিরহের মূর্তি শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে ভাববৈকল্যদশায় ব্রজবাসের কামনা ব্যক্ত করিতেছেন। বস্তুতঃ শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে শ্রীরাধারাণীর যে পুঞ্জীভূত বিরহ-শোকানল উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, সেই বিরহানল-প্রতপ্তচিত্তে তিনি শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে পতিত হইয়া প্রাণেশ্বরীর দর্শন-লালসায় যে কাতর ক্রন্দন করিয়াছেন ; তাহারই পরিণতি এই স্তবাবলী গ্রন্থখানি। তাঁহার বিরহাশ্রু দিয়াই যেন গড়া এই স্তবাবলী-গ্রন্থের কলেবর। তবু তিনি প্রেমিক ভক্তগণের কাম্য ভাববিহ্বলদশায় ব্রজবাসের একটি অতি সুন্দর ভাবচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, স্বয়ং সেইরূপ দশা প্রার্থনার ব্যপদেশে।

ভাববিহ্বল-দশারই স্থান ব্রজধাম। এখানে ভাবুক ভক্তগণ মাদৃশ জীবের ন্যায় কখনই আহার নিদ্রার বা দেহ-দৈহিকাদির সুখে মগ্ন হইয়া যন্ত্রবৎ ভজনে কাল যাপন করিতে পারেন না। বিরহানুভূতির স্থান এই ব্রজ, এখানের ভজন কেবলি অশ্রুজল !! বৃহদ্ভাগবতামৃতে শ্রীউদ্ধব মহাশয় শ্রীনারদ ও গোপকুমারের নিকট ব্রজভাবের অনুভব ব্যক্ত করিয়াছিলেন—

"তত্রৈবোৎপদ্যতে দৈন্যং তৎপ্রেমাপি সদা সতাম্।
তত্তচ্ছূন্যমিবারণ্যসরিদ্গির্য্যাদি পশ্যতাম্ ॥
সদা হাহা রবাক্রান্ত-বদনানাং তথা হৃদি।
মহাসন্তাপদগ্ধানাং স্ব-প্রিয়ং পরিমৃগ্যতাম্ ॥" (বৃঃ ভাঃ-২।৫।২৪২-২৪৩)

"ব্রজধামে শূন্যময় অরণ্য, সরিৎ, গিরি আদি দর্শনে সাধুগণের চিত্তে স্বতঃই দৈন্য ও প্রেম

সস্পৃহে বন্দনা করি তাঁদের সকলে।
বাঞ্ছাপূর্তি হয় যাঁহাদের কৃপাবলে ॥" ১০২ ॥

যুগপৎ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। তথায় মহৎগুণ সর্বদা হাহা রবাক্রান্তবদনে এবং মহাসন্তাপদগ্ধ হৃদয়ে ব্যাকুলিত হইয়া নিজ ইষ্টদেবকে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।" তাৎপর্য এই যে, যেসব মহৎগণ ব্রজধাম আশ্রয় করত ভজন করেন, তাঁহারা সর্বদা লীলাভূমি দর্শন করেন, অথচ লীলাময় শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের দর্শন পান না। তাহাতে স্বভাবতঃই তাঁহাদের চিত্তে ব্যাকুলতার উদ্রেক হইয়া থাকে। এই ব্যাকুলতার ফলেই ক্রমে তাঁহাদের চিত্তে দৈন্য ও প্রেমের সঞ্চার হইয়া থাকে। একদিকে দৈন্যের উদয়ে সততই নিজেকে যেমন অতিশয় অযোগ্য ও অধম বলিয়া মনে হয় অপরদিকে তেমনি প্রেমের উদয়ে ইষ্টের সাক্ষাৎ দর্শনের নিমিত্ত চিত্তে বিপুল উৎকণ্ঠার উদ্রেক হয়। তখন প্রেমিক মহাবিরহসন্তাপদগ্ধ হৃদয়ে হাহাকার করিতে করিতে ব্রজের সর্বত্রই স্বীয় অভীষ্টকে অন্বেষণ করিয়া থাকেন। **এই উচ্চকোটির ভাবদশা সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি অপেক্ষাও শ্লাঘনীয়।** কারণ প্রেমিকের চিত্তে এই জাতীয় দশার উদয়ের নিমিত্ত প্রেমবশ ভগবান্ ভক্তের বিরহ সহ্য করিয়াও আড়ালে থাকিয়া প্রেমিকের তাদৃশ দশার মাধুর্য আস্বাদন করিয়া থাকেন! "ভক্তের প্রেমচেষ্টা দেখি কৃষ্ণের চমৎকার।" (চৈঃ চঃ)।

শ্রীগোপকুমার শ্রীউদ্ধব ও নারদকর্তৃক ঊর্ধ্বদ্বারকা হইতে এই ভৌমব্রজে প্রেরিত হইয়া এই জাতীয় ভাবদশাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যথা—

"তাং নারদীয়ামনুসৃত্য শিক্ষাং, শ্রীকৃষ্ণ-নামানি নিজ-প্রিয়াণি।
সংকীর্তয়ন্ সুস্বরমত্র লীলা, স্তস্য প্রগায়ন্ননুচিন্তয়ংশ্চ ॥
তদীয়লীলাস্থল-জাতমেত,-দ্বিলোকয়ন্ ভাবদশে গতো যে।
তয়োঃ স্ব-চিত্তে করণেন লজ্জে, কথং পরস্মিন্ কথয়ান্যহং তে ॥
সদা মহার্ত্যা করুণস্বরৈ রুদ,-ন্নয়ামি রাত্রীর্দিবসাশ্চ কাতরঃ।
ন বেদ্মি যদ্যৎ সুচিরাদনুষ্ঠিতং, সুখায় বা তত্তদুতার্তিসিন্ধবে ॥
কথঞ্চিদপ্যাকলয়ামি নৈতৎ, কিমেষ দাবাগ্নিশিখান্তরেঽহম্।
বসামি কিংবা পরমামৃতাচ্ছ,-সুশীতল শ্রীযমুনা-জলান্তঃ ॥" (ঐ-২।৬।১-৪)

শ্রীগোপকুমার শ্রীজনশর্মার প্রতি বলিলেন—"হে ব্রহ্মণ্! শ্রীনারদের শিক্ষানুসারে আমি স্বপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের নামসকল সংকীর্তন এবং তাঁহার লীলাবলী গান ও স্মরণ করিতে করিতে এই শ্রীবৃন্দা-বনে বাস করিতে লাগিলাম। শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলসমূহ অবলোকন করত যে ভাব-দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই ভাবসমূহ স্বচিত্তে ধারণা করিতেও লজ্জা বোধ করিতেছি, তাহা আপনার নিকটে কিরূপে ব্যক্ত করিব? আমি সর্বদাই মহা আর্তিভরে রোদন করিতাম অর্থাৎ মহাকাতর হইয়া দিবারাত্র করুণস্বরে 'হা নাথ' বলিয়া ডাকিতাম। বহুকাল ধরিয়া যে সকল অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, তাহা সুখপ্রাপ্তির জন্য বা আর্তিসিন্ধুতে নিমজ্জনের জন্য হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারি নাই। আমি কোনরূপেই স্থির করিতে

পারি নাই যে, আমি দাবাগ্নির শিখামধ্যে বাস করিতেছি, বা সুশীতল যমুনা-নীরমধ্যে বাস করিতেছি।"

বস্তুতঃ শ্রীমন্মদন-গোপাল-বিষয়ক প্রেমের অবস্থাটি এমনি বিষম। কখনো মনে হয়—সুখের সীমা নাই, আবার কখনো মনে হয়—দুঃখের সীমা নাই। কখনো অমৃতাপেক্ষা স্বাদু, কখনো বা কালকূট অপেক্ষাও জ্বালাময়ী। আবার অমৃত এবং বিষ, আস্বাদন এবং জ্বালা, যেন মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে ॥ "বহির্বিষজ্বালা হয়, অন্তর আনন্দময়, কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত ॥" (চৈঃ চঃ)

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—"আমি কবে অবিরত হা রাধে! হা কৃষ্ণ! বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ করত শ্রীগোবর্ধনের সানুদেশে আমার পরমাভীষ্ট শ্রীশ্রীরাধামাধবকে অন্বেষণ করিতে করিতে পরিভ্রমণ করিব। প্রেমবৈবশ্যহেতু কোনস্থানে স্খলিতপদে পড়িয়া যাইব, আবার উঠিব, নাচিব, গাহিব, কাঁদিব—আমার নয়নাশ্রুধারায় লীলাস্থলীসমূহ পরিসিঞ্চিত হইবে।"

বস্তুতঃ এই ভাব-দশার পরমাদর্শরূপেই শ্রীল রূপ-রঘুনাথাদি সম্প্রদায়াচার্যগণ ব্রজে বাস করিয়াছেন। শ্রীল নিবাসাচার্য-কৃত ষড়্গোস্বামীর অষ্টকের শেষে লিখিত আছে—

"হে রাধে ব্রজদেবিকে চ ললিতে হে নন্দসূনো কুতঃ
শ্রীগোবর্দ্ধন-কল্পপাদপতলে কালিন্দীবন্যে কুতঃ।
ঘোষন্তাবিতি সর্ব্বতো ব্রজপুরে খেদৈর্মহাবিহ্বলৌ
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥"

" হে রাধে। হা ব্রজদেবীগণ। হে ললিতে! হে শ্রীনন্দনন্দন! কোথায় আছ? শ্রীগোবর্ধনে কল্পতরুমূলে, কি কালিন্দীপুলিনে—কোথায় বিহার করিতেছ? এইত সেই ব্রজধাম, এইখানেই তো তোমাদের লীলাপ্রবাহ নিত্য চলিতেছে! হায়! দুর্ভাগা আমি, তোমাদের সেই লীলা দেখিতে পাইতেছি না! কোথায় গেলে দেখা পাইব, বলিয়া দাও। এই প্রকার আর্তনাদ করিতে করিতে মহাভাববিহ্বল খেদখিন্ন-দশায় যাঁহারা সারা ব্রজপুরে উন্মত্তের ন্যায় স্বীয় পরমাভীষ্ট শ্রীশ্রীরাধামাধবকে নিয়ত অন্বেষণ করিয়া বেড়াইয়াছেন—সেই রূপ, সনাতন, রঘুনাথভট্ট, রঘুনাথদাস, শ্রীজীব ও গোপালভট্টকে আমি বন্দনা করি।" শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও লিখিয়াছেন—

"হরি হরি! আর কি এমন দশা হব।
এ ভব সংসার ত্যজি, পরম আনন্দে মজি, আর কবে ব্রজভূমে যাব ॥
সুখময় বৃন্দাবন, কবে হবে দরশন, সে-ধূলি মাখিব কবে গায়।
প্রেমে গদ গদ হঞা, রাধাকৃষ্ণ-নাম লঞা, কাঁদিয়া বেড়াব উভরায় ॥
নিভৃত নিকুঞ্জে যাঞা, অষ্টাঙ্গে প্রণত হঞা, ডাকিব হা রাধানাথ বলি।
কবে যমুনার তীরে, পরশ করিব নীরে, কবে পিব করপুটে তুলি ॥

ন ব্রহ্মা ন চ নারদো নহি হরো ন প্রেমভক্তোত্তমাঃ
সম্যগ্‌ জ্ঞাতুমিহাঞ্জসার্হতি তথা যস্যোচ্ছলন্মাধুরীম্‌।
কিন্ত্বেকো বলদেব এব পরিতঃ সার্দ্ধং স্বমাত্রা স্ফুটং
প্রেম্ণাপ্যুদ্ধব এব বেত্তি নিতরাং কিং স ব্রজো বর্ণ্যতে ॥ ১০৪ ॥

অনুবাদ। যাঁহার উচ্ছলিত মাধুরী—ব্রহ্মা, নারদ, মহাদেব এবং শ্রেষ্ঠ প্রেমিক ভক্তবর্গও সহসা সম্যক্‌ অবগত হইতে পারেন না, কিন্তু একমাত্র শ্রীবলদেব নিজমাতা রোহিণীদেবীর সঙ্গে সর্বতোভাবে জানেন এবং তাদৃশ প্রেমের প্রভাবে শ্রীল উদ্ধব মহাশয় নিশ্চয়ই জানেন—আমি কিরূপে সেই বৃন্দাবনের বর্ণনা করিব ? ১০৪॥

টীকা। ননু সপরিকরোব্রজঃ সমস্তগুণং বর্ণ্যতামিত্যাহ—ন ব্রহ্মেতি। স ব্রজো ময়া কিং বর্ণ্যতে যস্যোচ্ছলন্মাধুরীং ব্রহ্মাদিরঞ্জসা অনায়াসেন তথা সম্যগ্‌ জ্ঞাতুং নার্হতি ন যোগ্যো ভবতি। চত্বারো নঞঃ সাধারণার্থাঃ। কিন্তু স্বমাত্রা সার্দ্ধং সহ পরিতঃ সর্ব্বতোভাবেন বলদেব এব প্রেম্ণা উদ্ধবোঽপি নিতরাং বেত্তীত্যন্বয়ঃ। যদ্যেবং তর্হি জীবস্য মম সম্যগ্বর্ণনে কা শক্তিরিতি ভাবঃ ॥১০৪॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদের ব্রজবিলাসস্তব সমাপ্ত হইতে চলিয়াছে। তাঁহার হৃদয়স্থ প্রেমসিন্ধু দৈন্যের বিপুল ঝটিকাবর্তে উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে! শ্রীপাদ ভাবিতেছেন—"শ্রীশ্রীরাধামাধবের

আর কবে এমন হব, শ্রীরাসমণ্ডলে যাব, কবে গড়াগড়ি দিব তায়।
বংশীবটছায়া পাঞা, পরম আনন্দ হঞা, পড়িয়া রহিব তার ছায় ॥
কবে গোবর্দ্ধন গিরি, দেখিব নয়নভরি, কবে হবে রাধাকুণ্ডে বাস।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে, এ দেহ পতন হবে, কহে দীন নরোত্তম দাস ॥" (প্রার্থনা)

ব্রজবাস-বিষয়ে সকল মহৎগণের চিত্তবীণায় ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে একই বিরহ-বিকলতার সুর। তাই শ্রীপাদ রঘুনাথের আর্তিময়ী প্রার্থনা—

"নিরন্তর হা রাধে! হে শ্রীকৃষ্ণ! বলিয়া।
উন্মত্তের প্রায় আমি প্রলাপ করিয়া ॥
গোবর্দ্ধনের সানুদেশে ভ্রমণ করিব।
প্রেমেতে বিবশ অঙ্গ ঢলিয়া পড়িব ॥
ব্যাকুলিত-চিত্তে সদা করিব ক্রন্দন।
যুগল-বিলাস-ভূমি করিব সিঞ্চন ॥
উচ্ছলিত আঁখিনীরে পঙ্কিল সে-স্থলে।
সুখে বিহরিবে সদা নবীন-যুগলে ॥"১০৩॥

কোটি কোটি সিন্ধু অপেক্ষাও সুগম্ভীর, দুষ্পার ও রহস্যময় ব্রজধামের বর্ণনা করিতে বসিয়াছি আমি ! হায় ! কোথায় অতি ক্ষুদ্রব্যক্তি আমি, আর কোথায় সেই ব্রজধামের দুরবগাহ প্রেম, লীলা ও সপার্ষদ শ্রীশ্রীরাধামাধবের অনন্ত মাধুর্যসিন্ধু !! কতশত সুবৃহৎ অর্ণবপোত যে সিন্ধুর বিশালতায় তাঁহার অতলে তলাইয়া গিয়াছে, একটি ক্ষুদ্র কাষ্ঠের ভেলা লইয়া আমি সেই মহাসিন্ধুতে পাড়ি দিয়াছি !! আমার কি অজ্ঞতা ! যে ব্রজের উচ্ছলিত-মাধুরী ব্রহ্মা, নারদ, মহাদেব এবং শ্রেষ্ঠ প্রেমিকভক্তগণও সহসা সম্যক্ অবগত হইতে পারেন না, তাঁহার বর্ণনা কি আমার দ্বারা সম্ভব ?"

ব্রহ্মা ব্রজলীলার মাধুর্য আস্বাদন করিবার ইচ্ছা করিয়া অজ্ঞতাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের সমান শক্তিশালী শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ গোপবালকগণ ও গোবৎসগণকে হরণ করিয়া অপরাধী হইয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ ঐশ্বর্যজ্ঞানে কখনই ব্রজমাধুরী আস্বাদনের সম্ভাবনা নাই। পরিশেষে ব্রহ্মা স্বীয় অপরাধ ক্ষমাপণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া ব্রজে যে কোন জনের শ্রীচরণরজে অভিষিক্ত হওয়ার কামনায় তৃণ, গুল্মাদি জন্ম প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

শ্রীনারদ ব্রজমাধুরী আস্বাদনের নিমিত্ত একান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াও যথাবস্থিত স্বরূপে বা নারদরূপে তাহা পারেন নাই। শেষে শ্রীমন্মহাদেব ও ব্রহ্মার সহায়তায় শ্রীভগবানের আজ্ঞাক্রমে নারদকুণ্ডে স্নান করিয়া গোপীরূপ ধারণ করেন, তবেই তাঁহার শ্রীরাধামাধব মাধুরী আস্বাদনের যোগ্যতা লাভ হয়।

শ্রীমন্মহাদেব ব্রজমাধুরী আস্বাদনের আশায় বৃন্দাবনে আসিলেন, কিন্তু ব্রজগোপীগণ ব্রজে শ্রীমন্মহাদেবকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার কৃপায় তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ লাভ হইবে জানিয়া শ্রীমন্মহাদেবেরই উপাসনা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার আরাধনার ফলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গলাভ করিলেন, তাই তাঁহার নাম রাখিলেন **গোপীশ্বর**। শ্রীমন্মহাদেব গোপীসহ গোপীনাথের আরাধনার নিমিত্ত ব্রজে আসিয়া শেষে নিজেই গোপীগণের আরাধ্য হইয়া পড়িলেন। মাধুর্যের দ্বারে এইভাবেই ঐশ্বর্যের পরাভব হইয়া থাকে।

এই প্রকার ঐশ্বর্যভাবগ্রাহী বড় বড় প্রেমিক ভক্তগণের পক্ষেও ব্রজমাধুরীর অনুভব সম্ভবপর হয় নাই। "বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাই শক্তি। ....ঐশ্বর্যজ্ঞানে বিধিমার্গে ভজন করিয়া। বৈকুণ্ঠেতে যায়, চতুর্বিধ মুক্তি পায়্যা ॥" "রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ং ভগবান্ পায়। বিধিভক্ত্যে পার্ষদদেহে বৈকুণ্ঠে যায় ॥" ইত্যাদি (চৈঃ চঃ)।

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—ব্রজমাধুরী শ্রীবলদেব নিজমাতা রোহিণীর সহিত পরিপূর্ণরূপে আস্বাদন করিয়াছেন এবং তাহার পূর্ণ অনুভবও প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাৎপর্য এই যে, ব্রজমাধুরী গোপীজাতির বা ব্রজের গোপ-গোপীগণেরই বেদ্য। শ্রীবলদেব বসুদেবনন্দন বা ক্ষত্রিয়জাতি হইলেও ব্রজে গোপ অভিমান লইয়াই ব্রজমাধুরী আস্বাদন করিয়াছেন এবং ব্রজরসের পূর্ণ অনুভবপ্রাপ্ত হইয়াছেন। মাতা রোহিণী বসুদেব-গৃহিণী বা ক্ষত্রিয়াণী হইলেও মাতা যশোদার সঙ্গে বিশাল বাৎসল্যরসসিন্ধুতে অবগাহন

অন্যত্র ক্ষণমাত্রমচ্যুতপুরে প্রেমামৃতাম্ভোনিধি
স্নাতোঽপ্যচ্যুতসজ্জনৈরপি সমং নাহং বসামি ক্বচিৎ।
কিন্ত্বত্র ব্রজবাসিনামপি সমং যেনাপি কেনাপ্যলং
সংলাপৈর্মমনির্ভরঃ প্রতিমুহুর্বাসোঽস্তু নিত্যং মম ॥ ১০৫ ॥

অনুবাদ। প্রেমসিন্ধুতে স্নাত হইয়াও, ভগবজ্জনের সঙ্গেও, অন্য কোন ভগবদ্ধামে আমি ক্ষণকালও বাস করিব না, কিন্তু ব্রজবাসিগণের মধ্যে প্রেমশূন্য ব্যক্তির সহিতও যদি বৃথালাপে কালযাপন করিতে হয়, তবুও অত্যাসক্তির সহিত আমার নিত্যই **ব্রজে বাস হউক** ॥১০৫॥

টীকা। অন্য ভগবল্লোকবাস-প্রার্থনাত্যাগপূর্ব্বকং ব্রজবাস এব প্রার্থয়তে— অন্যত্রেতি। প্রেমামৃতাম্ভোনিধিস্নাতোঽপি অচ্যুতসজ্জনৈঃ কৃষ্ণভক্তৈরপি সহ অন্যত্রাচ্যুতপুরে ক্বচিৎ ক্ষণমাত্রমহং ন বসামি। কিন্তু ব্রজবাসিনাং মধ্যে যেন কেনাপি প্রেমশূন্যেনাপি সমং সহ মমালং সংলাপৈর্মম বৃথা কথাভিঃ প্রতিমুহুঃ প্রতিক্ষণং মম নির্ভর আসক্তিপূর্ব্বোবাসো নিত্যমস্ত্বিত্যন্বয়ঃ। বক্তুর্দৈন্যোনোক্তৌ অচ্যুতাচ্যুত ইতি ন কথিতপদতা ॥১০৫॥

করিয়া যশোদার অভিন্নভাব লইয়াই ব্রজমাধুরী আস্বাদন করিয়াছেন বা ব্রজরসের 'সামগ্রিক অনুভূতিও প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীউদ্ধব মহাশয় গোপ-গোপীগণের সান্ত্বনার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া ব্রজে আসিয়াছিলেন এবং ব্রজমাধুরীর যথেষ্ট অনুভব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কারণ ক্ষণকালও যিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ বা সান্নিধ্য ত্যাগ করিতে পারিতেন না, তিনি ব্রজমাধুর্যে মগ্ন হইয়া দশমাসকাল ব্রজে বাস করিয়াছিলেন এবং সানন্দ-চমৎকারে ব্রজপ্রেমের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন। শেষে গোপীচরণে মস্তক বিক্রয় করিয়া গোপীগণের সর্বাধিক মহিমা কীর্তন করিয়াছিলেন ও তাঁহাদের এককণা শ্রীচরণরজ মস্তকে ধারণ করিবার অভিলাষে ব্রজে তৃণ, গুল্ম জন্মের প্রার্থনা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—'সেই মহামহিম **ব্রজমাধুরী** আমি কিরূপে বর্ণনা করিতে সক্ষম হইব?'

"ব্রহ্মা নারদ মহাদেব ও প্রেম-ভক্তোত্তম।
উচছলিত মাধুরী যাঁর অনন্ত অসীম॥
সম্যক্ জানিতে যাহা হয় অসমর্থ।
বলদেব রোহিণীমাতা জানিতে সমর্থ॥
প্রেমবলে শ্রীউদ্ধব নিশ্চয়ই কিছু জানে।
কিরূপে বর্ণনা করি সেই বৃন্দাবনে?"১০৪॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে ব্রজবাসে নিষ্ঠা প্রকাশ করিতেছেন। বিশ্বজগৎ মায়াশক্তির বা প্রকৃতির পরিণাম; ধাম কিন্তু অন্তরঙ্গা চিৎশক্তির বিকার। সন্ধিনীশক্তিতে ধামের প্রতিষ্ঠা। শ্রুতিও বলেন—"স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি" (ছা, উ, ৭।২৪) অর্থাৎ সেই ভগবান্ কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন? উত্তর—তিনি স্বীয় মহিমায় বা অচিন্ত্য বিভূতিতে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীধাম যে প্রপঞ্চাতীত, নিত্য, অলৌকিক, শ্রীভগবানের নিত্যবিহারস্থান এবং চর্মচক্ষুর অদৃশ্য, ইহার শত শত শাস্ত্রপ্রমাণ রহিয়াছে। "আবির্ভাবস্তিরোভাবো ভবেদত্র যুগে যুগে। তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষা॥" শ্রীধাম নিত্য, শাশ্বত, মহাতেজোময়, চর্মচক্ষুর অদৃশ্য। কল্পে কল্পে শ্রীধামে শ্রীভগবানের আবির্ভাব তিরোভাবাদি হইয়া থাকে। চেতন পরমাত্মা জড় পাঞ্চভৌতিকদেহে অবস্থান করিয়াও যেমন উহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌রূপে বিরাজিত, তদ্রূপ চিন্ময়ধাম জড়জগতে অবস্থান করিয়াও সর্বথা জড়াংশ নির্লিপ্ত। দেহনাশে যেমন পরমাত্মার নাশ হয় না, তদ্রূপ মহাপ্রলয়ে বিশ্বধ্বংস হইলেও শ্রীধাম স্বরূপেই অবস্থান করেন। সুতরাং ধামবাসে যে চিন্ময় ভগবল্লোকেই বসবাস সুসিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহা সুনিশ্চিত। বিশেষতঃ ধামবাসে সাধকের শরণাগতির সিদ্ধি, অনুকূল সৎসঙ্গ ও ভজনসাধনের চরম আনুকূল্য সাধিত হইয়া থাকে।

কেহ বলিতে পারেন—'শ্রীপাদ! সব ভগবদ্ধামই তো নিত্য ও চিন্ময়। অপর কোন ভগবদ্ধামেও তো আপনি বসবাস করিতে পারেন? অন্যান্য ভগবদ্ধামে যদি অধিকতর ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ও প্রেম-সাধনার সুযোগ, সৌভাগ্য লাভ হয় এবং ব্রজধামে যদি ইতর জনসঙ্গে গ্রাম্যবার্তায় কালযাপন করিতে হয়, তাহা হইলে ব্রজধাম ত্যাগ করিয়া দ্বারকাদি অন্যান্য ভগবদ্ধামে বসবাস করাই যুক্তিসিদ্ধ?'

তদুত্তরে বলিলেন—'প্রেমসাধনার সুযোগ, সৌভাগ্যের কথা কি, যদি অন্যধামে প্রেমসিন্ধুতে নিয়ত অবগাহনের সৌভাগ্য লাভ হয় এবং তাদৃশ প্রচুর ভগবজ্জনের সঙ্গলাভও হয়, তবু আমি অন্য ভগবদ্ধামে ক্ষণমাত্র বসবাসের ইচ্ছা করি না। ব্রজে বাস করিয়া প্রেমশূন্য ব্যক্তির সহিত যদি বৃথালাপেও কালযাপন করিতে হয়, তবু আমি অত্যাসক্তিপূর্বক প্রতিনিয়ত ব্রজবাসই কামনা করি।' এতদ্দ্বারা বহির্জগতের কথা তো দূরে, শ্রীপাদ রঘুনাথ ব্রজ ছাড়িয়া অন্য কোন ভগবদ্ধামেও সাধুসঙ্গ ও প্রেমরসা-স্বাদনের সুযোগ পাইলেও ক্ষণকালও যে বাস করিতে ইচ্ছা করেন না, ইহা জানা গেল। কারণ ব্রজরস-নিষ্ঠ সাধকের ব্রজবাসে যেরূপ মাধুর্যময় ব্রজরসসাধনার আনুকূল্য-বিধান হইয়া থাকে, তাহা অন্য ধামে হয় না। বিশেষতঃ এতাদৃশ ধামনিষ্ঠা অভীষ্টদেবও কামনা করিয়া থাকেন। কারণ ইষ্ট-নিষ্ঠার ন্যায় স্বীয় অভীষ্টদেবের লীলাভূমিতে নিষ্ঠাটিও পরমৈকান্তিকতার পরিচায়ক। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গণ প্রায় সকলেই অবগত আছেন,—রণবাড়ীর সিদ্ধ বাবা শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ ব্রজ ছাড়িয়া চারিধাম দর্শনে গমনের ইচ্ছা করিলে ধামেশ্বরী শ্রীরাধারাণী তাঁহাকে ব্রজ ছাড়িয়া অন্যধামে যাইতে নিষেধ করেন। কিন্তু শ্রীল বাবা তাহাকে স্বপ্নমাত্র মনে করিয়া দ্বারকায় গিয়া তপ্তমুদ্রা ধারণ করত

রাগেণ রূপমঞ্জর্য্যারক্তীকৃত মুরদ্বিষঃ।
গুণারাধিত রাধায়াঃ পাদযুগ্মেরতির্মম ॥ ১০৬ ॥

ব্রজে আগমন করিলে শ্রীরাধারাণী দ্বারকায় গিয়া বাবা শ্রীসত্যভামার গণ হইয়া গিয়াছেন এজন্য তাঁহাকে ব্রজ ছাড়িয়া দ্বারকাতেই চলিয়া যাইতে স্বপ্নাদেশ করেন। পরিশেষে বাবার শ্রীঅঙ্গখানি শ্রীরাধার বিরহানলে জ্বলিয়া ধীরে ধীরে ভস্মীভূত হইয়া যায়। এতদ্দ্বারা শ্রীরাধারাণী ও তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্তের আচরণে উল্লিখিত সিদ্ধান্তটিই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। তাই শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ লিখিয়াছেন—

"কিং নো ভূপৈঃ কিং নু দেবাদিভির্বা, স্বাপ্নৈশ্বর্য্যোৎফুল্লিতৈঃ কিঞ্চমুক্তৈঃ।
শূন্যালম্বৈর্বৈষ্ণবৈর্বাপি কিং নঃ, শ্রীমদ্বৃন্দাকাননৈকান্তভাজাম্ ॥
শং সর্ব্বেষামপ্রয়াসেনদাত্রী, দ্বি ত্রৈকান্তি-প্রেমমাত্রৈকপাত্রী।
আনন্দাত্মা-শেষসত্ত্বা-নিধাত্রী, শ্রীবৃন্দাটব্যস্তু মেঽন্ধস্যধাত্রী ॥" (বৃঃ মঃ ১।২৫-২৬)

"একান্তভাবে বৃন্দাবনাশ্রয়ী আমাদের নৃপতিগণেরই বা কি প্রয়োজন? দেবগণেরই বা কি আবশ্যক? আর স্বপ্নৈশ্বর্যতুল্য ঐশ্বর্যদ্বারা উৎফুল্লিত মুক্তগণেরই বা আমাদের কি প্রয়োজন? অপর পরব্যোম, বৈকুণ্ঠাদি প্রাপ্তি যাঁহাদের লক্ষ্য, সেই সকল বৈষ্ণবগণেরই বা আমাদের কি আবশ্যক?

অনায়াসে সকলের সুখবিধানকারী, দুই তিনটি অর্থাৎ অতিবিরল একান্তিজনেরই কেবল প্রেমের পাত্র, নিখিল জীবের আনন্দপ্রদানকারী সেই বৃন্দাটবী মাদৃশ অন্ধজনের ধাত্রী বা পালয়িত্রী হউন।" আরও বলিয়াছেন—

"সোঢ়্বাঽপি দুঃখানি সুদুঃসহানি, ত্যক্ত্বাঽপ্যহো জাতিকুলাদিকানি।
ভুক্ত্বা শ্বপাকৈরপি থূৎকৃতানি, বৃন্দাটবীবাসমহং করিষ্যে ॥"

অর্থাৎ সুদুঃসহ দুঃখরাশি সহ্য করিয়াও, জাতি-কুলাদি ত্যাগ করিয়াও এবং চণ্ডালের থূৎকৃত আহার করিয়াও আমি শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য বাস করিব।"

"অন্য হরিধামে যদি প্রেমভক্ত-সঙ্গে।
স্নান করি নিত্য প্রেমসমুদ্রতরঙ্গে ॥
তবু এ বাসনা নাহি ছাড়ি বৃন্দাবন।
অন্য ধামে বসবাস করি একক্ষণ ॥
কিন্তু ব্রজবাসিমধ্যে কোনও প্রেমশূন্য।
তাঁর সঙ্গে বৃথালাপেও নিজে মানি ধন্য ॥
অতীব আসক্তি সহ এই বৃন্দাবনে।
চিরবাস হোক্ মোর চাহি প্রতিক্ষণে ॥"১০৫॥

অনুবাদ। শ্রীরূপমঞ্জরী অনুরাগের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহার অনুরক্ত করিয়া দিয়াছেন, সেই বৈদগ্ধ্যাদি গুণসমূহের দ্বারা আরাধিতা **শ্রীরাধার পাদপদ্মযুগলে আমার রতি হউক** ।।১০৬।।

টীকা। সপরিকরং শ্রীকৃষ্ণং স্তুত্বা স্বাভীষ্টং প্রার্থয়তে—রাগেণেতি। গুণৈর্বৈদগ্ধ্যাদিভী-রাধিতায়া আরাধিতায়া রাধিকায়াঃ পাদযুগ্মে মম রতিরাস্তামিতি শেষঃ। কিম্ভূতায়া রূপমঞ্জর্য্যা কর্ত্র্যা রাগেণ কৃত্বা রক্তীকৃতো মুরদ্বিটকৃষ্ণো যত্রেতি তস্যাঃ ।।১০৬।।

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীধাম পার্ষদাদি সহ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের স্তব করিয়া শ্রীপাদ এক্ষণে স্বীয় অভীষ্টপ্রার্থনা করিতেছেন—"শ্রীরাধায়াঃ পাদযুগ্মে মম রতিরস্তু।" 'শ্রীরাধার শ্রীচরণযুগলে আমার রতি হউক।' **ইহাই সাধ্য, ইহাই সাধনা।** রাধাস্নেহাধিকা রতিসম্পন্ন গৌড়ীয়বৈষ্ণবের ইহাই চরম কামনার সম্পদ্। শ্রীরাধার চরণে ঐকান্তিকী রতির ফলেই বৃন্দাবনীয় রসসাধকের সর্বাভীষ্ট পূর্ণ হইয়া থাকে। প্রশ্ন হইতে পারে; যুগল-উপাসক গৌড়ীয়বৈষ্ণব, তাঁহারা শ্রীরাধামাধব যুগলেরই ধ্যান, ধারণা, সেবা, আরাধনাদি করিয়া থাকেন, একা শ্রীরাধার চরণে রতিই কিরূপে গৌড়ীয়বৈষ্ণবের সাধ্য বা কাম্য হইতে পারে ? যুগলচরণে রতিই তো তাঁহাদের কাম্য বা সাধ্য হওয়া উচিৎ ? এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে—যুগলচরণে রতি আর রাধাচরণে রতি কিছু একটা ভিন্নবস্তু নয়। বরং রাধাচরণে রতি হইতেই যুগলচরণে রতি ও যুগলসেবাদি অধিকাধিকরূপে স্বয়ংই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। রাধাচরণনিষ্ঠ সাধক শ্রীকৃষ্ণকে না চাহিলেও শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া একান্ত নিজের করিয়া আত্মসাৎ করেন। শ্রীরাধা কৃষ্ণময়ী, "কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যার অন্তরে বাহিরে।" (চৈঃ চঃ) শ্রীকৃষ্ণ দিয়াই তো শ্রীরাধার আরাধনা করিতে হয়। সুতরাং কৃষ্ণ বিনা রাধার আরাধনা বা রাধাচরণে রতিই বা কিরূপে সুসিদ্ধ হইতে পারে ; তাই যুগল-উপাসনা করিলেও আমি যে রাধারই, একান্তভাবে তাঁহারই শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত প্রাণ, এই অভিমান সর্বক্ষণই রাধাকিঙ্করী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সাধকের চিত্তে বিরাজ করে। তাই শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধাচরণে রতিই কামনা করিয়াছেন।

সেই শ্রীরাধা কিরূপ, তাহাই শ্লোকে বলা হইতেছে বৈদগ্ধ্যাদি গুণসমূহের দ্বারা আরাধিতা শ্রীরাধা। নিখিল সদ্‌গুণরাজি সতত যাঁহার আরাধনা করিতেছে তিনিই শ্রীরাধা। "যস্যাস্তি ভক্তি-র্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।" (ভাঃ-৫।১৮।১২) অর্থাৎ "শ্রীভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, নিখিল সদ্‌গুণরাজির সহিত দেবগণ তাঁহাতে বসবাস করিয়া থাকেন।" "সর্ব্বমহা গুণগণ বৈষ্ণবশরীরে। কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে।।" (চৈঃ চঃ) ক্ষুদ্র জীবশক্তির মধ্যে ভাগবতীভক্তির অধিষ্ঠান হইলে যদি কৃষ্ণের নিখিল গুণ তাঁহাতে সঞ্চারিত হইতে পারে, তাহা হইলে হ্লাদিনীর সারাৎসার সাক্ষাৎ মাদনাখ্য মহাভাব স্বরূপিণী-প্রেমলক্ষ্মী শ্রীরাধাকে যে নিখিল গুণরাজি স্বয়ংই আরাধনা করিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ? বস্তুতঃ শ্রীরাধার গুণাবলীর গণনা করিতে যাওয়া জীবের পক্ষে হাস্যাস্পদ

চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। "যাঁর সদ্‌গুণগণের স্বয়ং কৃষ্ণ না পান পার। তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার ॥" (চৈঃ চঃ)। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ শ্রীরাধার মধুররসোপযোগী মধুরাতিমধুর পঁচিশটি গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—

"অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা কীর্ত্তন্তে প্রবরা গুণাঃ।
মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা ॥
চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিতমাধবা।
সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা রম্যবাক্ নর্ম্মপণ্ডিতা।
বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা ॥
লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যশালিনী।
সুবিলাসা মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী ॥
গোকুলপ্রেমবসতিজগচ্ছ্রেণীলসদ্যশাঃ।
গুর্ব্বর্পিতগুরুস্নেহা সখীপ্রণয়িতাবশা ॥
কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সন্ততাশ্রবকেশবা।
বহুনা কিং গুণাস্তস্যাঃ সংখ্যাতীতা হরেরিব ॥" (উজ্জ্বলনীলমণি)

শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থে রাধাপ্রকরণে প্রতিটি গুণের দৃষ্টান্ত দিয়া গুণাবলীর বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সবিশেষ জানিতে হইলে মূলগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

শ্রীল রঘুনাথ বলিলেন—শ্রীরূপমঞ্জরী অনুরাগের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহার প্রতি অনুরক্ত করিয়া দিয়াছেন। শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরস্পরের রূপ, গুণাদি পরস্পরের নিকট বর্ণনা করিয়া সখী-মঞ্জরীগণ উভয়কেই উভয়ের প্রতি অনুরক্ত করিয়া থাকেন। সখী-মঞ্জরীগণের সহায়তা ব্যতীত তাঁহারা স্বয়ং এই **অনুরক্তি**-বিস্তার করিতে গেলে রসের পরিপুষ্টি সাধিত হয় না। এই জন্যই বলা হইয়াছে, রাধামাধবের ভাব বিভু হইলেও পরিপুষ্টির নিমিত্ত **সখী-মঞ্জরীগণের সহায়তার** অপেক্ষা করিয়া থাকে। শ্রীপাদ রঘুনাথ সেই কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা, বৈদগ্ধ্যাদি অশেষ গুণখনি শ্রীরাধারাণীর শ্রীপাদপদ্মে রতি কামনা করিতেছেন।

অথবা শ্লোকটির এইরূপও অর্থ হইতে পারে যে, যে রূপমঞ্জরী হৃদয়ের অতুলনীয় অনুরাগরসে শ্রীকৃষ্ণকে অনুরঞ্জিত করিয়াছেন এবং স্বীয় নিরুপম গুণাবলীর দ্বারা শ্রীরাধারাণীর আরাধনা করিয়াছেন, সেই **রূপমঞ্জরীর** পাদপদ্মদ্বয়ে আমার রতি হউক। অর্থাৎ যে শ্রীরূপমঞ্জরীর অতুলনীয় অনুরাগে এবং প্রেমোত্থ গুণাবলীতে শ্রীশ্রীরাধামাধব সতত তাঁহার অধীন হইয়া আছেন, সেই রূপমঞ্জরীর শ্রীচরণে

ইদং নিয়তমাদরাদ্‌ব্রজবিলাস-নাম-স্তবং
সদা ব্রজজনোল্লসন্মধুর-মাধুরী-বন্ধুরম্‌ ।
মুহুঃ কুতুকসম্ভৃতাঃ পরিপঠন্তি যে বস্তু তৎ
সমং পরিকরৈর্দৃঢ়ং মিথুনমত্র পশ্যন্তি তে ॥ ১০৭ ॥

॥ ইতি শ্রীব্রজবিলাসস্তবঃ সমাপ্তঃ ॥৮॥

অনুবাদ। ব্রজজনের প্রকাশশীল মাধুরীদ্বারা নিরতিশয় সুন্দর ও মনোহর এই ব্রজবিলাস নামক স্তব যাঁহারা কৌতুকের সহিত নিয়ত পরমাদরে পাঠ করেন, তাঁহারা মনোজ্ঞ-মিথুন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে সপরিকরে এই শ্রীবৃন্দাবনে সুনিশ্চিতরূপে দর্শন করিয়া থাকেন ॥১০৭॥

টীকা। এতৎ পঠনফলমাহ—ইদমিতি। ইদং ব্রজবিলাসনাম-স্তবম্‌ আদরান্নিয়তং নিরন্তরং মুহুর্বারং বারং কুতুকেন সংভৃতাঃ পরিপূর্ণাঃ সন্তোষে পঠন্তি তে পরিকরগণৈঃ সমং সহ

রতি হইলে আমার সর্বাভীষ্ট অচিরায় সুসিদ্ধ হইবে। বস্তুতঃ শ্রীপাদ রঘুনাথ এই ব্রজবিলাসস্তবের উপসংহারে একই শ্লোকে যুগপৎ তাঁহার পরমাভীষ্ট শ্রীরাধারাণী এবং শ্রীরূপমঞ্জরীর শ্রীচরণে রতি-কামনা করিয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণবের হার্দ্যবস্তুর সূচনা করিয়াছেন। শ্রীপাদের অপূর্বকাব্যকলাকৌশলের জয় হউক।

"শ্রীরূপমঞ্জরী কৃষ্ণে অনুরাগরসে।
রঞ্জিত করিয়া যাঁর করিয়াছে বশে ॥
বৈদগ্ধ্যাদি গুণদ্বারা যিনি আরাধিতা।
সেই রাধাপদদ্বন্দ্বে রতি হোক্‌ সদা ॥"

অথবা

"হৃদয়ের অতুলন অনুরাগ-রসে,
রাধানাথে যিনি সুখে করি সুরঞ্জিত।
অপূর্ব্ব মধুর গুণাবলীর পরশে,
শ্রীরাধারে অতিশয় কৈলা আনন্দিত ॥
সেই শ্রীরূপমঞ্জরীর চরণকমল।
একমাত্র গতি মোর একান্ত সম্বল ॥"১০৬॥

তন্মিথুনং রাধাকৃষ্ণযুগলম্ অত্র ব্রজে দৃঢ়ং নিতান্তম্। 'দৃঢ়ে স্থূলে নিতান্তে চ প্রগাঢ়ে বলবত্যপী'তি মেদিনী। কিম্ভূতং স্তবং সদা সর্ব্বক্ষণং ব্রজজনেষু উল্লসন্তী প্রকাশমানা যা মধুরমাধুরী তয়া বন্ধুরং সুন্দরং মিথুনং কিম্ভূতং বল্গু মনোহরম্ ॥১০৭॥

॥ ইতি শ্রীব্রজবিলাসস্তব বিবৃতিঃ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ এই শ্লোকে ব্রজবিলাসস্তবের ফলশ্রুতি বর্ণনা করিতেছেন। এই ব্রজবিলাসস্তবে পরমমাধুর্যময়-ব্রজধাম ও ব্রজপার্ষদগণের স্তুতি করা হইয়াছে। ব্রজপার্ষদগণের মধুরাতিমধুর ভাবপরিপাটীতে এবং ব্রজধামের লীলামাধুর্যরসে এই ব্রজবিলাসস্তব শরতের তটিনীর ন্যায় কানায় কানায় ভরপুর। সুতরাং শ্রীপাদ রঘুনাথ এই স্তুতির সার্থকনাম রাখিয়াছেন—**ব্রজবিলাসস্তব**। ইহার শ্রবণ-কীর্তনে শ্রীশ্রীরাধামাধবের ব্রজবিলাসটি শ্রবণ-কীর্তনকারীর সম্মুখে যেন মূর্তিমান হইয়া উঠে। তাই বলা হইয়াছে, প্রকাশশীল মাধুরীদ্বারা এই ব্রজবিলাসস্তবটি নিরতিশয় সুন্দর ও মনোহর। যাঁহারা কৌতুকভরে পরম আদরের সহিত এই ব্রজবিলাসস্তব নিয়ত পাঠ করিবেন, তাঁহারা সপরিকরে মনোজ্ঞ-মিথুন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে এই ব্রজধামে সুনিশ্চিতরূপে দর্শন করিবেন। মনোজ্ঞ-মিথুন শ্রীশ্রীরাধামাধব, অনন্ত সৌন্দর্য-মাধুর্যের কল্লোলিতসিন্ধু! ভগবদ্রাজ্যের নিখিল মাধুর্যের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণেই পরাকাষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ মাধুর্যেরই মূর্তি;"মাধুর্য্যমেব নু" (কর্ণামৃত)। শ্রীরাধারাণীর মিলনে সেই অনন্ত মাধুর্যসিন্ধুর যে কল-কল্লোল, তাহা দর্শনকারীর চিত্তে যে অফুরন্ত আনন্দ বিস্ময় জাগায়, তাহা মাত্র অনুভবৈকগম্য, কাহারো ভাষায় বর্ণনযোগ্য বস্তু নহে। **বল্গু** শব্দের দ্বারা শ্রীযুগলের অনন্ত সৌন্দর্য-মাধুর্যের ইঙ্গিতমাত্র করিয়াছেন শ্রীপাদ রঘুনাথ।

প্রশ্ন হইতে পারে, ভজন-সাধনের পরিপাকে প্রেমলাভ হইলেই সাধকের ভগবৎ সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, ইহাই সাধু-শাস্ত্রের বিধান। স্তবস্তোত্রাদি শ্রবণ-কীর্তনের ফলে সাধকের ভজনের পরিপুষ্টি সাধিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে প্রেমের চরম ফল ভগবৎ-সাক্ষাৎকার কিরূপে সম্ভব? সত্যকথা, কিন্তু কোন কোন ভজনাঙ্গ এতই প্রবল শক্তিশালী যে মন্ত্রশক্তির ন্যায় শ্রীভগবানকে আকর্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ নিরপরাধ সাধকের নয়ন-গোচর করাইয়া দেয়। এই ব্রজধাম এবং ব্রজপার্ষদগণের মাধুর্যরসে ভরপুর ব্রজবিলাসস্তবও তদ্রূপ মহাশক্তিশালী মন্ত্রের ন্যায় আদরের সহিত পাঠকারী ভক্তের নিকট শ্রীশ্রীরাধামাধবকে আকর্ষণ করিয়া নয়ন-গোচর করাইয়া থাকে। ব্রজরসের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি শ্রীপাদ রঘুনাথের ইহা বিশ্বসাধকগণের প্রতি করুণার আশীর্বাদ। এই স্তব পাঠকারীর শ্রীযুগলকিশোরের দর্শন লাভের ইহাও অন্যতম কারণ। যেহেতু—"কৃষ্ণ তাহা পূর্ণ করে মাগে যেই ভৃত্য। ভৃত্যবাঞ্ছা পূর্ত্তি বিনা কৃষ্ণের নাহি অন্য কৃত্য॥" (চৈঃ চঃ)।

"ব্রজের প্রকাশমান মাধুরী-বিশেষে ।
'ব্রজবিলাসস্তব' নাম অতীব উল্লাসে ॥
নিত্য সাদরেতে যেই আনন্দিত মনে ।
স্তবরত্ন পাঠ করে করিয়া নিয়মে ॥
মনোজ্ঞ-মিথুনমূর্তি যুগল-কিশোরে ।
দরশন দেন তাঁরে সহ পরিকরে ॥
রঘুনাথদাসকৃত "ব্রজবিলাসস্তব ।"
রসিক ভকতজনে মহামহোৎসব ॥
সেই মহামহোৎসব করিয়া স্মরণ ।
হৃদে ধরি দাস রঘুনাথের চরণ ॥
'হরিপদ' গান করে পদাবলীছন্দে ।
হেরিব এ আশা রাধাকৃষ্ণ-পদদ্বন্দ্বে ॥" ১০৭ ॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীব্রজবিলাসস্তবের স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

●